মথিলিখিত সুসমাচার

যীশু খ্রীষ্টের বংশ-তালিকা

(লূক3:23-38)

1 এই হল যীশু খ্রীষ্টের বংশ তালিকা। ইনি ছিলেন
রাজা দায়ূদের বংশধর, দায়ূদ ছিলেন অব্রাহামের
বংশধর।

2 অব্রাহামের ছেলে ইস্হাক।
ইস্হাকের ছেলে যাকোব।
যাকোবের ছেলে যিহূদা
ও তার ভাইরা।
3 যিহূদার ছেলে পেরস ও সেরহ।
এদের মায়ের নাম তামর।
পেরসের ছেলে হিষ্রোণ।
হিষ্রোণের ছেলে রাম।
4 রামের ছেলে অম্মীনাদব।
অম্মীনাদবের ছেলে নহশোন।
নহশোনের ছেলে সল্মোন।
5 সল্মোনের ছেলে বোয়স।
এর' মায়ের নাম রাহব।
বোয়সের ছেলে ওবেদ।
এর' মায়ের নাম রূৎ।
ওবেদের ছেলে যিশয়।
6 যিশয়ের ছেলে রাজা দায়ূদ।
দায়ূদের ছেলে রাজা শলোমন।
এর' মা ছিলেন ঊরিয়ের বিধবা স্ত্রী।
7 শলোমনের ছেলে রহবিয়াম।
রহবিয়ামের ছেলে অবিয়।
অবিয়ের ছেলে আসা।
8 আসার ছেলে যিহোশাফট।
যিহোশাফটের ছেলে যোরাম।
যোরামের ছেলে উষিয়।
9 উষিয়ের ছেলে যোথম।
যোথমের ছেলে আহস।
আহসের ছেলে হিষ্কিয়।
10 হিষ্কিয়ের ছেলে মনঃশি।
মনঃশির ছেলে আমোন।
আমোনের ছেলে যোশিয়।
11 যোশিয়ের ছেলে যিকনিয় ও তার ভাইরা।
বাবিলে ইহুদীদের নির্বাসনের সময়
এঁরা জন্মেছিলেন।
12 যিকনিয়ের ছেলে শল্টীয়েল।
ইনি বাবিলে নির্বাসনের পর জন্মেছিলেন।
শল্টীয়েলের ছেলে সরুব্বাবিল।
13 সরুব্বাবিলের ছেলে অবীহূদ।
অবীহূদের ছেলে ইলীয়াকীম।
ইলীয়াকীমের ছেলে আসোর।
14 আসোরের ছেলে সাদোক।
সাদোকের ছেলে আখীম।
আখীমের ছেলে ইলীহূদ।
15 ইলীহূদের ছেলে ইলিয়াসর।
ইলিয়াসরের ছেলে মত্তন।
মত্তনের ছেলে যাকোব।
16 যাকোবের ছেলে যোষেফ।
এই যোষেফই ছিলেন মরিয়মের স্বামী,
এবং মরিয়মের গর্ভে যীশুর জন্ম হয়,
যাঁকে মশীহ বা খ্রীষ্ট বলে।
17 এইভাবে অব্রাহাম থেকে দায়ূদ পর্যন্ত মোট চৌদ্দ
পুরুষ। দায়ূদের পর থেকে বাবিলে নির্বাসন পর্যন্ত মোট
চৌদ্দ পুরুষ এবং বাবিলে নির্বাসনের পর থেকে খ্রীষ্টের
আগমন পর্যন্ত মোট চৌদ্দ পুরুষ।

যীশু খ্রীষ্টের জন্ম

(লূক2:1-7)

18 এই হল যীশু খ্রীষ্টের জন্ম সংক্রান্ত বিবরণ–
যোষেফের সঙ্গে তাঁর মা মরিয়মের বাগ্দান হয়েছিল;
কিন্তু তাঁদের বিয়ের আগেই জানতে পারা গেল যে
পবিত্র আত্মার শক্তিতে মরিয়ম গর্ভবতী হয়েছেন। 19 তাঁর
ভাবী স্বামী যোষেফ ন্যায়পরায়ণ লোক ছিলেন। তিনি
মরিয়মকে লোক চক্ষে লজ্জায় ফেলতে চাইলেন না,
তাই তিনি মরিয়মের সাথে বিবাহের এই বাগ্দান বাতিল
করে গোপনে তাকে ত্যাগ করতে চাইলেন।

20 তিনি যখন এসব কথা চিন্তা করছেন, তখন প্রভুর
এক দূত স্বপ্নে তাকে দেখা দিয়ে বললেন, "যোষেফ,
দায়ূদের সন্তান, মরিয়মকে তোমার স্ত্রী রূপে গ্রহণ করতে
ভয় করো না, কারণ তার গর্ভে যে সন্তান এসেছে, তা
পবিত্র আত্মার শক্তিতেই হয়েছে। 21 দেখ, সে এক পুত্র
সন্তান প্রসব করবে, তুমি তাঁর নাম রেখো যীশু, কারণ
তিনি তাঁর লোকদের তাদের পাপ থেকে উদ্ধার করবেন।"

22 এইসব ঘটেছিল যাতে ভাববাদীর মাধ্যমে প্রভু যা
বলেছিলেন তা পূর্ণ হয়। 23 শোন! "এক কুমারী গর্ভবতী
হবে, আর সে এক পুত্র সন্তান প্রসব করবে, তারা
তাঁকে ইম্মানূয়েল যার অর্থ "আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর"
বলে ডাকবে।"

24 যোষেফ ঘুম থেকে উঠে প্রভুর দূতের আদেশ
অনুসারে কাজ করলেন। তিনি মরিয়মকে বিয়ে করে
বাড়ি নিয়ে গেলেন; 25 কিন্তু মরিয়মের সেই সন্তানের

জন্ম না হওয়া পর্যন্ত যোষেফ মরিয়মের সঙ্গে সহবাস করলেন না। যোষেফ সেই সন্তানের নাম রাখলেন যীশু।

পণ্ডিতেরা যীশুকে দেখতে আসলেন

2 হেরোদ যখন রাজা ছিলেন, সেই সময় যিহূদিয়ার বৈৎলেহমে যীশুর জন্ম হয়। সেইসময় প্রাচ্য থেকে কয়েকজন পণ্ডিত জেরুশালেমে এসে যীশুর খোঁজ করতে লাগলেন। 2তাঁরা এসে জিজ্ঞেস করলেন, "ইহুদীদের যে নতুন রাজা জন্মেছেন তিনি কোথায়? কারণ পূর্ব দিকে আকাশে আমরা তাঁর তারা দেখে তাঁকে প্রণাম জানাতে এসেছি।"

3রাজা হেরোদ একথা শুনে খুব বিচলিত হলেন এবং তাঁর সঙ্গে জেরুশালেমের সব লোক বিচলিত হল। 4তখন তিনি ইহুদীদের মধ্যে যারা প্রধান যাজক ও ব্যবস্থার শিক্ষক ছিলেন, তাঁদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, মশীহ (খ্রীষ্ট) কোথায় জন্মগ্রহণ করবেন? 5তাঁরা হেরোদকে বললেন, "যিহূদিয়া প্রদেশের বৈৎলেহমে, কারণ ভাববাদী সেরকমই লিখে গেছেন:

6"আর তুমি যিহূদা প্রদেশের বৈৎলেহম, তুমি যিহূদার
শাসনকর্তাদের চোখে কোন অংশে নগণ্য নও, কারণ
তোমার মধ্য থেকে একজন শাসনকর্তা উঠবেন যিনি
আমার প্রজা ইস্রায়েলকে চরাবেন।"' *মীখা 5:2*

7তখন হেরোদ সেই পণ্ডিতদের সঙ্গে একান্তে দেখা করার জন্য তাঁদের ডেকে পাঠালেন। তিনি তাঁদের কাছ থেকে জেনে নিলেন ঠিক কোন সময় তারাটা দেখা গিয়েছিল। 8এরপর হেরোদ তাদের বৈৎলেহমে পাঠিয়ে দিলেন আর বললেন, "দেখ, তোমরা সেখানে গিয়ে ভাল করে সেই শিশুর খোঁজ কর; আর খোঁজ পেলে, আমাকে জানিয়ে যেও, যেন আমিও সেখানে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতে পারি।"

9তাঁরা রাজার কথা শুনে রওনা দিলেন। আর তাঁরা পূর্ব দিকের আকাশে যে তারাটা উঠতে দেখেছিলেন, সেটা তাঁদের আগে আগে চলল এবং শিশুটি যেখানে ছিলেন তার ওপরে থামল। 10তাঁরা সেই তারাটি দেখে আনন্দে আত্মহারা হলেন। 11পরে সেই ঘরের মধ্যে ঢুকে শিশুটি ও তাঁর মা মরিয়মকে দেখতে পেয়ে তারা মাথা নত করে তাঁকে প্রণাম করলেন ও তাঁর উপাসনা করলেন। তারপর তাদের উপহার সামগ্রী খুলে বের করে তাঁকে সোনা, সুগন্ধি গুগ্‌গুল ও সুগন্ধি নির্যাস উপহার দিলেন। 12এরপর ঈশ্বর স্বপ্নে তাঁদের সাবধান করে দিলেন যেন তাঁরা হেরোদের কাছে ফিরে না যান, তাই তারা অন্য পথে নিজেদের দেশে ফিরে গেলেন।

যীশুকে নিয়ে পিতামাতার মিশরে গমন

13তাঁরা চলে যাবার পর প্রভুর এক দূত স্বপ্নে যোষেফকে দেখা দিয়ে বললেন, "ওঠো! শিশুটি ও তাঁর মাকে নিয়ে মিশরে পালিয়ে যাও। যতদিন না আমি তোমাদের বলি, তোমরা সেখানেই থেকো, কারণ এই শিশুটিকে মেরে ফেলার জন্য হেরোদ এর খোঁজ করবে।" 14তখন যোষেফ উঠে সেই শিশু ও তাঁর মাকে নিয়ে রাতে মিশরে রওনা হলেন; 15আর হেরোদের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সেখানে থাকলেন। এরূপ ঘটল যাতে ভাববাদীর মাধ্যমে প্রভুর কথা সফল হয়: প্রভু বললেন, "আমি মিশর থেকে আমার পুত্রকে ডেকে আনলাম।"*

হেরোদ বৈৎলেহমের শিশু পুত্রদের হত্যা করলেন

16হেরোদ যখন দেখলেন যে সেই পণ্ডিতরা তাঁকে বোকা বানিয়েছে, তখন তিনি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি সেই পণ্ডিতদের কাছ থেকে যে সময়ের কথা জেনেছিলেন, সেই হিসাব মতো দু'বছর ও তার কম বয়সের যত ছেলে বৈৎলেহম ও তার আশেপাশের অঞ্চলে ছিল, সকলকে হত্যা করার হুকুম দিলেন। 17এর ফলে ভাববাদী যিরমিয়র মাধ্যমে ঈশ্বর যে কথা বলেছিলেন তা পূর্ণ হল:

18"রামায় একটা শব্দ শোনা গেল, কান্নার রোল ও
তীব্র হাহাকার, রাহেল তাঁর সন্তানদের জন্য কাঁদছেন।
তিনি কিছুতেই শান্ত হতে চাইছেন না, কারণ তারা
কেউ আর বেঁচে নেই।" *যিরমিয় 31:15*

মিশর থেকে যোষেফ ও মরিয়মের প্রত্যাবর্তন

19হেরোদ মারা যাবার পর প্রভুর এক দূত মিশরে যোষেফকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, 20"ওঠো! এই শিশু ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে ইস্রায়েল দেশে ফিরে যাও, কারণ যারা এই ছেলের প্রাণ নাশের চেষ্টা করেছিল তারা সকলে মারা গেছে।"

21তখন যোষেফ উঠে সেই শিশু ও তাঁর মাকে নিয়ে ইস্রায়েল দেশে গেলেন। 22কিন্তু যোষেফ যখন শুনলেন যে হেরোদের জায়গায় তাঁর পুত্র আর্খিলায় যিহূদিয়ার রাজা হয়েছে, তখন তিনি সেখানে ফিরে যেতে ভয় পেলেন। পরে আর এক স্বপ্নে তাঁকে সাবধান করে দেওয়া হল, 23তখন তিনি গালীলে গিয়ে নাসরৎ নগরে বসবাস করতে লাগলেন। এইরকম ঘটল যেন ভাববাদীদের মাধ্যমে ঈশ্বর যা বলেছিলেন তা পূর্ণ হয়: তিনি নাসরতীয়* বলে আখ্যাত হবেন।

বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কাজ

(মার্ক 1:1-8; লূক 3:1-9, 15-17 যোহন 1:19-28)

3 সেই সময় বাপ্তিস্মদাতা যোহন এসে যিহূদিয়ার প্রান্তর এলাকায় প্রচার করতে লাগলেন। 2তিনি বললেন, "তোমরা মন ফেরাও, দেখ, স্বর্গরাজ্য এসে পড়ল।" 3এই যোহনের বিষয়েই ভাববাদী যিশাইয় বলেছিলেন:

"আমি ... আনলাম" হোশেয় 11:1

নাসরতীয় নাসরতে বসবাসকারী ব্যক্তি। নাসরতীয় কথাটির অর্থ সম্ভবতঃ "শাখা।" যিশ 11:1

"প্রান্তরে এক উচ্চ রব শোনা যাচ্ছে, 'তোমরা প্রভুর
পথ প্রস্তুত কর; যে পথ দিয়ে তিনি যাবেন তা সমান
কর।" *যিশাইয় 40:3*

4 যোহন উটের লোমের তৈরী পোশাক পরতেন,
কোমরে চামড়ার বেল্ট বাঁধতেন। পঙ্গপাল ও বনমধু
ছিল তাঁর খাদ্য। 5 জেরুশালেম, সমগ্র যিহূদিয়া ও যর্দনের
আশপাশের অঞ্চলের লোকেরা প্রান্তরে তাঁর কাছে
আসতে লাগল। 6 তারা এসে নিজেদের পাপ স্বীকার
করত আর তিনি তাদের যর্দন নদীতে বাপ্তাইজ করতেন।

7 যোহন যখন দেখলেন যে অনেক ফরীশী* ও
সদ্দূকী* তাঁর কাছে বাপ্তিস্মের জন্য আসছে, তখন
তিনি তাদের বললেন, "তোমরা, সাপের বাচ্চারা!
ঈশ্বরের আসন্ন ক্রোধ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য কে
তোমাদের চেতনা দিল? 8 তোমরা কাজে দেখাও, যাতে
বোঝা যায় যে তোমরা সত্যিই মন ফিরিয়েছ। 9 আর
নিজেরা মনে মনে একথা চিন্তা করে গর্ব করো না যে,
'আমাদের পিতৃপুরুষ অব্রাহাম'। আমি তোমাদের বলছি,
ঈশ্বর এই পাথরগুলিকেও অব্রাহামের সন্তানে পরিণত
করতে পারেন। 10 প্রতিটি গাছের গোড়াতে কুড়ুল
লাগানোই আছে; আর যে গাছে ভাল ফল ধরে না, তা
কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হবে।"

11 "তোমরা মন ফিরিয়েছ বলে আমি তোমাদের
জলে বাপ্তাইজ করছি। আমার পরে একজন আসছেন,
যিনি আমার থেকে মহান, তাঁর জুতো জোড়া বইবার
যোগ্যও আমি নই। তিনি পবিত্র আত্মায় ও আগুনে
তোমাদের বাপ্তাইজ করবেন। 12 তাঁর কুলা তাঁর হাতেই
আছে, তাঁর খামার তিনি পরিষ্কার করবেন। তিনি তাঁর
গম গোলায় তুলবেন; কিন্তু যে আগুন কখনও নেভে
না সেই আগুনে তুষ পুড়িয়ে ফেলবেন।"

প্রভু যীশুর বাপ্তিস্ম

(মার্ক 1:9-11; লূক 3:21-22)

13 সেই সময় যীশু গালীল থেকে যর্দন নদীর ধারে
এলেন। তিনি যোহনের কাছে বাপ্তিস্মের জন্য এগিয়ে
গেলেন। 14 কিন্তু যোহন তাঁকে বাধা দিতে চেষ্টা করলেন।
যোহন বললেন, "আমারই বরং আপনার কাছে বাপ্তাইজ
হওয়া উচিত! আর আপনি কি না আমার কাছে
এসেছেন।"

15 এর উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, "এখন এরকমই
হতে দাও, কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা এইভাবেই আমাদের
পূর্ণ করা উচিত।" তখন যোহন যীশুকে বাপ্তাইজ করতে
রাজী হলেন।

16 যীশু বাপ্তাইজিত হয়ে জল থেকে উঠে আসার
সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সামনে আকাশ খুলে গেল; আর তিনি
দেখলেন ঈশ্বরের আত্মা কপোতের মতো নেমে তাঁর
ওপরে আসছেন। 17 স্বর্গ থেকে একটি স্বর শোনা গেল,
সেই স্বর বলল, "এই আমার প্রিয় পুত্র, এর প্রতি আমি
অত্যন্ত প্রীত।"

যীশুর পরীক্ষা

(মার্ক 1:12-13; লূক 4:1-13)

4 এরপর দিয়াবল যেন যীশুকে পরীক্ষা করতে পারে
তাই আত্মা যীশুকে প্রান্তরে নিয়ে গেলেন। 2 একটানা
চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত সেখানে উপোস করে কাটানোর
পর যীশু ক্ষুধিত হলেন। 3 তখন সেই পরীক্ষক দিয়াবল
তাঁর কাছে এসে বলল, "তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও,
তবে এই পাথরগুলিকে রুটিতে পরিণত হতে বল।"

4 কিন্তু যীশু এর উত্তরে বললেন, "শাস্ত্রে একথা
লেখা আছে,

'মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখের
প্রত্যেকটি বাক্যেই বাঁচে।"' *দ্বিতীয় বিবরণ 8:3*

5 দিয়াবল তখন পবিত্র নগরী জেরুশালেমের মন্দিরের
চূড়ায় যীশুকে নিয়ে গেল; 6 আর যীশুকে বলল, "তুমি
যদি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে লাফ দিয়ে নীচে পড়, কারণ
শাস্ত্রে তো একথা লেখা আছে,

'তিনি তাঁর স্বর্গদূতদের তোমার উপর দৃষ্টি রাখতে
আদেশ দেবেন আর তারা তোমাকে তুলে ধরবেন, যেন
পাথরের উপর পড়ে তোমার পায়ে আঘাত না লাগে।"'
গীতসংহিতা 91:11-12

7 যীশু তখন তাকে বললেন, "শাস্ত্রে একথাও লেখা
আছে,

'তোমার প্রভু ঈশ্বরকে তুমি পরীক্ষা করবে না।"'
দ্বিতীয় বিবরণ 6:16

8 এরপর দিয়াবল আবার তাঁকে খুব উঁচু একটা
পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে জগতের সমস্ত রাজ্য ও তার
সম্পদ দেখাল। 9 পরে দিয়াবল যীশুকে বলল, "তুমি
যদি আমার সামনে মাথা নত করে আমার উপাসনা
কর, তবে এসবই আমি তোমায় দেব।"

10 তখন যীশু তাকে বললেন, "দূর হও শয়তান!
কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে,

'তোমরা অবশ্যই প্রভু ঈশ্বরেরই উপাসনা করবে,
একমাত্র তাঁরই সেবা করবে!"' *দ্বিতীয় বিবরণ 6:13*

11 তখন দিয়াবল তাঁকে ছেড়ে চলে গেল আর
স্বর্গদূতেরা এসে যীশুর সেবা করলেন।

গালীলে যীশুর কাজ শুরু

(মার্ক 1:14-15; লূক 4:14-15)

12 যীশু যখন শুনলেন যোহনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে
গেছে, তখন তিনি গালীলে চলে গেলেন। 13 তিনি নাসরতে

ফরীশী ফরীশী ইহুদী ধর্মাবলম্বীদের এক সম্প্রদায়, যারা নিজেদের পুরানো ইহুদী ধর্ম এবং রীতি রেওয়াজ কঠোরতার সঙ্গে পালনকারী হিসেবে দাবী করে।

সদ্দূকী সদ্দূকী ইহুদী ধর্মাবলম্বীদের এক বিশেষ সম্প্রদায়। যারা পুরানো ধর্ম নিয়মের শুধু প্রথম পাঁচটি পুস্তককেই স্বীকৃতি দিয়েছে এবং যারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানেই বিশ্বাস করে না।

থাকলেন না, সেখান থেকে সবূলূন ও নপ্তালির সীমানার মধ্যে গালীল হ্রদের ধারে কফরনাহূমে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। 14এই সকল ঘটল যাতে ভাববাদী যিশাইয়র মাধ্যমে ঈশ্বর যা বলেছিলেন তা পূর্ণ হয়:

15"সাগরের পথে যর্দ্দনের পশ্চিমপারে, সবূলূন ও
নপ্তালি দেশ, অইহুদীদের গালীল!
16যে লোকেরা অন্ধকারে বাস করে, তারা মহাজ্যোতি
দেখতে পেল, আর যারা মৃত্যুছায়ার দেশে থাকে, তাদের
উপর আলোর উদয় হল।" *যিশাইয় 9:1-2*

যীশুর কিছু শিষ্য নির্বাচন

(মার্ক 1:16-20; লূক 5:1-11)

17সেই সময় থেকে যীশু এই বলে প্রচার করতে শুরু করলেন: "তোমরা মন ফেরাও, কারণ স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে।"

18যীশু যখন গালীল হ্রদের ধার দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি দুই ভাইকে দেখতে পেলেন, শিমোন যার অন্য নাম পিতর ও তাঁর ভাই আন্দ্রিয়। তাঁরা তখন হ্রদে জাল ফেলছিলেন। 19যীশু তাদের বললেন, "আমার সঙ্গে চল, মাছ নয়, কেমন করে মানুষ ধরতে হয় আমি তা তোমাদের শেখাব।" 20শিমোন এবং আন্দ্রিয় তখনই জাল ফেলে যীশুর সঙ্গে চললেন।

21সেখান থেকে যীশু আরো এগিয়ে গেলে, আরো দুজন লোককে দেখতে পেলেন। সিবদিয়ের ছেলে যাকোব ও তাঁর ভাই যোহন। যীশু দেখলেন, তাঁরা তাঁদের বাবার সঙ্গে নৌকাতে জাল সারাচ্ছেন। যীশু তাঁদের ডাকলেন, 22তাঁরা তখনই নৌকা ও তাঁদের বাবাকে ছেড়ে যীশুর সঙ্গে চললেন।

যীশুর শিক্ষাদান ও আরোগ্যকরণ

(লূক 6:17-19)

23যীশু গালীলের সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে, ইহুদীদের সমাজ-গৃহে গিয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন এবং সকলের কাছে স্বর্গরাজ্যের বিষয়ে সুসমাচার প্রচার করতে লাগলেন। তিনি লোকদের মধ্যে নানারকম রোগ-ব্যাধি ভাল করতে থাকলেন। 24সমস্ত সুরিয়া দেশে তাঁর কথা ছড়িয়ে পড়ল, ফলে লোকেরা নানা রোগে অসুস্থ রোগীদের সুস্থ করার জন্য তাঁর কাছে নিয়ে এলো, যেমন ব্যথা-বেদনাগ্রস্ত, ভূতে পাওয়া, মৃগীরোগী ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত; আর তিনি তাদের সকলকেই ভাল করলেন। 25গালীল, দিকাপলি, জেরুশালেম, যিহূদিয়া ও যর্দ্দনের ওপার থেকেও বহুলোক তাঁর পিছনে পিছনে চলল।

যীশুর শিক্ষাদান

(লূক 6:20-23)

5 যীশু অনেক লোকের ভিড় দেখে একটা পাহাড়ের ওপর উঠে গেলেন। তিনি সেখানে বসলে শিষ্যরা তাঁর কাছে এলেন। 2এরপর তিনি তাঁদের কাছে শিক্ষা দিতে শুরু করলেন, বললেন:

3"ধন্য সেই লোকেরা যারা আত্মায় নত-নম্র, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।

4ধন্য সেই লোকেরা যারা শোক করে, কারণ তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে সান্ত্বনা পাবে।

5বিনয়ী লোকেরা ধন্য; তারা ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত দেশের অধিকার লাভ করবে।*

6ধন্য সেই লোকেরা, যারা ন্যায়পরায়ণতার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত, কারণ তারা তৃপ্ত হবে।

7যারা দয়াবান তারা ধন্য, কারণ তারা দয়া পাবে। যাদের অন্তর পরিশুদ্ধ তারা ধন্য, কারণ তারা ঈশ্বরের দর্শন পাবে।

8ধন্য তারা যারা তাদের চিন্তায় পরিশুদ্ধ, কারণ তারা ঈশ্বরের সঙ্গে থাকবে।

9ধন্য তারা যারা শান্তি স্থাপনের জন্য কাজ করে, কারণ তারা ঈশ্বরের সন্তানরূপে পরিচিত হবে।

10ঈশ্বরের পথে চলতে গিয়ে যারা নির্যাতন ভোগ করছে তারা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই হবে।

11"তোমরা আমার অনুসারী হয়েছ বলে যখন লোকে তোমাদের অপমান ও নির্যাতন করে, আর তোমাদের নামে মিথ্যা কুৎসা রটায় তখন তোমরা ধন্য। 12তোমরা আনন্দ কোর, খুশী হয়ো, কারণ স্বর্গে তোমাদের জন্য মহাপুরস্কার সঞ্চিত আছে। তোমাদের আগে যে ভাববাদীরা ছিলেন, লোকে তাঁদেরও এভাবেই নির্যাতন করেছে।

তোমরা লবণ এবং আলোর মতো

(মথি 9:50; লূক 14:34-35)

13"তোমরা পৃথিবীর লবণ; কিন্তু লবণ যদি তার নিজের স্বাদ হারায়, তবে কেমন করে তা আবার নোন্তা করা যাবে? তখন তা আর কোন কাজে লাগে না। তা কেবল বাইরে ফেলে দেওয়া হয় আর লোকেরা তা মাড়িয়ে যায়।

14"তোমরা জগতের আলো, পাহাড়ের ওপরে কোন শহর, যা কখনও লুকানো যায় না। 15বাতি জ্বেলে কেউ পাত্রের নীচে রাখে না, তা বাতিদানের ওপরই রাখে আর তা ঘরের সকলকে আলো দেয়। 16তেমনি তোমাদের আলোও লোকদের সামনে উজ্জ্বল হোক, যেন তারা তোমাদের সৎকাজ দেখে তোমাদের স্বর্গের পিতা ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করে।

পুরাতন নিয়ম সম্বন্ধে যীশুর বক্তব্য

17"ভেবো না যে আমি মোশির বিধি-ব্যবস্থা ও ভাববাদীদের শিক্ষা ধ্বংস করতে এসেছি। আমি তা ধ্বংস করতে আসি নি বরং তা পূর্ণ করতেই এসেছি। 18আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আকাশ ও পৃথিবীর লোপ না হওয়া পর্যন্ত বিধি-ব্যবস্থার বিন্দু-বিসর্গও লোপ হবে না, বিধি-ব্যবস্থার সবই পূর্ণ হবে। 19তাই কেউ যদি এই সব আদেশের মধ্যে অতি সামান্য আদেশও অমান্য করে আর অপরকে তা করতে শিক্ষা দেয়, তবে সে

তারা ... করবে গীত 37:11

স্বর্গরাজ্যে সব থেকে তুচ্ছ বলে গণ্য হবে। কিন্তু যারা বিধি ব্যবস্থা পালন করে ও অপরকে তা পালন করতে শিক্ষা দেয়, তারা স্বর্গরাজ্যে মহান বলে গণ্য হবে।
20আমি তোমাদের সত্যি বলছি ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীদের থেকে তোমাদের ধার্মিকতা যদি উন্নত মানের না হয়, তবে তোমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।

ক্রোধ সম্পর্কে যীশুর শিক্ষা

21"তোমরা শুনেছ, আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে বলা হয়েছিল, 'নরহত্যা করো না;* আর কেউ নরহত্যা করলে তাকে বিচারালয়ে তার জবাবদিহি করতে হবে।'
22কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ কোনো লোকের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, বিচারে তাকে তার জবাব দিহি করতে হবে। আর কেউ যদি কোন লোককে বলে, 'ওরে মূর্খ' (অর্থাৎ নির্বোধ) তবে তাকে ইহুদী মহাসভার সামনে তার জবাব দিতে হবে। কেউ যদি কাউকে বলে 'তুমি পাষণ্ড', তবে তাকে নরকের আগুনেই তার জবাব দিতে হবে।
23"মন্দিরে যজ্ঞবেদীর সামনে নৈবেদ্য উৎসর্গ করার সময় যদি তোমার মনে পড়ে যে তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভাইয়ের কোন অভিযোগ আছে, 24তবে সেই নৈবেদ্য যজ্ঞবেদীর সামনে রেখে চলে যাও, প্রথমে গিয়ে তার সঙ্গে সে বিষয়ে মিটমাট করে নাও, পরে এসে তোমার নৈবেদ্য উৎসর্গ কোরো।
25"তোমার শত্রু যদি তোমার বিরুদ্ধে মামলা করতে চায়, তবে আদালতে নিয়ে যাবার সময় পথেই তার সঙ্গে তাড়াতাড়ি মিটমাট করে ফেল; তা না হলে সে তোমাকে বিচারকের হাতে তুলে দেবে, বিচারক তোমাকে রক্ষীর হাতে দেবে আর রক্ষীরা তোমাকে কারাগারে পাঠাবে। 26আমি তোমায় সত্যি বলছি, সেখান থেকে তুমি ছাড়া পাবে না, যতক্ষণ না তোমার দেনার শেষ পয়সাটা চুকিয়ে দাও।

যৌনপাপ বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

27"তোমরা শুনেছ, একথা বলা হয়েছে: 'যৌনপাপ কোরো না।'* 28কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, কেউ যদি কোন স্ত্রীলোকের দিকে লালসাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় তবে সে মনে মনে তার সঙ্গে যৌন পাপ করল।
29সেইরকম তোমার ডান চোখ যদি পাপ করার জন্য তোমায় প্ররোচিত করে, তবে তা উপড়ে ফেলে দাও। সমস্ত দেহ নিয়ে নরকে যাওয়ার চেয়ে বরং তার একটা অংশ হারানো তোমার পক্ষে ভালো। 30যদি তোমার ডান হাত পাপ করতে প্ররোচিত করে, তবে তা কেটে ফেলে দাও। তোমার সমস্ত শরীর নরকে যাওয়ার চেয়ে বরং তার একটা অঙ্গ নষ্ট হওয়া তোমার পক্ষে ভালো।

বিবাহ বিচ্ছেদ বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

(মথি 19:9; মার্ক10:11-12; লূক 16:18)

31"আবার বলা হয়েছে, 'কেউ যদি তার স্ত্রীকে ত্যাগ করতে চায়, তবে তাকে ত্যাগপত্র দিতে হবে।' 32কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, একমাত্র যৌনপাপের দোষ ছাড়া অন্য কোন কারণে কেউ যদি তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে, তবে সে তাকে ব্যভিচারিণী হবার পথে নামিয়ে দেয়। আর যে কেউ সেই পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিয়ে করে সেও যৌনপাপ করে।

প্রতিশ্রুতি দান বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

33"তোমরা একথাও শুনেছ, আমাদের পিতৃপুরুষদের বলা হয়েছিল, 'তোমরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যে সব প্রতিশ্রুতি কর তা ভেঙো না, তোমাদের কথা মতো সে সবই পূর্ণ করো।'* 34কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমরা কোন শপথই করো না। স্বর্গের নামে করো না, কারণ তা ঈশ্বরের সিংহাসন।
35পৃথিবীর নামে শপথ করো না, কারণ পৃথিবী ঈশ্বরের পাদপীঠ। জেরুশালেমের নামেও শপথ করো না, কারণ তা হল মহান রাজার নগরী। 36এমন কি তোমার মাথার দিব্যিও দিও না, কারণ তোমার মাথার একগাছা চুল সাদা কি কালো করার ক্ষমতা তোমার নেই। 37তোমাদের কথার 'হ্যাঁ' যেন 'হ্যাঁ' আর 'না' যেন 'না' হয়, এছাড়া অন্য আর যা কিছু, তা মন্দের কাছ থেকে আসে।

প্রতিশোধ নেওয়া বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

(লূক6:29-30)

38"তোমরা শুনেছ, একথা বলা হয়েছে যে, 'চোখের বদলে চোখ ও দাঁতের বদলে দাঁত।''* 39কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, দুষ্ট লোকদের প্রতিরোধ করো না, বরং কেউ যদি তোমার ডান গালে চড় মারে, তবে তার দিকে অপর গালটিও বাড়িয়ে দিও। 40কেউ যদি তোমার পাজামা নেবার জন্য আদালতে মামলা করতে চায়; তবে তাকে তোমার ধুতিটাও ছেড়ে দিও। 41যদি কেউ তার বোঝা নিয়ে তোমাকে এক মাইল পথ যেতে বাধ্য করে, তার সঙ্গে দু'মাইল যেও। 42কেউ যদি তোমার কাছ থেকে কিছু চায়, তাকে তা দিও। তোমার কাছ থেকে কেউ ধার চাইলে তাকে তা দিতে অস্বীকার করো না।

সকলকে ভালোবাসো

(লূক6:27-28, 32-36)

43"তোমরা তাদের বলতে শুনেছ, 'তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসো,* শত্রুকে ঘৃণা করো।' 44কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের শত্রুদের ভালবাসো।

'নরহত্যা ... না' যাত্রা 20:13; দ্বি বি 5:17

'যৌনপাপ ... না' যাত্রা 20:14; দ্বি বি 5:18

'তোমরা ... করো' লেবীয় 19:12; গণনা 30:2; দ্বি বি 23:21

'চোখের ... দাঁত' যাত্রা 21:24; লেবীয় 24:20

'তোমার ... ভালবাসো' লেবীয় 19:18

যারা তোমাদের প্রতি নির্যাতন করে তাদের জন্য প্রার্থনা করো, 45যেন তোমরা স্বর্গের পিতার সন্তান হতে পার। তিনি তো ভাল-মন্দ সকলের উপর সূর্য্যালোক দেন, ধার্মিক-অধার্মিক সকলের উপর বৃষ্টি দেন। 46আমি একথা বলছি, কারণ যারা তোমাদের ভালবাসে তোমরা যদি কেবল তাদেরই ভালবাস, তবে তোমরা কি পুরস্কার পাবে? কর আদায়কারীরাও কি তাই করে না?

47তোমরা যদি কেবল তোমাদের ভাইদেরই শুভেচ্ছা জানাও, তবে অন্যদের থেকে আর বেশী কি করলে? বিধর্মীরাও তো এমন করে থাকে। 48তাই তোমাদের স্বর্গের পিতা যেমন সিদ্ধ তোমরাও তেমন সিদ্ধ হও।

দান করার বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

6 "সাবধান! লোক দেখানো ধর্ম-কর্ম বা ঈশ্বরের কাজ করো না। তাহলে তোমাদের স্বর্গের পিতার কাছ থেকে কোন পুরস্কার পাবে না।

2"তাই তুমি যখন কোন অভাবী মানুষকে কিছু দাও, তখন তূরী বাজিয়ে তা দিও না। যারা ভণ্ড তারা লোকদের প্রশংসা পাবার আশায় সমাজ-গৃহে ও পথে-ঘাটে ঐভাবে তূরী বাজিয়ে দান করে। আমি বলছি, তাদের পুরস্কার তারা পেয়ে গেছে। 3কিন্তু তুমি যখন অভাবী লোকদের কিছু দান কর, তখন তোমার ডান হাত কি করছে তা তোমার বাঁ হাতকে জানতে দিও না, 4যেন তোমার দান গোপনে দেওয়া হয়। তাহলে তোমার পিতা ঈশ্বর যিনি গোপনে সব কিছু দেখেন, তিনি তোমায় পুরস্কার দেবেন।

প্রার্থনার বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

(লূক 11:2-4)

5"তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন ভণ্ডদের মতো কোর না, তারা লোকদের কাছে নিজেদের দেখাবার জন্য সমাজ-গৃহে ও রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতে ভালবাসে। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে। 6কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা কর, তখন তোমার ঘরের ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে তোমার পিতা, যাঁকে দেখা যায় না, তাঁর কাছে প্রার্থনা করো। তাহলে তোমার পিতা যিনি গোপনে যা কিছু করা হয় দেখেন, তিনি তোমাকে পুরস্কার দেবেন।

7"তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন বিধর্মীদের মতো একই প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করো না, কারণ তারা মনে করে তাদের বাক্যবাহুল্যের গুণে তারা প্রার্থনার উত্তর পাবে। 8তাই তোমরা তাদের মতো হয়ো না, কারণ তোমাদের চাওয়ার আগেই তোমাদের পিতা জানেন তোমাদের কি প্রয়োজন আছে। 9তাই তোমরা এইভাবে প্রার্থনা করো:

'হে আমাদের স্বর্গের পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক।

10তোমার রাজত্ব আসুক। তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও পূর্ণ হোক।

11যে খাদ্য আমাদের প্রয়োজন তা আজ আমাদের দাও।

12আমাদের কাছে যারা অপরাধী, আমরা যেমন তাদের ক্ষমা করেছি, তেমনি তুমিও আমাদের সব অপরাধ ক্ষমা কর।

13আমাদের প্রলোভনে পড়তে দিও না, কিন্তু মন্দের হাত থেকে উদ্ধার কর।'*

14তোমরা যদি অন্যদের অপরাধ ক্ষমা কর, তবে তোমাদের স্বর্গের পিতাও তোমাদের ক্ষমা করবেন। 15কিন্তু তোমরা যদি অন্যদের ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের স্বর্গের পিতা তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন না।

উপবাস বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

16"যখন তোমরা উপবাস কর, তখন ভণ্ডদের মতো মুখ শুকনো করে রেখো না। তারা যে উপবাস করেছে তা লোকদের দেখাবার জন্য তারা মুখ শুকনো করে ঘুরে বেড়ায়। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে। 17কিন্তু তুমি যখন উপবাস কর, তোমার মাথায় তেল দিও আর মুখ ধুয়ো। 18যেন অন্য লোকে জানতে না পারে যে তুমি উপবাস করছ। তাহলে তোমার পিতা ঈশ্বর, যাঁকে তুমি চোখে দেখতে পাচ্ছ না, তিনি দেখবেন। তোমার পিতা ঈশ্বর যিনি গোপন বিষয়ও দেখতে পান, তিনি তোমায় পুরস্কার দেবেন।

ঈশ্বর অর্থের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ

(লূক 12:33-34; 11:34-36; 16:13)

19"এই পৃথিবীতে তোমরা নিজেদের জন্য ধন-সম্পদ সঞ্চয় করো না। এখানে ঘুণ ধরে ও মরচে পড়ে তা নষ্ট হয়ে যায়; আর চোরে সিঁধ কেটে তা চুরিও করতে পারে। 20বরং স্বর্গে তোমার জন্য সম্পদ সঞ্চয় কর, সেখানে ঘুণ ধরবে না, মরচেও পড়বে না, চোরেও চুরি করবে না। 21তোমার ধন-সম্পদ যেখানে রয়েছে, তোমার মনও সেখানে পড়ে থাকবে। 22"চোখই দেহের প্রদীপ, তাই তোমার চোখ যদি নির্মল হয়, তোমার সারা দেহও উজ্জ্বল হবে। 23কিন্তু তোমার চোখ যদি অশুচি হয়, তবে তোমার সমস্ত দেহ অন্ধকারে ছেয়ে যাবে। তোমার মধ্যেকার আলো যদি অন্ধকারাচ্ছন্নই হয়, তবে সে অন্ধকার নিজে কি ভীষণ!

24"কোন মানুষ দু'জন কর্তার দাসত্ব করতে পারে না। সে হয়তো প্রথম জনকে ঘৃণা করবে ও দ্বিতীয় জনকে ভালবাসবে, অথবা প্রথম জনের প্রতি অনুগত হবে ও দ্বিতীয় জনকে তুচ্ছ করবে। ঈশ্বর ও ধন-সম্পত্তি এই উভয়ের দাসত্ব তোমরা করতে পারো না।

পদ 13 কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 13 যুক্ত করা হয়েছে: "রাজ্য, পরাক্রম ও মহিমা যুগে যুগে তোমার। আমেন।"

ঈশ্বরের রাজ্যই প্রথম বিষয়

(লূক 12:22-34)

25"তাই আমি তোমাদের বলছি, বেঁচে থাকার জন্য
কি আহার করব বা কি পান করব এ নিয়ে চিন্তা কোর
না; আর কি পরব একথা ভেবে দেহের বিষয়েও চিন্তা
করো না। খাদ্য থেকে জীবন কি মূল্যবান নয়, অথবা
পোশাক থেকে দেহটা কি মূল্যবান নয়? 26আকাশের
পাখিদের দিকে একবার তাকাও, দেখ, তারা বীজ বোনে
না বা ফসলও কাটে না, অথবা গোলা ঘরে নিয়ে গিয়ে
তা জমাও করে না। তোমাদের স্বর্গের পিতা ঈশ্বর
তাদের আহার যোগান। তোমরা কি ওদের থেকে আরও
মূল্যবান নও? 27তোমাদের মধ্যে কে ভাবনা চিন্তা করে
নিজের আয়ু এক ঘণ্টা বাড়াতে পারে?

28"পোশাকের বিষয়েই বা কেন এত চিন্তা কর?
মাঠের লিলি ফুলগুলির দিকে চেয়ে দেখ কিভাবে তারা
ফুটে উঠেছে। তারা পরিশ্রম করে না, নিজেদের জন্য
পোশাকও তৈরী করে না। 29কিন্তু আমি তোমাদের
সত্যি বলছি, রাজা শলোমন তার সমস্ত জাঁকজমক
সত্ত্বেও তার পোশাকে ঐ ফুলগুলির একটির মতোও
নিজেকে সাজাতে পারে নি। 30মাঠে যে ঘাস আছে
আর কাল উনুনে ফেলে দেওয়া হবে, ঈশ্বর যখন
তাদের এত সুন্দর করে সাজান, তখন হে অল্পবিশ্বাসী
লোকেরা, তিনি কি তোমাদের আরো সুন্দর করে
সাজাবেন না? 31তোমরা এই বলে চিন্তা করো না,
'আমরা কি খাবো?' বা 'কি পান করবো?' বা 'কি
পরবো?' 32বিধর্মীরাই এসব নিয়ে চিন্তা করে। তোমাদের
স্বর্গের পিতা ঈশ্বর তো জানেন এসব জিনিসের
তোমাদের প্রয়োজন আছে।

33তাই তোমরা প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে ও
তাঁর ইচ্ছা কি তা পূর্ণ করতে চেষ্টা কর, তাহলে তোমাদের
যা কিছু প্রয়োজন সে সব দেওয়া হবে। 34কালকের
জন্য চিন্তা করো না; কালকের চিন্তা কালকের জন্য
থাক। প্রতিটি দিনের পক্ষে সেই দিনের কষ্টই যথেষ্ট।

অপরের বিচারের বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

(লূক 6:37-38, 41-42)

7 "পরের বিচার কোর না, তাহলে তোমার বিচারও
কেউ করবে না। 2কারণ যেভাবে তোমরা অন্যের
বিচার কর, সেইভাবে তোমাদেরও বিচার করা হবে;
আর যেভাবে তুমি মাপবে সেইভাবে তোমার জন্যও
মাপা হবে।

3"তোমার ভাইয়ের চোখে যে কুটো আছে কেবল
তা-ই দেখছ; কিন্তু নিজের চোখের মধ্যে যে তক্তা
আছে তা দেখতে পাও না? 4যখন তোমার নিজের
চোখেই একটা তক্তা রয়েছে তখন কিভাবে তোমার
ভাইকে বলছ, 'এস তোমার চোখ থেকে কুটোটা বের
করে দিই?' 5ভণ্ড! প্রথমে তোমার নিজের চোখ থেকে
তক্তাটা বের করে ফেল, তাহলে তোমার ভাইয়ের
চোখ থেকে কুটোটা বের করার জন্য স্পষ্ট দেখতে
পাবে।

6"কোন পবিত্র বস্তু কুকুরকে দিও না আর শুয়োরের
সামনে তোমাদের মুক্তো ছুঁড়ো না, তাহলে সে তা
পায়ের তলায় মাড়িয়ে নষ্ট করবে ও তোমার দিকে
ফিরে তোমায় আক্রমণ করবে।

প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর

(লূক 11:9-13)

7"চাইতে থাক, তোমাদের দেওয়া হবে। খুঁজতে
থাকো, পাবে। দরজায় ধাক্কা দিতে থাক, তোমাদের
জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে। 8কারণ যে চাইতে
থাকে, সে পায়, যে খুঁজতে থাকে সে খুঁজে পায়; আর
যে দরজায় ধাক্কা দিতে থাকে তার জন্য দরজা খুলে
দেওয়া হয়। 9তোমার ছেলে যদি তোমার কাছে রুটি
চায়, তবে তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে
তার সন্তানকে রুটির বদলে পাথরের টুকরো দেবে?
10যদি সে একটা মাছ চায় তবে বাবা কি তার হাতে
একটা সাপ তুলে দেবে? নিশ্চয় না! 11তোমরা মন্দ
হয়েও যদি তোমাদের সন্তানদের ভাল ভাল জিনিস
দিতে জান, তবে তোমাদের স্বর্গের পিতা ঈশ্বরের কাছে
যারা চায়, তাদের তিনি নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট জিনিস দেবেন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিধান

12"তাই অপরের কাছ থেকে তোমরা যে ব্যবহার
প্রত্যাশা কর, তাদের প্রতিও তেমনি ব্যবহার কর। এটাই
হল মোশির বিধি-ব্যবস্থা ও ভাববাদীদের শিক্ষার অর্থ।

স্বর্গে এবং নরকে যাওয়ার পথ

(লূক 13:24)

13"সংকীর্ণ দরজা দিয়ে সেই পথে প্রবেশ করো, যে
পথ স্বর্গের দিকে নিয়ে যায়। যে পথ ধ্বংসের দিকে
নিয়ে যায় তার দরজা প্রশস্ত, পথও চওড়া, বহু লোক
সেই পথেই চলছে। 14কিন্তু যে পথ জীবনের দিকে
গেছে তার দরজা সংকীর্ণ আর পথও দুর্গম, খুব অল্প
লোকই তার সন্ধান পায়।

লোকেরা যা করে তা লক্ষ্য কর

(লূক 6:43-44; 13:25-27)

15"ভণ্ড ভাববাদীদের থেকে সাবধান। তারা
তোমাদের কাছে নিরীহ মেষের ছদ্মবেশে আসে অথচ
ভেতরে তারা হিংস্র নেকড়ে বাঘ। 16তাদের জীবনের
ফল দেখেই তোমরা তাদের চিনতে পারবে। কাঁটাঝোপের
মধ্যে থেকে কি দ্রাক্ষা বা শিয়ালকাঁটার ভেতর থেকে
কি কেউ ডুমুর পেতে পারে? 17ঠিক সেইভাবে প্রত্যেক
ভাল গাছে ভাল ফলই ধরে, কিন্তু খারাপ গাছে খারাপ
ফলই ধরে। 18ভাল গাছে খারাপ ফল এবং খারাপ গাছে
ভাল ফল ধরতে পারে না। 19যে গাছে ভাল ফল ধরে
না তা কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়। 20তাই আমি
তোমাদের আবার বলছি, তারা যা করে তা দেখেই
তোমরা তাদের চিনতে পারবে। 21যারা আমাকে 'প্রভু,
প্রভু' বলে তাদের প্রত্যেকেই যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে

পারবে, তা নয়। আমার স্বর্গের পিতার ইচ্ছা যে পালন করবে, কেবল সেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে। 22সেই দিন অনেকে আমায় বলবে, 'প্রভু, প্রভু আমরা কি আপনার নামে ভাববাণী বলিনি? আপনার নামে আমরা কি ভূতদের তাড়াইনি? আপনার নামে আমরা কি অনেক অলৌকিক কাজ করিনি?' 23তখন আমি তাদের স্পষ্ট বলব, 'আমি তোমাদের কখনও আপন বলে জানিনি, দুষ্টের দল! আমার সামনে থেকে দূর হও।'

একজন জ্ঞানী লোক এবং একজন মূর্খ লোক

(লূক 6:47-49)

24"তাই বলি, যে কেউ আমার কথা শোনে ও তা পালন করে, সে এমন এক বুদ্ধিমান লোকের মতো যে পাথরের ভিতের উপর তার বাড়ি তৈরী করল। 25পরে বৃষ্টি নামল, বন্যা এল এবং প্রচণ্ড ঝোড়ো বাতাস ব'য়ে সেই বাড়ির গায়ে লাগল; কিন্তু সেই বাড়িটা ধসে পড়ল না, কারণ তা পাথরের উপরে তৈরী করা হয়েছিল। 26আবার যে কেউ আমার এইসব কথা শুনে তা পালন না করে, সে একজন মূর্খ লোকের মতো, যে বালির উপরে বাড়ি গড়েছিল। 27পরে বৃষ্টি নামল, বন্যা এল, আর ঝোড়ো বাতাস এসে তার বাড়িতে ধাক্কা মারল, তাতে বাড়িটা কি সাংঘাতিক ভাবেই না ধসে পড়ল!"

28যীশু যখন এইসব কথা বলা শেষ করলেন, তখন জনতা তাঁর এই সব শিক্ষা শুনে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। 29কারণ যীশু একজন ব্যবস্থার শিক্ষকের মতো শিক্ষা দিচ্ছিলেন না, বরং যার অধিকার আছে সেই রকম লোকের মতোই শিক্ষা দিচ্ছিলেন।

কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্যদান

(মার্ক 1:40-45; লূক 5:12-16)

8 যীশু সেই পাহাড় থেকে নেমে এলে অনেক লোক তাঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগল। 2সেই সময় একজন কুষ্ঠ রোগী যীশুর কাছে এসে তাঁর সামনে নতজানু হয়ে বলল, "প্রভু, আপনি ইচ্ছে করলেই আমাকে ভাল করে দিতে পারেন।"

3তখন যীশু সেই কুষ্ঠ রোগীর দিকে হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করলেন। তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আমি তাই-ই চাই। তুমি ভাল হয়ে যাও!" সঙ্গে সঙ্গে তার কুষ্ঠ রোগ ভাল হয়ে গেল। 4তখন যীশু তাকে বললেন, "দেখ, তুমি কাউকে একথা বোলো না, বরং যাও যাজকের কাছে গিয়ে নিজেকে দেখাও; আর গিয়ে মোশির আদেশ অনুসারে নৈবেদ্য উৎসর্গ কর। তাতে তারা জানবে যে তুমি ভাল হয়ে গেছ।"

শতপতির দাসের আরোগ্যলাভ

(লূক 7:1-10; যোহন 4:43-54)

5এরপর যীশু যখন কফরনাহুম শহরে গেলেন, তখন একজন শতপতি তাঁর কাছে এসে অনুনয় করে বললেন, 6"প্রভু, আমার চাকরের পক্ষাঘাত হয়েছে, সে বিছানায় পড়ে আছে ও যন্ত্রণায় ছটফট্ করছে।" 7যীশু তাঁকে বললেন, "হ্যাঁ, আমি যাব, এবং তাকে সুস্থ করব।" 8সেই শতপতি তখন যীশুকে বললেন, "প্রভু, আমি এমন যোগ্য নই যে আমার বাড়িতে আপনি আসবেন। আপনি কেবল মুখে বলে দিন, তাতেই আমার চাকর ভাল হয়ে যাবে। 9আমি নিজে অপরের কর্তৃত্বের অধীন আর আমার সৈন্যদের উপরে আমি কর্তৃত্ব করি। আমি কাউকে 'যাও' বললে সে যায়, আবার কাউকে 'এসো' বললে সে আসে; আর আমার চাকরকে 'এটা কর' বললে সে তা করে।"

10যীশু একথা শুনে আশ্চর্য হলেন; যারা তাঁর পিছনে পিছনে যাচ্ছিল তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি সমগ্র ইস্রায়েলে আমি এত বেশী বিশ্বাস কারও মধ্যে দেখতে পাইনি। 11আমি তোমাদের আরো বলছি যে, পূর্ব ও পশ্চিম থেকে অনেকে আসবে আর অব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোবের সঙ্গে স্বর্গরাজ্যে ভোজে বসবে। 12কিন্তু যারা রাজ্যের উত্তরাধিকারী, তাদের বাইরে অন্ধকারে ফেলে দেওয়া হবে। সেখানে লোকেরা কান্নাকাটি করবে ও যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত ঘষবে।"

13এরপর যীশু সেই শতপতিকে বললেন, "যাও, তুমি যেমন বিশ্বাস করেছ, তেমনি হোক্। " আর সেই মুহূর্তেই তার চাকর সুস্থ হয়ে গেল।

যীশু অনেক লোককে সুস্থ করলেন

(মার্ক 1:29-34; লূক 4:38-41)

14যীশু পিতরের বাড়িতে গিয়ে দেখলেন, পিতরের শাশুড়ীর ভীষণ জ্বর হয়েছে; আর তিনি বিছানায় শুয়ে আছেন। 15যীশু তাঁর হাত স্পর্শ করা মাত্রই জ্বর ছেড়ে গেল। তখন তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে যীশুর সেবা করতে লাগলেন। 16সন্ধ্যা হ'লে লোকেরা ভূতে পাওয়া অনেক লোককে যীশুর কাছে নিয়ে এল। আর তিনি তাঁর হুকুমে সেই সব ভূতদের দূর করে দিলেন। এছাড়া তিনি রোগীদের সুস্থ করলেন। 17এর দ্বারা ভাববাদী যিশাইয়র ভাববাণী পূর্ণ হল,

"তিনি আমাদের দুর্বলতা গ্রহণ করলেন, আমাদের ব্যাধিগুলি বহন করলেন।" *যিশাইয় 53:4*

যীশুকে অনুসরণ

(লূক 9:57-62)

18যীশু যখন দেখলেন যে তাঁর চারপাশে অনেক লোক জড়ো হয়েছে, তখন হ্রদের ওপারে যাওয়ার জন্য অনুগামীদের আদেশ দিলেন। 19একজন ব্যবস্থার শিক্ষক তাঁর কাছে এসে বললেন, "গুরু, আপনি যেখানে যাবেন, আমিও সেখানে যাবো।"

20তখন যীশু তাকে বললেন, "শিয়ালের গর্ত আছে, এবং আকাশের পাখিদের বাসা আছে; কিন্তু মানবপুত্রের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই।"

21তাঁর অনুগামীদের মধ্যে আর একজন বললেন, "প্রভু আগে আমার বাবাকে কবর দিয়ে আসার অনুমতি দিন; তারপর আমি আপনাকে অনুসরণ করব।"

22কিন্তু যীশু তাকে বললেন, "তুমি আমার সঙ্গে
এস, যারা মৃত তারাই মৃতদের কবর দেবে।"

যীশু ঝড় থামালেন

(মার্ক 4:35-41; লূক 8:22-25)

23এরপর যীশু একটা নৌকাতে উঠলেন আর তাঁর
শিষ্যরা তাঁর সঙ্গে গেলেন। 24সেই হ্রদের মধ্যে হঠাৎ
ভীষণ ঝড় উঠল, তাতে নৌকার উপর ঢেউ আছড়ে
পড়তে লাগল। যীশু তখন ঘুমোচ্ছিলেন। 25তাই শিষ্যরা
তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর ঘুম ভাঙ্গিয়ে বললেন, "প্রভু
বাঁচান! আমরা যে ডুবে মরলাম!"

26তখন যীশু তাঁদের বললেন, "হে অল্প বিশ্বাসীর
দল! কেন তোমরা এত ভয় পাচ্ছ?" তারপর তিনি
উঠে ঝোড়ো বাতাস ও হ্রদের ঢেউকে ধমক দিলেন,
তখন সব কিছু শান্ত হল।

27এতে শিষ্যরা আশ্চর্য হয়ে বললেন, "ইনি কিরকম
লোক? এঁর কথা এমন কি বাতাস ও সাগরও শোনে!"

যীশু দু'জন লোকের ভূত ছাড়ালেন

(মার্ক 5:1-20; লূক 8:26-39)

28যীশু যখন হ্রদের অপর পারে গাদারীয়দের দেশে
এলেন, সেই সময় ভূতে পাওয়া দুজন লোক কবর
থেকে বেরিয়ে তাঁর সামনে এল। তারা এমন ভয়ঙ্কর
ছিল যে কোন মানুষ সেই পথ দিয়ে চলতে পারত না।
29তারা চিৎকার করে বলল, "হে ঈশ্বরের পুত্র, আপনি
আমাদের নিয়ে কি করতে চান? নির্দিষ্ট সময়ের আগেই
কি আপনি আমাদের নির্যাতন করতে এসেছেন?"

30সেখান থেকে কিছু দূরে এক পাল শুয়োর চরছিল।
31তখন ভূতেরা যীশুকে অনুনয় করে বলল, "আপনি
যদি আমাদের তাড়িয়েই দেবেন তবে ঐ শুয়োর পালের
মধ্যে ঢুকতে হুকুম দিন।"

32যীশু তাদের বললেন, "তাই যাও!" তখন তারা
সেই লোকদের মধ্য থেকে বের হয়ে এসে সেই
শুয়োরগুলির মধ্যে গিয়ে ঢুকল; তাতে সেই শুয়োরের
পাল ঢালু পাড় দিয়ে জোরে দৌড়াতে দৌড়াতে হ্রদের
জলে গিয়ে ডুবে মরল। 33যারা সেই পাল চরাচ্ছিল,
তারা দৌড়ে পালাল। তারা নগরের মধ্যে গিয়ে সব
খবর জানাল ; বিশেষ করে সেই ভূতে পাওয়া লোকদের
বিষয়ে বলল। 34তখন নগরের সব লোক যীশুকে দেখার
জন্য বের হয়ে এল। তারা যীশুর দেখা পেয়ে তাঁকে
অনুনয় করে বলল তিনি যেন তাদের অঞ্চল ছেড়ে চলে
যান।

যীশু একজন পঙ্গু লোককে সুস্থ করলেন

(মার্ক 2:1-12; লূক 5:17-26)

9এরপর যীশু নৌকায় উঠে হ্রদের অপর পারে নিজের
শহরে এলেন। 2কয়েকজন লোক তখন খাটিয়ায়
শুয়ে থাকা এক পঙ্গুকে যীশুর কাছে নিয়ে এল। তাদের
এমন বিশ্বাস দেখে তিনি সেই পঙ্গুকে বললেন, "বাছা,
সাহস সঞ্চয় কর, তোমার সব পাপের ক্ষমা হল।"

3তখন কয়েকজন ব্যবস্থার শিক্ষক বলতে লাগলেন,
"এই লোকটা দেখছি এধরণের কথা বলে ঈশ্বরের নিন্দা
করছে!"

4তারা কি চিন্তা করছে, তা জানতে পেরে যীশু
বললেন, "তোমরা মনে মনে কেন এমন মন্দ চিন্তা
করছ? 5কোনটা বলা সহজ, 'তোমার পাপ ক্ষমা করা
হল' না, 'তুমি উঠে হেঁটে বেড়াও'? 6কিন্তু আমি
তোমাদের দেখাব যে এই পৃথিবীতে মানবপুত্রের পাপ
ক্ষমা করার ক্ষমতা আছে।" এই বলে যীশু সেই পঙ্গু
লোকটির দিকে ফিরে বললেন, "ওঠ, তোমার খাটিয়া
নিয়ে বাড়ি চলে যাও।" 7তখন সেই পঙ্গু লোকটি উঠে
তার বাড়ি চলে গেল। 8লোকেরা এই ঘটনা দেখে ভয়
পেয়ে গেল; আর ঈশ্বর মানুষকে এমন ক্ষমতা দিয়েছেন
বলে তারা ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল।

যীশু মথিকে মনোনীত করলেন

(মার্ক 2:13-17; লূক 5:27-32)

9যীশু সেখান থেকে চলে যাবার সময় দেখলেন
একজন লোক কর আদায়ের গদিতে বসে আছে। তাঁর
নাম মথি। যীশু তাঁকে বললেন, "আমার সঙ্গে এস।"
মথি তখনই উঠে তাঁর সঙ্গে গেলেন।

10পরে মথির বাড়িতে যীশু খেতে বসলে সেখানে
অনেক কর আদায়কারী ও পাপী-তাপী মানুষ এসে
যীশু ও তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে খেতে বসল। 11ফরীশীরা
তা দেখে যীশুর অনুগামীদের বললেন, "তোমাদের গুরু
কর আদায়কারী ও পাপী-তাপীর সঙ্গে কেন খাওয়া-
দাওয়া করেন?"

12একথা শুনে যীশু বললেন, "যারা সুস্থ আছে তাদের
জন্য ডাক্তারের প্রয়োজন নেই, বরং রোগীদেরই
ডাক্তারের প্রয়োজন। 13'বলিদান নয়, আমি চাই তোমরা
দয়া করতে শেখ,'* শাস্ত্রের এই কথার অর্থ কি তা
বুঝে দেখ। কারণ সৎ ও ধার্মিক লোকদের নয়, পাপীদেরই
আমি ডাকতে এসেছি।"

যীশু, ইহুদী ধর্মীয় নেতাদের মতো ছিলেন না

(মার্ক 2:18-22; লূক 5:33-39)

14পরে যোহনের অনুগামীরা যীশুর কাছে এসে
জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা ও ফরীশীরা প্রায়ই উপোস
করি; কিন্তু আপনার শিষ্যরা কেন উপোস করে না?"

15তখন যীশু তাদের বললেন, "বর সঙ্গে থাকতে
কি বরের বন্ধুরা শোক করতে পারে? কিন্তু দিন আসছে
যখন বরকে তাদের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হবে,
তখন তারা উপোস করবে।

16"নতুন কাপড়ের টুকরো নিয়ে কেউ পুরানো কাপড়ে
তালি দেয় না, তাহলে ছেঁড়াটা আরো বিশ্রী হবে।
17পুরানো চামড়ার থলিতে কেউ নতুন দ্রাক্ষা রস রাখে
না, রাখলে চামড়ার থলিটি ফেটে যায়, ফলে দ্রাক্ষা রস
পড়ে যায় আর থলিটিও নষ্ট হয়। টাটকা রস নতুন
থলিতেই রাখতে হয়, তাতে দুটোই সুরক্ষিত থাকে।"

'বলিদান ... শেখ' হোশেয় 6:6

মৃত মেয়ের জীবনদান ও অসুস্থ স্ত্রীলোকের আরোগ্যলাভ

(মার্ক 5:21-43; লূক 8:40-56)

18যীশু যখন তাদের এসব কথা বলছিলেন, সেই
সময় সমাজ-গৃহের নেতাদের একজন তাঁর কাছে এসে
নতজানু হয়ে বললেন, "আমার মেয়েটা এই মাত্র মারা
গেল, আপনি এসে তাকে একটু স্পর্শ করুন তাহলে
সে বেঁচে উঠবে।"
19তখন যীশু উঠে তাঁর সঙ্গে গেলেন, আর তাঁর
শিষ্যরাও তাঁর সঙ্গে চললেন।
20পথে যাবার সময় একজন স্ত্রীলোক যীশুর পিছন
দিকে এসে তাঁর পোশাকের খুঁট স্পর্শ করল, সে বারো
বছর ধরে রক্তস্রাবে কষ্ট পাচ্ছিল। 21সে মনে মনে ভাবল,
"আমি যদি যীশুর পোশাক কেবল ছুঁতে পারি, তাহলেই
ভাল হয়ে যাব।"
22যীশু ঘুরে দাঁড়ালেন আর তাকে দেখতে পেয়ে
বললেন, "বাছা, তুমি সাহস কর, তোমার বিশ্বাসই তোমায়
সুস্থ করল।" তখন থেকে স্ত্রীলোকটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে
গেল।
23যীশু সেই নেতার বাড়িতে পরে গিয়ে দেখলেন,
যারা করুণ সুরে বাঁশি বাজায় তারা রয়েছে আর লোকেরা
হৈ চৈ করছে। 24যীশু বললেন, "তোমরা বাইরে যাও।
মেয়েটি মরে নি, ও তো ঘুমিয়ে আছে।" লোকেরা এই
কথা শুনে তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করতে লাগল।
25লোকদের ঘর থেকে বের করে দেওয়া হলে, যীশু
ভেতরে গিয়ে মেয়েটির হাত ধরলেন, তাতে সে উঠে
বসল। 26এই ঘটনার কথা সেই অঞ্চলের সব জায়গায়
ছড়িয়ে পড়ল।

বহুলোকের আরোগ্যলাভ

27যীশু যখন সেই জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, তখন
দু'জন অন্ধ তাঁর পিছনে পিছনে চলল। তারা চিৎকার
করে বলতে লাগল, "হে দায়ূদের পুত্র, আমাদের প্রতি
দয়া করুন।"
28যীশু বাড়িতে এলে সেই দুজন অন্ধ তাঁর কাছে
এল। তখন যীশু তাদের বললেন, "তোমরা কি বিশ্বাস
কর যে আমি তোমাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পারি?"
অন্ধ লোকেরা বলল, "হ্যাঁ, প্রভু আমরা বিশ্বাস করি।"
29তখন তিনি তাদের চোখ স্পর্শ করে বললেন,
"তোমরা যেমন বিশ্বাস করেছ, তোমাদের প্রতি তেমনি
হোক্।" 30আর তখনই তারা চোখে দেখতে পেল। যীশু
তাদের দৃঢ়ভাবে নিষেধ করে বললেন, "দেখ, একথা
কেউ যেন জানতে না পারে।" 31কিন্তু তারা সেখান
থেকে গিয়ে যীশুর বিষয়ে সেই অঞ্চলের সব জায়গায়
বলতে লাগল।
32ঐ দুজন লোক যখন চলে যাচ্ছে, এমন সময়
কয়েকজন লোক ভূতে পাওয়া একজন লোককে যীশুর
কাছে নিয়ে এল, সে কথা বলতে পারত না। 33সেই
ভূতকে তার ভেতর থেকে তাড়িয়ে দেবার পর বোবা
লোকটি কথা বলতে লাগল। তাতে সমবেত সব লোক
আশ্চর্য হয়ে গেল। তারা বলল, "ইস্রায়েলে এমন কখনও
দেখা যায় নি।"
34কিন্তু ফরীশীরা বলতে থাকল, "সে ভূতদের
শাসনকর্তার শক্তিতে তাদের তাড়ায়।"

মানুষের জন্য যীশুর দুঃখবোধ

35যীশু সেই অঞ্চলের সমস্ত নগর ও গ্রামে গ্রামে
ঘুরে ইহুদীদের সমাজ-গৃহে শিক্ষা দিতে এবং
স্বর্গরাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতে লাগলেন। তাছাড়া
তিনি লোকদের সমস্ত রোগ ব্যাধি ভাল করতে
লাগলেন।
36লোকদের ভীড় দেখে তাদের জন্য যীশুর মমতা
হল, কারণ তারা পালকবিহীন মেষপালের মতো ক্লান্ত
ও অসহায় ছিল। 37তখন যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন,
"ফসল প্রচুর কিন্তু কাটার লোক কত অল্প, 38তাই তোমরা
ফসলের মালিকের কাছে অনুরোধ কর, যেন তিনি ফসল
কাটার জন্য মজুর পাঠান।"

যীশু প্রচারের জন্য প্রেরিতদের পাঠালেন

(মার্ক 3:13-19; 6:7-13; লূক 6:12-16; 9:1-6)

10 যীশু তাঁর বারো জন শিষ্যকে কাছে ডেকে তাঁদের
অশুচি আত্মা তাড়িয়ে দেবার ও সব রোগ-ব্যাধি
সারাবার ক্ষমতা দিলেন। 2সেই বারো জন প্রেরিতের
নাম–প্রথম হলেন শিমোন যাকে পিতর বলা হয়, তারপর
তার ভাই আন্দ্রিয়, সিবদিয়ের ছেলে যাকোব ও তার
ভাই যোহন; 3ফিলিপ ও বর্থলময়, থোমা ও কর
আদায়কারী মথি, আল্‌ফেয়ের ছেলে যাকোব ও থদ্দেয়,
4দেশভক্ত* শিমোন ও যীশুকে যে শত্রুর হাতে ধরিয়ে
দিয়েছিল সেই যিহূদা ঈষ্করিয়োতীয়।
5এই বারো জনকে যীশু এই নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন,
"তোমরা অইহুদীদের অঞ্চলে বা শমরীয়দের কোন নগরে
যেও না, 6বরং ইস্রায়েল জাতির হারানো মেষদের
কাছে যেও। 7তাদের কাছে গিয়ে প্রচার কর যে 'স্বর্গরাজ্য
এসে পড়েছে।' 8তোমরা গিয়ে রোগীদের সারিয়ে তোল,
মৃতদের বাঁচিয়ে তোল, কুষ্ঠরোগীদের শুচি করো, ভূতদের
বের করে দিও। তোমরা এসব কাজ বিনামূল্যে করো,
কারণ তোমরা সেই ক্ষমতা বিনামূল্যেই পেয়েছ।
9তোমাদের কোমরের কাপড়ে বেঁধে তোমরা সোনা,
রূপো বা টাকা পয়সা সঙ্গে নিও না। 10পথ চলতে
কোন থলি বা বাড়তি জামা-কাপড় কিংবা জুতো নিও
না, এমন কি লাঠিও নয়, কারণ আমি বলছি শ্রমিক
তার পারিশ্রমিক পাবার যোগ্য।
11"তোমরা যখন কোন শহর বা গ্রামে যাবে, সেখানে
এমন কোন উপযুক্ত লোক খুঁজে বের করো যার উপর
আস্থা রাখতে পার এবং কোথাও চলে না যাওয়া পর্যন্ত
তার বাড়িতেই থেকো। 12যখন তোমরা সেই বাড়িতে
গিয়ে উঠবে তখন সেখানকার লোকদের শুভেচ্ছা
জানিয়ে বলো, 'তোমাদের শান্তি হোক্!' 13সেই বাড়ির
লোকেরা যদি তোমাদের স্বাগত জানায়, তবে তারা

দেশভক্ত দেশভক্তেরা ছিল ইহুদীদের একটি রাজনৈতিক দল।

সেই শান্তি লাভের উপযুক্ত। কিন্তু তারা যদি তোমাদের
স্বাগত না জানায়, তবে তোমাদের শান্তি তোমাদেরই
কাছে ফিরে আসুক। 14কেউ যদি তোমাদের গ্রহণ না
করে বা তোমাদের কথা শুনতে না চায়, তবে সেই
বাড়ি বা সেই শহর ছেড়ে চলে যেও। যাবার সময়
সেখানকার পায়ের ধূলো ঝেড়ে ফেলো। 15আমি
তোমাদের সত্যি বলছি, মহাবিচারের দিনে সদোম ও
ঘমোরার* লোকদের থেকে সেই শহরের অবস্থা ভয়ঙ্কর
হবে।

কষ্ট বিষয়ে যীশুর সতর্কবাণী

(মার্ক 13:9-13; লূক 21:12-17)

16"সাবধান! দেখ, আমি নেকড়ের পালের মধ্যে
মেষের মতো তোমাদের পাঠাচ্ছি। তাই তোমরা সাপের
মতো চতুর ও পায়রার মতো অমায়িক হয়ো। 17কিন্তু
লোকদের থেকে সাবধান থেকো, কারণ তারা তোমাদের
গ্রেপ্তার করে সমাজ-গৃহের মহাসভার হাতে তুলে দেবে।
আর তারা সমাজ-গৃহে নিয়ে গিয়ে তোমাদের বেত
মারবে। 18আমার অনুসারী হওয়ার জন্য শাসকদের
সামনে ও রাজাদের দরবারে তোমাদের হাজির করা
হবে। তোমরা এইভাবে তাদের কাছে ও অইহুদীদের
কাছে আমার বিষয়ে বলার সুযোগ পাবে। 19তারা যখন
তোমাদের ধরে নিয়ে যাবে, তখন কিভাবে বলবে এবং
কি বলবে সে নিয়ে চিন্তা কোর না, কারণ কি বলতে
হবে ঠিক সময়ে তা তোমাদের মুখে যুগিয়ে দেওয়া
হবে। 20মনে রেখো, তোমরা যে বলবে তা নয়; কিন্তু
তোমাদের ভেতর দিয়ে তোমাদের স্বর্গের পিতা ঈশ্বরের
আত্মাই কথা বলবেন।

21"ভাই ভাইকে এবং বাবা ছেলেকে মৃত্যুদণ্ডের জন্য
ধরিয়ে দেবে। ছেলেমেয়েরা বাবা-মার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে
তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবে। 22আমার নামের জন্য
সকলে তোমাদের ঘৃণা করবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে
স্থির থাকবে সেই রক্ষা পাবে। 23যখন তারা এক শহরে
তোমাদের ওপর নির্যাতন করবে, তখন তোমরা অন্য
শহরে পালিয়ে যেও। আমি তোমাদের সত্যি বলছি,
মানবপুত্র ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমরা ইস্রায়েলের
সমস্ত শহরে তোমাদের কাজ শেষ করতে পারবে না।

24"ছাত্র তার গুরু থেকে বড় নয়; আর ক্রীতদাসও
তার মনিব থেকে বড় নয়। 25ছাত্র যদি গুরুর মতো
হয়ে উঠতে পারে, আর ক্রীতদাস যদি তার মনিবের
মতো হয়ে উঠতে পারে তাহলেই যথেষ্ট। বাড়ির কর্তাকে
তারা যদি বেল্‌সবূল বলে, তবে বাড়ির অন্যদের তারা
আরো কত কি বলবে!"

মানুষকে নয়, ঈশ্বরকে ভয় কর

(লূক 12:2-7)

26"তাই তাদের ভয় করো না, কারণ গুপ্ত সব বিষয়ই
প্রকাশ পাবে, গোপন সব বিষয়ই প্রকাশ করা হবে।
27অন্ধকারের মধ্যে আমি যা বলছি, আমি চাই তা তোমরা
দিনের আলোতে বল। আর আমি তোমাদের কানে
কানে যা বলছি, আমি চাই তা তোমরা ছাদের উপর
থেকে চিৎকার করে বল। 28যারা কেবল তোমাদের
দৈহিকভাবে হত্যা করতে পারে তাদের ভয় করো না,
কারণ তারা তোমাদের আত্মাকে ধ্বংস করতে পারে
না। কিন্তু যিনি দেহ ও আত্মা উভয়ই নরকে ধ্বংস
করতে পারেন বরং তাঁকেই ভয় কর। 29দুটো চড়াই
পাখি কি মাত্র কয়েক পয়সায় বিক্রি হয় না? তবু
তোমাদের পিতার অনুমতি ছাড়া তাদের একটাও মাটিতে
পড়ে না। 30হ্যাঁ, এমন কি তোমাদের মাথার সব চুলও
গোনা আছে। 31কাজেই তোমরা ভয় পেও না।
অনেকগুলি চড়াই পাখির থেকেও তোমাদের মূল্য ঢের
বেশী।

তোমাদের বিশ্বাস সম্পর্কে লোককে বলো

(লূক 12:8-9)

32"যে কেউ মানুষের সামনে আমাকে স্বীকার করে,
আমিও আমার স্বর্গের পিতা ঈশ্বরের সামনে তাকে
স্বীকার করব। 33কিন্তু যে কেউ মানুষের সামনে আমাকে
অস্বীকার করবে, আমিও আমার স্বর্গের পিতা ঈশ্বরের
সামনে তাকে অস্বীকার করব।

34"একথা ভেবো না যে আমি পৃথিবীতে শান্তি
দিতে এসেছি। আমি শান্তি দিতে আসি নি কিন্তু খড়্গ
দিতে এসেছি। 35-36আমি এই ঘটনা ঘটাতে এসেছি:

'আমি ছেলেকে বাবার বিরুদ্ধে, মেয়েকে মায়ের
বিরুদ্ধে, বৌমাকে শাশুড়ীর বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে এসেছি।
নিজের আত্মীয়েরাই হবে একজন ব্যক্তির সবচেয়ে বড়
শত্রু।"
মীখা 7:6

37"যে কেউ আমার চেয়ে তার বাবা-মাকে বেশী
ভালবাসে, সে আমার আপনজন হবার যোগ্য নয়। আর
যে কেউ তার ছেলে বা মেয়েকে আমার চেয়ে বেশী
ভালবাসে, সে আমার আপনজন হবার যোগ্য নয়। 38যে
নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার পথে না চলে, সেও
আমার শিষ্য হবার যোগ্য নয়। 39যে কেউ নিজের
জীবন লাভ করতে চায়, সে তা হারাবে; কিন্তু যে
আমার জন্য তার জীবন উৎসর্গ করে, সে তা লাভ
করবে।

40যে তোমাদের সাদরে গ্রহণ করে, সে আমাকেই
গ্রহণ করে। আর যে আমাকে গ্রহণ করে, সে তো যিনি
আমাকে পাঠিয়েছেন সেই ঈশ্বরকেই গ্রহণ করে। 41কেউ
যদি কোন ভাববাদীকে একজন ভাববাদী বলেই সাদরে
গ্রহণ করে, তবে ভাববাদীর যে পুরস্কার সেও তা লাভ
করবে। আর কেউ যদি কোন ধার্মিক লোককে ধার্মিক
বলে সাদরে গ্রহণ করে, তবে ধার্মিক ব্যক্তির প্রাপ্য যে
পুরস্কার সেও তা পাবে। 42এই সামান্য লোকদের মধ্যে
কাউকে যদি আমার অনুগামী বলে কেউ এক ঘটি
ঠাণ্ডা জল দেয়, আমি সত্যি বলছি, সেও তার পুরস্কার
পাবে।"

সদোম ও ঘমোরা এই দুটি নগরের নাগরিকদের পাপের শাস্তি দিতে ঈশ্বর সেই নগরগুলি ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

বাপ্তিস্মদাতা যোহন এবং যীশু

(লূক 7:18-35)

11 যীশু তাঁর বারোজন শিষ্যকে এইভাবে নির্দেশ
দেওয়া শেষ করলেন। এরপর তিনি গালীল শহরে
শিক্ষা দেবার ও প্রচার করার জন্য সেখান থেকে চলে
গেলেন।

2যোহন (বাপ্তাইজ) কারাগার থেকে খ্রীষ্টের কাজের
কথা শুনলেন। তখন তিনি তাঁর অনুগামীদের যীশুর
কাছে পাঠালেন। 3অনুগামীরা যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন,
"যাঁর আগমনের কথা ছিল, আপনি কি সেই লোক, না
আমরা আর কারও জন্য অপেক্ষা করব?"

4এর উত্তরে যীশু তাঁদের বললেন, "তোমরা যা
শুনছ ও দেখছ, যোহনকে গিয়ে তা বল 5অন্ধেরা দৃষ্টিশক্তি
পাচ্ছে, খোঁড়ারা হাঁটছে, কুষ্ঠরোগীরা আরোগ্য লাভ
করছে, কালারা শুনতে পাচ্ছে, মরা মানুষ বেঁচে উঠছে,
আর দরিদ্র লোকদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা হচ্ছে।
6ধন্য সেই লোক, আমাকে গ্রহণ করতে যার কোন বাধা
নেই।"

7যোহনের অনুগামীরা যখন চলে যাচ্ছেন, তখন
লোকদের উদ্দেশ্য করে যীশু যোহনের বিষয়ে বলতে
আরম্ভ করলেন, "তোমরা মরুপ্রান্তরে কি দেখতে
গিয়েছিলে? বাতাসে দোলায়মান বেত গাছ? 8না তা
নয়! তাহলে কি দেখতে গিয়েছিলে? জমকালো পোশাক
পরা কোন লোককে? শোন! যারা জমকালো পোশাক
পরে তাদেরকে রাজপ্রাসাদে দেখতে পাবে। 9তাহলে
তোমরা কি দেখবার জন্য গিয়েছিলে? একজন
ভাববাদীকে? হ্যাঁ আমি তোমাদের বলছি, যাকে তোমরা
দেখেছ তিনি ভাববাদীর চেয়েও মহান! 10তিনি সেই
লোক যার বিষয়ে শাস্ত্রে লেখা আছে,

'শোন! আমি তোমার আগে আগে আমার এক
দূতকে পাঠাচ্ছি। সে তোমার জন্য পথ প্রস্তুত করবে।'

মালাখি 3:1

11আমি তোমাদের সত্যি বলছি, স্ত্রীলোকের গর্ভে
যত মানুষের জন্ম হয়েছে তাদের মধ্যে বাপ্তিস্মদাতা
যোহনের চেয়ে কেউই মহান নয়, তবু স্বর্গরাজ্যের কোন
ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিও যোহনের থেকে মহান। 12বাপ্তিস্মদাতা
যোহনের সময় থেকে আজ পর্যন্ত স্বর্গরাজ্য ভীষণভাবে
আক্রান্ত হচ্ছে; আর শক্তিধর লোকেরা তা জোরের
সাথে অধিকার করতে চেষ্টা করছে। 13যোহনের
আগমনের পূর্ব পর্যন্ত যা ঘটবে সকল ভাববাদী ও
মোশির বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে তা বলা হয়েছে। 14তোমরা
যদি একথা বিশ্বাস করতে রাজী থাক তবে শোন, এই
যোহনই সেই ভাববাদী এলিয়,* যাঁর আসবার কথা
ছিল। 15যার শোনবার মতো কান আছে সে শুনুক!

16"আমি কিসের সঙ্গে এই যুগের লোকদের তুলনা
করব? এরা এমন একদল ছোট ছেলেমেয়েদের মতো
যারা হাটে বসে অন্য ছেলেমেয়েদের ডেকে বলে,

17 'আমরা তোমাদের জন্য বাঁশি বাজালাম, তোমরা
নাচলে না! আমরা শোকের গান গাইলাম; কিন্তু তোমরা
বিলাপ করলে না।'

18যোহন অন্য লোকদের মতো না করলেন আহার,
না করলেন পান; আর লোকেরা বলে, 'ওকে ভূতে
পেয়েছে।' 19এরপর মানবপুত্র এসে অন্য লোকদের মতো
পান ও আহার করলেন বলে লোকে বলছে, 'ঐ দেখ!
একজন পেটুক ও মদখোর, কর আদায়কারী ও পাপীদের
বন্ধু।' কিন্তু প্রজ্ঞা তার কাজের দ্বারাই সত্য বলে প্রমাণিত
হবে।"

অবিশ্বাসী লোকদের উদ্দেশ্যে যীশুর সতর্কবাণী

(লূক 10:13-15)

20যে সমস্ত শহরে যীশু বেশীর ভাগ অলৌকিক
কাজ করেছিলেন, তাদের তিনি ভর্ৎসনা করলেন, কারণ
তারা তাদের মন-ফেরায় নি। তিনি তাদের বললেন,
21"ধিক্ কোরাসীন! ধিক্ বৈৎসৈদা!* তোমাদের কি
ভয়ঙ্কর দুর্দশাই না হবে! আমি তোমাদের একথা বলছি
কারণ, তোমাদের মধ্যে যে সব অলৌকিক কাজ আমি
করেছি তা যদি সোর ও সীদোনে করা হত, তবে
সেখানকার লোকেরা অনেক আগেই তাদের পাপের
জন্য অনুতপ্ত হয়ে চটের বস্ত্র পরে ছাই মেখে মন
ফেরাতো।* 22তাই আমি তোমাদের বলছি, বিচারের
দিনে তোমাদের থেকে সোর ও সীদোনের* অবস্থা
সহ্য করবার মত হবে। 23আর হে কফরনাহুম তুমি
নাকি স্বর্গীয় মহিমায় মণ্ডিত হবে? না! তোমাকে পাতালে
নামিয়ে আনা হবে। যে সমস্ত অলৌকিক কাজ তোমার
মধ্যে করা হয়েছে তা যদি সদোমে করা হত তবে
সদোম আজও টিকে থাকত! 24আমি তোমাদের বলছি,
বিচারের দিনে তোমাদের চেয়ে বরং সদোম দেশের
দশা অনেক সহনীয় হবে!"

যীশু লোকদের শান্তি দেবার জন্য আহ্বান জানান

(লূক 10:21-22)

25এই সময় যীশু বললেন, "স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রভু,
আমার পিতা, আমি তোমার প্রশংসা করি, কারণ
জগতের জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের কাছে এসব তত্ত্ব তুমি
গোপন রেখে শিশুর মতো সরল লোকদের কাছে তা
প্রকাশ করেছ। 26হ্যাঁ, পিতা এইভাবেই তো তুমি এটা
করতে চেয়েছিলে।

27"আমার পিতা সব কিছুই আমার হাতে সঁপে
দিয়েছেন। পিতা ছাড়া পুত্রকে কেউ জানে না; আর
পুত্র ছাড়া পিতাকে কেউ জানে না। পুত্র যার কাছে

এলিয় মালাখি 4:5-6

কোরাসীন, বৈৎসৈদা গালীল ঝিলের কিনারায় স্থিত নগরসকল, যেখানে যীশু লোকদের উপদেশ দিয়েছিলেন।

তারা ... ফেরাতো তখনকার দিনের লোকেরা শোক প্রকাশ করার জন্য এক প্রকার চটের বস্ত্র পরিধান করত। আর নিজের শরীরে ভস্ম মাখত।

সোর ও সীদোন লেবাননের নগর, যেখানে খুব খারাপ লোকেরা বসবাস করত।

পিতাকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন সে-ই তাঁকে জানে।
28তোমরা যারা শ্রান্ত-ক্লান্ত ও ভারাক্রান্ত মানুষ, তারা
আমার কাছে এস, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব। 29আমার
জোয়াল তোমার কাঁধে তুলে নাও, আর আমার কাছ
থেকে শেখ, কারণ আমি বিনয়ী ও নম্র, তাতে তোমার
প্রাণ বিশ্রাম পাবে। 30কারণ আমার দেওয়া জোয়াল
বয়ে নেওয়া সহজ ও আমার দেওয়া ভার হাল্কা।"

কিছু ইহুদী যীশুর সমালোচনা করলেন

(মার্ক 2:23-28; লূক 6:1-5)

12 সেই সময় একদিন যীশু এক বিশ্রামবারে শস্য
ক্ষেতের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। শিষ্যদের খিদে
পাওয়ায় তাঁরা গমের শীষ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগলেন।
2কিন্তু ফরীশীরা তা দেখে যীশুকে বললেন, "দেখ!
বিশ্রামবারে যা করা নিয়ম বিরুদ্ধ, তোমার শিষ্যরা
তাই করছে।"

3তখন যীশু তাঁদের বললেন, "দায়ূদ ও তাঁর সঙ্গীদের
যখন খিদে পেয়েছিল তখন তিনি কি করেছিলেন তা
কি তোমরা পড় নি? 4তিনি তো ঈশ্বরের মন্দিরে ঢুকে
সেই পবিত্র রুটি খেয়েছিলেন। দায়ূদ ও তাঁর সঙ্গীদের
অবশ্যই তা খাওয়া ন্যায়সঙ্গত ছিল না, কেবল যাজকরাই
তা খেতে পারতেন। 5এছাড়া তোমরা কি মোশির বিধি-
ব্যবস্থায় পড়নি যে বিশ্রামবারে মন্দিরের মধ্যে, যে
যাজকরা কাজ করেন তাঁরাও বিশ্রামবারের বিধি-ব্যবস্থা
লঙ্ঘন করেন; আর তার জন্য তাদের কোন দোষ হয়
না। 6কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, মন্দির থেকেও মহান
কিছু এখানে আছে। 7'বলিদান ও নৈবেদ্য থেকে আমি
দয়াই চাই।'* শাস্ত্রের এই বাণীর অর্থ কি তা যদি
তোমরা জানতে, তবে যারা দোষী নয় তাদের তোমরা
দোষী করতে না।

8"কারণ মানবপুত্র বিশ্রামবারেরও প্রভু।"

যীশু পঙ্গু রোগীকে সুস্থ করেন

(মার্ক 3:1-6; লূক 6:6-11)

9এরপর যীশু সেখান থেকে তাদের সমাজ-গৃহে
গেলেন।

10সেখানে একজন লোক ছিল, যার একটা হাত
শুকিয়ে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। যীশুকে দোষী করবার
উদ্দেশ্য নিয়ে লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "মোশির
বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে বিশ্রামবারে কি রোগীকে সুস্থ করা
উচিত?"

11কিন্তু তিনি তাদের বললেন, "ধর তোমাদের মধ্যে
কারও একটা ভেড়া আছে, সেই ভেড়াটা যদি বিশ্রামবারে
গর্তে পড়ে যায়, তবে তুমি কি তাকে ধরে তুলবে না?
12আর ভেড়ার চেয়ে মানুষের মূল্য অনেক বেশী! তাই
মোশির বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে বিশ্রামবারে ভাল কাজ
করা ন্যায়সঙ্গত।"

13তারপর যীশু সেই লোকটিকে বললেন, "তোমার
হাতটা বাড়িয়ে দাও।" সে তার হাতটা বাড়িয়ে দিলে
পর সেটা ভাল হয়ে অন্য হাতটার মতো হয়ে গেল।
14তখন ফরীশীরা বাইরে গিয়ে যীশুকে মেরে ফেলার
জন্য চক্রান্ত করতে লাগল।

যীশু, ঈশ্বরের মনোনীত দাস

15কিন্তু যীশু সে কথা জানতে পেরে সেখান থেকে
চলে গেলেন। অনেক লোক তাঁর পিছনে পিছনে চলতে
লাগল। তাদের মধ্যে যারা রোগী ছিল, তিনি তাদের
সকলকে সুস্থ করলেন। 16কিন্তু তাঁর এই কাজের কথা
সকলকে বলে বেড়াতে তিনি তাদের দৃঢ়ভাবে নিষেধ
করে দিলেন। 17আর এইভাবে তাঁর বিষয়ে ভাববাদী
যিশাইয়র মাধ্যমে বলা ঈশ্বরের বাণী পূর্ণ হল:

18 "এই আমার দাস, এঁকে আমি মনোনীত করেছি।
আমার অতি প্রিয় জন, যাঁর উপর আমি সন্তুষ্ট। আমি
তাঁর উপরে আমার আত্মার প্রভাব রাখব, তাতে তিনি
অইহুদীদের কাছে ন্যায়নীতির বাণী প্রচার করবেন।
19তিনি কলহ-বিবাদ করবেন না, লোকেরা পথে
ঘাটে তাঁর গলার স্বর শুনবে না।
20মচকানো বেতগাছ তিনি ভাঙ্গবেন না, মিট্ -মিট্
করে জ্বলতে থাকা পলতেকে তিনি নিভিয়ে দেবেন
না, (যতদিন না ন্যায়নীতিকে জয়ী করতে পারেন,
ততদিন)
21সর্বজাতির লোক তাঁর ওপর প্রত্যাশা রাখবে।"
যিশাইয় 42:1-4

ঈশ্বর প্রদত্ত যীশুর পরাক্রম

(মার্ক 3:20-30; লূক 11:14-23; 12:10)

22সেই সময় লোকেরা ভূতে পাওয়া একজন লোককে
যীশুর কাছে নিয়ে এল। লোকটা অন্ধ ও বোবা ছিল।
যীশু তাকে সুস্থ করলেন; তাতে সে দেখতে পেল ও
কথা বলতে পারল। 23এই দেখে লোকেরা বিস্মিত হয়ে
বলল, "ইনিই কি দায়ূদের সন্তান?"

24ফরীশীরা একথা শুনে বললেন, "এ তো ভূতদের
শাসনকর্তা বেল্‌সবূলের* শক্তিতে ভূতদের তাড়ায়।"

25যীশু ফরীশীদের মনের কথা বুঝতে পেরে তাদের
বললেন, "বিবাদে বিভক্ত যে কোন রাজ্যই ধ্বংস হয়ে
যায়। যে শহর বা পরিবার নিজেদের মধ্যে বিবাদে
বিভক্ত তা টিকে থাকতে পারে না। 26শয়তান যদি
ভূতকে তাড়ায় তবে সে নিজেই নিজের বিরুদ্ধে ভাগ
হয়ে গেলে তার রাজ্য কি করে টিকে থাকবে? 27আমি
যদি বেল্‌সবূলের শক্তিতে ভূত তাড়াই, তবে তোমাদের
লোকেরা কার শক্তিতে তাদের তাড়ায়? সুতরাং
তোমাদের নিজেদের অনুগামীরাই প্রমাণ করবে যে
তোমরা ভুল বলছ। 28কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের আত্মার
শক্তিতে ভূতদের তাড়াই, তবে ঈশ্বরের রাজ্য তো
তোমাদের কাছে এসে গেছে।"

29"আবার বলছি, কোন শক্তিমান লোককে আগে
না বেঁধে কেউ কি তার বাড়িতে ঢুকে তার সব কিছু লুঠ

'বলিদান ... চাই' হোশেয় 6:6

বেল্‌সবূল দুষ্ট আত্মাদের রাজা, শয়তানের আরেক নাম।

করতে পারে? তাকে বাঁধবার পর তবেই তো তার বাড়ির সব কিছু লুঠ করতে পারবে।

30"যে আমার পক্ষে নয়, সে আমার বিপক্ষে, যে আমার সঙ্গে কুড়ায় না, সে তা ছড়াচ্ছে। 31তাই আমি তোমাদের বলছি, মানুষের সব পাপ এবং ঈশ্বর নিন্দার ক্ষমা হবে, কিন্তু পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কোন অসম্মানজনক কথা-বার্তার ক্ষমা হবে না। 32মানবপুত্রের বিরুদ্ধে কেউ যদি কোন কথা বলে তাকে ক্ষমা করা হবে, কিন্তু পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কথা বললে তার ক্ষমা নেই, এ যুগে বা আগামী যুগে কখনই না।

কাজ দেখেই লোককে জানা যায়

(লূক 6:43-45)

33"ভাল ফল পেতে হলে ভাল গাছ থাকা দরকার; কিন্তু খারাপ গাছ থাকলে তোমরা খারাপ ফলই পাবে, কারণ ফল দেখেই গাছ চেনা যায়। 34তোমরা কালসাপ! তোমাদের মতো দুষ্ট লোকেরা কি করে ভাল কথা বলতে পারে? মানুষের অন্তরে যা আছে, মুখ দিয়ে তো সে কথাই বের হয়। 35ভাল লোক তার অন্তরে ভাল বিষয়ই সঞ্চিত রাখে, আর ভাল কথাই বলে; কিন্তু যার অন্তরে মন্দ বিষয় থাকে, সে তার মুখ দিয়ে মন্দ কথাই বলে। 36আমি তোমাদের বলছি, লোকে যত বেহিসেবী কথা বলে, বিচারের দিনে তার প্রতিটি কথার হিসাব তাদের দিতে হবে। 37তোমাদের কথার সূত্র ধরেই তোমাদের নির্দোষ বলা হবে, অথবা তোমাদের কথার ওপর ভিত্তি করেই তোমাদের দোষী সাব্যস্ত করা হবে।"

ইহুদীরা যীশুর কাছে প্রমাণ চাইলেন

(মার্ক 8:11-12; লূক 11:29-32)

38এরপর কয়েকজন ফরীশী ও ব্যবস্থার শিক্ষক যীশুর কাছে এসে বললেন, "হে গুরু, আমরা আপনার কাছ থেকে কোন চিহ্ন বা অলৌকিক কাজ দেখতে চাই।"

39যীশু তাদের বললেন, "এ যুগের দুষ্ট ও পাপী লোকেরা চিহ্নের খোঁজ করে; কিন্তু ভাববাদী যোনার চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্নই তাদের দেখান হবে না। 40যোনা যেমন সেই বিরাট মাছের পেটে তিন দিন তিন রাত ছিলেন, তেমন মানবপুত্র তিন দিন তিন রাত পৃথিবীর অন্তঃস্থলে কাটাবেন। 41বিচারের দিনে নীনবীয় লোকেরা এই কালের লোকদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়ে তাদের দোষী করবে, কারণ নীনবীয় লোকেরা যোনার প্রচারের ফলে তাদের মন ফেরাল। আর দেখ, যোনার চেয়ে এখানে আরও একজন মহান আছেন! 42বিচারের দিনে দক্ষিণ দেশের রাণী উঠে এই যুগের লোকদের দোষী করবে, কারণ রাজা শলোমনের জ্ঞানের কথা শোনবার জন্য তিনি পৃথিবীর প্রান্ত থেকে এসেছিলেন, আর দেখ শলোমনের চেয়ে মহান একজন এখানে আছেন!

এই যুগের লোকেরা মন্দে পরিপূর্ণ

43"যখন কোন দুষ্ট আত্মা কোন মানুষের মধ্য থেকে বের হয়ে যায়, তখন সে জলবিহীন শুকনো অঞ্চলে বিশ্রাম পাবার জন্য ঘোরাঘুরি করতে থাকে কিন্তু তা পায় না। 44তারপর সে বলে, 'আমি যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি, সেখানে ফিরে যাব।' আর ফিরে এসে দেখে সেই ঘর খালি পড়ে আছে; পরিষ্কার ও সাজানো আছে। 45পরে সে গিয়ে তার থেকে আরো খারাপ অন্য সাতটা দুষ্ট আত্মাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। তারপর তারা সকলে সেখানে গিয়ে বাস করতে থাকে, তাতে সেই লোকটার প্রথম অবস্থা থেকে শেষ অবস্থা আরো খারাপ হয়ে ওঠে। এই যুগের মন্দ লোকদের অবস্থাও সেরকম হবে।"

যীশুর অনুগামীরাই তাঁর পরিবার

(মার্ক 3:31-35; লূক 8:19-21)

46যীশু যখন সমবেত লোকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন তাঁর মা ও ভাইরা এসে তাঁর সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছায় বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। 47সেই সময় একজন লোক তাঁকে বলল, "দেখুন, আপনার মা ও ভাইরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁরা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।"

48যীশু তখন তাকে বললেন, "কে আমার মা? কারাই বা আমার ভাই?" 49এরপর তিনি তাঁর অনুগামীদের দেখিয়ে বললেন, "দেখ! এরাই আমার মা, আমার ভাই। 50হ্যাঁ, যে কেউ আমার স্বর্গের পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই আমার মা, ভাই ও বোন।"

যীশু বীজ বোনার দৃষ্টান্ত মূলক কাহিনী শোনালেন

(মার্ক 4:1-9; লূক 8:4-8)

13 সেই দিনই যীশু ঘর থেকে বের হয়ে হ্রদের ধারে এসে বসলেন। 2তাঁর চারপাশে বহু লোক এসে জড় হল, তাই তিনি একটা নৌকায় উঠে বসলেন; আর সেই সমবেত জনতা তীরে দাঁড়িয়ে রইল। 3তখন তিনি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তাদের অনেক বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। তিনি বললেন, "একজন চাষী বীজ বুনতে গেল। 4সে যখন বীজ বুনছিল, তখন কতকগুলি বীজ পথের ধারে পড়ল; আর পাখিরা এসে সেগুলি খেয়ে ফেলল। 5আবার কতকগুলি বীজ পাথরে জমিতে পড়ল, সেখানে মাটি বেশী ছিল না। মাটি বেশী না থাকাতে তাড়াতাড়ি অঙ্কুর বের হল। 6কিন্তু সূর্য উঠলে পর অঙ্কুরগুলি ঝলসে গেল; আর শেকড় মাটির গভীরে যায় নি বলে তা শুকিয়ে গেল। 7আবার কিছু বীজ কাঁটাঝোপের মধ্যে পড়ল। কাঁটাঝোপ বেড়ে উঠে চারাগুলোকে চেপে দিল। 8কিছু বীজ ভাল জমিতে পড়ল, তাতে ফসল হতে লাগল। সে যা বুনেছিল, কোথাও তার ত্রিশগুণ, কোথাও ষাটগুণ, কোথাও শতগুণ ফসল হল। 9যার শোনার মতো কান আছে সে শুনুক!"

শিক্ষার সময় যীশু কেন দৃষ্টান্ত দিতেন

(মার্ক 4:10-12; লূক 8:9-10)

10যীশুর শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে বললেন, "কেন আপনি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে লোকদের সঙ্গে কথা বললেন?"

11এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, "স্বর্গরাজ্যের
বিষয়ে ঈশ্বরের গুপ্ত সত্য বোঝার ক্ষমতা কেবল মাত্র
তোমাদেরই দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সকলকে এ ক্ষমতা
দেওয়া হয় নি। 12কারণ যার কিছু আছে, তাকে আরও
দেওয়া হবে, তাতে তার প্রচুর হবে; কিন্তু যার নেই,
তার যা আছে তাও তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া
হবে। 13আমি তাদের সঙ্গে দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কথা বলি,
কারণ তারা দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না আর
তারা বোঝেও না। 14এদের এই অবস্থার মধ্য দিয়েই
ভাববাদী যিশাইয়র ভাববাণী পূর্ণ হয়েছে:

'তোমরা শুনবে আর শুনবে, কিন্তু বুঝবে না। তোমরা
তাকিয়ে থাকবে, কিন্তু কিছুই দেখবে না। 15এইসব
লোকদের অন্তর অসাড়, এরা কানে শোনে না, চোখ
থাকতেও সত্য দেখতে অস্বীকার করে। এরকমটাই
ঘটেছে যেন এরা চোখে দেখে, কানে শুনে আর অন্তরে
বুঝে ভাল হবার জন্য আমার কাছে ফিরে না আসে।'
যিশাইয় 6:9-10

16কিন্তু ধন্য তোমাদের চোখ, কারণ তা দেখতে পায়;
আর ধন্য তোমাদের কান, কারণ তা শুনতে পায়। 17আমি
তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা যা দেখছ অনেক
ভাববাদী ও ধার্মিক লোকেরা দেখতে চেয়েও তা দেখতে
পায় নি। আর তোমরা যা যা শুনছ, তা তারা শুনতে
চেয়েও শুনতে পায় নি।

বীজ বোনার দৃষ্টান্ত

(মার্ক 4:13-20; লূক 8:11-15)

18"এখন তবে সেই চাষী ও তার বীজ বোনার মর্মার্থ
শোন। 19কেউ যখন স্বর্গরাজ্যের শিক্ষার বিষয় শুনেও
তা বোঝে না, তখন দুষ্ট আত্মা এসে তার অন্তরে যা
বোনা হয়েছিল তা সরিয়ে নেয়। এটা হল সেই পথের
ধারে পড়া বীজের কথা। 20আর পাথুরে জমিতে যে
বীজ পড়েছিল, তা সেই সব লোকদের কথাই বলে
যারা স্বর্গরাজ্যের শিক্ষা শুনে সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের
সাথে তা গ্রহণ করে; 21কিন্তু তাদের মধ্যে সেই শিক্ষার
শেকড় ভাল করে গভীরে যেতে দেয় না ব'লে তারা
অল্প সময়ের জন্য স্থির থাকে। যখন সেই শিক্ষার জন্য
সমস্যা, দুঃখ কষ্ট ও তাড়না আসে, তখনই তারা পিছিয়ে
যায়। 22কাঁটাঝোপে যে বীজ পড়েছিল, তা এমন
লোকদের বিষয় বলে যারা সেই শিক্ষা শোনে; কিন্তু
সংসারের চিন্তা-ভাবনা ও ধন-সম্পত্তির মায়া সেই
শিক্ষাকে চেপে রাখে। সেজন্য তাদের জীবনে কোন
ফল হয় না। 23যে বীজ উৎকৃষ্ট জমিতে বোনা হল, তা
এমন লোকদের কথা প্রকাশ করে যারা শিক্ষা শোনে,
তা বোঝে এবং ফল দেয়। কেউ একশ গুণ, কেউ ষাট
গুণ, আর কেউ বা তিরিশ গুণ ফল দেয়।

গম এবং শ্যামা ঘাসের দৃষ্টান্ত

24এবার যীশু তাদের কাছে আর একটি দৃষ্টান্ত
রাখলেন। "স্বর্গরাজ্য এমন একজন লোকের মতো যিনি
তাঁর জমিতে ভাল বীজ বুনলেন। 25কিন্তু লোকেরা
যখন সবাই ঘুমিয়ে ছিল, তখন সেই মালিকের শত্রু
এসে গমের মধ্যে শ্যামা ঘাসের বীজ বুনে দিয়ে চলে
গেল। 26শেষে গমের চারা যখন বেড়ে উঠে ফল ধরল,
তখন তার মধ্যে শ্যামাঘাসও দেখা গেল। 27সেই মালিকের
মজুররা এসে তাঁকে বলল, 'আপনি কি জমিতে ভাল
বীজ বোনেন নি? তবে শ্যামাঘাস কোথা থেকে এল?'

28"তিনি তাদের বললেন, 'এটা নিশ্চয়ই কোন শত্রুর
কাজ।'

"তাঁর চাকরেরা তখন তাঁকে বলল, 'আপনি কি
চান, আমরা গিয়ে কি শ্যামা ঘাসগুলি উপড়ে ফেলব?'

29"তিনি বললেন, 'না, কারণ তোমরা যখন শ্যামা
ঘাস ওপড়াতে যাবে তখন হয়তো ঐগুলোর সঙ্গে
গমের গাছগুলোও উপড়ে ফেলবে। 30ফসল কাটার সময়
না হওয়া পর্যন্ত একসঙ্গে সব বাড়তে দাও। পরে ফসল
কাটার সময় আমি মজুরদের বলব তারা যেন প্রথমে
শ্যামা ঘাস সংগ্রহ করে আঁটি আঁটি করে বাঁধে ও তা
পুড়িয়ে দেয় এবং গম সংগ্রহ ক'রে গোলায় তোলে।'"

যীশু আরো দৃষ্টান্ত সহযোগে শিক্ষা দিলেন

(মার্ক 4:30-34; লূক 13:18-21)

31যীশু তাদের সামনে আর একটি দৃষ্টান্ত রাখলেন:
"স্বর্গরাজ্য এমন একটা সরষে-দানার মতো যা নিয়ে
কোন একজন লোক তার জমিতে লাগাল। 32সমস্ত
বীজের মধ্যে ওটা সত্যিই সবচেয়ে ছোট, কিন্তু গাছ
হয়ে বেড়ে উঠলে পর তা সমস্ত শাক-সব্জীর থেকে
বড় হয়ে একটা বড় গাছে পরিণত হয়, যাতে পাখিরা
এসে তার ডালপালায় বাসা বাঁধে।"

33তিনি তাদের আর একটা দৃষ্টান্ত বললেন: "স্বর্গরাজ্য
যেন খামিরের মতো। একজন স্ত্রীলোক তা নিয়ে একতাল
ময়দার সঙ্গে মেশাল ও তার ফলে সমস্ত ময়দা ফেঁপে
উঠল।"

34জনসাধারণের কাছে উপদেশ দেবার সময় যীশু
প্রায়ই এই ধরণের দৃষ্টান্ত দিতেন। তিনি দৃষ্টান্ত ছাড়া
কোন শিক্ষাই দিতেন না। 35যাতে ভাববাদীর মাধ্যমে
ঈশ্বর যা বলেছিলেন, তা পূর্ণ হয়:

"আমি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কথা বলব; জগতের সৃষ্টি
থেকে যে সমস্ত বিষয় এখনও গুপ্ত আছে সেগুলি
প্রকাশ করব।" *গীতসংহিতা 78:2*

যীশু কঠিন গল্পের ব্যাখ্যা দিলেন

36পরে যীশু লোকদের বিদায় দিয়ে ঘরে চলে গেলেন।
তখন তাঁর শিষ্যরা এসে তাঁকে বললেন, "সেই ক্ষেতের
ও শ্যামা ঘাসের দৃষ্টান্তটি আমাদের বুঝিয়ে দিন।"

37এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, "যিনি ভাল
বীজ বোনেন, তিনি মানবপুত্র। 38জমি বা ক্ষেত হল
এই জগত, স্বর্গরাজ্যের লোকেরা হল ভাল বীজ। আর
শ্যামাঘাস তাদেরকেই বোঝাচ্ছে, যারা মন্দ লোক।
39গমের মধ্যে যে শত্রু শ্যামা ঘাস বুনে দিয়েছিল, সে
হল দিয়াবল। ফসল কাটার সময় হল জগতের শেষ

সময় এবং মজুররা যারা সংগ্রহ করে, তারা ঈশ্বরের স্বর্গদূত।

40"শ্যামা ঘাস জড় ক'রে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এই পৃথিবীর শেষের সময়েও ঠিক তেমনি হবে। 41মানবপুত্র তাঁর স্বর্গদূতদের পাঠিয়ে দেবেন, আর যারা পাপ করে ও অপরকে মন্দের পথে ঠেলে দেয়, তাদের সবাইকে সেই স্বর্গদূতেরা মানবপুত্রের রাজ্যের মধ্য থেকে একসঙ্গে জড় করবেন। 42তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলে দেবেন। সেখানে লোকে কান্নাকাটি করবে ও দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে। 43তারপর যারা ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছে, তারা পিতার রাজ্যে সূর্যের মতো উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেবে। যার শোনার মতো কান আছে সে শুনুক!

গুপ্তধন ও মুক্তার দৃষ্টান্তমূলক গল্প

44"স্বর্গরাজ্য ক্ষেতের মধ্যে লুকিয়ে রাখা ধনের মতো। একজন লোক তা খুঁজে পেয়ে আবার সেই ক্ষেতের মধ্যে লুকিয়ে রাখল। সে এতে এত খুশী হল যে সেখান থেকে গিয়ে তার সর্বস্ব বিক্রি করে সেই ক্ষেতটি কিনল।

45"আবার স্বর্গরাজ্য এমন একজন সওদাগরের মতো, যে ভাল মুক্তা খুঁজছিল। 46যখন সে একটা খুব দামী মুক্তার খোঁজ পেল, তখন গিয়ে তার যা কিছু ছিল সব বিক্রি করে সেই মুক্তাটাই কিনল।

মাছ ধরা জালের দৃষ্টান্ত

47"স্বর্গরাজ্য আবার এমন একটা বড় জালের মতো, যা সমুদ্রে ফেলা হলে তাতে সব রকম মাছ ধরা পড়ল। 48জাল পূর্ণ হলে লোকেরা সেটা পাড়ে টেনে তুলল, পরে তারা বসে ভাল মাছগুলো বেছে ঝুড়িতে রাখল এবং খারাপগুলো ফেলে দিল। 49জগতের শেষের দিনে এই রকমই হবে। স্বর্গদূতরা এসে ধার্মিক লোকদের মধ্য থেকে দুষ্ট লোকদের আলাদা করবেন। 50স্বর্গদূতরা জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে দুষ্ট লোকদের ফেলে দেবেন। সেখানে লোকে কান্নাকাটি করবে ও দাঁতে দাঁত ঘষবে।"

51যীশু তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কি এসব কথা বুঝলে?"

তারা তাঁকে বলল, "হ্যাঁ, আমরা বুঝেছি।"

52তখন তিনি তাদের বললেন, "প্রত্যেক ব্যবস্থার শিক্ষক, যিনি স্বর্গরাজ্যের বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেছেন তিনি এমন একজন গৃহস্থের মতো, যিনি তাঁর ভাঁড়ার থেকে নতুন ও পুরনো উভয় জিনিসই বার করেন।"

যীশু নিজের শহরে যাত্রা করলেন

(মার্ক 6:1-6; লূক 4:16-30)

53যীশু এই দৃষ্টান্তগুলি বলার পর সেখান থেকে চলে গেলেন। 54তারপর তিনি নিজের শহরে গিয়ে সেখানে সমাজ-গৃহে তাদের মাঝে শিক্ষা দিতে লাগলেন। তাঁর কথা শুনে লোকেরা আশ্চর্য হয়ে গেল। তারা বলল, "এই জ্ঞান ও এই সব অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা এ কোথা থেকে পেল? 55এ কি সেই ছুতোর মিস্ত্রির ছেলে নয়? এর মায়ের নাম কি মরিয়ম নয়? আর এর ভাইদের নাম কি যাকোব, যোষেফ, শিমোন ও যিহূদা নয়? 56আর এর সব বোনেরা এখানে আমাদের মধ্যে কি থাকে না? তাহলে কোথা থেকে সে এসব পেল?"

57এইভাবে তাঁকে মেনে নিতে তারা মহাসমস্যায় পড়ল।

কিন্তু যীশু তাদের বললেন, "নিজের গ্রাম ও বাড়ি ছাড়া আর সব জায়গাতেই ভাববাদী সম্মান পান।"

58তাঁর প্রতি লোকদের অবিশ্বাস দেখে তিনি সেখানে বেশী অলৌকিক কাজ করলেন না।

হেরোদ যীশুর সম্পর্কে শুনলেন

(মার্ক 6:14-29; লূক 9:7-9)

14 সেইসময় গালীলের শাসনকর্তা হেরোদ, যীশুর বিষয় শুনতে পেলেন। 2তিনি তাঁর চাকরদের বললেন, "এই লোক নিশ্চয়ই বাপ্তিস্মদাতা যোহন। সে নিশ্চয়ই মৃত লোকদের মধ্য থেকে বেঁচে উঠেছে; আর সেই জন্যই এই সব অলৌকিক কাজ করতে পারছে।"

বাপ্তিস্মদাতা যোহন নিহত হলেন

3এই হেরোদই যোহনকে গ্রেপ্তার করে কারাগারের মধ্যে শেকলে বেঁধে রেখেছিলেন। তাঁর ভাই ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়ার অনুরোধেই তিনি একাজ করেছিলেন। 4কারণ যোহন হেরোদকে বার-বার বলতেন, "হেরোদিয়াকে তোমার ঐভাবে রাখা বৈধ নয়।" 5হেরোদ এইজন্য যোহনকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি লোকদের ভয় করতেন, কারণ সাধারণ লোক যোহনকে ভাববাদী বলে মানত।

6এরপর হেরোদের জন্মদিন এল, সেই উৎসবে হেরোদিয়ার মেয়ে, হেরোদ ও তাঁর অতিথিদের সামনে নেচে হেরোদকে খুব খুশী করল। 7সেজন্য হেরোদ শপথ করে বললেন যে, সে যা চাইবে তিনি তাকে তাই দেবেন। 8মেয়েটি তার মায়ের পরামর্শ অনুসারে বলল, "থালায় করে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মাথাটা আমায় এনে দিন।" 9যদিও রাজা হেরোদ এতে খুব দুঃখিত হলেন, তবু তিনি শপথ করেছিলেন বলে এবং যারা তার সঙ্গে খেতে বসেছিলেন তারা সেই শপথের কথা শুনেছিলেন বলে, সম্মানের কথা ভেবে তিনি তা দিতে হুকুম করলেন। 10তিনি লোক পাঠিয়ে কারাগারের মধ্যে যোহনের শিরশ্ছেদ করালেন। 11এরপর যোহনের মাথাটি থালায় করে নিয়ে এসে সেই মেয়েকে দেওয়া হ'লে, সে তা নিয়ে তার মায়ের কাছে গেল। 12তারপর যোহনের অনুগামীরা এসে তাঁর দেহটি নিয়ে গিয়ে কবর দিলেন। আর তাঁরা যীশুর কাছে গিয়ে সব কথা জানালেন।

যীশু পাঁচ হাজারের বেশী লোককে খাওয়ালেন

(মার্ক 6:30-44; লূক 9:10-17; যোহন 6:1-14)

13যীশু সব কথা শুনে একা একটা নৌকা ক'রে সেখান থেকে রওনা হয়ে কোন এক নির্জন জায়গায়

চলে গেলেন। কিন্তু লোকেরা তা জানতে পেরে বিভিন্ন নগর থেকে বেরিয়ে হাঁটা পথ ধরে তাঁর সঙ্গ ধরল। 14তিনি নৌকা থেকে তীরে নেমে দেখলেন বহুলোক জড় হয়েছে, তাদের প্রতি তাঁর করুণা হল। তাদের মধ্যে যারা অসুস্থ ছিল, তাদের সকলকে তিনি সুস্থ করলেন।

15সন্ধ্যা হলে শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে বললেন, "এ জনহীন প্রান্তর, আর এখন বেলাও শেষ হয়ে এল, এই লোকদের চলে যেতে বলুন, তারা যেন গ্রামে গ্রামে গিয়ে নিজেদের জন্য খাবার কিনে নিতে পারে।"

16কিন্তু যীশু তাদের বললেন, "তাদের যাবার দরকার নেই, তোমরাই তাদের কিছু খেতে দাও।"

17তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বললেন, "এখানে আমাদের কাছে পাঁচখানা রুটি আর দুটো মাছ ছাড়া আর কিছুই নেই।"

18তিনি তাঁদের বললেন, "ওগুলো আমার কাছে নিয়ে এস।" 19এরপর তিনি সেই লোকদের ঘাসের উপর বসে যেতে বললেন। পরে তিনি সেই পাঁচখানা রুটি ও দুটো মাছ নিয়ে স্বর্গের দিকে তাকিয়ে সেই খাবারের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। তারপর সেই রুটি টুকরো টুকরো করে তাঁর শিষ্যদের হাতে পরিবেশন করার জন্য দিলেন। শিষ্যরা এক এক ক'রে লোকদের তা দিলেন। 20আর লোকেরা সকলে খেয়ে পরিতৃপ্ত হল। পরে শিষ্যরা পড়ে থাকা খাবারের টুকরো-টাকরা তুলে নিলে তাতে বারোটা টুকরি ভর্তি হয়ে গেল। 21যারা খেয়েছিল তাদের মধ্যে স্ত্রীলোক ও ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছাড়া পাঁচ হাজার পুরুষ মানুষ ছিল।

যীশু জলের ওপর দিয়ে হাঁটেন

(মার্ক 6:45-52; যোহন 6:15-21)

22এর পরই যীশু তাঁর শিষ্যদের নৌকায় করে হ্রদের অপর পারে তাঁর সেখানে পৌঁছবার আগে যেতে বললেন। এরপর তিনি লোকদের বিদায় জানালেন। 23লোকদের বিদায় দিয়ে, প্রার্থনা করবার জন্য তিনি একা পাহাড়ে উঠে গেলেন। অন্ধকার হয়ে গেলেও তিনি সেখানে একাই রইলেন। 24নৌকাটি তীর থেকে দূরে গিয়ে পড়েছিল, উল্টো হাওয়া বইতে থাকায় ঢেউয়ের ধাক্কায় ভীষণভাবে দুলছিল।

25সকাল তিনটা থেকে ছয়টার মধ্যে যীশুর শিষ্যরা নৌকায় ছিলেন। এমন সময় যীশু জলের উপর দিয়ে হেঁটে তাঁদের কাছে এলেন। 26যীশুকে হ্রদের জলের উপর দিয়ে হেঁটে আসতে দেখে শিষ্যরা ভয়ে আঁতকে উঠলেন, তারা "ভূত, ভূত" বলে ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন।

27সঙ্গে সঙ্গে যীশু তাঁদের বললেন, "এতো আমি! সাহস কর! ভয় কোর না!"

28এর উত্তরে পিতর তাঁকে বললেন, "প্রভু, এ যদি সত্যিই আপনি হন, তবে জলের উপর দিয়ে আমাকেও আপনার কাছে আসতে আদেশ করুন।"

29যীশু বললেন, "এস!"

পিতর তখন নৌকা থেকে নেমে জলের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যীশুর দিকে এগোতে লাগলেন। 30কিন্তু যখন দেখলেন প্রচণ্ড ঝোড়ো বাতাস বইছে, তখন খুবই ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি আস্তে আস্তে ডুবতে লাগলেন আর চিৎকার করে বললেন, "প্রভু, আমাকে বাঁচান!"

31যীশু তখনই হাত বাড়িয়ে পিতরকে ধরে ফেলে বললেন, "হে অল্প বিশ্বাসী, তুমি কেন সন্দেহ করলে?"

32যীশু ও পিতর নৌকায় উঠলে পর ঝোড়ো বাতাস থেমে গেল। 33যাঁরা নৌকায় ছিলেন তাঁরা যীশুকে প্রণাম করে বললেন, "আপনি সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র।"

34তাঁরা হ্রদ পার হয়ে গিনেষরৎ অঞ্চলে এলেন। 35সেই অঞ্চলের লোকেরা তাঁকে চিনতে পেরে, সেই অঞ্চলের সব জায়গায় লোকদের কাছে তাঁর আসার খবর রটিয়ে দিল। তখন লোকেরা তাদের মধ্যে যারা অসুস্থ ছিল তাদের সকলকে যীশুর কাছে নিয়ে এল। 36তারা যীশুকে অনুরোধ করল, যেন সেই রোগীরা কেবল তার পোষাকের ঝালর স্পর্শ করতে পারে। আর যারা স্পর্শ করল, তারাই সুস্থ হয়ে গেল।

মানুষের তৈরী নিয়ম ও ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থা

(মার্ক 7:1-23)

15 জেরুশালেম থেকে কয়েকজন ফরীশী ও ব্যবস্থার শিক্ষক যীশুর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁরা যীশুকে বললেন, 2"আমাদের পিতৃপুরুষরা যে নিয়ম আমাদের দিয়েছেন, আপনার অনুগামীরা কেন তা মেনে চলে না? খাওয়ার আগে তারা ঠিকমতো হাত ধোয় না!"

3এর উত্তরে যীশু তাঁদের বললেন, "তোমাদের পরম্পরাগত আচার পালনের জন্য তোমরাই বা কেন ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করো? 4কারণ ঈশ্বর বলেছেন, 'তোমার বাবা-মাকে সম্মান করো।'* আর 'যে কেউ তার বাবা-মার নিন্দা করবে তার মৃত্যুদণ্ড হবে।'* 5কিন্তু তোমরা বলে থাকো, কেউ যদি তার বাবা কিংবা মাকে বলে, 'আমি তোমাদের কিছুই সাহায্য করতে পারব না, কারণ তোমাদের দেবার মত যা কিছু সব আমি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দানস্বরূপ উৎসর্গ করেছি।' 6তবে বাবা-মায়ের প্রতি তার কর্তব্য কিছু থাকে না। তাই তোমাদের পরম্পরাগত রীতির দ্বারা তোমরা ঈশ্বরের আদেশ মূল্যহীন করেছো। 7তোমরা হলে ভণ্ড! ভাববাদী যিশাইয় তোমাদের বিষয়ে ঠিকই ভাববাণী করেছেন:

8'এই লোকেরা মুখেই আমার সম্মান করে, কিন্তু তাদের অন্তর আমার থেকে অনেক দূরে থাকে।

9এরা আমার যে উপাসনা করে তা মিথ্যা, কারণ এরা যে শিক্ষা দেয় তা মানুষের তৈরী কতকগুলি নিয়ম মাত্র।"' *যিশাইয় 29:13*

10এরপর যীশু লোকদের তার কাছে ডেকে বললেন, "আমি যা বলি তা শোন ও তা বুঝে দেখ। 11মানুষ যা

'তোমার ... করো' যাত্রা 20:12; দ্বি বি 5:16

'যে ... হবে' যাত্রা 21:17

খায় তা মানুষকে অশুচি করে না; কিন্তু মুখের ভেতর থেকে যা বের হয়ে আসে, তাই মানুষকে অশুচি করে।”

12তখন যীশুর শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে বললেন, “আপনি কি জানেন ফরীশীরা আপনার এই কথা শুনে অপমান বোধ করছেন?”

13এর উত্তরে যীশু বললেন, “যে চারাগুলি আমার স্বর্গের পিতা লাগান নি, সেগুলি উপড়ে ফেলা হবে। **14**তাই ওদের কথা বাদ দাও। ওরা নিজেরা অন্ধ, ওরা আবার অন্য অন্ধদের পথ দেখাচ্ছে। দেখ, অন্ধ যদি অন্ধকে পথ দেখাতে যায়, তবে দুজনেই গর্তে পড়বে।”

15তখন পিতর যীশুকে বললেন, “আপনি যা বললেন তার অর্থ আমাদের বুঝিয়ে দিন।”

16যীশু বললেন, “তোমরাও কি এখনও বুঝতে পারছ না? **17**তোমরা কি বোঝ না যে, যা কিছু মুখের মধ্যে যায় তা উদরে গিয়ে পৌঁছায় ও পরে তা বেরিয়ে পায়খানায় পড়ে। **18**কিন্তু মুখের মধ্য থেকে যা বের হয় তা মানুষের অন্তর থেকেই বের হয় আর তাই মানুষকে অশুচি ক’রে তোলে।

19আমি একথা বলছি কারণ মানুষের অন্তর থেকেই সমস্ত মন্দচিন্তা, নরহত্যা, ব্যভিচার, যৌনপাপ, চুরি, মিথ্যা সাক্ষ্য ও নিন্দা বার হয়। **20**এসবই মানুষকে অশুচি করে, কিন্তু হাত না ধুয়ে খেলে মানুষ অশুচি হয় না।”

যীশু ও একজন অইহুদী স্ত্রীলোক

(মার্ক 7:24-30)

21এরপর যীশু সেই জায়গা ছেড়ে সোর ও সীদোন অঞ্চলে গেলেন। **22**একজন কনান দেশীয় স্ত্রীলোক সেই অঞ্চল থেকে এসে চিৎকার করে বলতে লাগল, “হে প্রভু, দায়ূদের পুত্র, আমাকে দয়া করুন! একটা ভূত আমার মেয়ের উপর ভর করছে, তাতে সে ভয়ানক যন্ত্রণা পাচ্ছে।”

23যীশু তাকে একটা কথাও বললেন না, তখন তাঁর শিষ্যরা এসে যীশুকে অনুরোধ করে বললেন, “ওকে চলে যেতে বলুন, কারণ ও চিৎকার করতে করতে আমাদের পিছন পিছন আসছে।”

24এর উত্তরে যীশু বললেন, “সকলের কাছে নয়, কেবল ইস্রায়েলের হারানো মেষদের কাছেই আমাকে পাঠানো হয়েছে।”

25তখন সেই স্ত্রীলোকটি যীশুর কাছে এসে তাঁকে প্রণাম করে বলল, “প্রভু, দয়া করে আমায় সাহায্য করুন!”

26এর উত্তরে যীশু তাকে বললেন, “ছেলেমেয়েদের খাবার নিয়ে কুকুরের সামনে ছুঁড়ে দেওয়া ঠিক নয়।”

27স্ত্রীলোকটি তখন বলল, “হ্যাঁ প্রভু, কিন্তু মনিবদের টেবিল থেকে খাবারের যে সব টুকরো পড়ে, কুকুরেই তা খায়।”

28তখন যীশু তাকে বললেন, “হে নারী, তোমার বড়ই বিশ্বাস! যাও, তুমি যেমন চাইছ, তেমনই হোক৷” আর সেই মুহূর্ত থেকেই তার মেয়েটি সুস্থ হয়ে গেল।

যীশু বহু মানুষকে আরোগ্যদান করলেন

29এরপর যীশু সেখান থেকে গালীল হ্রদের তীর ধরে চললেন। তিনি একটা পাহাড়ের ওপর উঠে সেখানে বসলেন।

30আর বহু লোক সেখানে এসে জড়ো হল, তারা খোঁড়া, অন্ধ, নূলা, বোবা এবং আরও অনেককে সঙ্গে নিয়ে এল। তারা ঐসব রোগীদের তাঁর পায়ের কাছে রাখল, আর যীশু তাদের সকলকে সুস্থ করলেন। **31**লোকেরা যখন দেখল বোবা কথা বলছে, নুলো সুস্থ সবল হচ্ছে, খোঁড়া চলাফেরা করছে, অন্ধরা দৃষ্টিশক্তি লাভ করছে, তখন তারা আশ্চর্য্য হয়ে গেল আর ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগল।

যীশু চার হাজারেরও বেশী লোককে খাওয়ালেন

(মার্ক 8:1-10)

32যীশু তখন তাঁর শিষ্যদের বললেন, “এই লোকদের জন্য আমার মনে কষ্ট হচ্ছে, কারণ এরা আজ তিন দিন হল আমার সঙ্গে সঙ্গে আছে; এদের কাছে আর কোন খাবার নেই। এই ক্ষুধার্ত অবস্থায় এদের আমি চলে যেতে বলতে পারি না, তাহলে হয়তো এরা পথে মূর্ছা যাবে।”

33তখন শিষ্যরা তাঁকে বললেন, “এই নির্জন জায়গায় এত লোককে খাওয়ানোর মতো অতো খাবার আমরা কোথায় পাবো?”

34যীশু তাঁদের বললেন, “তোমাদের কাছে কটা রুটি আছে?”

তারা বললেন, “সাতখানা রুটি ও কয়েকটা ছোট মাছ আছে।”

35যীশু সেই সব লোককে মাটিতে বসে যেতে বললেন। **36**তারপর তিনি সেই সাতটা রুটি ও মাছ ক’টা নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন, পরে সেই রুটি টুকরো ক’রে শিষ্যদের হাতে দিলেন, আর শিষ্যরা তা লোকদের দিতে লাগলেন। **37**লোকেরা সবাই বেশ পেট ভরে খেল। টুকরো-টাকরা যা পড়ে রইল, তা তোলা হলে পর তা দিয়ে সাতটা টুকরি ভর্তি হয়ে গেল। **38**যারা খেয়েছিল তাদের মধ্যে মহিলা ও ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বাদ দিয়ে কেবল পুরুষ মানুষের সংখ্যাই ছিল চার হাজার। **39**এরপর যীশু লোকদের বিদায় দিয়ে নৌকায় উঠে মগদনের অঞ্চলে গেলেন।

ইহুদী নেতারা যীশুকে পরীক্ষা করলেন

(মার্ক 8:11-13; লূক 12:54-56)

16 ফরীশী ও সদ্দূকীরা যীশুর কাছে এসে তাঁকে পরীক্ষা করতে চাইলেন, তাই তারা ঐশ্বরিক শক্তির চিহ্নস্বরূপ কোন অলৌকিক কাজ ক’রে দেখাতে বললেন।

2এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, “সন্ধ্যা হলে তোমরা বলে থাকো দিনে আবহাওয়া ভাল থাকবে, কারণ আকাশের রঙ লাল হয়েছে। **3**আবার সকাল বেলা বলে থাকো, আজকে ঝোড়ো আবহাওয়া চলবে কারণ

আজ আকাশ লাল ও অন্ধকার হয়েছে। তোমরা আকাশের অবস্থা ভালই বিচার করে বোঝ, অথচ কালের চিহ্ন বুঝতে পারো না। 4এযুগের দুষ্ট ও ভ্রষ্টাচারী লোকেরা চিহ্নের খোঁজ করে, কিন্তু যোনার চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্নই তাদের দেখানো হবে না।" এরপর যীশু তাদের ছেড়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

ইহুদী নেতাদের বিরুদ্ধে যীশুর সতর্কবাণী

(মার্ক 8:14-21)

5যীশু ও তাঁর শিষ্যরা হ্রদের ওপারে যাবার সময় সঙ্গে রুটি নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলেন। 6তখন যীশু তাদের বললেন, "তোমরা সাবধান! ফরীশী ও সদ্দূকীদের খামির থেকে সতর্ক থেকো।"

7শিষ্যরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, "আমরা রুটি আনিনি ব'লে সম্ভবতঃ উনি এই কথা বলছেন?"

8তাঁরা কি বলাবলি করছে, তা জানতে পেরে যীশু বললেন, "হে অল্প বিশ্বাসী মানুষেরা, তোমরা নিজেদের মধ্যে কেন বলাবলি করছ যে তোমাদের রুটি নেই? 9তোমরা কি বোঝ না অথবা তোমাদের কি মনে নেই সেই পাঁচ হাজার লোকের জন্য পাঁচ খানা রুটির কথা, আর তারপরে কত টুকরি তোমরা ভর্তি করেছিলে? 10আবার সেই চার হাজার লোকের জন্য সাতখানা রুটির কথা, আর কত টুকরি তোমরা তুলে নিয়েছিলে? 11তোমরা কেন বুঝতে পার না যে আমি তোমাদের রুটির বিষয় বলিনি? আমি তোমাদের ফরীশী ও সদ্দূকীদের খামির থেকে সতর্ক থাকতে বলেছি।"

12তখন তাঁরা বুঝতে পারলেন যে রুটির খামির থেকে তিনি তাঁদের সতর্ক হতে বলেন নি; কিন্তু বলেছিলেন তাঁরা যেন ফরীশী ও সদ্দূকীদের শিক্ষা থেকে সাবধান হন।

পিতর বললেন যীশুই খ্রীষ্ট

(মার্ক 8:27-30; লূক 9:18-21)

13 এরপর যীশু কৈসরিয়া, ফিলিপী অঞ্চলে এলেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞেস করলেন, "মানবপুত্র* কে? এবিষয়ে লোকে কি বলে?"

14তাঁরা বললেন, "কেউ কেউ বলে আপনি বাপ্তিস্মদাতা যোহন, কেউ বলে এলিয়,* আবার কেউ বলে আপনি যিরমিয়* বা ভাববাদীদের মধ্যে কেউ একজন হবেন।"

15তিনি তাঁদের বললেন, "কিন্তু তোমরা কি বল, আমি কে?"

16এর উত্তরে শিমোন পিতর বললেন, "আপনি সেই মশীহ (খ্রীষ্ট), জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র।"

17এর উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, "যোনার ছেলে শিমোন, তুমি ধন্য, কোনো মানুষের কাছ থেকে একথা তুমি জাননি; কিন্তু আমার স্বর্গের পিতা একথা তোমায় জানিয়েছেন। 18আর আমিও তোমাকে বলছি, তুমি পিতর* আর এই পাথরের উপরেই আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব। মৃত্যুর কোন শক্তি* তার উপর জয়লাভ করতে পারবে না। 19আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের চাবিগুলি দেব, তাতে তুমি এই পৃথিবীতে যা বাঁধবে তা স্বর্গেও বেঁধে রাখা হবে। আর পৃথিবীতে যা হ'তে দেবে তা স্বর্গেও হ'তে দেওয়া হবে।" 20এরপর যীশু তাঁর শিষ্যদের দৃঢ়ভাবে নিষেধ করে দিলেন, যেন তারা কাউকে না বলেন তিনিই খ্রীষ্ট।

যীশুর নিজের মৃত্যুর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

21সেই সময় থেকে যীশু তাঁর শিষ্যদের জানাতে লাগলেন যে তাঁকে অবশ্যই জেরুশালেমে যেতে হবে; আর সেখানে কিভাবে তাঁকে ইহুদী নেতা, প্রধান যাজক ও ব্যবস্থার শিক্ষকদের কাছ থেকে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হবে। তাঁকে মেরে ফেলা হবে ও তিনদিনের মাথায় তিনি মৃত্যুলোক থেকে বেঁচে উঠবেন।

22তখন পিতর তাঁকে একপাশে ডেকে নিয়ে ভর্ৎসনার সুরে বললেন, "প্রভু, এসবের হাত থেকে ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন! এর কোন কিছুই আপনার প্রতি ঘটবে না!"

23যীশু পিতরের দিকে ফিরে বললেন, "আমার কাছ থেকে দূর হও শয়তান! তুমি আমার বাধাস্বরূপ। তুমি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে এ বিষয় চিন্তা করছ, ঈশ্বরের যা তা তুমি ভাবছ না।"

24এরপর যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, "কেউ যদি আমায় অনুসরণ করতে চায় তবে সে নিজেকে 'অস্বীকার করুক' আর নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসারী হোক। 25যে কেউ নিজের জীবন রক্ষা করতে চায়, সে তা হারাবে; কিন্তু যে আমার জন্য তার নিজের প্রাণ হারাতে চাইবে, সে তা রক্ষা করবে। 26কেউ যদি সমস্ত জগৎ লাভ ক'রে তার প্রাণ হারায়, তবে তার কি লাভ? প্রাণ ফিরে পাবার জন্য তার দেবার মতো কি-ই বা থাকতে পারে? 27মানবপুত্র যখন তাঁর স্বর্গদূতদের সঙ্গে নিয়ে তাঁর পিতার মহিমায় আসবেন, তখন তিনি প্রত্যেক লোককে তার কাজ অনুসারে প্রতিদান দেবেন। 28আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যারা এখানে দাঁড়িয়ে আছে তাদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছে যারা কোনও মতে মৃত্যু দেখবে না, যে পর্যন্ত মানবপুত্রকে তাঁর রাজ্যে আসতে না দেখে।"

মানবপুত্র যীশু নিজের জন্য এই নাম ব্যবহার করেছিলেন। দানিয়েল 7:13-14 মশীহর জন্য এই নাম ব্যবহার করা হয়েছে, যে নাম ঈশ্বর তাঁর মনোনীতদের উদ্ধার করবার জন্য ব্যবহার করেছিলেন।

এলিয় যীশুর অনেক বৎসর পূর্বের এক ভাববাণী প্রচারক, যিনি মানুষের কাছে ঈশ্বরের সম্বন্ধে বলেছিলেন।

যিরমিয় এক ভাববাণী প্রচারক, যিনি যীশুর জন্মের অনেক বৎসর পূর্বে মানুষের কাছে ঈশ্বর সম্বন্ধে বলেছিলেন।

পিতর নামের অর্থ পাথর।

মৃত্যুর কোন শক্তি আক্ষরিক অর্থে, "মৃত্যুর দরজা।"

মোশি ও এলিয়ের সঙ্গে যীশুকে দেখা গেল

(মার্ক 9:2-13; লূক 9:28-36)

17 ছ'দিন পর যীশু পিতর, যাকোব ও তার ভাই
যোহনকে সঙ্গে নিয়ে নির্জন এক পাহাড়ের চূড়ায়
গিয়ে উঠলেন। 2সেখানে তাদের সামনে যীশুর রূপান্তর
হোল। তাঁর মুখমণ্ডল সূর্যের মতো উজ্জ্বল ও তাঁর
পোশাক আলোর মত সাদা হয়ে গেল। 3তারপর হঠাৎ
মোশি ও এলিয় তাদের কাছে উপস্থিত হয়ে যীশুর
সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

4এই দেখে পিতর যীশুকে বললেন, "প্রভু, ভালই
হয়েছে যে আমরা এখানে আছি! যদি আপনার ইচ্ছে
হয় তবে আমি এখানে তিনটে তাঁবু খাটাতে পারি,
একটা হবে আপনার, একটা মোশির জন্য আর একটা
এলিয়র জন্য।"

5পিতর যখন কথা বলছিলেন, সেই সময় একটা
উজ্জ্বল মেঘ তাঁদের ঢেকে দিল। সেই মেঘ থেকে
একটি স্বর শোনা গেল, "ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এর
প্রতি আমি খুবই প্রীত। তোমরা এঁর কথা শোন!"

6যীশুর শিষ্যরা একথা শুনে খুব ভয় পেয়ে মাটিতে
উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন। 7তখন যীশু এসে তাদের
স্পর্শ করে বললেন, "ওঠো, ভয় করো না।" 8তাঁরা মুখ
তুলে তাকালে যীশু ছাড়া আর কাউকে সেখানে দেখতে
পেলেন না। 9তাঁরা যখন সেই পাহাড় থেকে নেমে
আসছিলেন, সেই সময় যীশু তাদের বললেন, "তোমরা
যা দেখলে, তা মানবপুত্র মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত
হয়ে না ওঠা পর্যন্ত কাউকে বলো না।"

10তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন,
"তাহলে ব্যবস্থার শিক্ষকরা কেন ব'লে থাকেন যে, প্রথমে
এলিয়র আসা আবশ্যক?"*

11এর উত্তরে যীশু তাঁদের বললেন, "এলিয় আসবেন,
আর তিনি সব কিছু পুনঃস্থাপন করবেন। 12কিন্তু আমি
তোমাদের বলছি, এলিয় এসে গেছেন, আর লোকে
তাকে চেনেনি। লোকেরা তার প্রতি যাচ্ছেতাই ব্যবহার
করেছে। মানবপুত্রকেও তাদের হাতে সেই একই রকম
নির্যাতন ভোগ করতে হবে।" 13তখন তাঁর শিষ্যরা বুঝতে
পারলেন যে, তিনি তাঁদের বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কথা
বলছেন।

যীশু অসুস্থ ছেলেকে সুস্থ করলেন

(মার্ক 9:14-29; লূক 9:37-43)

14যীশু যখন লোকদের মাঝে আবার ফিরে এলেন,
তখন একজন লোক যীশুর কাছে এসে তাঁর সামনে
হাঁটু গেড়ে বলল, 15"প্রভু আমার ছেলেটিকে দয়া করুন!
তার মৃগী রোগ হয়েছে, তাতে সে খুবই কষ্ট পাচ্ছে। সে
প্রায়ই হয় আগুনে, নয় তো জলে পড়ে যায়। 16আমি
তাকে আপনার শিষ্যদের কাছে এনেছিলাম, কিন্তু তাঁরা
তাকে সুস্থ করতে পারেন নি।"

17এর উত্তরে যীশু বললেন, "তোমরা অবিশ্বাসী ও
দুষ্ট প্রকৃতির লোক! কতকাল আমি তোমাদের সঙ্গে
থাকব? কতকাল আমি তোমাদের বহন করব? ছেলেটিকে
আমার কাছে নিয়ে এস।" 18তখন যীশু সেই ভূতকে
তিরস্কার করলে ভূতটি ছেলেটির মধ্য থেকে বার হয়ে
গেল; আর সেই মুহূর্ত থেকেই ছেলেটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে
গেল।

19পরে শিষ্যেরা একান্তে যীশুর কাছে এসে তাঁকে
জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা সেই ভূতকে তাড়াতে
পারলাম না কেন?"

20যীশু তাদের বললেন, "তোমাদের অল্প বিশ্বাসের
কারণেই তোমরা তা পারলে না। আমি তোমাদের সত্যি
বলছি, ছোট্ট সরষে দানার মতো এতটুকু বিশ্বাসও যদি
তোমাদের থাকে, তবে তোমরা যদি এই পাহাড়কে
বল, 'এখান থেকে সরে ওখানে যাও', তবে তা সরে
যাবে। তোমাদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব হবে না।"
21*

যীশু নিজের মৃত্যুর বিষয়ে বললেন

(মার্ক 9:30-32; লূক 9:43-45)

22যীশু ও তাঁর শিষ্যেরা একসঙ্গে যখন গালীলে
ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন যীশু তাঁদের বললেন,
"মানবপুত্রকে মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে। 23তারা
তাঁকে হত্যা করবে; কিন্তু তিন দিনের দিন মানবপুত্র
মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠবেন।" এতে শিষ্যেরা খুবই
দুঃখিত হলেন।

কর দেওয়ার বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

24যীশু ও তাঁর শিষ্যরা কফরনাহুমে গেলে, মন্দিরের
জন্য যারা কর আদায় করত তারা পিতরের কাছে এসে
বলল, "আপনাদের গুরু কি মন্দিরের কর দেন না?"

25পিতর বললেন, "হ্যাঁ, দেন।"

আর তিনি ঘরে গিয়ে কিছু বলার আগেই যীশু
প্রথমে তাঁকে বললেন, "শিমোন, তোমার কি মনে হয়?
এই পৃথিবীর রাজারা কাদের কাছ থেকে নানারকম কর
আদায় করে? তারা কি তাদের নিজের সন্তানদের কাছ
থেকে কর আদায় করে, না বাইরের লোকেদের কাছ
থেকে কর আদায় করে?"

26পিতর বললেন, "তারা অন্য লোকদের কাছ থেকেই
আদায় করে।"

তখন যীশু বললেন, "তাহলে তাদের সন্তানদের
জন্য ছাড় আছে। 27কিন্তু আমরা যেন ঐ কর
আদায়কারীদের কোনরকম অপমান বোধের কারণ না
হই, সেইজন্য তুমি হ্রদে গিয়ে বঁড়শী ফেল আর প্রথমে
যে মাছটা উঠবে তা নিয়ে এসে, সেই মাছটার মুখ
খুললে তুমি একটি মুদ্রা পাবে, ওটা দিয়ে আমার ও
তোমার দেয় কর মিটিয়ে দিও।"

এলিয়র ... আবশ্যক মালাখি 4:5-6

পদ 21 কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 21 যুক্ত করা হয়েছে: "কিন্তু প্রার্থনা ও উপবাস ছাড়া আর কিছুতেই ঐরূপ আত্মা বের হয় না।"

কে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ

(মার্ক 9:33-37; লূক 9:46-48)

18 সেই সময় যীশুর শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে
বললেন, "প্রভু, স্বর্গরাজ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?"
2তখন যীশু একটি শিশুকে ডেকে তাঁদের মধ্যে দাঁড়
করিয়ে বললেন, 3"আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যতদিন
পর্যন্ত না তোমাদের মনের পরিবর্তন ঘটিয়ে এই শিশুদের
মতো হও, ততদিন তোমরা কখনই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ
করতে পারবে না। 4তাই, যে কেউ নিজেকে নত-নম্র
করে শিশুর মতো হয়ে ওঠে, সেই স্বর্গরাজ্যের মধ্যে
শ্রেষ্ঠ।
5"আর যে কেউ এরকম কোন সামান্য সেবককে
আমার নামে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে।
6এইরকম নম্র মানুষদের মধ্যে যারা আমাকে বিশ্বাস
করে, তাদের কারও বিশ্বাসে যদি কেউ বিঘ্ন জন্মায়,
তবে তার গলায় ভারী একটা যাঁতা বেঁধে সমুদ্রের
অতল জলে তাকে ডুবিয়ে দেওয়াই তার পক্ষে ভাল
হবে। 7ধিক্ এই জগত সংসার! কারণ এখানে কত
রকমেরই না প্রলোভনের জিনিস আছে। প্রলোভন
জগতে থাকবে ঠিকই, কিন্তু ধিক্ সেই মানুষকে যার
দ্বারা তা আসে। 8তাই তোমার হাত কিংবা পা যদি
তোমার প্রলোভনে পড়ার কারণস্বরূপ হয়, তবে তা
কেটে ফেল। দুহাত ও পা নিয়ে নরকের অনন্ত আগুনে
পড়ার চেয়ে বরং নুলো বা খোঁড়া হয়ে অনন্ত জীবনে
প্রবেশ করা ভাল। 9তোমার চোখ যদি তোমাকে
প্রলোভনের পথে টেনে নিয়ে যায়, তবে তা উপড়ে
ফেলে দিও। দুচোখ নিয়ে নরকের অনন্ত আগুনে পড়ার
চেয়ে বরং কানা হয়ে অনন্ত জীবনে প্রবেশ করা তোমার
পক্ষে ভাল।

যীশু হারিয়ে যাওয়া ভেড়ার দৃষ্টান্ত দিলেন

(লূক 15:3-7)

10"দেখো, তোমরা আমার এই নম্র মানুষদের মধ্যে
একজনকেও তুচ্ছ করো না, কারণ আমি তোমাদের
বলছি যে স্বর্গে তাদের স্বর্গদূতেরা সব সময় আমার
স্বর্গীয় পিতার মুখের দিকে চেয়ে আছেন। 11 *
12"তোমরা কি মনে কর? যদি কোন লোকের
একশোটি ভেড়া থাকে, আর তার মধ্যে যদি একটা
ভুল পথে চলে যায় তবে সে কি নিরানব্বইটাকে পাহাড়ের
ধারে রেখে দিয়ে সেই হারানো ভেড়াটা খুঁজতে যাবে
না? 13আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যখন সে সেই
ভেড়াটা খুঁজে পায় তখন যে নিরানব্বইটা ভুল পথে
যায় নি, তাদের চেয়ে যেটা হারিয়ে গিয়েছিল তাকে
ফিরে পেয়ে সে বেশী আনন্দ করে। 14ঠিক সেইভাবে,
তোমাদের পিতা যিনি স্বর্গে আছেন, তিনি চান না যে
এই ছোটদের মধ্যে একজনও হারিয়ে যায়।

পদ 11 কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 11 যুক্ত করা হয়েছে:
"মানবপুত্র হারিয়ে যাওয়া মানুষদের উদ্ধার করতে এসেছিলেন।"

যখন কেউ কোন অন্যায় করে

(লূক 17:3)

15"তোমার ভাই যদি তোমার বিরুদ্ধে কোন অন্যায়
করে, তবে তার কাছে একান্তে গিয়ে তার দোষ দেখিয়ে
দাও। সে যদি তোমার কথা শোনে, তবে তুমি তাকে
আবার তোমার ভাই বলে ফিরে পেলে। 16কিন্তু সে যদি
তোমার কথা না শোনে, তবে আরো দু'একজনকে
সঙ্গে নিয়ে তার কাছে যাও, যেন ঐ দু'জন কিংবা
তিনজন সাক্ষীর কথায় প্রত্যেকটা বিষয় সত্য বলে
প্রমাণিত হয়। 17সে যদি তাদের কথা শুনতে না চায়,
তবে মণ্ডলীতে তা জানাও। আর সে যদি মণ্ডলীর
কথাও শুনতে না চায়, তবে সে তোমার কাছে বিধর্মী
ও কর আদায়কারীর মত হোক।
18"আমি তোমাদের সত্যি বলছি, পৃথিবীতে তোমরা
যা বেঁধে রাখবে, স্বর্গেও তা বাঁধা হবে। আর পৃথিবীতে
তোমরা যা খুলে দেবে স্বর্গেও তা খুলে দেওয়া হবে।
19"আমি তোমাদের আবার বলছি, পৃথিবীতে
তোমাদের মধ্যে দু'জন যদি একমত হয়ে কোন বিষয়
নিয়ে প্রার্থনা কর, তবে আমার স্বর্গের পিতা তাদের
জন্য তা পূরণ করবেন। 20একথা সত্য, কারণ আমার
অনুসারীদের মধ্যে দু'জন কিংবা তিনজন যেখানে আমার
নামে সমবেত হয়, সেখানে তাদের মাঝে আমি আছি।"

ক্ষমার বিষয়ে দৃষ্টান্ত

21তখন পিতর যীশুর কাছে এসে তাঁকে বললেন,
"প্রভু, আমার ভাই আমার বিরুদ্ধে কতবার অন্যায়
করলে আমি তাকে ক্ষমা করব? সাত বার পর্যন্ত করব
কি?" 22যীশু তাঁকে বললেন, "আমি তোমাকে বলছি,
কেবল সাত বার নয়, কিন্তু সাতকে সত্তর দিয়ে গুণ
করলে যতবার হয় ততবার।"
23"স্বর্গরাজ্য এভাবে তুলনা করা যায়, যেমন একজন
রাজা যিনি তাঁর দাসদের কাছে হিসাব মিটিয়ে দিতে
বললেন। 24তিনি যখন হিসাব নিতে শুরু করলেন, তখন
তাদের মধ্যে একজন লোককে আনা হোল যে রাজার
কাছে দশ হাজার রৌপ্যমুদ্রা ধারত। 25কিন্তু তার সেই
ঋণ শোধ করার ক্ষমতা ছিল না। তখন সেই মনিব
রাজা হুকুম করলেন যেন সেই লোকটাকে, তার স্ত্রী ও
ছেলেমেয়েকে, আর তার যা কিছু আছে সমস্ত বিক্রি
ক'রে পাওনা আদায় করা হয়।
26"তাতে সেই দাস মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে মনিবের
পা ধরে বলল, 'আমার ওপর ধৈর্য্য ধরুন, আমি আপনার
সমস্ত ঋণই শোধ করে দেব।' 27সেই কথা শুনে সেই
দাসের প্রতি মনিবের অনুকম্পা হল, তিনি তার সব
ঋণ মকুব করে দিয়ে তাকে মুক্ত করে দিলেন।
28"কিন্তু সেই দাস ছাড়া পেয়ে বাইরে গিয়ে তার
একজন সহকর্মীর দেখা পেল, যে তার কাছে প্রায়
একশো মুদ্রা ধারত। সেই দাস তখন তার গলা টিপে
ধরে বলল, 'তুই যে টাকা ধার করেছিস তা শোধ কর।'
29"তখন তার সহকর্মী তার সামনে উপুড় হয়ে অনুনয়
করে বলল, 'আমার প্রতি ধৈর্য্য ধর। আমি তোমার সব

ঋণ শোধ করে দেব।' 30কিন্তু সে তাতে রাজী হল না, বরং ঋণ শোধ না করা পর্যন্ত তাকে কারাগারে আটকে রাখল। 31তার অন্য সহকর্মীরা এই ঘটনা দেখে খুবই দুঃখ পেল, তাই তারা গিয়ে তাদের মনিবদের কাছে যা যা ঘটেছে সব জানাল।

32"তখন সেই মনিব তাকে ডেকে বললেন, 'তুমি দুষ্ট দাস! তুমি আমায় অনুরোধ করলে আর আমি তোমার সব ঋণ মকুব করে দিলাম! 33আমি যেমন তোমার প্রতি দয়া দেখিয়েছিলাম তেমনি তোমার সহকর্মীর প্রতিও কি তোমার দয়া করা উচিত ছিল না।' 34তখন তার মনিব ক্রুদ্ধ হয়ে সমস্ত ঋণ শোধ না করা পর্যন্ত তাকে শাস্তি দিতে কারাগারে দিয়ে দিলেন।

35"তোমরা প্রত্যেকে যদি তোমাদের ভাইকে অন্তর দিয়ে ক্ষমা না কর, তবে আমার স্বর্গের পিতাও তোমাদের প্রতি ঠিক ঐভাবে ব্যবহার করবেন।"

বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কে যীশুর শিক্ষা

(মার্ক10:1-12)

19 এসব কথা বলা শেষ করে যীশু গালীল ছেড়ে যর্দন নদীর অন্য পারে যিহূদিয়া প্রদেশে এলেন। 2বহুলোক তাঁর পিছু পিছু চলতে লাগল আর তিনি সেখানে তাদের সুস্থ করলেন।

3সেই সময় কয়েকজন ফরীশী এসে পরীক্ষা করবার জন্য তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "কোন লোকের পক্ষে তার খুশী মতো যে কোন কারণে স্ত্রীকে ত্যাগ করা কি বিধি-সম্মত?"

4যীশু বললেন, "তোমরা কি শাস্ত্রে পড়নি, যে শুরুতেই ঈশ্বর 'তাদের পুরুষ ও নারী করে সৃষ্টি করেছিলেন?'* 5এরপর ঈশ্বর বলেছিলেন, 'এজন্য মানুষ বাবা-মাকে ছেড়ে স্ত্রীর সঙ্গে যুক্ত হবে, আর সেই দুজন এক দেহ হবে।'* 6তাই তারা আর দু'জন নয় কিন্তু একজন। তাই ঈশ্বর যাদের যুক্ত করেছেন, মানুষ তাদের পৃথক না করুক।"

7তখন ফরীশীরা তাঁকে বললেন, "তবে মোশির বিধানে শুধুমাত্র বিবাহবিচ্ছেদ পত্র দিয়ে স্ত্রীকে ত্যাগ করার বিষয়ে লেখা আছে কেন?"

8তখন যীশু তাদের বললেন, "তোমাদের অন্তরের কঠিনতার জন্যই মোশি সেই বিধান দিয়েছিলেন, শুরুতে কিন্তু এরকম ছিল না। 9তাই আমি তোমাদের বলছি, যদি কোন মানুষ ব্যভিচার দোষ ছাড়া অন্য কোন কারণে স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন স্ত্রীলোককে বিয়ে করে তবে সে ব্যভিচার করে।"*

10তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বললেন, "স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরিস্থিতি যখন এমনই হয়, তখন বিয়ে না করাই ভাল।"

11যীশু তাঁদের বললেন, "সবাই এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না, কেবল যাদের সেই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তারাই তা মেনে নিতে পারে। 12কিছু লোক নপুংসক হয়েই মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়, যারা বিয়ে করেই না। আর কিছু লোককে মানুষে খোজা করে দেয়, সেজন্য তারা বিয়ে করে না। আবার এমন কিছু লোক আছে, যারা স্বর্গরাজ্যের জন্য বিয়ে করতে চায় না। যে কেউ এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, সে গ্রহণ করুক।"

যীশু ছোট ছেলেমেয়েদের আশীর্বাদ করলেন

(মার্ক10:13-16; লূক 18:15-17)

13এরপর লোকেরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যীশুর কাছে নিয়ে এল, যেন তিনি তাদের মাথায় হাত রেখে প্রার্থনা করেন; কিন্তু যীশুর শিষ্যরা তাদের ধমক দিলেন। 14তখন যীশু তাদের বললেন, "ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বাধা দিও না, ওদের আমার কাছে আসতে নিষেধ করো না; এদের মতো লোকদের জন্যই তো স্বর্গরাজ্য।" 15এরপর যীশু সব ছেলেমেয়েদের মাথায় হাত রাখলেন; তারপর তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন।

একজন ধনী লোক যীশুকে অনুসরণ করতে অস্বীকার করল

(মার্ক10:17-31; লূক 18:18-30)

16একজন লোক একদিন যীশুর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "গুরু, অনন্ত জীবন পাবার জন্য আমাকে কোন ভাল কাজ করতে হবে?"

17যীশু তাকে বললেন, "কোনটি ভাল একথা তুমি আমায় জিজ্ঞেস করছ কেন? ভাল তো কেবল একজনই আর তিনি ঈশ্বর। যাই হোক তুমি যদি অনন্ত জীবন পেতে চাও, তবে তাঁর সব আজ্ঞা পালন কর।"

18সে বলল, "কোন্ কোন্ আজ্ঞা পালন করব?"

যীশু তাকে বললেন, "'তুমি অবশ্যই নরহত্যা করো না, ব্যভিচার করো না, চুরি করো না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, 19তোমার বাবা-মাকে সম্মান কোর* ও প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালবেসো।"'

20সেই যুবক তখন যীশুকে বলল, "আমি তো এর সবই পালন করে আসছি, তাহলে আমার আর কি করা বাকি আছে?"

21যীশু তাকে বললেন, "যদি তুমি সম্পূর্ণ নিখুঁত হতে চাও, তবে যাও, তোমার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দাও। তাতে তুমি স্বর্গে প্রচুর সম্পদ পাবে। তারপর এস, আমার অনুসারী হও!"

22কিন্তু সেই যুবক এই কথা শুনে বিষণ্ন হয়ে চলে গেল, কারণ তার প্রচুর সম্পত্তি ছিল।

23যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, ধনী ব্যক্তির পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা কঠিন হবে। 24হ্যাঁ আমি তোমাদের বলছি, ধনীর পক্ষে

'তাদের ... করেছিলেন' আদি 1:27; 5:2

'এজন্য ... হবে' আদি 2:24

পদ 9 যৌন পাপের দ্বারা বিবাহের প্রতিশ্রুতিকে ভঙ্গ করাই হল ব্যভিচার।

'তোমার ... কোর' যাত্রা 20:12-16

স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে বরং ছুঁচের ফুটো দিয়ে উটের গলে যাওয়া সহজ।"

25একথা শুনে শিষ্যরা আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁরা তখন বললেন, "তাহলে উদ্ধার পাওয়া কার পক্ষে সম্ভব?"

26যীশু তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "মানুষের পক্ষে তা অসম্ভব বটে, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে সবই সম্ভব।"

27তখন পিতর বললেন, "দেখুন, আমরা সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আপনার অনুসারী হয়েছি, তাহলে আমরা কি পাব?"

28যীশু তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সেই নতুন জগতে যখন মানবপুত্র তাঁর মহিমা-মণ্ডিত সিংহাসনে বসবেন, তখন তোমরা যারা আমার অনুসারী হয়েছ, তারাও বারোটি সিংহাসনে বসবে আর ইস্রায়েলের বারো গোষ্ঠীর বিচার করবে। 29আর যে কেউ আমার জন্য বাড়ি ঘর, ভাইবোন, বাবা-মা, ছেলে-মেয়ে অথবা জায়গা-জমি ছেড়েছে, সে তার শতগুণ বেশী পাবে এবং অনন্ত জীবনেরও অধিকারী হবে। 30কিন্তু এমন অনেকে যারা এখন প্রথমে আছে তারা শেষে যাবে, আর যারা এখন শেষে আছে তারা প্রথম হবে।

যীশু মজুরদের বিষয় নিয়ে এক দৃষ্টান্তমূলক কাহিনী শোনালেন

20 "স্বর্গরাজ্য এমন একজন জমিদারের মতো, যিনি তাঁর দ্রাক্ষা ক্ষেতে কাজ করার জন্য ভোরবেলাই মজুর আনতে বেরিয়ে পড়লেন। 2তিনি মজুরদের দিনে একটি রৌপ্যমুদ্রা মজুরী দেবেন বলে ঠিক করে, তাদের তাঁর দ্রাক্ষাক্ষেতে পাঠিয়ে দিলেন।

3"প্রায় ন'টার সময় তিনি বাড়ির বাইরে গেলেন আর দেখলেন, কিছু লোক বাজারে তখনও কিছু না ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। 4তিনি তাদের বললেন, 'তোমরাও আমার দ্রাক্ষাক্ষেতে কাজ করতে যাও, আমি তোমাদের ন্যায্য মজুরী দেব।' 5তখন তারাও দ্রাক্ষাক্ষেতে কাজ করতে গেল।

"সেই ব্যক্তি আবার প্রায় বেলা বারোটা ও তিনটার সময় বাড়ির বাইরে গিয়ে, ঐ একই রকম ভাবে মজুরদের কাজে পাঠালেন। 6প্রায় পাঁচটার সময় তিনি আবার বাইরে গেলেন ও আরো কিছু লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাদের বললেন, 'তোমরা সারাদিন কোন কাজ না ক'রে এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

7"তারা তাঁকে বলল, 'কেউ আমাদের কাজে নেয়নি।'

"তখন ক্ষেতের মালিক তাদের বললেন, 'তোমরাও গিয়ে আমার ক্ষেতে কাজে লাগো।'

8"দিনের শেষে ক্ষেতের মালিক তাঁর নায়েবকে ডেকে বললেন, 'মজুরদের সকলকে ডাক ও তাদের মজুরী মিটিয়ে দাও, শেষের জন থেকে শুরু করে প্রথম জন পর্যন্ত সকলকে দাও।'

9"বিকেল পাঁচটায় যে মজুরেরা কাজে লেগেছিল, তারা এসে প্রত্যেকে একটা রূপোর টাকা নিয়ে গেল। 10প্রথমে যাদের কাজে লাগানো হয়েছিল; তারা বেশী পাবে বলে আশা করেছিল, কিন্তু তারাও প্রত্যেকে এক এক রূপোর টাকা পেল। 11তারা তা নিল বটে কিন্তু ক্ষেতের মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলল, 12'যারা শেষে কাজে লেগেছিল তারা মাত্র একঘণ্টা কাজ করেছে, আর আপনি তাদের ও আমাদের সমান মজুরী দিলেন; অথচ আমরা কড়া রোদে সারা দিন ধরে কাজ করলাম।'

13"এর উত্তরে তিনি তাদের একজনকে বললেন, 'বন্ধু, আমি তো তোমার সঙ্গে কোন অন্যায় ব্যবহার করিনি। তুমি কি এক টাকা মজুরীতে কাজ করতে রাজী হও নি? 14তোমার যা পাওনা তা নিয়ে বাড়ি যাও। আমার ইচ্ছা, আমি তোমাকে যা দিয়েছি, এই শেষের জনকেও তাই দেব। 15যা আমার নিজের, তা আমার খুশীমতো ব্যবহার করার অধিকার কি আমার নেই? আমি দয়ালু, এই জন্য কি তোমার ঈর্ষা হচ্ছে?'

16"ঠিক এই রকম যারা শেষের তারা প্রথম হবে; আর যারা প্রথম, তারা শেষে পড়ে যাবে।"

যীশু নিজের মৃত্যুর বিষয়ে বললেন

(মার্ক 10:32-34; লূক 18:31-34)

17এরপর যীশু জেরুশালেমের দিকে যাত্রা করলেন। সঙ্গে তাঁর বারোজন শিষ্যও ছিলেন, পথে তিনি তাঁদের একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, 18"শোন, আমরা এখন জেরুশালেমের দিকে যাচ্ছি। সেখানে মানবপুত্রকে প্রধান যাজকদের ও ব্যবস্থার শিক্ষকদের হাতে সঁপে দেওয়া হবে, তারা তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেবে। 19তারা তাঁকে বিদ্রূপ করবার জন্য, বেত মারবার ও ক্রুশে দেবার জন্য অইহুদীদের হাতে তুলে দেবে; কিন্তু মৃত্যুর তিন দিনের মাথায় তিনি জীবিত হয়ে উঠবেন।"

এক মায়ের বিশেষ অনুগ্রহ ভিক্ষা

(মার্ক 10:35-45)

20পরে সিবদিয়ের ছেলেদের মা তার দুই ছেলেকে নিয়ে যীশুর কাছে এসে তাঁকে প্রণাম করে বললেন, আমার জন্য কিছু করুন।

21যীশু তাকে বললেন, "তুমি কি চাও?"

তিনি বললেন, "আপনি আমায় এই প্রতিশ্রুতি দিন যেন আপনার রাজ্যে আমার এই দুই ছেলের একজন আপনার ডানপাশে আর একজন বাঁ পাশে বসতে পায়।"

22এর উত্তরে যীশু বললেন, "তোমরা কি চাইছ তা তোমরা জান না! আমি যে দুঃখের পেয়ালায় পান করতে যাচ্ছি, তাতে কি তোমরা পান করতে পার?"

ছেলেরা তাঁকে বলল, "হ্যাঁ, পারি!"

23তিনি তাদের বললেন, "বাস্তবিক, তোমরা আমার পেয়ালায় পান করবে; কিন্তু আমার ডানদিকে বা বাঁদিকে বসতে দেবার অধিকার আমার নেই। আমার পিতা যাদের জন্য তা ঠিক করে রেখেছেন, তারাই তা পাবে।"

24বাকি দশজন শিষ্য এই কথা শুনে, ঐ দুই ভাইয়ের ওপর রেগে গেলেন। 25তখন যীশু তাঁদের নিজের কাছে

ডেকে বললেন, "তোমরা একথা জান যে, অইহুদীদের শাসনকর্তারাই তাদের প্রভু, আর তাদের মধ্যে যারা প্রধান, তারা তাদের ওপর হুকুম চালায়। 26কিন্তু তোমাদের মধ্যে সেরকম হওয়া উচিত নয়। তোমাদের মধ্যে যে বড় হতে চায়, তাকে তোমাদের সেবক হতে হবে। 27আর তোমাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করতে চায়, সে যেন তোমাদের দাস হয়। 28মনে রেখো, তোমাদের মানবপুত্রের মতো হতে হবে, যিনি সেবা পেতে নয় বরং সেবা করতে এসেছেন, আর অনেক লোকের মুক্তির মূল্য হিসাবে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে এসেছেন।"

দু'জন অন্ধকে দৃষ্টিদান

(মার্ক10:46-52; লূক 18:35-43)

29তাঁরা যখন যিরীহো শহর ছেড়ে যাচ্ছিলেন, তখন বহু লোক যীশুর পিছু পিছু চলল। 30সেখানে পথের ধারে দু'জন অন্ধ বসেছিল। যীশু সেই পথ দিয়ে যাচ্ছেন শুনে তারা চিৎকার করে বলল, "প্রভু, দায়ূদের পুত্র, আমাদের প্রতি দয়া করুন।"

31লোকেরা তাদের ধমক দিয়ে চুপ করতে বলল, কিন্তু তারা আরো চিৎকার করে বলতে লাগল, "প্রভু, দায়ূদের পুত্র, আমাদের প্রতি দয়া করুন!"

32তখন যীশু দাঁড়ালেন আর তাদের ডেকে বললেন, "তোমরা কি চাও? আমি তোমাদের জন্য কি করব?"

33তারা বলল, "প্রভু, আমরা যেন দেখতে পাই।"

34তখন তাদের প্রতি যীশুর করুণা হল। তিনি তাদের চোখ স্পর্শ করলেন; আর তখনই তারা দৃষ্টি ফিরে পেল ও তাঁর পেছনে পেছনে চলল।

রাজার মতো যীশু জেরুশালেমে এলেন

(মার্ক11:1-11; লূক 19:28-38; যোহন 12:12-19)

21 যীশু ও তাঁর শিষ্যরা জেরুশালেমের কাছাকাছি জৈতুন পর্বতমালার ধারে অবস্থিত বৈৎফগী গ্রামের ধারে এসে পৌঁছালেন। 2তিনি তাঁর দুজন শিষ্যকে এই বলে পাঠালেন, "তোমরা ঐ সামনের গ্রামে যাও। সেখানে দেখবে একটা গাধা বাঁধা আছে আর একটা বাচ্চাও তার সাথে আছে। তাদের খুলে আমার কাছে নিয়ে এস। 3কেউ যদি তোমাদের কিছু জিজ্ঞেস করে, তবে তাকে বোলো, 'প্রভু এদের চান। তিনি পরে তাদের ফেরত দেবেন।"'

4এমনটি হল যেন এর দ্বারা ভাববাদীর ভাববাণী পূর্ণ হয়:

5"সিয়োন নগরীকে বল, 'দেখ তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন। তিনি নম্র, তিনি গাধার উপরে, একটি ভারবাহী গাধার বাচ্চার উপরে চড়ে আসছেন।"'

সখরিয় 9:9

6যীশু যেমন বলেছিলেন তাঁর শিষ্যেরা গিয়ে তেমনি করলেন। 7তারা সেই গাধা ও গাধার বাচ্চাটা এনে তাদের উপর নিজেদের গায়ের কাপড় বিছিয়ে দিলে যীশু তাদের উপর বসলেন। 8লোকদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের জামা খুলে পথে বিছিয়ে দিল, আবার অনেকে গাছের ডাল কেটে নিয়ে পথের উপরে বিছিয়ে দিল। 9যারা যীশুর সামনে ও পিছনে ভীড় করে যাচ্ছিল, তারা চিৎকার করে বলতে লাগল,

"দায়ূদের পুত্রের প্রশংসা হোক! যিনি প্রভুর নামে আসছেন, তিনি ধন্য! স্বর্গে ঈশ্বরের প্রশংসা হোক।"

গীতসংহিতা 118:26

10যীশু যখন জেরুশালেমে প্রবেশ করলেন, তখন সমস্ত শহরে খুব শোরগোল পড়ে গেল। লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, "ইনি কে?"

11জনতা বলে উঠল, "ইনি যীশু, গালীলের নাসরতীয় শহরের সেই ভাববাদী।"

যীশু মন্দিরে গেলেন

(মার্ক11:15-19; লূক 19:45-48; যোহন 2:13-22)

12এরপর যীশু মন্দির চত্বরে ঢুকলেন; আর যারা সেই মন্দির চত্বরের মধ্যে বেচাকেনা করছিল, তাদের তাড়িয়ে দিলেন। যারা টাকা বদল করে দেবার জন্য টেবিল সাজিয়ে বসেছিল ও যারা ডালায় করে পায়রা বিক্রি করছিল তিনি তাদের টেবিল ও ডালা উল্টে দিলেন। 13যীশু তাদের বললেন, "শাস্ত্রে লেখা আছে, 'আমার গৃহ হবে প্রার্থনা-গৃহ।'* কিন্তু তোমরা তা 'দস্যুদের আস্তানায় পরিণত করেছ!'"* 14এরপর মন্দির চত্বরের মধ্যে অনেক অন্ধ ও খঞ্জ যীশুর কাছে এলে তিনি তাদের সুস্থ করলেন। 15প্রধান যাজকেরা ও ব্যবস্থার শিক্ষকরা দেখলেন যে, যীশু অনেক অলৌকিক কাজ করছেন, আর যখন দেখলেন মন্দির চত্বরের মধ্যে ছেলেমেয়েরা চিৎকার করে বলছে, "প্রশংসা, দায়ূদের পুত্রের প্রশংসা হোক" তখন তাঁরা রেগে গেলেন।

16তাঁরা যীশুকে বললেন, "ওরা যা বলছে, তা কি তুমি শুনতে পাচ্ছ?"

যীশু তাদের জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, পাচ্ছি, তোমরা কি শাস্ত্রে পড়নি? 'তুমি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ও দুগ্ধপোষ্য শিশুদেরই প্রশংসা করতে শিখিয়েছ।'"* 17এরপর যীশু তাদের ছেড়ে শহরের বাইরে বৈথনিয়ায় গিয়ে রাতে সেখানেই থাকলেন।

বিশ্বাসের শক্তি

(মার্ক11:12-14, 20-24)

18পরদিন সকালে তিনি যখন জেরুশালেমে ফিরছিলেন, সেই সময় যীশুর খিদে পেল। 19তিনি পথের ধারে একটা ডুমুর গাছ দেখতে পেয়ে সেই গাছটার কাছে গেলেন; কিন্তু পাতা ছাড়া তাতে কিছু দেখতে পেলেন না। তখন তিনি সেই গাছটিকে বললেন,

---

'আমার ... গৃহ' যিশ 56:7

'দস্যুদের ... করেছ' যির 7:11

'তুমি ... শিখিয়েছ' গীত 8:3

"তোমাতে আর কখনো ফল হবে না।" আর সেই ডুমুর গাছটি শুকিয়ে গেল।

20এই ঘটনা দেখে শিষ্যরা আশ্চর্য হয়ে বললেন, "এই ডুমুর গাছটা এত তাড়াতাড়ি কেমন করে শুকিয়ে গেল?"

21এর উত্তরে যীশু তাঁদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমাদের যদি ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, যদি সন্দেহ না কর, তবে ডুমুর গাছের প্রতি আমি যা করেছি, তোমরাও তা করতে পারবে। শুধু তাই নয়, কিন্তু যদি ঐ পাহাড়কে বল, 'ওঠ, ঐ সাগরে গিয়ে আছড়ে পড়!' দেখবে তাই হবে। 22যদি বিশ্বাস থাকে, তবে প্রার্থনায় তোমরা যা চাইবে তা পাবে।"

যীশুর ক্ষমতার বিষয়ে ইহুদী নেতাদের সন্দেহ

(মার্ক11:27-33; লূক 20:1-8)

23যীশু যখন আবার মন্দির চত্বরে লোকদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন, সেই সময় প্রধান যাজকেরা ও সমাজপতিরা তাঁর কাছে এসে বললেন, "তুমি কোন্ অধিকারে এসব করছ? এই অধিকার তোমায় কে দিয়েছে?"

24এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, "আমি তোমাদের একটা প্রশ্ন করতে চাই, আর তোমরা যদি তার উত্তর দাও তাহলে আমিও তোমাদের বলব আমি কোন অধিকারে এসব করছি। 25আমার প্রশ্ন হচ্ছে: বাপ্তিস্ম দেবার অধিকার যোহন কোথা থেকে পেয়েছিলেন? তা কি ঈশ্বরের কাছ থেকে, না মানুষের কাছ থেকে এসেছিল?"

তখন তারা নিজেদের মধ্যে এই আলোচনা করে বলল, "আমরা যদি বলি, 'ঈশ্বরের কাছ থেকে', তাহলে ও আমাদের বলবে, 'তবে তোমরা কেন তাকে বিশ্বাস কর নি?' 26কিন্তু আমরা যদি বলি, 'মানুষের কাছ থেকে', তবে জনসাধারণের কাছ থেকে ভয় আছে, কারণ লোকেরা যোহনকে ভাববাদী বলে মানে।"

27তাই এর উত্তরে তারা যীশুকে বললেন, "আমরা জানি না।"

তখন যীশু তাদের বললেন, "তবে আমিও তোমাদের বলব না, কোন অধিকারে আমি এসব করছি!

দুই পুত্রের বিষয়ে দৃষ্টান্ত মূলক কাহিনী

28তারপর যীশু বললেন, "আচ্ছা, এবিষয়ে তোমরা কি বলবে: একজন লোকের দু'টি ছেলে ছিল। সে তার বড় ছেলের কাছে গিয়ে বলল, 'বাছা, আজ তুমি আমার দ্রাক্ষাক্ষেতে গিয়ে কাজ কর।'

29"কিন্তু তার ছেলে বলল, 'আমি যেতে চাই না।' কিন্তু পরে সে তার মত বদলিয়ে কাজে গেল।

30"এরপর লোকটি তার অপর ছেলের কাছে গিয়ে তাকেও সেই একই কথা বলল। এর উত্তরে অন্য ছেলেটি বলল, 'হ্যাঁ, মহাশয় যাচ্ছি।' কিন্তু সে গেল না।

31"এই দুজনের মধ্যে কে তার বাবার ইচ্ছা পালন করল?

তাঁরা বললেন, "বড় ছেলে"।

যীশু তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, করআদায়কারীরা ও বেশ্যারা, তোমাদের আগে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করছে। 32আমি একথা বলছি, কারণ জীবনের সঠিক পথ দেখাবার জন্য যোহন তোমাদের কাছে এসেছিলেন আর তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করনি; কিন্তু করআদায়কারী ও বেশ্যারা তাকে বিশ্বাস করেছে। এমন কি এসব দেখেও তোমরা মন পরিবর্তন করনি ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস করনি।

ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে পাঠালেন

(মার্ক12:1-12; লূক 20:9-19)

33"আর একটি দৃষ্টান্ত শোন: এক জমিদার একটি দ্রাক্ষাক্ষেত তৈরী করে তার চারদিকে বেড়া দিলেন। পরে সেই ক্ষেতের মধ্যে দ্রাক্ষা মাড়বার জন্য গর্ত খুঁড়লেন। পাহারা দেবার জন্য একটা উঁচু পাহারা ঘর তৈরী করলেন। পরে কয়েকজন চাষীর কাছে সেই দ্রাক্ষাক্ষেত ইজারা দিয়ে বিদেশে চলে গেলেন। 34যখন দ্রাক্ষা তোলার সময় হল, তখন তিনি তাঁর ভাগ নিয়ে আসবার জন্য তাঁর ক্রীতদাসদের সেই চাষীদের কাছে পাঠালেন।

35"কিন্তু চাষীরা তাঁর দাসদের একজনকে মারল, একজনকে খুন করল, আর তৃতীয়জনকে পাথর ছুঁড়ে খুন করল। 36এরপর তিনি প্রথম বারের চেয়ে আরো বেশী দাস সেখানে পাঠালেন, আর সেই চাষীরা ঐ দাসদের সঙ্গে একই রকম ব্যবহার করল। 37পরে তিনি তাঁর নিজের ছেলেকে তাদের কাছে পাঠালেন। তিনি ভাবলেন, 'ওরা নিশ্চয়ই আমার ছেলেকে মান্য করবে।'

38"কিন্তু চাষীরা যখন দেখল যে মালিকের ছেলে আসছে, তখন তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে বলল, 'দেখ, এই হচ্ছে আইনসম্মত উত্তরাধিকারী, এস, একে আমরা খুন করি, তাহলে আমরাই তার সম্পত্তির মালিক হয়ে যাব!' 39তখন তারা সেই ছেলেকে ধরে দ্রাক্ষাক্ষেতের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল ও তাকে হত্যা করল। 40"এক্ষেত্রে দ্রাক্ষাক্ষেতের মালিক যখন ফিরে আসবেন, তখন ঐ চাষীদের তিনি কি করবেন, তোমরা কি বল?"

41ইহুদী যাজকরা যীশুকে বললেন, "তারা দুষ্ট লোক বলে তিনি তাদের নির্মমভাবে ধ্বংস করবেন ও সেই দ্রাক্ষাক্ষেত অন্য চাষীদের হাতে দেবেন, যারা ফলের মরশুমে তাঁকে তাঁর প্রাপ্য অংশ দেবে।"

42তখন যীশু তাদের বললেন, "তোমরা কি শাস্ত্রের এই অংশ পড়নি:

'রাজমিস্ত্রীরা যে পাথরটা বাতিল করে দিয়েছিল,
সেই পাথরটাই হয়ে উঠেছে কোণের প্রধান পাথর। এটা
প্রভুরই কাজ, এটা আমাদের চোখে আশ্চর্য লাগে।'

গীতসংহিতা 118:22-23

43"অতএব, আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে, আর এমন লোকদের দেওয়া হবে, যারা ঈশ্বরের রাজ্যের পক্ষে উপযুক্ত ব্যবহার করবে। 44আর ওই যে পাথর তার

ওপরে যে পড়বে সে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, আর সেই পাথর যার ওপরে পড়বে তাকে গুঁড়িয়ে ধূলিসাৎ করবে।" 45প্রধান যাজকরা ও ফরীশীরা যীশুর দেওয়া এই দৃষ্টান্তগুলি শুনে বুঝতে পারলেন যীশু তাদেরই বিষয়ে এই কথাগুলি বললেন। 46তাই তাঁরা যীশুকে গ্রেপ্তার করাতে চাইলেন, কিন্তু জনসাধারণের ভয়ে তা করলেন না, কারণ সাধারণ লোক তাঁকে ভাববাদী বলে মনে করত।

নৈশ ভোজে আমন্ত্রিত লোকেদের কাহিনী

(লূক 14:15-24)

22 দৃষ্টান্তের মাধ্যমে যীশু আবার তাদের বলতে শুরু করলেন। 2তিনি বললেন, "স্বর্গরাজ্যের বিষয়ে এই তুলনা দেওয়া যেতে পারে, একজন রাজা যিনি তাঁর ছেলের বিয়ের ভোজ প্রস্তুত করলেন। 3সেই ভোজে নিমন্ত্রিত লোকদের ডাকবার জন্য তিনি তাঁর দাসদের পাঠালেন, কিন্তু তারা আসতে চাইল না।

4"রাজা আবার তাঁর অন্য দাসদের পাঠালেন, বললেন, 'যারা নিমন্ত্রিত তাদের সকলকে বল, দেখ, আমার ভোজ প্রস্তুত, আমার বলদ ও হৃষ্টপুষ্ট বাছুরগুলো সব মারা হয়েছে, আর সব কিছুই প্রস্তুত। তোমরা বিবাহভোজে যোগ দিতে এস।'

5"কিন্তু নিমন্ত্রিত লোকেরা তাদের কথায় কান না দিয়ে যে যার কাজে চলে গেল। কেউ বা তার ক্ষেতের কাজে গেল, আবার কেউ গেল তার ব্যবসার কাজে। 6অন্যেরা রাজার সেই দাসদের ধরে তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করল ও তাদের খুন করল। 7এতে রাজা খুব রেগে গেলেন, তিনি তাঁর সৈন্য পাঠিয়ে সেই খুনীদের মেরে ফেললেন, সৈন্যরা তাদের শহরটিও পুড়িয়ে দিল।

8"এরপর রাজা তাঁর দাসদের বললেন, 'বিয়ের ভোজ প্রস্তুত কিন্তু যারা নিমন্ত্রিত হয়েছিল তারা তার যোগ্য ছিল না। 9তাই তোমরা রাস্তার মোড়ে মোড়ে যাও আর যত লোকের দেখা পাও, তাদের সকলকে এই ভোজে যোগ দেবার জন্য ডেকে আনো।' 10তখন সেই দাসেরা রাস্তায় রাস্তায় গিয়ে ভাল ও মন্দ, যাদের পেল তাদের সকলকে ডেকে আনল, তাতে বিয়ে বাড়ির ভোজের ঘর অতিথিতে ভরে গেল।

11"কিন্তু রাজা অতিথিদের সঙ্গে দেখা করতে এসে সেখানে একজন লোককে দেখতে পেলেন যে বিয়ে বাড়ির পোশাক পরে আসেনি। 12রাজা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বন্ধু, বিয়ে বাড়ির উপযুক্ত পোশাক ছাড়াই তুমি কেমন করে এখানে এলে?' কিন্তু সে চুপ করে থাকল। 13তখন রাজা তাঁর পরিচারকদের বললেন, 'এর হাত পা বেঁধে একে বাইরে অন্ধকারে ফেলে দাও, যেখানে লোকেরা কান্নাকাটি করে ও যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত ঘষে।'

14"কারণ অনেকেই আহুত, কিন্তু অল্পই মনোনীত।"

ইহুদী নেতারা যীশুকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করল

(মার্ক 12:13-17; লূক 20:20-26)

15তখন ফরীশীরা সেখান থেকে চলে গেল; আর কেমন করে যীশুকে তাঁর কথার ফাঁদে ফেলা যায় সেই পরিকল্পনা করল। 16তারা হেরোদীয়দের কয়েকজনের সঙ্গে নিজেদের কয়েকজন অনুগামীকে যীশুর কাছে পাঠাল। এই লোকেরা এসে বলল, "গুরু, আমরা জানি আপনি একজন সৎ লোক। ঈশ্বরের পথের বিষয়ে সঠিক ভাবে শিক্ষা দিয়ে থাকেন; আর কে কি বলে তার ধার ধারেন না কারণ লোকে কি ভাববে তাতে আপনার কিছু যায় আসে না। 17তাহলে আপনার কি মত, কৈসরকে কর দেওয়া উচিত কি না?"

18যীশু তাদের বদ মতলব বুঝতে পেরে বললেন, "ভণ্ডের দল! আমাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছ কেন? 19যে টাকায় কর দেওয়া হয় তা আমাকে দেখাও।" তারা একটা রূপোর টাকা তাঁর কাছে নিয়ে এল। 20তখন তিনি তাদের বললেন, "এর উপরে এই মূর্তি ও নাম কার?"

21তারা বলল, "রোম সম্রাট কৈসরের।"

তখন তিনি তাদের বললেন, "তবে যা কৈসরের তা কৈসরকে দাও, আর যা ঈশ্বরের তা ঈশ্বরকে দাও।"

22তারা এই জবাব শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল, তাঁকে আর বিরক্ত না করে সেখান থেকে চলে গেল।

কিছু সদ্দূকীর যীশুকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা

(মার্ক 12:18-27; লূক 20:27-40)

23যারা বলে পুনরুত্থান নেই, সেই সদ্দূকী সম্প্রদায়ের কিছু লোক সেই দিন যীশুর কাছে এসে তাঁকে একটি প্রশ্ন করলেন। 24তাঁরা বললেন, "গুরু, মোশি বলেছেন যদি কোন লোক নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায়, তবে তার নিকটতম আত্মীয়রূপে তার ভাই সেই বিধবাকে বিয়ে করবে ও তার ভাইয়ের হয়ে তার বংশ উৎপন্ন করবে।' 25আমাদের জানা এক পরিবারে সাত ভাই ছিল। প্রথম জন বিয়ে করল, আর পরে সে মারা গেল। আর তার কোন সন্তান না থাকাতে, তার ভাই সেই বিধবাকে বিয়ে করল। 26এই অবস্থা দ্বিতীয়, তৃতীয় ও সপ্তম জন পর্যন্ত হল, তারা সেই স্ত্রীকে বিয়ে করল ও মারা গেল। 27শেষে সেই স্ত্রীলোকটিও মারা গেল। 28এখন আমাদের প্রশ্ন হল, পুনরুত্থানের সময় ঐ সাত ভাইয়ের মধ্যে সেই স্ত্রী কার হবে, সকলেই তো তাকে বিয়ে করেছিল?"

29"এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, "তোমরা ভুল করছ, কারণ তোমরা না জান শাস্ত্র, না জান ঈশ্বরের পরাক্রম। 30জেনে রাখো, পুনরুত্থানের পর লোকেরা বিয়ে করে না, বা তাদের বিয়েও দেওয়া হয় না, তারা বরং স্বর্গদূতদের মতো থাকে। 31মৃতদের জীবিত হয়ে ওঠার বিষয়ে তোমাদের ভালোর জন্য ঈশ্বর নিজে যে কথা বলেছেন, তা কি তোমরা পড়নি? 32তিনি বলেছেন, 'আমি অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্হাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর।'* ঈশ্বর মৃতদের ঈশ্বর নন, কিন্তু জীবিতদেরই ঈশ্বর।"

'আমি ... ঈশ্বর' যাত্রা 3:6

33সমবেত লোকেরা তাঁর এই শিক্ষা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল।

কোন আদেশ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ?

(মার্ক 12:28-34; লূক 10:25-28)

34ফরীশীরা যখন শুনলেন যে যীশুর জবাবে সদ্দূকীরা নিরুত্তর হয়ে গেছেন তখন তাঁরা দল বেঁধে যীশুর কাছে এলেন। 35তাঁদের মধ্যে একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত যীশুকে ফাঁদে ফেলবার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন, 36"গুরু, বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে সবথেকে মহান আদেশ কোনটি?"

37যীশু তাঁকে বললেন, "'তোমার সমস্ত অন্তর ও তোমার সমস্ত প্রাণ ও মন দিয়ে তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে।'* 38এটিই হচ্ছে সর্বপ্রথম ও মহান আদেশ। 39আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে এরই অনুরূপ, 'তুমি নিজেকে যেমন ভালবাস, তেমনি তোমার প্রতিবেশীকেও ভালবাসবে।'* 40সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা ও ভাববাদীদের সমস্ত শিক্ষা, এই দুটি আদেশের উপর নির্ভর করে।"

যীশু ফরীশীদের প্রশ্ন করলেন

(মার্ক 12:35-37; লূক 20:41-44)

41ফরীশীরা তখনও সেখানে সমবেত ছিলেন, সেই সময় যীশু তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 42"খ্রীষ্টের বিষয়ে তোমরা কি মনে কর? তিনি কার বংশধর?"

তারা বললেন, "তিনি দায়ূদের পুত্র।"

43যীশু তাদের বললেন, "তবে দায়ূদ কিভাবে পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় তাঁকে 'প্রভু' বলে সম্বোধন করেছেন? তিনি বলেছিলেন,

44 'প্রভু আমার প্রভুকে বললেন: যতক্ষণ না আমি তোমার শত্রুদের তোমার পায়ের নীচে রাখি ততক্ষণ তুমি আমার ডান দিকে বস ও শাসন কর।'

গীতসংহিতা 110:1

45তাহলে, দায়ূদ যখন তাঁকে 'প্রভু' বলে সম্বোধন করেছেন, তখন তিনি কেমন করে তাঁর সন্তান হতে পারেন?" 46কিন্তু এর উত্তরে কেউ একটি কথাও তাঁকে বলতে পারলেন না, আর সেই দিন থেকে কেউ তাঁকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতেও সাহস করলেন না।

যীশু ধর্মীয় নেতাদের সমালোচনা করলেন

(মার্ক 12:38-40; লূক 11:37-52; 20:45-47)

23 এরপর যীশু লোকদের ও তাঁর শিষ্যদের বললেন, 2"মোশির বিধি-ব্যবস্থার ব্যাখ্যা দেবার অধিকার ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীদের আছে। 3তাই তারা যা যা বলে, তা তোমরা করো এবং মেনে চলো; কিন্তু তারা যা করে তোমরা তা করো না। আমি একথা বলছি, কারণ তারা যা বলে তারা তা করে না। 4তারা ভারী ভারী বোঝা যা বওয়া কঠিন, তা লোকদের কাঁধে চাপিয়ে দেয়; কিন্তু সেগুলো সরাবার জন্য নিজেরা একটা আঙ্গুলও নাড়াতে চায় না।

5"তারা যা কিছু করে সবই লোক দেখানোর জন্য। তারা শাস্ত্রের পদ লেখা তাবিজ বড় করে তৈরী করে, আর নিজেদের ধার্মিক দেখাবার জন্য পোশাকের প্রান্তে লম্বা লম্বা ঝালর লাগায়। 6তারা ভোজসভায় সম্মানের জায়গায় এবং সমাজগৃহে গুরুত্বপূর্ণ আসনে বসতে ভালবাসে। 7তারা হাটে-বাজারে লোকদের কাছ থেকে সম্মানসূচক অভিবাদন ও 'গুরু' ডাক শুনতে খুবই ভালবাসে।

8"কিন্তু তোমরা দেখো, লোকে যেন তোমাদের 'শিক্ষক' বলে না ডাকে, কারণ একজনই তোমাদের শিক্ষক, আর তোমরা সকলে পরস্পর ভাই-বোন। 9এই পৃথিবীতে কাউকে 'পিতা' বলে ডেকো না, কারণ তোমাদের পিতা একজনই, তিনি স্বর্গে থাকেন। 10কেউ যেন তোমাদের 'আচার্য্য' বলে না ডাকে, কারণ তোমাদের আচার্য্য একজনই, তিনি খ্রীষ্ট। 11তোমাদের মধ্যে যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ, সে তোমাদের সেবক হবে। 12যে কেউ নিজেকে বড় করে, তাকে নত করা হবে; আর যে কেউ নিজেকে নত করে, তাকে উন্নত করা হবে।

13"ধিক্ ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীর দল, তোমরা ভণ্ড! তোমরা লোকদের জন্য স্বর্গরাজ্যের দরজা বন্ধ করে রাখছ, নিজেরাও তাতে প্রবেশ করো না; আর যারা প্রবেশ করতে চেষ্টা করছে তাদেরও প্রবেশ করতে দিচ্ছ না। 14*

15ধিক্ ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীর দল, তোমরা ভণ্ড! একজন লোককে নিজেদের ধর্মমতে নিয়ে আসার জন্য তোমরা জলে স্থলে ঘুরে বেড়াও। আর সে যখন তোমাদের ধর্মে আসে, তখন তোমরা নিজেদের চেয়ে তাকে দ্বিগুণ নরকের উপযুক্ত করে তোল।

16"ধিক্ ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীর দল, তোমরা ভণ্ড! তোমরা নিজেরা অন্ধ অথচ অন্যদের পথ দেখাও। তোমরা বলে থাক, 'কেউ যদি মন্দিরের দিব্যি দেয়, তবে তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু কেউ যদি মন্দিরের সোনার দিব্যি দেয়, তবে সে সেই শপথে বাঁধা পড়ল তাকে অবশ্যই তা পূরণ করতে হবে।' 17মূর্খ অন্ধের দল! কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ, মন্দিরের সোনা অথবা মন্দির, যা সেই সোনাকে পবিত্র করে? 18তোমরা আবার একথাও বলে থাক, 'কেউ যদি যজ্ঞবেদীর নামে শপথ করে, তাহলে সেই শপথ রক্ষা করার জন্য তার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু কেউ যদি যজ্ঞবেদীর উপর যে নৈবেদ্য থাকে তার নামে শপথ করে, তবে তার শপথ রক্ষা করার জন্য সে দায়বদ্ধ রইল।' 19তোমরা অন্ধের দল! কোন্‌টা বেশী গুরুত্বপূর্ণ, যজ্ঞবেদীতে নৈবেদ্য অথবা বেদী, যা তার ওপরের নৈবেদ্যকে পবিত্র করে? 20তাই

"তোমার ... ভালবাসবে' দ্বি বি 6:5

'তুমি ... ভালবাসবে' লেবীয় 19:18

পদ 14 কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 14 যুক্ত করা হয়েছে: "ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীরা তোমাদের খারাপ সময় আসছে। তোমরা ভণ্ড তোমরা বিধবাদের বাড়ি কেড়ে নাও। লোকদের দেখানোর জন্য বড় বড় প্রার্থনা কর। তোমাদের আরও কড়া শাস্তি পেতে হবে।

যখন কেউ যজ্ঞবেদীর নামে শপথ করে, তখন সে যজ্ঞবেদীর ওপর যা কিছু থাকে সে সব কিছুরই বিষয়ে শপথ করে। 21আর কেউ যখন মন্দিরের নামে শপথ করে, তখন সে জায়গা ও তার মধ্যে যিনি থাকেন, তাঁর নামেও শপথ করে। 22আর যদি কোন লোক স্বর্গের নামে শপথ করে, তখন সে ঈশ্বরের সিংহাসন ও যিনি সেই সিংহাসনে বসে আছেন তাঁর নামেও শপথ করে।

23"ধিক্ ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীর দল, তোমরা ভণ্ড! তোমরা পুদিনা, মৌরী ও জিরার দশভাগের একভাগ ঈশ্বরকে দিয়ে থাক, অথচ ন্যায়, দয়া ও বিশ্বস্ততা, ব্যবস্থার এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা অবহেলা করে থাকা আগের ঐ বিষয়গুলি পালন করার সঙ্গে সঙ্গে পরের এই বিষয়গুলি পালন করাও তোমাদের উচিত। 24তোমরা অন্ধ পথপ্রদর্শক, তোমরা মশা ছেঁকে ফেল, কিন্তু উট গিলে থাক!

25"ধিক্ ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীর দল, তোমরা ভণ্ড! তোমরা থালা বাটির বাইরেটা পরিষ্কার করে থাক, কিন্তু ভেতরটা থাকে লোভ ও আত্মতোষণে ভরা। 26অন্ধ ফরীশী! প্রথমে তোমাদের পেয়ালার ভেতরটা পরিষ্কার কর, তাহলে গোটা পেয়ালার ভেতরে ও বাইরে উভয় দিকই পরিষ্কার হবে।

27"ধিক্ ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীর দল, তোমরা ভণ্ড! তোমরা চুনকাম করা কবরের মতো, যার বাইরেটা দেখতে খুব সুন্দর, কিন্তু ভেতরে মরা মানুষের হাড়গোড় ও সব রকমের পচা জিনিস রয়েছে। 28তোমরা ঠিক সেই রকম, বাইরের লোকদের চোখে ধার্মিক, কিন্তু ভেতরে ভণ্ডামী ও দুষ্টতায় পূর্ণ।

29"ধিক্ ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীর দল, তোমরা ভণ্ড! তোমরা ভাববাদীদের জন্য স্মৃতিসৌধ গাঁথ ও ঈশ্বর ভক্ত লোকদের কবর সাজাও, 30আর বলে থাক, 'আমরা যদি আমাদের পূর্বপুরুষদের সময়ে থাকতাম, তবে ভাববাদীদের হত্যা করার জন্য তাদের সাহায্য করতাম না।' 31এতে তোমরা নিজেদের বিষয়েই সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, ভাববাদীদের যারা হত্যা করেছিল তোমরা তাদেরই বংশধর। 32তাহলে যাও তোমাদের পূর্বপুরুষেরা যা শুরু করে গেছে তোমরা তার বাকি কাজ শেষ করো। 33সাপ, বিষধর সাপের বংশধর! কি করে তোমরা ঈশ্বরের হাত থেকে রক্ষা পাবে? তোমরা দোষী প্রমাণিত হবে ও নরকে যাবে। 34তাই আমি তোমাদের বলছি, আমি তোমাদের কাছে যে ভাববাদী, জ্ঞানীলোক ও শিক্ষকদের পাঠাচ্ছি তোমরা তাদের কাউকে কাউকে হত্যা করবে, আর কাউকে বা ক্রুশে দেবে, কাউকে বা তোমরা সমাজ-গৃহে চাবুক মারবে। এক শহর থেকে অন্য শহরে তোমরা তাদের তাড়া করে ফিরবে। 35এইভাবে নির্দোষ হেবলের রক্তপাত থেকে শুরু করে বরখায়ার পুত্র সখরিয়, যাকে তোমরা মন্দিরের পবিত্র স্থান ও যজ্ঞবেদীর মাঝখানে হত্যা করেছিলে, সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত যত নির্দোষ ব্যক্তির রক্ত মাটিতে ঝরে পড়েছে, সেই সমস্তের দায় তোমাদের উপরে পড়বে। 36আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এই যুগের লোকদের উপর ঐ সবের শাস্তি এসে পড়বে।"

জেরুশালেমের লোকেদের উদ্দেশ্যে যীশুর সতর্কবাণী

(লূক 13:34-35)

37"হায় জেরুশালেম, জেরুশালেম! তুমি, তুমিই ভাববাদীদের হত্যা করে থাক, আর তোমার কাছে ঈশ্বর যাদের পাঠান তাদের পাথর মেরে থাক! মুরগী যেমন তার বাচ্চাদের ডানার নীচে জড়ো করে, তেমনি আমি তোমার লোকদের কতবার আমার কাছে জড়ো করতে চেয়েছি, কিন্তু তোমরা রাজী হও নি। 38এখন তোমাদের মন্দির পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে থাকবে। 39বাস্তবিক, আমি তোমাদের বলছি, যে পর্যন্ত না তোমরা বলবে, 'ধন্য তিনি যিনি প্রভুর নামে আসছেন, সে পর্যন্ত তোমরা আর আমাকে দেখতে পাবে না।'" *

ভবিষ্যতে মন্দিরের বিনাশ

(মার্ক 13:1-31; লূক 21:5-33)

24 যীশু মন্দির থেকে যখন বের হয়ে যাচ্ছিলেন, সেই সময় তাঁর শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে, মন্দিরের বড় বড় দালানের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলেন। 2এর জবাবে যীশু তাঁদের বললেন, "তোমরা এখন এখানে এসব দেখছ, কিন্তু আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এখানে একটা পাথর আর একটা পাথরের ওপর থাকবে না, এসবই ভূমিসাৎ হবে।"

3যীশু যখন জৈতুন পর্বতমালার উপর বসেছিলেন, তখন তাঁর শিষ্যরা একান্তে তাঁর কাছে এসে তাঁকে বললেন, "আমাদের বলুন, কখন এসব ঘটবে, আর আপনার আসার এবং এযুগের শেষ পরিণতির সময় জানার চিহ্নই বা কি হবে?"

4এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, "দেখো! কেউ যেন তোমাদের না ঠকায়। 5আমি তোমাদের একথা বলছি কারণ অনেকে আমার নামে আসবে আর তারা বলবে, 'আমি খ্রীষ্ট।' আর তারা অনেক লোককে ঠকাবে। 6তোমরা নানা যুদ্ধের কথা শুনবে এবং তোমাদের কানে যুদ্ধের গুজব আসবে। কিন্তু দেখো, তোমরা ভয় পেও না, কারণ ঐ সব ঘটনা অবশ্যই ঘটবে কিন্তু তখনও শেষ নয়। 7হ্যাঁ, এক জাতি অন্য জাতির বিরুদ্ধে লড়াই করবে; আর এক রাজ্য অন্য রাজ্যের বিরুদ্ধে যাবে। সর্বত্র দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্প হবে। 8কিন্তু এসব কেবল যন্ত্রণার আরম্ভ মাত্র।

9"সেই সময় শাস্তি দেবার জন্য তারা তোমাদের ধরিয়ে দেবে ও হত্যা করবে। আমার শিষ্য হয়েছ বলে জগতের সকল জাতির লোকেরা তোমাদের ঘৃণা করবে। 10সেই সময় অনেক লোক বিশ্বাস থেকে সরে যাবে। তারা একে অপরকে শাসনকর্তাদের হাতে ধরিয়ে দেবে, আর তারা পরস্পরকে ঘৃণা করবে। 11অনেক ভণ্ড ভাববাদীর আবির্ভাব হবে, যারা বহু লোককে ঠকাবে। 12অধর্ম বেড়ে যাওয়ার ফলে অধিকাংশ লোকদের মধ্য

'ধন্য ... পাবে না' গীত 118:26

থেকে ভালবাসা কমে যাবে। 13কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে নিজেকে স্থির রাখবে, সে রক্ষা পাবে। 14আর রাজ্যের (স্বর্গ) এই সুসমাচার জগতের সর্বত্র প্রচার করা হবে। সমস্ত জাতির কাছে তা সাক্ষ্যরূপে প্রচারিত হবে, আর তারপরই সেই সময় উপস্থিত হবে।

15"তোমরা তখন দেখবে যে, ভাববাদী দানিয়েলের মধ্য দিয়ে যে 'সর্বনাশা ঘৃণার বস্তুর'* কথা বলা হয়েছিল, তা পবিত্র স্থানে দাঁড়িয়ে আছে।" যে একথা পড়ছে সে এর অর্থ কি বুঝুক। 16"সেই সময় যারা যিহূদিয়াতে থাকবে, তারা পাহাড়াঞ্চলে পালিয়ে যাক। 17যে ছাদে থাকবে, সে যেন ঘর থেকে তার জিনিস নেবার জন্য নিচে না নামে। 18ক্ষেতের মধ্যে যে কাজ করবে, সে তার জামা নেবার জন্য ফিরে না আসুক। 19হায়! সেই মহিলারা, যারা সেই দিনগুলিতে গর্ভবতী থাকবে, বা যাদের কোলে থাকবে দুধের শিশু। 20তাই প্রার্থনা কর যেন শীতকালে বা বিশ্রামবারে তোমাদের পালাতে না হয়।

21"সেই দিনগুলিতে এমন মহাকষ্ট হবে যা জগতের শুরু থেকে এই সময় পর্যন্ত আর কখনও হয় নি এবং হবেও না। 22আরো বলছি, সেই দিনগুলির সংখ্যা ঈশ্বর যদি কমিয়ে না দিতেন তবে কেউই অবশিষ্ট থাকত না। কিন্তু তাঁর মনোনীত লোকদের জন্য তিনি সেই দিনের সংখ্যা কমিয়ে রেখেছেন। 23সেই সময় কেউ যদি তোমাদের বলে, 'দেখ, মশীহ (খ্রীষ্ট)!' এখানে, অথবা 'দেখ, তিনি ওখানে', তাহলে সে কথায় বিশ্বাস করো না।

24"আমি একথা বলছি, কারণ অনেক ভণ্ড খ্রীষ্ট ও ভণ্ড ভাববাদীর উদয় হবে। তারা মহা আশ্চর্য কাজ করবে ও চিহ্ন দেখাবে, যেন লোকদের ঠকাতে পারে। যদি সম্ভব হয় এমনকি ঈশ্বরের মনোনীত লোকদেরও ঠকাবে। 25দেখ, আমি আগে থেকেই তোমাদের এসব কথা ব'লে রাখলাম।

26"তাই তারা যদি তোমাদের বলে, 'দেখ, খ্রীষ্ট প্রান্তরে আছেন!' তবে তোমরা সেখানে যেও না, অথবা যদি বলে দেখ, 'তিনি ভেতরের ঘরে লুকিয়ে আছেন!' তাদের কথায় বিশ্বাস করো না। 27আকাশে বিদ্যুৎ যেমন পূর্ব দিকে দেখা দিয়ে পশ্চিম দিক পর্যন্ত চমকে দেয়, তেমনি করেই মানবপুত্রের আবির্ভাব হবে। 28যেখানে শব, সেখানেই শকুন এসে জড় হবে।

29"মহাক্লেশের সেই দিনগুলির পরই:

'সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে, চাঁদ আর আলো দেবে না। তারাগুলো আকাশ থেকে খসে পড়বে আর আকাশমণ্ডলে মহা আলোড়নের সৃষ্টি হবে।'

যিশাইয় 13:10; 34:4-5

30"সেই সময় আকাশে মানবপুত্রের চিহ্ন দেখা দেবে। তখন পৃথিবীর সকল গোষ্ঠী হাহুতাশ করবে; আর তারা মানবপুত্রকে মহাপরাক্রম ও মহিমামণ্ডিত হয়ে আকাশের মেঘে ক'রে আসতে দেখবে। 31খুব জোরে তূরীধ্বনির সঙ্গে তিনি তাঁর স্বর্গদূতদের পাঠাবেন। তাঁরা আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত, চার দিক থেকে তাঁর মনোনীত লোকদের জড়ো করবেন।

32"ডুমুর গাছ দেখে শিক্ষা নাও, তার কচি ডালে পাতা বের হলে জানা যায় গ্রীষ্মকাল কাছে এসে গেছে। 33ঠিক সেইরকম, যখন তোমরা দেখবে এসব ঘটছে, বুঝবে মানবপুত্রের পুনরাগমনের সময় এসে গেছে, তা দরজার গোড়ায় এসে পড়েছে। 34আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না এসব ঘটছে এই যুগের লোকদের শেষ হবে না। 35আকাশ ও সমগ্র পৃথিবী বিলুপ্ত হয়ে যাবে, কিন্তু আমার কোন কথা বিলুপ্ত হবে না।

উপযুক্ত সময়ের কথা কেবল ঈশ্বরের জানা

(মার্ক13:32-37; লূক 17:26-30, 34-36)

36"সেই দিন ও মুহূর্তের কথা কেউ জানে না, এমন কি স্বর্গদূতেরা অথবা পুত্র নিজেও তা জানেন না, কেবল মাত্র পিতা (ঈশ্বর) তা জানেন। 37নোহের সময় যেমন হয়েছিল, মানবপুত্রের আগমনের সময় সেইরকম হবে। 38নোহের সময়ে বন্যা আসার আগে, যে পর্যন্ত না নোহ সেই জাহাজে ঢুকলেন, লোকেরা সমানে ভোজন-পান করেছে, বিয়ে করেছে ও ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিয়েছে।

39"যে পর্যন্ত না বন্যা এসে তাদের সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, সে পর্যন্ত তারা কিছুই বুঝতে পারেনি যে কি ঘটতে যাচ্ছে। মানবপুত্রের আগমনও ঠিক সেইরকমভাবেই হবে। 40সেই সময় দু'জন লোক মাঠে কাজ করবে। তাদের একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে, অন্য জন পড়ে থাকবে। 41দু'জন স্ত্রীলোক যাঁতা পিষবে, তাদের একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে, আর অন্যজন পড়ে থাকবে।

42"তাই তোমরা সজাগ থাক, কারণ তোমাদের প্রভু কোন দিন আসবেন, তা তোমরা জানো না। 43তবে একথা মনে রেখো, যদি গৃহস্থ জানত রাত্রে কোন সময় চোর আসবে, তবে সে জেগে থাকত। সে চোরকে নিজের ঘরের সিঁধ কাটতে দিত না। 44তাই তোমরাও প্রস্তুত থাক, কারণ তোমরা যখন তাঁর আগমনের বিষয়ে ভাববেও না, মানবপুত্র সেই সময়ই আসবেন।

45"সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান দাস তাহলে কে, যার উপর তার প্রভু তাঁর বাড়ির অন্যান্য দাসদের ঠিক সময়ে খাবার দেবার দায়িত্ব দিয়েছেন? 46সেই দাস ধন্য যার মনিব ফিরে এসে তাকে তার কর্তব্য করতে দেখবেন। 47আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তিনি সেই দাসকেই তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দেখা-শোনার ভার দেবেন। 48কিন্তু ধর, সেই দাস যদি দুষ্ট হয়, আর মনে মনে বলে, 'আমার মনিবের ফিরে আসতে অনেক দেরী আছে।

49"তাই সে তার সঙ্গী দাসদের মারধর করে, এবং মাতালদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতে শুরু করে।

'সর্বনাশা ... বস্তু' দানি 9:27; 12:11

50তাহলে যে দিন ও যে সময়ের কথা সেই দাস ভাবতেও
পারবে না বা জানবেও না, সেই দিন ও সেই মুহূর্তেই
তার মনিব এসে হাজির হবেন। 51তখন তার মনিব
তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন, ভণ্ডদের মধ্যে তাকে স্থান
দেবেন; যেখানে লোকেরা কান্নাকাটি করে ও যন্ত্রণায়
দাঁতে দাঁত ঘষে।

দশজন কনের দৃষ্টান্তমূলক গল্প

25 "স্বর্গরাজ্য কেমন হবে, তা দশ জন কনের
সঙ্গে তুলনা করা চলে, যারা তাদের প্রদীপ
নিয়ে বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বার হল। 2তাদের
মধ্যে পাঁচজন ছিল নির্বোধ আর অন্য পাঁচজন ছিল
বুদ্ধিমতী। 3সেই নির্বোধ কনেরা তাদের বাতি নিল বটে
কিন্তু সঙ্গে তেল নিল না। 4অপরদিকে বুদ্ধিমতী
কনেরা তাদের প্রদীপের সঙ্গে পাত্রে তেলও নিল। 5বর
আসতে দেরী হওয়াতে তারা সকলেই তন্দ্রায় আচ্ছন্ন
হয়ে পড়ল।

6"কিন্তু মাঝরাতে চিৎকার শোনা গেল, 'দেখ, বর
আসছেন! তাকে বরণ করতে এগিয়ে যাও।'

7"সেই কনেরা তখন উঠে তাদের প্রদীপ ঠিক করল।
8কিন্তু নির্বোধ কনেরা বুদ্ধিমতী কনেদের বলল,
'তোমাদের তেল থেকে আমাদের কিছু তেল দাও, কারণ
আমাদের প্রদীপ নিভে যাচ্ছে।'

9"এর উত্তরে সেই বুদ্ধিমতী কনেরা বলল, 'না।
তেল যা আছে তাতে হয়তো আমাদের ও তোমাদের
কুলোবে না, তোমরা বরং যারা তেল বিক্রি করে তাদের
কাছে গিয়ে নিজেদের জন্য তেল কিনে আনো।' 10"তারা
যখন তেল কেনার জন্য বাইরে যাচ্ছে, এমন সময় বর
এসে উপস্থিত হলেন, তখন যে কনেরা প্রস্তুত ছিল
তারা বরের সঙ্গে বিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করল। তারপর
দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল।

11"শেষে অন্য কনেরা এসে বলল, 'শুনছেন,
আমাদের জন্য দরজা খুলে দিন।'

12"কিন্তু এর উত্তরে বর বললেন, 'সত্যি বলছি,
আমি তোমাদের চিনি না।'

13"তাই তোমরা সজাগ থেকো, কারণ তোমরা সেই
দিন বা মুহূর্তের কথা জান না, কখন মানবপুত্র ফিরে
আসবেন।

তিনজন দাসের কাহিনী

(লূক 19:11-27)

14"স্বর্গরাজ্য এমন একজন লোকের মতো, যিনি
বিদেশে যাবার আগে চাকরদের ডেকে সম্পত্তির ভার
তাদের হাতে দিয়ে গেলেন। 15তিনি একজনকে পাঁচ
থলি মোহর, আর একজনকে দু থলি মোহর এবং আর
একজনকে এক থলি মোহর দিলেন। যার যেমন ক্ষমতা
সেই অনুসারে দিয়ে তিনি বিদেশে চলে গেলেন। 16যে
পাঁচ থলি মোহর পেয়েছিল, সে সঙ্গে সঙ্গে সেই টাকা
খাটাতে শুরু করল; আর তাই দিয়ে আরো পাঁচ থলি
মোহর লাভ করল। 17যে লোক দু থলি মোহর পেয়েছিল,
সেও সেই টাকা খাটিয়ে আরো দু থলি মোহর রোজগার
করল। 18কিন্তু যে এক থলি মোহর পেয়েছিল, সে গিয়ে
মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার মনিবের টাকা সেই গর্তে পুঁতে
রাখল।

19"অনেক দিন পর সেই চাকরদের মনিব ফিরে
এসে তাদের কাছে হিসাব চাইলেন। 20যে পাঁচ থলি
মোহর পেয়েছিল, সে আরো পাঁচ থলি মোহর এনে
বলল, 'হুজুর, আপনি আমাকে পাঁচ থলি মোহর
দিয়েছিলেন, দেখুন, আমি তাই দিয়ে আরো পাঁচ থলি
মোহর রোজগার করেছি।'

21"তার মনিব তখন তাকে বললেন, 'বেশ, তুমি
উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস। তুমি এই সামান্য বিষয়ে বিশ্বস্ত
থাকাতে আমি তোমার হাতে অনেক বিষয়ের ভার
দেব। এস, তোমার মনিবের আনন্দের সহভাগী হও।'

22"এরপর যে দু থলি মোহর পেয়েছিল, সেও তার
মনিবের কাছে এসে বলল, 'হুজুর, আপনি আমায় দুথলি
মোহর দিয়েছিলেন, দেখুন আমি তাই দিয়ে আরো দু
থলি মোহর রোজগার করেছি।'

23"তার মনিব তাকে বললেন, 'বেশ! তুমি উত্তম ও
বিশ্বস্ত দাস। তুমি সামান্য বিষয়ের উপর বিশ্বস্ত হলে,
তাই আমি আরো অনেক কিছুর ভার তোমার উপর
দেব। এস, তুমি তোমার মনিবের আনন্দের সহভাগী
হও।'

24"এরপর যে লোক এক থলি মোহর পেয়েছিল,
সে তার মনিবের কাছে এসে বলল, 'হুজুর আমি জানি
আপনি বড় কড়া লোক। আপনি যেখানে বীজ বোনেন
নি সেখানে কাটেন; আর যেখানে কোন বীজ ছড়ান নি
সেখান থেকে শস্য সংগ্রহ করেন; 25তাই আমি ভয়ে
আপনার দেওয়া মোহরের থলি মাটিতে পুঁতে লুকিয়ে
রেখেছিলাম। আপনার যা ছিল তা নিন।'

26"এর উত্তরে তার মনিব তাকে বললেন, 'তুমি দুষ্ট
ও অলস দাস! তুমি তো জানতে আমি যেখানে বুনি
না সেখানেই কাটি; আর তুমি এও জান যেখানে আমি
বীজ ছড়াই না সেখান থেকেই সংগ্রহ করি। 27তাই
তোমার উচিত ছিল মহাজনদের কাছে আমার টাকা
জমা রাখা, তাহলে আমি এসে আমার টাকার সঙ্গে
কিছু সুদও পেতাম।'

28"তাই তোমরা এর কাছ থেকে, ঐ মোহর নিয়ে
যার দশ থলি মোহর আছে তাকে দাও। 29হ্যাঁ, যার
আছে তাকে আরো দেওয়া হবে, তাতে তার প্রচুর
হবে। কিন্তু যার নেই, তার যা আছে তাও তার কাছ
থেকে নিয়ে নেওয়া হবে।' 30'তোমরা ঐ অকর্মণ্য দাসকে
বাইরে অন্ধকারে ফেলে দাও; সেখানে লোকেরা
কান্নাকাটি করে ও যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত ঘষে।'

মানবপুত্র সকল লোকের বিচার করবেন

31"মানবপুত্র যখন নিজ মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে
তাঁর স্বর্গদূতদের সঙ্গে নিয়ে এসে মহিমার সিংহাসনে
বসবেন, 32তখন সমস্ত জাতি তাঁর সামনে জড়ো হবে।
রাখাল যেমন ভেড়া ও ছাগল আলাদা করে, তেমনি

তিনি সব লোককে দু'ভাগে ভাগ করবেন। 33তিনি নিজের
ডানদিকে ভেড়াদের রাখবেন আর বাঁদিকে ছাগলদের
রাখবেন।
34"এরপর রাজা তাঁর ডানদিকের যারা তাদের
বলবেন, 'আমার পিতার আশীর্বাদ পেয়েছ যে তোমরা,
তোমরা এস! জগত সৃষ্টির শুরুতেই যে রাজ্য তোমাদের
জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তার অধিকার গ্রহণ কর।
35কারণ আমি ক্ষুধিত ছিলাম, তোমরা আমায় খেতে
দিয়েছিলে। আমি পিপাসিত ছিলাম আর তোমরা
আমাকে পান করবার জল দিয়েছিলে। আমি অচেনা
আগন্তুক রূপে এসেছিলাম আর তোমরা আমায় আশ্রয়
দিয়েছিলে। 36যখন আমার পরণে কোন কাপড় ছিল না,
তখন তোমরা আমায় পোশাক পরিয়েছিলে। আমি
অসুস্থ ছিলাম, তোমরা আমার সেবা করেছিলে।
আমি কারাগারে ছিলাম, তোমরা আমায় দেখতে
এসেছিলে।'
37"এর উত্তরে যারা ভাল তারা বলবে, 'প্রভু, কখন
আমরা আপনাকে ক্ষুধার্ত দেখে খেতে দিয়েছিলাম,
পিপাসিত দেখে জল পান করতে দিয়েছিলাম? 38কখনই
বা আপনাকে অচেনা আগন্তুক দেখে আতিথ্য
করেছিলাম, অথবা আপনার পরণে কাপড় নেই দেখে
পোশাক পরিয়েছিলাম? 39আর কখনই বা অসুস্থ বা
কারাগারে আছেন দেখে আপনাকে দেখতে গিয়েছিলাম?'
40এর উত্তরে রাজা তাদের বললেন, 'আমি তোমাদের
সত্যি বলছি, আমার এই তুচ্ছতমদের মধ্যে যখন কোন
একজনের প্রতি তোমরা এরূপ করেছিলে, তখন
আমারই জন্য তা করেছিলে।'
41"এরপর রাজা তাঁর বাম দিকের লোকদের বলবেন,
'ওহে অভিশপ্তরা, তোমরা আমার কাছ থেকে দূর হও,
দিয়াবল ও তার দূতদের জন্য যে ভয়াবহ অনন্ত আগুন
প্রস্তুত করা হয়েছে, তার মধ্যে গিয়ে পড়। 42কারণ
আমি যখন ক্ষুধার্ত ছিলাম, তখন তোমরা আমায় খেতে
দাও নি। আমার যখন পিপাসা পেয়েছিল, তখন আমায়
জল দাও নি। 43আমি অচেনা আগন্তুকরূপে এসেছিলাম,
কিন্তু তোমরা আমার আতিথ্য করনি। আমার পোশাক
ছিল না, কিন্তু তোমরা আমায় পোশাক দাও নি। আমি
অসুস্থ ছিলাম ও কারাগারে গিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা
আমার খোঁজ নাও নি।'
44"এর উত্তরে তারা তাঁকে বলবে, 'প্রভু, কবে
আপনাকে ক্ষুধার্ত, কি পিপাসিত, কি আগন্তুকরূপে
দেখে, অথবা কবেই বা আপনার পরনে কাপড় ছিল
না, বা আপনি অসুস্থ ছিলেন ও কারাগারে গিয়েছিলেন
বলে আমরা আপনার সাহায্য করিনি?'
45"এর উত্তরে রাজা বলবেন, 'আমি তোমাদের সত্যি
বলছি, তোমরা যখন এই অতি সামান্য যারা তাদের
কোন একজনের প্রতি তা করনি, তখন আমারই প্রতি
তা কর নি।'
46"এরপর অধার্মিক লোকেরা যাবে অনন্ত শাস্তি
ভোগ করতে, কিন্তু ধার্মিকেরা প্রবেশ করবে অনন্ত
জীবনে।"

ইহুদী নেতারা যীশুকে হত্যার চক্রান্ত করলেন

(মার্ক14:1-2; লূক 22:1-2; যোহন 11:45-53)

26 এইসব কথা শেষ করে যীশু তাঁর শিষ্যদের
বললেন, 2"তোমরা জান, আর দুদিন পরই
নিস্তারপর্ব শুরু হবে, তখন মানবপুত্রকে ক্রুশে দেবার
জন্য শত্রুদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।"
3সেই সময় মহাযাজক কায়াফার বাড়ির উঠানে
প্রধান যাজকেরা ও ইহুদী নেতারা এসে ষড়যন্ত্র করতে
বসল, 4যেন তারা যীশুকে গ্রেপ্তার করতে পারে ও
তাঁকে ফাঁদে ফেলে হত্যা করতে পারে। 5তারা বলল,
"আমরা নিস্তারপর্বের সময় একাজ করব না, তাতে
লোকদের মধ্যে হয়তো গণ্ডগোল বাধতে পারে।"

একটি স্ত্রীলোক বিশেষ এক কাজ করলেন

(মার্ক14:3-9; যোহন 12:1-8)

6যীশু যখন বৈথনিয়ায় কুষ্ঠরোগী শিমোনের
বাড়িতে ছিলেন, সেই সময় একজন স্ত্রীলোক যীশুর
কাছে এল। 7তার কাছে শ্বেতপাথরের* বোতলে খুব
দামী সুগন্ধি ছিল। যীশু যখন সেখানে খেতে বসেছিলেন,
তখন সে ঐ আতর যীশুর মাথায় ঢেলে দিল। 8তাই
দেখে তাঁর শিষ্যরা রেগে গেলেন, তারা বললেন, "এভাবে
অপচয় করা হচ্ছে কেন? 9এটা তো অনেক টাকায়
বিক্রি করা যেত, আর সেই টাকা গরীবদের দেওয়া
যেত।"
10তারা যা বলাবলি থকরছিল, যীশু তা জানতে
পেরে তাদের বললেন, "তোমরা এই স্ত্রীলোককে কেন
দুঃখ দিচ্ছ? ওতো আমার প্রতি ভাল কাজই করল।
11কারণ গরীবেরা তোমাদের সঙ্গে সবসময়ই থাকবে*;
কিন্তু তোমরা আমায় সবসময় পাবে না। 12আমার
দেহের উপর আতর ঢেলে দিয়ে সেতো আমাকে
সমাধিতে রাখার উপযোগী কাজই করল। 13আমি
তোমাদের সত্যি বলছি, সারা জগতে যেখানেই এই
সুসমাচার প্রচার করা হবে, সেখানেই এর এই কাজের
কথা বলা হবে।"

যিহূদা যীশুর শত্রু

(মার্ক14:10-11; লূক 22:3-6)

14তখন বারো জন শিষ্যর মধ্যে একজন, যার নাম
যিহূদা ঈষ্করিয়োতীয়, সে প্রধান যাজকদের কাছে গিয়ে
বলল, 15"আমি যদি তাঁকে আপনাদের হাতে ধরিয়ে
দিই, তবে আপনারা আমায় কি দেবেন বলুন?" তারা
তাকে গুনে গুনে ত্রিশটা রূপোর টাকা দিল। 16সেই
মুহূর্ত থেকেই যিহূদা তাঁকে ধরিয়ে দেবার সুযোগ খুঁজতে
লাগল।

শ্বেতপাথর এক ধরণের পাথর যাতে খুব সুন্দর পালিশ করা যায়।

কারণ ... থাকবে দ্বি বি 15:11

যীশু নিস্তারপর্বের ভোজ খেলেন

(মার্ক14:21-22; লূক22:7-14, 21-23; যোহন13:21-30)

17খামিরবিহীন রুটির পর্বের প্রথম দিনে যীশুর
শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে বললেন, "আপনার জন্য আমরা
কোথায় নিস্তারপর্বের ভোজের আয়োজন করব? আপনি
কি চান?"

18যীশু বললেন, "তোমরা ঐ গ্রামে আমার পরিচিত
একজনের কাছে যাও, তাকে গিয়ে বল, 'গুরু বলছেন,
আমার নির্ধারিত সময় কাছে এসে গেছে, আমি আমার
শিষ্যদের সঙ্গে তোমার বাড়িতে নিস্তারপর্ব পালন
করব।'" 19তখন শিষ্যরা যীশুর কথামতো কাজ করলেন,
তারা সেখানে নিস্তারপর্বের ভোজ প্রস্তুত করলেন।

20সন্ধ্যা হলে পর যীশু সেই বারো জন শিষ্যের
সঙ্গে নিস্তারপর্বের ভোজ খেতে বসলেন। 21তাঁরা যখন
খাচ্ছেন সেই সময় যীশু বললেন, "আমি তোমাদের
সত্যি বলছি, তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে শত্রুর
হাতে তুলে দেবে।"

22এতে শিষ্যরা খুবই দুঃখ পেয়ে এক একজন ক'রে
যীশুকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, "প্রভু, সে কি আমি?"

23তখন যীশু বললেন, "যে আমার সঙ্গে বাটিতে
হাত ডুবাল, সেই আমাকে শত্রুর হাতে সঁপে দেবে।
24মানবপুত্রের বিষয়ে শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে, সেই
ভাবেই তাঁকে যেতে হবে। কিন্তু ধিক্ সেই লোক, যে
মানবপুত্রকে ধরিয়ে দেবে! সেই লোকের জন্ম না হওয়াই
তার পক্ষে ভাল ছিল।"

25যে যীশুকে শত্রুর হাতে ধরিয়ে দিতে যাচ্ছিল,
সেই যিহূদা বলল, 'গুরু, সে নিশ্চয়ই আমি নই?'

যীশু তাকে বললেন, "তুমি নিজেই তো একথা
বলছ।"

প্রভুর ভোজ

(মার্ক14:22-26; লূক22:15-20; 1করিন্থীয় 11:23-25)

26তাঁরা খাচ্ছিলেন, এমন সময় যীশু একটি রুটি
নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন, আর সেই রুটি টুকরো
টুকরো করে শিষ্যদের দিয়ে বললেন, "এই নাও, খাও,
এ আমার দেহ।"

27এরপর তিনি পানপাত্র নিয়ে ধন্যবাদ দিলেন আর
পানপাত্রটি শিষ্যদের দিয়ে বললেন, "তোমরা সকলে
এর থেকে পান কর। 28কারণ এ আমার রক্ত, নতুন
নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার রক্ত, যা বহুলোকের পাপ
মোচনের জন্য পাতিত হল। 29আমি তোমাদের বলছি,
এখন থেকে আমি এই দ্রাক্ষারস আর কখনও পান
করব না, যে পর্যন্ত না আমার পিতার রাজ্যে তোমাদের
সঙ্গে নতুন দ্রাক্ষারস পান করি।"

30এরপর তাঁরা একটি গান করতে করতে জৈতুন
পর্বতমালায় চলে গেলেন।

যীশু বললেন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে ত্যাগ করবে

(মার্ক14:27-31; লূক22:31-34; যোহন13:36-38)

31যীশু তাদের বললেন, "আমার কারণে তোমরা
আজ রাত্রেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে। আমি একথা
বলছি কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে,

'আমি মেষপালককে আঘাত করবো। তাঁর মৃত্যু
হলে পালের মেষেরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।'

সখরিয় 13:7

32কিন্তু আমি পুনরুত্থিত হলে পর, তোমাদের আগে
আগে গালীলে যাব।"

33এর উত্তরে পিতর বললেন, "আপনার কারণে
সকলেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে পারে কিন্তু আমি কখনই
বিশ্বাস হারাবো না।"

34যীশু বললেন, "আমি সত্যি বলছি, আজ রাতেই
তুমি বলবে যে তুমি আমাকে চেনো না। ভোরে মোরগ
ডাকার আগেই তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার
করবে।"

35কিন্তু পিতর তাঁকে বললেন, "আমি আপনাকে
চিনি না, একথা আমি কখনও বলব না। আপনার সঙ্গে
আমি মরতেও প্রস্তুত।" অন্য শিষ্যরা ও সকলে একই
কথা বললেন।

যীশুর নির্জনে প্রার্থনা

(মার্ক14:32-42; লূক 22:39-46)

36এরপর যীশু তাঁদের সঙ্গে গেৎশিমানী নামে একটা
জায়গায় গিয়ে তাঁর শিষ্যদের বললেন, "আমি ওখানে
গিয়ে যতক্ষণ প্রার্থনা করি, তোমরা এখানে ব'সে থাকা"
37এরপর তিনি পিতর ও সিবদিয়ের দুই ছেলেকে সঙ্গে
নিয়ে চলতে থাকলেন। যেতে যেতে তাঁর মন উদ্বেগ ও
ব্যথায় ভরে গেল, তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন।
38তখন তিনি তাদের বললেন, "দুঃখে আমার হৃদয়
ভেঙ্গে যাচ্ছে। তোমরা এখানে থাক আর আমার সঙ্গে
জেগে থাকো।"

39পরে তিনি কিছু দূরে গিয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে
পড়ে প্রার্থনা করে বললেন, "আমার পিতা, যদি সম্ভব
হয় তবে এই কষ্টের পানপাত্র আমার কাছ থেকে দূরে
যাক; তবু আমার ইচ্ছামতো নয়, কিন্তু তোমারই ইচ্ছা
পূর্ণ হোক।" 40এরপর তিনি শিষ্যদের কাছে ফিরে গিয়ে
দেখলেন, তাঁরা ঘুমাচ্ছেন। তিনি পিতরকে বললেন,
"একি! তোমরা আমার সঙ্গে এক ঘণ্টাও জেগে থাকতে
পারলে না? 41জেগে থাক ও প্রার্থনা কর যেন প্রলোভনে
না পড়। তোমাদের আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু দেহ দুর্বল।"

42তিনি গিয়ে আর একবার প্রার্থনা করলেন, "হে
আমার পিতা, এই দুঃখের পানপাত্র থেকে আমি পান
না করলে যদি তা দূর হওয়া সম্ভব না হয় তবে
তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক।"

43পরে তিনি ফিরে এসে দেখলেন, শিষ্যরা আবার
ঘুমিয়ে পড়েছেন, কারণ তাদের চোখ ভারী হয়ে
গিয়েছিল। 44তখন তিনি তাঁদের ছেড়ে চলে গেলেন ও
তৃতীয় বার প্রার্থনা করলেন। তিনি আগের মতো সেই
একই কথা ব'লে প্রার্থনা করলেন। 45পরে তিনি
শিষ্যদের কাছে এসে বললেন, "তোমরা এখনও ঘুমাচ্ছ

ও বিশ্রাম করছ? শোন, সময় ঘনিয়ে এল, মানবপুত্রকে
পাপীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। 46ওঠ, চল আমরা
যাই! ঐ দেখ! যে লোক আমায় ধরিয়ে দেবে, সে এসে
গেছে।"

যীশুকে গ্রেপ্তার করা হল

(মার্ক14:43-50; লূক 22:47-53; যোহন 18:3-12)

47তিনি তখনও কথা বলছেন, এমন সময় সেই
বারোজন শিষ্যের মধ্যে একজন, যিহূদা সেখানে এসে
হাজির হল, তার সঙ্গে বহুলোক ছোরা ও লাঠি নিয়ে
এল। প্রধান যাজকরা ও সমাজপতিরা এদের
পাঠিয়েছিল। 48যে তাঁকে ধরিয়ে দিচ্ছিল, সে ঐ লোকদের
একটা সাঙ্কেতিক চিহ্ন দিয়ে বলেছিল, "আমি যাকে চুমু
দেব, সেই ঐ লোক, তাকে তোমরা ধরবে।" 49এরপর
যিহূদা যীশুর কাছে এগিয়ে এসে বলল, "গুরু, নমস্কার",
এই বলে সে তাঁকে চুমু দিল।

50যীশু তাঁকে বললেন, "বন্ধু, তুমি যা করতে এসেছ
কর।"

তখন তারা এগিয়ে এসে জাপটে ধরে যীশুকে গ্রেপ্তার
করল। 51সেই সময় যীশুর সঙ্গীদের মধ্যে একজন তাঁর
তরোয়ালের দিকে হাত বাড়ালেন আর তা বের করে
মহাযাজকের দাসকে আঘাত ক'রে তার একটা কান
কেটে দিলেন।

52তখন যীশু তাকে বললেন, "তোমার তরোয়ালটি
খাপে রাখ। যারা তরোয়াল চালায় তারা তরোয়ালের
আঘাতেই মরবে। 53তোমরা কি ভাব যে, আমি আমার
পিতা ঈশ্বরের কাছে চাইতে পারি না? চাইলে তিনি
সঙ্গে সঙ্গে আমার জন্য বারোটিরও বেশী স্বর্গদূতবাহিনী
পাঠিয়ে দেবেন। 54কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে শাস্ত্রের
বাণী কিভাবে পূর্ণ হবে, শাস্ত্রে যখন বলছে এভাবেই
সব কিছু অবশ্যই ঘটবে?"

55সেই সময় যীশু লোকদের বললেন, "লোকে যেমন
ডাকাত ধরতে যায়, সেইভাবে তোমরা ছোরা ও লাঠি
নিয়ে আমায় ধরতে এসেছ? আমি তো প্রতিদিন মন্দিরের
মধ্যে বসে শিক্ষা দিয়েছি; 56কিন্তু তোমরা আমায় গ্রেপ্তার
কর নি। যাই হোক, এসব কিছুই ঘটল যেন ভাববাদীদের
লেখা সকল কথাই পূর্ণ হয়।" তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে
ফেলে পালিয়ে গেলেন।

ইহুদী নেতাদের সামনে যীশু

(মার্ক14:53-65; লূক 22:54-55, 63-71;
যোহন 18:13-14, 19-24)

57তারা যীশুকে গ্রেপ্তার করে মহাযাজক কায়াফার
বাড়িতে নিয়ে এল, সেখানে ব্যবস্থার শিক্ষক ও ইহুদী
নেতারা জড়ো হয়েছিলেন। 58পিতর দূর থেকে যীশুর
পিছনে পিছনে মহাযাজকের বাড়ির উঠোন পর্যন্ত
গেলেন। শেষ পর্যন্ত কি হয় তা দেখবার জন্য তিনি
ভেতরে গিয়ে দাসদের সঙ্গে বসলেন।

59যীশুকে যেন মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে তাই যীশুর
বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী যোগাড় করার জন্য প্রধান যাজকরা
ও ইহুদী মহাসভার সব সভ্যরা সেখানে সমবেত
হয়েছিলেন। 60অনেকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার জন্য সেখানে
হাজির হয়েছিল, তবু যে সাক্ষ্য যীশুকে হত্যা করার
জন্য দরকার তা পাওয়া গেল না। 61শেষে দু'জন লোক
এসে বলল, "এই লোক বলেছিল, 'আমি ঈশ্বরের মন্দির
ভেঙ্গে ফেলতে ও তা আবার তিন দিনের ভেতরে
গেঁথে তুলতে পারি।'"

62তখন মহাযাজক উঠে দাঁড়িয়ে যীশুকে বললেন,
"তুমি কি এর জবাবে কিছুই বলবে না? এরা তোমার
বিরুদ্ধে কি সাক্ষ্য দিচ্ছে?" 63কিন্তু যীশু নীরব থাকলেন।

তখন মহাযাজক তাঁকে বললেন, "আমি তোমাকে
জীবন্ত ঈশ্বরের নামে দিব্যি দিচ্ছি, আমাদের বল, তুমি
কি সেই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র?"

64যীশু তাঁকে বললেন, "হ্যাঁ, তুমিই একথা বললে।
তবে আমি তোমাকে এটাও বলছি, এখন থেকে
তোমরা মানবপুত্রকে মহাপরাক্রান্ত ঈশ্বরের ডানপাশে
বসে থাকতে ও আকাশে মেঘের মধ্যে দিয়ে আসতে
দেখবে।"

65তখন মহাযাজক তাঁর পোশাক ছিঁড়ে ফেলে
বললেন, "এ ঈশ্বরের নিন্দা করল, আমাদের আর অন্য
সাক্ষ্যের দরকার কি? দেখ, তোমরা এখন ঈশ্বর নিন্দা
শুনলে! 66তোমরা কি মনে কর?" এর উত্তরে তারা
বলল, "এ মৃত্যুর যোগ্য।"

67তখন তারা যীশুর মুখে থুথু দিল ও তাঁকে ঘুসি
মারল। 68কেউ কেউ তাঁকে চড় মারল ও বলল, "ওরে
খ্রীষ্ট, আমাদের জন্য কিছু ভাববাণী বল্, কে তোকে
মারল?"

পিতর যীশুকে স্বীকার করতে ভয় পেলেন

(মার্ক14:66-72; লূক 22:56-62)

69পিতর যখন বাইরে উঠোনে বসেছিলেন তখন
একজন দাসী এসে বলল, "তুমিও গালীলে যীশুর সঙ্গে
ছিলে।"

70কিন্তু পিতর সবার সামনে একথা অস্বীকার করে
বললেন, "তুমি কি বলছ, আমি তার কিছুই জানি না।"

71তিনি যখন ফটকের সামনে গেলেন, তখন আর
একজন দাসী তাকে দেখে সেখানে যারা ছিল তাদের
বলল, "এ লোকটা নাসরতীয় যীশুর সঙ্গে ছিল।"

72পিতর আবার অস্বীকার করলেন। তিনি দিব্যি করে
বললেন, "আমি ঐ লোকটাকে মোটেই চিনি না।" 73এর
কিছু পরে, সেখানে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা পিতরের
কাছে এসে বলল, "তুমি ঠিক ওদেরই একজন, কারণ
তোমার কথার উচ্চারণের ধরণ দেখেই তা বুঝতে পারা
যাচ্ছে।"

74তখন পিতর দিব্যি করে শাপ দিয়ে বললেন, "আমি
ঐ লোকটাকে আদৌ চিনি না!" আর তখনই মোরগ
ডেকে উঠল। 75তখন পিতরের মনে পড়ে গেল যীশু
তাকে যা বলেছিলেন, "ভোরের মোরগ ডাকার আগেই
তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে।" আর পিতর
বাইরে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

রাজ্যপাল পীলাতের কাছে যীশু

(মার্ক15:1; লূক 23:1-2; যোহন 18:28-3)

27 ভোর হলে প্রধান যাজকরা ও সমাজপতিরা
সবাই মিলে যীশুকে হত্যা করার চক্রান্ত করল।
2তারা তাঁকে বেঁধে রোমীয় রাজ্যপাল পীলাতের কাছে
হাজির করল।

যিহূদার আত্মহত্যা

(প্রেরিত 1:18-19)

3যীশুকে শত্রুদের হাতে যে ধরিয়ে দিয়েছিল, সেই
যিহূদা যখন দেখল যীশুকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে,
তখন তার মনে খুব ক্ষোভ হল। সে তখন যাজকদের
ও সমাজপতিদের কাছে গিয়ে সেই ত্রিশটা রূপোর
টাকা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 4"একজন নিরপরাধ লোককে
হত্যা করার জন্য আপনাদের হাতে তুলে দিয়ে তাঁর
প্রতি আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, আমি মহাপাপ
করেছি।"

ইহুদী নেতারা বলল, "তাতে আমাদের কি! তুমি
বোঝগে যাও।"

5তখন যিহূদা সেই টাকা মন্দিরের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে
দিল, পরে বাইরে গিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরল।

6প্রধান যাজকরা সেই রূপোর টাকাগুলি কুড়িয়ে
নিয়ে বললেন, "মন্দিরের তহবিলে এই টাকা জমা
করা আমাদের বিধি-ব্যবস্থা বিরুদ্ধ কাজ কারণ এটা
খুনের টাকা।"

7তাই তাঁরা পরামর্শ করে ঐ টাকায় কুমোরদের
একটা জমি কিনলেন। যেন জেরুশালেমে যেসব
বিদেশী মারা যাবে, তাদের সেখানে কবর দেওয়া যেতে
পারে। 8সেইজন্য ঐ কবরখানাকে আজও লোকে
'রক্তক্ষেত্র' বলে। 9এর ফলে ভাববাদী যিরমিয়র ভাববাণী
পূর্ণ হল:

"তারা সেই ত্রিশটা রূপোর টাকা নিল, এটাই হল
তাঁর মূল্য, ইস্রায়েলের জনগণই তাঁর মূল্য নির্ধারণ
করেছিল। 10আর প্রভুর নির্দেশ অনুসারেই সেই টাকা
দিয়ে তারা কুমোরের জমি কিনেছিল।"

রাজ্যপাল পীলাত ও যীশু

(মার্ক15:2-5; লূক 23:3-5; যোহন 18:33-38)

11এদিকে যীশুকে রাজ্যপালের সামনে হাজির করা
হল। রাজ্যপাল যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি
ইহুদীদের রাজা?"

যীশু বললেন, "হ্যাঁ, আপনি যেমন বললেন।"

12কিন্তু প্রধান যাজকরা ও ইহুদী নেতারা সমানে
যখন তাঁর বিরুদ্ধে দোষ দিচ্ছিল, তখন তিনি তার
একটারও জবাব দিলেন না।

13তখন পীলাত তাঁকে বললেন, "ওরা, তোমার
বিরুদ্ধে কত দোষ দিচ্ছে, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না?"

14কিন্তু যীশু তাঁকে কোন জবাব দিলেন না, এমন
কি তাঁর বিরুদ্ধে একটা অভিযোগেরও উত্তর দিলেন
না, এতে পীলাত আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

যীশুকে মুক্তি দেবার বিফল চেষ্টা

(মার্ক15:6-15; লূক 23:13-25; যোহন 18:39-19:16)

15রাজ্যপালের রীতি অনুসারে প্রত্যেক নিস্তারপর্বের
সময় জনসাধারণের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন কয়েদীকে
তিনি মুক্ত করে দিতেন। 16সেই সময় বারাব্বা* নামে
এক কুখ্যাত আসামী কারাগারে ছিল। 17তাই লোকেরা
সেখানে একসঙ্গে জড়ো হলে পীলাত তাদের জিজ্ঞেস
করলেন, "তোমাদের জন্য আমি কাকে ছেড়ে দেব?
তোমরা কি চাও, বারাব্বাকে বা যীশু, যাকে খ্রীষ্ট বলে
তাকে?" 18কারণ পীলাত জানতেন, তারা যীশুর ওপর
ঈর্ষাপরবশ হয়ে তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিল।

19পীলাত যখন বিচার আসনে বসে আছেন, সেই
সময় তাঁর স্ত্রী তাঁকে বলে পাঠালেন, "ঐ নির্দোষ লোকটির
প্রতি তুমি কিছু করো না, কারণ রাত্রে স্বপ্নে আমি তাঁর
বিষয়ে যা দেখেছি তাতে আজ বড়ই উদ্বেগে কাটছে।"

20কিন্তু প্রধান যাজকরা ও ইহুদী নেতারা জনতাকে
প্ররোচনা দিতে লাগল, যেন তারা বারাব্বাকে ছেড়ে
দিতে ও যীশুকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার কথা বলে।

21তখন রাজ্যপাল তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "এই
দুজনের মধ্যে তোমরা কাকে চাও যে আমি তোমাদের
জন্য ছেড়ে দিই?"

তারা বলল, "বারাব্বাকে!"

22পীলাত তখন তাদের বললেন, "তাহলে যীশু, যাকে
মশীহ বলে তাকে নিয়ে কি করব?"

তারা সবাই বলল, "ওকে ক্রুশে দেওয়া হোক!"

23পীলাত বললেন, "কেন? ও কি অন্যায় করেছে?"

কিন্তু তারা তখন আরো জোরে চিৎকার করতে
লাগল, "ওকে ক্রুশে দাও, ক্রুশে দাও!"

24পীলাত যখন দেখলেন যে তাঁর চেষ্টার কোন ফল
হল না, বরং আরও গোলমাল হতে লাগল, তখন তিনি
জল নিয়ে লোকদের সামনে হাত ধুয়ে বললেন, "এই
লোকের রক্তপাতের জন্য আমি দায়ী নই।" এটা
তোমাদেরই দায়।

25এই কথার জবাবে লোকেরা সমস্বরে বলল,
"আমরা ও আমাদের সন্তানরা ওর রক্তের জন্য দায়ী
থাকব।"

26তখন পীলাত তাদের জন্য বারাব্বাকে ছেড়ে
দিলেন; কিন্তু যীশুকে চাবুক মেরে ক্রুশে দেবার জন্য
সঁপে দিলেন।

পীলাতের সৈন্যরা যীশুকে বিদ্রূপ করতে লাগল

(মার্ক15:16-20; যোহন 19:2-3)

27এরপর রাজ্যপালের সেনারা যীশুকে রাজভবনের
সভাগৃহে নিয়ে গিয়ে সেখানে সমস্ত সেনাদলকে তাঁর
চারধারে জড়ো করল। 28তারা যীশুর পোশাক খুলে
নিল, আর তাঁকে একটা লাল রঙের পোশাক পরাল।
29পরে কাঁটা-লতা দিয়ে একটা মুকুট তৈরী করে তা
তাঁর মাথায় চেপে বসিয়ে দিল, আর তাঁর ডান হাতে

বারাব্বা কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে বারাব্বাকে "যীশু বারাব্বা" নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

একটা লাঠি দিল। পরে তাঁর সামনে হাঁটু গেঁড়ে তাঁকে ঠাট্টা করে বলল, "ইহুদীদের রাজা, দীর্ঘজীবি হোন!" 30তারা তাঁর মুখে থুথু দিল ও তাঁর লাঠিটি নিয়ে তাঁর মাথায় মারতে লাগল। 31এইভাবে তাঁকে বিদ্রূপ করবার পর তারা সেই পোশাকটি তাঁর গা থেকে খুলে নিয়ে তাঁর নিজের পোশাক আবার পরিয়ে দিল, তারপর তাঁকে ক্রুশে দেবার জন্য নিয়ে চলল।

যীশুকে ক্রুশে হত্যা করা হল

(মার্ক15:21-32; লূক 23:26-43; যোহন 19:17-27)

32সৈন্যরা যখন যীশুকে নিয়ে নগরের বাইরে যাচ্ছে, তখন পথে শিমোন নামে কুরীণীয় অঞ্চলের একজন লোককে দেখতে পেয়ে যীশুর ক্রুশ বইবার জন্য তাকে তারা জোর করে বাধ্য করল। 33পরে তারা "গলগথা" নামে এক জায়গায় এসে পৌঁছাল। এর অর্থ "মাথার খুলিস্থান।" 34সেখানে পৌঁছে তারা যীশুকে মাদক দ্রব্য মেশানো তিক্ত দ্রাক্ষারস পান করতে দিল; কিন্তু তিনি তা সামান্য আস্বাদ করে আর খেতে চাইলেন না। 35তারা তাঁকে ক্রুশে দিয়ে তাঁর জামা কাপড় খুলে নিয়ে ঘুটি চেলে সেগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল। 36আর সেখানে বসে যীশুকে পাহারা দিতে লাগল। 37তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের এই লিপি ফলকটি তাঁর মাথার উপরে ক্রুশে লাগিয়ে দিল: "এ যীশু, ইহুদীদের রাজা।" 38তারা দু'জন দস্যুকেও যীশুর সঙ্গে ক্রুশে দিল, একজনকে তাঁর ডানদিকে ও অন্যজনকে তাঁর বাঁ দিকে। 39সেই সময় ঐ রাস্তা দিয়ে যে সব লোক যাতায়াত করছিল, তারা তাদের মাথা নেড়ে তাঁকে ঠাট্টা করে বলল, 40"তুমি না মন্দির ভেঙ্গে আবার তা তিন দিনের মধ্যে তৈরী করতে পার! তাহলে এখন নিজেকে রক্ষা কর। তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে ক্রুশ থেকে নেমে এস।"

41সেইভাবেই প্রধান যাজকরা, ব্যবস্থার শিক্ষকরা ও ইহুদী নেতারা বিদ্রূপ করে তাঁকে বলতে লাগলেন, 42"এ লোকতো অপরকে রক্ষা করত, কিন্তু এ নিজেকে বাঁচাতে পারে না! ওতো ইস্রায়েলের রাজা, তাহলে এখন ও ক্রুশ থেকে নেমে আসুক, তাহলে আমরা ওর ওপর বিশ্বাস করব। 43ঐ লোকটি ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস করে। যদি তিনি চান, তবে ওকে এখনই রক্ষা করুন, কারণ ওতো বলেছে, 'আমি ঈশ্বরের পুত্র।"' 44তাঁর সঙ্গে যে দুজন দস্যুকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, তারাও সেইভাবেই তাঁকে বিদ্রূপ করতে লাগল।

যীশুর মৃত্যু

(মার্ক15:33-41; লূক 23:44-49; যোহন 19:28-30)

45সেই দিন দুপুর বারোটা থেকে বেলা তিনটা পর্যন্ত সমস্ত দেশ অন্ধকারে ঢেকে রইল। 46প্রায় তিনটার সময় যীশু খুব জোরে বলে উঠলেন, "এলি, এলি লামা শবক্তানী?" যার অর্থ, "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় ত্যাগ করেছ?"*

47যারা সেখানে দাঁড়িয়েছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজন একথা শুনে বলতে লাগল, "ও এলিয়কে ডাকছে!"

48তাদের মধ্যে একজন তখনই দৌড়ে গিয়ে একটা স্পঞ্জ কতকটা সিরকায় ডুবিয়ে নিয়ে একটা নলের মাথায় সেটা লাগিয়ে তা যীশুর মুখে তুলে ধরে তাকে খেতে দিল। 49কিন্তু অন্যেরা বলতে লাগল, "ছেড়ে দাও, দেখি, এলিয় ওকে রক্ষা করতে আসেন কি না?" 50পরে যীশু আর একবার খুব জোরে চিৎকার করে প্রাণ ত্যাগ করলেন।

51সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের মধ্যেকার সেই ভারী পর্দাটা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত চিরে দু'ভাগ হয়ে গেল, পৃথিবী কেঁপে উঠল, বড় বড় পাথরের চাঁই ফেটে গেল, 52সমাধিগুহাগুলি খুলে গেল, আর মারা গিয়েছিলেন এমন অনেক ঈশ্বরের লোকের দেহ পুনরুত্থিত হল। 53যীশুর পুনরুত্থানের পর এরা কবর ছেড়ে পবিত্র নগর জেরুশালেমে গিয়ে বহুলোককে দেখা দিয়েছিলেন।

54ক্রুশের পাশে শতপতি ও তার সঙ্গে যারা যীশুকে পাহারা দিচ্ছিল, তারা ভূমিকম্প ও অন্য সব ঘটনা দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে বলল, "সত্যিই ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।"

55সেখানে বহু স্ত্রীলোক ছিলেন, যাঁরা দূরে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখছিলেন। এই মহিলারা গালীল থেকে যীশুর দেখাশোনার জন্য তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন। 56তাঁদের মধ্যে ছিলেন মন্দলীনী মরিয়ম, যাকোব ও যোষেফের মা মরিয়ম আর যাকোব ও যোহনের* মা।

যীশুর সমাধি

(মার্ক15:42-47; লূক 23:50-56; যোহন 19:38-42)

57সন্ধ্যা নেমে আসছে এমন সময় আরিমাথিয়ার যোষেফ নামে এক ধনী ব্যক্তি জেরুশালেমে এলেন; তিনিও যীশুর একজন অনুগামী ছিলেন। 58পীলাতের কাছে গিয়ে যোষেফ যীশুর দেহটা চাইলেন। তখন পীলাত তাঁকে তা দিতে হুকুম করলেন। 59যোষেফ দেহটি নিয়ে পরিষ্কার একটা কাপড়ে জড়ালেন। 60তারপর সেই দেহটা নিয়ে তিনি নিজের জন্য পাহাড়ের গায়ে যে নতুন সমাধিগুহা কেটে রেখেছিলেন, তাতে রাখলেন। পরে সেই সমাধির মুখ বন্ধ করতে বড় একটা পাথর গড়িয়ে নিয়ে গিয়ে তা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেলেন। 61মরিয়ম মন্দলীনী ও সেই অন্য মরিয়ম কবরের সামনে বসে রইলেন।

যীশুর সমাধিগুহা পাহারা দেওয়া হল

62পরের দিন, যখন শুক্রবার শেষ হল, অর্থাৎ প্রস্তুতি পর্বের পরের দিন, প্রধান যাজকরা ও ফরীশীরা গিয়ে পীলাতের সঙ্গে দেখা করল। 63তারা বলল, "হুজুর, আমাদের মনে পড়ছে সেই প্রতারক তাঁর জীবনকালে বলেছিল, 'আমি তিনদিন পরে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হব।' 64তাই আপনি হুকুম দিন যেন তিন দিন কবরটা

"ঈশ্বর ... করেছ" গীত 22:1

যাকোব ও যোহন আক্ষরিক অর্থে, "সিবদিয়ের ছেলেদের বোঝানো হয়েছে।"

পাহারা দেওয়া হয়, তা না হলে ওর শিষ্যরা হয়তো এসে দেহটা চুরি করে নিয়ে গিয়ে বলবে, তিনি মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন; তাহলে প্রথমটার চেয়ে শেষ ছলনাটা আরো খারাপ হবে।"

65পীলাত তাদের বললেন, "তোমাদের কাছে পাহারা দেবার লোক আছে, তোমরা গিয়ে যত ভালভাবে পার পাহারা দেবার ব্যবস্থা কর।" 66তখন তারা সকলে গিয়ে কবরের মুখের সেই পাথরখানির উপর সীলমোহর করল ও সেখানে একদল প্রহরী মোতায়েন করে সমাধিটি সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করল।

মৃত্যু থেকে যীশুর পুনরুত্থানের সংবাদ

(মার্ক16:1-8; লূক 24:1-12; যোহন 20:1-10)

28 বিশ্রামবারের শেষে সপ্তাহের প্রথম দিন, অর্থাৎ রবিবার খুব ভোরে মগ্দলীনী মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম কবরটা দেখতে এলেন।

2তখন হঠাৎ ভীষণ ভূমিকম্প হল, কারণ প্রভুর একজন স্বর্গদূত স্বর্গ থেকে নেমে এসে সেই পাথরখানা সমাধিগুহার মুখ থেকে সরিয়ে দিলেন ও তার উপরে বসলেন। 3তাঁর চেহারা বিদ্যুৎ ঝলকের মতো উজ্জ্বল ও তাঁর পোশাক তুষারশুভ্র। 4তাঁর ভয়ে পাহারাদাররা কাঁপতে কাঁপতে মরার মতো হয়ে গেল।

5সেই স্বর্গদূত ঐ স্ত্রীলোকদের বললেন, "তোমরা ভয় করো না, আমি জানি তোমরা যাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল সেই যীশুকে খুঁজছ; 6কিন্তু তিনি এখানে নেই। তিনি যেমন বলেছিলেন, তেমনি পুনরুত্থিত হয়েছেন। এস, যেখানে তাঁকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল তা দেখ; 7আর তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁর শিষ্যদের বল, 'তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন। তিনি তোমাদের আগে আগে গালীলে যাচ্ছেন, তোমরা তাঁকে সেখানে দেখতে পাবে।"' আমি তোমাদের যে কথা বললাম তা মনে রেখো।

8তখন সেই স্ত্রীলোকেরা তাড়াতাড়ি কবরের কাছ থেকে চলে গেলেন। তাঁরা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, তবু তাঁদের মন আনন্দে ভরে গিয়েছিল, তাঁরা যীশুর শিষ্যদের একথা বলার জন্য দৌড়ালেন। 9হঠাৎ যীশু তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, "শুভেচ্ছা নাও!" তখন তাঁরা যীশুর কাছে গিয়ে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে তাঁকে প্রণাম করলেন। 10যীশু তাঁদের বললেন, "ভয় করো না, তোমরা যাও, আমার ভাইদের গিয়ে বল, তারা যেন গালীলে যায়, সেখানেই আমার দেখা পাবে।"

ইহুদী নেতাদের কাছে সংবাদ এল

11সেই মহিলারা যখন যাচ্ছিলেন, তখন সেই পাহারাদারদের কয়েকজন শহরে গিয়ে যা যা ঘটেছিল তা প্রধান যাজকদের বলল। 12প্রধান যাজকেরা ইহুদী নেতাদের সঙ্গে দেখা করে একটা ফন্দি আঁটলো। তারা সেই পাহারাদারদের অনেক টাকা দিয়ে বলল, 13তোমরা লোকদের বোলো, "আমরা রাতে যখন ঘুমাচ্ছিলাম সেই সময় যীশুর শিষ্যরা এসে তাঁর দেহটা চুরি করে নিয়ে গেছে। 14আর একথা যদি রাজ্যপালের কানে যায়, আমরা তাঁকে বোঝাব, আর তোমাদের ঝামেলার হাত থেকে দূরে রাখব।" 15তারা সেই টাকা নিয়ে তাদের যেমন বলতে শেখানো হয়েছিল তেমনই বলল: ইহুদীদের মধ্যে আজও এই গল্পটাই প্রচলিত আছে।

শিষ্যদের সঙ্গে যীশু কথা বললেন

(মার্ক16:14-18; লূক 24:36-49; যোহন 20:19-23: প্রেরিত 1:6-8)

16এবার সেই এগারো জন শিষ্য গালীলে ফিরে গিয়ে যীশু তাঁদের যেমন বলেছিলেন সেইমতো সেই পর্বতে গেলেন। 17তাঁরা যীশুকে দেখে ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। তবে তাঁদের কয়েকজনের মধ্যে সন্দেহ দেখা দিল, 18তখন যীশু কাছে এসে তাদের বললেন, "স্বর্গে ও পৃথিবীতে পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে।

19তাই তোমরা যাও, তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তিস্ম দাও। 20আমি তোমাদের যেসব আদেশ দিয়েছি, সেসব তাদের পালন করতে শেখাও আর দেখ যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন আমি সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।"

মার্কলিখিত সুসমাচার

যীশুর আগমনের প্রস্তুতি

(মথি 3:1-12; লূক 3:1-9, 15-17; যোহন 1:19-28)

1 ঈশ্বর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের সূচনা; 2ভাববাদী
যিশাইয়র পুস্তকে যেমন লেখা আছে,

"শোন! আমি নিজের সহায়কে তোমার আগে
পাঠাবো। সে তোমার জন্য পথ প্রস্তুত করবে।"

মালাখি 3:1

3"মরুপ্রান্তরে একজনের রব ঘোষণা করছে,
'তোমরা প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর, তাঁর জন্য
পথ সরল কর।'"

যিশাইয় 40:3

4তাই বাপ্তিস্মদাতা যোহন এলেন; তিনি মরুপ্রান্তরে লোকদের বাপ্তাইজ* করছিলেন। তিনি প্রচার করেছিলেন যেন লোকেরা পাপের ক্ষমা পাবার জন্য মনফিরায় ও বাপ্তিস্ম নেয়। 5তাতে যিহুদিয়া ও জেরুশালেমের সমস্ত মানুষ তাঁর কাছে যেতে শুরু করল। তারা নিজের নিজের পাপ স্বীকার করে যর্দন নদীতে তাঁর কাছে বাপ্তাইজ হতে লাগল। 6যোহন উটের লোমের তৈরী কাপড় পরতেন। তাঁর কোমরে চামড়ার কোমরবন্ধনী ছিল, এবং তিনি পঙ্গপাল ও বনমধু খেতেন। 7তিনি প্রচার করতেন, "আমার পরে এমন একজন আসছেন, যিনি আমার থেকে শক্তিমান, আমি নিচু হয়ে তাঁর পায়ের জুতোর ফিতে খোলার যোগ্য নই। 8আমি তোমাদের জলে বাপ্তাইজ করলাম কিন্তু তিনি তোমাদের পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজ করবেন।"

যীশুর বাপ্তিস্ম

(মথি 3:13-17; লূক 3:21-22)

9সেই সময় যীশু গালীলের নাসরৎ থেকে এলেন আর যোহন তাঁকে যর্দন নদীতে বাপ্তাইজ করলেন। 10জল থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখলেন, আকাশ দুভাগ হয়ে গেল এবং পবিত্র আত্মা কপোতের মত তাঁর ওপর নেমে আসছেন। 11আর স্বর্গ থেকে এই রব শোনা গেল, "তুমিই আমার প্রিয় পুত্র। আমি তোমাতে খুবই সন্তুষ্ট।"

যীশুর পরীক্ষা

(মথি 4:1-11; লূক 4:1-13)

12এরপরই আত্মা যীশুকে প্রান্তরে নিয়ে গেলেন। 13সেখানে তিনি চল্লিশ দিন ছিলেন, সেই সময় শয়তান তাঁকে প্রলুব্ধ করছিল। তিনি বন্য পশুদের সঙ্গে থাকতেন আর স্বর্গদূতেরা এসে তাঁর সেবা করতেন।

যীশু কিছু শিষ্য মনোনীত করলেন

(মথি 4:12-22; লূক 4:14-15; 5:1-11)

14যোহন কারাগারে বন্দী হবার পর যীশু গালীলে গেলেন; আর সেখানে তিনি ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করলেন। 15যীশু বললেন, "সময় এসে গেছে; ঈশ্বরের রাজ্য খুব কাছে। তোমরা পাপের পথ থেকে মনফিরাও এবং ঈশ্বরের সুসমাচারে বিশ্বাস কর!"

16গালীল হ্রদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে যীশু শিমোন এবং তার ভাই আন্দ্রিয়কে হ্রদে জাল ফেলতে দেখলেন, কারণ তাঁরা মাছ ধরতেন। 17যীশু তাঁদের বললেন, "ওহে তোমরা আমার সঙ্গে এস; আমি তোমাদের মাছ নয়, ঈশ্বরের জন্য মানুষ ধরতে শেখাব।" 18আর তখনই শিমোন এবং আন্দ্রিয় তাঁদের জাল ফেলে রেখে যীশুকে অনুসরণ করলেন।

19এরপর তিনি কিছুটা দূর গালীল হ্রদের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলে সিবদিয়ের ছেলে যাকোব ও তার ভাই যোহনকে দেখতে পেলেন। তাঁরা তাঁদের নৌকায় বসে জাল ঠিক করছিলেন। 20যীশু তাদের ডাকলেন, তারাও সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বাবা সিবদিয়কে ভাড়াটে মজুরদের সঙ্গে নৌকায় রেখে যীশুর সঙ্গে চললেন।

এক অশুচি আত্মাগ্রস্ত লোকের আরোগ্যলাভ

(লূক 4:31-37)

21এরপর তাঁরা কফরনাহুম শহরে গেলেন। পরদিন শনিবার সকালে অর্থাৎ বিশ্রামবারে তিনি সমাজগৃহে গিয়ে লোকেদের শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। 22যীশুর শিক্ষা শুনে সবাই আশ্চর্য হলেন, কারণ তিনি ব্যবস্থার শিক্ষকের মতো নয় কিন্তু সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন ব্যক্তির মতোই শিক্ষা দিতেন। 23সেই সমাজগৃহে হঠাৎ অশুচি আত্মায় পাওয়া এক ব্যক্তি চেঁচিয়ে বলল, 24"হে নাসরতীয় যীশু! আপনি আমাদের কাছে কি চান? আপনি কি আমাদের ধ্বংস করতে এসেছেন? আমি জানি আপনি কে, আপনি ঈশ্বরের সেই পবিত্র ব্যক্তি!"

25কিন্তু যীশু তাকে ধমক দিয়ে বললেন, "চুপ কর! এই লোকটার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসো!" 26সঙ্গে সঙ্গে সেই অশুচি আত্মা ঐ লোকটাকে দুমড়ে মুচড়ে প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে লোকটির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল। 27এতে প্রত্যেকে অবাক হয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, "এ কি ব্যাপার? এটা কি একটা নতুন শিক্ষা? সম্পূর্ণ কর্তৃত্বের সঙ্গে তিনি শিক্ষা দেন, এমনকি অশুচি আত্মাদেরও আদেশ করেন এবং তারা তাঁর আদেশ মানে।" 28আর গালীলের সমস্ত অঞ্চলে তাঁর কথা ছড়িয়ে পড়ল।

বাপ্তাইজ গ্রীক শব্দের অর্থ জলে ডোবানো অর্থাৎ স্নান করানো।

যীশু বহুলোককে আরোগ্য করলেন

(মথি 8:14-17; লূক 4:38-41)

29তখন যীশু ও তাঁর শিষ্যরা সমাজ-গৃহ ছেড়ে যাকোব
এবং যোহনকে সঙ্গে নিয়ে সোজা শিমোন এবং
আন্দ্রিয়ের বাড়িতে গেলেন। 30সেখানে শিমোনের শাশুড়ী
জ্বরে শয্যাশায়ী ছিলেন। তারা সঙ্গে সঙ্গে শিমোনের
শাশুড়ীর জ্বরের কথা যীশুকে বললেন। 31যীশু তাঁর
কাছে গেলেন এবং তাঁর হাত ধরে উঠিয়ে বসালেন,
সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জ্বর ছেড়ে গেল এবং তিনি তাঁদের
সেবা করতে লাগলেন।

32সূর্য অস্ত যাওয়ার পর সন্ধ্যে হলে, লোকেরা অনেক
অসুস্থ ও ভূতে পাওয়া লোককে যীশুর কাছে নিয়ে
এল। 33আর শহরের সমস্ত লোক সেই বাড়ির দরজায়
জমা হল। 34তিনি বহু অসুস্থ রোগীকে নানা প্রকার
রোগ থেকে সুস্থ করলেন, এবং লোকদের মধ্যে থেকে
বহু ভূত তাড়ালেন; কিন্তু তিনি ভূতদের কোন কথা
বলতে দিলেন না, কারণ তারা তাঁকে চিনত।

সুসমাচার প্রচারের জন্য যীশুর প্রস্তুতি

(লূক 4:42-44)

35পরের দিন ভোর হবার আগে, রাত থাকতে থাকতে
তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন, আর নির্জন স্থানে
গিয়ে প্রার্থনায় কাটালেন। 36শিমোন ও তাঁর সঙ্গী যারা
যীশুর সঙ্গে ছিলেন, তাঁকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন।

37পরে যীশুকে দেখতে পেয়ে বললেন, "সবাই
আপনার খোঁজ করছে।"

38কিন্তু তিনি তাদের বললেন, "চল, আমরা অন্য
শহরে যাই; যেন সেখানেও আমি প্রচার করতে পারি,
কারণ সেই জন্যই আমি এসেছি।" 39তাই তিনি সমস্ত
গালীল প্রদেশে বিভিন্ন সমাজ-গৃহে গিয়ে প্রচার করতে
ও ভূত ছাড়াতে লাগলেন।

যীশু এক কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করেন

(মথি 8:1-4; লূক 5:12-16)

40একদিন এক কুষ্ঠরোগী তাঁর কাছে এসে হাঁটু গেড়ে
বিনীতভাবে তাঁর সাহায্য চাইল। সে যীশুকে বলল,
"আপনি ইচ্ছে করলে আমাকে ভাল করে দিতে পারেন।"

41যীশু তার প্রতি মমতায় পূর্ণ হয়ে হাত বাড়িয়ে
তাকে স্পর্শ করে বললেন, "আমি তা-ই চাই, তুমি
ভাল হয়ে যাও।" 42আর সঙ্গে সঙ্গে তার কুষ্ঠরোগ
তাকে ছেড়ে গেল, এবং সে সুস্থ হল।

43যীশু তাকে তখনই বিদায় দিলেন। 44তিনি তাকে
দৃঢ়ভাবে বললেন, "দেখ, একথা কাউকে বোল না;
কিন্তু যাজকের কাছে নিজেকে দেখাও এবং কুষ্ঠরোগ
থেকে সুস্থ হওয়ার জন্য মোশির বিধান অনুযায়ী ঈশ্বরকে
উপহার দাও, এতে সকলে জানতে পারবে যে তুমি
সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছ।"

45কিন্তু সে বাইরে গিয়ে তার সুস্থ হওয়ার কথা এত
বেশী প্রচার করতে ও চারদিকে বলতে লাগল যে যীশু
আর প্রকাশ্যে কোন শহরে প্রবেশ করতে পারলেন না।
কাজেই তিনি শহরের বাইরে নির্জনে থেকে গেলেন,
আর লোকেরা চারদিক থেকে তাঁর কাছে আসতে লাগল।

এক পঙ্গুর আরোগ্যলাভ

(মথি 9:1-8; লূক 5:17-26)

2 কয়েকদিন পরে তিনি কফরনাহূমে ফিরে এলে এই
খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল যে তিনি বাড়ি ফিরে
এসেছেন। 2এর ফলে এত লোক জড় হল যে সেখানে
তিল ধারণেরও জায়গা রইল না, এমনকি দরজার
বাইরেও এতটুকু জায়গা খালি রইল না। তিনি তাদের
কাছে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করতে লাগলেন। 3সেই সময়
চারজন লোক খাটে করে এক পঙ্গুকে তাঁর কাছে নিয়ে
এল। 4তারা সেই পঙ্গু লোকটিকে যীশুর কাছে নিয়ে
যেতে পারল না, তাই যীশু যেখানে ছিলেন সেখানকার
ছাদের কিছু টালি খুলে ফাঁকা করে, ঠিক তাঁর সামনে
খাটিয়া সমেত সেই পঙ্গু লোকটিকে নামিয়ে দিল।
5তাদের বিশ্বাস দেখে যীশু সেই পঙ্গু লোকটিকে বললেন,
"বাছা, তোমার সব পাপের ক্ষমা হোল।"

6সেখানে কিছু ব্যবস্থার শিক্ষক বসে ছিলেন, তাঁরা
মনে মনে ভাবতে লাগলেন, 7"এ লোকটি এমন কথা
বলছে কেন? এ যে ঈশ্বর নিন্দা করছে; ঈশ্বর ছাড়া
আর কে পাপ ক্ষমা করতে পারেন?"

8যীশু নিজের আত্মায় ব্যবস্থার শিক্ষকদের মনের
কথা জানতে পেরে তখনই তাদের বললেন, "তোমরা
এসব কথা ভাবছ কেন? 9কোনটা বলা সহজ, 'তোমার
পাপ ক্ষমা করা হোল' অথবা 'ওঠ, তোমার খাটিয়া
নিয়ে চলে যাও।' 10কিন্তু পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করার
ক্ষমতা যে মানবপুত্রের আছে এটা আমি তোমাদের
প্রমাণ করে দেব।" তাই তিনি সেই পঙ্গু লোকটিকে
বললেন, 11"আমি তোমায় বলছি ওঠ; তোমার খাটিয়াটি
তুলে নিয়ে তোমার ঘরে চলে যাও।" 12সে উঠে দাঁড়াল,
এবং সঙ্গে সঙ্গে তার খাটিয়াটি তুলে নিয়ে সকলের
সামনে দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে গেল। এতে সকলে আশ্চর্য
হয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করে বলল, "এর আগে আমরা
এমন কখনও দেখিনি!"

13এরপর তিনি আবার হ্রদের ধারে ফিরে গেলে,
সমস্ত লোক তাঁর কাছে এল; আর তিনি তাদের শিক্ষা
দিতে লাগলেন। 14পরে তিনি পথে যেতে যেতে দেখলেন,
এক কর-আদায়কারী, আল্‌ফেয়ের ছেলে লেবি কর-
আদায়ের ঘরে বসে আছেন। তিনি তাকে বললেন,
"এস, আমার সাথে চল।" তা শুনে লেবি উঠে পড়লেন
এবং যীশুর সঙ্গে গেলেন।

15পরে তিনি লেবির বাড়িতে এসে খেতে বসলেন;
আর অনেক কর-আদায়কারী এবং মন্দ লোক যীশুর ও
তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে খেতে বসল, কারণ তাদের মধ্যে
অনেকেই তাঁর অনুগামী ছিল। 16কিন্তু ফরীশী দলের
ব্যবস্থার শিক্ষকরা যীশুকে কর-আদায়কারী ও মন্দ
লোকদের সঙ্গে খেতে দেখে তাঁর শিষ্যদের বললেন,
"যীশু কর-আদায়কারী ও মন্দ লোকদের সঙ্গে খেতে
বসেন কেন?"

17এই কথা শুনে যীশু তাদের বললেন, "সুস্থ লোকের
চিকিৎসকের প্রয়োজন নেই, কিন্তু রোগীদের জন্যই
চিকিৎসকের প্রয়োজন। আমি ধার্মিকদের নয়, কিন্তু
পাপীদের ডাকতে এসেছি।"

যীশু অন্য ধর্মীয় নেতাদের থেকে আলাদা ছিলেন

(মথি 9:14-17; লূক 5:33-39)

18সেই সময় যোহনের* শিষ্যরা এবং ফরীশীরা
উপোস করছিলেন; তাই কিছু লোক যীশুর কাছে এসে
তাঁকে বলল, "যোহনের এবং ফরীশীদের শিষ্যরা উপোস
করে; কিন্তু আপনার শিষ্যরা উপোস করে না কেন?"

19যীশু তাদের বললেন, "বর সঙ্গে থাকতে কি বিয়ে
বাড়ির অতিথিরা উপোস করতে পারে? যেহেতু বর
তাদের সঙ্গে আছে তাই তারা উপোস করে না। 20কিন্তু
এমন সময় আসবে যখন বরকে তাদের কাছ থেকে
নিয়ে যাওয়া হবে; আর সেই দিন তারা উপোস করবে।

21"পুরানো কাপড়ে কেউ নতুন কাপড়ের টুকরো
দিয়ে তালি দেয় না; তালি দিলে সেই নতুন কাপড়টি
পুরানো কাপড় থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে আর ছেঁড়া
জায়গাটি আরও বড় হয়ে যায়। 22পুরানো চামড়ার থলিতে
কেউ নতুন দ্রাক্ষারস ঢালে না, ঢাললে থলি ফেটে যায়,
তাতে দ্রাক্ষারস এবং চামড়ার থলি দুটোই নষ্ট হয়ে
যায়। নতুন দ্রাক্ষারসের জন্য নতুন থলিরই প্রয়োজন।"

কিছু ইহুদী যীশুর সমালোচনা করলেন

(মথি 12:1-8; লূক 6:1-5)

23কোন এক বিশ্রামবারে যীশু শস্য ক্ষেত্রের মধ্য
দিয়ে যাচ্ছিলেন; আর তাঁর শিষ্যেরা যেতে যেতে শস্যের
শীষ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিলেন। 24এতে ফরীশীরা তাঁকে
বলল, "দেখ, বিশ্রামবারে তোমার শিষ্যেরা এমন কাজ
কেন করছে, যা করা উচিত নয়?"

25তিনি তাদের বললেন, "দায়ূদ ও তাঁর সঙ্গীরা
খাবারের অভাবে ক্ষুধার্ত হয়ে কি করেছিলেন তোমরা
কি পড় নি? 26অবিয়াথর যখন প্রধান যাজক ছিলেন
সেই সময় দায়ূদ কেমন করে ঈশ্বরের গৃহে গিয়ে যে
রুটি যাজক ছাড়া অন্য আর কারো খাওয়া বিধিসম্মত
ছিল না, তা নিজে খেয়েছিলেন ও তাঁর সঙ্গীদের
খাইয়েছিলেন?"

27যীশু তাদের আরো বললেন, "মানুষের জন্যই
বিশ্রামবারের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু বিশ্রামবারের জন্য মানুষ
সৃষ্ট হয় নি। 28তাই মানবপুত্র* বিশ্রামবারেরও প্রভু।"

এক পঙ্গু লোকের আরোগ্যলাভ

(মথি 12:9-14; লূক 6:6-11)

3 আবার তিনি সমাজগৃহে গেলেন। সেখানে একটা
লোক ছিল, যার একটা হাত পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল।
2তিনি লোকটিকে সুস্থ করেন কি না, তা দেখার জন্য
কিছু লোক তাঁর দিকে নজর রাখল, যাতে তাঁর দোষ
ধরতে পারে। 3যীশু সেই লোকটিকে, যার হাত পঙ্গু
হয়ে গেছে তাকে বললেন, "সকলের সামনে এসে
দাঁড়াও।"

4পরে তিনি তাদের বললেন, "বিশ্রামবারে লোকের
উপকার করা, না ক্ষতি করা, কোন্‌টি বিধিসম্মত? জীবন
রক্ষা করা, না জীবন নষ্ট করা, কোন্‌টি বিধিসম্মত?"
কিন্তু তারা চুপ করে থাকল।

5তখন তিনি ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাদের চারদিকে তাকালেন
এবং তাদের কঠিন মনের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে সেই
লোকটিকে বললেন, "তোমার হাত বাড়াও।" সে তার
হাত বাড়িয়ে দিলে তার হাত ভাল হয়ে গেল। 6ফরীশীরা
বেরিয়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হেরোদীয়দের সাথে যীশুর
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগল, যে কেমন করে তাঁকে
হত্যা করতে পারে।

বহু মানুষ যীশুর অনুগামী হলেন

7যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে গালীল হ্রদের দিকে
গেলেন। গালীল, যিহূদিয়া, জেরুশালেম, ইদোম এমন
কি যর্দন নদীর অপর পারে সোর ও সীদোনের থেকে
বহুলোক তাঁদের পিছনে পিছনে এল। 8তিনি যে সমস্ত
অলৌকিক কাজ করেছিলেন তা শুনে এই বিশাল জনতা
তাঁর কাছে এসেছিল। 9যাতে ভীড়ের চাপ তাঁর উপরে
না পড়ে, তাই তিনি শিষ্যদের তাঁর জন্য একটা ছোট
নৌকা প্রস্তুত রাখতে বললেন। 10তিনি বহুলোককে সুস্থ
করেছিলেন, তাই সমস্ত রোগী তাঁকে স্পর্শ করার জন্য
ঠেলাঠেলি করছিল। 11অশুচি আত্মায় পাওয়া রোগীরা
তাঁকে দেখতে পেলেই তাঁর পায়ের সামনে পড়ে চেঁচিয়ে
বলত, "আপনি ঈশ্বরের পুত্র।" 12কিন্তু তিনি তাদের
কঠোরভাবে তিরস্কার করতেন যাতে তারা তাঁর পরিচয়
না দেয়।

যীশু বারোজন প্রেরিতকে মনোনীত করলেন

(মথি 10:1-4; লূক 6:12-16)

13তারপর তিনি পাহাড়ের উপরে উঠে নিজের
ইচ্ছামতো কিছু লোককে কাছে ডাকলে তাঁরা তাঁর কাছে
এলেন। 14আর তিনি বারোজনকে প্রেরিত পদে নিয়োগ
করলেন যেন তাঁরা তাঁর সাথে সাথে থাকে, এবং বাক্য
প্রচারের জন্য যেন তিনি তাঁদের পাঠাতে পারেন।
15তাঁদের তিনি ভূত ছাড়াবার ক্ষমতাও দিলেন। 16তিনি
যে বারোজনকে মনোনীত করেন তাঁদের নাম– শিমোন
যাকে তিনি নাম দিলেন পিতর; 17যাকোব, যিনি
সিবদিয়ের ছেলে এবং যাকোবের ভাই যোহন; যাদের
তিনি নাম দিয়েছিলেন বোনেরগশ যার অর্থ "মেঘধ্বনির
পুত্র"; 18আন্দ্রিয়, ফিলিপ, বর্থলময়, মথি, থোমা,
আল্‌ফেয়ের ছেলে যাকোব, থদ্দেয়, দেশ-ভক্ত* দলের
শিমোন 19এবং যিহূদা ঈষ্করিয়োতীয়, যে যীশুকে শত্রুর
হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল।

যোহন বাপ্তিস্মদাতা যোহন যিনি যীশুর আগমনের বিষয়ে ইহুদীদের কাছে প্রচার করেছিলেন। মার্ক 1:4-8

মানবপুত্র যীশু, দানিয়েল 7:13-14 খ্রীষ্টের আরেক নাম, যাকে ঈশ্বর তার লোকেদের উদ্ধার করার জন্য মনোনীত করেছিলেন।

দেশ-ভক্ত দেশ-ভক্তেরা ছিল ইহুদীদের একটি রাজনৈতিক দল।

কেউ কেউ বলল যীশুর মধ্যে দিয়াবল আছে

(মথি 12: 22-32; লূক 11:14-23; 12:10)

20তিনি ঘরে ফিরে এলে সেখানে আবার এত লোকের
ভীড় হল, যে তাঁরা খেতেও সময় পেলেন না। 21যীশুর
বাড়ির লোকেরা এইসব বিষয় জানতে পেরে তাঁকে
বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য এলেন, কারণ লোকেরা বলছিল
যে সে পাগল হয়ে গেছে।

22জেরুশালেম থেকে যে ব্যবস্থার শিক্ষকরা
এসেছিলেন তাঁরা বললেন, "যীশুকে বেল্‌সবূবে পেয়েছে,
ভূতদের রাজার সাহায্যে যীশু ভূত ছাড়ায়।"

23তখন তিনি তাদেরকে কাছে ডেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে
বলতে শুরু করলেন, "কেমন করে শয়তান নিজে
শয়তানকে ছাড়াতে পারে? 24কোন রাজ্য যদি নিজের
বিপক্ষে নিজে ভাগ হয়ে যায়, তবে সেই রাজ্য টিকতে
পারে না। 25আবার কোন পরিবারে যদি পারিবারিক
কলহ শুরু হয়, তবে সেই পরিবার এক থাকতে পারে
না। 26আবার শয়তান যদি নিজের বিরুদ্ধেই নিজে দাঁড়ায়,
তবে সেও টিকতে পারে না, তার শেষ হবেই। 27কেউই
একজন শক্তিশালী মানুষের বাড়িতে ঢুকে তার দ্রব্য
লুঠ করতে পারে না, যদি না সে সেই শক্তিশালী
লোকটিকে আগে বাঁধে। আর বাঁধার পরই সে তার ঘর
লুঠ করতে পারবে। 28আমি তোমাদের সত্যি বলছি,
মানুষ যে সমস্ত পাপ এবং ঈশ্বরের নিন্দা করে সেই
সমস্ত পাপের ক্ষমা হতে পারে; 29কিন্তু যদি কেউ
পবিত্র আত্মার নিন্দা করে তবে তার ক্ষমা নেই, তার
পাপ চিরস্থায়ী।"

30তিনি এইসব কথা ব্যবস্থার শিক্ষকদের বললেন
কারণ তারা বলেছিল, তাঁকে অশুচি আত্মায় পেয়েছে।

যীশুর অনুগামীরাই তাঁর যথার্থ পরিবার

(মথি 12:46-50; লূক 8:19-21)

31সেই সময় তাঁর মা ও ভাইয়েরা তাঁর কাছে এলেন
এবং বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁরা যীশুকে লোক মারফৎ ডেকে
পাঠালেন। 32তখন তাঁর চারদিকে ভীড় করে যে লোকেরা
বসেছিল, তারা তাঁকে বলল, "দেখুন, আপনার মা,
ভাই ও বোনেরা আপনার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছেন।"

33তার উত্তরে তিনি তাদের বললেন, "কে আমার
মা? আমার ভাইয়েরা বা কারা?" 34যারা তাঁকে ঘিরে
বসেছিল তাদের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "এরাই
আমার মা ও ভাই! 35যে কেউ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন
করে, সেই আমার মা, ভাই ও বোন।"

একজন চাষীর বীজ বোনার কাহিনী

(মথি 13:1-9; লূক 8:4-8)

4 পরে আবার তিনি হ্রদের ধারে লোকদের কাছে
শিক্ষা দিতে লাগলেন। তাতে এত লোক তাঁর কাছে
জড় হোল যে, তিনি একটা নৌকায় উঠে বসলেন আর
হ্রদের পাড়ে সমস্ত লোকেরা এসে ভীড় করল। 2তখন
দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে শিক্ষা দিতে
লাগলেন, বললেন, 3"শোন! এক চাষী বীজ বুনতে
গেল। 4বোনার সময় কতকগুলো বীজ পথের পাশে
পড়ল, তাতে পাখিরা এসে তা খেয়ে ফেলল। 5আবার
কতকগুলো বীজ পাথুরে জমিতে পড়ল, সেখানে বেশী
মাটি ছিল না। বেশী মাটি না থাকাতে খুব তাড়াতাড়ি
বীজ থেকে অঙ্কুর বের হল; 6কিন্তু সূর্য ওঠার সাথে
সাথে অঙ্কুরগুলো শুকিয়ে গেল, কারণ এর শেকড় গভীরে
ছিল না। 7কতকগুলো বীজ কাঁটাবনের মধ্যে গিয়ে পড়ল,
কাঁটাবন বেড়ে গিয়ে চারাগাছগুলোকে বাড়তে দিল না,
ফলে সে গাছে কোন ফল হল না। 8কতকগুলো বীজ
ভাল জমিতে পড়ল, এবং তার থেকে অঙ্কুর বের হল,
আর তা বেড়ে ফল দিল। যা বোনা হয়েছিল তার ত্রিশ
গুণ, ষাট গুণ ও একশো গুণ ফল দিল।"

9তিনি তাদের বললেন, "যার শোনার মত কান আছে
সে শুনুক।"

যীশু কেন দৃষ্টান্তমূলক কাহিনীর ব্যবহার করতেন

(মথি 13:10-17; লূক 8:9-10)

10পরে যখন তিনি একা ছিলেন, তাঁর শিষ্যেরা সেই
বারোজন প্রেরিতের সাথে তাঁকে তাঁর দৃষ্টান্তের অর্থ
জিজ্ঞাসা করলেন।

11তখন তিনি তাঁদের বললেন, "ঈশ্বরের রাজ্যের
নিগূঢ়তত্ত্ব তোমাদের বলা হয়েছে; কিন্তু যারা ঈশ্বরের
রাজ্যের বাইরের লোক তাদের কাছে সব কিছুই দৃষ্টান্তের
মাধ্যমে বলা হচ্ছে। 12যাতে,

'তারা দেখবে কিন্তু উপলব্ধি করতে পারবে না।
তারা শুনবে অথচ বুঝবে না, পাছে তারা ফিরে আসে
ও তাদের ক্ষমা করা যায়।"' *যিশাইয় 6:9-10*

যীশু বীজ বোনার দৃষ্টান্ত ব্যাখ্যা করলেন

(মথি 13:18-23; লূক 8:11-15)

13তিনি তাদের বললেন, "তোমরা কি এই দৃষ্টান্তের
অর্থ বুঝতে পার না? তবে কেমন করে অন্য সব দৃষ্টান্ত
বুঝবে? 14সেই চাষী হোল সেই লোক, যে ঈশ্বরের শিক্ষা
মানুষের কাছে নিয়ে যায়। 15কিছু লোক সেই পথের
পাশে পড়া বীজের মত, যাদের মধ্যে ঈশ্বরের শিক্ষা
বোনা যায়; আর তারা শোনার সঙ্গে সঙ্গে শয়তান
এসে তাদের মন থেকে যে শিক্ষা বোনা হয়েছিল তা
নিয়ে যায়। 16কিছু লোক সেই পাথুরে জমিতে পড়া
বীজের মত, যারা শিক্ষা শোনার সাথে সাথে তা আনন্দে
গ্রহণ করে; 17কিন্তু তাদের হৃদয়ের গভীরে মূল যায়
না, তারা অল্প সময় স্থির থাকে। সেই শিক্ষা গ্রহণের
জন্য যেই তাদের উপর কষ্ট অথবা তাড়না আসে,
অমনি তারা সেই পথ ছেড়ে দেয়। 18কিছু লোক সেই
কাঁটাঝোপে বোনা বীজের মত যারা শিক্ষা শোনে; 19কিন্তু
সংসারের চিন্তা, অর্থের মায়া ও অন্যান্য বিষয়ের
অভিলাষ মনের ভেতর গিয়ে ঐ বাক্য চেপে রাখে,
আর তাই তাতে কোন ফল হয় না। 20আর কিছু লোক
সেই উর্বর জমিতে পড়া বীজের মত, যারা সেই বাক্য
সকল শুনে গ্রহণ করে এবং কেউ ত্রিশ গুণ, কেউ ষাট
গুণ ও কেউ শত গুণ ফল উৎপন্ন করে।"

তোমাদের যা আছে তা অবশ্যই ব্যবহার কোর

(লূক 8:16-18)

21তিনি তাদেরকে আরো বললেন, "প্রদীপ জ্বেলে
কি কেউ ধামা চাপা দিয়ে বা খাটের নীচে রাখে?
বাতিদানের উপরে রাখবার জন্য কি তা জ্বালে না?
22কারণ এমন গোপন কিছুই নেই যা প্রকাশ করা যাবে
না, এমন লুকনো কিছু নেই যা প্রকাশ হবে না। 23যদি
তোমাদের কান থাকে তবে শোন!

24"তারপর তিনি তাদের বললেন, তোমরা যা শুনছ
সেই বিষয়ে মনোযোগ দাও। যে দাড়িপাল্লায় তুমি মাপবে
সেই দাড়িপাল্লায় তোমাদের জন্যও মেপে দেওয়া হবে,
এমনকি আরো বেশী দেওয়া হবে। 25কারণ যার আছে
তাকে আরো দেওয়া হবে; আর যার নেই, তার যা
আছে তাও তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে।"

যীশু বীজের দৃষ্টান্তমূলক কাহিনী ব্যবহার করলেন

26তিনি আরো বললেন, "ঈশ্বরের রাজ্য এইরকম,
একজন লোক জমিতে বীজ ছড়াল। 27পরে সে দিন
রাত ঘুমিয়ে জেগে উঠল; ইতিমধ্যে ঐ বীজ থেকে
অঙ্কুর হল ও বাড়তে লাগল; কেমন করে বাড়ছে সে
তা জানল না। 28জমিতে নিজে থেকে চারা গাছ বড়
হতে লাগল। প্রথমে অঙ্কুর, তারপর শীষ এবং শীষের
মধ্যে সম্পূর্ণ শস্য দানা হল। 29সেই ফসল পাকলে
পরে সে সাথে সাথে কাস্তে লাগাল কারণ ফসল কাটার
সময় হয়েছে।"

ঈশ্বরের রাজ্য সরষে দানার মতো

(মথি 13:31-32; 34-35; লূক 13:18-19)

30যীশু বললেন, "আমরা কিসের সাথে ঈশ্বরের
রাজ্যের তুলনা করব? কোন দৃষ্টান্তের সাহায্যেই বা তা
বোঝাব? 31এটা হল সরষে দানার মতো, সেই বীজ
মাটিতে বোনার সময় মাটির সমস্ত বীজের মধ্যে সবচেয়ে
ছোট; 32কিন্তু রোপণ করা হলে তা বাড়তে বাড়তে
সমস্ত চারাগাছের থেকে বড় হয়ে ওঠে এবং তাতে লম্বা
লম্বা ডালপালা গজায় যাতে পাখিরা তার ছায়ার নীচে
বাসা বাঁধতে পারে।"

33এইরকম আরও অনেক দৃষ্টান্তের সাহায্যে তিনি
তাদের কাছে শিক্ষা দিতেন; তিনি তাদের বোঝবার
ক্ষমতা অনুসারে শিক্ষা দিতেন, 34দৃষ্টান্ত ছাড়া তাদের
কিছুই বলতেন না। কিন্তু শিষ্যদের সঙ্গে একা থাকার
সময়, তিনি তাদের সমস্ত কিছু বুঝিয়ে বলতেন।

যীশু ঝড় থামালেন

(মথি 8:23-27; লূক 8:22-25)

35ঐদিন সন্ধ্যে হলে তিনি শিষ্যদের বললেন, "চল,
আমরা হ্রদের ওপারে যাই।" 36তখন তারা লোকেদের
বিদায় দিয়ে, তিনি নৌকায় যে অবস্থায় বসেছিলেন,
তেমনিভাবেই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন, সেখানে আরও
নৌকা তাদের সঙ্গে ছিল। 37দেখতে দেখতে প্রচণ্ড ঝড়
উঠল, এবং ঢেউগুলো নৌকায় এমন আছড়ে পড়তে
লাগল যে নৌকা জলে ভরে উঠতে লাগল। 38সেই
সময় যীশু নৌকার পিছন দিকে বালিশে মাথা দিয়ে
ঘুমোচ্ছিলেন। তারা তাঁকে জাগিয়ে বললেন, "গুরু,
আপনার কি চিন্তা হচ্ছে না যে, আমরা সকলে ডুবতে
বসেছি?"

39তখন তিনি জেগে উঠে ঝড়কে ধমক দিলেন ও
সমুদ্রকে বললেন, "থাম! শান্ত হও!" সঙ্গে সঙ্গে ঝড়
থেমে গেল, আর সবকিছু শান্ত হোল।

40তখন তিনি তাদের বললেন, "তোমরা এত ভীতু
কেন? তোমাদের কি এখনও বিশ্বাস হয় নি?"

41কিন্তু শিষ্যরা আরও ভয় পেয়ে পরস্পরের মধ্যে
বলাবলি করতে লাগলেন, "ইনি তবে কে? এমন কি
ঝড় এবং সমুদ্রও এঁর কথা শোনে!"

যীশু একজন অশুচি আত্মায় পাওয়া লোককে সুস্থ করলেন

(মথি 8:28-34; লূক 8:26-39)

5 এরপর যীশু এবং তাঁর শিষ্যরা হ্রদের ওপারে
গেরাসেনীদের দেশে এলেন। 2তিনি নৌকা থেকে
নামার সাথে সাথে একটি লোক কবরস্থান থেকে তাঁর
সামনে এল, তাকে অশুচি আত্মায় পেয়েছিল। 3সে
কবরস্থানে বাস করত, কেউ তাকে শেকল দিয়েও বেঁধে
রাখতে পারত না। 4লোকে বারবার তাকে বেড়ী ও
শেকল দিয়ে বাঁধত; কিন্তু সে শেকল ছিঁড়ে ফেলত
এবং বেড়ী ভেঙ্গে টুকরো করত, কেউ তাকে বশ করতে
পারত না। 5সে রাত দিন সব সময় কবরখানা ও পাহাড়ি
জায়গায় থাকত এবং চিৎকার করে লোকদের ভয় দেখাত
এবং ধারালো পাথর দিয়ে নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করত।

6সে দূর থেকে যীশুকে দেখে ছুটে এসে প্রণাম
করল। 7-8আর খুব জোরে চেঁচিয়ে বলল, "হে ঈশ্বরের
সবচেয়ে মহান পুত্র যীশু, আপনি আমায় নিয়ে কি
করতে চান? আমি আপনাকে ঈশ্বরের দিব্যি দিচ্ছি,
আমাকে যন্ত্রণা দেবেন না!" কারণ তিনি তাকে
বলেছিলেন, "ওহে অশুচি আত্মা, এই লোকটি থেকে
বেরিয়ে যাও।"

9তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কি?"

সে তাঁকে বলল, "আমার নাম বাহিনী, কারণ আমরা
অনেকগুলো আছি।" 10তখন সে যীশুর কাছে মিনতি
করতে লাগল, যেন তিনি তাদেরকে সেই অঞ্চল থেকে
তাড়িয়ে না দেন।

11সেখানে পর্বতের পাশে একদল শুয়োর চরছিল,
12আর তারা (অশুচি আত্মারা) যীশুকে অনুনয় করে
বলল, "আমাদের ওই শুয়োরের পালের মধ্যে ঢুকতে
হুকুম দিন।" 13তিনি তাদেরকে অনুমতি দিলে সেই
অশুচি আত্মারা বের হয়ে শুয়োরদের মধ্যে ঢুকে পড়ল।
তাতে সেই শুয়োরের পাল, কমবেশী দু'হাজার শুয়োর,
দৌড়ে ঢালু পাড় দিয়ে হ্রদে গিয়ে পড়ল এবং ডুবে
মরল।

14তখন যারা শুয়োরগুলোকে চরাচ্ছিল তারা পালিয়ে
গেল, এবং শহরে ও খামার বাড়িগুলিতে গিয়ে খবর

দিল। তখন কি হয়েছে তা দেখার জন্য লোকেরা এল।
15তারা যীশুর কাছে এসে দেখল, সেই অশুচি আত্মায়
পাওয়া লোকটি, যাকে ভূতে পেয়েছিল, সে কাপড়
পরে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় বসে আছে। তাতে তারা ভয়
পেল, 16আর যারা ঐ অশুচি আত্মায় পাওয়া লোকটির
ও শুয়োরের পালের ঘটনা দেখেছিল তারা সমস্ত ঘটনা
যা ঘটেছিল তা বলল। 17তখন তারা যীশুকে অনুনয়
করে তাদের অঞ্চল ছেড়ে চলে যেতে বলল।

18পরে তিনি নৌকায় উঠছেন, এমন সময় যে
লোকটিকে ভূতে পেয়েছিল, সে তাঁকে অনুনয় করে
বলল, যেন সে তাঁর সঙ্গে থাকতে পারে।

19কিন্তু যীশু তাকে অনুমতি দিলেন না, বরং বললেন,
"তুমি তোমার পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে ফিরে
যাও আর ঈশ্বর তোমার জন্য যা যা করেছেন ও তোমার
প্রতি যে দয়া দেখিয়েছেন তা তাদের বুঝিয়ে বল।"
20তখন সে চলে গেল এবং প্রভু তার জন্য যা যা
করেছেন, তা দিকাপলি অঞ্চলে প্রচার করতে লাগল,
তাতে সকলে অবাক হয়ে গেল।

মৃত বালিকার জীবন লাভ ও অসুস্থ স্ত্রীলোকের আরোগ্য লাভ

(মথি 9:18-26; লূক 8:40-56)

21পরে যীশু নৌকায় আবার হ্রদ পার হয়ে অন্য
পাড়ে এলে অনেক লোক তাঁর কাছে ভীড় করল। তিনি
হ্রদের তীরেই ছিলেন; 22আর সমাজগৃহের নেতাদের
মধ্যে যায়ীর নামে এক ব্যক্তি এসে তাঁকে দেখে তাঁর
পায়ে পড়লেন 23এবং অনেক অনুনয় করে তাঁকে বললেন,
"আমার মেয়ে মর মর, আপনি এসে মেয়েটির উপর
হাত রাখুন যাতে সে সুস্থ হয় ও বাঁচে।"

24তখন তিনি তার সঙ্গে গেলেন। বহুলোক তাঁর
পেছন পেছন চলল; আর তাঁর চারদিকে ধাক্কা-ধাক্কি
করতে লাগল।

25একটি স্ত্রীলোক বারো বছর ধরে রক্তস্রাব রোগে
ভুগছিল। 26অনেক চিকিৎসকের সাহায্য নিয়ে এবং সর্বস্ব
ব্যয় করেও এতটুকু ভাল না হয়ে বরং আরো অসুস্থ
হয়ে পড়েছিল। 27সে যীশুর বিষয় শুনে ভীড়ের মধ্যে
তাঁর পিছন দিকে এসে তাঁর পোশাক স্পর্শ করল। 28সে
মনে মনে ভেবেছিল, "যদি কেবল তাঁর পোশাক ছুঁতে
পারি, তবেই আমি সুস্থ হব।" 29আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর
রক্তস্রাব বন্ধ হোল এবং সে তার শরীরে অনুভব করল
যে সেই রোগ থেকে সুস্থ হয়েছে। 30যীশু সঙ্গে সঙ্গে
বুঝতে পারলেন যে তাঁর মধ্য থেকে শক্তি বের হয়েছে।
তাই ভীড়ের মধ্যে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "কে আমার
পোশাক স্পর্শ করেছে?"

31তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, "আপনি দেখছেন,
লোকেরা আপনার ওপরে ধাক্কা-ধাক্কি করে পড়ছে, তবু
বলছেন, 'কে আমাকে স্পর্শ করল?"'

32কিন্তু যে এই কাজ করেছে, তাকে দেখবার জন্য
তিনি চারদিকে দেখতে লাগলেন। 33তখন সেই স্ত্রীলোকটি
ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তার প্রতি কি করা হয়েছে তা
জানাতে তাঁর পায়ে পড়ল এবং সমস্ত সত্যি কথা
তাঁকে বলল। 34তখন যীশু তাকে বললেন, "তোমার
বিশ্বাস তোমাকে ভাল করেছে, শান্তিতে চলে যাও ও
তোমার রোগ থেকে সুস্থ থাক।"

35তিনি এই কথা বলছেন, সেইসময় সমাজগৃহের
নেতা যায়ীরের বাড়ি থেকে লোক এসে বলল, "আপনার
মেয়ে মারা গেছে, গুরুকে আর কষ্ট দেবার কোন কারণ
নেই।"

36কিন্তু যীশু তাদের কথায় কান না দিয়ে যায়ীরকে
বললেন, "ভয় কোর না, কেবল বিশ্বাস করো।"

37আর তিনি পিতর, যাকোব ও যাকোবের ভাই
যোহনকে ছাড়া আর কাউকে নিজের সঙ্গে যেতে দিলেন
না। 38পরে তাঁরা সমাজগৃহের নেতার বাড়িতে এসে
দেখলেন সেখানে গোলমাল হচ্ছে, কেউ কেউ শোকে
চিৎকার করে কাঁদছে ও বিলাপ করছে। 39তিনি ভিতরে
গিয়ে তাদের বললেন, "তোমরা গোলমাল করছ ও
কাঁদছ কেন? মেয়েটি তো মরে নি, সে ঘুমিয়ে আছে।"
40এতে তারা তাঁকে উপহাস করল। কিন্তু তিনি সকলকে
বার করে দিয়ে, মেয়েটির বাবা, মা ও নিজের শিষ্যদের
নিয়ে যেখানে মেয়েটি ছিল সেখানে গেলেন। 41আর
মেয়েটির হাত ধরে বললেন, "টালিথা কুমী!" যার অর্থ
"খুকুমণি, আমি তোমাকে বলছি ওঠ!" 42মেয়েটি সঙ্গে
সঙ্গে উঠে হেঁটে বেড়াতে লাগল। তার বয়স তখন
বারো বছর ছিল। তাই দেখে তারা সকলে খুব আশ্চর্য
হয়ে গেল। 43পরে তিনি তাদের এই দৃঢ় আদেশ দিলেন
যাতে কেউ এটা জানতে না পারে; আর মেয়েটিকে
কিছু খেতে দিতে বললেন।

যীশু নিজের শহরে গেলেন

(মথি 13:53-58; লূক 4:16-30)

6পরে যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে সেখান থেকে নিজের
শহরে চলে এলেন। 2এরপর তিনি বিশ্রামবারে
সমাজ-গৃহে শিক্ষা দিতে লাগলেন; আর সমস্ত লোক
তাঁর শিক্ষা শুনে আশ্চর্য হল। তারা বলল, "এ কোথা
থেকে এ সমস্ত বিজ্ঞতা অর্জন করল? এ কি করে এমন
বিজ্ঞতার সঙ্গে কথা বলে? কি করেই বা এই সব
অলৌকিক কাজ করে? 3এ তো সেই ছুতোর মিস্ত্রি,
এবং মরিয়মের ছেলে; যাকোব, যোসি, যিহূদা ও
শিমোনের ভাই; তাই নয় কি? আর এর বোনেরা কি
আমাদের মধ্যে নেই?" এইসব চিন্তা তাদের মাথায়
আসায় তারা তাঁকে গ্রহণ করতে পারল না।

4তখন যীশু তাদের বললেন, "নিজের শহর ও নিজের
আত্মীয় স্বজন এবং পরিজনদের মধ্যে ভাববাদী
সম্মানিত হন না।" 5তিনি সেখানে কোন অলৌকিক
কাজ করতে পারলেন না; শুধু কয়েকজন রোগীর উপর
হাত রেখে তাদের সুস্থ করলেন। 6তারা যে তাঁর ওপর
বিশ্বাস করল না, এতে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এর
পরে তিনি চারদিকে গ্রামে গ্রামে ঘুরে শিক্ষা দিলেন।
7পরে তিনি সেই বারোজনকে ডেকে দু'জন দু'জন করে
তাঁদের পাঠাতে শুরু করলেন, এবং তাঁদের অশুচি

আত্মার উপরে ক্ষমতা দান করলেন। 8তিনি তাঁদের আদেশ দিলেন যেন তাঁরা পথে চলবার জন্য একটা লাঠি ছাড়া আর কিছু সঙ্গে না নেয় এবং রুটি, থলে এমনকি কোমরবন্ধনীতে কোন টাকাপয়সা নিতেও বারণ করলেন। 9তবে বললেন, পায়ে জুতো পরবে কিন্তু কোন বাড়তি জামা নেবে না। 10তিনি আরও বললেন, তোমরা যে কোন শহরে যে বাড়িতে ঢুকবে, সেই শহর না ছাড়া পর্যন্ত সেই বাড়িতে থেকো। 11যদি কোন শহরের লোকে তোমাদের গ্রহণ না করে বা তোমাদের কথা না শোনে তবে সেখান থেকে চলে যাবার সময় তাদের উদ্দেশ্যে সাক্ষ্যের জন্য নিজের নিজের পায়ের ধূলো সেখানে ঝেড়ে ফেলো।

12পরে তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়লেন, প্রচার করতে আরম্ভ করলেন এবং লোকদের মনফিরাতে বললেন। 13তাঁরা অনেক ভূত ছাড়ালেন ও অনেক লোককে তেল মাখিয়ে সুস্থ করলেন।

হেরোদ ভাবলেন যীশুই যোহন

(মথি 14:1-12; লূক 9:7-9)

14যীশুর সুনাম চারদিকে এমন ছড়িয়ে পড়েছিল, যে রাজা হেরোদও* সে কথা শুনতে পেলেন। কিছু লোক বলল, "বাপ্তিস্মদাতা যোহন বেঁচে উঠেছেন, আর সেইজন্যই তিনি এইসব অলৌকিক কাজ করছেন।"

15কিন্তু কেউ কেউ বলল, "তিনি এলিয়।"*

আবার কেউ কেউ বলল, "তিনি প্রাচীনকালের কোন ভাববাদীর মতোই একালের একজন ভাববাদী।"

16কিন্তু হেরোদ তাঁর কথা শুনে বললেন, "উনি সেই যোহন, যাঁর মাথা কেটে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলাম; তিনিই আবার বেঁচে উঠেছেন।"

বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মৃত্যু

17হেরোদ নিজের ভাই ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়াকে বিয়ে করেছিলেন, সেই জন্য নিজের লোক পাঠিয়ে যোহনকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে রেখেছিলেন। 18কারণ যোহন হেরোদকে বলেছিলেন, "ভাইয়ের স্ত্রীকে নিজের কাছে রাখা ঠিক নয়।" 19হেরোদিয়া রাগে যোহনকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, কিন্তু পারে নি। 20কারণ হেরোদ যোহনকে ধার্মিক এবং পবিত্র লোক জেনে ভয় করতেন, সেইজন্যে তিনি তাঁকে রক্ষা করতেন। তাঁর কথা শুনে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হতেন তবুও তাঁর কথা শুনতে ভালবাসতেন।

21শেষ পর্যন্ত হেরোদিয়া যা চেয়েছিলেন সেই সুযোগ এসে গেল। হেরোদ তাঁর জন্মদিনে প্রাসাদের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ ও গালীলের গণ্যমান্য নাগরিকদের জন্য নৈশভোজের আয়োজন করলেন; 22আর হেরোদিয়ার মেয়ে এসে রাজা ও নিমন্ত্রিত অতিথিদের নাচ দেখিয়ে মুগ্ধ করল।

রাজা সেই মেয়েকে বললেন, "আমাকে বল তুমি কি চাও? তুমি যা চাইবে তা-ই দেব।" 23তিনি শপথ করে আরো বললেন, "আমার কাছে যা চাইবে আমি তাই দেব, এমনকি অর্ধেক রাজ্যও দেব।"

24তাতে সে বেরিয়ে গিয়ে তার মাকে জিজ্ঞাসা করল, "আমি কি চাইব?"

সে বলল, "বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মাথা।"

25মেয়েটি তাড়াতাড়ি রাজার কাছে ফিরে গেল এবং বলল, "আমার ইচ্ছা যে, আপনি বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মাথাটি এনে এখনই থালায় করে আমাকে দিন।"

26তাতে রাজা হেরোদ দুঃখ পেলেন; কিন্তু নিজের শপথের জন্য এবং ভোজসভার অতিথিদের জন্য তিনি মেয়েকে ফেরাতে চাইলেন না। 27তাই রাজা সঙ্গে সঙ্গে একজন সেনাকে যোহনের মাথা কেটে নিয়ে আসতে পাঠালেন। সে কারাগারে গিয়ে তাঁর শিরশ্ছেদ করল, 28এবং থালায় করে মাথাটি নিয়ে মেয়েটিকে দিল, মেয়েটি তা তার মাকে দিল। 29এই সংবাদ শুনে যোহনের শিষ্যরা এসে, তাঁর দেহটিকে নিয়ে গিয়ে কবর দিলেন।

যীশু পাঁচ হাজারের বেশী লোককে খাওয়ালেন

(মথি 14:13-21; লূক 9:10-17; যোহন 6:1-14)

30এরপর যে প্রেরিতদের যীশু প্রচার করতে পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা যীশুর কাছে ফিরে এসে যা কিছু করেছিলেন ও যা কিছু শিক্ষা দিয়েছিলেন সে সব কথা তাঁকে জানালেন। 31তখন তিনি তাঁদের বললেন, "তোমরা কোন নির্জন স্থানে গিয়ে একটু বিশ্রাম কর।" কারণ এত লোক যাতায়াত করছিল যে তাঁদের খাবার সময় হচ্ছিল না।

32তাই তাঁরা নৌকা করে কোন নির্জন স্থানে চললেন। 33কিন্তু লোকেরা তাঁদেরকে যেতে দেখল এবং অনেকে তাঁদের চিনতে পারল, তাই সমস্ত শহর থেকে লোকেরা বার হয়ে কিনারা ধরে দৌড়ে তাঁদের আগে সেখানে পৌঁছল। 34যীশু নৌকা থেকে বাইরে বেরিয়ে বহু লোককে দেখতে পেলেন, তাঁর প্রাণে তাদের জন্য খুবই দয়া হোল; কারণ তাদের পালকহীন মেষপালের মতো দেখাচ্ছিল। তখন তিনি তাদের অনেক বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন।

35সেই দিন বেলা প্রায় শেষ হয়ে এলে যীশুর শিষ্যরা এসে তাঁকে বললেন, "এটা নির্জন স্থান এবং সন্ধ্যাও ঘনিয়ে এল। 36এদেরকে বিদায় করুন; যাতে এরা আশপাশের গ্রামে গিয়ে খাবার কিনতে পারে।"

37কিন্তু যীশু তাঁদের বললেন, "তোমরাই ওদের খেতে দাও।"

তাঁরা যীশুকে বললেন, "এতো লোককে রুটি কিনে খাওয়াতে গেলে তো দুশো দীনার লাগবে!"

38তিনি তাঁদের বললেন, "তোমাদের কাছে কখানা রুটি আছে খুঁজে দেখ!"

হেরোদ হেরোদ আন্তিপস। মহান হেরোদ পুত্র, গালীল এবং পেরির শাসনকর্তা।

এলিয় যীশুর জন্মের 850 বছর পূর্বের এক ভাববাণী প্রচারক। যিনি মানুষের কাছে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে কথা বলেছিলেন।

39তাঁরা দেখে বললেন, "আমাদের কাছে পাঁচখানা
রুটি ও দুটো মাছ আছে।" তখন তিনি প্রত্যেককে সবুজ
ঘাসের উপরে বসিয়ে দিতে বললেন। 40তাঁরা শ' শ'
জন এবং পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন করে সারি সারি বসে
পড়ল। 41তখন তিনি সেই পাঁচটা রুটি ও দুটো মাছকে
নিয়ে স্বর্গের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে
রুটিগুলোকে টুকরো টুকরো করে শিষ্যদের হাতে দিয়ে
লোকদের দিতে বললেন। আর সেই দুটো মাছকেও
টুকরো টুকরো করে সকলকে ভাগ করে দিলেন। 42তারা
সকলে তৃপ্তির সঙ্গে খেল। 43আর যা পড়ে রইল সেই
সমস্ত টুকরো রুটি ও মাছে বারোটা টুকরী ভর্তি হয়ে
গেল। 44যত পুরুষ সেদিন খেয়েছিল, তারা সংখ্যায়
পাঁচ হাজার ছিল।

যীশু জলের ওপর দিয়ে হাঁটলেন

(মথি 14:22-33; যোহন 6:15-21)

45পরে তিনি তাঁর শিষ্যদের নৌকায় উঠে তাঁর আগে
ওপারে বৈৎসৈদাতে পৌঁছাতে বললেন, সেইসময় তিনি
লোকেদের বিদায় দিচ্ছিলেন। 46লোকেদের বিদায় করে
তিনি প্রার্থনা করবার জন্য পাহাড়ে চলে গেলেন।

47সন্ধ্যাকালে নৌকাটি হ্রদের মাঝখানে ছিল এবং
তিনি একা ডাঙ্গায় ছিলেন। 48তিনি দেখলেন যে শিষ্যরা
বাতাসের বিরুদ্ধে খুব কষ্টের সঙ্গে দাঁড় টেনে চলেছেন।
খুব ভোরবেলা প্রায় তিনটে ও ছটার মধ্যে তিনি হ্রদের
জলের উপর দিয়ে হেঁটে তাদের কাছে এলেন। তিনি
তাঁদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে চাইলেন; 49কিন্তু
হ্রদের উপর দিয়ে তাঁকে হাঁটতে দেখে তাঁরা ভাবলেন,
ভূত, আর এই ভেবে তাঁরা চেঁচিয়ে উঠলেন। 50কারণ
তাঁরা সকলেই তাঁকে দেখে ভয় পেয়েছিলেন; কিন্তু
যীশু সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বললেন, "সাহস করো! ভয়
করো না, এ তো আমি!" 51পরে তিনি তাদের নৌকায়
উঠলে ঝড় থেমে গেল। তাতে তাঁরা আশ্চর্য হয়ে গেলেন।
52কারণ এর আগে তাঁরা পাঁচটা রুটির ঘটনার অর্থ
বুঝতে পারেন নি, তাঁদের মন কঠিন হয়ে পড়েছিল।

53পরে তাঁরা হ্রদ পার হয়ে গিনেষরৎ প্রদেশে এসে
নৌকা বাঁধলেন। 54তিনি নৌকা থেকে নামলে লোকেরা
তাঁকে চিনে ফেলল। 55তারা ঐ এলাকার সমস্ত অঞ্চলে
চারদিকে দৌড়াদৌড়ি করে অসুস্থ লোকদের খাটিয়া
করে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে লাগল। 56গ্রামে, শহরে
বা পাড়ায় যেখানে তিনি যেতেন, সেখানে লোকেরা
অসুস্থ রোগীদেরকে এনে বাজারের মধ্যে জড়ো করত।
তারা মিনতি করত যেন শুধু যীশুর কাপড়ের ঝালর
স্পর্শ করতে পারে। আর যারা তাঁর কাপড় স্পর্শ করত
তারা সকলেই সুস্থ হয়ে যেত।

মানুষ নিয়ম তৈরী করে বলে ঈশ্বরের

(মথি 15:1-20)

7 কয়েকজন ফরীশী ও ব্যবস্থার শিক্ষক জেরুশালেম
থেকে যীশুর কাছে এলেন। 2তারা দেখলেন যে,
তাঁর কয়েকজন শিষ্য হাত না ধুয়ে খাবার খাচ্ছেন।
3ফরীশী সম্প্রদায়ের লোকেরা এবং সমস্ত ইহুদীরা প্রাচীন
রীতি অনুসারে ভাল করে হাত না ধুয়ে খাবার খেতো
না। 4আর বাজার থেকে কোন কিছু কিনলে তা
বিশেষভাবে না ধুয়ে খেতো না। আরও বহু প্রাচীন
রীতি-নীতি তারা মেনে চলত, যেমন পানপাত্র, কলসী
ও পিতলের নানা পাত্র ধোওয়া ইত্যাদি।

5সেই ফরীশীরা ও ব্যবস্থার শিক্ষকরা যীশুকে
জিজ্ঞাসা করল, "আপনার শিষ্যরা প্রাচীন রীতি-নীতি
অনুসারে চলে না, তারা হাত না ধুয়ে তাদের খাবার
খায়, এর কারণ কি?"

6যীশু তাদের বললেন, "ভণ্ডেরা, ভাববাদী যিশাইয়
তোমাদের বিষয়ে ঠিকই বলেছেন, যেমন লেখা আছে,

'এই লোকেরা মুখেই শুধু আমাকে সম্মান করে,
কিন্তু তাদের মন আমার থেকে অনেক দূরে থাকে।
7এরা অনর্থক আমার উপাসনা করে। কারণ এরা
মানুষের তৈরী রীতি-নীতি ঈশ্বরের আদেশ বলে
লোকদের শিক্ষা দেয়।' *যিশাইয় 29:13*

8তোমরা ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে মানুষের
প্রচলিত প্রথা পালন করে থাকো।"

9যীশু তাদের আরো বললেন, "তোমরা নিজেদের
ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্য খুব বুদ্ধি খাটিয়ে ঈশ্বরের
আদেশ অমান্য করছ। 10মোশি বলেছেন, 'তুমি নিজের
বাবা, মাকে সম্মান কর',* আর 'যে লোকটি বাবা
কিংবা মায়ের নিন্দা করবে তার মৃত্যুদণ্ড হবে।'* 11কিন্তু
তোমরা বল লোকটি যদি তার বাবা-মাকে বলে, 'আমি
যা কিছু দিয়ে তোমাদের উপকার করতে পারতাম, তা
ঈশ্বরকে উৎসর্গ করেছি,' 12তখন এমন লোককে তোমরা
বাবা বা মায়ের জন্য কিছুই করতে দাও না। 13ঈশ্বরের
বাক্য তোমাদের বংশানুক্রমে পালন করা ঐতিহ্য দ্বারা
তোমরা নিস্ফল কর।

14তিনি সমস্ত লোককে আবার তাঁর কাছে ডেকে
বললেন, "তোমরা সকলে আমার কথা শোন এবং বোঝ।
15মানুষের বাইরে এমন কিছু নেই যা ভেতরে গিয়ে
তাকে কলুষিত করতে পারে কিন্তু যা যা মানুষের
ভেতর থেকে বের হয় সেটাই মানুষকে কলুষিত করে।"
16*

17পরে তিনি লোকদের ছেড়ে বাড়িতে ঢুকলে, তাঁর
শিষ্যরা তাঁকে সেই দৃষ্টান্তটির অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন।
18তিনি তাঁদের বললেন, "তোমরাও কি অবোধ? তোমরা
কি বোঝ না, বাইরে থেকে যা কিছু মানুষের ভেতরে
যায় তা তাকে কলুষিত করতে পারে না। 19কারণ এটা
তার অন্তরে যেতে পারে না, পাকস্থলীতে যায় এবং
তারপর দেহের বাইরে গিয়ে পড়ে।" এই কথার মাধ্যমে
তিনি সমস্ত খাবারকেই শুদ্ধ বললেন।

'তুমি ... কর' যাত্রা 20:12; দ্বি বি 5:16

'যে ... হবে' যাত্রা 21:17

পদ 16 কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 16 যুক্ত করা হয়েছে:
"তোমাদের যাদের শোনার মতো কান আছে তারা শোন!"

20তিনি আরও বললেন, "মানুষের অন্তর থেকে যা
বের হয়, সেটাই মানুষকে কলুষিত করে। 21কারণ মানুষের
ভেতর অর্থাৎ মন থেকে বের হয় কুৎসিত চিন্তা, লালসা,
চুরি, খুন, 22যৌন পাপ, লোভ, দুষ্টামি, প্রতারণা,
অশ্লীলতা, ঈর্ষা, নিন্দা, অভিমান ও অহঙ্কার। 23এই
সমস্ত খারাপ বিষয় মানুষের ভেতর থেকে বের হয় ও
মানুষকে কলুষিত করে।"

যীশু একটি অইহুদী স্ত্রীলোককে সাহায্য করলেন

(মথি 15:21-28)

24পরে তিনি সেই স্থান ছেড়ে সোর অঞ্চলে গিয়ে
সেখানে একটা বাড়িতে ঢুকলেন; আর তিনি যে সেখানে
এসেছেন সেটা গোপন রাখতে চাইলেন; কিন্তু পারলেন
না। 25যীশুর আসার কথা শুনে একটি স্ত্রীলোক যার
মেয়ের ওপর অশুচি আত্মা ভর হয়েছিল, সে সঙ্গে
সঙ্গে এসে যীশুর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। 26স্ত্রীলোকটি
ছিল জাতিতে গ্রীক, সুরফৈনীকী। সে মিনতি করে যীশুকে
বলল যেন তিনি তার মেয়ের ভেতর থেকে ভূতকে
তাড়িয়ে দেন।

27তিনি স্ত্রীলোকটিকে বললেন, "প্রথমে ছেলেমেয়েরা
তৃপ্ত হোক্, কারণ ছেলেমেয়েদের খাবার নিয়ে কুকুরকে
খাওয়ানো ঠিক নয়।"

28তখন সেই স্ত্রীলোকটি বলল, "প্রভু এটা সত্য;
কিন্তু কুকুররাও তো খাবার টেবিলের নীচে ছেলেমেয়েদের
ফেলে দেওয়া খাবারের টুকরোগুলো খেতে পায়।"

29তখন তিনি তাকে বললেন, "তুমি ভালোই বলেছ
বাড়ি যাও, গিয়ে দেখ ভূত তোমার মেয়েকে ছেড়ে চলে
গেছে।"

30তখন সে বাড়ি গিয়ে দেখতে পেল, মেয়েটি
বিছানায় শুয়ে আছে, এবং ভূত তার মধ্য থেকে বেরিয়ে
গেছে।

এক বধিরের আরোগ্য লাভ

31পরে তিনি সোর থেকে সীদোন হয়ে দিকাপলি
অঞ্চলের ভেতর দিয়ে গালীল হ্রদের কাছে ফিরে এলেন।
32তখন কিছু লোক একটা বোবা কালাকে তাঁর কাছে
এনে তাঁকে তার উপর হাত রাখতে মিনতি করল।

33তিনি তাকে ভীড়ের মধ্যে থেকে এক পাশে এনে
তার দুই কানে নিজের আঙ্গুল দিলেন। তারপর থুথু
ফেলে তার জিভ ছুঁলেন। 34আর স্বর্গের দিকে তাকিয়ে
দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "ইপফাথা!" যার অর্থ
"খুলে যাক!" 35সঙ্গে সঙ্গে লোকটি কানে শুনতে পেল,
তার জিভের জড়তা কেটে গেল আর সে ভালভাবেই
কথা বলতে লাগল।

36পরে তিনি তাদের একথা আর কাউকে বলতে
নিষেধ করলেন; কিন্তু তিনি যতই বারণ করলেন ততই
তারা আরো বেশী করে বলতে লাগল। 37যীশুর এই
কাজ দেখে তারা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গিয়ে বলল,
"তিনি যা কিছু করেন তা অপূর্ব। তিনি কালাকে শোনার
শক্তি, বোবাকে কথা বলার শক্তি দেন।"

যীশু চার হাজারের বেশী লোককে খাওয়ালেন

(মথি 15:32-39)

8 সেই দিনগুলিতে আবার একবার অনেক লোকের
ভীড় হল। তাদের কাছে খাবার ছিল না, তাই তিনি
তাঁর শিষ্যদের ডেকে বললেন, 2"এই লোকদের জন্য
আমার মমতা হচ্ছে, কারণ এরা আজ তিনদিন ধরে
আমার কাছে রয়েছে, এদের কাছে কিছু খাবার নেই।
3যদি আমি এদেরকে ক্ষুধার্ত ও অভুক্ত অবস্থায় বাড়ি
পাঠাই, তবে এরা রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়বে; এদের
মধ্যে কেউ কেউ আবার বহু দূর থেকে এসেছে।"

4তাঁর শিষ্যেরা এর উত্তরে বললেন, "এই
জনমানবহীন জায়গায় আমরা কোথা থেকে এতগুলো
লোকের খাবার জোগাড় করব?"

5তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের কাছে
ক'খানা রুটি আছে?"

তারা বলল, "সাতখানা।"

6তখন তিনি লোকেদের মাটিতে বসতে আদেশ
দিলেন। পরে সেই সাতটা রুটি তুলে নিয়ে ঈশ্বরকে
ধন্যবাদ দিয়ে রুটিগুলোকে টুকরো টুকরো করে
পরিবেশনের জন্য শিষ্যদের হাতে তুলে দিলেন। তাঁরাও
লোকদের মধ্যে পরিবেশন করলেন। 7তাদের কাছে
কতগুলো ছোট মাছ ছিল; তিনি সেগুলোর জন্যও
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে শিষ্যদের বললেন, 'এগুলো
পরিবেশন করে দাও।' 8লোকেরা খেয়ে তৃপ্তি পেল।
অবশিষ্ট টুকরো দিয়ে তারা সাতটি ঝুড়ি ভর্তি করল।
9সেদিন প্রায় চার হাজার লোক খেয়েছিল। এরপর তিনি
তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন; 10আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি
শিষ্যদের নিয়ে নৌকা করে দল্‌মনুথা অঞ্চলে চলে
এলেন।

ফরীশীদের যীশুকে পরীক্ষার চেষ্টা

(মথি 16:1-4)

11পরে সেখানে ফরীশীরা এসে যীশুর সঙ্গে তর্ক
জুড়ে দিল। তাঁর কাছে আকাশ থেকে কোন অলৌকিক
চিহ্ন দেখতে চাইল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে পরীক্ষা
করা। 12তখন তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, "এই
যুগের লোকেরা কেন অলৌকিক চিহ্ন দেখতে চায়?
আমি তোমাদের সত্যি বলছি কোন অলৌকিক চিহ্ন এই
লোকদের দেখানো হবে না।" 13তখন তিনি তাদের
ছেড়ে নৌকা করে হ্রদের অপর পারে গেলেন।

ইহুদী নেতাদের সম্পর্কে যীশুর সতর্কবাণী

(মথি 16:5-12)

14কিন্তু শিষ্যেরা রুটি আনতে ভুলে গিয়েছিলেন;
নৌকায় তাদের কাছে কেবল একখানা রুটি ছাড়া আর
কোন রুটি ছিল না। 15তখন তিনি তাদের সতর্ক করে
দিয়ে বললেন, "সাবধান! তোমরা হেরোদ এবং
ফরীশীদের খামিরের বিষয়ে সাবধান থেকো।"

16তখন তাঁরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে
লাগলেন, "আমাদের কাছে রুটি নেই।"

17তাঁরা যা বলছেন, তা বুঝতে পেরে যীশু বললেন,
"তোমাদের রুটি নেই বলে কেন আলোচনা করছ?
তোমরা এখনও কি দেখ না বা বোঝ না, তোমাদের
মন কি এতই কঠিন? 18চোখ থাকতে কি তোমরা দেখতে
পাও না? কান থাকতে কি শুনতে পাও না? আর
তোমাদের কি মনেও পড়ে না? 19যখন আমি পাঁচ
হাজার লোকের মধ্যে পাঁচটি রুটি টুকরো করে
দিয়েছিলাম; তখন তোমরা কত টুকরি উদ্বৃত্ত রুটির
টুকরো কুড়িয়ে নিয়েছিলে?" তাঁরা বললেন, "বারো
টুকরি।"

20যীশু আবার বললেন, "আমি যখন সাতটা রুটি
চার হাজার লোকের মধ্যে টুকরো করে দিয়েছিলাম
তখন কত টুকরি রুটির টুকরো তোমরা তুলে
নিয়েছিলে?"

তাঁরা বললেন, "সাত টুকরি।"

21তখন তিনি তাঁদের বললেন, "তোমরা কি এখনও
বুঝতে পারছ না?"

বৈৎসৈদাতে যীশু এক অন্ধকে দৃষ্টি দিলেন

22তারপর তাঁরা বৈৎসৈদায় এলেন; আর লোকেরা
তাঁর কাছে একটা অন্ধ লোককে নিয়ে এসে মিনতি
করল যাতে তিনি তাকে স্পর্শ করেন। 23তখন তিনি
অন্ধ লোকটির হাত ধরে তাকে গ্রামের বাইরে নিয়ে
গেলেন। তিনি লোকটির চোখে খানিকটা থুথু লাগিয়ে
তার উপরে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি
কিছু দেখতে পাচ্ছ?"

24সে চোখ তুলে চেয়ে বলল, "আমি মানুষ দেখতে
পাচ্ছি; গাছের মত দেখতে, তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

25তখন তিনি আবার তার চোখের উপর হাত
রাখলেন। এইবার লোকটি চোখ বড় বড় করে তাকাল।
তার দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণভাবে ফিরে পেল এবং সবকিছু
স্পষ্টভাবে দেখতে পেল। 26তারপর তিনি তাকে বাড়ি
পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, "এই গ্রামে যেও না।"

পিতরের স্বীকৃতি যীশুই খ্রীষ্ট

(মথি 16:13-20; লূক 9:18-21)

27তারপর যীশু এবং তাঁর শিষ্যরা সেখান থেকে
কৈসরিয়া ফিলিপীর অঞ্চলে চলে গেলেন। রাস্তার মধ্যে
তিনি তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি কে, এ
বিষয় লোকেরা কি বলে?"

28তাঁরা বললেন, "অনেকে বলে আপনি,
"বাপ্তিস্মদাতা যোহন। কেউ কেউ বলে, আপনি এলিয়।
আবার কেউ কেউ বলে, আপনি ভাববাদীদের মধ্যে
একজন।"

29তখন তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু
তোমরা কি বল আমি কে?"

পিতর তাঁকে বললেন, "আপনি সেই খ্রীষ্ট।"

30তখন তিনি তাঁদের সাবধান করে দিয়ে বললেন,
"তোমরা এ কথা কাউকে বলো না।"

31এরপর তিনি তাঁদের এই শিক্ষা দিতে শুরু করলেন
যে, মানবপুত্রকে অনেক দুঃখভোগ করতে হবে, এবং
বয়স্ক ইহুদী নেতারা, প্রধান যাজক ও ব্যবস্থার শিক্ষকরা
তাঁকে প্রত্যাখান করবে, হত্যা করবে এবং মৃত্যুর তিনদিন
পর তিনি আবার বেঁচে উঠবেন। 32এই কথা তিনি তাঁদের
স্পষ্টভাবে বললেন, তাতে পিতর তাঁকে একপাশে নিয়ে
গিয়ে অনুযোগ করতে লাগলেন। 33কিন্তু যীশু তাঁর
শিষ্যদের দিকে মুখ ফিরিয়ে পিতরকে ধমক দিয়ে
বললেন, "আমার সামনে থেকে দূর হও, শয়তান! কারণ
তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছার সমাদর করছ না; তুমি মানুষের
মতোই ভেবে এই কথা বলছ।"

34এরপর তিনি শিষ্যদের সঙ্গে অন্যান্য লোকেদেরও
নিজের কাছে ডেকে বললেন, "কেউ যদি আমার সঙ্গে
আসতে চায়, সে নিজেকে অস্বীকার করুক, এবং তার
নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসারী হোক। 35কারণ
কেউ যদি নিজের প্রাণ রক্ষা করতে চায় তবে সে তা
হারাবে; কিন্তু কেউ যদি আমার এবং সুসমাচারের জন্য
নিজের প্রাণ হারায় তবে তার জীবন চিরস্থায়ী হবে।
36মানুষ যদি নিজের জীবন হারিয়ে সমস্ত জগৎ লাভ
করে তবে তার কি লাভ? 37কিংবা মানুষ তার প্রাণের
বিনিময়ে কি দিতে পারে? 38যে কেউ এই ব্যভিচারী ও
পাপীদের যুগে আমাকে এবং আমার শিক্ষাকে লজ্জার
বিষয় মনে করে, মানবপুত্র যখন তাঁর পিতার মহিমায়
মহিমান্বিত হয়ে পবিত্র স্বর্গদূতদের সঙ্গে ফিরে
আসবেন, তখন তিনিও সেই লোকের বিষয়ে লজ্জাবোধ
করবেন।"

9 তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, "আমি তোমাদের
সত্যি বলছি যারা এখানে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের
মধ্যে কয়েকজন আছে, যারা কোনমতেই মৃত্যু দেখবে
না; যতক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বরের রাজ্য মহাপরাক্রমের সঙ্গে
আসতে না দেখে।"

মোশি ও এলিয়র সঙ্গে যীশু

(মথি 17:1-13; লূক 9:28-36)

2ছ'দিন বাদে যীশু পিতর, যাকোব এবং যোহনকে
সঙ্গে করে এক উঁচু পাহাড়ে উঠে গেলেন। তাঁদের
সামনে তাঁর রূপ পরিবর্তিত হয়ে গেল। 3তাঁর পোশাক
এত উজ্জ্বল ও শুভ্র হল যে পৃথিবীর কোন রজক সেই
রকম সাদা করতে পারে না। 4তখন মোশি এবং এলিয়
তাঁদের সামনে এসে যীশুর সাথে কথা বলতে শুরু
করলেন।

5তখন পিতর যীশুকে বললেন, "গুরু, এখানে
আমাদের থাকা ভাল। আমরা তিনটি তাঁবু তৈরী করি।
একটা আপনার জন্য, একটা মোশির জন্য এবং একটা
এলিয়র জন্য।" 6কারণ কি বলতে হবে তা তিনি জানতেন
না, তাঁরা অত্যন্ত ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।

7পরে একখানা মেঘ এসে তাঁদের ছায়া দিয়ে ঢেকে
ফেলল; আর সেই মেঘ থেকে এই রব শোনা গেল,
"ইনি আমার প্রিয় পুত্র। তোমরা তাঁর কথা শোন।"

8শিষ্যেরা তখনই চারদিকে তাকালেন; কিন্তু যীশু
ছাড়া আর কাউকে সেখানে দেখতে পেলেন না।

9পাহাড় থেকে নামার সময় তিনি তাঁর শিষ্যদের
বললেন, "তোমরা যা যা দেখলে তা কাউকে বোল না
যতক্ষণ না মৃত্যু থেকে মানবপুত্র বেঁচে উঠছেন।"
10তারা সেই ঘটনার কথা নিজেদের মধ্যেই চেপে
রাখলেন, কিন্তু ভাবতে লাগলেন, মৃত্যু থেকে বেঁচে
ওঠা কথাটির অর্থ কি হতে পারে। 11পরে শিষ্যরা তাঁকে
জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন ব্যবস্থার শিক্ষকরা বলেন যে
প্রথমে এলিয়কে আসতে হবে?"*
12তিনি তাদের বললেন, "হ্যাঁ, এলিয় প্রথমে এসে
সব কিছু পুনঃস্থাপন করবেন বটে, কিন্তু মানবপুত্রের
বিষয়ে কেন এসব লেখা হয়েছে যে তাঁকে অনেক দুঃখ
পেতে হবে আর লোকে তাঁকে প্রত্যাখান করবে? 13কিন্তু
আমি তোমাদের বলছি, এলিয়ের বিষয়ে যেমন লেখা
আছে, সেই অনুসারে তিনি এসে গেছেন এবং লোকেরা
তাঁর প্রতি যা ইচ্ছে তাই করেছে।"

অসুস্থ ছেলেকে যীশুর আরোগ্যদান

(মথি 17:14-20; লূক 9:37-43)

14পরে তাঁরা অন্য শিষ্যদের কাছে এসে দেখলেন
তাঁদের চারদিকে অনেক লোক আর ব্যবস্থার শিক্ষকেরা
তাদের সাথে তর্ক করছেন। 15তাঁকে দেখামাত্র সমস্ত
লোক অবাক হোল এবং তাঁর কাছে দৌড়ে গিয়ে তাঁকে
প্রণাম জানাতে লাগল।
16তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা এদের
সঙ্গে কি নিয়ে তর্ক করছ?"
17তাতে লোকেদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল,
"হে গুরু, আমার ছেলেটিকে আপনার কাছে এনেছিলাম।
তাকে এক বোবা আত্মায় পেয়েছে, সে কথা বলতে
পারে না। 18সেই আত্মা তাকে যেখানে ধরে, সেইখানে
আছাড় মারে; আর তার মুখে ফেনা ওঠে, সে দাঁত
কিড়মিড় করে আর শক্ত হয়ে যায়। আমি আপনার
শিষ্যদের এই আত্মাটাকে ছাড়াতে বললাম, কিন্তু তাঁরা
পারলেন না।"
19তখন যীশু তাঁদের বললেন, "হে অবিশ্বাসী বংশ,
আমাকে আর কতকাল তোমাদের সঙ্গে থাকতে হবে?
তোমাদের নিয়ে আর আমি কত ধৈর্য ধরব? তাকে
আমার কাছে নিয়ে এস!"
20তারা তাকে তাঁর কাছে নিয়ে এল। যীশুকে দেখামাত্র
সেই আত্মা ছেলেটিকে মুচড়ে ধরল; আর সে মাটিতে
পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল, তার মুখ দিয়ে ফেনা বের
হচ্ছিল।
21তখন যীশু তার বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এর
কতদিন এমন হয়েছে?"
ছেলেটির বাবা বলল, "ছেলেবেলা থেকে এরকম
হয়েছে। 22এই আত্মা একে মেরে ফেলার জন্য অনেকবার
আগুনে ও জলে ফেলে দিয়েছে। আপনি যদি কিছু
করতে পারেন, তবে দয়া করে আমাদের উপকার করুন।"
23যীশু তাকে বললেন, "কি বললে, 'যদি পারেন!'
যে বিশ্বাস করে, তার পক্ষে সবই সম্ভব।"
24সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটির বাবা চিৎকার করে কেঁদে
বলল, "আমি বিশ্বাস করি! আমার অবিশ্বাসের প্রতিকার
করুন!"
25অনেক লোক সেদিকে আসছে দেখে যীশু সেই
অশুচি আত্মাকে ধমকে বললেন, "হে বোবা কালার
আত্মা, আমি তোমাকে বলছি, এর মধ্যে থেকে শিগ্‌গির
বেরিয়ে যাও এবং এর মধ্যে আর কখনও ঢুকবে না!"
26তখন সেই আত্মা চেঁচিয়ে তাকে ভয়ঙ্করভাবে মুচড়ে
দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। তাতে ছেলেটি মরার মত
হয়ে পড়ল, এমন কি অধিকাংশ লোক বলল, "সে মরে
গেছে!" 27কিন্তু যীশু তার হাত ধরে তুললে সে উঠে
দাঁড়াল।
28পরে যীশু বাড়ি ফিরে এলে শিষ্যরা তাঁকে একান্তে
জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা কেন ঐ অশুচি আত্মাকে
তাড়াতে পারলাম না?"
29যীশু তাঁদের বললেন, "প্রার্থনা ছাড়া আর কোন
কিছুতেই এ আত্মাকে তাড়ানো যায় না।"

যীশু নিজের মৃত্যুর বিষয়ে বললেন

(মথি 17:22-23; লূক 9:43-45)

30পরে সেই স্থান ছেড়ে তাঁরা গালীলের মধ্য দিয়ে
চললেন; আর তিনি চাইলেন না যে তাঁরা কোথায় আছে
সেকথা অন্য কেউ জানুক, 31কারণ তখন তিনি তাঁর
শিষ্যদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তিনি তাঁদের বললেন,
"মানবপুত্রকে লোকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে, এবং
তারা তাঁকে হত্যা করবে আর মৃত্যুর তিনদিন পরে
তিনি বেঁচে উঠবেন।" 32কিন্তু তাঁরা সেই কথা বুঝলেন
না, এবং এই বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করতেও ভয়
পেলেন।

যীশু বললেন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কে

(মথি 18:1-5; লূক 9:46-48)

33এরপর তাঁরা কফরনাহূমে ফিরে এলেন আর বাড়ির
ভেতরে গিয়ে তিনি শিষ্যদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা
রাস্তায় কি আলোচনা করছিলে?" 34কিন্তু তাঁরা চুপচাপ
থাকলেন কারণ তাঁদের মধ্যে কে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই
নিয়ে তর্ক চলছিল।
35তখন যীশু ব'সে সেই বারোজন প্রেরিতকে ডেকে
বললেন, "কেউ যদি প্রথম হতে চায়, তবে সে সকলের
শেষে থাকবে এবং সকলের পরিচারক হবে।"
36পরে যীশু একটা শিশুকে নিয়ে তাদের মধ্যে দাঁড়
করিয়ে দিলেন এবং তাকে কোলে করে তাঁদের বললেন,
37"যে কেউ আমার নামে এর মতো কোন শিশুকে
গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে। আর কেউ যদি
আমাকে গ্রহণ করে, সে আমাকে নয়, কিন্তু যিনি (ঈশ্বর)
আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁকেই গ্রহণ করে।"

যে কেউ আমাদের বিপক্ষে নয় সেই আমাদের সপক্ষে

(লূক 9:49-50)

38যোহন তাঁকে বললেন, "গুরু, আমরা একটি

"কেন ব্যবস্থার ... হবে?" মালাখি 4:5-6

লোককে আপনার নামে ভূত তাড়াতে দেখে তাকে বারণ করেছিলাম, কারণ সে আমাদের লোক নয়।"

39কিন্তু যীশু বললেন, "তাকে বারণ কোর না, কারণ এমন কেউ নেই যে আমার নামে অলৌকিক কাজ করে সহজে আমার নিন্দা করতে পারে। 40যে কেউই আমাদের বিপক্ষে নয় সে আমাদের সপক্ষে। 41কেউ যদি খ্রীষ্টের লোক বলে তোমাদেরকে এক ঘটি জল দেয়, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সে কোন মতেই নিজের পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে না।

42"আর এই যে সাধারণ লোক যারা আমায় বিশ্বাস করে, যদি কেউ তাদের একজনকে পাপের পথে নিয়ে যায়, তবে সেই লোকের গলায় একটা বড় যাঁতার পাট বেঁধে তাকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়াই তার পক্ষে ভাল। 43তোমার হাত যদি তোমার পাপের কারণ হয়, তবে তাকে কেটে ফেল, কারণ দুই হাত নিয়ে নরকের অনন্ত আগুনে পোড়ার থেকে বরং নুলা হয়ে জীবনে প্রবেশ করা ভাল। 44* 45তোমার পা যদি তোমার পাপের কারণ হয় তবে তাকে কেটে ফেল, কারণ দুই পা নিয়ে নরকে যাওয়ার থেকে বরং খোঁড়া হয়ে জীবনে প্রবেশ করা ভাল। 46* 47আর যদি তোমার চোখ তোমার পাপের কারণ হয়, তবে সে চোখকে উপড়ে ফেল। দু'চোখ নিয়ে নরকে যাওয়ার থেকে এক চোখ নিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা তোমার পক্ষে ভাল। 48নরকে যে কীট মানুষকে খায় তারা কখনও মরে না এবং আগুন কখনও নেভে না। 49লবণ দেওয়ার মত প্রত্যেকের উপর আগুন দেওয়া হবে।

50"লবণ ভাল, কিন্তু লবণ যদি লবণত্ব হারায়, তবে কেমন করে তাকে তোমরা আস্বাদযুক্ত করবে? তোমরা নিজের নিজের মনে লবণ রাখ এবং পরস্পর শান্তিতে থাক।"

বিবাহ বিচ্ছেদের বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

(মথি 19:1-12)

10 এরপর যীশু সেই স্থান ছেড়ে যর্দন নদীর অন্য পাড়ে যিহূদিয়ার অঞ্চলে এলেন। আবার লোকেরা তাঁর কাছে এল এবং তিনি তাঁর রীতি অনুসারে তাঁদের শিক্ষা দিলেন।

2তখন কয়েকজন ফরীশী তাঁর কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "একটি লোকের পক্ষে তার স্ত্রীকে ত্যাগ করা কি আইনত ঠিক?" তারা তাঁকে পরীক্ষা করার জন্যই এই কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

3যীশু তাদের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, "এই ব্যাপারে মোশি তোমাদের কি নির্দেশ দিয়েছেন?"

4তারা বললেন, "বিবাহ বিচ্ছেদ পত্র লিখে নিজের স্ত্রীকে পরিত্যাগ করবার অনুমতি মোশি দিয়েছেন?"

5যীশু তাদের বললেন, "তোমাদের কঠিন মনের জন্য তিনি আজ্ঞা লিখেছিলেন; 6কিন্তু সৃষ্টির প্রথম থেকেই 'ঈশ্বর স্ত্রী ও পুরুষ হিসাবে তাদের তৈরী করেছেন।'* 7'সেইজন্যই মানুষ তার বাবা মাকে ত্যাগ করে স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়, 8আর ঐ দুজন একদেহে পরিণত হয়।'* তখন তারা আর দু'জন নয়, তারা এক। 9অতএব ঈশ্বর যাদের যোগ করে দিয়েছেন, মানুষ তাদের বিচ্ছিন্ন না করুক।"

10তারা বাড়িতে এলে শিষ্যেরা তাঁকে সেই বিষয় জিজ্ঞাসা করলেন। 11যীশু তাদের বললেন, "কেউ যদি নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্য কাউকে বিয়ে করে তবে সে তার বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে। 12যদি সেই স্ত্রীলোকটি নিজের স্বামীকে ত্যাগ করে আর একজনকে বিয়ে করে তবে সেও ব্যভিচার করে।"

যীশু ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আশীর্বাদ করলেন

(মথি 19:13-15; লূক 18:15-17)

13পরে লোকেরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তাঁর কাছে নিয়ে এল, যেন তিনি তাদের স্পর্শ করেন; কিন্তু শিষ্যরা তাদের ধমক দিলেন। 14যীশু তা দেখে ক্রুদ্ধ হলেন, এবং তাদের বললেন, "ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আমার কাছে আসতে দাও। তাদের বারণ কোরো না, কারণ এদের মত লোকদের জন্যই তো ঈশ্বরের রাজ্য। 15আমি তোমাদের সত্যি বলছি, কেউ যদি ছোট ছেলেমেয়েদের মত মন নিয়ে ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ না করে, তবে সে কোনমতেই সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না।" 16এরপর তিনি তাদের কোলে নিলেন এবং তাদের উপর হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন।

একজন ধনী লোকের যীশুকে অনুসরণ করতে অস্বীকার

(মথি 19:16-30; লূক 18:18-30)

17পরে তিনি বেরিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় একজন লোক দৌড়ে এসে, তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হে সৎ গুরু, অনন্ত জীবন লাভের জন্য আমি কি করব?"

18তখন যীশু তাকে বললেন, "তুমি কেন আমাকে সৎ বলছ? ঈশ্বর ছাড়া আর কেউই সৎ নয়। 19তুমি তো ঈশ্বরের সব আদেশ জানো, 'নরহত্যা কোরো না, ব্যভিচার কোরো না, চুরি কোরো না, বাবা-মাকে সম্মান কোরো।"'*

20লোকটি তাঁকে বলল, "হে গুরু, ছোটবেলা থেকে এগুলো আমি পালন করে আসছি।"

21যীশু লোকটির দিকে সস্নেহে তাকালেন এবং বললেন, "একটা বিষয়ে তোমার ত্রুটি আছে। যাও তোমার যা কিছু আছে বিক্রি কর; আর সেই অর্থ গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দাও, তাতে তুমি স্বর্গে ধন পাবে। তারপর এসে আমাকে অনুসরণ কর।"

পদ 44 মার্ক এর কিছু গ্রীক প্রতিলিপিতে 44 ক্রমসংখ্যার পদ যুক্ত করা হয়েছে। এটি 48 ক্রমসংখ্যার পদের সঙ্গে অভিন্ন।

পদ 46 মার্ক এর কিছু গ্রীক প্রতিলিপিতে 46 ক্রমসংখ্যার পদ যুক্ত করা হয়েছে। এটি 48 ক্রমসংখ্যার পদের সঙ্গে অভিন্ন।

'ঈশ্বর ... করেছেন' আদি 1:27

'সেইজন্যই ... হয়' আদি 2:24

'তুমি ... কোরো' যাত্রা 20:12-16; দ্বি বি 5:16-20

22এই কথায় সে মর্মাহত ও দুঃখিত হ'ল এবং ম্লান
মুখে চলে গেল, কারণ তার অনেক সম্পত্তি ছিল।
23তখন যীশু চারদিকে তাকিয়ে শিষ্যদের বললেন,
"যাদের ধন আছে তাদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ
করা কেমন দুষ্কর!"
24শিষ্যেরা তাঁর কথা শুনে অবাক হলেন। যীশু আবার
তাঁদের বললেন, "শোন, ঈশ্বরের রাজ্যে যাওয়া সত্যিই
কষ্টকর! 25একজন ধনী লোকের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ
করার চেয়ে বরং সূচের ছিদ্র দিয়ে উটের যাওয়া সহজ!"
26তখন তাঁরা আরও আশ্চর্য হয়ে নিজেদের মধ্যে
বলাবলি করলেন, "তবে কারা উদ্ধার পেতে পারে?"
27তখন যীশু তাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এটা
মানুষের পক্ষে অসম্ভব; কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে নয়, কারণ
সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের পক্ষে সম্ভব।"
28তখন পিতর তাঁকে বলতে লাগলেন, "দেখুন!
আমরা সমস্ত কিছু ত্যাগ করে আপনার অনুসারী হয়েছি।"
29যীশু বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি: যে
কেউ আমার জন্য বা আমার সুসমাচার প্রচারের জন্য
বাড়িঘর, ভাইবোন, মা-বাবা, ছেলেমেয়ে, জমিজমা
ছেড়ে এসেছে, 30তার বদলে সে এই জগতে তার শতগুণ
ফিরে পাবে। তাকে তাড়না ভোগ করতে হলেও এই
জগতে শতগুণ বাড়িঘর, ভাইবোন, মা, ছেলেমেয়ে
এবং জমিজমা পাবে, আর পরবর্তী যুগে পাবে অনন্ত
জীবন। 31কিন্তু আজ যারা প্রথম, এমন অনেক লোক
শেষে পড়বে এবং যারা আজ শেষের তাদের মধ্যে
অনেকে প্রথম হবে।"

যীশু পুনরায় নিজের মৃত্যুর বিষয়ে বললেন

(মথি 20:17-19; লূক 18:31-34)

32একদিন তাঁরা রাস্তা দিয়ে জেরুশালেমের দিকে
যাচ্ছেন এবং যীশু তাঁদের আগে আগে চলেছেন। শিষ্যেরা
আশ্চর্য হচ্ছিলেন আর তাঁর সঙ্গে যারা চলছিল, সেই
লোকেরা ভীত হল। তখন তিনি আবার সেই বারোজন
প্রেরিতকে নিয়ে নিজের প্রতি যা যা ঘটবে, তা তাদের
বলতে লাগলেন। 33শোন, "আমরা জেরুশালেমে যাচ্ছি
আর প্রধান যাজক এবং ব্যবস্থার শিক্ষকের হাতে
মানবপুত্রকে সঁপে দেওয়া হবে, তারা তাকে মৃত্যুদণ্ড
দেবে এবং অইহুদীদের হাতে তুলে দেবে। 34তারা বিদ্রূপ
করবে, তাঁর মুখে থুথু দেবে, তাঁকে চাবুক মারবে এবং
হত্যা করবে, আর তিন দিন পরে তিনি আবার বেঁচে
উঠবেন।"

যাকোব এবং যোহনের অনুগ্রহ ভিক্ষা

(মথি 20:20-28)

35পরে সিবদিয়ের ছেলে যাকোব এবং যোহন তাঁর
কাছে এসে বললেন, "হে গুরু, আমাদের ইচ্ছা এই,
আমরা আপনার কাছে যা চাইব, আপনি আমাদের
জন্য তা করবেন।"
36যীশু তখন তাঁদের বললেন, "তোমাদের ইচ্ছা কি,
তোমাদের জন্য আমি কি করব?"
37তাঁরা তাঁকে বললেন, "আমাদের এই বর দান
করুন যাতে আপনি মহিমান্বিত হলে আমরা একজন
আপনার ডানদিকে, আর একজন বাঁ দিকে বসতে পাই।"
38যীশু তাঁদের বললেন, "তোমরা জান না তোমরা
কি চাইছ? আমি যে পেয়ালায় পান করি, তাতে তোমরা
কি চুমুক দিতে পারবে, বা আমি যে বাপ্তিস্মে বাপ্তাইজ
হই তাতে কি তোমরা বাপ্তাইজ হতে পারবে?"
39তাঁরা তাঁকে বললেন, "আমরা পারব!"
তখন যীশু তাদের বললেন, "আমি যে পেয়ালায়
পান করি তাতে তোমরা অবশ্যই চুমুক দেবে এবং
আমি যে বাপ্তিস্মে বাপ্তাইজ হই তাতে তোমরাও বাপ্তাইজ
হবে। 40কিন্তু আমার ডান দিকে বা বাঁদিকে বসতে
দেবার অধিকার আমার নেই। কারা সেখানে বসবে তা
আগেই স্থির হয়ে গেছে।"
41এই কথা শুনে অন্য দশ জন যোহন ও যাকোবের
প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। 42কিন্তু যীশু তাঁদের ডেকে
বললেন, "তোমরা জান জগতের মধ্যে যারা শাসনকর্তা
বলে গণ্য, তারা তাদের উপর প্রভুত্ব করে এবং তাদের
মধ্যে যারা প্রধান, তারা তাদের উপর কর্তৃত্ব করে।
43তোমাদের বিষয়ে সেইরকম হবে না। তোমাদের মধ্যে
কেউ যদি প্রধান হতে চায়, তবে সে তোমাদের ক্রীতদাস
হবে, 44এবং তোমাদের মধ্যে কেউ যদি প্রধান হতে
চায়, সে সকলের দাস হবে। 45কারণ বাস্তবে মানবপুত্রও
সেবা পেতে আসেন নি, তিনি অন্যের সেবা করতেই
এসেছেন, এবং অনেক মানুষের মুক্তিপণ হিসাবে নিজের
জীবন দিতে এসেছেন।"

অন্ধের দৃষ্টিলাভ

(মথি 20:29-34; লূক 18:35-43)

46তারপর তাঁরা যিরীহোতে এলেন। তিনি যখন
নিজের শিষ্যদের এবং বহুলোকের সাথে যিরীহো ছেড়ে
যাচ্ছিলেন, সেই সময় পথের ধারে তীময়ের ছেলে
বর্তীময় নামে এক অন্ধ ভিখারি বসেছিল। 47সে যখন
শুনতে পেল যে উনি নাসরতীয় যীশু, তখন চেঁচিয়ে
বলতে লাগল, "হে যীশু, দায়ূদের পুত্র, আমার প্রতি
দয়া করুন!"
48তখন বহুলোক 'চুপচুপ' বলে তাকে ধমক দিল;
কিন্তু সে আরও জোরে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "হে
দায়ূদের পুত্র, আমার প্রতি দয়া করুন!"
49তখন যীশু সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, "তাকে
ডাকো।" তারা সেই অন্ধলোকটিকে ডাকল এবং বলল,
"ওহে সাহস কর, ওঠ, উনি তোমাকে ডাকছেন।" 50তখন
সে নিজের গায়ের চাদর ফেলে দিয়ে লাফ দিয়ে উঠে
যীশুর কাছে এল।
51যীশু তাকে বললেন, "তুমি কি চাও, আমি তোমার
জন্য কি করব?"
অন্ধলোকটি তাকে বলল, "হে গুরু, আমি যেন
দেখতে পাই।"
52তখন যীশু তাকে বললেন, "যাও, তোমার বিশ্বাসই
তোমায় সুস্থ করল।" সঙ্গে সঙ্গে সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে

পেল এবং রাস্তা দিয়ে যীশুর পেছন পেছন চলতে লাগল।

রাজার মতো যীশুর জেরুশালেমে প্রবেশ

(মথি 21:1-11; লূক 19:28-40; যোহন 12:12-19)

11 এরপর তাঁরা জেরুশালেমের কাছাকাছি পৌঁছে জৈতুন পর্বতমালায় বৈৎফগী ও বৈথনিয়া গ্রামে এলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি তাঁর শিষ্যদের মধ্যে দু'জনকে আগে পাঠিয়ে দিলেন। 2তিনি তাঁদের বললেন, "তোমরা তোমাদের সামনের ঐ গ্রামে যাও, গ্রামে ঢুকেই দেখবে একটা বাচ্চা গাধা বাঁধা আছে, যাতে কেউ কখনও বসে নি। সেই গাধাটাকে খুলে আন। 3যদি কেউ তোমাদের জিজ্ঞাসা করে, 'কেন তুমি গাধাটি খুলছ'? তখন তাকে বলবে, 'এটা প্রভুর কাজে লাগবে আর সে তখনই সেটা পাঠিয়ে দেবে।'"

4তাঁরা সেখানে গেলেন এবং দেখলেন দরজার কাছে রাস্তার উপরে একটা গাধা বাঁধা আছে। তখন তাঁরা দড়িটাকে খুলতে লাগলেন, 5আর কিছু লোক সেখানে দাঁড়িয়েছিল, তারা তাদের বলল, "তোমরা কি করছ, গাধার বাচ্চাটাকে খুলছ কেন?" 6তাতে যীশু যেমন বলেছিলেন, তাঁরা সেইমতো উত্তর দিলেন, তখন লোকেরা আর কিছু বলল না, গাধার বাচ্চাটাকে নিয়ে যেতে দিল। 7তাঁরা গাধার বাচ্চাটিকে যীশুর কাছে নিয়ে এসে গাধাটির উপরে তাদের জামাকাপড় পেতে দিলেন এবং যীশু তার উপরে বসলেন। 8তখন অনেকে তাদের জামাকাপড় রাস্তায় পেতে দিল আর অন্যেরা মাঠ থেকে পাতা ভরা গাছের ডালপালা কেটে এনে রাস্তার উপরে ছড়িয়ে দিল। 9আর যে সমস্ত লোক আগে এবং পেছনে যাচ্ছিল তারা চেঁচিয়ে বলতে লাগল,

"'হোশান্না!* 'ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে আসছেন!' *গীতসংহিতা 118:25-26*

10আমাদের পিতৃপুরুষ দায়ূদের যে রাজ্য আসছে, তা ধন্য! হোশান্না! স্বর্গে ঈশ্বরের মহিমা হোক্।"

11তিনি জেরুশালেমে ঢুকে মন্দিরে গেলেন। সেখানে চারদিকের সমস্ত কিছু লক্ষ্য করলেন; কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে যাওয়ায় বারোজন প্রেরিতকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বৈথনিয়াতে ফিরে গেলেন।

12পরের দিন বৈথনিয়া ছেড়ে আসার সময় তাঁর খিদে পেল। 13দূর থেকে তিনি একটি পাতায় ভরা ডুমুর গাছ দেখে তাতে কিছু ফল পাবেন ভেবে তার কাছে গেলেন, কিন্তু গাছটির কাছে গেলে পাতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না; কারণ তখন ডুমুর ফলের মরশুম নয়। 14তখন তিনি গাছটিকে বললেন, "এখন থেকে তোমার ফল আর কেউ কোন দিন খাবে না!" এই কথা তাঁর শিষ্যেরা শুনতে পেলেন।

যীশু মন্দিরে গেলেন

(মথি 21:12-17; লূক 19:45-48; যোহন 2:13-22)

15পরে তাঁরা জেরুশালেমে গেলেন; আর মন্দিরের মধ্যে ঢুকে যারা কেনা-বেচা করছিল সেইসব ব্যবসায়ীদের বের করে দিলেন। তিনি পোদ্দারদের টেবিল এবং যারা পায়রা বিক্রি করছিল তাদের আসন উল্টে দিলেন। 16তিনি মন্দিরের মধ্যে দিয়ে কাউকে কোন জিনিস নিয়ে যেতে দিলেন না। 17তিনি শিক্ষা দিয়ে তাদের বললেন, "এটা কি লেখা নেই 'আমার মন্দিরকে সমগ্র জাতির উপাসনা গৃহ বলা হবে?'* কিন্তু তোমরা এটাকে দস্যুদের আস্তানায় পরিণত করেছ।"*

18প্রধান যাজকরা এবং ব্যবস্থার শিক্ষকরা এই কথা শুনে তাঁকে হত্যা করার রাস্তা খুঁজতে থাকল, কারণ তারা তাঁকে ভয় করত, যেহেতু তাঁর শিক্ষায় সমস্ত লোক আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। 19সেই দিন সন্ধ্যে হলেই যীশু ও তাঁর শিষ্যরা মহানগরীর বাইরে গেলেন।

বিশ্বাসের শক্তি

(মথি 21:20-22)

20পরের দিন সকালে যেতে যেতে তাঁরা দেখলেন, সেই ডুমুর গাছটি মূল থেকে শুকিয়ে গেছে। 21পিতর আগের দিনের কথা মনে করে তাঁকে বললেন, "হে গুরু, দেখুন, আপনি যে ডুমুর গাছটিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন সেটি শুকিয়ে গেছে।"

22তখন যীশু বললেন, "ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ। 23আমি তোমাদের সত্যি বলছি, কেউ যদি ওই পাহাড়কে বলে, 'উপড়ে যাও এবং সমুদ্রে গিয়ে পড়', আর তার মনে কোন সন্দেহ না থাকে এবং সে যদি বিশ্বাস করে যে সে যা বলছে তা হবে, তাহলে ঈশ্বর তার জন্য তাই করবেন। 24এইজন্য আমি তোমাদের বলি, তোমরা যা কিছুর জন্য প্রার্থনা কর, যদি বিশ্বাস কর যে, তোমরা তা পেয়েছ, তাহলে তোমাদের জন্য তা হবেই। 25আর তোমরা যখনই প্রার্থনা করতে দাঁড়াও, যদি কারোর বিরুদ্ধে তোমাদের কোন কথা থাকে, তাকে ক্ষমা কর, যাতে তোমাদের স্বর্গের পিতাও তোমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন।" 26*

যীশুর কর্তৃত্বের বিষয়ে ইহুদী নেতাদের সন্দেহ

(মথি 21:23-27; লূক 20:1-8)

27পরে তাঁরা জেরুশালেমে ফিরে এলেন। আর যখন তিনি মন্দিরের মধ্যে দিয়ে হাঁটছেন, সেই সময় প্রধান যাজকরা, ব্যবস্থার শিক্ষকরা ও বয়স্ক ইহুদী নেতারা তাঁর কাছে এলেন। 28তাঁরা তাকে বললেন, "কোন ক্ষমতায় তুমি এসব করছ? এসব করতে তোমাকে কে এই ক্ষমতা দিয়েছে?"

হোশান্না এটি একটি হিব্রু শব্দ। ঈশ্বরের কাছে সাহায্যের জন্য প্রার্থনায় ব্যবহৃত হয়। এখানে ঈশ্বর অথবা তাঁর মশীহের প্রশংসা করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

'আমার ... হবে' যিশ 56:7

'কিন্তু ... করেছ' যির 7:11

পদ 26 কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 26 যুক্ত করা হয়েছে: "কিন্তু তোমরা যদি অন্যদের ক্ষমা না কর তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন না।"

29যীশু তাঁদের বললেন, "আমি তোমাদের একটা প্রশ্ন করছি, যদি তোমরা উত্তর দিতে পারো, তাহলে আমি তোমাদের বলব কোন ক্ষমতায় এসব করছি। 30যোহন যে বাপ্তাইজ করেছিলেন তা করার অধিকার তিনি স্বর্গ থেকে পেয়েছিলেন না মানুষের কাছ থেকে পেয়েছিলেন? আমাকে বলো।"

31তখন তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বললেন, "যদি আমরা বলি, 'স্বর্গ থেকে' তাহলে বলবে, 'তবে তোমরা তাঁকে বিশ্বাস কর নি কেন?' 32কিন্তু যদি আমরা বলি, 'মানুষের কাছ থেকে' তাহলে জনসাধারণ আমাদের ওপর রেগে যাবে।" তাঁরা জনসাধারণকে ভয় করতেন কারণ জনসাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে যোহন একজন ভাববাদী।

33তাই তাঁরা যীশুকে বললেন, "আমরা জানি না।"

তখন যীশু তাঁদের বললেন, "তবে আমিও কোন্ ক্ষমতায় এসব করছি, তা তোমাদের বলব না।"

ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে পাঠালেন

(মথি 21:33-46; লূক 20:9-19)

12 তখন যীশু দৃষ্টান্ত দিয়ে তাদের কাছে বলতে লাগলেন, "একটি লোক দ্রাক্ষা ক্ষেত করে তার চারদিকে বেড়া দিলেন। তিনি দ্রাক্ষা মাড়াই করতে একটি গর্ত খুঁড়লেন, একটি উঁচু ঘর তৈরী করলেন এবং সেই ক্ষেত চাষীদের কাছে জমা দিয়ে অন্য দেশে চলে গেলেন। 2এরপর চাষীদের কাছে ফলের পাওনা অংশ পাবার জন্য তাদের কাছে ঠিক সময়ে তাঁর চাকরকে পাঠিয়ে দিলেন। 3কিন্তু চাষীরা তাকে মারধর করে খালি হাতে ফিরিয়ে দিল । 4তিনি আর একজন চাকরকে তাদের কাছে পাঠালেন। তারা তার মাথায় আঘাত করল, 5এবং তাকে অপমান করল। তখন তিনি আর একজন চাকরকে পাঠালেন, তারা তাকে মেরে ফেলল। এইভাবে তিনি আরো অনেককে পাঠালেন। তারা তাদের মধ্যে কয়েকজনকে মারধোর করল এবং কয়েকজনকে মেরেই ফেলল। 6তাঁর একমাত্র প্রিয় পুত্র ছিল। তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁকেই পাঠালেন, ভাবলেন তারা নিশ্চয়ই আমার পুত্রকে সম্মান করবে।

7চাষীরা তখন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, 'এই তো মালিকের ছেলে, ওর বাবা মরলে ক্ষেতের মালিক তো ওই হবে, এস! একে মেরে ফেল, তাহলে আমরা ক্ষেতের মালিক হব!' 8তখন তারা তাঁকে মেরেই ফেলল ও তার মৃতদেহটি দ্রাক্ষা ক্ষেতের বাইরে ফেলে দিল।

9তখন সেই দ্রাক্ষা ক্ষেতের মালিক কি করবেন? তিনি এসে চাষীদের মেরে ফেলবেন এবং সেই দ্রাক্ষা ক্ষেতটি অন্যদের দিয়ে দেবেন। 10শাস্ত্রের এই কথা কি তোমরা পড়নি,

'যে পাথর রাজমিস্ত্রীরা বাতিল করেছিল সেটিই হয়ে উঠল কোণের প্রধান পাথর।

11এটা প্রভুই করেছেন, আর আমাদের চোখে এটা খুব চমকপ্রদ।"

গীতসংহিতা 118:22-23

12তখন তারা তাঁকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করতে লাগল; কিন্তু লোকদের ভয় পেল, কারণ তারা জানত যে দৃষ্টান্তটি তিনি তাদের উদ্দেশ্যেই বলেছেন, তাই তারা তাঁকে ছেড়ে চলে গেল।

ইহুদী নেতারা যীশুকে ফাঁদে ফেলতে চাইল

(মথি 22:15-22; লূক 20:20-26)

13পরে ইহুদী নেতারা কয়েকজন ফরীশী এবং হেরোদীয়কে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিল, যাতে তারা যীশুকে কথার ফাঁদে ফেলতে পারে। 14তারা এসে তাঁকে বলল, "হে গুরু, আমরা জানি আপনি সৎ, এবং কোন লোককে ভয় করেন না। আপনি ঈশ্বরের পথের বিষয়ে সত্য শিক্ষা দেন। আচ্ছা, কৈসর সরকারকে কর দেওয়া কি উচিত? আমরা দেব, কি দেব না?"

15তিনি তাদের ভণ্ডামি বুঝতে পেরে বললেন, "তোমরা আমায় কেন পরীক্ষা করছ? আমাকে একটি দীনার এনে দেখাও।" 16তারা তাঁকে দীনার এনে দিলে তিনি তাদের বললেন, "এই মুখ এবং এই নাম কার?" তারা তাঁকে বলল, "কৈসরের প্রতিমূর্তি, কৈসরের নাম।"

17তখন যীশু তাদের বললেন, "কৈসরের যা তা কৈসরকে দাও। আর ঈশ্বরের যা তা ঈশ্বরকে দাও।" তখন তারা তাঁর কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল।

কয়েকজন সদ্দূকী যীশুকে ফাঁদে ফেলতে চাইল

(মথি 22:23-33; লূক 20:27-40)

18পরে কয়েকজন সদ্দূকী তাঁর কাছে এল। যারা বলত পুনরুত্থান বলে কিছু নেই। তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 19"গুরু, মোশি আমাদের জন্য লিখেছেন, কারও ভাই যদি স্ত্রী রেখে মারা যায়, আর সে যদি কোন ছেলেমেয়ে না রেখে যায় তবে তার ভাই যেন ঐ বিধবাকে বিয়ে করে নিজের ভাইয়ের বংশ রক্ষা করে। 20সাত ভাই ছিল, প্রথম জন একজন স্ত্রীলোককে বিয়ে করল আর সে ছেলেমেয়ে না রেখে মারা গেল। 21পরে দ্বিতীয় জন তাকে বিয়ে করল; কিন্তু সেও ছেলেমেয়ে না রেখে মারা গেল। তৃতীয় ভাই আগের ভাইয়ের মত বিয়ে করে ছেলে মেয়ে না রেখে মারা গেল। 22এই সাত ভাইয়ের কেউই কোন ছেলেমেয়ে রেখে যায়নি। সবশেষে সেই স্ত্রীলোকটিও মারা গেল। 23মৃত্যুর পরে যখন তারা বেঁচে উঠবে, সে তাদের মধ্যে কার স্ত্রী হবে? কারণ তারা সাতজনই তো তাকে বিয়ে করেছিল।"

24যীশু তাদের বললেন, "তোমরা কেন এই ভুলের মধ্যে রয়েছ? তোমরা না জান শাস্ত্র, না জান ঈশ্বরের শক্তির কথা। 25কারণ মৃতদের মধ্যে থেকে পুনরুত্থিত হলে তারা বিয়ে করে না, বা তাদেরকে বিয়ে দেওয়া হয় না, বরং তারা স্বর্গে স্বর্গদূতদের মতোই থাকে।" 26কিন্তু পুনরুত্থান হবে কিনা এ ব্যাপারে মোশির পুস্তকে লেখা জ্বলন্ত ঝোপের* অংশটিতে ঈশ্বর তাকে কি বলেছিলেন তা কি তোমরা পড় নি? তিনি বলেছিলেন,

---

জ্বলন্ত ঝোপ যাত্রা 3:1-12

'আমি অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্হাকের ঈশ্বর এবং যাকোবের ঈশ্বর।'* 27তিনি মৃতদের ঈশ্বর নন, জীবিতদেরই ঈশ্বর। তোমরা বড়ই ভুল করেছ।"

কোন্ আজ্ঞা শ্রেষ্ঠ

(মথি 22:34-40; লূক 10:25-28)

28ব্যবস্থার শিক্ষকদের মধ্যে একজন কাছে এসে তাদের আলোচনা শুনলেন। যীশু তাদের ঠিক উত্তর দিয়েছেন জেনে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "শাস্ত্রে সমস্ত আদেশের মধ্যে কোন্‌টি প্রধান?"

29যীশু উত্তর দিলেন, "এটাই প্রধান! 'শোন, হে ইস্রায়েল, আমাদের ঈশ্বর প্রভু একমাত্র প্রভু। 30তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, মন, প্রাণ ও সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমার ঈশ্বর প্রভুকে ভালবাসবে।'* 31আর দ্বিতীয় আদেশ হল এই, 'তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে।'* এই আদেশ দুটি থেকে আর কোন বড় আদেশ নেই।"

32তখন ব্যবস্থার শিক্ষকেরা তাঁকে বললেন, "বেশ, গুরু, আপনি ঠিক বলেছেন যে ঈশ্বরই প্রভু, তিনি ছাড়া অন্য কেউ নেই। 33আর সমস্ত হৃদয়, সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁকে ভালবাসা এবং প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালবাসা হচ্ছে সমস্ত রকম বলিদান ও উৎসর্গের থেকে অনেক ভাল।"

34তখন তিনি বুদ্ধির সঙ্গে উত্তর দিয়েছেন দেখে যীশু তাঁকে বললেন, "ঈশ্বরের রাজ্য থেকে তুমি খুব বেশী দূরে নও।" এরপরে তাঁকে কোন কথা জিজ্ঞেস করতে আর কারো সাহস হল না।

35যীশু মন্দিরে শিক্ষা দেবার সময় বললেন, "ব্যবস্থার শিক্ষকেরা কেমন করে বলে যে খ্রীষ্ট দায়ূদের পুত্র? 36দায়ূদ তো নিজেই পবিত্র আত্মার প্রেরণাতেই এই কথা বলেছেন:

'প্রভু আমার প্রভুকে বললেন, তুমি আমার ডানদিকে
বস যতক্ষণ না তোমার শত্রুদের তোমার পায়ের তলায়
রাখি।' *গীতসংহিতা 110:1*

37দায়ূদ নিজেই খ্রীষ্টকে 'প্রভু' বলেন। তবে কেমন করে খ্রীষ্ট দায়ূদের পুত্র হলেন?" অনেক লোক আনন্দের সাথে তাঁর কথা শুনল।

38আর তাঁর শিক্ষায় তিনি তাদের বললেন, "ব্যবস্থার শিক্ষকদের থেকে সাবধান, তারা লম্বা লম্বা পোশাক পরতে চায়, হাটে বাজারে লোকদের সম্মান, 39সমাজগৃহে গুরুত্বপূর্ণ আসন এবং নৈশ ভোজে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেতে ভালবাসে। 40এই লোকেরাই বিধবাদের বাড়িগুলি আত্মসাৎ করে, আর সেই দোষ ঢাকতে লম্বা লম্বা প্রার্থনা করে, ঐ সমস্ত লোকেরা বিচারে আরও কড়া শাস্তি পাবে।"

বিধবার দেওয়া দানের দৃষ্টান্ত

(লূক 21:1-4)

41যীশু দানের বাক্সের সামনে বসে, লোকেরা কেমন করে তাতে টাকা পয়সা ফেলছে তা দেখছিলেন। বহু ধনী লোক প্রচুর টাকা পয়সা তার মধ্যে রাখল। 42পরে একজন গরীব বিধবা এসে তাতে দুটি তামার মুদ্রা ফেলল, যার মূল্য এক সিকিরও কম। 43তখন যীশু নিজের শিষ্যদের কাছে ডেকে বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, দানবাক্সে যারা টাকা পয়সা রেখেছে, তাদের সবার থেকে এই গরীব বিধবা বেশি রাখল। 44কারণ তারা সকলে নিজের নিজের অতিরিক্ত অর্থ থেকে কিছু কিছু রেখেছে; কিন্তু এই গরীব বিধবার যা কিছু সম্বল ছিল, তার সবটুকুই দিয়ে গেল।"

ভবিষ্যতে মন্দিরের বিনাশ

(মথি 24:1-44; লূক 21:5-33)

13 যীশু যখন মন্দির ছেড়ে যাচ্ছেন, সেই সময় শিষ্যদের মধ্যে একজন তাঁকে বললেন, "হে গুরু দেখুন কত চমৎকার বিশাল বিশাল পাথর এবং কত সুন্দর দালান।"

2তখন যীশু তাঁকে বললেন, "তুমি এই সব বড় বড় দালান দেখছ? এর একটা পাথর আর একটা পাথরের উপরে থাকবে না; সবই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে।"

3পরে তিনি মন্দিরের সামনে জৈতুন পর্বতমালায় বসলে, পিতর, যাকোব, যোহন এবং আন্দ্রিয় তাঁকে একা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 4"আমাদের বলুন দেখি, এই সমস্ত ঘটনা কখন ঘটবে? আর কি চিহ্ন দেখেই বা বুঝতে পারব যে এই সমস্ত ঘটনা ঘটতে চলেছে?"

5তখন যীশু তাঁদের বলতে লাগলেন, "সতর্ক থেকো, কেউ যেন তোমাদের না ভুলায়। 6সেদিন অনেকে আমার নাম নিয়ে আসবে এবং বলবে, 'আমিই তিনি' এবং তারা আরও অনেকের মন ভুলাবে। 7কিন্তু তোমরা যখন যুদ্ধের কথা ও যুদ্ধের জনরব শুনবে, তখন অস্থির হয়ো না; এটা ঘটবেই, কিন্তু তখনও শেষ নয়। 8কারণ জাতির বিরুদ্ধে জাতি এবং রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজ্য জেগে উঠবে। স্থানে স্থানে ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ হবে। এসব কেবল জন্ম যন্ত্রণার আরম্ভ মাত্র।

9"তোমরা নিজেদের ব্যাপারে সাবধান! লোকে তোমাদের আদালতে হাজির করবে, এবং সমাজগৃহের মধ্যে তোমাদের ধরে মারবে। আমার জন্য তোমরা দেশের শাসনকর্তা ও রাজাদের কাছে সাক্ষী দেবার জন্য তাদের সামনে দাঁড়াবে। 10আর সব কিছু শেষ হবার আগে সমস্ত জাতির কাছে সুসমাচার প্রচার করা হবে। 11কিন্তু লোকে যখন তোমাদের গ্রেপ্তার করে বিচার সভায় নিয়ে যাবে, তখন তাদের সামনে কি বলবে তা আগে থেকে ভেবো না, বরং সেই সময়ে পবিত্র আত্মা যা বলতে বলবেন তাই বলবে। কারণ তোমরাই যে কথা বলবে তা নয়, পবিত্র আত্মাই তোমাদের মধ্যে দিয়ে কথা বলবেন। 12তখন ভাই ভাইকে, ও বাবা সন্তানকে মৃত্যুর হাতে তুলে দেবে, এবং সন্তানরা বাবা-

---

'আমি ... ঈশ্বর' যাত্রা 3:6

'তুমি ... ভালবাসবে' দ্বি বি 6:4-5

'তোমার ... ভালবাসবে' লেবীয় 19:18

মার বিরুদ্ধে উঠে তাদের হত্যার জন্য ধরিয়ে দেবে।
13আর আমার নামের জন্য সকলে তোমাদের ঘৃণা করবে;
কিন্তু যে শেষ পর্যন্ত স্থির থাকবে সেই রক্ষা পাবে।

14"যখন তোমরা দেখবে, 'ধ্বংসের সেই ঘৃণার বস্তু
যেখানে দাঁড়াবার নয় সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।'* পাঠকের
বোঝা উচিৎ এর অর্থ কি, "তখন যারা যিহূদিয়াতে
থাকে তারা পাহাড়ে পালিয়ে যাক। 15এবং কেউ যদি
ছাদের উপরে থাকে, সে যেন বাড়ি থেকে কোন কিছু
নেবার জন্য নীচে না নামে বা ঘরে না ঢোকে। 16কেউ
যদি মাঠে থাকে, সে যেন জামাকাপড় নেবার জন্য
ফিরে না যায়। 17হায়, সেই সময়ে গর্ভবতী বা যাদের
কোলে শিশু থাকবে তাদের কত কষ্ট! 18আর প্রার্থনা
কর যেন এটা শীতকালে না ঘটে, 19কারণ সেই সময়
হবে বড়ই কষ্টের সময়। তেমনটি প্রথম যখন ঈশ্বর
পৃথিবী সৃষ্টি করলেন, তখন থেকে এখন পর্যন্ত কখনই
হয় নি আর কখনও হবেও না। 20আর প্রভু যদি সেই
দিনের সংখ্যা কমিয়ে না দিতেন, তবে কোন প্রাণই
রক্ষা পেত না। কিন্তু তিনি যাদেরকে মনোনীত করেছেন,
সেই মনোনীতদের জন্য সেই দিনের সংখ্যা কমিয়ে
দিয়েছেন। 21কেউ যদি তখন তোমাদের বলে, 'দেখ,
খ্রীষ্ট এখানে বা ওখানে!' তোমরা বিশ্বাস কোরো না।
22কারণ ভণ্ড খ্রীষ্টেরা এবং ভাববাদীরা উঠবে এবং
নানা চিহ্ন ও অলৌকিক কাজ ক'রে দেখাবে, এমন কি
সম্ভব হলে মনোনীত লোকদেরও ভুলাবে। 23কিন্তু
তোমরা সাবধান থেকো! আমি তোমাদের আগেই সমস্ত
কিছু বলে দিলাম।

24 কিন্তু সেই সময়, সেই কষ্টের শেষে, 'সূর্য অন্ধকার
হয়ে যাবে এবং চাঁদ আর আলো দেবে না।
25আকাশ থেকে তারা খসে পড়বে, আকাশের সমস্ত
শক্তি বিচলিত হবে।'

যিশাইয় 13:10; 34:4

26"তখন লোকেরা দেখবে, মানবপুত্র মহামহিমায়
ও পরাক্রমের সঙ্গে মেঘরথে আসছেন। 27তখন
মানবপুত্র তাঁর স্বর্গদূতদের পাঠিয়ে পৃথিবীর এক প্রান্ত
থেকে আকাশের অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চারিবায়ু থেকে তাঁর
মনোনীত লোকদের সংগ্রহ করবেন।

28"ডুমুর গাছ থেকে এই দৃষ্টান্ত শেখ: যখন তার
শাখা-প্রশাখা কোমল হয়ে পাতা বের করে, তখন
তোমরা জানতে পার গরম কাল এসে গেল। 29ঠিক
তেমনি ঐ সমস্ত ঘটনা ঘটতে দেখলেই তোমরা বুঝতে
পারবে যে সময়* খুব কাছে, এমনকি দরজার সামনে।
30আমি তোমাদের সত্যি বলছি: সমস্ত ঘটনা না ঘটা
পর্যন্ত এই প্রজন্মের শেষ হবে না। 31আকাশ এবং
পৃথিবীর লোপ হবে; কিন্তু আমার কথার লোপ কখনও
হবে না।

32"সেই দিনের বা সেই সময়ের কথা কেউ জানে
না; স্বর্গদূতেরাও নয়, মানবপুত্রও নয়, কেবলমাত্র পিতাই
জানেন। 33সাবধান! তোমরা সতর্ক থাকো! কারণ কখন
যে সেই সময় হবে তোমরা তা জানো না। 34সেই
দিনটা এমনভাবেই আসবে যেমন কোন লোক নিজের
বাড়ি ছেড়ে বিদেশে বেড়াতে যায়, এবং তার চাকরদের
দায়িত্ব দিয়ে প্রত্যেকের কাজ ঠিক করে দেয় আর
দ্বাররক্ষককে সজাগ থাকতে বলে। 35তাই তোমরা সতর্ক
থাকবে, কারণ তোমরা জান না কখন বাড়ির মালিক
আসবেন, সন্ধ্যেবেলায় কি মাঝরাতে, কুকড়া ডাকের
সময় কি ভোরবেলায়। 36হঠাৎ তিনি এসে যেন না
দেখেন যে তোমরা ঘুমিয়ে রয়েছ। 37আমি তোমাদের
যা বলছি, তা সবাইকে বলি, 'সজাগ থেকো!'"

ইহুদী নেতারা যীশুকে হত্যার চক্রান্ত করলেন

(মথি 26:1-5; লূক 22:1-2; যোহন 11:45-53)

14 দু'দিন পরে নিস্তারপর্ব এবং খামিরবিহীন রুটির
উৎসব পর্ব।* প্রধান যাজকরা এবং ব্যবস্থার
শিক্ষকরা সেই সময়ে তাঁকে কেমন করে ছলে বলে
গ্রেপ্তার করে মেরে ফেলতে পারে তারই চেষ্টা করছিলেন।
2তাঁরা বললেন, "উৎসবের সময় আমরা এটা করব না,
কারণ তাতে লোকেদের মধ্যে গণ্ডগোল বেধে যেতে
পারে।"

একটি স্ত্রীলোক বিশেষ এক কাজ করল

(মথি 26:6-13; যোহন 12:1-8)

3যখন তিনি বৈথনিয়াতে কুষ্ঠী শিমোনের বাড়িতে
ছিলেন, তখন তিনি খেতে বসলে একটি স্ত্রীলোক শ্বেত
পাথরের শিশিতে করে দামী সুগন্ধি জটামাংসীর তেল*
নিয়ে এল। সে শিশিটি ভেঙ্গে তাঁর মাথায় সেই তেল
ঢেলে দিল।

4কিছু লোক এতে খুব রেগে গিয়ে নিজেদের মধ্যে
বলাবলি করল, "সুগন্ধি তেলের অপচয় করা হল
কেন? 5এই তেল তো তিনশো দীনারের বেশী দামে
বিক্রি করা যেত, এবং সেই টাকা গরীবদের দেওয়া
যেত।" আর তারা স্ত্রীলোকটির কঠোর সমালোচনা
করল।

6কিন্তু যীশু বললেন, "ওকে যেতে দাও। তোমরা
কেন ওকে দুঃখ দিচ্ছ? সে তো আমার জন্য ভাল
কাজই করেছে। 7কারণ গরীবেরা তোমাদের কাছে
সবসময় আসে, তোমরা যখন ইচ্ছা তাদের উপকার
করতে পার; কিন্তু আমাকে তোমরা সবসময় পাবে না।
8সে যা করতে পারত তাই করেছে। সে আগে থেকে
সমাধির উদ্দেশ্যে আমার গায়ে সুগন্ধি তেল ঢেলে
দিয়েছে। 9আমি তোমাদের সত্যি বলছি: জগতে
যেখানেই আমার সুসমাচার প্রচার করা হবে,

যখন ... আছে দানি 9:27; 12:11 (তুলনীয় দানিয়েল 11:31)

সময় এখানে যীশু সেই সময়ের কথা বলেছেন যখন কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটবে। লূক 21:31, এখানে যীশু বলেছেন ঈশ্বরের রাজত্ব আসার এই সেই সময়।

খামিরবিহীন ... পর্ব পুরানো নিয়মে নিস্তারপর্বের পরের দিন শুরু হয়। কিন্তু এই সময়ে দুটো পর্ব একই দিনে পড়েছে।

জটামাংসীর তেল দুষ্প্রাপ্য চারাগাছের শিকড় হতে প্রস্তুত মূল্যবান তেল।

সেখানেই এই স্ত্রীলোকটির স্মরণার্থে তার কাজের কথা বলা হবে।"

10তখন সেই বারোজনের মধ্যে একজন যিহূদা ঈষ্করিয়োতীয় প্রধান যাজকদের কাছে যীশুকে ধরিয়ে দেবার মতলবে গেল। 11তারা এই কথা শুনে খুব খুশী হলো এবং তাকে টাকা দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল। তখন সে যীশুকে ধরিয়ে দেবার জন্য সুযোগ খুঁজতে লাগল।

12খামিরবিহীন রুটির পর্বের প্রথম দিন, যেদিন ইহুদীরা মেষ উৎসর্গ করত, সেইদিন তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, "আমরা কোথায় গিয়ে আপনার জন্য ভোজ প্রস্তুত করব, আপনার ইচ্ছা কি?"

13তখন তিনি শিষ্যদের মধ্যে দু'জনকে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, "তোমরা শহরে যাও, একটা লোক তোমাদের সামনে পড়বে, যে এক কলসী জল নিয়ে আসবে, তাকে অনুসরণ কর।

14সে যে বাড়িতে ঢুকবে, সেই বাড়ির মালিককে বলবে, 'গুরু বলেছেন, সেই অতিথির ঘর কোথায় যেখানে আমি আমার শিষ্যদের সাথে নিস্তারপর্বের ভোজ খেতে পারি।' 15তখন সে উপরের একটি বড় সাজানোগোছানো ঘর দেখিয়ে দেবে। সেখানেই আমাদের জন্য ভোজ প্রস্তুত কর।"

16পরে শিষ্যরা সেখান থেকে শহরে চলে এলেন। তিনি যেরকম বলেছিলেন তাঁরা ঠিক সেইরকম দেখতে পেলেন; আর নিস্তারপর্বের ভোজের আয়োজন সেখানেই করলেন।

17সন্ধ্যে হলে সেই বারোজন প্রেরিতদের সাথে তিনি সেখানে এলেন। 18যখন তাঁরা একসঙ্গে খেতে বসেছেন, যীশু বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা যারা আমার সঙ্গে খেতে বসেছ, তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে শত্রুর হাতে তুলে দেবে।"

19এতে তাঁরা অত্যন্ত দুঃখ পেলেন, এবং প্রত্যেকে এক এক করে জিজ্ঞেস করলেন, "সে কি আমি?"

20তিনি তাদের বললেন, "এই বারোজনের মধ্যে একজন যে আমার সঙ্গে বাটিতে রুটি ডুবিয়ে খাচ্ছে সেই। 21মানবপুত্রের ব্যাপারে শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে, ঠিক সেইভাবে তিনি চলে যাবেন। কিন্তু ধিক্ সেই লোকটিকে যে মানবপুত্রকে শত্রুর হাতে ধরিয়ে দেবে। সেই লোকটির জন্ম না হওয়াই ভাল ছিল।"

প্রভুর ভোজ

(মথি 26:26-30; লূক 22:15-20; 1করিন্থীয় 11:23-25)

22তাঁরা যখন খাচ্ছিলেন, সেই সময় তিনি রুটি নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। রুটিখানি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে তা শিষ্যদের দিয়ে বললেন, "এটা নাও; এটা আমার শরীর।"

23তারপর তিনি পেয়ালা তুলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে শিষ্যদের হাতে দিলেন। আর তাঁরা সকলে তা থেকে পান করলেন।

24তিনি তাঁদের বললেন, "এটা আমার নতুন নিয়মের রক্ত, যা অনেকের জন্যই পাতিত হবে। 25আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমি আর দ্রাক্ষারস পান করব না, যতদিন পর্যন্ত না আমি ঈশ্বরের রাজ্যে সেই দিনে নতুন দ্রাক্ষারস পান না করি।"

26এরপর তাঁরা স্তবগান করে জৈতুন পর্বতের দিকে গেলেন।

যীশুর শিষ্যরা সকলে তাঁকে ত্যাগ করবে

(মথি 26:31-35; লূক 22:31-34; যোহন 13:36-38)

27যীশু তাদের বললেন, "তোমরা সকলে বিশ্বাস হারাবে, কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে,

'আমি মেষপালককে আঘাত করব, এবং মেষেরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।' *সখরিয় 13:7*

28আমি বেঁচে উঠলে, তোমাদের আগে গালীলে যাব।"

29পিতর তাঁকে বললেন, "এমনকি সকলে বিশ্বাস হারালেও আমি হারাব না।"

30তখন যীশু তাঁকে বললেন, "আমি সত্যি বলছি, আজ এই রাত্রেই দু'বার মোরগ ডাকার আগে তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে।"

31কিন্তু পিতর আরও জোর দিয়ে বললেন, "যদি আপনার সঙ্গে মরতেও হয়, তবুও আমি আপনাকে অস্বীকার করব না।" বাকি সকলে সেই একই শপথ করলেন।

যীশুর একান্তে প্রার্থনা

(মথি 26:36-46; লূক 22:39-46)

32তখন তাঁরা গেৎশিমানী নামে একস্থানে এলেন। আর যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, "যতক্ষণ আমি প্রার্থনা করি, তোমরা এখানে বসে থাক।" 33পরে তিনি পিতর, যাকোব এবং যোহনকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন, সেসময় ব্যথায় তাঁর আত্মা ব্যাকুল হয়ে উঠল। 34তিনি তাঁদের বললেন, "আমার প্রাণ মৃত্যু পর্যন্ত উদ্বেগে আচ্ছন্ন। তোমরা এখানে থাক আর জেগে থাক।"

35পরে কিছুটা এগিয়ে মাটিতে উবুড় হয়ে পড়ে তিনি প্রার্থনা করলেন, যে যদি সম্ভব হয় তবে এই দুঃখের সময়টা তাঁর কাছ থেকে সরে যাক। 36তিনি বললেন, "আব্বা, পিতা তোমার পক্ষে তো সবই সম্ভব। এই পানপাত্র* আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নাও। কিন্তু তবুও আমি যা চাই তা নয় তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।"

37পরে তিনি এসে দেখলেন তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন, আর তিনি পিতরকে বললেন, "শিমোন তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছ? তুমি এক ঘণ্টাও জেগে থাকতে পারলে না? 38তোমরা জেগে থাক এবং

পানপাত্র এখানে যীশু তাঁর জীবনে যে সমস্ত দুঃখ কষ্ট আসবে তার বিষয়ে বলেছেন। কোন কিছুতে পূর্ণ এক পানপাত্র যার স্বাদ অত্যন্ত খারাপ তা পান করা যেমন কঠিন তেমনি এইসব দুঃখ কষ্ট সহ্য করা বড় কঠিন হবে।

প্রার্থনা কর, যাতে প্রলুব্ধ না হও। আত্মা ইচ্ছুক কিন্তু
শরীর দুর্বল।"
39তিনি আবার গেলেন এবং একই কথা বলে প্রার্থনা
করলেন। 40তারপর ফিরে এসে দেখলেন তাঁরা ঘুমাচ্ছেন,
কারণ ঘুমে তাদের চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল। তাঁরা
যীশুর দিকে তাকিয়ে তাঁকে কি বলবেন বুঝে উঠতে
পারছিলেন না। 41পরে তিনি তৃতীয়বার এসে তাঁদের
বললেন, "তোমরা কি এখনও ঘুমোচ্ছ, বিশ্রাম করছ?
যথেষ্ট হয়েছে! সময় হয়ে গেছে। দেখ, মানবপুত্রকে
বিশ্বাসঘাতকতা করে পাপীদের হাতে তুলে দেওয়া
হচ্ছে। 42ওঠ! আমরা যাই! ঐ দেখ, যে আমার সঙ্গে
বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সে আসছে।"

যীশুকে গ্রেপ্তার

(মথি 26:47-56; লূক 22:47-53; যোহন 18:3-12)

43আর তিনি যখন কথা বলছিলেন, সেই সময় যিহূদা
সেই বারোজন প্রেরিতের মধ্যে একজন এল। আর
তার সাথে অনেক লোক তরোয়াল লাঠি নিয়ে এল।
প্রধান যাজক, ব্যবস্থার শিক্ষক এবং বয়স্ক ইহুদী নেতারা
এই লোকদের পাঠিয়েছিল। 44সেই বিশ্বাসঘাতক যিহূদা
তাদের এই সঙ্কেত দিয়েছিল: "যাকে আমি চুমু দেব,
সেই ঐ লোকটি। তোমরা তাকে ধরে পাহারা দিয়ে
নিয়ে যাবে।"
45সে উপস্থিত হয়েই যীশুর কাছে গিয়ে বলল,
"গুরু!" বলেই তাঁকে চুমু দিল। 46তখন তারা তাঁকে
ধরে গ্রেপ্তার করল। 47যারা তাঁর কাছে দাঁড়িয়েছিল
তাদের মধ্যে একজন নিজের তরোয়াল বের করে
মহাযাজকের চাকরকে আঘাত করে তার কান কেটে
দিল।
48তখন যীশু তাদের বললেন, "তোমরা লাঠি,
তরোয়াল নিয়ে আমাকে ধরতে এসেছ। মনে হচ্ছে
আমি একজন দস্যু। 49আমি প্রতিদিন মন্দিরে
তোমাদের মধ্যে থেকেছি ও শিক্ষা দিয়েছি, তখন তো
আমায় ধরলে না। কিন্তু শাস্ত্রের বাণী সফল হবেই।"
50তখন তাঁর সব শিষ্যেরা তাঁকে ফেলে পালিয়ে
গেলেন।
51আর একজন যুবক উলঙ্গ শরীরে একটি চাদর
জড়িয়ে তাঁকে অনুসরণ করল। তারা তাকে গ্রেপ্তার
করার চেষ্টা করল। 52কিন্তু সে চাদরটি ফেলে উলঙ্গ
অবস্থায় পালিয়ে গেল।

ইহুদী নেতাদের সামনে যীশু

(মথি 26:57-68; লূক 22:54-55, 63-71;
যোহন 18:13-14, 19-24)

53তখন তারা যীশুকে মহাযাজকের কাছে নিয়ে এল।
প্রধান যাজকরা, বয়স্ক ইহুদী নেতারা এবং ব্যবস্থার
শিক্ষকরা সকলে এক জায়গায় জড়ো হলেন। 54আর
পিতর দূরে দূরে থেকে যীশুর পেছনে যেতে যেতে
মহাযাজকের উঠোন পর্যন্ত গেলেন, এবং রক্ষীদের সঙ্গে
বসে আগুন পোহাতে লাগলেন।
55তখন প্রধান যাজকেরা এবং মহাসভার সকলেই
এমন একজন সাক্ষী খুঁজছিলেন যার কথার জোরে
যীশুকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা যায়; কিন্তু তেমন সাক্ষ্য
তারা পেলেন না। 56কারণ অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা
সাক্ষী দিল বটে কিন্তু তাদের সাক্ষ্য মিলল না।
57তখন কিছু লোক তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষী দিয়ে
বলল, 58"আমরা তাঁকে বলতে শুনেছি, 'মানুষের হাতে
তৈরী এই মন্দিরটি ভেঙ্গে ফেলব, এবং তিন দিনের
মধ্যে মানুষের হাত দিয়ে তৈরী নয় এমন একটি মন্দির
আমি গড়ে তুলব।'" 59কিন্তু এতেও তাদের সাক্ষ্যের
প্রমাণ মিলল না। 60তখন মহাযাজক সকলের সামনে
দাঁড়িয়ে যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি কিছুই
উত্তর দেবে না? এই সমস্ত লোকেরা তোমার বিরুদ্ধে
কি সাক্ষ্য দিচ্ছে?" 61কিন্তু তিনি চুপচাপ থাকলেন কোন
উত্তর দিলেন না।
আবার মহাযাজক তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি
কি সেই পরম খ্রীষ্ট পরম ধন্য, ঈশ্বরের পুত্র?"
62যীশু বললেন, "হ্যাঁ, আমিই ঈশ্বরের পুত্র। তোমরা
একদিন মানবপুত্রকে ঈশ্বরের ডানপাশে বসে থাকতে
আকাশের মেঘে আবৃত হয়ে আসতে দেখবে।"
63তখন মহাযাজক তাঁর পোশাক ছিঁড়ে বললেন,
"আমাদের সাক্ষীর আর কি প্রয়োজন? 64তোমরা তো
ঈশ্বর নিন্দা শুনলে। তোমাদের কি মনে হয়?"
তারা সকলে তাকে দোষী স্থির করে বলল, "এর
মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত।" 65তখন কেউ কেউ তাঁর মুখে
থুথু ছিটিয়ে দিল, তাঁর মুখ ঢেকে ঘুষি মারল, এবং
বলতে লাগল, "ভাববাণী করে বল তো, কে তোমাকে
ঘুষি মারল?" পরে রক্ষীরা তাকে মারতে মারতে নিয়ে
গেল।

যীশুকে স্বীকার করতে পিতর ভয় পেলেন

(মথি 26:69-75; লূক 22:56-62;
যোহন 18:15-18, 25-27)

66পিতর যখন নীচে উঠোনে ছিলেন, তখন
মহাযাজকের একজন চাকরানী এল। 67সে পিতরকে
আগুন পোহাতে দেখে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমিও
তো নাসরতীয় যীশুর সঙ্গে ছিলে।"
68কিন্তু পিতর অস্বীকার করে বললেন, "আমি জানি
না, আর বুঝতেও পারছি না তুমি কি বলছ।" এই বলে
তিনি বারান্দার দিকে যেতেই একটা মোরগ ডেকে
উঠল।*
69কিন্তু চাকরানীটা তাকে দেখে, যারা তার কাছে
দাঁড়িয়েছিল তাদের বলতে লাগল, "এই লোকটি ওদেরই
একজন!" 70তিনি আবার অস্বীকার করলেন।
কিছুক্ষণ বাদে যারা সেখানে দাঁড়িয়েছিল তারা
পিতরকে বলল, "সত্যি তুমি তাদের একজন, কারণ
তুমি গালীলের লোক।"

তিনি ... উঠল কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে এই কথাগুলি পাওয়া যায়: "এবং মোরগ ডেকে উঠল।"

71তিনি অভিশাপ দিয়ে শপথ করে বলতে লাগলেন,
"তোমরা যে লোকটির কথা বলছ, তাকে আমি চিনি
না।"
72আর সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়বার মোরগটি ডেকে উঠল,
তাতে যীশু যে কথা বলেছিলেন, "মোরগটি দু'বার
ডাকার আগে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করবে"
সে কথা পিতরের মনে পড়ল আর তিনি কান্নায় ভেঙ্গে
পড়লেন।

রাজ্যপাল পীলাত প্রশ্ন করলেন

(মথি 27:1-2, 11-14; লূক 23:1-5; যোহন 18:28-38)

15 সকাল হতেই প্রধান যাজকেরা, বয়স্ক ইহুদী
নেতারা, ব্যবস্থার শিক্ষকেরা ও সমস্ত মহাসভার
লোকেরা শলাপরামর্শ করলেন। তারা যীশুকে বেঁধে
পীলাতের কাছে পাঠালেন এবং তার হাতে তুলে দিলেন।
2তখন পীলাত তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি
ইহুদীদের রাজা?"
যীশু তাঁকে বললেন, "হ্যাঁ, আপনি যেমন বললেন
তেমনই।"
3তখন প্রধান যাজকেরা যীশুর বিরুদ্ধে নানান দোষের
কথা বলতে লাগলেন। 4পীলাত তাঁকে আবার জিজ্ঞেস
করলেন, "তুমি কি কিছুই উত্তর দেবে না? দেখ, এরা
তোমার বিরুদ্ধে কত অভিযোগ করছে!"
5কিন্তু তবু যীশু কোন উত্তর দিলেন না দেখে পীলাত
আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

যীশুকে মুক্ত করতে পীলাতের চেষ্টা ব্যর্থ

(মথি 27:15-31; লূক 23:13-25; যোহন 18:39-19:16)

6নিস্তারপর্বের সময়ে পীলাত লোকদের ইচ্ছে মতো
একজন বন্দীকে মুক্ত করে দিতেন। 7সেই সময় বারাব্বা
নামে একটি লোক বিদ্রোহীদের সাথে কারাগারে ছিল,
যারা বিদ্রোহের সময় অনেক খুন জখম করেছিল। 8আর
তিনি পীলাত লোকদের জন্য সচরাচর যা করতেন,
সেই লোকেরা তাকে তাই করতে বলল।
9পীলাত তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "ইহুদীদের
রাজাকে আমি তোমাদের জন্য মুক্ত করে দিই, এটাই
কি তোমাদের ইচ্ছে?" 10কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন
প্রধান যাজকরা হিংসার বশবর্তী হয়ে যীশুকে তার হাতে
তুলে দিয়েছিল। 11কিন্তু প্রধান যাজকেরা জনতাকে
ক্ষেপিয়ে তুলল যাতে তারা যীশুর পরিবর্তে বারাব্বার
মুক্তি দাবি করে।
12কিন্তু পীলাত আবার তাদের বললেন, "তবে
তোমরা যাকে ইহুদীদের রাজা বল তাকে কি করব?"
13তারা চেঁচিয়ে বলল, "ওকে ক্রুশে দাও!"
14কিন্তু তিনি তাদের বললেন, "কেন? এ কি মন্দ
কাজ করেছে?"
তারা আরও চেঁচিয়ে বলল, "ওকে ক্রুশে দাও!"
15তখন পীলাত লোকদের খুশী করতে বারাব্বাকে
তাদের জন্য ছেড়ে দিলেন, এবং যীশুকে চাবুক মেরে
ক্রুশে বিদ্ধ করবার জন্য তাদের হাতে তুলে দিলেন।
16পরে সেনারা প্রাসাদের মধ্যে অর্থাৎ প্রধান
শাসনকর্তার সদর দপ্তরের উঠোনে যীশুকে নিয়ে গিয়ে
সমস্ত সেনাদের ডাকল। 17তারা যীশুকে বেগুনী রঙের
কাপড় পরিয়ে দিল এবং কাঁটার মুকুট তৈরী করে তাঁর
মাথায় চাপিয়ে দিল। 18তারা তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে
বলতে লাগল, "ইহুদীদের রাজা নমস্কার!" 19তারা তাঁর
মাথায় একটা লাঠি দিয়ে বার বার মারতে লাগল ও
তাঁর গায়ে থুথু ছিটিয়ে দিল। তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে
তাঁকে প্রণাম করতে থাকল। 20তাঁকে নিয়ে এইভাবে
মজা করবার পর তারা ঐ বেগুনী রঙের কাপড় খুলে
নিয়ে তাঁর নিজের কাপড় পরিয়ে দিল। আর ক্রুশে
দেবার জন্য তাঁকে বাইরে নিয়ে গেল।

যীশু ক্রুশে মৃত্যুবরণ করলেন

(মথি 27:32-44; লূক 23:26-43; যোহন 19:17-27)

21সেই সময় শিমোন নামে একটা লোক কুরীণীয়
গ্রামাঞ্চল থেকে সেই পথ ধরে আসছিল। সে
আলেকসান্দর ও রূফের বাবা। সেনারা তাকে যীশুর
ক্রুশ বয়ে নিয়ে যাবার জন্য বেগার ধরল। 22পরে তারা
যীশুকে গলগথা নামে এক জায়গায় নিয়ে এল। গলগথার
অর্থ "মাথার খুলির স্থান।" 23তারা তাঁকে গন্ধরস মিশানো
দ্রাক্ষারস পান করতে দিল; কিন্তু তিনি তা পান করলেন
না। 24পরে তারা তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করল। তাঁর
কাপড়গুলোকে আলাদা আলাদা করে ঘুটি চেলে ঠিক
করল কে তাঁর পোশাকের কোন অংশ পাবে।
25সকাল ন'টার সময়ে তারা তাঁকে ক্রুশে দিল।
26তারা তাঁর ক্রুশের উপর তাঁর বিরুদ্ধে দোষপত্র লেখা
একটা ফলক লাগিয়ে দিয়েছিল। তাতে লেখা ছিল,
"ইহুদীদের রাজা।" 27তারা তাঁর সাথে আর দু'জন
দস্যুকে ক্রুশে দিল। একজনকে তার ডানদিকে এবং
অপরজনকে তার বাঁদিকে। 28* 29লোকেরা সেই পথ
দিয়ে যেতে যেতে যীশুর নিন্দা করতে লাগল। তারা
মাথা নেড়ে বলল, "ওহে, তুমি না মন্দির ভেঙ্গে ফেলে
তিনদিনের মধ্যে তা আবার গেঁথে তোল। 30ক্রুশ থেকে
নেমে নিজেকে রক্ষা কর!"
31ঠিক একইভাবে প্রধান যাজকরা, এবং ব্যবস্থার
শিক্ষকরা তাঁকে ঠাট্টা করে নিজেদের মধ্যে বলাবলি
করলেন, "ঐ লোকটি অন্যদের রক্ষা করত, কিন্তু
নিজেকে রক্ষা করতে পারে না! 32খ্রীষ্ট, ঐ ইস্রায়েলের
রাজা এখন ক্রুশ থেকে নেমে আসুক, তাহলে আমরা
বিশ্বাস করব।" তাঁর সঙ্গে যারা ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিল,
তারাও তাঁকে ঠাট্টা করতে লাগল।

যীশু মারা গেলেন

(মথি 27:45-56; লূক 23:44-49; যোহন 19:28-30)

33পরে বেলা বারোটা থেকে তিনটে পর্যন্ত সমস্ত
দেশ অন্ধকারে ছেয়ে গেল। 34আর তিনটের সময় যীশু

পদ 28 কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 28 যুক্ত করা হয়েছে, "তখন এই শাস্ত্রীয় বাণী পূর্ণ হল, 'তারা তাঁকে অপরাধীদের সঙ্গে রেখেছিল।'"

চিৎকার করে বলে উঠলেন, "এলোই, এলোই, লামা শবক্তাণী?" যার অর্থ "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় ত্যাগ করেছ?"

35যারা তাঁর কাছে দাঁড়িয়েছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এই কথা শুনে বলল, "দেখ, ও এলিয়কে ডাকছে।"

36একজন লোক দৌড়ে গিয়ে একটা স্পঞ্জ এনে সিরকায় ভিজিয়ে নলে করে তাঁর মুখে তুলে ধরে বলল, "দেখা যাক, এলিয় ওকে নামাতে আসে কি না।"

37পরে যীশু জোরে চিৎকার করে উঠে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। 38আর মন্দিরের পর্দা উপর থেকে নিচে পর্যন্ত চিরে দু'ভাগ হয়ে গেল। 39আর যে সেনাপতি তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি যীশুকে এইভাবে মৃত্যুবরণ করতে দেখে বললেন, "সত্যিই ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।"

40কয়েকজন স্ত্রীলোক দূর থেকে দেখছিলেন, তাদের মধ্যে মন্দলীনী মরিয়ম, শালোমী আর ছোট যাকোব এবং যোশির মা মরিয়ম সেখানে ছিলেন। 41যখন যীশু গালীলে ছিলেন, তখন এই মহিলারা তাঁর সঙ্গে যেতেন এবং তাঁর দেখাশুনা করতেন। আরও বহু স্ত্রীলোক তখন সেখানে ছিলেন যারা যীশুর সাথে জেরুশালেমে এসেছিলেন।

যীশুর সমাধি

(মথি 27:57-61; লূক 23:50-56; যোহন 19:38-42)

42সেই দিনটা ছিল আয়োজনের দিন। অর্থাৎ বিশ্রামের আগের দিন। 43সন্ধ্যাবেলায় আরিমাথিয়ার যোষেফ এলেন, তিনি ছিলেন ইহুদী মহাসভার একজন মাননীয় সভ্য, যিনি ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। তিনি সাহস করে পীলাতের কাছে গিয়ে সমাধি দেওয়ার জন্য যীশুর দেহটিকে চাইলেন। 44যীশু এর মধ্যে মারা গেছেন শুনে পীলাত আশ্চর্য্য হলেন, তিনি তাই সেনাপতিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর মৃত্যু হয়েছে কিনা। 45সেনাপতির কাছে মৃত্যুর খবরটি জানতে পেরে তিনি যোষেফকে যীশুর দেহটি নিয়ে যেতে দিলেন। 46যোষেফ কিছুটা মসীনা কাপড় কিনে ক্রুশ থেকে যীশুর দেহ নামিয়ে ঐ মসীনা কাপড়ে জড়ালেন এবং পাথর কেটে তৈরী এমন একটা সমাধিগুহার মধ্যে তাঁর দেহটাকে রাখলেন। তারপর একটা পাথর গুহার মুখে গড়িয়ে সমাধির মুখটি বন্ধ করে দিলেন। 47যীশুকে যেখানে সমাধি দেওয়া হল সেই স্থানটি মরিয়ম মন্দলীনী ও যোশির মা মরিয়ম দেখলেন।

যীশুর পুনরুত্থানের খবর

(মথি 28:1-8; লূক 24:1-12; যোহন 20:1-10)

16 বিশ্রাম শেষ হলে মরিয়ম মন্দলীনী, যাকোবের মা মরিয়ম সুগন্ধি মশলা কিনলেন যেন গিয়ে যীশুর দেহে মাখাতে পারেন। 2সপ্তাহের প্রথম দিন ভোরে, ঠিক সূর্য ওঠার পরই তাঁরা সমাধিগুহার কাছে গেলেন। 3তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলেন, "কে আমাদের জন্য সমাধিগুহার মুখ থেকে পাথরটি সরিয়ে দেবে?"

4তখন তাঁরা দেখতে পেলেন যে পাথরটা সরানো রয়েছে। সেই পাথরটা মস্ত বড় ছিল। 5পরে তাঁরা সমাধিগুহার ভিতরে গিয়ে দেখলেন, একজন যুবক ডানদিকে সাদা পোশাক পরে বসে আছেন; তাতে তারা ভয়ে চমকে উঠলেন।

6তখন তিনি তাঁদের বললেন, "ভয় পেও না। তোমরা তো নাসরতীয় যীশুর খোঁজ করছ যাকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়েছিল। তিনি বেঁচে উঠেছেন! তিনি এখানে নেই। দেখ, এখানে তাঁকে রাখা হয়েছিল। 7যাও, পিতর ও তাঁর অন্যান্য শিষ্যদের বল গিয়ে, 'দেখ তিনি তোমাদের আগেই গালীলে যাচ্ছেন। তিনি যেমন তোমাদের বলেছিলেন, ঠিক সেখানে তাঁকে দেখতে পাবে।"'

8তখন তাঁরা সমাধিগুহা থেকে বেরিয়ে দৌড়ালেন, কারণ তাঁরা ভীষণ ভয় পেয়েছিলেন এবং কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। তাঁরা কাউকে কিছু বললেন না, কারণ তাঁরা ভয় পেয়েছিলেন।

(কিছু কিছু পুরানো গ্রীক প্রতিলিপিতে মার্ক পুস্তক এখানে শেষ হয়েছে)

শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ যীশুর দেখা পেলেন

(মথি 28:9-10; যোহন 20:11-18; লূক 24:13-35)

9তাঁর পুনরুত্থানের পর সপ্তাহের প্রথম দিনে অর্থাৎ রবিবার ভোরে, তিনি প্রথমে মন্দলীনী মরিয়মকে দেখা দিলেন, যার থেকে তিনি সাতটা ভূতকে তাড়িয়েছিলেন। 10মরিয়ম গিয়ে যারা যীশুর সঙ্গে থাকতেন তাঁদের এই কথা বললেন। তাঁরা তখনও শোকে কাঁদছিলেন; 11কিন্তু যখন শুনলেন যে যীশু বেঁচে আছেন এবং তাঁকে দেখা দিয়েছেন, তাঁরা ঐ কথা বিশ্বাস করলেন না। 12পরে তাদের মধ্যে দুজন যখন গ্রামের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তিনি তাঁদের দেখা দিলেন, আর তাঁকে অন্যরকম দেখাল।

13তাঁরা গিয়ে অন্য বাকী সব শিষ্যদের এটা জানালেন; কিন্তু তাঁদের কথাতেও তাঁরা বিশ্বাস করলেন না।

প্রেরিতদের সঙ্গে যীশুর কথোপকথন

(মথি 28:16-20; লূক 24:36-49; যোহন 20:19-23; প্রেরিত 1:6-8)

14পরে সেই এগারোজন শিষ্য যখন খেতে বসেছেন, তিনি তাঁদের কাছে দেখা দিলেন। তিনি তাঁদের অবিশ্বাস ও কঠিন মনোভাবের জন্য তিরস্কার করলেন, কারণ তিনি বেঁচে ওঠার পর যাঁরা তাঁকে দেখেছিলেন, তাঁদের কথায়ও তাঁরা বিশ্বাস করেন নি। 15আর তিনি তাঁদের বললেন, "তোমরা সমস্ত পৃথিবীতে যাও, এবং সব লোকের কাছে সুসমাচার প্রচার কর। 16যারা বিশ্বাস করে বাপ্তাইজ হবে, তারা রক্ষা পাবে, কিন্তু যারা বিশ্বাস করবে না, তাদের দোষী সাব্যস্ত করা হবে। 17যারা বিশ্বাস করবে এই চিহ্নগুলি তাদের অনুবর্তী হবে। আমার

নামে তারা ভূত তাড়াবে; নতুন নতুন ভাষায় কথা
বলবে; 18হাতে করে সাপ তুলবে এবং মারাত্মক কিছু
খেলেও তাদের কোন ক্ষতি হবে না; আর তারা অসুস্থ
লোকের উপর হাত রাখলে, তারা সুস্থ হবে।”
19তাঁদের সঙ্গে কথা বলার পর প্রভু যীশুকে স্বর্গে
তুলে নেওয়া হল এবং তিনি ঈশ্বরের ডানদিকে বসলেন।
20আর তাঁরা গিয়ে সব জায়গায় সুসমাচার প্রচার করতে
লাগলেন, এবং প্রভু তাঁদের সঙ্গে কাজ করলেন, আর
অলৌকিক কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর সুসমাচারের সত্যতা
প্রমাণ করলেন।

লূকলিখিত সুসমাচার

যীশুর জীবন সম্পর্কে লূকের লেখা

1 মাননীয় থিয়ফিল, আমাদের মধ্যে যে সব ঘটনা
ঘটেছে সেগুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করার জন্য বহু
ব্যক্তি চেষ্টা করেছেন। 2তাঁরা সেই একই বিষয় লিখেছেন
যা আমরা তাঁদের কাছ থেকে জেনেছি, যাঁরা প্রথম
থেকে নিজেদের চোখে দেখেছেন এবং এই বার্তা ঘোষণা
করেছেন। 3তাই আমার মনে হল যে যখন আমি সেই
সব বিষয় প্রথম থেকে ভালভাবে খোঁজ-খবর নিয়েছি
তখন তা সুন্দরভাবে গুছিয়ে লিখি। 4যার ফলে আপনি
জানবেন, যে বিষয়গুলি আপনাকে জানানো হয়েছে
সেগুলি সত্য।

সখরিয় ও ইলীশাবেৎ

5যিহূদিয়ার রাজা হেরোদের সময়ে সখরিয় নামে
একজন যাজক ছিলেন। ইনি ছিলেন অবিয়ের দলের*
যাজকদের একজন। সখরিয়র স্ত্রী ইলীশাবেৎ ছিলেন
হারোণের বংশধর। 6তাঁরা উভয়েই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্মিক
ছিলেন। প্রভুর সমস্ত আদেশ ও বিধি-ব্যবস্থা তাঁরা
নিখুঁতভাবে পালন করতেন। 7ইলীশাবেৎ বন্ধ্যা হওয়ার
দরুণ তাঁদের কোন সন্তান হয় নি। তাঁদের উভয়েরই
অনেক বয়স হয়ে গিয়েছিল।

8একবার তাঁর দলের যাজকদের ওপর দায়িত্বভার
পড়েছিল, তখন সখরিয় যাজক হিসাবে মন্দিরে ঈশ্বরের
সেবা করছিলেন। 9যাজকদের কার্যপ্রণালী অনুযায়ী তাঁকে
বেছে নেওয়া হয়েছিল যেন তিনি মন্দিরের মধ্যে গিয়ে
প্রভুর সামনে ধূপ জ্বালাতে পারেন। 10ধূপ জ্বালাবার
সময়ে বাইরে অনেক লোক জড় হয়ে প্রার্থনা করছিল।
11এমন সময় প্রভুর এক স্বর্গদূত সখরিয়র সামনে এসে
উপস্থিত হয়ে ধূপবেদীর ডানদিকে দাঁড়ালেন। 12সখরিয়
সেই স্বর্গদূতকে দেখে চমকে উঠলেন এবং খুব ভয়
পেলেন। 13কিন্তু স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, "সখরিয় ভয়
পেও না, কারণ তুমি যে প্রার্থনা করেছ, ঈশ্বর তা
শুনেছেন। তোমার স্ত্রী ইলীশাবেতের একটি পুত্র সন্তান
হবে, তুমি তার নাম রাখবে যোহন। 14সে তোমার জীবনে
আনন্দ ও সুখের কারণ হবে, তার জন্মের দরুণ আরো
অনেকে আনন্দিত হবে। 15কারণ প্রভুর দৃষ্টিতে যোহন
হবে এক মহান ব্যক্তি। সে অবশ্যই দ্রাক্ষারস বা নেশার
পানীয় পান করবে না। জন্মের সময় থেকেই যোহন
পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হবে। 16ইস্রায়েলীয়দের অনেক
লোককেই সে তাদের প্রভু ঈশ্বরের পথে ফেরাবে।
17যোহন এলিয়ের* আত্মায় ও শক্তিতে প্রভুর আগে
চলবে। সে পিতাদের মন তাদের সন্তানদের দিকে
ফেরাবে, আর অধার্মিকদের মনের ভাব বদলে ধার্মিক
লোকদের মনের ভাবের মতো করবে। প্রভুর জন্য সে
এইভাবে লোকদের প্রস্তুত করবে।"

18তখন সখরিয় সেই স্বর্গদূতকে বললেন, "আমি
কিভাবে জানব যে সত্যিই এসব হবে? কারণ আমি
তো বৃদ্ধ হয়ে গেছি, আর আমার স্ত্রীরও অনেক বয়স
হয়ে গেছে।"

19এর উত্তরে স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, "আমি
গাব্রিয়েল, ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকি; আর তোমার
সঙ্গে কথা বলার জন্য ও তোমাকে এই সুখবর দেবার
জন্যই আমাকে পাঠানো হয়েছে। 20কিন্তু জেনে রেখো!
এইসব ঘটনা ঘটা পর্যন্ত তুমি বোবা হয়ে থাকবে, কথা
বলতে পারবে না, কারণ তুমি আমার কথা বিশ্বাস
করলে না, কিন্তু আমার এইসব কথা নিরুপিত সময়েই
পূর্ণ হবে।" 21এদিকে বাইরে লোকেরা সখরিয়র জন্য
অপেক্ষা করছিল, তিনি এতক্ষণ পর্যন্ত মন্দিরের মধ্যে
কি করছেন একথা ভেবে তারা অবাক হচ্ছিল। 22পরে
তিনি যখন বেরিয়ে এলেন, তখন লোকদের সঙ্গে কথা
বলতে পারলেন না, এতে লোকেরা বুঝতে পারল
মন্দিরের মধ্যে তিনি নিশ্চয়ই কোন দর্শন পেয়েছেন।
তিনি লোকদের ইশারায় তাঁর বক্তব্য বোঝাতে লাগলেন,
কিন্তু কোনরকম কথা বলতে পারলেন না। 23এরপর
দৈনিক সেবাকার্যের শেষে তিনি তাঁর বাড়ি ফিরে গেলেন।
24এর কিছুকাল পরে তার স্ত্রী ইলীশাবেৎ গর্ভবতী হলেন;
আর পাঁচ মাস পর্যন্ত লোক সাক্ষাতে বের হলেন না।
তিনি বলতেন, 25"এখন প্রভুই এইভাবে আমায় সাহায্য
করেছেন! সমাজে আমার যে লজ্জা ছিল, কৃপা করে
এখন এইভাবে তিনি তা দূর করে দিলেন।"

কুমারী মরিয়ম

26-27ইলীশাবেৎ যখন ছ'মাসের গর্ভবতী, তখন ঈশ্বর
গাব্রিয়েল স্বর্গদূতকে গালীলে নাসরৎ নগরে এক কুমারীর
কাছে পাঠালেন। এই কুমারী ছিলেন যোষেফ নামে এক
ব্যক্তির বাগ্‌দত্তা। যোষেফ ছিলেন রাজা দায়ূদের বংশধর;
আর যে কুমারীর কাছে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল তাঁর
নাম মরিয়ম। 28গাব্রিয়েল মরিয়মের কাছে এসে বললেন,
"তোমার মঙ্গল হোক! প্রভু তোমার প্রতি মুখ তুলে
চেয়েছেন, তিনি তোমার সঙ্গে আছেন।"

29এই কথা শুনে মরিয়ম খুবই বিচলিত ও অবাক
হয়ে ভাবতে লাগলেন, "এ কেমন শুভেচ্ছা?"

অবিয়ের দল ইহুদী যাজকরা 24 টি দলে বিভক্ত ছিল।
1 বংশাবলি 24

এলিয় ইনি খ্রীষ্ট পূর্ব 850 সালের একজন ভাববাদী।

30স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, "মরিয়ম তুমি ভয় পেও
না, কারণ ঈশ্বর তোমার ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। 31শোন!
তুমি গর্ভবতী হবে আর তোমার এক পুত্র সন্তান হবে।
তুমি তাঁর নাম রাখবে যীশু। 32তিনি হবেন মহান, তাঁকে
পরমেশ্বরের পুত্র বলা হবে, আর প্রভু ঈশ্বর তাঁকে তাঁর
পিতৃপুরুষ রাজা দায়ূদের সিংহাসন দেবেন। 33তিনি
যাকোবের বংশের লোকদের ওপরে চিরকাল রাজত্ব
করবেন, তাঁর রাজত্বের কখনও শেষ হবে না।"

34তখন মরিয়ম স্বর্গদূতকে বললেন, "এ কেমন করে
সম্ভব? কারণ আমি তো কুমারী!"

35এর উত্তরে স্বর্গদূত বললেন, "পবিত্র আত্মা*
তোমার ওপর অধিষ্ঠান করবেন আর পরমেশ্বরের শক্তি
তোমাকে আবৃত করবে; তাই যে পবিত্র শিশুটি জন্মগ্রহণ
করবে তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে। 36আর শোন,
তোমার আত্মীয়া ইলীশাবেৎ যদিও এখন অনেক বৃদ্ধা
তবু সে গর্ভে পুত্রসন্তান ধারণ করছে। এই স্ত্রীলোকের
বিষয়ে লোকে বলত যে তার কোন সন্তান হবে না,
কিন্তু সে এখন ছ'মাসের গর্ভবতী! 37কারণ ঈশ্বরের
পক্ষে কোন কিছুই অসাধ্য নয়!"

38মরিয়ম বললেন, "আমি প্রভুর দাসী। আপনি যা
বলেছেন আমার জীবনে তাই হোক্!" এরপর স্বর্গদূত
মরিয়মের কাছ থেকে চলে গেলেন।

সখরিয় ও ইলীশাবেতের সঙ্গে মরিয়মের সাক্ষাৎ

39তখন মরিয়ম উঠে তাড়াতাড়ি করে যিহূদার পার্বত্য
অঞ্চলের একটি নগরে গেলেন। 40সেখানে সখরিয়র
বাড়িতে গিয়ে ইলীশাবেতকে অভিবাদন জানালেন।
41ইলীশাবেৎ যখন মরিয়মের সেই অভিবাদন শুনলেন,
তখনই তাঁর গর্ভের সন্তানটি আনন্দে নেচে উঠল; আর
ইলীশাবেৎ পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ হলেন। 42এরপর তিনি
খুব জোরে জোরে বলতে লাগলেন, "সমস্ত স্ত্রীলোকের
মধ্যে তুমি ধন্যা, আর তোমার গর্ভে যে সন্তান আছেন
তিনি ধন্য। 43কিন্তু আমার প্রভুর মা যে আমার কাছে
এসেছেন, এমন সৌভাগ্য আমার কি করে হল? 44কারণ
যে মুহূর্তে আমি তোমার কণ্ঠস্বর শুনলাম, আমার গর্ভের
শিশুটি তখনই নড়ে উঠল। 45আর তুমি ধন্যা, কারণ
তুমি বিশ্বাস করেছ যে প্রভু তোমায় যা বলেছেন তা
পূর্ণ হবে।"

মরিয়ম ঈশ্বরের প্রশংসা করলেন

46তখন মরিয়ম বললেন,

47"আমার আত্মা প্রভুর প্রশংসা করছে, আর আমার
আত্মা আমার ত্রাণকর্তা ঈশ্বরকে পেয়ে আনন্দিত।

48কারণ তাঁর এই তুচ্ছ দাসীর দিকে তিনি মুখ তুলে
চেয়েছেন। হ্যাঁ, এখন থেকে সকলেই আমাকে ধন্যা
বলবে।

49কারণ সেই একমাত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমার
জীবনে কত না মহৎ কাজ করেছেন। পবিত্র তাঁর নাম;

50আর বংশানুক্রমে যারা তাঁর উপাসনা করে তিনি
তাদের দয়া করেন।

51তাঁর বাহুর যে পরাক্রম, তা তিনি দেখিয়েছেন।
যাদের মন অহঙ্কার ও দম্ভপূর্ণ চিন্তায় ভরা, তাদের
তিনি ছিন্নভিন্ন করে দেন।

52তিনিই শাসকদের সিংহাসনচ্যুত করেন, যারা
নতনম্র তাদের উন্নত করেন।

53ক্ষুধার্তকে তিনি উত্তম দ্রব্য দিয়ে তৃপ্ত করেন;
আর বিত্তবানকে নিঃস্ব করে বিদায় করেন।

54তিনি তাঁর দাস ইস্রায়েলকে সাহায্য করতে
এসেছেন।

55 তিনি যেমনই আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিশ্রুতি
দিয়েছিলেন, তেমনই করবেন। অব্রাহাম ও তাঁর বংশের
লোকদের চিরকাল দয়া করার কথা তিনি মনে
রেখেছেন।"

56ইলীশাবেতের ঘরে মরিয়ম প্রায় তিনমাস
থাকলেন। পরে তিনি তাঁর নিজের বাড়িতে ফিরে গে
লেন।

যোহনের জন্ম

57ইলীশাবেতের প্রসবের সময় হলে তিনি একটি
পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। 58তাঁর প্রতিবেশী ও
আত্মীয়স্বজনেরা যখন শুনল যে প্রভু তাঁর প্রতি কি
মহা দয়া করেছেন, তখন তারা তাঁর আনন্দে আনন্দিত
হল। 59শিশুটি যখন আট দিনের, সেইসময় তাঁরা
শিশুটিকে নিয়ে সুন্নত করাতে এলেন। সবাই শিশুটির
বাবার নাম অনুসারে শিশুর নাম সখরিয় রাখার কথা
চিন্তা করছিলেন। 60কিন্তু তার মা বলে উঠলেন, "না!
ওর নাম হবে যোহন।"

61তখন তাঁরা ইলীশাবেতকে বললেন, "আপনার
আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে তো কারও ঐ নাম নেই!"
62এরপর তারা ইশারা করে ছেলেটির বাবার কাছে জানতে
চাইলেন, তিনি কি নাম দিতে চান।

63সখরিয় ইশারা করে লেখার ফলক চেয়ে নিলেন
ও তাতে লিখলেন, "ওর নাম যোহন।" এতে তাঁরা
সকলে আশ্চর্য হয়ে গেলেন, 64তখনই সখরিয়র জিভের
জড়তা চলে গেল ও মুখ খুলে গেল, আর তিনি ঈশ্বরের
প্রশংসা করতে লাগলেন। 65আশপাশের সকলে এতে
খুব ভয় পেয়ে গেল, যিহূদিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের লোকেরা
সকলে এবিষয়ে বলাবলি করতে লাগল। 66যারা এসব
কথা শুনল তারা সকলেই আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগল,
"ভবিষ্যতে এই ছেলেটি কি হবে?" কারণ প্রভুর শক্তি
এর সঙ্গে আছে।

সখরিয় ঈশ্বরের প্রশংসা করলেন

67পরে ছেলেটির বাবা সখরিয় পবিত্র আত্মায় পূর্ণ
হয়ে ভাববাণী বলতে লাগলেন:

68"ইস্রায়েলের প্রভু ঈশ্বরের প্রশংসা হোক্, কারণ
তিনি তাঁর নিজের লোকদের সাহায্য করতে ও তাদের
মুক্ত করতে এসেছেন।

পবিত্র আত্মা যাকে ঈশ্বরের আত্মা, খ্রীষ্টের আত্মা ও সহায়ক বলা
হয়ে থাকে।

69আমাদের জন্য তিনি তাঁর দাস দায়ূদের বংশে
একজন মহাশক্তিসম্পন্ন ত্রাণকর্তাকে দিয়েছেন।
70এ বিষয়ে তাঁর পবিত্র ভাববাদীদের* মাধ্যমে তিনি
বহুপূর্বেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।
71শত্রুদের হাত থেকে ও যারা আমাদের ঘৃণা করে
তাদের হাত থেকে উদ্ধার করার প্রতিশ্রুতি।
72তিনি বলেছিলেন, আমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি
দয়া করবেন এবং তিনি সেই প্রতিশ্রুতি স্মরণ করেছেন।
73এ সেই প্রতিশ্রুতি যা তিনি আমাদের পিতৃপুরুষ
অব্রাহামের কাছে করেছিলেন।
74শত্রুদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করার
প্রতিশ্রুতি যেন আমরা নির্ভয়ে তাঁর সেবা করতে পারি;
75আর আমাদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর
দৃষ্টিতে পবিত্র ও ধার্মিক থেকে তাঁর সেবা করে যেতে
পারি।
76এখন হে বালক, তোমাকে বলা হবে পরমেশ্বরের
ভাববাদী; কারণ তুমি প্রভুর পথ প্রস্তুত করবার জন্য
তাঁর আগে আগে চলবে।
77তুমি তাঁর লোকদের বলবে, ঈশ্বরের দয়ায় তোমরা
পাপের ক্ষমা দ্বারা উদ্ধার পাবে।
78কারণ আমাদের ঈশ্বরের দয়া ও করুণায় ঊর্দ্ধ
থেকে এক নতুন দিনের ভোরের আলো আমাদের ওপর
ঝরে পড়বে।
79যারা অন্ধকারে ও মৃত্যুর ছায়ায় বসে আছে তাদের
ওপর সেই আলো এসে পড়বে; আর তা আমাদের
শান্তির পথে পরিচালিত করবে।"
80সেই শিশু যোহন বড় হয়ে উঠতে লাগলেন, আর
দিন দিন আত্মায় শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকলেন।
ইস্রায়েলীয়দের কাছে প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসার আগে
পর্যন্ত তিনি নির্জন স্থানগুলিতে জীবনযাপন করছিলেন।

যীশুর জন্ম

(মথি 1:18-25)

2 সেই সময় আগস্ত কৈসর হুকুম জারি করলেন যে,
রোম সাম্রাজ্যের সব জায়গায় লোক গণনা করা
হবে। 2এটাই হল সুরিয়ার রাজ্যপাল কুরীণিয়ের সময়ে
প্রথম আদমশুমারি। 3আর প্রত্যেকে নিজের নিজের
শহরে নাম লেখাবার জন্য গেল।
4যোষেফ ছিলেন রাজা দায়ূদের বংশধর, তাই তিনি
গালীল প্রদেশের নাসরৎ থেকে রাজা দায়ূদের বাসভূমি
বৈৎলেহমে গেলেন। 5যোষেফ তাঁর বাগ্‌দত্তা স্ত্রী
মরিয়মকে সঙ্গে নিয়ে নাম লেখাতে চললেন। এই সময়
মরিয়ম ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা। 6তাঁরা যখন সেখানে ছিলেন,
তখন মরিয়মের প্রসব বেদনা উঠল। 7আর মরিয়ম
তাঁর প্রথম সন্তান প্রসব করলেন। তিনি সদ্যোজাত সেই
শিশুকে কাপড়ের টুকরো দিয়ে জড়িয়ে একটি জাবনা
খাবার পাত্রে শুইয়ে রাখলেন, কারণ ঐ নগরের
অতিথিশালায় তাঁদের জন্য জায়গা ছিল না।

মেষপালকরা যীশুর সম্পর্কে শুনলেন

8সেখানে গ্রামের বাইরে মেষপালকেরা রাত্রে মাঠে
তাদের মেষপাল পাহারা দিচ্ছিল। 9এমন সময় প্রভুর
এক স্বর্গদূত তাদের সামনে উপস্থিত হলে প্রভুর মহিমা
চারদিকে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল। এই দেখে
মেষপালকেরা খুব ভয় পেয়ে গেল। 10সেই স্বর্গদূত
তাদের বললেন, "ভয় নেই, দেখ, আমি তোমাদের কাছে
এক আনন্দের সংবাদ নিয়ে এসেছি। এই সংবাদ সকলের
জন্য মহা আনন্দের হবে। 11কারণ রাজা দায়ূদের নগরে
আজ তোমাদের জন্য একজন ত্রাণকর্তার জন্ম হয়েছে।
তিনি খ্রীষ্ট প্রভু; 12আর তোমাদের জন্য এই চিহ্ন রইল;
তোমরা দেখবে একটি শিশুকে কাপড়ে জড়িয়ে একটা
জাবনা খাবার পাত্রে শুইয়ে রাখা হয়েছে।"
13সেই সময় হঠাৎ স্বর্গীয় বাহিনীর এক বিরাট দল
ঐ স্বর্গদূতের সঙ্গে যোগ দিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে
করতে বললেন,
14"স্বর্গে ঈশ্বরের মহিমা, পৃথিবীতে তাঁর প্রীতির
পাত্র মনুষ্যদের মধ্যে শান্তি।"
15স্বর্গদূতেরা তাদের কাছ থেকে স্বর্গে ফিরে গেলে
মেষপালকরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, "চল,
আমরা বৈৎলেহমে যাই, প্রভু আমাদের যে ঘটনার
কথা জানালেন সেখানে গিয়ে তা দেখি।"
16তারা সেখানে ছুটে গেলে মরিয়ম, যোষেফ এবং
সেই শিশুটিকে একটি জাবনা খাবার পাত্রে শোয়ানো
দেখল। 17মেষপালকেরা শিশুটিকে দেখতে পেয়ে, সেই
শিশুটির বিষয়ে তাদের যা বলা হয়েছিল সেকথা সকলকে
জানাল। 18মেষপালকদের মুখে ঐ কথা যারা শুনল
তারা সকলে আশ্চর্য হ'য়ে গেল। 19কিন্তু মরিয়ম এই
কথা মনের মধ্যে গেঁথে নিয়ে সব সময় এবিষয়ে চিন্তা
করতে লাগলেন। 20এরপর মেষপালকেরা তাদের কাছে
যা বলা হয়েছিল সেই অনুসারে সব কিছু দেখে ও শুনে
ঈশ্বরের প্রশংসা করতে করতে ঘরে ফিরে গেল। 21এর
আট দিন পরে সুন্নত করার সময়ে শিশুটির নাম রাখা
হল যীশু। তাঁর মাতৃগর্ভে আসার আগেই স্বর্গদূত এই
নাম রেখেছিলেন।

যীশুকে মন্দিরে আনা হল

22মোশির বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে শুচিকরণ অনুষ্ঠানের
সময় হলে তাঁরা যীশুকে জেরুশালেমে নিয়ে গেলেন,
যেন সেখানে প্রভুর সামনে তাঁকে উৎসর্গ করতে পারেন।
23কারণ প্রভুর বিধি-ব্যবস্থায় লেখা আছে, "স্ত্রীলোকের
প্রথম সন্তানটি যদি পুত্র হয়, তবে তাকে 'প্রভুর উদ্দেশ্যে
উৎসর্গ করতে হবে,"'* 24আর প্রভুর বিধি-ব্যবস্থা
অনুসারে, "এক জোড়া ঘুঘু অথবা দু'টি পায়রার বাচ্চা
উৎসর্গ করতে হবে।" সুতরাং যোষেফ এবং মরিয়ম
সেইমত কাজ করবার জন্য জেরুশালেমে গেলেন।

ভাববাদী এনারা ঈশ্বরের পক্ষে কথা বলতেন, এবং প্রায়ই ভবিষ্যতে কি ঘটবে তার পূর্বাভাস দিতেন।

"স্ত্রীলোকেরা ... হবে' যাত্রা 13:2

শিমিয়োন যীশুকে দেখলেন

25জেরুশালেমে সেই সময় শিমিয়োন নামে একজন
ধার্মিক ও ঈশ্বরভক্ত লোক বাস করতেন। তিনি
ইস্রায়েলের মুক্তির অপেক্ষায় ছিলেন। পবিত্র আত্মা
তাঁর ওপর অধিষ্ঠান করছিলেন। 26পবিত্র আত্মার মাধ্যমে
তাঁর কাছে একথা প্রকাশ করা হয়েছিল যে, প্রভু খ্রীষ্টকে
না দেখা পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হবে না। 27পবিত্র আত্মার
প্রেরণায় তিনি সেদিন মন্দিরে এসেছিলেন। যীশুর বাবা-
মা মোশির বিধি-ব্যবস্থা পালন করতে যীশুকে নিয়ে
সেখানে এলেন। 28তখন শিমিয়োন যীশুকে কোলে তুলে
নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন,

29"হে প্রভু, তোমার প্রতিশ্রুতি অনুসারে এখন তুমি
তোমার দাসকে শান্তিতে বিদায় দাও ;
30কারণ আমি নিজের চোখে তোমার পরিত্রাণ
দেখেছি ,
31যে পরিত্রাণ তুমি সকল লোকের সাক্ষাতে প্রস্তুত
করেছ।
32তিনি অইহুদীদের অন্তর আলোকিত করার জন্য
আলো; আর তিনিই তোমার প্রজা ইস্রায়েলের জন্য
সম্মান আনবেন।"

33তাঁর বিষয়ে যা বলা হল তা শুনে যোষেফ ও
মরিয়ম আশ্চর্য হয়ে গেলেন। 34এরপর শিমিয়োন তাঁদের
আশীর্বাদ করে যীশুর মা মরিয়মকে বললেন, "ইনি
হবেন ইস্রায়েলের মধ্যে বহু লোকের পতন ও উত্থানের
কারণ। ঈশ্বর হতে আগত এমন চিহ্ন যা বহু লোকই
অগ্রাহ্য করবে। 35এতে বহু লোকের হৃদয়ের গোপন
চিন্তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। যা যা ঘটবে তাতে তোমার
হৃদয় বিদীর্ণ হবে।"

হান্না যীশুকে দেখলেন

36সেখানে হান্না নামে একজন ভাববাদিনী ছিলেন।
তিনি আশের গোষ্ঠীর পনুয়েলের কন্যা। তাঁর অনেক
বয়স হয়েছিল। বিবাহের পর সাত বছর তিনি স্বামীর
ঘর করেন, 37তারপর চুরাশি বছর বয়স পর্যন্ত তিনি
বৈধব্য জীবনযাপন করেছিলেন। মন্দির ছেড়ে তিনি
কোথাও যেতেন না; উপবাস ও প্রার্থনাসহ সেখানে
দিন-রাত ঈশ্বরের উপাসনা করতেন। 38ঠিক সেই মুহূর্তে
তিনি তাঁদের দিকে এগিয়ে এসে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে
আরম্ভ করলেন; আর যারা জেরুশালেমের মুক্তির
অপেক্ষায় ছিল তাদের সকলের কাছে সেই শিশুটির
বিষয় বলতে লাগলেন।

যোষেফ ও মরিয়মের গৃহে প্রত্যাবর্তন

39প্রভুর বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে যা যা করণীয় তা
সম্পূর্ণ ক'রে যোষেফ ও মরিয়ম তাঁদের নিজেদের
নগর নাসরতে ফিরে গেলেন। 40শিশুটি ক্রমে ক্রমে
বেড়ে উঠতে লাগলেন ও বলিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। তিনি
জ্ঞানে পূর্ণ হতে থাকলেন, তাঁর ওপরে ঈশ্বরের আশীর্বাদ
ছিল।

বালক যীশু

41নিস্তারপর্ব* পালনের জন্য তাঁর মা-বাবা প্রতি
বছর জেরুশালেমে যেতেন। 42যীশুর বয়স যখন বারো
বছর, তখন তাঁরা যথারীতি সেই পর্বে যোগ দিতে গেলেন।
43পর্বের শেষে তাঁরা যখন বাড়ি ফিরছিলেন, তখন বালক
যীশু জেরুশালেমেই রয়ে গেলেন, এবিষয়ে তাঁর মা-বাবা
কিছুই জানতে পারলেন না। 44তাঁরা মনে করলেন যে
তিনি দলের সঙ্গেই আছেন। তাঁরা এক দিনের পথ
চলার পর আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে তাঁর
খোঁজ করতে লাগলেন। 45কিন্তু তাঁকে না পেয়ে তাঁরা
যীশুর খোঁজ করতে করতে আবার জেরুশালেমে ফিরে
গেলেন। 46শেষপর্যন্ত তিন দিন পরে মন্দির চত্বরে তাঁর
দেখা পেলেন। সেখানে তিনি ধর্ম শিক্ষকদের মাঝে
বসে তাঁদের কথা শুনছিলেন ও তাঁদের নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা
করছিলেন। 47যারা তাঁর কথা শুনছিলেন তাঁরা সকলে
যীশুর বুদ্ধি আর প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া দেখে
অবাক হয়ে গেলেন। 48যীশুর মা-বাবা তাঁকে সেখানে
দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁর মা তাঁকে বললেন,
"বাছা, তুমি আমাদের সঙ্গে কেন এমন করলে? তোমার
বাবা ও আমি ভীষণ ব্যাকুল হয়ে তোমার খোঁজ করে
বেড়াচ্ছি।"

49যীশু তখন তাঁদের বললেন, "তোমরা কেন আমার
খোঁজ করছিলে? তোমরা কি জানতে না যে যেখানে
আমার পিতার কাজ, সেখানেই আমাকে থাকতে হবে?"
50কিন্তু তিনি তাঁদের যা বললেন তার অর্থ তাঁরা বুঝতে
পারলেন না।

51এরপর তিনি তাঁদের সঙ্গে নাসরতে ফিরে গেলেন,
আর তাঁদের বাধ্য হয়ে রইলেন। তাঁর মা এসব কথা
মনের মাঝে গেঁথে রাখলেন। 52এইভাবে যীশু বয়সে ও
জ্ঞানে বড় হয়ে উঠলেন, আর ঈশ্বর ও মানুষের ভালবাসা
লাভ করলেন।

যোহনের প্রচার

(মথি 3:1-12; মার্ক 1:1-8; যোহন 1:19-28)

3 তিবিরিয় কৈসরের রাজত্বের পনের বছরের মাথায়
যিহূদিয়ার রাজ্যপাল ছিলেন পন্তীয় পীলাত।
সেই সময় হেরোদ ছিলেন গালীলের শাসনকর্তা
এবং তাঁর ভাই ফিলিপ ছিলেন যিতূরিয়া ও
ত্রাখোনীতিয়ার শাসনকর্তা, লুষাণিয় ছিলেন অবিলীনীর
শাসনকর্তা।
2হানন ও কায়াফা ছিলেন ইহুদীদের মহাযাজকা
সেই সময় প্রান্তরের মধ্যে সখরিয়র পুত্র যোহনের কাছে
ঈশ্বরের আদেশ এল। 3আর তিনি যর্দনের চারপাশে
সমস্ত জায়গায় গিয়ে প্রচার করতে লাগলেন যেন লোকে
পাপের ক্ষমা লাভের জন্য মন-ফিরায় ও বাপ্তিস্ম নেয়।
4ভাববাদী যিশাইয়র পুস্তকে যেমন লেখা আছে:

নিস্তারপর্ব ইহুদীদের কাছে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র দিন। এই দিন তাঁরা বিশেষভাবে প্রস্তুত খাবার খেতেন এবং তার মাধ্যমে ঈশ্বর মোশির সময়ে যেভাবে তাঁদের মিশরের বন্দী দশা থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন তা স্মরণ করতেন।

"প্রান্তরের মধ্যে একজনের কণ্ঠস্বর ডেকে ডেকে
বলছে, 'প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর। তার জন্য চলার
পথ সোজা কর।
5সমস্ত উপত্যকা ভরাট কর, প্রতিটি পর্বত ও
উপপর্বত সমান করতে হবে। আঁকা-বাঁকা পথ সোজা
করতে হবে এবং এবড়ো-খেবড়ো পথ সমান করতে
হবে,
6তাতে সকল লোকে ঈশ্বরের পরিত্রাণ দেখতে
পাবে!"' *যিশাইয় 40:3-5*

7তখন বাপ্তিস্ম নেবার জন্য অনেক লোক যোহনের কাছে আসতে লাগল। তিনি তাদের বললেন, "হে সাপের বংশধরেরা! ঈশ্বরের কাছ থেকে যে ক্রোধ নেমে আসছে তা থেকে বাঁচার জন্য কে তোমাদের সতর্ক করে দিল? 8তোমরা যে মন-ফিরিয়েছ তার ফল দেখাও। একথা বলতে শুরু কোর না যে 'আরে, অব্রাহাম তো আমাদের পিতৃপুরুষ!' কারণ আমি তোমাদের বলছি এই পাথরগুলো থেকে ঈশ্বর অব্রাহামের জন্য সন্তান উৎপন্ন করতে পারেন। 9গাছের গোড়াতে কুড়ুল লাগানোই আছে, যে গাছ ভাল ফল দিচ্ছে না তা কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হবে।"

10তখন লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "তাহলে আমাদের কি করতে হবে?"

11এর উত্তরে তিনি তাদের বললেন, "যদি কারো দুটো জামা থাকে, তবে যার নেই তাকে যেন তার থেকে একটি জামা দেয়; আর যার খাবার আছে, সেও অন্যের সঙ্গে সেইরকম যেন ভাগ করে নেয়।"

12কয়েকজন কর-আদায়কারীও বাপ্তাইজ* হবার জন্য এল। তারা তাঁকে বলল, "গুরু, আমরা কি করব?"

13তখন তিনি তাদের বললেন, "যতটা কর আদায় করার কথা তার চেয়ে বেশী আদায় কোরো না।"

14কয়েকজন সৈনিকও তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "আমাদের কি হবে? আমরা কি করব?" তিনি তাদের বললেন, "কারোর কাছ থেকে জোর করে কোন অর্থ নিও না। কারোর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ কোর না। তোমাদের যা বেতন তাতেই সন্তুষ্ট থেকো।"

15লোকেরা মনে মনে আশা করছিল, "যে যোহনই হয়তো তাদের সেই প্রত্যাশিত খ্রীষ্ট।"

16তাদের এই রকম চিন্তার জবাবে যোহন বললেন, "আমি তোমাদের জলে বাপ্তাইজ করি, কিন্তু আমার থেকে আরো শক্তিশালী একজন আসছেন, আমি তাঁর জুতোর ফিতে খোলবার যোগ্য নই। তিনিই তোমাদের পবিত্র আত্মায় ও আগুনে বাপ্তাইজ করবেন। 17কুলোর বাতাস দিয়ে খামার পরিষ্কার করার জন্য কুলো তাঁর হাতেই আছে, তা দিয়ে তিনি সব শস্য জড়ো ক'রে তাঁর গোলায় তুলবেন আর অনির্ব্বাণ আগুনে তূষ পুড়িয়ে দেবেন।"

18আরো বিভিন্ন উপদেশের মাধ্যমে লোকদের উৎসাহিত ক'রে যোহন তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতেন।

যোহনের কর্মের সমাপ্তি

19শাসনকর্তা হেরোদ তাঁর ভাইয়ের স্ত্রী হেরোদিয়াকে বিয়ে করেছিলেন; এরজন্য এবং এছাড়াও তাঁর আরো অনেক অন্যায় কাজের জন্য যোহন হেরোদকে তিরস্কার করলেন। 20তাতে হেরোদ যোহনকে বন্দী করে কারাগারে পাঠালেন আর এইভাবে তিনি তাঁর অন্য সব দুষ্কর্মের সঙ্গে এইটিও যোগ করলেন।

যীশু যোহনের কাছে বাপ্তিস্ম নিলেন

(মথি 3:13-17; মার্ক 1:9-11)

21লোকেরা যখন বাপ্তিস্ম নিচ্ছিল সেই সময় একদিন যীশুও বাপ্তিস্ম নিলেন। বাপ্তিস্মের পর যীশু যখন প্রার্থনা করছিলেন, তখন স্বর্গ খুলে গেল; 22আর স্বর্গ থেকে পবিত্র আত্মা কপোতের মতো তাঁর ওপর নেমে এলেন। তখন স্বর্গ থেকে এই রব শোনা গেল, "তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমার উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট।"

যোষেফের বংশ পরিচয়

(মথি 1:1-17)

23প্রায় ত্রিশ বছর বয়সে যীশু তাঁর কাজ শুরু করেন। লোকেরা মনে করত তিনি যোষেফেরই ছেলে।

যোষেফ হলেন এলির ছেলে। 24এলি মত্ততের ছেলে। মত্তৎ লেবির ছেলে। লেবি মল্কির ছেলে। মল্কি যান্নায়ের ছেলে। যান্না যোষেফের ছেলে। 25যোষেফ মত্তথিয়ের ছেলে। মত্তথিয় আমোসের ছেলে। আমোস নহূমের ছেলে। নহূম ইষ্‌লির ছেলে। ইষ্‌লি নগির ছেলে। 26নগি মাটের ছেলে। মাট মত্তথিয়ের ছেলে। মত্তথিয় শিমিয়ির ছেলে। শিমিয়ি যোষেখের ছেলে। যোষেখ যূদার ছেলে। 27যূদা যোহানার ছেলে। যোহানা রীষার ছেলে। রীষা সরুব্বাবিলের ছেলে। সরুব্বাবিল শল্টীয়েলের ছেলে। শল্টীয়েল নেরির ছেলে। 28নেরি মল্কির ছেলে। মল্কি অদ্দীর ছেলে। অদ্দী কোষমের ছেলে। কোষম ইল্‌মাদমের ছেলে। ইলমাদম এরের ছেলে। 29এর যিহোশূর ছেলে। যিহোশূ ইলীয়েষরের ছেলে। ইলীয়েষর যোরীমের ছেলে। যোরীম মত্ততের ছেলে। মত্তত লেবির ছেলে। 30লেবি শিমিয়োনের ছেলে। শিমিয়োন যূদার ছেলে। যূদা যোষেফের ছেলে। যোষেফ যোনমের ছেলে। যোনম ইলিয়াকীমের ছেলে। 31ইলিয়াকীম মিলেয়ার ছেলে। মিলেয়া মিন্নার ছেলে। মিন্না মত্তথের ছেলে। মত্তথ নাথনের ছেলে। নাথন দায়ূদের ছেলে। 32দায়ূদ যিশয়ের ছেলে। যিশয় ওবেদের ছেলে। ওবেদ বোয়সের ছেলে। বোয়স সল্‌মোনের ছেলে। সল্‌মোন নহশোনের ছেলে। 33নহশোন অম্মীনাদবের ছেলে। অম্মীনাদব অদমানের ছেলে। অদমান অর্ণির ছেলে। অর্ণি হিষ্রোণের ছেলে। হিষ্রোণ পেরসের ছেলে। পেরস যিহূদার ছেলে। 34যিহূদা যাকোবের ছেলে। যাকোব ইস্‌হাকের ছেলে। ইস্‌হাক অব্রাহামের ছেলে। অব্রাহাম তেরহের ছেলে। তেরহ

বাপ্তাইজ এটি একটি গ্রীক শব্দ, যার অর্থ হল কোন ব্যক্তিকে অল্প সময়ের জন্য জলে ডোবানো।

নাহোরের ছেলে। 35নাহোর সরূগের ছেলে। সরূগ রিয়ুর ছেলে। রিয়ু পেলগের ছেলে। পেলগ এবরের ছেলে। এবর শেলহের ছেলে। 36শেলহ কৈননের ছেলে। কৈনন অর্ফক্ষদের ছেলে। অর্ফক্ষদ শেমের ছেলে। শেম নোহের ছেলে। নোহ লেমকের ছেলে। 37লেমক মথূশেলহের ছেলে। মথূশেলহ হনোকের ছেলে। হনোক যেরদের ছেলে। যেরদ মহললেলের ছেলে। মহললেল কৈননের ছেলে। 38কৈনন ইনোশের ছেলে। ইনোশ শেথের ছেলে। শেথ আদমের ছেলে। আদম ঈশ্বরের ছেলে।

যীশু দিয়াবল দ্বারা পরীক্ষিত হন

(মথি 4:1-11; মার্ক 1:12-13)

4 এরপর যীশু পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে যর্দন নদী থেকে ফিরে এলেন; আর আত্মার পরিচালনায় প্রান্তরের মধ্যে গেলেন। 2সেখানে চল্লিশ দিন ধরে দিয়াবল তাঁকে প্রলোভনে ফেলতে চাইল। সেই সময় তিনি কিছুই খাদ্য গ্রহণ করেন নি। ঐ সময় পার হয়ে গেলে যীশুর খিদে পেল।

3তখন দিয়াবল তাঁকে বলল, "তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে এই পাথরটিকে রুটি হয়ে যেতে বল।"

4এর উত্তরে যীশু তাকে বললেন, "শাস্ত্রে লেখা আছে:
'মানুষ কেবল রুটিতেই বাঁচে না।'"
দ্বিতীয় বিবরণ 8:3

5এরপর দিয়াবল তাঁকে একটা উচুঁ জায়গায় নিয়ে গেল, আর মুহূর্তের মধ্যে জগতের সমস্ত রাজ্য দেখাল। 6দিয়াবল যীশুকে বলল, "এই সব রাজ্যের পরাক্রম ও মহিমা আমি তোমায় দেব, কারণ এ সমস্তই আমাকে দেওয়া হয়েছে, আর আমি যাকে চাই তাকেই এসব দিতে পারি। 7এখন তুমি যদি আমার উপাসনা কর তবে এসবই তোমার হবে।"

8এর উত্তরে যীশু তাকে বললেন, "শাস্ত্রে লেখা আছে:
'তুমি কেবল তোমার প্রভু ঈশ্বরেরই উপাসনা করবে,
কেবল তাঁরই সেবা করবে!'"
দ্বিতীয় বিবরণ 6:13

9এরপর দিয়াবল তাঁকে জেরুশালেমে নিয়ে গিয়ে মন্দিরের চূড়ার ওপরে দাঁড় করিয়ে বলল, "তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে এখান থেকে লাফ দিয়ে নীচে পড়! 10কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে:
'ঈশ্বর তাঁর স্বর্গদূতদের তোমার বিষয়ে আদেশ
দেবেন যেন তারা তোমাকে রক্ষা করে।'
গীতসংহিতা 91:11

11আরো লেখা আছে:
'তারা তোমাকে তাদের হাতে করে তুলে ধরবে
যেন তোমার পায়ে পাথরের আঘাত না লাগে।'"
গীতসংহিতা 91:12

12এর উত্তরে যীশু তাকে বললেন, "শাস্ত্রে একথাও বলা হয়েছে:
'তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরের পরীক্ষা কোর না।'"
দ্বিতীয় বিবরণ 6:16

13এইভাবে দিয়াবল তাঁকে সমস্ত রকমের প্রলোভনে ফেলার চেষ্টা ক'রে, আরো ভাল সুযোগের অপেক্ষায় যীশুকে ছেড়ে চলে গেল।

যীশু লোকজনকে শিক্ষা দিলেন

(মথি 4:12-17; মার্ক 1:14-15)

14যীশু পবিত্র আত্মার পরিচালনায় গালীলে ফিরে গেলে এই সংবাদ সেই অঞ্চলের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল। 15তিনি তাদের সমাজ-গৃহে শিক্ষা দিতে লাগলেন, আর সবাই তাঁর প্রশংসা করতে লাগল।

16এরপর যীশু নাসরতে গেলেন, এখানেই তিনি প্রতিপালিত হয়েছিলেন। তাঁর রীতি অনুসারে বিশ্রামবারে তিনি সমাজ-গৃহে* গিয়ে সেখানে শাস্ত্র পাঠ করার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। 17তাঁর হাতে ভাববাদী যিশাইয়র লেখা পুস্তকটি দেওয়া হল। তিনি পুস্তকটি খুলে সেই অংশটি পেলেন, যেখানে লেখা আছে:

18"প্রভুর আত্মা আমার ওপর আছেন, কারণ দীন দরিদ্রের কাছে সুসমাচার প্রচারের জন্য তিনিই আমায় নিযুক্ত করেছেন। তিনি আমাকে বন্দীদের কাছে স্বাধীনতার কথা ও অন্ধদের কাছে দৃষ্টি ফিরে পাবার কথা ঘোষণা করতে পাঠিয়েছেন; আর নির্যাতিতদের মুক্ত করতে বলেছেন।
19এছাড়া প্রভুর অনুগ্রহ দানের বৎসরের কথা ঘোষণা করতেও পাঠিয়েছেন।" *যিশাইয় 61:1-2*

20এরপর তিনি পুস্তকটি গুটিয়ে সেখানকার সহায়কদের হাতে দিয়ে বসলেন। সে সময় যারা সমাজগৃহে ছিল, তাদের সকলের দৃষ্টি তাঁর ওপর গিয়ে পড়ল। 21তখন তিনি তাদের বললেন, "শাস্ত্রের এই কথা যা তোমরা শুনলে তা আজ পূর্ণ হল!"

22সকলেই তাঁর খুব প্রশংসা করল, তাঁর মুখে অপূর্ব সব কথা শুনে তারা আশ্চর্য হয়ে গেল। তারা বলল, "এ কি যোষেফের ছেলে নয়?"

23তখন তিনি তাদের বললেন, "তোমরা নিশ্চয়ই আমার বিষয়ে প্রচলিত প্রবাদটি বলবে, 'চিকিৎসক, আগে নিজেকে সুস্থ কর।' কফরনাহূমে যে সমস্ত কাজ করেছ বলে আমরা শুনেছি, সে সব এখন এখানে নিজের গ্রামেও কর দেখি!"' 24তারপর যীশু বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, কোন ভাববাদী তাঁর নিজের গ্রামে গ্রাহ্য হন না। 25সত্যি বলতে কি এলীয়র সময়ে যখন সাড়ে তিন বছর ধরে আকাশ রুদ্ধ ছিল এবং সারা দেশে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ চলছিল, সেই সময় ইস্রায়েল দেশে অনেক বিধবা ছিল ; 26কিন্তু তাদের কারো কাছে এলিয়কে পাঠানো হয়নি, কেবল সীদোন প্রদেশে সারিফতে সেই বিধবার কাছেই তাঁকে পাঠানো হয়েছিল। 27আবার ভাববাদী ইলীশায়ের সময়ে ইস্রায়েল দেশে

সমাজগৃহ এই স্থানে ইহুদীরা প্রার্থনা, শাস্ত্র পাঠ ও সাধারণ সভার জন্য জড়ো হত।

অনেক কুষ্ঠরোগী ছিল; কিন্তু তাদের কেউ সুস্থ হয়নি, কেবল সুরীয় নামান সুস্থ হয়েছিল।"

28এই কথা শুনে সমাজ-গৃহের সমস্ত লোক রেগে আগুন হয়ে গেল। 29তারা উঠে যীশুকে নগরের বাইরে বের করে দিল আর নগরটি যে পাহাড়ের ওপর ছিল তার শেষ প্রান্তে তাঁকে ঠেলে নিয়ে গেল, যেন পাহাড়ের চূড়া থেকে তাঁকে নীচে ফেলে দিতে পারে; 30কিন্তু তিনি তাদের মাঝখান দিয়ে চলে গেলেন।

অশুচি আত্মায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে যীশু সুস্থ করলেন

(মার্ক 1:21-28)

31এরপর যীশু গালীলের কফরনাহুম শহরে গেলেন। সেখানে তিনি বিশ্রামবারে তাদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন। 32তাঁর দেওয়া শিক্ষায় তারা আশ্চর্য হয়ে গেল, কারণ তাঁর শিক্ষা ছিল ক্ষমতাযুক্ত। 33সেই সমাজ-গৃহে অশুচি আত্মায় পাওয়া একজন লোক ছিল, সে চিৎকার করে বলে উঠল, 34"ওহে নাসরতীয় যীশু! আমাদের কাছে আপনার কি দরকার? আপনি কি আমাদের ধ্বংস করতে এসেছেন? আমি জানি আপনি কে, আপনি ঈশ্বরের পবিত্র ব্যক্তি!"

35যীশু তাকে ধমক দিয়ে বললেন, "চুপ করো! আর ওর মধ্য থেকে বের হয়ে যাও!" তখন সেই অশুচি আত্মা লোকটিকে সকলের মাঝখানে আছড়ে ফেলে দিয়ে তার কোন ক্ষতি না ক'রে তার মধ্যে থেকে বের হয়ে গেল।

36এই দেখে লোকেরা অবাক হয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, "এর মানে কি? সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সঙ্গে তিনি অশুচি আত্মাদের হুকুম করেন আর তারা বের হয়ে যায়।" 37তাঁর বিষয়ে এই কথা সেই অঞ্চলের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল।

যীশু এক স্ত্রীলোককে আরোগ্যদান করলেন

(মথি 8:14-17; মার্ক 1:29-34)

38যীশু সমাজ-গৃহ থেকে বেরিয়ে শিমোনের বাড়িতে গেলেন। সেখানে শিমোনের শাশুড়ী খুব জ্বরে ভুগছিলেন, তাই তারা এসে তাঁকে অনুরোধ করল যেন তিনি তাঁকে সুস্থ করেন। 39তখন যীশু তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে জ্বরকে ধমক দিলেন, এর ফলে জ্বর ছেড়ে গেল, আর তিনি তখনই উঠে তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

আরো বহু লোককে যীশু সুস্থ করলেন

40সূর্য অস্ত যাবার সময় লোকেরা তাদের বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের লোকজন, যারা নানা রোগে অসুস্থ ছিল তাদের যীশুর কাছে নিয়ে এল। যীশু তাদের প্রত্যেকের ওপরে হাত রেখে তাদের সুস্থ করলেন। 41তাদের অনেকের মধ্যে থেকে ভূত বের হয়ে এল। তারা চিৎকার করে বলতে লাগল, "আপনি ঈশ্বরের পুত্র।" কিন্তু তিনি তাদের ধমক দিলেন, তাদের কথা বলতে দিলেন না, কারণ তারা জানত যে তিনিই সেই খ্রীষ্ট।

যীশু অন্যান্য শহরে গেলেন

42ভোর হ'লে যীশু সেই জায়গা ছেড়ে এক নির্জন জায়গায় চলে গেলেন। কিন্তু বিরাট জনতা তাঁর খোঁজ করতে লাগল; আর তিনি যেখানে ছিলেন সেখানে এসে হাজির হল এবং তিনি যেন তাদের কাছ থেকে চলে না যান সেজন্য তাঁকে আটকাতে চেষ্টা করল। 43কিন্তু তিনি তাদের বললেন, "ঈশ্বরের রাজ্যের এই সুসমাচার আমাকে অন্যান্য শহরেও বলতে হবে, কারণ এরই জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছে।"

44এরপর তিনি যিহুদিয়ার বিভিন্ন সমাজ-গৃহে প্রচার করতে লাগলেন।

পিতর, যাকোব এবং যোহন যীশুকে অনুসরণ করলেন

(মথি 4:18-22; মার্ক 1:16-20)

5 একদিন যীশু গিনেষরৎ হ্রদের ধারে দাঁড়িয়েছিলেন। বহুলোক তাঁর চারপাশে ভীড় করে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের বাক্য শুনছিল। 2তিনি দেখলেন, হ্রদের ধারে দুটি নৌকা দাঁড়িয়ে আছে আর জেলেরা নৌকা থেকে নেমে জাল ধুচ্ছে। 3তিনি একটি নৌকায় উঠলেন, সেই নৌকাটি ছিল শিমোনের। যীশু তাঁকে তীর থেকে নৌকাটিকে একটু দূরে নিয়ে যেতে বললেন। তারপর তিনি নৌকায় বসে সেখান থেকে লোকদের শিক্ষা দিতে লাগলেন।

4তাঁর কথা শেষ হলে তিনি শিমোনকে বললেন, "এখন গভীর জলে নৌকা নিয়ে চল, আর সেখানে মাছ ধরার জন্য তোমাদের জাল ফেল।"

5শিমোন উত্তর দিলেন, "প্রভু, আমরা সারা রাত ধরে কঠোর পরিশ্রম করে কিছুই ধরতে পারিনি; কিন্তু আপনি যখন বলছেন তখন আমি জাল ফেলব।" 6তাঁরা জাল ফেললে প্রচুর মাছ জালে ধরা পড়ল। মাছের ভারে তাদের জাল ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হল। 7তখন তাঁরা সাহায্যের জন্য ইশারা করে অন্য নৌকার সঙ্গীদের ডাকলেন। সঙ্গীরা এসে দুটো নৌকায় এত মাছ বোঝাই করলেন যে সেগুলো ডুবে যাবার উপক্রম হল।

8-9এই দেখে পিতর যীশুর পায়ে পড়ে বললেন, "প্রভু আমি একজন পাপী! আপনি আমার কাছ থেকে চলে যান!" কারণ জালে এত মাছ ধরা পড়েছে দেখে তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা সকলে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। 10সিবদিয়ের ছেলে যাকোব ও যোহন যারা তাঁর ভাগীদার ছিলেন তাঁরাও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তখন যীশু শিমোনকে বললেন, "ভয় পেও না, এখন থেকে তুমি মাছ নয় বরং মানুষ ধরবে।"

11এরপর তাঁরা নৌকাগুলো তীরে এনে সব কিছু ফেলে রেখে যীশুর সঙ্গে চললেন।

একজন কুষ্ঠ রোগীকে যীশু আরোগ্যদান করলেন

12একবার যীশু কোন এক নগরে ছিলেন, সেখানে একজন লোক যার সর্বাঙ্গ কুষ্ঠরোগে ভরে গিয়েছিল, সে যীশুকে দেখে তাঁর সামনে উপুড় হয়ে পড়ে মিনতি করে বলল, "প্রভু, আপনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলেই আমাকে ভালো করতে পারেন।"

13তখন যীশু হাত বাড়িয়ে তাকে ছুঁয়ে বললেন, "আমি
তা-ই চাই। তুমি আরোগ্য লাভ কর!" আর সঙ্গে সঙ্গে
তার কুষ্ঠ ভালো হয়ে গেল। 14তখন যীশু তাকে আদেশ
করলেন, "দেখ, একথা কাউকে বোল না; কিন্তু যাও,
যাজকদের কাছে গিয়ে নিজেকে দেখাও, আর শুচী
হবার জন্য মোশির নির্দেশ মতো বলি উৎসর্গ কর।
তুমি যে আরোগ্য লাভ করেছ, সবার সামনে এইভাবে
তা প্রকাশ কর।"
15যীশুর বিষয়ে নানা খবর চতুর্দিকে আরো ছড়িয়ে
পড়তে লাগল, আর বহুলোক ভীড় করে তাঁর কথা
শুনতে ও রোগ থেকে সুস্থ হবার জন্য তাঁর কাছে
আসতে লাগল। 16কিন্তু যীশু প্রায়ই নির্জন জায়গায়
প্রান্তরের মধ্যে গিয়ে প্রার্থনা করতেন।

যীশু একজন পঙ্গুকে সুস্থ করেন

(মথি 9:1-8; মার্ক 2:1-12)

17একদিন তিনি যখন শিক্ষা দিচ্ছেন তখন সেখানে
কয়েকজন ফরীশী ও ব্যবস্থার শিক্ষক বসেছিল। এরা
গালীল ও যিহুদিয়ার প্রতিটি নগর ও জেরুশালেম থেকে
এসেছিল। রোগীদের সুস্থ করার জন্য প্রভুর শক্তি যীশুর
মধ্যে ছিল। 18সেই সময় কয়েকজন লোক খাটে করে
একজন পঙ্গুকে বয়ে নিয়ে এল। তারা তাকে ভেতরে
যীশুর কাছে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল; 19কিন্তু ভীড়ের
জন্য ভেতরে যাবার পথ পেল না। তখন তারা ছাদে
উঠে ছাদের টালি সরিয়ে তাকে তার খাটিয়া সমেত
লোকদের মাঝে যেখানে যীশু ছিলেন সেখানে নামিয়ে
দিল। 20তাদের এই বিশ্বাস দেখে যীশু বললেন, "তোমার,
পাপ ক্ষমা করা হল।"
21এই শুনে ইহুদী ব্যবস্থার শিক্ষকরা ও ফরীশীরা
নিজেদের মধ্যে মনে মনে ভাবতে লাগল, "এই লোকটা
কে যে ঈশ্বর নিন্দা করছে! একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর
কে পাপ ক্ষমা করতে পারে?"
22কিন্তু যীশু তাদের মনের চিন্তা বুঝতে পেরে বললেন,
"তোমরা মনে মনে কেন ঐ কথা ভাবছ? 23কোন্‌টা
বলা সহজ, 'তোমার পাপ ক্ষমা করা হল', না 'তুমি
উঠে হেঁটে বেড়াও?' 24কিন্তু তোমরা যেন জানতে পারো
যে পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা মানবপুত্রের*
আছে।" তাই তিনি পঙ্গু লোকটিকে বললেন, "আমি
তোমায় বলছি, ওঠো! তোমার খাটিয়া তুলে নিয়ে বাড়ি
যাও।"
25আর লোকটি সঙ্গে সঙ্গে তাদের সামনে উঠে
দাঁড়াল আর যে খাটিয়ার ওপর সে শুয়েছিল, তা তুলে
নিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে করতে বাড়ি চলে গেল।
26এই দেখে সবাই খুব আশ্চর্য হয়ে গেল, আর ঈশ্বরের
প্রশংসা করতে লাগল। তারা ভয় ও ভক্তিতে পূর্ণ হয়ে
বলতে লাগল, "আজ আমরা এক বিস্ময়কর ঘটনা
দেখলাম!"

লেবির যীশুকে অনুসরণ

(মথি 9:9-13; মার্ক 2:13-17)

27এই ঘটনার পর যীশু সেখান থেকে বাইরে গেলে
কর আদায় করার জায়গায় লেবি নামে একজন কর
আদায়কারীকে বসে থাকতে দেখলেন। যীশু তাকে
বললেন, "আমার সঙ্গে এস!" 28আর লেবি সব কিছু
ফেলে রেখে উঠে পড়লেন ও যীশুর সঙ্গে চললেন।
29যীশুর জন্য লেবি তাঁর বাড়িতে একটা বড় ভোজের
আয়োজন করলেন। তাদের সঙ্গে অনেক কর-
আদায়কারী ও অন্যান্য আরো অনেকে খেতে বসল।
30তখন ফরীশী ও তাদের ব্যবস্থার শিক্ষকরা যীশুর
অনুগামীদের কাছে অভিযোগ করে বলল, "তোমরা
কেন কর-আদায়কারী ও মন্দ লোকদের সঙ্গে ভোজন-
পান কর?"
31এর জবাবে যীশু তাদের বললেন, "সুস্থ লোকদের
জন্য চিকিৎসকের প্রয়োজন নেই; কিন্তু যারা অসুস্থ
তাদের জন্য চিকিৎসকের দরকার আছে। 32আমি
ধার্মিকদের নয় কিন্তু মন্দ লোকদের ডাকতে এসেছি;
যেন তারা পাপের পথ থেকে ফেরে।"

যীশু উপবাস সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দিলেন

(মথি 9:14-17; মার্ক 2:18-22)

33তারা যীশুকে বলল, "যোহনের অনুগামীরা প্রায়ই
প্রার্থনা ও উপবাস করে, ফরীশীদের অনুগামীরাও তা
করে; কিন্তু আপনার অনুগামীরা তো সব সময়ই ভোজন
পান করছে।"
34যীশু তাদের বললেন, "বর সঙ্গে থাকতে কি তোমরা
বর যাত্রীদের উপোস করে থাকতে বলতে পার? 35কিন্তু
এমন সময় আসছে যখন বরকে তাদের কাছ থেকে
সরিয়ে নেওয়া হবে আর সেই সময় তারা উপোস
করবে।"
36তিনি তাদের কাছে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বললেন:
"নতুন জামা থেকে একটি টুকরো ছিঁড়ে নিয়ে কেউ কি
পুরানো জামায় তালি দেয়? যদি কেউ তা করে তবে
সে তার নতুন জামাটি ছিঁড়ল, আবার সেই ছেঁড়া
কাপড়টির টুকরো পুরানোর সঙ্গে মানাবে না। 37পুরানো
চামড়ার থলিতে কেউ টাটকা দ্রাক্ষারস রাখে না, রাখলে
টাটকা দ্রাক্ষারস চামড়ার থলিটি ফাটিয়ে দেবে, তাতে
রসও পড়ে যাবে আর থলিও নষ্ট হবে। 38টাটকা দ্রাক্ষারস
নতুন চামড়ার থলিতে রাখাই উচিত; 39আর পুরানো
দ্রাক্ষারস পান করার পর কেউ টাটকা দ্রাক্ষারস পান
করতে চায় না, কারণ সে বলে, 'পুরাতনটাই ভাল।'"

যীশুই বিশ্রামবারের প্রভু

(মথি 12:1-8; মার্ক 2:23-28)

6 কোন এক বিশ্রামবারে যীশু একটি শস্য ক্ষেতের
মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর শিষ্যরা শীষ ছিঁড়ে হাতে
মেড়ে মেড়ে খাচ্ছিলেন। 2এই দেখে কয়েকজন ফরীশী
বলল, "যে কাজ করা বিশ্রামবারে বিধি-সম্মত নয় তা
তোমরা করছ কেন?"

মানবপুত্র যীশু, দানি 7:13-14 খ্রীষ্টের জন্য এই নাম ব্যবহার করা হয়েছে, ইনি সেই ব্যক্তি যাকে ঈশ্বর জগতের মানুষের পরিত্রাতা হিসাবে পাঠিয়েছিলেন।

3এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, "দায়ূদ ও তাঁর
সঙ্গীদের যখন খিদে পেয়েছিল, তখন তাঁরা কি করেছিল
তা কি তোমরা পড়নি? 4তিনি তো ঈশ্বরের গৃহে ঢুকে
ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত রুটি নিয়ে খেয়েছিলেন, আর
তাঁর সঙ্গীদের তা দিয়েছিলেন, যা যাজক ছাড়া অন্য
কারো খাওয়া বিধি-সম্মত ছিল না।" 5যীশু তাদের
আরো বললেন, "মানবপুত্রই বিশ্রামবারের প্রভু।"

বিশ্রামবারে যীশু এক ব্যক্তিকে সুস্থ করলেন

(মথি 12:9-14; মার্ক 3:1-6)

6আর এক বিশ্রামবারে তিনি সমাজ-গৃহে গিয়ে শিক্ষা
দিতে লাগলেন। সেখানে একজন লোক ছিল যার ডান
হাতটি শুকিয়ে গিয়েছিল। 7তিনি তাকে বিশ্রামবারে সুস্থ
করেন কি না দেখার জন্য ব্যবস্থার শিক্ষকরা ও ফরীশীরা
তাঁর ওপর নজর রাখছিল, যেন তারা যীশুর বিরুদ্ধে
দোষ দেবার কোন সূত্র খুঁজে পায়। 8যীশু তাদের মনের
চিন্তা জানতেন, তাই যে লোকটির হাত শুকিয়ে গিয়েছিল
তাকে বললেন, "তুমি সকলের সামনে উঠে দাঁড়াও!"
তখন সেই লোকটি সকলের সামনে উঠে দাঁড়াল। 9যীশু
তাদের বললেন, "আমি তোমাদের একটা প্রশ্ন করি,
বিশ্রামবারে কি করা বিধি-সম্মত, ভাল করা না ক্ষতি
করা? কাউকে প্রাণে বাঁচানো না ধ্বংস করা?" 10চারপাশে
তাদের সকলের দিকে তাকিয়ে তিনি লোকটিকে
বললেন, "তোমার হাতখানা বাড়াও।" সে তাই করলে
তার হাত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে গেল। 11কিন্তু ফরীশী
ও ব্যবস্থার শিক্ষকরা রাগে জ্বলতে লাগল। তারা
নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল, "যীশুর প্রতি
কি করা হবে?"

যীশু বারোজন প্রেরিতকে মনোনীত করলেন

(মথি 10:1-4; মার্ক 3:13-19)

12যীশু সেই সময় একবার প্রার্থনা করার জন্য একটি
পর্বতে গেলেন। সারা রাত ধরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনায়
কাটালেন। 13সকাল হলে তিনি তাঁর অনুগামীদের নিজের
কাছে ডাকলেন ও তাঁদের মধ্য থেকে বারোজনকে
মনোনীত করে তাঁদের "প্রেরিত" পদে নিয়োগ করলেন।
তাঁরা হলেন : 14শিমোন যার নাম রাখলেন তিনি পিতর
আর তাঁর ভাই আন্দ্রিয়, যাকোব ও যোহন আর ফিলিপ
ও বর্থলময়, 15মথি, থোমা, আল্‌ফেয়ের ছেলে যাকোব;
শিমোন যে ছিল দেশ-ভক্ত দলের লোক। 16যাকোবের
ছেলে যিহূদা আর যিহূদা ঈষ্করিয়োতীয়, যে পরে
বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হয়েছিল।

যীশু শিক্ষা দিলেন ও আরোগ্যদান করলেন

(মথি 4:23-25; 5:1-12)

17যীশু তাঁর প্রেরিতদের* সঙ্গে নিয়ে পর্বত থেকে
নেমে একটা সমতল জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন। সেখানে
তাঁর আরো অনুগামী এসে জড়ো হয়েছিল। সমস্ত যিহূদা
জেরুশালেম এবং সোর ও সীদোনের সমুদ্র উপকূলবর্তী
অঞ্চল থেকে বিস্তর লোক তাঁর কাছে এসে জড় হল।
18তারা তাঁর কথা শুনতে ও তাদের রোগ-ব্যাধি থেকে
সুস্থ হতে তাঁর কাছে এসেছিল। যারা মন্দ আত্মার
প্রকোপে কষ্ট পাচ্ছিল তারাও সুস্থ হল। 19সকলেই তাঁকে
স্পর্শ করার চেষ্টা করতে লাগল, কারণ তাঁর মধ্য থেকে
শক্তি বের হয়ে তাদের আরোগ্য দান করছিল।

20যীশু তাঁর অনুগামীদের দিকে তাকিয়ে বলতে
লাগলেন,

"দরিদ্রেরা, তোমরা ধন্য, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য
তোমাদেরই।

21তোমরা এখন যারা ক্ষুধিত, তারা ধন্য, কারণ
তোমরা পরিতৃপ্ত হবে। তোমরা এখন যারা চোখের
জল ফেলছ, তারা ধন্য, কারণ তোমরা আনন্দ করবে।

22"ধন্য তোমরা যখন মানবপুত্রের লোক বলে অন্যেরা
তোমাদের ঘৃণা করে, সমাজচ্যুত করে, অপমান করে,
তোমাদের নাম মুখে আনতে চায় না এবং তোমাদেরকে
কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। 23সেই দিন তোমরা
আনন্দ কোর, আনন্দে নৃত্য কোর, কারণ দেখ, স্বর্গে
তোমাদের জন্য পুরস্কার সঞ্চিত আছে! ওদের
পূর্বপুরুষেরা ভাববাদীদের সঙ্গে এই রকমই ব্যবহার
করেছে।

24"কিন্তু ধনী ব্যক্তিরা, ধিক্ তোমাদের, কারণ তোমরা
তো এখনই সুখ পাচ্ছ।

25তোমরা যারা আজ পরিতৃপ্ত, ধিক্ তোমাদের,
কারণ তোমরা ক্ষুধার্ত হবে। তোমরা যারা আজ হাসছ,
ধিক্ তোমাদের, কারণ তোমরা কাঁদবে, শোক করবে।

26"ধিক্ তোমাদের, যখন সব লোক তোমাদের
প্রশংসা করে, কারণ এই সব লোকদের পূর্বপুরুষেরা
ভণ্ড ভাববাদীদেরও প্রশংসা করত।

শত্রুদের ভালবাসো

(মথি 5:38-48; 7:12)

27"তোমরা যারা শুনছ, আমি কিন্তু তোমাদের বলছি,
তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালবেসো। যারা তোমাদের
ঘৃণা করে, তাদের মঙ্গল কোর। 28যারা তোমাদের
অভিশাপ দেয়, তাদের আশীর্বাদ কোর। যারা তোমাদের
সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, তাদের জন্য প্রার্থনা কোর। 29কেউ
যদি তোমার একগালে চড় মারে, তার কাছে অপর
গালটি বাড়িয়ে দাও। কেউ যদি তোমার চাদর কেড়ে
নেয়, তাকে তোমার জামাটিও নিতে দাও। 30তোমার
কাছে যে চায় তাকে দাও। আর তোমার কোন জিনিস
যদি কেউ নেয়, তবে তা ফেরত চেও না। 31অন্যের
কাছ থেকে তুমি যেমন ব্যবহার পেতে চাও, তাদের
সঙ্গেও তুমি তেমনি ব্যবহার কোর। 32যারা তোমাদের
ভালবাসে, তোমরা যদি কেবল তাদেরই ভালবাস,
তবে তাতে প্রশংসার কি আছে? কারণ পাপীরাও তো
একইরকম করে। 33যারা তোমাদের উপকার করে,
তোমরা যদি কেবল তাদেরই উপকার কর, তাতে
প্রশংসার কি আছে? পাপীরাও তো তাই করে। 34যারা

প্রেরিত প্রেরিত তাদেরই বলা হত, যাদের যীশু তাঁর কাজের বিশেষ সহায়ক হিসাবে মনোনীত করেছিলেন।

ধার শোধ করতে পারে এমন লোকদেরই যদি কেবল তোমরা ধার দাও, তবে তাতে প্রশংসার কি আছে? এমন কি পাপীরাও তা ফিরে পাবার আশায় তাদের মতো পাপীদের ধার দেয়। 35কিন্তু তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালবেসো, তাদের মঙ্গল কোর, আর কিছুই ফিরে পাবার আশা না রেখে ধার দিও। তাহলে তোমাদের মহাপুরস্কার লাভ হবে, আর তোমরা হবে পরমেশ্বরের সন্তান, কারণ তিনি অকৃতজ্ঞ ও দুষ্টদের প্রতিও দয়া করেন। 36তোমাদের পিতা যেমন দয়ালু, তোমরাও তেমন দয়ালু হও।

নিজেদের দিকে তাকাও

(মথি 7:1-5)

37"অপরের বিচার কোর না, তাহলে তোমাদেরও বিচারের সম্মুখীন হতে হবে না। অপরের দোষ ধরো না, তাহলে তোমাদেরও দোষ ধরা হবে না। অন্যকে ক্ষমা কোর, তাহলে তোমাদেরও ক্ষমা করা হবে। 38দান কর, প্রতিদান তুমিও পাবে। তারা তোমাদের অনেক বেশী করে, চেপে চেপে, ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে, উপচে দেবে। কারণ অন্যের জন্য যে মাপে মেপে দিচ্ছ, সেই মাপেই তোমাদের মেপে দেওয়া হবে।"

39যীশু তাদের কাছে আর একটি দৃষ্টান্ত দিলেন: "একজন অন্ধ কি অন্য একজন অন্ধকে পথ দেখাতে পারে? তাহলে কি তারা উভয়েই গর্তে পড়বে না? 40কোন ছাত্র তার শিক্ষকের উর্দ্ধে নয়; কিন্তু শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে প্রত্যেক ছাত্র তার শিক্ষকের মতো হতে পারে।

41"তোমার ভাইয়ের চোখে যে কুটো আছে তুমি সেটা দেখছ, কিন্তু তোমার নিজের চোখে যে তক্তা আছে সেটা দেখছ না কেন? 42তোমার নিজের চোখে যে তক্তা আছে তা যখন লক্ষ্য করছ না, তখন কেমন করে তোমার ভাইকে বলতে পার, 'ভাই, তোমার চোখে যে কুটোটা আছে, এস তা বের করে দিই।' কেন তুমি একথা বল? ভণ্ড, প্রথমে তোমার নিজের চোখ থেকে তক্তা বের করে ফেল; আর তবেই তোমার ভাইয়ের চোখে যে কুটোটা আছে, তা বের করার জন্য স্পষ্ট করে দেখতে পাবে।

দু'প্রকার ফল

(মথি 7:17-20; 12:34-35)

43"এমন কোন ভাল গাছ নেই যাতে খারাপ ফল ধরে, আবার এমন কোন খারাপ গাছ নেই যাতে ভাল ফল ধরে। 44প্রত্যেক গাছকে তার ফল দিয়েই চেনা যায়। লোকে কাঁটা-ঝোপ থেকে ডুমুর ফল তোলে না, বা বুনো ঝোপ থেকে দ্রাক্ষা সংগ্রহ করে না। 45সৎ লোকের অন্তরের ভাল ভাণ্ডার থেকে ভাল জিনিসই বের হয়। আর দুষ্ট লোকের মন্দ অন্তর থেকে মন্দ বিষয়ই বের হয়। মানুষের অন্তরে যা থাকে তার মুখ সে কথাই বলে।

দু'প্রকার লোক

46"তোমরা কেন আমাকে 'প্রভু, প্রভু' বলে ডাক, অথচ আমি যা বলি তা কর না? 47যে কেউ আমার কাছে আসে ও আমার কথা শুনে সেসব পালন করে, সে কার মতো? 48সে এমন একজন লোকের মতো, যে বাড়ি তৈরী করতে গভীরভাবে খুঁড়ে পাথরের ওপর ভিত গাঁথল। তাই যখন বন্যা এল, তখন নদীর জলের ঢেউ এসে সেই বাড়িটিতে আঘাত করল, কিন্তু তা নড়াতে পারল না, কারণ তার ভিত ছিল মজবুত। 49যে আমার কথা শোনে অথচ সেই মতো কাজ না করে, সে এমন একজন লোকের মতো, যে মাটির উপর ভিত ছাড়াই বাড়ি তৈরী করেছিল। পরে নদীর স্রোত এসে তাতে আঘাত করলে তখনই বাড়িটা ভেঙ্গে পড়ল এবং একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল।"

এক দাসকে যীশু সুস্থ করলেন

(মথি 8:5-13; যোহন 4:43-54)

7যীশু লোকদের যা বলতে চেয়েছিলেন তা বলা শেষ করে কফরনাহুম শহরে গেলেন। 2সেখানে একজন রোমীয় শতপতির এক ক্রীতদাস গুরুতর অসুখে মরণাপন্ন হয়েছিল। এই ক্রীতদাসটি শতপতির অতি প্রিয় ছিল। 3শতপতি যখন যীশুর কথা শুনতে পেলেন তখন ইহুদীদের কয়েকজন নেতাকে দিয়ে যীশুর কাছে বলে পাঠালেন, যেন যীশু এসে তার দাসের জীবন রক্ষা করেন। 4তারা যীশুর কাছে এসে তাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করে বললেন, "যার জন্য আপনাকে এই কাজ করতে বলছি, তিনি একজন যোগ্য লোক। 5কারণ তিনি আমাদের লোকদের ভালবাসেন, আর তিনি আমাদের জন্য একটা সমাজ-গৃহও নির্মাণ করে দিয়েছেন।"

6তখন যীশু তাদের সঙ্গে গেলেন। তিনি যখন সেই বাড়ির কাছাকাছি এসেছেন, তখন সেই সেনাপতি তাঁর বন্ধুদের দিয়ে বলে পাঠালেন, "প্রভু আপনি আর কষ্ট করবেন না, কারণ আপনি যে আমার বাড়িতে আসেন তার যোগ্য আমি নই। 7এই কারণেই আমি নিজেকে আপনার কাছে যাবার উপযুক্ত মনে করি না। আপনি কেবল মুখে বলুন তাতেই আমার ঐ দাস ভাল হয়ে যাবে। 8কারণ আমিও একজনের অধীনে কাজ করি, আর আমার অধীনেও সৈনিকেরা কাজ করে। আমি যদি কাউকে বলি 'যাও' তখন সে যায়, আবার কাউকে যদি বলি 'এস' তবে সে আসে। আর আমি যখন একজনকে বলি, 'এটা কর', তখন সে তা করে।"

9এই কথা শুনে যীশু আশ্চর্য হলেন। যে সব লোক ভীড় করে তাঁর পিছনে পিছনে আসছিল, তাদের দিকে ফিরে তিনি বললেন, "আমি তোমাদের বলছি, এমন কি ইস্রায়েলীয়দের মধ্যেও এত বড় বিশ্বাস আমি কখনও দেখিনি।"

10সেনাপতি যাদের পাঠিয়েছিলেন, তারা বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখল যে সেই চাকর ভাল হয়ে গেছে।

যীশু একজনের জীবন দান করলেন

11এর অল্প দিন পরেই যীশু নায়িন্ নামে এক নগরের
দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁর শিষ্যরা এবং আরও অনেক
লোক তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল। 12তিনি যখন সেই
নগরের ফটকের কাছাকাছি এসেছেন, তখন একজন
মৃত লোককে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সেই মৃত
লোকটি ছিল তার বিধবা মায়ের একমাত্র পুত্র। সেই
নগরের অনেক লোক সেই বিধবার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল।
13সেই বিধবাকে দেখে তার জন্য প্রভুর খুবই দয়া হল।
তিনি তাকে বললেন, "তুমি কেঁদো না।" 14তারপর
তিনি কাছে এসে শবের খাট ছুঁলেন, তখন যারা মৃতদেহ
বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তারা দাঁড়িয়ে পড়ল। এমন সময়
যীশু বললেন, "যুবক, আমি তোমায় বলছি তুমি ওঠো।"
15তখন সেই লোকটি উঠে বসল, আর কথা বলতে শুরু
করল। যীশু তখন তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে
দিলেন।

16এই দেখে সকলের অন্তর ভয় ও ভক্তিতে পূর্ণ
হল। তারা ঈশ্বরের প্রশংসা করে বলতে লাগল,
"আমাদের মধ্যে একজন মহান ভাববাদীর আবির্ভাব
হয়েছে!" তারা আরও বলতে লাগল, "ঈশ্বর তাঁর
লোকদের সাহায্য করতে এসেছেন।"

17যীশুর বিষয়ে এই সব কথা যিহুদিয়ায় ও তার
আশপাশের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল।

যোহনের জিজ্ঞাসা

(মথি 11:2-19)

18বাপ্তিস্মদাতা যোহনের অনুগামীরা এই সব ঘটনার
কথা যোহনকে জানাল। তখন যোহন তাঁর দুজন
অনুগামীকে ডেকে 19প্রভুর কাছে জিজ্ঞেস করে পাঠালেন
যে, "যাঁর আগমনের কথা আছে আপনিই কি সেই, না
আমরা অন্য কারোর জন্য অপেক্ষা করব?"

20সেই লোকেরা যীশুর কাছে এসে বলল,
"বাপ্তিস্মদাতা যোহন আপনার কাছে আমাদের জিজ্ঞেস
করতে পাঠিয়েছেন! 'যাঁর আসবার কথা আপনিই কি
সেই ব্যক্তি, না আমরা অন্য কারো অপেক্ষায় থাকব?"'

21সেই সময় যীশু অনেক লোককে বিভিন্ন রোগ ও
ব্যাধি থেকে সুস্থ করছিলেন, অশুচি আত্মায় পাওয়া
লোকদের ভাল করছিলেন; আর অনেক অন্ধ লোককে
দৃষ্টি শক্তি দান করছিলেন।

22তখন তিনি তাদের প্রশ্নের জবাবে বললেন,
"তোমরা যা দেখলে ও শুনলে, তা গিয়ে যোহনকে
বল। অন্ধেরা দেখতে পাচ্ছে, খোঁড়ারা হাঁটছে, কুষ্ঠ
রোগীরা সুস্থ হচ্ছে, বধিরেরা শুনছে, মরা মানুষ বেঁচে
উঠছে; আর দরিদ্ররা সুসমাচার শুনতে পাচ্ছে। 23ধন্য
সেই লোক, যে আমাকে গ্রহণ করার জন্য মনে কোন
দ্বিধা বোধ করে না।"

24যোহনের কাছ থেকে যারা এসেছিল তারা চলে
গেলে পর, যীশু সমবেত সেই লোকদের কাছে যোহনের
বিষয়ে বললেন, "তোমরা প্রান্তরের মধ্যে কি দেখতে
গিয়েছিলে? বাতাসে একটি বেত গাছ দুলছে তাই? 25তা
না হলে কি দেখতে গিয়েছিলে? একজন লোক বেশ
জমকালো পোশাক পরা? না। যারা দামী জামা-কাপড়
পরে এবং বিলাসে জীবন কাটায় তারা তো প্রাসাদে
থাকে।

26তবে তোমরা কি দেখতে গিয়েছিলে? একজন
ভাববাদীকে? হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলছি, তোমরা যাঁকে
দেখেছ, তিনি একজন ভাববাদীর থেকেও মহান। 27ইনি
সেই লোক যাঁর বিষয়ে লেখা হয়েছে:

'দেখ! আমি তোমার আগে আগে আমার এক
সহায়কে পাঠাচ্ছি। সে তোমার আগে গিয়ে তোমার
পথ প্রস্তুত করবে।' *মালাখি 3:1*

28আমি তোমাদের বলছি, স্ত্রীলোকের গর্ভজাত সকল
মানুষের মধ্যে যোহনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই, তবু
ঈশ্বরের রাজ্যে ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিও যোহনের চেয়ে মহান।"

29যারা যীশুর প্রচার শুনেছিল, তাদের মধ্যে পাপীষ্ঠরা
ও কর আদায়কারীরাও যোহনের বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম নিয়ে
স্বীকার করল যে ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ। 30কিন্তু ফরীশী ও
ব্যবস্থার শিক্ষকরা যোহনের কাছে বাপ্তিস্ম নিতে
অস্বীকার করে তাদের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য
করল।

31"তাহলে আমি কিসের সঙ্গে এই যুগের লোকদের
তুলনা করব? এরা কেমন ধরণের লোক? 32এরা ছোট
ছেলেদের মতো, যারা হাটে বসে একে অপরকে
বলে,

'আমরা তোমাদের জন্য বাঁশি বাজালাম, কিন্তু
তোমরা নাচলে না। আমরা তোমাদের জন্য শোকগাথা
গাইলাম, কিন্তু তোমরা কাঁদলে না।'

33কারণ বাপ্তিস্মদাতা যোহন এসেছেন, তিনি রুটি
খান না আর দ্রাক্ষারসও পান করেন না; আর তোমরা
বল, 'ওকে ভূতে পেয়েছে।' 34মানবপুত্র এসে পানাহার
করেন; আর তোমরা বল, 'দেখ! ও পেটুক, মদ্যপায়ী,
আবার পাপী ও কর-আদায়কারীদের বন্ধু।' 35প্রজ্ঞা তার
কাজের দ্বারাই প্রমাণ করে যে তা নির্দোষ।"

শিমোন ফরীশী

36একদিন একজন ফরীশী তার বাড়িতে যীশুকে
নিমন্ত্রণ করল। তাই তিনি তার বাড়িতে গিয়ে সেখানে
খাবার আসন নিলেন। 37সেই নগরে একজন দুশ্চরিত্রা
স্ত্রীলোক ছিল। ফরীশীর বাড়িতে যীশু খেতে এসেছেন
জানতে পেরে সে একটা শ্বেত পাথরের শিশিতে করে
বহুমূল্য আতর নিয়ে এল। 38সে যীশুর পিছনে তাঁর
পায়ের কাছে নতজানু হয়ে কেঁদে কেঁদে চোখের জলে
তাঁর পা ভিজাতে লাগল। তারপর সে তার মাথার চুল
দিয়ে তাঁর পা মুছিয়ে দিল, আর তাঁর পায়ে চুমু দিয়ে
সেই আতর তাঁর পায়ে ঢেলে দিল। 39যে ফরীশী যীশুকে
নিমন্ত্রণ করেছিল এই দেখে সে মনে মনে বলল, "এই
লোকটা যদি ভাববাদী হত তবে নিশ্চয়ই বুঝতে পারত,
যে তার পা ছুঁচ্ছে সে কে এবং কি ধরণের স্ত্রীলোক,
এবং এও জানতে পারত যে স্ত্রীলোকটি পাপী।"

40এর জবাবে যীশু তাকে বললেন, "শিমোন,
তোমাকে আমার কিছু বলার আছে।"
শিমোন বলল, "বেশ তো গুরু, বলুন।"
41যীশু বললেন, "কোন এক মহাজনের কাছে দু'জন
লোক টাকা ধারত। একজন পাঁচশো রূপোর মুদ্রা আর
একজন পঞ্চাশ রূপোর মুদ্রা।* 42কিন্তু তারা কেউই
ঋণ শোধ করতে না পারাতে তিনি দয়া করে উভয়ের
ঋণই মুকুব করে দিলেন। এখন এদের মধ্যে কে তাঁকে
বেশী ভালবাসবে?"
43শিমোন বলল, "আমি মনে করি যার বেশী ঋণ
মুকুব করা হল সে-ই।"
যীশু তাকে বললেন, "তুমি ঠিক বলেছ।" 44এরপর
যীশু সেই স্ত্রীলোকটির দিকে ফিরে শিমোনকে বললেন,
"তুমি এই স্ত্রীলোকটিকে দেখছ? আমি তোমার বাড়িতে
এলাম আর তুমি আমায় পা ধোবার জল পর্যন্ত দিলে
না। কিন্তু ও চোখের জলে আমার পা ধুইয়ে দিল আর
নিজের চুল দিয়ে তা মুছিয়ে দিল। 45স্বাগত জানাবার
প্রথা অনুসারে তুমি আমায় চুমু দিলে না; কিন্তু আমি
আসার পর থেকেই সে আমার পায়ে চুমু দিয়ে চলেছে।
46তুমি আমার মাথায় তেল দিয়ে অভিষেক করলে না;
কিন্তু সে আমার পায়ে সুগন্ধি আতর ঢেলে তা অভিষিক্ত
করল। 47এতেই বোঝা যায় যে সে বেশী ভালবাসা
দেখাল; সেইজন্যেই আমি বলছি, এর পাপ অনেক
হলেও তা ক্ষমা করা হয়েছে; কিন্তু যাকে অল্প ক্ষমা
করা হয়, সে অল্প ভালবাসে।"
48এরপর যীশু সেই স্ত্রীলোকটিকে বললেন, "তোমার
পাপের ক্ষমা হল।"
49যারা তাঁর সঙ্গে খেতে বসেছিল, তারা পরস্পর
বলাবলি করতে লাগল, "ইনি কে যে পাপ ক্ষমা করেন?"
50কিন্তু যীশু সেই স্ত্রীলোকটিকে বললেন, "তোমার
বিশ্বাসই তোমায় মুক্ত করেছে, তোমার শান্তি হোক্।"

অনুগামীদের সঙ্গে যীশু

8 এরপর যীশু গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে ঘুরে
ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতে লাগলেন;
তাঁর সঙ্গে ছিলেন সেই বারোজন প্রেরিত। 2এমন
কয়েকজন স্ত্রীলোকও তাঁর সঙ্গে ছিলেন, যাঁরা নানারকম
রোগ ব্যাধি থেকে সুস্থ হয়েছিলেন ও অশুচি-আত্মার
কবল থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন মরিয়ম
মন্দলীনী, এর মধ্য থেকে যীশু সাতটি মন্দ আত্মা দূর
করে দিয়েছিলেন। 3রাজা হেরোদের বাড়ির অধ্যক্ষ কুষের
স্ত্রী শোশন্না ও আরো অনেক স্ত্রীলোক ছিলেন। যীশু ও
তাঁর শিষ্যদের সেবা যত্নের জন্য এরা নিজেদের টাকা
খরচ করতেন।

যীশু বীজ বোনার দৃষ্টান্তমূলক গল্প বললেন

(মথি 13:1-17; মার্ক 4:1-12)

4সেই সময় বিভিন্ন শহর থেকে দলে দলে লোক
এসে যীশুর কাছে জড়ো হচ্ছিল, তখন যীশু তাদের
উপদেশ দিতে গিয়ে এই দৃষ্টান্তটি বললেন:
5"একজন চাষী বীজ বুনতে গেল। সে যখন বীজ
বুনছিল তখন কিছু বীজ পথের পাশে পড়ল; আর
লোকে তা মাড়িয়ে গেল, পাখিতে তা খেয়ে গেল।
6কিছু বীজ পাথুরে জমির ওপর পড়ল, সেই বীজগুলো
থেকে অঙ্কুর বের হল বটে, কিন্তু মাটিতে রস না থাকায়
তা শুকিয়ে গেল। 7কিছু বীজ কাঁটা ঝোপের মধ্যে
পড়ল। কাঁটাগাছ বেড়ে উঠে চারাগুলিকে চেপে দিল।
8আবার কিছু বীজ ভাল জমিতে পড়ল, সেগুলি বেড়ে
উঠলে যা বোনা হয়েছিল তার একশো গুণ বেশী ফসল
হল।"
এই কথা বলার পর তিনি চিৎকার করে বললেন,
"যার শোনবার মত কান আছে, সে শুনুক!"
9তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে এই দৃষ্টান্তটির অর্থ কি তা
জিজ্ঞেস করলেন।
10তখন যীশু তাঁদের বললেন, "ঈশ্বরের রাজ্যের
নিগূঢ়তত্ত্ব তোমাদের জানতে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু বাকি
সকলের কাছে দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বলা হয়েছে:
'যেন তারা দেখেও না দেখে, শুনেও না বোঝে।'
যিশাইয় 6:9

যীশুর বীজের দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা

(মথি 13:18-23; মার্ক 4:13-20)

11"দৃষ্টান্তটির অর্থ এই, বীজ হল ঈশ্বরের শিক্ষা।
12যে বীজ পথের ধারে পড়েছিল তা এমন লোকদের
বোঝায়, যারা শোনে, তারপর দিয়াবল এসে তাদের
অন্তর থেকে ঈশ্বরের শিক্ষা হরণ করে নিয়ে যায়, যেন
তারা বিশ্বাস করে মুক্তি না পায়। 13যে বীজ পাথুরে
জমিতে পড়েছিল তা এমন লোকদের বোঝায়, যারা
শোনার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে তা গ্রহণ করে;
কিন্তু মাটি না থাকাতে তাদের কোন শিকড় গজায় নি।
কিছু দিনের জন্য তারা বিশ্বাস করে বটে; কিন্তু কঠিন
পরীক্ষার সময় তারা পিছিয়ে যায়। 14কাঁটাঝোপের মধ্যে
যে বীজ পড়ল তা সেই সব লোককে বোঝায়, যারা
শোনে; কিন্তু পরে জগত সংসারের চিন্তা-ভাবনা, ধন-
সম্পত্তি ও সুখভোগের মধ্যে তা চাপা পড়ে যায়, আর
তারা কখনও ভাল ফল উৎপন্ন করে না। 15যে বীজ
ভাল জমিতে পড়ল তা হচ্ছে সেই সব লোকের প্রতীক
যাদের অন্তর সত্যতা ও সরলতায় ভরা, তারা যখন
ঈশ্বরের শিক্ষা শোনে তখন তা ধরে রাখে, আর স্থির
থেকে জীবনে ফল উৎপন্ন করে।

তোমাদের বোধশক্তি ব্যবহার কর

(মার্ক 4:21-25)

16"কেউ বাতি জ্বেলে তা কোন পাত্র দিয়ে ঢেকে
রাখে না, অথবা খাটের নীচে রাখে না। তার পরিবর্তে
সে তা বাতিদানের ওপরই রাখে, যেন ভেতরে যারা
আসে তারা আলো দেখতে পায়। 17এমন কিছু লুকানো
নেই যা প্রকাশ পাবে না, এমন কিছু গোপন নেই যা

রূপোর মুদ্রা এক রূপোর মুদ্রা বা রোমান দীনার যা এক দিনের গড় রোজগার।

জানা যাবে না কিংবা আলোয় ফুটে উঠবে না। 18তাই কিভাবে শুনছ তাতে মন দাও, কারণ যার আছে তাকে আরো দেওয়া হবে। আর যার নেই তার যা আছে বলে সে মনে করে, তাও তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে।”

যীশুর অনুগামীরাই তাঁর পরিবার

(মথি 12:46-50; মার্ক 3:31-35)

19এই সময় যীশুর মা ও ভাইরা তাঁকে দেখতে এসেছিলেন; কিন্তু ভীড়ের জন্য তাঁরা যীশুর কাছে পৌঁছাতে পারলেন না। 20তখন একজন লোক তাঁকে বলল, “আপনার মা ও ভাইরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।”

21কিন্তু তিনি তাদের বললেন, “তারাই আমার মা, আমার ভাই, যারা ঈশ্বরের শিক্ষা শুনে সেই অনুসারে কাজ করে।”

যীশুর শিষ্যরা তাঁর ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করলেন

(মথি 8:23-27; মার্ক 4:35-41)

22সেই সময় একদিন যীশু তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে একটি নৌকায় উঠলেন। তিনি তাঁদের বললেন, “চল, আমরা হ্রদের ওপারে যাই।” তাঁরা রওনা দিলেন। 23নৌকা চলতে থাকলে যীশু নৌকার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন। হ্রদের মধ্যে হঠাৎ ঝড় উঠল আর তাঁদের নৌকাটি জলে ভর্তি হয়ে যেতে লাগল, এতে তাঁরা খুবই বিপদে পড়লেন। 24তখন শিষ্যরা যীশুর কাছে এসে তাঁকে জাগিয়ে তুলে বললেন, “গুরু! গুরু! আমরা যে সত্যিই ডুবতে বসেছি।”

তখন যীশু উঠে ঝোড়ো বাতাস ও তুফানকে ধমক দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঝড় ও তুফান থেমে গেল, আর সব কিছু শান্ত হল। 25তখন যীশু তাঁর অনুগামীদের বললেন, “তোমাদের বিশ্বাস কোথায়?”

কিন্তু তাঁরা ভয় ও বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন, “ইনি কে যে ঝড় এবং সমুদ্রকে হুকুম করেন, আর তারা তাঁর কথা শোনে?”

ভূতে পাওয়া এক ব্যক্তি

(মথি 8:28-34; মার্ক 5:1-20)

26এরপর তাঁরা গালীল হ্রদের ওপারে গেরাসেনীদের অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছালেন। 27যীশু যখন তীরে নামছেন, সেই সময় সেই নগর থেকে একজন লোক তাঁর সামনে এল। এই লোকটির মধ্যে অনেকগুলো মন্দ আত্মা ছিল। বহুদিন ধরে সে জামা-কাপড় পরত না ও বাড়িতে থাকত না কিন্তু কবরখানায় থাকত। 28-29সে যীশুকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠল ও তাঁর সামনে এসে উপুড় হয়ে পড়ে চিৎকার করে বলতে লাগল, “পরমেশ্বরের পুত্র যীশু, আমাকে নিয়ে আপনার কি কাজ, আমি আপনাকে মিনতি করছি, আমায় যন্ত্রণা দেবেন না।” সে এই কথা বলল, কারণ যীশু সেই ভূতকে তার মধ্য থেকে বের হয়ে যাবার জন্য হুকুম করলেন। সেই ভূত প্রায়ই লোকটাকে চেপে ধরত, তাকে বেড়ি ও শেকল দিয়ে বেঁধে রাখলেও তা ছিঁড়ে ফেলে ভূত তাকে প্রান্তরে তাড়িয়ে নিয়ে যেত।

30তখন যীশু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার নাম কি?”

সে বলল, “বাহিনী।” কারণ অনেকগুলো ভূত একসঙ্গে তার মধ্যে ঢুকেছিল। 31তারা যীশুকে মিনতির সুরে বলল, যেন তিনি তাদেরকে রসাতলে যাওয়ার হুকুম না করেন। 32সেই সময় পাহাড়ের ঢালে একপাল শুয়োর চরছিল। সেই ভূতরা যীশুকে মিনতি করে বলল, যেন তিনি তাদেরকে ঐ শুয়োর পালে ঢোকার অনুমতি দেন। যীশু তখন তাদের সেই অনুমতি দিলেন। 33তাতে ভূতরা সেই লোকটির ভেতর থেকে বেরিয়ে ঐ শুয়োরগুলোর মধ্যে ঢুকল, আর সেই শুয়োরের পাল হ্রদের ঢাল দিয়ে জোরে দৌড়ে গিয়ে জলে ডুবে মরল।

34যারা শুয়োরের পাল চরাচ্ছিল, এই ঘটনা দেখে তারা দৌড়ে গিয়ে সেই নগরে ও সারা দেশে এই খবর দিল; 35আর কি হয়েছে তা দেখবার জন্য লোকেরা বের হয়ে এল। তারা যীশুর কাছে এসে দেখল, যার মধ্যে থেকে ভূতগুলো বের হয়েছে সে কাপড় পরে শান্তভাবে যীশুর পায়ের কাছে বসে আছে। এই দেখে তারা ভয় পেয়ে গেল। 36যারা এই ঘটনা দেখেছিল তারা ঐ লোকদের কাছে বলল, কেমন করে ঐ ভূতে পাওয়া লোকটি সুস্থ হল। 37তখন গেরাসেনী অঞ্চলের সমস্ত লোক যীশুকে তাদের কাছ থেকে চলে যেতে অনুরোধ করল, কারণ তারা ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তখন যীশু ফিরে যাবার জন্য নৌকায় উঠলেন। 38তখন যে লোকটির মধ্য থেকে ভূত বের হয়ে গিয়েছিল, সে যীশুর সঙ্গে যাবার জন্য মিনতি করতে লাগল।

কিন্তু যীশু তাকে অনুমতি দিলেন না। 39তিনি বললেন, “তুমি বাড়ি ফিরে যাও; আর ঈশ্বর তোমার জন্য যা করেছেন তা সকলকে বল।” তখন সে সেখান থেকে চলে গেল, আর যীশু তার জন্য যা করেছেন তা সারা শহরে বলে বেড়াতে লাগল।

মৃত বালিকাকে জীবন দান ও স্ত্রীলোককে আরোগ্যদান

(মথি 9:18-26; মার্ক 5:21-43)

40যীশু যখন ফিরে এলেন তখন এক বিরাট জনতা তাঁকে স্বাগত জানাল, কারণ তারা সকলে যীশুর ফিরে আসার অপেক্ষায় ছিল। 41ঠিক সেই সময় যায়ীর নামে একজন লোক সেখানে এলেন, ইনি সেখানকার সমাজ-গৃহের নেতা। তিনি যীশুর পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়ে তাঁকে অনুরোধ করলেন, যেন যীশু তাঁর সঙ্গে তাঁর বাড়িতে যান। 42কারণ তখন তাঁর একমাত্র সন্তান, বারো বছরের মেয়েটি মৃত্যুশয্যায় ছিল।

যীশু যখন যাচ্ছিলেন, লোকেরা তাঁর চারদিকে ভীড় করে ধাক্কা-ধাক্কি করতে লাগল। 43সেই ভীড়ের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক ছিল যে বারো বছর ধরে রক্তস্রাব

রোগে ভুগছিল। চিকিৎসকদের পিছনে সে তার যথাসর্বস্ব ব্যয় করেছিল, কিন্তু কেউ তাকে ভাল করতে পারে নি।
44সে যীশুর পেছন দিকে এসে তাঁর পোশাকের ঝালর স্পর্শ করল, সঙ্গে সঙ্গে তার রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে গেল।
45তখন যীশু বললেন, "কে আমাকে স্পর্শ করল?" সবাই অস্বীকার করল, তখন পিতর বললেন, "গুরু লোকেরা আপনার চারপাশে ধাক্কা-ধাক্কি করে আপনার ওপর পড়ছে।"

46কিন্তু যীশু বললেন, "কেউ আমায় স্পর্শ করেছে! কারণ আমি জানি আমার মধ্যে থেকে শক্তি বের হয়েছে।" 47সেই স্ত্রীলোকটি যখন দেখল যে সে কোনমতে এড়িয়ে যেতে পারবে না, তখন কাঁপতে কাঁপতে যীশুর কাছে এসে তাঁর সামনে উপুড় হয়ে পড়ল এবং সকলের সামনে বলল কেন সে যীশুকে স্পর্শ করেছে, আর কিভাবে সঙ্গে সঙ্গে ভাল হয়ে গেছে। 48তখন যীশু সেই স্ত্রীলোকটিকে বললেন, "তোমার বিশ্বাসই তোমাকে সুস্থ করেছে, তোমার শান্তি হোক্।"

49তিনি তখনও কথা বলছেন, এমন সময় সমাজ-গৃহের নেতার বাড়ি থেকে একজন এসে বলল, "আপনার মেয়ে মারা গেছে! গুরুকে আর কষ্ট দেবেন না।"

50যীশু এই কথা শুনতে পেয়ে সমাজ-গৃহের নেতাকে বললেন, "ভয় পেও না! কেবল বিশ্বাস কর, সে নিশ্চয়ই সুস্থ হয়ে উঠবে।"

51যীশু সেই বাড়িতে পৌঁছে পিতর, যাকোব, যোহন ও মেয়েটির মা-বাবা ছাড়া আর কাউকে সেই ঘরে ঢুকতে দিলেন না। 52সেখানে অনেক লোক মেয়েটির জন্য শোক করছিল ও কাঁদছিল। যীশু তাদের বললেন, "কান্না বন্ধ কর, কারণ ও তো মরেনি, ও ঘুমাচ্ছে।"

53তাঁর কথা শুনে লোকেরা হাসাহাসি করতে লাগল, কারণ তারা জানত মেয়েটি মারা গেছে। 54যীশু মেয়েটির হাত ধরে ডাক দিলেন, "খুকুমণি ওঠ!" 55সেই মুহূর্তে তার আত্মা ফিরে এল, আর সে উঠে দাঁড়াল। যীশু তাদের আদেশ করলেন, "যেন তাকে কিছু খেতে দেওয়া হয়।" 56মেয়েটির মা বাবা খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। যীশু তাদের বারণ করলেন যেন তারা এই ঘটনার কথা কাউকে না বলে।

যীশু সেই বারোজন প্রেরিতকে পাঠালেন

(মথি 10:5-15; মার্ক 6:7-13)

9 যীশু সেই বারোজন প্রেরিতকে ডেকে তাঁদের সব রকমের ভূতদের তাড়াবার ক্ষমতা ও নানান রোগ ভাল করার ক্ষমতা দিলেন। 2এরপর তিনি তাঁদের ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় প্রচার করতে ও রোগীদের সুস্থ করার জন্য পাঠালেন। 3তিনি তাঁদের বললেন, "তোমরা যাত্রাপথের জন্য কিছুই নিও না, পথে যাবার জন্য লাঠি, ঝুলি, খাবার বা টাকা-পয়সা কিছুই নিও না, এমন কি দুটো জামাও না। 4যে বাড়িতে তোমরা প্রবেশ করবে, সেই গ্রাম ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত সেই বাড়িতেই থেকো। 5যেখানে লোকেরা তোমাদের স্বাগত জানাবে না সেখানে শহর ছেড়ে অন্যত্র যাবার সময় তাদের বিরুদ্ধে প্রামাণিক সাক্ষ্যস্বরূপ তোমাদের পায়ের ধূলো ঝেড়ে ফেলো।"

6তখন তাঁরা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতে যেতে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার ও রোগীদের সুস্থ করতে লাগলেন।

হেরোদ যীশু সম্পর্কে সন্দিহান

(মথি 14:1-12; মার্ক 6:14-29)

7সেই সময় যে সব ঘটনা ঘটছিল রাজ্যপাল হেরোদ তা শুনে খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন। কারণ কেউ কেউ বলছিল, "যোহন আবার বেঁচে উঠেছেন।" 8আবার অনেকে বলছিল, "এলীয় পুনরায় আবির্ভূত হয়েছেন।" কেউ কেউ বলছিল, "প্রাচীনকালের, ভাববাদীদের মধ্যে কোন একজন পুনরায় মৃতদের মধ্য থেকে উত্থাপিত হয়েছেন।" 9কিন্তু হেরোদ বললেন, "আমি যোহনের মাথা কেটে ফেলেছি; কিন্তু যার বিষয়ে আমি এসব কথা শুনছি, এ তবে কে?" আর তিনি যীশুকে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

যীশু পাঁচ হাজারের বেশী লোককে খাওয়ালেন

(মথি 14:13-21; মার্ক 6:30-44; যোহন 6:1-14)

10প্রেরিতরা ফিরে এসে তাঁরা কি কি করেছেন তা যীশুকে জানালেন। তখন যীশু তাঁদের নিয়ে নিভৃতে বৈৎসৈদা নগরে চলে গেলেন। 11কিন্তু লোকেরা জানতে পেরে গেল যে তিনি কোথায় যাচ্ছেন, আর তারা যীশুর পিছু পিছু চলল। যীশুও তাদের সাদরে গ্রহণ করে তাদের কাছে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে বললেন; আর যে সব লোকের রোগ-ব্যাধি ভাল হবার প্রয়োজন ছিল, তাদের সুস্থ করলেন। 12দিন প্রায় শেষ হয়ে আসছে এমন সময় সেই বারোজন প্রেরিত যীশুর কাছে ফিরে এসে বললেন, "আমরা যেখানে আছি এটা একটা নির্জন স্থান, তাই এই লোকদের বিদায় দিন যেন এরা আশপাশের গ্রামে গিয়ে নিজেদের জন্য থাকবার স্থান ও খাবার জোগাড় করে নিতে পারে।"

13কিন্তু যীশু তাঁদের বললেন, "তোমরাই এদের খেতে দাও।"

কিন্তু তাঁরা বললেন, "আমাদের কাছে তো পাঁচখানা রুটি আর দুটো মাছ ছাড়া আর কিছুই নেই। আমরা গিয়ে কি এই সব লোকদের জন্য খাবার কিনে আনব?" 14সেখানে পুরুষ মানুষই ছিল প্রায় পাঁচ হাজার।

কিন্তু যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, "ওদেরকে এক এক দলে পঞ্চাশ জন করে বসিয়ে দাও।"

15তাঁরা সেই রকমই করলেন, তাদের সকলকেই বসিয়ে দিলেন। 16এরপর যীশু সেই পাঁচখানা রুটি ও দুটো মাছ নিয়ে সেগুলোর জন্য স্বর্গের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। পরে তিনি সেগুলোকে টুকরো টুকরো করে তা পরিবেশন করার জন্য শিষ্যদের হাতে দিলেন। 17সকলে বেশ তৃপ্তি করে খেল, বাকি যা পড়ে রইল তা একসঙ্গে জড় করলে বারোটি টুকরি ভরে গেল।

যীশুই খ্রীষ্ট

(মথি 16:13-19; মার্ক 8:27-29)

18একদিন যীশু কোন এক জায়গায় নিভৃতে প্রার্থনা
করছিলেন। তাঁর শিষ্যরা সেখানে এলে তিনি তাঁদের
জিজ্ঞেস করলেন, "লোকেরা কি বলে, আমি কে?"

19তাঁরা বললেন, "কেউ কেউ বলে আপনি
বাপ্তিস্মদাতা যোহন, কেউ বা বলে এলীয়, আবার
কেউ কেউ বলে প্রাচীনকালের ভাববাদীদের মধ্যে
একজন বেঁচে উঠেছেন।"

20তিনি তাঁদের বললেন, "কিন্তু তোমরা কি বল,
আমি কে?"

পিতর বললেন, "ঈশ্বরের সেই খ্রীষ্ট।"

21তখন তিনি তাঁদের সতর্ক করে দিলেন যেন একথা
তাঁরা কারো কাছে প্রকাশ না করেন। 22তিনি আরো
বললেন, "মানবপুত্রের অনেক দুঃখ ও যাতনা ভোগ
করার প্রয়োজন আছে; ইহুদী নেতারা, প্রধান যাজকেরা
ও ব্যবস্থার শিক্ষকেরা তাঁকে প্রত্যাখান করবে, তারা
তাঁকে হত্যা করবে; আর তিন দিনের মাথায় তিনি
মৃত্যুলোক থেকে পুনরুত্থিত হবেন।"

23পরে তিনি তাঁদের সকলের উদ্দেশ্যে বললেন,
"যদি কেউ আমার সঙ্গে আসতে চায়, তবে সে নিজেকে
অস্বীকার করুক; আর প্রতিদিন নিজের ক্রুশ তুলে
নিক এবং আমায় অনুসরণ করুক। 24যে কেউ নিজের
জীবন রক্ষা করতে চায় সে তা হারাবে, কিন্তু যে কেউ
আমার জন্য নিজের জীবন হারায়, সে তা রক্ষা করবে।
25সমগ্র জগৎ লাভ করে কেউ যদি নিজেকে ধ্বংস
করে তবে তার কি লাভ হল? 26যদি কেউ আমার জন্য
ও আমার শিক্ষার জন্য লজ্জা বোধ করে, তবে যখন
মানবপুত্র নিজ মহিমায় এবং পিতা ও পবিত্র স্বর্গদূতদের
মহিমায় আসবেন, তখন তিনিও তার জন্য লজ্জিত
হবেন। 27কিন্তু আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এখানে
এমন কয়েকজন আছে যারা ঈশ্বরের রাজ্য না দেখা
পর্যন্ত মৃত্যুর মুখ দেখবে না।"

মোশি, এলিয় ও যীশু

(মথি 17:1-8; মার্ক 9:2-8)

28এই সব কথা বলার প্রায় আট দিন পর, তিনি
পিতর, যাকোব ও যোহনকে নিয়ে প্রার্থনা করার জন্য
একটা পর্বতে গেলেন। 29যীশু যখন প্রার্থনা করছিলেন,
তখন তাঁর মুখের চেহারা অন্যরকম হয়ে গেল, তাঁর
পোশাক আলোক শুভ্র হয়ে উঠল। 30দু'ব্যক্তি মোশি ও
এলিয় মহিমামণ্ডিত হয়ে সেখানে এসে যীশুর সঙ্গে
কথা বলতে লাগলেন। 31তাঁরা ঈশ্বরের পরিকল্পনা
অনুযায়ী জেরুশালেমে কিভাবে যীশুর মৃত্যু হবে তাই
নিয়ে কথা বলছিলেন। 32কিন্তু পিতর ও তাঁর অন্য
সঙ্গীরা সেই সময় ঢুলতে ঢুলতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।
তাঁরা জেগে উঠে যীশুকে মহিমামণ্ডিত রূপে দেখতে
পেলেন, আর ঐ দুই ব্যক্তিকে যীশুর সঙ্গে দাঁড়িয়ে
থাকতে দেখলেন। 33সেই ব্যক্তিরা যখন যীশুর কাছ
থেকে চলে যাচ্ছিলেন, তখন পিতর যীশুকে বললেন,
"গুরু, ভালোই হয়েছে যে আমরা এখানে আছি। আমরা
এখানে তিনটে কুটীর তৈরী করি, একটা আপনার জন্য,
একটা মোশির জন্য আর একটা এলিয়র জন্য।" তিনি
জানতেন না যে তিনি কি বলছিলেন।

34কিন্তু তিনি যখন এইসব কথা বলছিলেন, সেই
সময় এক খণ্ড মেঘ এসে তাঁদের ঢেকে ফেলল,
মেঘের মধ্যে প্রবেশ করে তাঁরা ভীত হলেন। 35সেই
মেঘের মধ্য থেকে এক রব শোনা গেল। সেই রব
বলল, "এই আমার পুত্র, আমার মনোনীত পাত্র, এঁর
কথা শোন।"

36সেই রব মিলিয়ে যাবার পরই দেখা গেল কেবল
যীশু একা সেখানে রয়েছেন, আর শিষ্যরা যা দেখলেন
সে বিষয়ে কাউকে কিছু না বলে চুপ করে রইলেন।

অশুচি আত্মায় পাওয়া একটি বালককে যীশু সুস্থ করেন

(মথি 17:14-18; মার্ক 9:14-27)

37পরদিন তাঁরা পর্বত থেকে নেমে এলে বহু লোক
যীশুর সঙ্গে দেখা করতে এল; 38আর সেই সময় ঐ
ভীড়ের মধ্যে থেকে একটি লোক চিৎকার করে বলল,
"গুরু, আমি আপনাকে মিনতি করছি, আপনি আমার
এই একমাত্র সন্তানের দিকে একটু দেখুন। 39হঠাৎ,
একটা অশুচি আত্মা তাকে ধরে, আর সে চিৎকার
করতে থাকে। সেই আত্মা যখন তাকে মুচড়ে ধরে তখন
তার মুখ থেকে ফেনা কাটতে থাকে। এটা সহজে
তাকে ছেড়ে যেতে চায় না, তাকে একবারে ঝাঁজরা
করে দেয়।

40"আমি আপনার শিষ্যদের কাছে মিনতি করেছিলাম
যেন তাঁরা ঐ অশুচি আত্মাকে তাড়িয়ে দেন, কিন্তু
তাঁরা পারলেন না।"

41যীশু বললেন, "হে অবিশ্বাসী ও পথভ্রষ্ট লোকেরা,
আমি আর কতকাল তোমাদের নিয়ে ধৈর্য্য ধরব,
কতকালই বা তোমাদের সঙ্গে থাকব?" যীশু লোকটিকে
বললেন, "তোমার ছেলেকে এখানে আন।"

42ছেলেটা যখন আসছিল, তখন সেই ভূত তাকে
আছাড় মারল আর তাতে সে প্রবলভাবে হাত-পা
ছোঁড়াছুঁড়ি করতে লাগল। যীশু সেই অশুচি আত্মাকে
ধমক দিলেন। তারপর ছেলেটিকে সম্পূর্ণ সুস্থ ক'রে
তার বাবার কাছে ফেরৎ দিলেন। 43ঈশ্বর যে কত মহান
তা দেখে লোকেরা অবাক হয়ে গেল।

যীশু তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে বললেন

(মথি 17:22-23; মার্ক 9:30-32)

যীশু যা করলেন তা দেখে লোকেরা আশ্চর্য হচ্ছিল,
তখন যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, 44"আমি তোমাদের
যা বলছি তা মন দিয়ে শোন, শীঘ্রই মানবপুত্রকে মানুষের
হাতে সঁপে দেওয়া হবে।"

45কিন্তু এ কথার অর্থ কি শিষ্যরা তা বুঝতে পারলেন
না। এটা তাঁদের কাছে গুপ্ত রয়ে গেল, তাই তাঁরা এর
কিছুই উপলব্ধি করতে পারলেন না।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি

(মথি 18:1-5; মার্ক 9:33-37)

46সেই সময়ই তাঁদের মধ্যে এই বিতর্কের সূত্রপাত
হল যে কে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 47কিন্তু যীশু তাঁদের
মনোভাব বুঝতে পেরে একটি শিশুকে এনে নিজের
পাশে দাঁড় করালেন। 48তিনি তাঁদের বললেন, "যে কেউ
আমার নামে এই শিশুকে সাদরে গ্রহণ করে, সে আমাকেই
সাদরে গ্রহণ করে; আর যে আমাকে সাদরে গ্রহণ করে,
সে আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাঁকেই গ্রহণ করে।
তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে ছোট, সেই শ্রেষ্ঠ।"

যে কেউ তোমার বিপক্ষে নয় সে তোমার পক্ষে

(মার্ক 9:38-40)

49যোহন বললেন, "প্রভু, আমরা আপনার নামে
একজনকে ভূত তাড়াতে দেখেছি। সে আমাদের সঙ্গী
নয় বলে আমরা তাকে বারণ করেছি।"

50কিন্তু যীশু তাঁকে বললেন, "তাকে বারণ কোর না,
কারণ যে তোমাদের বিপক্ষ নয় সে তোমাদের সপক্ষ।"

শমরীয় শহর

51যীশুর স্বর্গে যাবার সময় হয়ে এলে তিনি স্থির
চিত্তে জেরুশালেমের দিকে এগিয়ে চললেন। 52তিনি
তাঁর পৌঁছাবার আগেই সেখানে কিছু বার্তাবাহক
পাঠালেন। তাঁরা গিয়ে শমরীয়দের এক গ্রামে উঠলেন,
যেন যীশুর জন্য সব কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন। 53কিন্তু
যীশু জেরুশালেমে যাবেন বলে স্থির করায় শমরীয়রা
তাঁকে গ্রহণ করল না। 54যীশুর অনুগামী যাকোব ও
যোহন এই দেখে বললেন, "প্রভু, আপনি কি চান যে
এদের ধ্বংস করার জন্য আমরা আকাশ থেকে আগুন
নামিয়ে আনি?"*

55কিন্তু যীশু ফিরে দাঁড়িয়ে তাদের ধমক দিলেন।*
56তখন তাঁরা অন্য গ্রামে গেলেন।

যীশুকে অনুসরণ

(মথি 8:19-22)

57তাঁরা যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, সেই সময় একজন
লোক যীশুকে বলল, "আপনি যেখানেই যান না কেন
আমিও আপনার সঙ্গে যাব।"

58যীশু তাকে বললেন, "শেয়ালের গর্ত আছে,
আকাশের পাখিদেরও বাসা আছে, কিন্তু মানবপুত্রের
কোথাও মাথা রাখার ঠাঁই নেই।"

59আর একজনকে তিনি বললেন, "আমায় অনুসরণ
কর।" কিন্তু সেই লোকটি বলল, "আগে গিয়ে আমার
বাবাকে কবর দিয়ে আসতে দিন।"

60কিন্তু যীশু তাকে বললেন, "মৃতরাই তাদের মৃতদের
কবর দেবে। তুমি গিয়ে বরং ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়
ঘোষণা কর।"

61আর একজন লোক বলল, "প্রভু, আমি আপনার
অনুসারী হব; কিন্তু প্রথমে আমার বাড়ির সকলকে
বিদায় জানিয়ে আসতে দিন।"

62কিন্তু যীশু তাকে বললেন, "লাঙ্গলে হাত রেখে
যে পেছন ফিরে তাকায়, সে ঈশ্বরের রাজ্যের যোগ্য
নয়।"

যীশু বাহাত্তর জন লোককে পাঠালেন

10 এরপর প্রভু আরও বাহাত্তর* জন লোককে
মনোনীত করলেন। তিনি নিজে যে সমস্ত নগরে
ও যে সমস্ত জায়গায় যাবেন বলে ঠিক করেছিলেন,
সেই সব জায়গায় তাঁদের দুজন দুজন করে পাঠিয়ে
দিলেন। 2তিনি তাঁদের বললেন, "শস্য প্রচুর হয়েছে,
কিন্তু তা কাটার জন্য মজুরের সংখ্যা অল্প, তাই শস্যের
যিনি মালিক তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, যেন তিনি তাঁর
ফসল কাটার জন্য মজুর পাঠান। 3যাও! আর মনে
রেখো, নেকড়ে বাঘের মধ্যে ভেড়ার মতোই আমি
তোমাদের পাঠাচ্ছি। 4তোমরা টাকার বটুয়া, থলি বা
জুতো সঙ্গে নিও না এবং পথের মধ্যে কাউকে শুভেচ্ছা
জানিও না। 5যে বাড়িতে তোমরা প্রবেশ করবে সেখানে
প্রথমে বলবে, 'এই গৃহে শান্তি হোক্!' 6সেখানে যদি
শান্তির পাত্র কেউ থাকে, তবে তোমাদের শান্তি তার
সহবর্তী হবে। কিন্তু যদি সেরকম কেউ না থাকে, তাহলে
তোমাদের শান্তি তোমাদের কাছে ফিরে আসবে। 7যে
বাড়িতে যাবে সেখানেই থেকো, আর তারা যা খেতে
দেয় তাই খেও, কারণ যে কাজ করে সে বেতন পাবার
যোগ্য। এ বাড়ি সে বাড়ি করে ঘুরে বেড়িও না। 8তোমরা
যখন কোন নগরে প্রবেশ করবে তখন সেই নগরের
লোকেরা যদি তোমাদের স্বাগত জানায়, তবে সেখানকার
লোকেরা তোমাদের সামনে যা কিছু ধরে, তা খেও।
9সেই নগরের রোগীদের সুস্থ কোর ও সেখানকার
লোকদের বোল, 'ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে এসে
পড়েছে!' 10তোমরা কোন নগরে প্রবেশ করলে যদি
সেই নগরের লোকেরা তোমাদের স্বাগত না জানায়,
তবে সেখানকার রাস্তায় বেরিয়ে এসে তোমরা বোল,
11'এমনকি তোমাদের নগরের যে ধূলো আমাদের পায়ে
লেগেছে তা আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে ঝেড়ে ফেললাম;
তবে একথা জেনে রেখো যে ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের
কাছে এসে গেছে।' 12আমি তোমাদের বলছি, সেই দিন
এই নগরের থেকে সদোমের লোকদের অবস্থা অনেক
বেশী সহনীয় হবে।"

অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে যীশুর সতর্কবাণী

(মথি 11:20-24)

13"কোরাসীন ধিক্ তোমাকে! বৈৎসৈদা ধিক্

পদ 54 কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 54 যুক্ত করা হয়েছে: "যেমন এলিয় করেছিল?"

পদ 55 কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 55 যুক্ত করা হয়েছে: এবং "যীশু বললেন, 'তোমরা কোন আত্মার তা জান না। 56মানবপুত্র আত্মাকে ধ্বংস করতে আসেন নি, কিন্তু এসেছেন রক্ষা করতে।'"

বাহাত্তর কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে সত্তর লেখা আছে; আবার কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে বাহাত্তর সংখ্যাটি পাওয়া যায়।

তোমাকে! তোমাদের মধ্যে যে সব অলৌকিক কাজ করা হয়েছে তা যদি সোর ও সীদোনে করা হত, তবে সেখানকার লোকেরা অনেক আগেই চটের বস্ত্র পরে মাথায় ভস্ম ছিটিয়ে অনুতাপ করতে বসত। 14যাই হোক, বিচারের দিনে সোর ও সীদোনের অবস্থা বরং তোমাদের চেয়ে অনেক সহনীয় হবে। 15তুমি কফরনাহূম! তুমি কি স্বর্গ পর্যন্ত উন্নীত হবে? না! তোমাকে নরক পর্যন্ত নামানো যাবে!

16"যারা তোমাদের কথা শোনে, তারা আমারই কথা শোনে; আর যারা তোমাদের অগ্রাহ্য করে, তারা আমাকেই অগ্রাহ্য করে। যারা আমাকে অগ্রাহ্য করে, তারা যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁকেই অগ্রাহ্য করে।"

শয়তানের পতন

17এরপর সেই বাহাত্তরজন আনন্দের সঙ্গে ফিরে এসে বললেন, "প্রভু, আপনার নামে এমন কি ভূতরাও আমাদের বশ্যতা স্বীকার করে!" 18তখন যীশু তাঁদের বললেন, "আমি শয়তানকে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো আকাশ থেকে পড়তে দেখলাম। 19শোন! সাপ ও বিছেকে পায়ে দলবার ক্ষমতা আমি তোমাদের দিয়েছি; আর তোমাদের শত্রুর সমস্ত শক্তির ওপরে ক্ষমতাও আমি তোমাদের দিয়েছি; কোন কিছুই তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। 20তবু আত্মারা যে তোমাদের বশীভূত হয়, এ জেনে আনন্দ কোর না; কিন্তু স্বর্গে তোমাদের নাম লেখা হয়েছে বলে আনন্দ কর।"

পিতার নিকট যীশুর প্রার্থনা

(মথি 11:25-27; 13:16-17)

21ঠিক সেই মুহূর্তে পবিত্র আত্মার আনন্দে পূর্ণ হয়ে যীশু বললেন, "পিতা, আমি তোমার প্রশংসা করি, কারণ স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রভু, তুমি এসব বিষয় জ্ঞানীগুণী ও বুদ্ধিমান লোকদের কাছে গোপন রেখে শিশুদের কাছে প্রকাশ করেছ। হ্যাঁ, পিতা, এতেই তোমার আনন্দ।

22"আমার পিতা আমায় সবই দিয়েছেন। পিতা ছাড়া আর কেউ জানে না পুত্র কে, আবার পুত্র ছাড়া আর কেউ জানে না পিতা কে। এছাড়া পুত্র যার কাছে পিতাকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন, কেবল সে-ই জানে।"

23এরপর শিষ্যদের দিকে ফিরে তিনি একান্তে তাঁদের বললেন, "তোমরা যা দেখছ, যে চোখ তা দেখতে পায় তা ধন্য! 24কারণ আমি তোমাদের বলছি, তোমরা যা দেখছ, অনেক ভাববাদী ও রাজা তা দেখার ইচ্ছা করলেও তা দেখতে পাননি; তোমরা যা শুনছ, তা শোনার ইচ্ছা করলেও তাঁরা তা শুনতে পাননি।"

দয়ালু শমরীয়ের দৃষ্টান্তমূলক কাহিনী

25এরপর একজন ব্যবস্থার শিক্ষক যীশুকে পরীক্ষার ছলে জিজ্ঞাসা করল, "গুরু, অনন্ত জীবন লাভ করার জন্য আমায় কি করতে হবে?"

26যীশু তাকে বললেন, "বিধি-ব্যবস্থায় এ বিষয়ে কি লেখা আছে? সেখানে তুমি কি পড়েছ?"

27সে জবাব দিল, "তোমার সমস্ত অন্তর, মন, প্রাণ ও শক্তি দিয়ে অবশ্যই তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসো।'* আর 'তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালবাসো।"'*

28তখন যীশু তাকে বললেন, "তুমি ঠিক উত্তরই দিয়েছ; ঐ সবই কর, তাহলে অনন্ত জীবন লাভ করবে।"

29কিন্তু সে নিজেকে ধার্মিক দেখাতে চেয়ে যীশুকে জিজ্ঞেস করল, "আমার প্রতিবেশী কে?"

30এর উত্তরে যীশু বললেন, "একজন লোক জেরুশালেম থেকে যিরীহোর দিকে নেমে যাচ্ছিল, পথে সে ডাকাতের হাতে পড়ল। তারা লোকটির জামা-কাপড় খুলে নিয়ে তাকে মার-ধোর করে আধমরা অবস্থায় সেখানে ফেলে রেখে চলে গেল। 31ঘটনাক্রমে সেই পথ দিয়ে একজন ইহুদী যাজক যাচ্ছিল, যাজক তাকে দেখতে পেয়ে পথের অন্য ধার দিয়ে চলে গেল। 32সেই পথে এরপর একজন লেবীয়* এল। তাকে দেখে সেও পথের অন্য ধার দিয়ে চলে গেল। 33কিন্তু একজন শমরীয় ঐ পথে যেতে যেতে সেই লোকটির কাছাকাছি এল। লোকটিকে দেখে তার মনে মমতা হল।

34সে ঐ লোকটির কাছে গিয়ে তার ক্ষতস্থান দ্রাক্ষারস দিয়ে ধুয়ে তাতে তেল ঢেলে বেঁধে দিল। এরপর সেই শমরীয় লোকটিকে তার নিজের গাধার ওপর চাপিয়ে একটি সরাইখানায় নিয়ে এসে তার সেবা যত্ন করল। 35পরের দিন সেই শমরীয় দুটি রৌপ্যমুদ্রা বের করে সরাইখানার মালিককে দিয়ে বলল, 'এই লোকটির যত্ন করবেন আর আপনি যদি এর চেয়ে বেশী খরচ করেন, তবে আমি ফিরে এসে আপনাকে তা শোধ করে দেব।"

36এখন বল, "এই তিনজনের মধ্যে সেই ডাকাত দলের হাতে পড়া লোকটির প্রকৃত প্রতিবেশী কে?" 37সে বলল, "যে লোকটি তার প্রতি দয়া করল।"

তখন যীশু তাকে বললেন, "সে যেমন করল, যাও তুমি গিয়ে তেমন কর।"

মরিয়ম ও মার্থা

38এরপর যীশু ও তাঁর শিষ্যরা জেরুশালেমের পথে যেতে যেতে কোন এক গ্রামে প্রবেশ করলেন। সেখানে মার্থা নামে একজন স্ত্রীলোক তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা করলেন। 39মরিয়ম নামে তাঁর একটি বোন ছিল, তিনি যীশুর পায়ের কাছে বসে তাঁর শিক্ষা শুনছিলেন। 40কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার নানা রকম আয়োজন করতে মার্থা খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি যীশুর কাছে এসে বললেন, "প্রভু, আপনি কি দেখছেন না, আমার বোন

'তোমার ... ভালবাসো' দ্বি বি 6:5

'তোমার ... ভালবাসো' লেবীয় 19:18

লেবীয় লেবীয় সম্প্রদায়ভুক্ত এক ব্যক্তি; যিনি মন্দিরে ইহুদী যাজকদের সাহায্য করতেন।

সমস্ত কাজ একা আমার ঘাড়ে ফেলে দিয়েছে? ওকে বলুন, ও যেন আমায় সাহায্য করে।"

41প্রভু তখন মার্থাকে বললেন, "মার্থা, মার্থা তুমি অনেক বিষয় নিয়ে বড়ই উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হয়ে পড়েছ। 42কিন্তু কেবলমাত্র একটা বিষয়ের প্রয়োজন আছে। আর মরিয়ম সেই উত্তম বিষয়টি মনোনীত করেছে, যা তার কাছ থেকে কখনও কেড়ে নেওয়া হবে না।"

প্রার্থনার বিষয়ে যীশুর শিক্ষা

(মথি 6:9-15; 7:7-11)

11 যীশু এক জায়গায় প্রার্থনা করছিলেন। প্রার্থনা শেষ হলে পর তাঁর একজন শিষ্য এসে তাঁকে বললেন, "প্রভু, যোহন যেমন তাঁর শিষ্যদের প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিলেন, আপনিও তেমনি আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান।"

2তখন যীশু তাঁদের বললেন, "তোমরা যখন প্রার্থনা কর তখন বোল,

'পিতা, তোমার পবিত্র নামের সমাদর হোক্, তোমার রাজ্য আসুক।

3দিনের আহার তুমি প্রতিদিন আমাদের দাও।

4আমাদের পাপ ক্ষমা কর, কারণ আমাদের বিরুদ্ধে যারা অন্যায় করেছে, আমরাও তাদের ক্ষমা করেছি; আর আমাদের পরীক্ষায় পড়তে দিও না।"'

অনবরত যাঞ্চা কর

5-6এরপর যীশু তাঁদের বললেন, "ধর, তোমাদের কারো একজন বন্ধু আছে; আর সে মাঝরাতে তার কাছে গিয়ে বলল, 'বন্ধু, আমায় খান তিনেক রুটি ধার দাও, কারণ আমার এক বন্ধু যাত্রাপথে এই মাত্র আমার ঘরে এসেছে, তাকে খেতে দেবার মতো ঘরে কিছু নেই।' 7সেই লোক যদি ঘরের ভেতর থেকে উত্তর দেয়, 'দেখ, আমায় বিরক্ত কোর না! এখন দরজা বন্ধ আছে আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমি শুয়ে পড়েছি। আমি এখন তোমাকে কিছু দেবার জন্য উঠতে পারব না।' 8আমি তোমাদের বলছি, সে যদি বন্ধু হিসাবে উঠে তাকে কিছু নাও দেয়, তবু লোকটি বার বার করে অনুরোধ করছে বলে সে উঠবে ও তার যা দরকার তা তাকে দেবে। 9তাই আমি তোমাদের বলছি, তোমরা চাও, তোমাদের দেওয়া হবে, খোঁজ তোমরা পাবে। দরজায় ধাক্কা দাও, তোমাদের জন্য খোলা হবে। 10কারণ যারা চায়, তারা পায়। যারা খোঁজ করে, তারা সন্ধান পায় আর যারা দরজায় ধাক্কা দেয়, তাদের জন্য দরজা খোলা হয়। 11তোমাদের মধ্যে এমন বাবা কি কেউ আছে, যার ছেলে মাছ চাইলে সে তাকে মাছের বদলে সাপ দেবে? 12অথবা ছেলে যদি ডিম চায় তবে কি তাকে কাঁকড়াবিছা দেবে? 13তাই তোমরা যদি মন্দ প্রকৃতির হয়েও তোমাদের ছেলেমেয়েদের ভাল ভাল জিনিস দিতে জান, তবে স্বর্গের পিতার কাছে যারা চায়, তিনি যে তাদের পবিত্র আত্মা দেবেন, এটা কত না নিশ্চয়।"

ঈশ্বরই যীশুর ক্ষমতার উৎস

(মথি 12:22-30; মার্ক 3:20-27)

14একসময় যীশু একজনের মধ্য থেকে একটা বোবা ভূতকে বের করে দিলেন। সেই ভূত বের হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ লোকটি কথা বলতে শুরু করল। এই দেখে লোকেরা অবাক হয়ে গেল; 15কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, "ভূতদের রাজা বেল্‌সবূলের সাহায্যেই ও ভূত তাড়ায়!"

16আবার কেউ কেউ যীশুকে পরীক্ষা করবার জন্য আকাশ থেকে কোন চিহ্ন দেখাতে বলল। 17কিন্তু তিনি তাদের মনের কথা জানতে পেরে বললেন, "যে রাজ্য আত্মকলহে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায়, সেই রাজ্য ধ্বংস হয়। আবার কোন পরিবার যদি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে, তবে সেই পরিবারও ভেঙ্গে যায়।

18তাই শয়তানও যদি নিজের বিরুদ্ধে নিজে দাঁড়ায় তবে কেমন করে তার রাজ্য টিকবে? আমি তোমাদের একথা জিজ্ঞেস করছি কারণ তোমরা বলছ আমি বেল্‌সবূলের সাহায্যে ভূত ছাড়াই। 19কিন্তু আমি যদি বেল্‌সবূলের সাহায্যে ভূত ছাড়াই, তবে তোমাদের অনুগামীরা কার সাহায্যে তা ছাড়ায়? তাই তারাই তোমাদের বিচার করুক। 20কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের শক্তিতে ভূতদের ছাড়াই, তাহলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে ইতিমধ্যেই এসে পড়েছে!

21"যখন কোন শক্তিশালী লোক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তার ঘর পাহারা দেয়, তখন তার ধনসম্পদ নিরাপদে থাকে। 22কিন্তু তার থেকে পরাক্রান্ত কোন লোক যখন তাকে আক্রমণ করে পরাস্ত করে, তখন নিরাপদে থাকার জন্য যে অস্ত্রশস্ত্রের ওপর সে নির্ভর করেছিল, অন্য শক্তিশালী লোকটি সেগুলো কেড়ে নেয় আর ঐ লোকটির ঘরের সব জিনিসপত্র লুটে নেয়।

23"যে আমার পক্ষে নয়, সে আমার বিপক্ষ। যে আমার সঙ্গে কুড়ায় না, সে ছড়ায়।

শূন্য ঘর

(মথি 12:43-45)

24"কোন অশুচি আত্মা যখন কোন লোকের মধ্য থেকে বের হয়ে আসে, তখন সে বিশ্রামের খোঁজে নির্জন স্থানে ঘোরাফেরা করে আর বিশ্রাম না পেয়ে বলে, 'যে ঘর থেকে আমি বের হয়ে এসেছি, সেখানেই ফিরে যাব।' 25কিন্তু সেখানে ফিরে গিয়ে সে যখন দেখে সেই ঘরটি পরিষ্কার করা হয়েছে আর সাজানো-গোছানো আছে, 26তখন সে গিয়ে তার থেকে আরো দুষ্ট সাতটা আত্মাকে নিয়ে এসে ঐ ঘরে বসবাস করতে থাকে। তাই ঐ লোকের প্রথম দশা থেকে শেষ দশা আরো ভয়ঙ্কর হয়।"

প্রকৃত সুখী লোক

27যীশু যখন এইসব কথা বলছিলেন, তখন সেই ভীড়ের মধ্য থেকে একজন স্ত্রীলোক চিৎকার করে বলে

উঠল, "ধন্য সেই মা, যিনি আপনাকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন, আর যাঁর স্তন আপনি পান করেছিলেন।"

28কিন্তু যীশু বললেন, "এর থেকেও ধন্য তারা যারা ঈশ্বরের শিক্ষা শোনে ও তা পালন করে।"

চিহ্নের অন্বেষণ

(মথি 12:38-42; মার্ক 8:12)

29এরপর যখন ভীড় বাড়তে লাগল, তখন যীশু বললেন, "এ যুগের লোকেরা খুবই দুষ্ট, তারা কেবল অলৌকিক চিহ্নের খোঁজ করে; কিন্তু যোনার চিহ্ন ছাড়া তাদেরকে আর কোন চিহ্ন দেখানো হবে না। 30যোনা যেমন নীনবীয় লোকদের কাছে চিহ্নস্বরূপ হয়েছিলেন, তেমনি এই যুগের লোকদের কাছে মানবপুত্র হবেন। 31দক্ষিণ দেশের রাণী* বিচার দিনে উঠে এই যুগের লোকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন ও তাদের দোষী সাব্যস্ত করবেন। কারণ শলোমনের জ্ঞানের কথা শোনার জন্য তিনি পৃথিবীর প্রান্ত থেকে এসেছিলেন; আর শলোমন থেকে মহান একজন এখন এখানে আছেন। 32বিচার দিনে নীনবীয় লোকেরা এই যুগের লোকদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াবে; তারা এদের ওপর দোষারোপ করবে, কারণ তারা যোনার প্রচার শুনে অনুশোচনা করেছিল, আর এখন যোনার থেকে মহান একজন এখানে আছেন।

জগতের আলোস্বরূপ হও

(মথি 5:15; 6:22-23)

33"প্রদীপ জ্বেলে কেউ আড়ালে রাখে না বা ধামা চাপা দিয়ে রাখে না বরং তা বাতিদানের ওপরেই রাখে, যেন যারা ঘরে আসে, তারা আলো দেখতে পায়। 34তোমার চোখ যদি সুস্থ থাকে, তবে তোমার সমস্ত দেহটি দীপ্তিময় হবে; কিন্তু তা যদি মন্দ হয় তবে তোমার দেহ অন্ধকারময় হবে। 35তাই সাবধান, তোমার মধ্যে যে আলো আছে তা যেন অন্ধকার না হয়। 36তোমার সারা দেহ যদি আলোকময় হয়, তার মধ্যে যদি একটুও অন্ধকার না থাকে, তবে তা সম্পূর্ণ আলোকিত হবে, ঠিক যেমন বাতির আলো তোমার ওপর পড়ে তোমায় আলোকিত করে তোলে।"

যীশু ফরীশীদের সমালোচনা করলেন

(মথি 23:1-36; মার্ক 12:38-40; লূক 20:45-47)

37যীশু এই কথা শেষ করলে একজন ফরীশী তার বাড়িতে যীশুকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করল। তাই তিনি তার বাড়িতে গিয়ে খাবার আসনে বসলেন। 38কিন্তু সেই ফরীশী দেখল যে খাওয়ার আগে প্রথা মতো যীশু হাত ধুলেন না। 39প্রভু তাকে বললেন, "তোমরা ফরীশীরা থালা ও বাটির বাইরেটা পরিষ্কার কর, কিন্তু ভেতরে তোমরা দুষ্টামি ও লোভে ভরা। 40তোমরা মূর্খের দল! তোমরা কি জান না যিনি বাইরেটা করেছেন তিনি ভেতরটাও করেছেন? 41তাই তোমাদের থালা বাটির ভেতরে যা কিছু আছে তা দরিদ্রদের বিলিয়ে দাও, তাহলে সবকিছুই তোমাদের কাছে সম্পূর্ণ শুচি হয়ে যাবে। 42কিন্তু হায়, ফরীশীরা ধিক্ তোমাদের! কারণ তোমরা পুদিনা, ধনে ও বাগানের অন্যান্য শাকের দশমাংশ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে থাক, কিন্তু ন্যায়বিচার ও ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের বিষয়টি অবহেলা কর। কিন্তু প্রথম বিষয়গুলির সঙ্গে সঙ্গে শেষেরগুলিও তোমাদের জীবনে পালন করা কর্তব্য। 43ধিক্ ফরীশীরা! তোমরা সমাজ-গৃহে সম্মানিত আসন আর হাটে-বাজারে সকলের সশ্রদ্ধ অভিবাদন পেতে কত না ভালবাস। 44ধিক্ তোমাদের! তোমরা মাঠের মাঝে মিশে থাকা কবরের মতো, লোকেরা না জেনে যার ওপর দিয়ে হেঁটে যায়।"

ইহুদী শিক্ষকদের সঙ্গে যীশুর কথা

45একজন ব্যবস্থার শিক্ষক এর উত্তরে যীশুকে বললেন, "গুরু আপনি এসব যা বললেন, তার দ্বারা আমাদেরও অপমান করলেন।"

46তখন যীশু তাকে বললেন, "হে ব্যবস্থার শিক্ষকরা ধিক্ তোমাদের! তোমরা লোকদের ওপর এমন ভারী বোঝা চাপিয়ে দাও যা তাদের পক্ষে বহন করা অসম্ভব; আর তোমরা নিজেরা সেই ভার বইবার জন্য সাহায্য করতে তাতে একটা আঙ্গুল পর্যন্ত ছোঁয়াও না। 47ধিক্ তোমাদের, কারণ তোমরা ভাববাদীদের সমাধি-গুহা গেঁথে থাকো; আর এই সব ভাববাদীদের তোমাদের পূর্বপুরুষেরাই হত্যা করেছিল!

48তাই এই কাজ করে তোমরা এই সাক্ষ্যই দিচ্ছ যে তোমাদের পূর্বপুরুষেরা যে কাজ করেছিল তা তোমরা ঠিক বলে মেনে নিচ্ছ। কারণ তারা ওদের হত্যা করেছিল আর তোমরা ওদের সমাধি-গুহা রচনা করছ। 49এই কারণেই ঈশ্বরের প্রজ্ঞা বলছে, 'আমি তাদের কাছে যে ভাববাদী ও প্রেরিতদের পাঠাবো, তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে তারা হত্যা করবে, কাউকে বা নির্যাতন করবে।' 50সেই জন্যই জগত সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যত ভাববাদীকে হত্যা করা হয়েছে, তাদের সকলের হত্যার জন্য এই কালের লোকদের শাস্তি পেতে হবে। 51হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলছি, হেবলের রক্তপাত থেকে আরম্ভ করে যে সখরিয়কে যজ্ঞবেদী ও মন্দিরের মধ্যবর্তী স্থানে হত্যা করা হয়েছিল, সেই সখরিয়র হত্যা পর্যন্ত সমস্ত রক্তপাতের দায়ে দায়ী হবে একালের লোকেরা।

52"ধিক্ ব্যবস্থার শিক্ষকরা কারণ তোমরা জ্ঞানের চাবিটি ধরে আছ। তোমরা নিজেরাও প্রবেশ করনি আর যারা প্রবেশ করার চেষ্টা করছে তাদেরও বাধা দিচ্ছ।"

53তিনি যখন সেই জায়গা ছেড়ে চলে গেলেন, তখন ব্যবস্থার শিক্ষকরা ও ফরীশীরা তাঁর বিরুদ্ধে ভীষণভাবে শত্রুতা করতে আরম্ভ করল এবং পরে তাঁকে নানাভাবে প্রশ্ন করতে থাকল। 54তারা সুযোগের অপেক্ষা করতে

দক্ষিণ ... রাণী অর্থাৎ শিবার রাণী। তিনি ঈশ্বরের জ্ঞান অর্জনের জন্য এক হাজার মাইল ভ্রমণ করেছিলেন। 1 রাজাবলি 10:1-3

লাগল যেন যীশু ভুল কিছু বললে তাই দিয়ে তাঁকে ধরতে পারে।

ফরীশীদের মতো হয়ো না

12 এর মধ্যে হাজার হাজার লোক এসে জড়ো হল। প্রচণ্ড ভীড়ের চাপে তারা ধাক্কা-ধাক্কি করে একে অপরের উপর পড়তে লাগল। তখন তিনি প্রথমে তাঁর শিষ্যদের বললেন, "ফরীশীদের খামির থেকে সাবধান থেকো। 2এমন কিছুই লুকানো নেই যা প্রকাশ পাবে না, আর এমন কিছুই গুপ্ত নেই যা জানা যাবে না। 3তাই তোমরা অন্ধকারে যা বলছ তা আলোতে শোনা যাবে। তোমরা গোপন কক্ষে ফিস্‌ফিস্ করে কানে কানে যা বলবে তা বাড়ির ছাদের ওপর থেকে ঘোষণা করা হবে।"

কেবল ঈশ্বরকে ভয় কর

(মথি 10:28-31)

4কিন্তু হে আমার বন্ধুরা, "আমি তোমাদের বলছি, যারা তোমাদের দেহটাকে ধ্বংস করে দিতে পারে, কিন্তু এর বেশী কিছু করতে পারে না তাদের তোমরা ভয় কোর না। 5তবে কাকে ভয় করবে তা আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি। তোমাদের মেরে ফেলার পর নরকে পাঠাবার ক্ষমতা যাঁর আছে, তাঁকেই ভয় কর। হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলছি, তাঁকেই ভয় কোর।

6"পাঁচটা চড়াই পাখি কি মাত্র কয়েক পয়সায় বিক্রি হয় না? তবু ঈশ্বর তার একটাকেও ভুলে যান না। 7এমন কি তোমাদের মাথার প্রতিটি চুল গোনা আছে। ভয় নেই, বহু চড়াই পাখির চেয়ে তোমাদের মূল্য অনেক বেশী।

যীশুর জন্যে লজ্জা পেও না

(মথি 10:32-33; 12:32; 10:19-20)

8"কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ অন্য লোকদের সামনে আমাকে স্বীকার করে, মানবপুত্রও ঈশ্বরের স্বর্গদূতদের সামনে তাকে স্বীকার করবেন। 9কিন্তু যে কেউ সর্বসাধারণের সামনে আমায় অস্বীকার করবে, ঈশ্বরের স্বর্গদূতদের সামনে তাকে অস্বীকার করা হবে। 10মানবপুত্রের বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বললে তাকে ক্ষমা করা হবে; কিন্তু কেউ পবিত্র আত্মার নামে নিন্দা করলে তাকে ক্ষমা করা হবে না।

11"তারা যখন তোমাদের সমাজ-গৃহের সমাবেশে শাসনকর্তাদের বা কর্তৃত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিদের সামনে হাজির করবে, তখন কিভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করবে বা কি বলবে তা নিয়ে চিন্তা কোর না। 12কারণ সেই সময় কি বলতে হবে তা পবিত্র আত্মা তোমাদের সেইক্ষণেই শিখিয়ে দেবেন।"

স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে যীশুর সতর্কবাণী

13এরপর সেই ভীড়ের মধ্য থেকে একজন লোক যীশুকে বলল, "গুরু, উত্তরাধিকার সূত্রে আমাদের যে সম্পত্তি রয়েছে তা আমার ভাইকে আমার সঙ্গে ভাগ করে নিতে বলুন।"

14কিন্তু যীশু তাকে বললেন, "বিচারকর্তা হিসাবে কে তোমাদের ওপর আমায় নিয়োগ করেছে?" 15এরপর যীশু লোকদের বললেন, "সাবধান! সমস্ত রকম লোভ থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখ, কারণ মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পত্তি থাকলেও তার জীবন তার সম্পত্তির ওপর নির্ভর করে না।"

16তখন তিনি তাদের একটি দৃষ্টান্ত দিলেন, "একজন ধনবান লোকের জমিতে প্রচুর ফসল হয়েছিল। 17এই দেখে সে মনে মনে বলল, 'আমি কি করব? এতো ফসল রাখার জায়গা তো আমার নেই।' 18এরপর সে বলল, 'আমি এই রকম করব; আমার যে গোলাঘরগুলো আছে তা ভেঙ্গে ফেলে তার থেকে বড় গোলাঘর বানাবো; আর সেখানেই আমার সমস্ত ফসল ও জিনিস মজুত করব। 19আর আমার প্রাণকে বলব, হে প্রাণ, অনেক বছরের জন্য অনেক ভাল ভাল জিনিস তোমার জন্য সঞ্চয় করা হয়েছে। এখন আরাম করে খাও-দাও, স্ফূর্তি কর!' 20কিন্তু ঈশ্বর তাকে বললেন, 'ওরে মূর্খ! আজ রাত্রেই তোমার প্রাণ কেড়ে নেওয়া হবে; আর তুমি যা কিছু আয়োজন করেছ তা কে ভোগ করবে?"

21"যে লোক নিজের জন্য ধন সঞ্চয় করে কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধনবান নয়, তার এইরকম হয়।"

ঈশ্বরের রাজ্যের প্রথম স্থান

(মথি 6:25-34; 19-21)

22এরপর যীশু তাঁর অনুগামীদের বললেন, "তাই আমি তোমাদের বলছি, কি খাব বলে প্রাণের বিষয়ে বা কি পরব বলে শরীরের বিষয়ে চিন্তা কোর না। 23কারণ খাদ্যবস্তু থেকে প্রাণ অনেক মূল্যবান, এবং পোশাক-আশাকের থেকে দেহের গুরুত্ব অনেক বেশী। 24কাকদের বিষয় চিন্তা কর, তারা বীজও বোনে না বা ফসলও কাটে না। তাদের কোন গুদাম বা গোলাঘর নেই, তবু ঈশ্বরই তাদের আহার যোগান। এই সব পাখিদের থেকে তোমরা কত অধিক মূল্যবান! 25তোমাদের মধ্যে কে দুশ্চিন্তা করে নিজের আয়ু এক ঘণ্টা বাড়াতে পারে? 26এই সামান্য কাজটাই যদি করতে না পার তবে বাকী সব বিষয়ের জন্য এত চিন্তা কর কেন? 27ছোট্ট ছোট্ট লিলি ফুলের কথা চিন্তা কর দেখি, তারা কিভাবে বেড়ে ওঠে। তারা পরিশ্রমও করে না, সুতাও কাটে না। তবু আমি তোমাদের বলছি, এমন কি রাজা শলোমন তাঁর সমস্ত প্রতাপ ও গৌরবে মণ্ডিত হয়েও এদের একটার মতোও নিজেকে সাজাতে পারেন নি। 28মাঠে যে ঘাস আজ আছে আর কাল উনুনে ফেলে দেওয়া হবে, ঈশ্বর তা যদি এত সুন্দর করে সাজান, তবে হে অল্প বিশ্বাসীর দল তিনি তোমাদের আরো কত না বেশী সাজাবেন! 29আর কি খাবে বা কি পান করবে এ নিয়ে তোমরা চিন্তা কোর না, এর জন্য উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন দরকার নেই। 30এই পৃথিবীর আর সব জাতির লোকেরা যারা ঈশ্বরকে জানে না, তারাই এই সবের পিছনে ছোটে।

কিন্তু তোমাদের পিতা ঈশ্বর জানেন যে এসব জিনিস তোমাদের প্রয়োজন আছে। 31তার চেয়ে বরং তোমরা ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে সচেষ্ট হও তখন এসবই ঈশ্বর তোমাদের জোগাবেন।

অর্থকে বিশ্বাস কোর না

32"ক্ষুদ্র মেষপাল! তোমরা ভয় পেও না, কারণ তোমাদের পিতা আনন্দের সাথেই সেই রাজ্য তোমাদের দেবেন, এটাই তাঁর ইচ্ছা। 33তোমাদের সম্পদ বিক্রি করে অভাবীদের দাও। নিজেদের জন্য এমন টাকার থলি তৈরী কর যা পুরানো হয় না, স্বর্গে এমন ধনসঞ্চয় কর যা শেষ হয় না, সেখানে চোর ঢুকতে পারে না বা মথ কাটে না। 34কারণ যেখানে তোমাদের সম্পদ, সেখানেই তোমাদের মনও পড়ে থাকবে।

সর্বদাই প্রস্তুত থাক

(মথি 24:45-51)

35"তোমরা কোমর বেঁধে, বাতি জ্বালিয়ে নিয়ে প্রস্তুত থাক। 36তোমরা এমন লোকদের মতো হও যারা তাদের মনিব বিয়ে বাড়ি থেকে কখন ফিরে আসবে তারই অপেক্ষায় থাকে; যেন তিনি ফিরে এসে দরজায় কড়া নাড়লেই, তখনই তাঁর জন্য দরজা খুলে দিতে পারে। 37ধন্য সেই সব দাস, মনিব এসে যাদের জেগে প্রস্তুত থাকতে দেখবেন। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তিনি নিজে পোশাক বদলে প্রস্তুত হয়ে তাদের খেতে বসাবেন এবং নিজেই পরিবেশন করবেন। 38তিনি রাতের দ্বিতীয় প্রহরে বা তৃতীয় প্রহরে এসে যদি তাদেরকে প্রস্তুত থাকতে দেখেন তাহলে ধন্য তারা। 39কিন্তু একথা জেনে রেখো, চোর কোন্ সময় আসবে তা যদি বাড়ির কর্তা জানতে পারে তাহলে সে তার বাড়িতে সিঁদ কাটতে দেবে না। 40তাই তোমরাও প্রস্তুত থেকো, কারণ তোমরা যে সময় আশা করবে না, মানবপুত্র সেই সময় আসবেন।"

বিশ্বস্ত দাস কে?

41তখন পিতর বললেন, "প্রভু, এই দৃষ্টান্তটি কি আপনি শুধু আমাদের জন্য বললেন, না এটা সকলের জন্য?"

42তখন প্রভু বললেন, "সেই বিশ্বস্ত ও বিচক্ষণ কর্মচারী কে, যাকে তার মনিব তাঁর অন্য কর্মচারীদের সময়মতো খাবার ভাগ করে দেবার ভার দেবেন? 43ধন্য সেই দাস, যাকে তার মনিব এসে বিশ্বস্তভাবে কাজ করতে দেখবেন। 44আমি তোমাদের সত্যি বলছি, মনিব সেই কর্মচারীর ওপর তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দেখা-শোনার ভার দেবেন। 45কিন্তু সেই কর্মচারী যদি মনে মনে বলে, 'আমার মনিবের আসতে এখন অনেক দেরী আছে,' এই মনে করে সে যদি তার অন্য দাস-দাসীদের মারধর করে আর পানাহারে মত্ত হয়, 46তাহলে যে দিন ও যে সময়ের কথা সে একটু চিন্তাও করবে না, সেই দিন ও সেই সময়েই তার মনিব এসে হাজির হবেন। তার মনিব তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবেন; আর অবিশ্বাসীদের জন্য যে জায়গা ঠিক করা হয়েছে, তার স্থান সেখানেই হবে।

47"যে দাস তার মনিবের ইচ্ছা জেনেও প্রস্তুত থাকেনি, অথবা যে তার মনিবের ইচ্ছানুসারে কাজ করেনি, সেই দাস কঠোর শাস্তি পাবে। 48কিন্তু যে তার মনিব কি চায় তা জানে না, এই না জানার দরুণ এমন কাজ করে ফেলেছে যার জন্য তার শাস্তি হওয়া উচিত, সেই দাসের কম শাস্তি হবে। যাকে বেশী দেওয়া হয়েছে, তার কাছ থেকে বেশী পাবার আশা করা হবে। যার ওপর বেশী দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, লোকেরা তার কাছ থেকে অধিক চাইবে।"

যীশুর বিষয়ে লোকেরা একমত হবে না

(মথি 10:34-36)

49"আমি পৃথিবীতে আগুন নিক্ষেপ করতে এসেছি, "আহা, যদি তা আগেই জ্বলে উঠত! 50এক বাপ্তিস্মে আমায় বাপ্তাইজিত হতে হবে, আর যতক্ষণ না তা হচ্ছে, আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছি। 51তোমরা কি মনে কর এই পৃথিবীতে আমি শান্তি স্থাপন করতে এসেছি? না, আমি তোমাদের বলছি, বরং বিভেদ ঘটাতে এসেছি। 52কারণ এখন থেকে একই পরিবারে পাঁচজন থাকলে তারা পরস্পরের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে। তিনজন দু'জনের বিরুদ্ধে যাবে, আর দু'জন তিনজনের বিরুদ্ধে যাবে। 53বাবা ছেলের বিরুদ্ধে ও ছেলে বাবার বিরুদ্ধে যাবে। মা মেয়ের বিরুদ্ধে ও মেয়ে মায়ের বিরুদ্ধে যাবে। শাশুড়ী বৌমার বিরুদ্ধে ও বৌমা শাশুড়ীর বিরুদ্ধে যাবে।"

সময়কে বুঝতে হবে

(মথি 16:2-3)

54এরপর যীশু সমবেত জনতার দিকে ফিরে বললেন, "পশ্চিমদিকে মেঘ জমতে দেখে তোমরা বলে থাকো, 'বৃষ্টি আসলো বলে, আর তা-ই হয়।' 55যখন দক্ষিণা বাতাস বয়, তোমরা বলে থাক, 'গরম পড়বে;' আর তা-ই হয়। 56ভণ্ডের দল! তোমরা পৃথিবী ও আকাশের চেহারা দেখে তার অর্থ বুঝতে পার; কিন্তু এ কেমন যে তোমরা বর্তমান সময়ের অর্থ বুঝতে পার না?

সমস্যার সমাধান কর

(মথি 5:25-26)

57"যা কিছু ন্যায্য, নিজেরাই কেন তার বিচার কর না? 58তোমাদের প্রতিপক্ষের সঙ্গে তোমরা যখন বিচারকের কাছে যাও, তখন পথেই তা মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা কোর। নতুবা সে হয়তো তোমাকে বিচারকের কাছে টেনে নিয়ে যাবে, বিচারক তোমাকে সেপাইয়ের হাতে দেবে আর সেপাই তোমায় কারাগারে দেবে। 59আমি তোমাকে বলছি, শেষ পয়সাটি না দেওয়া পর্যন্ত তুমি কোন মতেই কারাগার থেকে ছাড়া পাবে না।"

মন-ফিরাও

13 সেই সময় কয়েকজন লোক যীশুকে সেই সব
গালীলীয়দের বিষয় বলল, "যাদের রক্ত
রাজ্যপাল পীলাত তাদের উৎসর্গ করা বলির রক্তের
সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন।" 2যীশু এর উত্তরে বললেন,
"তোমরা কি মনে কর এই গালীলীয়রা কষ্টভোগ
করেছিল বলে অন্যান্য সব গালীলীয়দের থেকে বেশী
পাপী ছিল? 3না, আমি তোমাদের বলছি, তোমরা যদি
পাপ থেকে মন না ফিরাও, তাহলে তোমরাও তাদের
মত মরবে। 4শীলোহ চুড়ো ভেঙ্গে পড়ে যে আঠারো
জনের মৃত্যু হয়েছিল, তাদের বিষয়ে তোমাদের কি
মনে হয়? তোমরা কি মনে কর জেরুশালেমের বাকী
সব লোকদের থেকে তারা বেশী দোষে দোষী ছিল?
5না, আমি তোমাদের বলছি, তোমরা যদি পাপ
থেকে মন না ফিরাও, তাহলে তোমরাও তাদের মতো
মরবে।"

অপ্রয়োজনীয় গাছ

6এরপর যীশু তাদের এই দৃষ্টান্তটি বললেন, "একজন
লোক তার বাগানে একটি ডুমুর গাছ পুঁতেছিল। পরে
সে এসে সেই গাছে ফল হয়েছে কি না খোঁজ করল,
কিন্তু কোন ফল দেখতে পেল না। 7তখন সে বাগানের
মালীকে বলল, 'দেখ, আজ তিন বছর ধরে এই ডুমুর
গাছে ফলের খোঁজে আমি আসছি, কিন্তু আমি এতে
কোন ফলই দেখতে পাচ্ছি না, তাই তুমি এই গাছটা
কেটে ফেল, এটা অযথা জমি নষ্ট করবে কেন?' 8মালী
তখন বলল, 'প্রভু, এ বছরটা দেখতে দিন। আমি এর
চারপাশে খুঁড়ে সার দিই। 9সামনের বছর যদি এতে
ফল আসে তো ভালোই! তা না হলে আপনি ওটাকে
কেটে ফেলবেন।'"

বিশ্রামবারে এক স্ত্রীলোকের আরোগ্যলাভ

10কোন এক বিশ্রামবারে যীশু এক সমাজ-গৃহে শিক্ষা
দিচ্ছিলেন। 11সেখানে একজন স্ত্রীলোক ছিল যাকে একটা
দুষ্ট-আত্মা আঠারো বছর ধরে পঙ্গু করে রেখেছিল। সে
কুঁজো হয়ে গিয়েছিল, কোনরকমেও সোজা হতে পারত
না। 12যীশু তাকে দেখে কাছে ডাকলেন, এবং
স্ত্রীলোকটিকে বললেন, "হে নারী, তোমার রোগ থেকে
তুমি মুক্ত হলে!" 13এরপর তিনি তার ওপর হাত
রাখলেন, সঙ্গে সঙ্গে সে সোজা হ'য়ে দাঁড়াল; আর
ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল।

14যীশু তাকে বিশ্রামবারে সুস্থ করলেন বলে সেই
সমাজ-গৃহের নেতা খুবই রেগে গিয়ে লোকদের উদ্দেশ্যে
বললেন, "সপ্তাহে ছদিন তো কাজ করার জন্য আছে,
তাই ঐ সব দিনে এসে সুস্থ হও, বিশ্রামবারে এসো
না।"

15প্রভু এর উত্তরে তাঁকে বললেন, "ভণ্ডের দল!
তোমরা কি বিশ্রামবারে গরু বা গাধা খোঁয়াড় থেকে
বের করে জল খাওয়াতে নিয়ে যাও না? 16এই
স্ত্রীলোকটি, যে অব্রাহামের বংশে জন্মেছে, যাকে
শয়তান আঠারো বছর ধরে বেঁধে রেখেছিল, বিশ্রামবার
বলে কি সে সেই বাঁধন থেকে মুক্ত হবে না?" 17তিনি
এই কথা বলাতে যারা তাঁর বিরুদ্ধে ছিল তারা সকলেই
খুব লজ্জা পেল; আর তিনি যে সমস্ত অপূর্ব কাজ
করেছেন তার জন্য সমবেত জনতা আনন্দ করতে
লাগল।

ঈশ্বরের রাজ্য

(মথি 13:31-33; মার্ক 4:30-32)

18এরপর যীশু বললেন, "ঈশ্বরের রাজ্য কেমন, আমি
কিসের সঙ্গে এর তুলনা করব? 19এ হল একটা ছোট্ট
সরষে বীজের মতো, যা একজন লোক নিয়ে তার
বাগানে পুঁতল, আর তা থেকে অঙ্কুর বেরিয়ে সেটা
বাড়তে লাগল, পরে সেটা একটা গাছে পরিণত হলে
তার ডালপালাতে আকাশের পাখিরা এসে বাসা বাঁধল।"

20তিনি আরও বললেন, "ঈশ্বরের রাজ্যকে আমি
কিসের সঙ্গে তুলনা করব? 21এ হল খামিরের মতো,
যা কোন একজন স্ত্রীলোক একতাল ময়দার সঙ্গে মেশাল,
পরে সেই খামিরে সমস্ত তালটা ফুটে উঠল।"

অপ্রশস্ত দরজা

(মথি 7:13-14, 21-23)

22যীশু বিভিন্ন নগর ও গ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে
যেতে শিক্ষা দিচ্ছিলেন, এইভাবে তিনি জেরুশালেমের
দিকে এগিয়ে চললেন। 23কোন একজন লোক তাঁকে
জিজ্ঞেস করল, "প্রভু, উদ্ধার কি কেবল অল্প কয়েকজন
লোকই পাবে?" তিনি তাদের বললেন, 24"সরু দরজা
দিয়ে ঢোকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কর, কারণ আমি
তোমাদের বলছি, অনেকেই ঢোকার চেষ্টা করবে; কিন্তু
ঢুকতে পারবে না। 25ঘরের কর্তা উঠে যখন দরজা বন্ধ
করবেন, তখন তোমরা বাইরে দাঁড়িয়ে দরজায় ঘা
দিতে দিতে বলবে, 'প্রভু আমাদের জন্য দরজা খুলে
দিন।' কিন্তু তিনি তোমাদের বলবেন, 'তোমরা কোথা
থেকে এসেছ আমি জানি না।'

26"তারপর তোমরা বলতে থাকবে, 'আমরা আপনার
সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করেছি; আর আপনি তো আমাদের
পথে পথে উপদেশ দিয়েছেন।' 27তখন তিনি তোমাদের
বলবেন, 'তোমরা কোথা থেকে এসেছ, আমি জানি
না। তোমরা সব দুষ্টের দল, আমার কাছ থেকে দূর
হও।'

28তোমরা যখন দেখবে যে অব্রাহাম, ইস্হাক, যাকোব
ও সব ভাববাদীরা ঈশ্বরের রাজ্যে আছেন; কিন্তু
তোমাদের বাইরে ফেলে দেওয়া হয়েছে, তখন
কান্নাকাটি করবে ও দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে; 29আর
লোকেরা উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম থেকে এসে
ঈশ্বরের রাজ্যে নিজের নিজের আসন গ্রহণ করবে।
30মনে রেখো, যারা আজ শেষে রয়েছে, তারা প্রথমে
স্থান নেবে; আর যারা আজ প্রথমে রয়েছে, তারা
শেষের হবে।"

জেরুশালেমে যীশুর মৃত্যুর ভবিষ্যবাণী

(মথি 23:37-39)

31সেই সময় কয়েকজন ফরীশী যীশুর কাছে এসে
বললেন, "তুমি এখান থেকে অন্য কোথাও যাও! কারণ
হেরোদ তোমায় হত্যা করতে চাইছে!" 32যীশু তাদের
বললেন, "তোমরা গিয়ে সেই শিয়ালটাকে* বল, 'আমি
আজ ও কাল ভূত ছাড়াবো ও রোগীদের সুস্থ করব,
আর তৃতীয় দিনে আমি আমার কাজ শেষ করব।'
33আমি আমার পথে চলতেই থাকব, কারণ
জেরুশালেমের বাইরে কোন ভাববাদী প্রাণ হারাবে
তেমনটি হতে পারে না।

34"জেরুশালেম, হায় জেরুশালেম! তুমি
ভাববাদীদের হত্যা করেছ; আর ঈশ্বর তোমার কাছে
যাদের পাঠিয়েছেন তুমি তাদের পাথর মেরেছ! মুরগী
যেমন তার বাচ্চাদের নিজের ডানার নীচে জড়ো করে,
তেমনি আমি কতবার তোমার লোকদের আমার কাছে
জড়ো করতে চেয়েছি; কিন্তু তুমি রাজী হওনি। 35এইজন্য
দেখ তোমাদের গৃহ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকবে।
আমি তোমাদের বলছি, যতদিন না তোমরা বলবে,
'ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে আসছেন, ততদিন তোমরা
আমায় আর দেখতে পাবে না।'"*

বিশ্রামবারে আরোগ্যদান করা কি উচিত?

14 এক বিশ্রামবারে যীশু ফরীশীদের একজন
নেতৃস্থানীয় লোকের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে
গেলেন। সেখানে সমবেত লোকেরা যীশুর প্রতি লক্ষ্য
রাখছিল। 2যীশুর সামনে একটি লোক ছিল যে উদরী
রোগে ভুগছিল। 3যীশু তখন ব্যবস্থার শিক্ষক ও
ফরীশীদের লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেন, "বিশ্রামবারে
কাউকে সুস্থ করা কি বিধিসম্মত?" 4কিন্তু তারা সকলে
চুপ করে রইল। তখন যীশু সেই অসুস্থ লোকটিকে ধরে
তাকে সুস্থ করলেন, পরে বিদায় দিলেন। 5এরপর তিনি
তাদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, "তোমাদের মধ্যে
কারোর সন্তান বা গরু যদি বিশ্রামবারে কুয়ায় পড়ে
যায়, তাহলে তোমরা কি সঙ্গে সঙ্গে তাকে সেখান
থেকে টেনে তুলবে না?" 6তারা কেউ এই কথার জবাব
দিতে পারল না।

নিজেকে বড় করে তুলো না

7যীশু দেখলেন নিমন্ত্রিত অতিথিরা কিভাবে
নিজেরাই ভোজের শ্রেষ্ঠ আসন দখল করার চেষ্টা করছে;
তাই তিনি তাদের কাছে এই দৃষ্টান্তটি দিয়ে বললেন,
8"বিয়ের ভোজে যখন কেউ তোমাদের নিমন্ত্রণ করে
তখন সেখানে গিয়ে সম্মানের আসনটা দখল করে বসবে
না, কারণ তোমার চেয়ে হয়তো আরো সম্মানিত কাউকে
সেখানে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। 9তা করলে যিনি তোমাদের
উভয়কেই নিমন্ত্রণ করেছেন, তিনি এসে তোমায় বলবেন,
'এঁকে তোমার জায়গাটা ছেড়ে দাও!' তখন তুমি
লজ্জায় পড়বে, কারণ তোমাকে সবচেয়ে নীচু জায়গায়
বসতে হবে। 10কিন্তু তুমি যখন নিমন্ত্রিত হয়ে যাও,
সেখানে গিয়ে সবচেয়ে নীচু জায়গায় বসবে। যিনি তোমায়
নিমন্ত্রণ করেছেন তিনি এসে এরকম দেখে তোমায়
বলবেন, 'বন্ধু এস, এই ভাল আসনে বস।' তখন নিমন্ত্রিত
অন্য সব অতিথিদের সামনে তোমার সম্মান হবে।
11যে কেউ নিজেকে সম্মান দিতে চায় তাকে নত করা
হবে, আর যে নিজেকে নত করে তাকে সম্মানিত করা
হবে।"

কি করলে তুমি পুরস্কৃত হবে

12তখন যে তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছিল, তাকে যীশু
বললেন, "তুমি যখন ভোজের আয়োজন করবে তখন
তোমার বন্ধু, ভাই আত্মীয়-স্বজন বা ধনী প্রতিবেশীদের
নিমন্ত্রণ কোর না, কারণ তারা তোমাকে পাল্টা নিমন্ত্রণ
করে প্রতিদান দেবে। 13কিন্তু তুমি যখন ভোজের
আয়োজন করবে তখন দরিদ্র, খোঁড়া, বিকলাঙ্গ ও
অন্ধদের নিমন্ত্রণ কোর। 14তাতে যাদের প্রতিদান দেবার
ক্ষমতা নেই, সেই রকম লোকদের নিমন্ত্রণ করার জন্য
ধার্মিকদের পুনরুত্থানের সময় ঈশ্বর তোমায় পুরস্কার
দেবেন।"

এক বিরাট ভোজের কাহিনী

(মথি 22:1-10)

15যারা খেতে বসেছিল তাদের মধ্যে একজন এই
কথা শুনে যীশুকে বলল, "ঈশ্বরের রাজ্যে যারা খেতে
বসবে তারা সকলে ধন্য।"

16তখন যীশু তাকে বললেন, "একজন লোক এক
বিরাট ভোজের আয়োজন করেছিল আর সে অনেক
লোককে নিমন্ত্রণ করেছিল। 17ভোজ খাওয়ার সময়
হলে সে তার দাসকে দিয়ে নিমন্ত্রিত লোকদের বলে
পাঠাল, 'তোমরা এস! কারণ এখন সবকিছু প্রস্তুত
হয়েছে!' 18তারা সকলেই নানা অজুহাত দেখাতে শুরু
করল। প্রথমজন তাকে বলল, 'আমায় মাপ কর, কারণ
আমি একটা ক্ষেত কিনেছি, তা এখন আমায় দেখতে
যেতে হবে।'

19আর একজন বলল, 'আমি পাঁচ জোড়া বলদ
কিনেছি, এখন সেগুলি একটু পরখ করে নিতে চাই,
তাই আমি যেতে পারব না আমায় মাপ কর।' 20এরপর
আর একজন বলল, 'আমি সবে মাত্র বিয়ে করেছি,
সেই কারণে আমি আসতে পারব না।' 21সেই দাস
ফিরে গিয়ে তার মনিবকে একথা জানালে, তার মনিব
রেগে গিয়ে তার দাসকে বলল, "যাও, শহরের পথে
পথে, অলিতে গলিতে গিয়ে গরীব, খোঁড়া, পঙ্গু ও
অন্ধদের ডেকে নিয়ে এস।' 22এরপর সেই দাস মনিবকে
বলল, 'প্রভু, আপনি যা যা বলেছেন তা করেছি, তা
সত্ত্বেও এখনও অনেক জায়গা আছে।' 23তখন মনিব
সেই দাসকে বলল, 'এবার তুমি গ্রামের পথে পথে,
বেড়ার ধারে ধারে যাও, যাকে পাও তাকেই এখানে

শিয়াল শিয়াল একটি ধূর্ত প্রাণী। এখানে যীশু হেরোদকে শিয়ালের সঙ্গে তুলনা করে তাকে শিয়ালের মতো ধূর্ত বলতে চাইছেন।

'ধন্য ... না' গীত 118:26

আসবার জন্য জোর কর, যেন আমার বাড়ি ভরে যায়। 24আমি তোমাদের বলছি, যাদের প্রথমে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল, তাদের কেউই আমার এই ভোজের স্বাদ পাবে না!"'

প্রথমে পরিকল্পনা কর

(মথি 10:37-38)

25যীশুর সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট জনতা চলেছিল, তাদের দিকে ফিরে যীশু বললেন, 26"যদি কেউ আমার কাছে আসে অথচ তার বাবা, মা, স্ত্রী, সন্তান, ভাই-বোন, এমন কি নিজের প্রাণকেও আমার চেয়ে বেশী ভালবাসে, সে আমার শিষ্য হতে পারবে না। 27যে কেউ নিজের ক্রুশ কাঁধে তুলে নিয়ে আমায় অনুসরণ না করে, সে আমার শিষ্য হতে পারে না। 28তোমাদের মধ্যে কেউ যদি উঁচু একটি ঘর তুলতে চায়, তবে সে কি প্রথমে তা নির্মাণ করতে কত খরচ পড়বে তার হিসাব করে দেখবে না, যে তা শেষ করার মতো যথেষ্ট অর্থ তার আছে কি না।

29তা না হলে সে ভিত গাঁথবার পর যদি তা শেষ করতে না পারে, তবে যারা সেটা দেখবে তারা সবাই তাকে নিয়ে ঠাট্টা করবে, আর বলবে, 30'এই লোকটা গাঁথতে শুরু করেছিল ঠিকই কিন্তু শেষ করতে পারল না।'

31"যদি একজন রাজা আর একজন রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যায়, তবে সে কি প্রথমে বসে চিন্তা করবে না যে তার মাত্র দশ হাজার সৈন্য বিপক্ষের বিশ হাজার সৈন্যের মোকাবিলা করতে পারবে কিনা? 32যদি তা না পারে, তবে তার শত্রুপক্ষ দূরে থাকতেই সে তার প্রতিনিধি পাঠিয়ে সন্ধির প্রস্তাব দেবে। 33ঠিক সেইরকমভাবে তোমাদের মধ্যে যে কেউ তার সর্বস্ব ত্যাগ না করে, সে আমার শিষ্য হতে পারে না!"

তোমার প্রভাব যেন নষ্ট না হয়

(মথি 5:13; মার্ক 9:50)

34"লবণ ভাল, তবে লবণের নোনতা স্বাদ যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তা কি আবার নোনতা করা যায়? 35তখন তা না জমির জন্য, না সারের গাদার জন্য উপযুক্ত থাকে, লোকে তা বাইরেই ফেলে দেয়।

"যার শোনার মতো কান আছে সে শুনুক!"

স্বর্গে আনন্দ

(মথি 18:12-14)

15 অনেক কর-আদায়কারী ও পাপী লোকেরা প্রায়ই যীশুর কথা শোনার জন্য আসত। 2এতে ফরীশী ও ব্যবস্থার শিক্ষকরা এই বলে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগল, "এই লোকটা জঘন্য পাপী লোকদের সঙ্গে মেলামেশা ও খাওয়া-দাওয়া করে।"

3তখন যীশু তাদের কাছে এই দৃষ্টান্তটি দিলেন, 4"যদি তোমাদের মধ্যে কারোর একশোটি ভেড়া থাকে, তার মধ্যে থেকে একটা হারিয়ে যায়, তবে সে কি মাঠের মধ্যে বাকি নিরানব্বইটা রেখে যেটা হারিয়ে গেছে তাকে না পাওয়া পর্যন্ত তার খোঁজ করবে না? 5আর যখন সে ঐ ভেড়াটাকে খুঁজে পায়, তখন তাকে আনন্দের সঙ্গে কাঁধে তুলে নেয়। 6তারপর বাড়ি এসে তার বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের ডেকে বলে, 'এস, আমার সঙ্গে তোমরাও আনন্দ কর, কারণ আমার যে ভেড়াটা হারিয়ে গিয়েছিল তাকে আমি খুঁজে পেয়েছি!' 7আমি তোমাদের বলছি, ঠিক সেইভাবে নিরানব্বইজন ধার্মিক, যাদের মন পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই তাদের থেকে একজন পাপী যদি ঈশ্বরের কাছে মন-ফিরায়, তাকে নিয়ে স্বর্গে মহানন্দ হয়। 8ধর, কোন একজন স্ত্রীলোকের দশটা রূপোর সিকির একটা হার ছিল। তার মধ্য থেকে সে যদি একটা হারিয়ে ফেলে, তাহলে সে কি প্রদীপ জ্বেলে সেই সিকিটি না পাওয়া পর্যন্ত ঘরের প্রতিটি জায়গা ভাল করে ঝাঁট দিয়ে খুঁজে দেখবে না? 9আর সে তা খুঁজে পেলে তার বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের ডেকে বলবে, 'এস, আমার সঙ্গে আনন্দ কর, কারণ আমার যে সিকিটি হারিয়ে গিয়েছিল তা আমি খুঁজে পেয়েছি।' 10আমি তোমাদের বলছি, ঠিক এইভাবে একজন পাপী যখন মন-ফিরায়, তখন ঈশ্বরের স্বর্গদূতদের সামনে আনন্দ হয়।"

গৃহত্যাগী ছেলে

11এরপর যীশু বললেন, "একজন লোকের দু'টি ছেলে ছিল। 12ছোট ছেলেটি তার বাবাকে বলল, 'বাবা, সম্পত্তির যে অংশ আমার ভাগে পড়বে তা আমায় দিয়ে দাও।' তখন তার বাবা দুই ছেলের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে দিলেন। 13কিছু দিন পর ছোট ছেলে তার সমস্ত কিছু নিয়ে দূর দেশে চলে গেল। সেখানে সে উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন করে সমস্ত টাকা-পয়সা উড়িয়ে দিল। 14তার টাকা পয়সা সব খরচ হয়ে গেলে সেই দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল আর সেও অভাবে পড়ল।

15তাই সে সেই দেশের এক ব্যক্তির কাছে দিন মজুরীর একটা কাজ চাইল। সেই ব্যক্তি তাকে তার শুয়োর চরাবার জন্য মাঠে পাঠিয়ে দিল। 16শুয়োর যে শুঁটি খায় তা খেয়ে সে তার পেট ভরাতে চাইত, কিন্তু কেউ তাকে তা-ও দিত না। 17শেষ পর্যন্ত একদিন তার চেতনা হল, আর সে বলল, 'আমার বাবার কাছে কত মজুর পেট ভরে খেতে পায় আর এখানে আমি খিদের জ্বালায় মরছি! 18আমি উঠে আমার বাবার কাছে যাব, তাকে বলব, বাবা, আমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ও তোমার বিরুদ্ধে অন্যায় পাপ করেছি। 19তোমার ছেলে বলে পরিচয় দেবার কোন যোগ্যতা আর আমার নেই। তোমার চাকরদের একজনের মতো করে তুমি আমায় রাখ।' 20এরপর সে উঠে তার বাবার কাছে গেল।

ছেলের প্রত্যাবর্তন

"সে যখন বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে আছে, এমন সময় তার বাবা তাকে দেখতে পেলেন, বাবার

অন্তর দুঃখে ভরে গেল। বাবা দৌড়ে গিয়ে ছেলের গলা জড়িয়ে ধরে তাকে চুমু খেলেন। 21ছেলে তখন তার বাবাকে বলল, 'বাবা, আমি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ও তোমার কাছে অন্যায় পাপ করেছি। তোমার ছেলে বলে পরিচয় দেবার যোগ্যতা আর আমার নেই।' 22কিন্তু তার বাবা চাকরদের ডেকে বললেন, 'তাড়াতাড়ি কর! সব থেকে ভাল জামাটা নিয়ে এসে একে পরিয়ে দাও। এর হাতে আংটি ও পায়ে জুতো পরিয়ে দাও। 23হৃষ্টপুষ্ট একটা বাছুর নিয়ে এসে সেটা কাট, আর এস, আমরা সবাই মিলে খাওয়া-দাওয়া করি, আনন্দ করি! 24কারণ আমার এই ছেলেটা মারা গিয়েছিল আর এখন সে জীবন ফিরে পেয়েছে! সে হারিয়ে গিয়েছিল, এখন তাকে খুঁজে পাওয়া গেছে।' এই বলে তারা সকলে আনন্দ করতে লাগল।

বড় ছেলের প্রতিক্রিয়া

25"সেই সময় তাঁর বড় ছেলে মাঠে ছিল। বাড়ির কাছাকাছি এসে সে বাজনা আর নাচের শব্দ শুনতে পেল। 26তখন সে একজন চাকরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার, এসব কি হচ্ছে!' 27চাকরটি তাকে বলল, 'আপনার ভাই এসেছে, আর সে সুস্থ শরীরে নিরাপদে ফিরে এসেছে বলে আপনার বাবা হৃষ্টপুষ্ট বাছুর কেটে ভোজের আয়োজন করেছেন।' 28এই শুনে বড় ছেলে খুব রেগে গেল, সে বাড়ির ভেতরে যেতে চাইল না। তখন তার বাবা বেরিয়ে এসে তাকে সান্ত্বনা দিলেন। 29কিন্তু সে তার বাবাকে বলল, 'দেখ, এত বছর ধরে আমি তোমাদের সেবা করেছি, কখনো তোমার কথার অবাধ্য হইনি। তবু আমার বন্ধুদের সঙ্গে একটু আমোদ করার জন্য তুমি আমায় কখনো একটা ছাগলও দাওনি। 30কিন্তু তোমার এই ছেলে যে বেশ্যাদের পেছনে তোমার টাকা উড়িয়ে দিয়েছে, সে যখন এল তখন তুমি তার জন্য হৃষ্টপুষ্ট বাছুর কাটলে।' 31তার বাবা তাকে বললেন, 'বাছা, তুমি তো সব সময় আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ; আর আমার যা কিছু আছে সবই তো তোমার। 32কিন্তু আমাদের আনন্দিত হয়ে উৎসব করা উচিত, কারণ তোমার এই ভাই মরে গিয়েছিল আর এখন সে জীবন ফিরে পেয়েছে। সে হারিয়ে গিয়েছিল, এখন তাকে খুঁজে পাওয়া গেছে।"'

প্রকৃত সম্পদ

16 এরপর যীশু তাঁর অনুগামীদের বললেন, "কোন একজন ধনী ব্যক্তির একজন দেওয়ান ছিল; আর এই দেওয়ান তার মনিবের সম্পদ নষ্ট করছে বলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল। 2তখন সেই ধনী ব্যক্তি ঐ দেওয়ানকে ডেকে বললেন, 'তোমার বিষয়ে আমি এ কি শুনছি? তোমার কাজের হিসাব আমায় দাও, কারণ তুমি আর আমার দেওয়ান থাকতে পারবে না।' 3তখন সেই দেওয়ান মনে মনে বলল, 'এখন আমি কি করব? আমার মনিব তো আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করলেন। আমি যে মজুরের কাজ করে খাব তার ক্ষমতাও আমার নেই, আর ভিক্ষা করতেও আমার লজ্জা লাগে। 4আমার দেওয়ানী পদ গেলেও লোকে যাতে তাদের বাড়িতে আমায় থাকতে দেয় সে জন্য আমায় কি করতে হবে তা আমি জানি।' 5তখন তার মনিবের কাছে যারা ধারে জিনিস নিয়েছিল তাদের প্রত্যেককে সে ডেকে তাদের প্রথম জনকে বলল, 'আমার মনিবের কাছে তুমি কত ধার?' 6সে বলল, 'একশো মণ অলিভ তেল।' তখন সেই দেওয়ান তাকে বলল, 'এই নাও তোমার হিসাবের কাগজটা, তাড়াতাড়ি করে লেখ, পঞ্চাশ মণ।'

7এরপর আর একজন লোককে সে বলল, 'আর তুমি, তুমি কত ধার?' সে বলল, 'একশো মণ গম।' সেই দেওয়ান তাকে বলল, 'তোমার রসিদটা দেখি, এটাতে আশি মণ লেখ।' 8সেই মনিব তাঁর অসৎ দেওয়ানের প্রশংসা করলেন, কারণ সে বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছিল। এ জগতের লোকরা নিজেদের মত লোকদের সঙ্গে আচার আচরণে জ্যোতির সন্তানদের থেকে বেশী বিচক্ষণ।

9"আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের জাগতিক সম্পদ দিয়ে নিজেদের জন্য বন্ধু লাভ কর, যেন যখন তা শেষ হয়ে যাবে, তখন তারা তোমাদের অনন্ত আবাসে স্বাগত জানায়। 10যে সামান্য বিষয়ে বিশ্বস্ত হতে পারে, বড় ব্যাপারেও তাকে বিশ্বাস করা চলে। যে ছোটখাটো বিষয়ে অবিশ্বস্ত, সে বড় বড় বিষয়েও অবিশ্বস্ত হবে।

11তাই জাগতিক সম্পদ সম্বন্ধে তুমি যদি বিশ্বস্ত না হও, তবে প্রকৃত সত্য সম্পদের বিষয়ে কে তোমাকে বিশ্বাস করবে। 12অপরের জিনিসের ব্যাপারে তোমাদের যদি বিশ্বাস করা না যায়, তবে তোমাদের যা নিজস্ব সম্পদ তাই বা কে তোমাদের দেবে?

13"কোন দাস দু'জন কর্তার দাসত্ব করতে পারে না, হয় সে একজনকে ঘৃণা করবে ও অন্যজনকে ভালবাসবে, অথবা একজনের অনুগত হয়ে অন্য জনকে তুচ্ছ করবে। তোমরা ঈশ্বর ও ধন-সম্পদ উভয়েরই দাসত্ব করতে পার না।"

ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থা অপরিবর্তনীয়

(মথি 11:12-13)

14অর্থলোভী ফরীশীরা যীশুর এই সব কথা শুনে যীশুকে ব্যঙ্গ করতে লাগল। 15তখন যীশু তাদের বললেন, "তোমরা সেই রকম লোক, যারা লোকচক্ষে নিজেদের খুব ধার্মিক বলে জাহির করে থাকে; কিন্তু তোমাদের অন্তরে কি আছে ঈশ্বর তা জানেন। মানুষের চোখে যা মহান, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তা ঘৃণ্য।

16"যোহন বাপ্তাইজকের সময় পর্যন্ত বিধি-ব্যবস্থা ও ভাববাদীদের শিক্ষার প্রচলন ছিল। তারপর থেকে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় সুসমাচার প্রচার করা শুরু হয়েছে; আর সেই রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য সবাই প্রবলভাবে চেষ্টা করছে। 17তবে বিধি-ব্যবস্থার এক বিন্দু বাদ পড়ার চেয়ে বরং আকাশ ও পৃথিবীর লোপ পাওয়া সহজ।

বিবাহবিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ

18"যে কেউ নিজের স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করে
অন্য কোন স্ত্রীলোককে বিয়ে করে, সে ব্যভিচার করে;
আর যে সেই পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিয়ে করে, সেও ব্যভিচার
করে।"

ধনী ব্যক্তি ও লাসারের কাহিনী

19"এক সময় একজন ধনী ব্যক্তি ছিল, সে বেগুনী
রঙের কাপড় ও বহুমূল্য জমকালো পোশাক পরত;
আর প্রতিদিন বিলাসে দিন কাটাতো। 20তারই দরজার
সামনে লাসার নামে একজন ভিখারী পড়ে থাকত, যার
সারা শরীর ঘায়ে ভরে গিয়েছিল। 21সেই ধনী ব্যক্তির
টেবিল থেকে টুকরো-টাকরা যে খাবার পড়ত তাই খেয়ে
সে পেট ভরাবার আশায় থাকত, এমনকি কুকুরেরা
এসে তার ঘা চেটে দিত। 22একদিন সেই গরীব ভিখারী
মারা গেল; আর স্বর্গদূতেরা এসে তাকে নিয়ে গেল
এবং সে অব্রাহামের কোলে স্থান পেল। সেই ধনী ব্যক্তিও
একদিন মারা গেল, আর তাকে সমাধি দেওয়া হল।
23সেই ধনী ব্যক্তি পাতালে নরকে খুব যন্ত্রণার মধ্যে
কাটাতে থাকল। এই অবস্থায় সে মুখ তুলে তাকাতে
বহুদূরে অব্রাহামকে দেখতে পেল; আর অব্রাহামের
কোলে সেই লাসারকে দেখতে পেল। 24সেই ধনী ব্যক্তি
তখন চিৎকার করে বলে উঠল, 'হে পিতা অব্রাহাম,
আমার প্রতি দয়া করুন, লাসারকে এখানে পাঠিয়ে
দিন, যেন সে এখানে এসে ওর আঙ্গুলের ডগা জলে
ডুবিয়ে আমার জিভ জুড়িয়ে দেয়, কারণ আমি এই
আগুনের মধ্যে বড়ই কষ্ট পাচ্ছি!' 25কিন্তু অব্রাহাম
বললেন, 'হে আমার বৎস, মনে করে দেখ, জীবনে
সুখের সব কিছুই তুমি ভোগ করেছ আর সেই সময়
লাসার অনেক কষ্ট পেয়েছে। কিন্তু এখন এখানে সে
সুখ পাচ্ছে আর তুমি কষ্ট পাচ্ছ। 26এছাড়া তোমাদের
ও আমাদের মাঝে এক মহাশূন্য স্থান আছে, যাতে
ইচ্ছা থাকলেও কেউ এখান থেকে পার হয়ে তোমাদের
কাছে যেতে না পারে, আর ওখান থেকে পার হয়ে
কেউ আমাদের কাছে আসতে না পারে।' 27সেই ধনী
ব্যক্তি তখন বলল, 'তাহলে পিতা, দয়া করে লাসারকে
আমার বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দিন! 28যেন আমার যে
পাঁচ ভাই সেখানে আছে, তাদের সে সাবধান করে দেয়,
যাতে তারা এই যন্ত্রণার জায়গায় না আসে।' 29কিন্তু
অব্রাহাম বললেন, 'মোশি ও অন্যান্য ভাববাদীরা তো
তাদের জন্য আছেন, তাঁদের কথাই তারা শুনুক।' 30তখন
ধনী লোকটি বলল, 'না, না, পিতা অব্রাহাম মৃতদের
মধ্য থেকে কেউ যদি তাদের কাছে যায়, তবে তারা
অনুতাপ করবে।' 31অব্রাহাম তাকে বললেন, 'তারা যদি
মোশি ও ভাববাদীদের কথা না শোনে, তবে মৃতদের
মধ্য থেকে উঠে গিয়েও যদি কেউ তাদের সঙ্গে কথা
বলে তবু তারা তা শুনবে না।"'

17 যীশু তাঁর অনুগামীদের বললেন, "পাপের
প্রলোভন সব সময়ই থাকবে, কিন্তু ধিক্ সেই
লোক যার মাধ্যমে তা আসে। 2এই ক্ষুদ্রতমদের মধ্যে
একজনকেও কেউ যদি পাপের পথে নিয়ে যায়, তবে
তার গলায় এক পাট জাঁতা বেঁধে তাকে সমুদ্রের অতল
জলে ডুবিয়ে দেওয়া তার পক্ষে ভাল। 3তোমরা
নিজেদের বিষয়ে সাবধান!

"তোমার ভাই যদি পাপ করে, তাকে তিরস্কার কর।
সে যদি অনুতপ্ত হয় তবে তাকে ক্ষমা কর। 4সে যদি
এক দিনে সাতবার তোমার বিরুদ্ধে পাপ করে, আর
সাতবারই তোমার কাছে ফিরে এসে বলে, 'আমি
অনুতপ্ত', তবে তাকে ক্ষমা কর।"

বিশ্বাসের শক্তি

5এরপর প্রেরিতেরা প্রভুকে বললেন, "আমাদের
বিশ্বাসের বৃদ্ধি করুন!"

6প্রভু বললেন, "একটা সরষে দানার মতো এতটুকু
বিশ্বাস যদি তোমাদের থাকে, তাহলে এই তুঁত গাছটাকে
তোমরা বলতে পার, 'শেকড়শুদ্ধ উপড়ে নিয়ে সমুদ্রে
নিজেকে পোঁত!' আর দেখবে সে তোমাদের কথা
শুনবে।

উত্তম দাস হও

7"ধর, তোমাদের মধ্যে কারো একজনের দাস হাল
চষছে বা ভেড়া চরাচ্ছে। সে যখন মাঠ থেকে আসে
তখন তুমি কি তাকে বলবে, 'তাড়াতাড়ি করে এস,
খেতে বস?' 8বরং তাকে কি বলবে না, 'আমি কি খাব
তার জোগাড় কর, আর আমি যতক্ষণ খাওয়া-দাওয়া
করি, তুমি কোমরে গামছা জড়িয়ে আমার সেবা-যত্ন
কর, এরপর তুমি খাওয়া-দাওয়া করবে।' 9ঐ দাস
তোমার হুকুম অনুসারে কাজ করল বলে কি তুমি
তাকে ধন্যবাদ দেবে? 10তোমাদের ক্ষেত্রে সেই একই
কথা প্রযোজ্য। তোমাদের যে কাজ করতে বলা হয়েছে
তা করা শেষ হলে তোমরা বলবে, 'আমরা অযোগ্য
দাস, আমরা আমাদের কর্তব্য করেছি।"'

ধন্যবাদ দাও

11যীশু জেরুশালেমের দিকে যাচ্ছিলেন, যাবার পথে
তিনি গালীল ও শমরীয়ার মাঝখান দিয়ে গেলেন। 12তাঁরা
যখন একটি গ্রামে ঢুকছেন এমন সময় দশ জন কুষ্ঠরোগী
তাঁর সামনে পড়ল, তারা একটু দূরে দাঁড়াল, 13ও চিৎকার
করে বলল, "প্রভু যীশু! আমাদের দয়া করুন!"

14তাদের দেখে যীশু বললেন, "যাজকদের কাছে
গিয়ে নিজেদের দেখাও।"

পথে যেতে যেতে তারা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল;
15কিন্তু তাদের মধ্যে একজন যখন দেখল যে সে সম্পূর্ণ
সুস্থ হয়ে গেছে তখন যীশুর কাছে ফিরে এসে খুব
জোর গলায় ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল। 16সে যীশুর
সামনে উপুড় হয়ে পড়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানাল। এই
লোকটি ছিল অইহুদী শমরীয়। 17এই দেখে যীশু তাকে
বললেন, "তোমাদের মধ্যে দশ জনই কি আরোগ্য লাভ
করেনি? তবে বাকী ন'জন কোথায়? 18ঈশ্বরের প্রশংসা
করার জন্য এই ভিন্ন জাতের লোকটি ছাড়া আর কেউ

কি ফিরে আসেনি?” 19এরপর যীশু সেই লোকটিকে বললেন, “ওঠ, যাও, তোমার বিশ্বাসই তোমাকে সুস্থ করে তুলেছে।”

ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের অন্তরে

(মথি 24:23-28 , 37-41)

20একসময় ফরীশীরা যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন, “ঈশ্বরের রাজ্য কখন আসবে?”

যীশু তাদের বললেন, “ঈশ্বরের রাজ্য এমনভাবে আসে, যা চোখে দেখা যায় না। 21লোকেরা বলবে না যে, ‘এই যে এখানে ঈশ্বরের রাজ্য’ বা ‘ওই যে ওখানে ঈশ্বরের রাজ্য।’ কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তো তোমাদের মাঝেই আছে।”

22কিন্তু অনুগামীদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, “সময় আসবে, যখন মানবপুত্রের রাজত্বের সময়ের একটা দিন তোমরা দেখতে চাইবে, কিন্তু তোমরা তা দেখতে পাবে না। 23লোকেরা তোমাদের বলবে, ‘দেখ তা ওখানে! বা দেখ তা এখানে!’ তাদের কথা শুনে যেও না, বা তাদের পেছনে দৌড়িও না।

যীশু পুনরায় আসবেন

24“কারণ বিদ্যুৎ চমকালে আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যেমন আলো হয়ে যায়, মানবপুত্রের দিনে তিনি সেইরকমই হবেন। 25কিন্তু প্রথমে তাঁকে অনেক দুঃখভোগ করতে হবে, তাছাড়া এই যুগের লোকেরা তাঁকে অগ্রাহ্য করবে। 26নোহের সময়ে যেমন হয়েছিল, মানবপুত্রের সময়েও তেমনি হবে। 27যে পর্যন্ত না নোহ জাহাজে উঠলেন আর বন্যা এসে লোকদের ধ্বংস করল, সেই সময় পর্যন্ত লোকেরা খাওয়া দাওয়া করছিল, বিয়ে করছিল ও বিয়ে দিচ্ছিল। 28লোটের সময়েও সেই একই রকম হয়েছিল। তারা খাওয়া-দাওয়া করছিল, কেনা-বেচা, চাষ-বাস, গৃহ-নির্মাণ সবই করত। 29কিন্তু লোট যে দিন সদোম থেকে বেরিয়ে এলেন, তারপরেই আকাশ থেকে আগুন ও গন্ধক বর্ষিত হয়ে সেখানকার সব লোককে ধ্বংস করে দিল। 30যে দিন মানবপুত্র প্রকাশিত হবেন, সেদিন এই রকমই হবে।

31“সেই দিন কেউ যদি ছাদের ওপর থাকে, আর তার জিনিস-পত্র যদি ঘরের মধ্যে থাকে, তবে সে তা নেবার জন্য যেন নীচে না নামে। তেমনি যদি কেউ ক্ষেতের কাজে থাকে, তবে সে কোন কিছু নিতে ফিরে না আসুক। 32লোটের স্ত্রীর* কথা যেন মনে থাকে। 33যে তার জীবন নিরাপদ রাখতে চায়, সে তা খোয়াবে; আর যে তার জীবন হারায়, সেই তা বাঁচিয়ে রাখবে। 34আমি তোমাদের বলছি, সেই রাত্রে একই বিছানায় দু’জন শুয়ে থাকবে, তাদের মধ্যে একজনকে তুলে নেওয়া হবে অন্যজন পড়ে থাকবে। 35দু’জন স্ত্রীলোক একসঙ্গে যাঁতাতে শস্য পিষবে, একজনকে তুলে নেওয়া হবে আর অন্য জন পড়ে থাকবে।” 36 *

37তখন অনুগামীরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “প্রভু, কোথায় এসব হবে?”

যীশু তাদের বললেন, “যেখানে শব, সেখানেই শকুন এসে জড়ো হবে।”

ঈশ্বর তাঁর লোকদের উত্তর দেবেন

18 নিরাশ না হয়ে তাদের যে সব সময় প্রার্থনা করা উচিত, তা বোঝাতে গিয়ে যীশু তাদের এই দৃষ্টান্তটি দিলেন: 2তিনি বললেন, “কোন এক শহরে একজন বিচারক ছিলেন। তিনি ঈশ্বরকে ভয় করতেন না, আবার মানুষকেও গ্রাহ্য করতেন না। 3সেই শহরে একজন বিধবা ছিল। সে বার বার সেই বিচারকের কাছে এসে বলত, ‘আপনাকে দেখতে হবে যেন আমার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আমি ন্যায় বিচার পাই!’ 4কিছু দিন ধরে সেই বিচারক তার কোন কথাই শুনতে চাইলেন না। কিন্তু এক সময় তিনি মনে মনে বললেন, ‘যদিও আমি ঈশ্বরকে ভয় করি না আর মানুষকেও মানি না, 5তবু এই বিধবা যখন আমায় এত বিরক্ত করছে তখন আমি দেখব সে যেন ন্যায় বিচার পায়, তাহলে সে আর বার বার এসে আমাকে জ্বালাতন করবে না।’”

6এরপর প্রভু বললেন, “লক্ষ্য কর! ঐ অধার্মিক বিচারকর্তা কি বলল। 7তাহলে ঈশ্বর কি তাঁর মনোনীত লোকেরা, যারা দিন-রাত তাঁকে ডাকছে, তারা যেন ন্যায় বিচার পায় তা দেখবেন না? তিনি কি তাদের সাহায্য করতে অযথা দেরী করবেন? 8আমি তোমাদের বলছি, তিনি তাদের পক্ষে ন্যায় বিচার করবেনই আর তা তাড়াতাড়িই করবেন। যাইহোক, মানবপুত্র যখন আসবেন, তখন কি তিনি এই পৃথিবীতে বিশ্বাস দেখতে পাবেন?”

ঈশ্বরের চোখে ধার্মিক হওয়া

9যারা নিজেদেরকে ধার্মিক মনে করত আর অন্যকে তুচ্ছ করত, তাদের উদ্দেশ্যে তিনি এই দৃষ্টান্তটি দিলেন: 10“দুজন লোক মন্দিরে প্রার্থনা করার জন্য গেল; তাদের মধ্যে একজন ফরীশী আর অন্য জন কর-আদায়কারী। 11ফরীশী দাঁড়িয়ে নিজের সম্বন্ধে এইভাবে প্রার্থনা করতে লাগল, ‘হে ঈশ্বর, আমি তোমায় ধন্যবাদ দিচ্ছি যে আমি অন্য সব লোকদের মতো নই; দস্যু, প্রতারক, ব্যাভিচারী, অথবা এই কর-আদায়কারীর মতো নই। 12আমি সপ্তাহে দু’দিন উপোস করি; আর আমার আয়ের দশ ভাগের একভাগ দান করি!’

13“কিন্তু সেই কর-আদায়কারী দাঁড়িয়ে স্বর্গের দিকে মুখ তুলে তাকাতেও সাহস করল না, বরং সে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বলল, ‘হে ঈশ্বর, আমি পাপী! আমার প্রতি দয়া কর!’ 14আমি তোমাদের বলছি, এই কর-আদায়কারী ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়ে বাড়ি চলে গেল কিন্তু ঐ ফরীশী নয়। যে কেউ নিজেকে বড় করে তাকে

লোটের স্ত্রী আদি 19:15-17, 26 এ লোটের স্ত্রীর কাহিনী লেখা আছে।

পদ 36 কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 36 যুক্ত করা হয়েছে: “দু’জন লোক একই ক্ষেত্রে থাকবে। তাদের একজনকে নেওয়া হবে, কিন্তু অন্য জনকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

ছোট করা হবে; আর যে নিজেকে ছোট করে তাকে বড় করা হবে।"

ঈশ্বরের রাজ্যে কে প্রবেশ করবে?

(মথি 19:13-15; মার্ক 10:13-16)

15লোকেরা একসময় তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যীশুর কাছে নিয়ে এল যেন তিনি তাদের স্পর্শ করে আশীর্বাদ করেন। এই দেখে শিষ্যরা তাদের খুব ধমক দিলেন। 16কিন্তু যীশু সেই ছেলেমেয়েদের তাঁর কাছে ডাকলেন, আর বললেন, "ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আমার কাছে আসতে দাও, তাদের বারণ কোর না, কারণ এই শিশুদের মতো লোকদের জন্যই তো ঈশ্বরের রাজ্য। 17আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যদি কেউ শিশুর মতো ঈশ্বরের রাজ্যকে গ্রহণ না করে তবে সে কোনমতে তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না!"

এক ধনী লোকের প্রশ্ন

(মথি 19:16-30; মার্ক 10:17-31)

18ইহুদীদের একজন দলনেতা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "হে সদ্‌গুরু, অনন্ত জীবন পেতে হলে আমাকে কি করতে হবে?"

19যীশু তাকে বললেন, "তুমি আমায় সৎ বলছ কেন? ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ সৎ নয়। 20তুমি তো ঈশ্বরের সব আজ্ঞা জান, ব্যাভিচার কোর না, নরহত্যা কোর না, চুরি কোর না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, তোমার বাবা-মাকে সম্মান কোর।"'*

21সে বলল, "আমি ছোটবেলা থেকেই সে সব পালন করে আসছি।"

22একথা শুনে যীশু তাকে বললেন, "কিন্তু তোমার মধ্যে একটি বিষয়ের এখনও ত্রুটি আছে। তোমার যা কিছু আছে সে সব বিক্রি করে তা গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দাও, তাহলে স্বর্গে তোমার ধন-সম্পদ জমা হবে; তারপর আমার অনুসরণ কর।" 23কিন্তু এই কথা শুনে তার খুবই দুঃখ হল, কারণ তার প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল।

24যীশু তাকে দুঃখিত হতে দেখে বললেন, "যাদের ধন-সম্পদ আছে তাদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কত কঠিন! 25হ্যাঁ, একজন ধনীর পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা অপেক্ষা ছুঁচের মধ্য দিয়ে উটের পার হওয়া সহজ!"

কারা উদ্ধার পাবে?

26যে সব লোক একথা শুনল তারা বলে উঠল, "তাহলে কে উদ্ধার পেতে পারে?"

27যীশু বললেন, "মানুষের পক্ষে যা সম্ভব নয় ঈশ্বরের পক্ষে তা সম্ভব।"

28তখন পিতর বললেন, "দেখুন, আমরা তো সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে আপনার অনুসারী হয়েছি!"

29যীশু তখন তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি যারা ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য ঘরবাড়ি, স্ত্রী, ভাইবোন, মা-বাবা কিংবা ছেলেমেয়ে ত্যাগ করেছে, 30তারা প্রত্যেকে এ জীবনেই সেই সব বহুগুণে ফিরে পাবে, এছাড়া আগামী যুগে লাভ করবে অনন্ত জীবন।"

যীশু মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হবেন

(মথি 20:17-19; মার্ক 10:32-34)

31যীশু তাঁর বারোজন প্রেরিতকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, "শোন! আমরা জেরুশালেমে যাচ্ছি; আর ভাববাদীরা মানবপুত্রের বিষয়ে যা কিছু লিখে গেছেন, সে সবই পূর্ণ হবে। 32হ্যাঁ, অইহুদীদের হাতে তাঁকে তুলে দেওয়া হবে, তারা তাঁকে উপহাস করবে, গালাগালি দেবে, তাঁর গায়ে থুতু ছেটাবে। 33তারা তাঁকে কশাঘাত করবে ও শেষ পর্যন্ত হত্যাই করবে; আর তৃতীয় দিনে মৃত্যুর মধ্য থেকে তিনি পুনরুত্থিত হবেন।" 34তিনি কি বলতে চাইছেন, প্রেরিতরা কিন্তু তার কিছুই বুঝতে পারলেন না। তিনি যে কি বলছেন তা তাঁরা বুঝতে পারলেন না, কারণ এসব কথার অর্থ তাদের কাছে গোপন রাখা হয়েছিল।

যীশু অন্ধকে দৃষ্টিদান করলেন

(মথি 20:29-34; মার্ক 10:46-52)

35যীশু যখন যিরীহোর কাছাকাছি পৌঁছালেন, তখন সেখানে রাস্তার ধারে বসে একজন অন্ধ ভিক্ষা করছিল। 36অনেক লোকজন যাওয়ার আওয়াজ শুনে সেই ভিখারী ব্যাপার কি তা জিজ্ঞেস করল।

37লোকেরা তাকে বলল, "নাসরতীয় যীশু সেখান দিয়ে যাচ্ছেন।"

38তখন সে চিৎকার করে বলে উঠল, "হে দায়ূদের বংশধর যীশু, আমাকে দয়া করুন!"

39যে সব লোক সেই ভীড়ের সামনে ছিল তারা তাকে চুপ করতে বলল, কিন্তু সে আরও চিৎকার করে বলল, "হে দায়ূদের বংশধর আমায় দয়া করুন!"

40যীশু থেমে গেলেন, তিনি সেই অন্ধকে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে বললেন। সেই অন্ধ তাঁর কাছে এলে পর তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 41"তুমি কি চাও? তোমার জন্য আমি কি করব?"

সে বলল, "প্রভু, আমি যেন দেখতে পাই।"

42যীশু তাকে বললেন, "বেশ! তুমি চোখে দেখতে পাও, তোমার বিশ্বাসই তোমাকে সুস্থ করল।"

43সঙ্গে সঙ্গে সে দেখতে পেল আর ঈশ্বরের প্রশংসা করতে করতে যীশুর পেছনে পেছনে চলল। যারা এই ঘটনা দেখল তারা ঈশ্বরের প্রশংসা করতে থাকল।

সক্কেয়

19 যীশু যিরীহো শহরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। 2সেখানে সক্কেয় নামে একজন লোক ছিল। সে ছিল একজন উচ্চ-পদস্থ কর-আদায়কারী ও খুব ধনী

'নরহত্যা ... কোর' যাত্রা 20:12-16 ; দ্বি বি 5:16-20

ব্যক্তি। 3কে যীশু তা দেখার জন্য সক্কেয় খুবই চেষ্টা করছিল, কিন্তু বেঁটে হওয়াতে ভীড়ের জন্য যীশুকে দেখতে পাচ্ছিল না। 4তাই সবার আগে ছুটে গিয়ে যে পথ ধরে যীশু আসছিলেন, সেই পথের পাশে একটা সুকমোর গাছে উঠল যাতে সেখান থেকে যীশুকে দেখতে পায়। 5যীশু সেখানে এসে ওপর দিকে তাকিয়ে বললেন, "সক্কেয় তাড়াতাড়ি নেমে এস, কারণ আজ আমায় তোমার ঘরে থাকতে হবে।"

6সক্কেয় তাড়াতাড়ি নেমে এসে মহানন্দে যীশুকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানাল। 7সেখানে যারা ছিল, এই দেখে তারা সকলে অনুযোগের সুরে বলল, "উনি একজন পাপীর ঘরে অতিথি হয়ে গেলেন।"

8কিন্তু সক্কেয় উঠে দাঁড়িয়ে প্রভুকে বলল, "প্রভু দেখুন, আমি আমার সম্পদের অর্ধেক গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেব, আর যদি কাউকে ঠকিয়ে থাকি তবে তার চতুর্গুণ ফিরিয়ে দেব!"

9যীশু তাকে বললেন, "আজ এই বাড়িতে পরিত্রাণ এসেছে, যেহেতু এই মানুষটিও অব্রাহামের পুত্র। 10কারণ যা হারিয়ে গিয়েছিল তা খুঁজে বের করতে ও উদ্ধার করতেই মানবপুত্র এ জগতে এসেছেন।"

ঈশ্বর প্রদত্ত জিনিস ব্যবহার কর

(মথি 25:14-30)

11যীশু জেরুশালেমের কাছাকাছি এগিয়ে গেলে লোকদের ধারণা হল যে তখনই বুঝি ঈশ্বরের রাজ্য এসে পড়ল। তাই তিনি তাদের কাছে এই দৃষ্টান্তটি দিলেন : 12যীশু বললেন, "একজন সম্ভ্রান্ত বংশের লোক রাজ-পদ নিয়ে ফিরে আসার জন্য দূর দেশে যাত্রা করলেন। 13যাবার আগে তিনি তাঁর দশজন কর্মচারীকে ডেকে প্রত্যেকের হাতে একটি করে মোট দশটি মোহর দিয়ে বললেন, 'আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এই দিয়ে ব্যবসা কোর।' 14কিন্তু তাঁর প্রজারা তাকে ঘৃণা করত; আর তিনি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় লোকেরা একজন প্রতিনিধির মাধ্যমে বলে পাঠাল, 'আমরা চাই না যে এই লোক আমাদের রাজা হোক্!'

15"কিন্তু সেই ব্যক্তি রাজ-পদ নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন; আর যে কর্মচারীদের তিনি টাকা দিয়েছিলেন তাদের সকলকে ডেকে পাঠালেন। তিনি দেখতে চাইলেন যে তারা কে কত লাভ করেছে। 16প্রথম জন এসে বলল, 'প্রভু, আপনার এক মোহর খাটিয়ে দশ মোহর লাভ হয়েছে।' 17তখন মনিব তাকে বললেন, 'খুব ভাল করেছ, তুমি খুব ভাল কর্মচারী। তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত ছিলে তাই তোমাকে দশটি শহরের শাসক হিসেবে নিয়োগ করা হবে!' 18এরপর দ্বিতীয় জন এসে বলল, 'প্রভু, আপনার এক মোহর খাটিয়ে পাঁচ মোহর লাভ হয়েছে।' 19তিনি তাকে বললেন, 'তোমাকে পাঁচটি শহরের শাসনভার দেওয়া হবে।' 20এরপর আর একজন এসে বলল, 'প্রভু, এই নিন আপনার মোহর, এটা আমি রুমালে বেঁধে আলাদা করে রেখে দিয়েছিলাম। 21আপনার বিষয়ে আমার খুব ভয় ছিল, কারণ আপনি খুব কঠিন লোক। আপনি যা জমা করেননি তাই নিয়ে থাকেন, আর যা বোনেন না তার ফসল কাটেন!' 22তখন তার প্রভু তাকে বললেন, 'তোমার কথা অনুসারেই আমি তোমার বিচার করব, তুমি একজন দুষ্ট কর্মচারী। তুমি জানতে আমি একজন কঠিন লোক, আমি যা জমা করি না তাই পেতে চাই, যা বুনি না তাই কাটি। 23তবে তুমি আমার টাকা কেন মহাজনদের কাছে জমা রাখনি? তাহলে তো আমি টাকার সুদটাও অন্ততঃ পেতাম।' 24আর যারা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তিনি তাদের বললেন, 'এর কাছ থেকে ঐ মোহর নিয়ে নাও আর যার দশ মোহর আছে তাকে ওটা দাও।' 25তখন তারা তাকে বলল, 'প্রভু, ওর তো দশটা মোহর আছে!' 26প্রভু বললেন, 'আমি তোমাদের বলছি, যার আছে তাকে আরো দেওয়া হবে আর যার নেই, তার যেটুকু আছে তাও কেড়ে নেওয়া হবে। 27কিন্তু যারা আমার শত্রু, যারা চায়নি যে আমি তাদের ওপর রাজত্ব করি, তাদের এখানে নিয়ে এসে আমার সামনেই মেরে ফেল!"'

যীশুর জেরুশালেমে প্রবেশ

(মথি 21:1-11; মার্ক 11:1-11; যোহন 12:12-19)

28এইসব কথা বলার পর যীশু জেরুশালেমের দিকে এগিয়ে চললেন। 29তিনি জৈতুন পর্বতের কাছে বৈৎফগী ও বৈথনিয়া গ্রামের কাছাকাছি এলে তাঁর দু'জন শিষ্যকে বললেন, 30"তোমরা ঐ গ্রামে যাও। ঐ গ্রামে ঢোকার মুখেই একটা বাচ্চা গাধা বাঁধা আছে দেখবে, সেটার ওপর এর আগে কেউ কখনও বসেনি, সেটা খুলে এখানে নিয়ে এস। 31কেউ যদি তোমাদের জিজ্ঞেস করে, তোমরা ওটা খুলছ কেন? তোমরা বোল, 'এটাকে প্রভুর দরকার আছে।"'

32যাদের পাঠানো হয়েছিল তাঁরা গিয়ে যীশুর কথা মতোই সব কিছু দেখতে পেলেন। 33তাঁরা যখন সেই বাচ্ছা গাধাটা খুলছিল তখন তার মালিক এসে তাঁদের জিজ্ঞেস করল, "আপনারা এটা খুলছেন কেন?"

34তাঁরা বললেন, "এটাকে প্রভুর দরকার আছে।"

35এরপর তাঁরা গাধাটাকে যীশুর কাছে নিয়ে এসে তার ওপর তাঁদের চাদর বিছিয়ে দিলেন, আর তার পিঠে যীশুকে বসালেন। 36তিনি যখন যাচ্ছিলেন, তখন লোকেরা যাত্রা পথে নিজেদের জামা-চাদর বিছিয়ে দিচ্ছিল।

37তিনি জৈতুন পর্বতমালা থেকে নেমে যাবার রাস্তার মুখে এসে পৌঁছালেন। সেই সময় যারা তাঁর পেছনে পেছনে আসছিল, তারা যীশু যে সব অলৌকিক কাজ করেছিলেন তা দেখতে পেয়েছিল বলে আনন্দের উচ্ছ্বাসে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে করতে বলল,

38"'ধন্য! সেই রাজা যিনি প্রভুর নামে আসছেন!'

গীতসংহিতা 118:26

স্বর্গে শান্তি ও ঈশ্বরের মহিমা হোক্।"

39সেই ভীড়ের মধ্য থেকে কয়েকজন ফরীশী যীশুকে বলল, "গুরু, আপনার অনুগামীদের ধমক্ দিন!" 40যীশু

বললেন, "আমি তোমাদের বলছি, ওরা যদি চুপ করে, তবে পাথরগুলো চেঁচিয়ে উঠবে।"

জেরুশালেমের জন্য যীশু কাঁদলেন

41তিনি জেরুশালেমের কাছাকাছি এসে শহরটি দেখে কেঁদে ফেললেন। 42তিনি বললেন, "হায় কিসে তোমার শান্তি হবে তা যদি তুমি আজ বুঝতে পারতে! কিন্তু এখন তা তোমার দৃষ্টির অগোচরে রইল। 43সেই দিন আসছে, যখন তোমার শত্রুরা তোমার চারপাশে বেষ্টনী গড়ে তুলবে। তারা তোমায় ঘিরে ধরবে, আর চারপাশ থেকে চেপে ধরবে। 44তারা তোমাকে ও তোমার সন্তানদের ধ্বংস করবে। তোমার প্রাচীরের একটা পাথরের ওপর আর একটা পাথর থাকতে দেবে না, কারণ তোমার তত্ত্বাবধানের জন্য ঈশ্বর যে তোমার কাছে এলেন, এ তুমি বুঝলে না।"

যীশু মন্দিরে প্রবেশ করলেন

(মথি 21:12-17; মার্ক 11:15-19; যোহন 2:13-22)

45এরপর যীশু মন্দিরের মধ্যে ঢুকলেন, আর সেখানে যারা জিনিসপত্র বিক্রি করছিল তাদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দিতে লাগলেন। 46তিনি তাদের বললেন, "শাস্ত্রে লেখা আছে, 'আমার গৃহ হবে প্রার্থনার গৃহ।'* কিন্তু তোমরা এটাকে ডাকাতদের আড্ডাখানায় পরিণত করেছ।"*

47তখন থেকে প্রত্যেক দিন তিনি মন্দিরে শিক্ষা দিতে থাকলেন। প্রধান যাজকেরা, ব্যবস্থার শিক্ষকরা ও ইহুদী নেতারা তাঁকে হত্যা করার উপায় খুঁজতে লাগল। 48কিন্তু তারা কোনভাবেই কোন পথ খুঁজে পেল না, কারণ সব লোকই খুব মন দিয়ে তাঁর কথাগুলি শুনত।

ইহুদী নেতারা যীশুকে প্রশ্ন করলেন

(মথি 21:23-27; মার্ক 11:27-33)

20 একদিন যীশু যখন মন্দিরে লোকদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন ও ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করছিলেন, সেই সময় প্রধান যাজকেরা, ব্যবস্থার শিক্ষকেরা ও ইহুদী নেতারা একজোট হয়ে তাঁর কাছে এল। 2তারা তাঁকে প্রশ্ন করল, "কোন্ ক্ষমতায় তুমি এসব করছ তা আমাদের বল! কে তোমাকে এই অধিকার দিয়েছে?"

3যীশু তাদের বললেন, "আমিও তোমাদের একটা প্রশ্ন করব। 4বলো তো যোহন বাপ্তিস্ম দেবার অধিকার ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছিলেন না মানুষের কাছ থেকে?"

5তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল, "আমরা যদি বলি, 'ঈশ্বরের কাছ থেকে', তখন ও বলবে তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করো নি কেন?' 6কিন্তু আমরা যদি বলি, 'মানুষের কাছ থেকে', তখন লোকেরা আমাদের পাথর ছুঁড়ে মারবে, কারণ তারা যোহনকে একজন ভাববাদী বলেই বিশ্বাস করে।" 7তাই তারা বলল, "আমরা জানি না।"

8তখন যীশু তাদের বললেন, "তাহলে আমিও তোমাদের বলব না কোন্ অধিকারে আমি এসব করছি।"

ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে পাঠালেন

(মথি 21:33-46; মার্ক 12:1-12)

9যীশু এই দৃষ্টান্তটি লোকদের বললেন, "একজন লোক একটা দ্রাক্ষা ক্ষেত করে তা চাষীদের কাছে ইজারা দিয়ে বেশ কিছু দিনের জন্য বিদেশে গেল। 10ফলের সময় হলে সে তার একজন কর্মচারীকে সেই চাষীদের কাছে পাঠাল, যেন তারা ক্ষেতের ফসলের কিছু ভাগ দেয়; কিন্তু চাষীরা সেই কর্মচারীকে মারধর করে খালি হাতে তাড়িয়ে দিল। 11এরপর সে তার আর একজন কর্মচারীকে পাঠাল; কিন্তু তারা তাকেও মারধর করল। সেই কর্মচারীর প্রতি তারা জঘন্য ব্যবহার করে তাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিল। 12পরে সে তার তৃতীয় কর্মচারীকে পাঠাল, চাষীরা তাকেও ক্ষতবিক্ষত করে বের করে দিল। 13তখন সেই দ্রাক্ষা ক্ষেতের মালিক বলল, 'আমি এখন কি করব? আমি আমার প্রিয় পুত্রকে পাঠাব, হয়তো তারা তাকে মান্য করবে।' 14কিন্তু চাষীরা সেই ছেলেকে দেখতে পেয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বলল, 'এই হচ্ছে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, এস, একে আমরা হত্যা করি, তাহলে আমরাই হব এই সম্পত্তির মালিক।' 15এই বলে তারা তাকে দ্রাক্ষা ক্ষেতের বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে হত্যা করল।

"এখন সেই ক্ষেতের মালিক তাদের প্রতি কি করবে? 16সে এসে ঐ চাষীদের মেরে ফেলবে ও ক্ষেত অন্য চাষীদের হাতে দেবে।"

এই কথা শুনে তারা সবাই বলল, "এরকম যেন না হয়!" 17কিন্তু যীশু তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তাহলে এই যে কথা শাস্ত্রে লেখা আছে এর অর্থ কি:

'রাজমিস্ত্রিরা যে পাথরটা বাতিল করে দিল, সেটাই হয়ে উঠল কোণের প্রধান পাথর'?

গীতসংহিতা 118:22

18যে কেউ সেই পাথরের ওপর পড়বে, সে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, আর যার ওপর সেই পাথর পড়বে সে ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যাবে!"

19প্রধান যাজকেরা ও ব্যবস্থার শিক্ষকরা সেই সময় থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য উপায় খুঁজতে লাগল; কিন্তু তারা জনসাধারণকে ভয় পাচ্ছিল। তারা যীশুকে গ্রেপ্তার করতে চাইছিল কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল যে যীশু তাদের বিরুদ্ধেই ঐ দৃষ্টান্তটি দিয়েছিলেন।

ইহুদী নেতারা যীশুকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করল

(মথি 22:15-22; মার্ক 12:13-17)

20তাই তারা তাঁর ওপর নজর রাখতে কয়েকজন লোককে গুপ্তচররূপে তাঁর কাছে পাঠাল, যারা ভাল লোক সেজে তাঁর কাছে গেল যেন যীশুর কথা ধরে

'আমার ... গৃহ' যিশ 56:7

'ডাকাতদের ... করেছ' যির 7:11

তাঁকে রোমীয় রাজ্যপালের ক্ষমতা ও বিচারের অধীনে তুলে দিতে পারে। 21তাই তারা তাঁকে একটি কথা জিজ্ঞেস করল, "গুরু আমরা জানি যে যা ন্যায্য আপনি সেই কথাই বলেন ও সেই শিক্ষাই দেন; আর আমরা এও জানি যে আপনি কারোর প্রতি পক্ষপাত করেন না, কিন্তু ঈশ্বরের পথের বিষয়ে সত্য শিক্ষাই দেন। 22আচ্ছা, কৈসরকে কর দেওয়া কি আমাদের উচিত?"

23যীশু তাদের চালাকি ধরে ফেলেছিলেন, তাই বললেন, 24"আমায় একটা রূপোর টাকা দেখাও। এতে কার মূর্তি ও কার নাম আছে?"

25তারা বলল, "কৈসরের।" তখন তিনি তাদের বললেন, "তাহলে কৈসরের যা তা কৈসরকে দাও, আর ঈশ্বরের যা তা ঈশ্বরকে দাও।"

26সমস্ত লোকের সামনে যীশু যা বললেন, তাতে তারা তাঁর কোন ভুল ধরতে পারল না। তাঁর দেওয়া উত্তরে তারা বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল।

কিছু সদ্দূকীর যীশুকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা

(মথি 22:23-33; মার্ক 12:18-27)

27তখন সদ্দূকী সম্প্রদায়ের কয়েকজন লোক যীশুর কাছে এল। এই সদ্দূকীরা বলত, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান বলে কিছু নেই। তারা এসে যীশুকে প্রশ্ন করল, 28"গুরু, মোশি আমাদের জন্য লিখে রেখে গেছেন যে, নিঃসন্তান অবস্থায় যদি কোন লোক তার স্ত্রীকে রেখে মারা যায়, তবে তার ভাই সেই স্ত্রীকে বিয়ে করে ভাইয়ের হয়ে তার বংশ রক্ষা করবে। 29এরকম একজন যারা সাত ভাই ছিল, তাদের প্রথম ভাই বিয়ে করার পর নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেল। 30দ্বিতীয় ভাই তখন সেই বিধবাকে বিয়ে করল। 31এরপর তৃতীয় ভাই, এইভাবে সাত ভাই-ই একজন স্ত্রীকে বিয়ে করল আর তারা সকলেই নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেল। 32পরে সেই স্ত্রীও মারা গেল। 33এখন পুনরুত্থানের সময়ে সে কার স্ত্রী হবে, কারণ সাত জনই তো তাকে বিয়ে করেছিল?"

34তখন যীশু তাদের বললেন, "এই যুগের লোকেরাই বিয়ে করে আর তাদের বিয়ে দেওয়া হয়। 35কিন্তু মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়ে আগামী যুগের যোগ্য বলে যাদের গণ্য করা হবে, তারা বিয়ে করবে না বা তাদের বিয়ে দেওয়াও হবে না। 36তারা আর মরতে পারে না, কারণ তারা স্বর্গদূতদের মতো, মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছে বলে তারা ঈশ্বরের সন্তান। 37জ্বলন্ত ঝোপের* বিষয়ে যেখানে লেখা হয়েছে, সেখানে মোশিও দেখিয়েছেন যে মৃতেরা পুনরুত্থিত হয়। সেখানে মোশি প্রভু ঈশ্বরকে 'অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্হাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর* বলে উল্লেখ করেছেন।' 38ঈশ্বর মৃত লোকদের ঈশ্বর নন, তিনি জীবিত লোকদেরই ঈশ্বর। তারা সকলেই যারা আগামী যুগের যোগ্য লোক ঈশ্বরের চোখে জীবিত থাকে।"

39ব্যবস্থার শিক্ষকদের মধ্যে কয়েকজন বলল, "গুরু, আপনি ঠিকই বলেছেন!" 40এরপর তাঁকে আর কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস কারো হল না।

খ্রীষ্ট কি দায়ূদের পুত্র

(মথি 22:41-46; মার্ক 12:35-37)

41কিন্তু তিনি তাদের বললেন, "তারা কি করে বলে যে খ্রীষ্ট রাজা দায়ূদের পুত্র? 42কারণ গীতসংহিতায় দায়ূদ নিজেই বলেছেন,

'প্রভু আমার প্রভুকে বললেন,
43যতদিন না আমি তোমার শত্রুদের তোমার পাদপীঠে পরিণত করি, তুমি আমার ডানদিকে বস।'

গীতসংহিতা 110:1

44দায়ূদ তো খ্রীষ্টকে এইভাবে 'প্রভু' বলে সম্বোধন করলেন, তাহলে খ্রীষ্ট কিভাবে তাঁর সন্তান হলেন?"

ব্যবস্থার শিক্ষকদের প্রতি সতর্কবাণী

(মথি 23:1-36; মার্ক 12:38-40; লূক 11:37-54)

45সমস্ত লোক যখন এসব কথা শুনছিল, তখন যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, 46"ব্যবস্থার শিক্ষকদের থেকে সাবধান। তারা লম্বা লম্বা পোশাক পরে ঘুরে বেড়াতে ও হাটে বাজারে লোকদের কাছ থেকে সম্মান পেতে ভালবাসে; আর সমাজ-গৃহে বিশেষ সম্মানের স্থানে বসতে ও ভোজসভায় সম্মানের আসন দখল করতে ও ভালবাসে। 47তারা একদিকে লোক দেখানো লম্বা লম্বা প্রার্থনা করে, অপরদিকে বিধবাদের সর্বস্ব গ্রাস করে, এদের ভয়ঙ্কর শাস্তি হবে।"

প্রকৃত দান

(মার্ক 12:41-44)

21 যীশু তাকিয়ে দেখলেন, ধনী লোকেরা মন্দিরের দানের বাক্সে তাদের দান রাখছে। 2এরই মাঝে একজন অতি গরীব বিধবা তাতে খুব ছোট্ট দুটি তামার মুদ্রা রাখল। 3তখন যীশু বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এই গরীব বিধবা অন্য আর সকলের থেকে অনেক বেশী দান করল। 4আমি একথা বলছি কারণ অন্য আর সব লোক তাদের সম্পত্তির বাড়তি অংশ ঐ বাক্সে ফেলে গেল, কিন্তু এই বিধবার অভাব থাকা সত্ত্বেও জীবন ধারণের জন্য তার যা সম্বল ছিল, তাই দিয়ে গেল।"

মন্দির ধ্বংস

(মথি 24:1-14; মার্ক 13:1-13)

5শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ সেই মন্দিরের বিষয়ে এই মন্তব্য করলেন যে, "সুন্দর সুন্দর পাথর দিয়ে ও ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দানের জিনিস দিয়ে এই মন্দিরকে কেমন সাজানো হয়েছে!"

6যীশু তাঁদের বললেন, "এই যে সব জিনিস তোমরা দেখছ, সময় আসবে যখন এর একটা পাথর আর একটার ওপর থাকবে না, সব ভেঙ্গে ফেলা হবে!"

'জ্বলন্ত ঝোপ যাত্রা 3:1-12

'অব্রাহাম ... ঈশ্বর' যাত্রা 3:6

7শিষ্যরা তখন যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন, "গুরু, এসব কখন ঘটবে? আর কি চিহ্ন দেখে বোঝা যাবে এসব ঘটবার সময় এসে গেছে?"

8যীশু বললেন, "সাবধান! কেউ যেন তোমাদের না ভুলায়, কারণ অনেকেই আমার নাম ধারণ করে আসবে আর বলবে, 'আমিই তিনি' আর তারা বলবে, 'সময় ঘনিয়ে এসেছে।' তাদের অনুসারী হয়ো না! 9তোমরা যখন যুদ্ধ ও বিদ্রোহের কথা শুনতে পাবে, তাতে ভয় পেও না, কারণ প্রথমে নিশ্চয়ই এসব হবে; কিন্তু তখনও শেষ সময় আসতে বাকি"

10এরপর তিনি তাদের বললেন, "এক জাতি আর এক জাতির বিরুদ্ধে, এক রাজ্য আর এক রাজ্যের বিরুদ্ধে উঠবে।

11"মহা ভূমিকম্প হবে, বিভিন্ন জায়গায় দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেবে; আর আকাশের বুকে ভয়াবহ ঘটনা ও মহৎ চিহ্ন দেখতে পাবে।

12"কিন্তু এসব ঘটনা ঘটার আগে, তারা তোমাদের গ্রেপ্তার করবে, তোমাদের প্রতি নির্যাতন করবে। তারা বিচারের জন্য তোমাদের সমাজ-গৃহে সঁপে দেবে ও তোমাদের কারাগারে ভরবে। আমারই কারণে তারা তোমাদের রাজাদের ও রাজ্যপালদের সামনে টেনে নিয়ে যাবে। 13তাতে আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবার জন্য তোমরা সুযোগ পাবে।

14তোমরা মনের দিক থেকে তৈরী থেকো; আত্মপক্ষ সমর্থন করতে তখন কি বলবে, কি জবাবদিহি করবে তার জন্য চিন্তা কোর না। 15কারণ সেই সময় আমি তোমাদের বুদ্ধি দেব, তোমাদের মুখে এমন কথা জোগাব যে তোমাদের বিপক্ষরা তা অস্বীকার করতে পারবে না আবার তার প্রতিরোধও করতে পারবে না। 16কিন্তু তোমাদের আপন বাবা-মা ভাই ও আত্মীয় বন্ধুরাই তোমাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে তোমাদের ধরিয়ে দেবে; এমন কি তোমাদের কাউকে কাউকে মেরেও ফেলবে।

17আমারই কারণে তোমরা সকলের কাছে ঘৃণার পাত্র হবে। 18কিন্তু তোমাদের মাথার একটা চুলও নষ্ট হবে না।

19তোমরা যদি বিশ্বাসে স্থির থাক তবেই তোমাদের প্রাণ রক্ষা পাবে।

জেরুশালেমের ধ্বংসের দিন

(মথি 24:15-21; মার্ক 13:14-19)

20"তোমরা যখন দেখবে যে সৈন্যসামন্তরা জেরুশালেমকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে, তখন বুঝবে যে তার ধ্বংসের সময় ঘনিয়ে এসেছে। 21তখন যারা যিহুদিয়ায় থাকবে তারা যেন পালিয়ে যায়। যারা জেরুশালেমে থাকবে তারা যেন অবশ্যই নগর ছেড়ে পালায়; আর যারা গ্রামে থাকবে তারা যেন নগরে না আসে। 22কারণ এই দিনগুলো হচ্ছে শাস্তির দিন, যা শাস্ত্রের বাণী অনুসারে পূর্ণ হবে। 23ঐ দিনগুলোতে যাদের প্রসবকাল ঘনিয়ে এসেছে ও যাদের কোলে দুধের বাচ্চা আছে, সেই সব স্ত্রীলোকদের ভয়ঙ্কর দুর্দশা হবে। আমি একথা বলছি কারণ দেশে মহাসঙ্কট আসছে ও এই লোকদের ওপর ঈশ্বরের ক্রোধ নেমে আসছে। 24তরবারির আঘাতে তারা মারা পড়বে, আর তাদের বন্দী করে সকল জাতির কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। যতদিন না অইহুদীদের নিরুপিত সময় পূর্ণ হচ্ছে, জেরুশালেম অইহুদীদের দ্বারা অবজ্ঞা ভরে পদদলিত হবে।

ভয় কোর না

(মথি 24:29-31; মার্ক 13:24-27)

25"তখন চাঁদে, সূর্যে ও তারাগুলিতে অনেক বিস্ময়কর জিনিস দেখা যাবে। পৃথিবীতে সমস্ত জাতি হতাশায় ভুগবে। তারা সমুদ্র গর্জন ও প্রচণ্ড ঢেউ দেখে বিহ্বল হয়ে পড়বে। 26পৃথিবীতে যে ভয়ঙ্কর অবস্থা আসছে তার কথা ভেবে ভয়েতে লোকে অজ্ঞান হয়ে যাবে, কারণ আকাশের সব শক্তিগুলি ওলোট-পালট হয়ে যাবে। 27এর পরই তারা মহাপরাক্রমে ও মহিমামণ্ডিত হয়ে মানবপুত্রকে মেঘে করে আসতে দেখবে। 28এসব ঘটনা ঘটতে দেখলে মাথা তুলে উঠে দাঁড়িও, কারণ জেনো যে তখন তোমাদের মুক্তি আসন্ন!"

আমার বাক্য চিরজীবি

(মথি 24:32-35; মার্ক 13:28-31)

29এরপর যীশু তাদের একটি দৃষ্টান্ত দিলেন, "ডুমুর গাছ ও অন্যান্য গাছের দিকে দেখ। 30যে মুহূর্তে তাদের নতুন পাতা বের হয়, তা দেখে তোমরা বুঝতে পার যে গ্রীষ্মকাল এসে পড়ল বলে। 31ঠিক সেই রকম, এই সব ঘটতে দেখলে তোমরা বুঝবে যে ঈশ্বরের রাজ্য এসে পড়েছে।

32"আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যতক্ষণ না এসব ঘটছে, এই বংশ লোপ পাবে না। 33আকাশ ও পৃথিবীর লোপ পাবে, কিন্তু আমার বাক্য কখনও লোপ পাবে না!

সর্বদাই প্রস্তুত থেকো

34"তোমরা সতর্ক থেকো! উচ্ছৃঙ্খল আমোদ-প্রমোদে, মত্ততায়, জাগতিক ভাবনা চিন্তায় তোমাদের মন যেন আচ্ছন্ন না হয়ে পড়ে, আর সেই দিন হঠাৎ ফাঁদের মতো তোমাদের ওপর এসে না পড়ে। 35বাস্তবিক, পৃথিবীর সব লোকের জন্যই সেই দিন আসবে। 36তাই সব সময় সজাগ থেকো, আর প্রার্থনা কোর যেন যাই ঘটুক না কেন তা কাটিয়ে উঠবার ও মানবপুত্রের সামনে দাঁড়াবার শক্তি তোমাদের থাকে"

37তিনি মন্দিরের মধ্যে প্রতিদিন শিক্ষা দিতেন কিন্তু সন্ধ্যা হলে রাতে থাকার জন্য জৈতুন পর্বতে চলে যেতেন। 38প্রতিদিন খুব ভোরে উঠে লোকেরা তাঁর কথা শোনার জন্য মন্দিরে যেত।

ইহুদী নেতারা যীশুকে হত্যা করতে চাইল

(মথি 26:1-5, 14-16; মার্ক 14:1-2, 10-11; যোহন 11;45-53)

22 সেই সময় খামিরহীন রুটির পর্ব এগিয়ে এলো, এই পর্বকে নিস্তারপর্ব বলা হত। 2এদিকে প্রধান যাজকরা ও ব্যবস্থার শিক্ষকরা যীশুকে হত্যা করার উপায় খুঁজতে লাগল, কারণ তারা লোকদের ভয় করত।

যীশুর বিরুদ্ধে যিহূদার ষড়যন্ত্র

3এই সময় যিহূদা, যে ছিল বারো জন প্রেরিতের মধ্যে একজন, যাকে যিহূদা ঈষ্করিয়োতীয় বলা হত, তার অন্তরে শয়তান ঢুকল। 4যিহূদা কেমন করে যীশুকে ধরিয়ে দেবে সে বিষয়ে পরামর্শ করতে প্রধান যাজকদের ও মন্দিরের রক্ষীবাহিনীর পদস্থ কর্মচারীদের কাছে গেল। 5তারা যিহূদার কথা শুনে খুবই খুশী হয়ে তাকে এর জন্য টাকা দিতে রাজী হল।

6যিহূদাও সম্মত হয়ে যখন লোকের ভীড় থাকবে না সেই সময় যীশুকে ধরিয়ে দেবার সুযোগ খুঁজতে লাগল।

নিস্তারপর্বের ভোজের আয়োজন

(মথি 26:17-25; মার্ক 14:12-21; যোহন 13:21-30)

7এরপর খামিরহীন রুটির দিন এল, যে দিনে নিস্তারপর্বের নিরুপিত মেষ বলি দিতে হত। 8তাই যীশু পিতর ও যোহনকে বললেন, "যাও, আমাদের জন্য নিস্তারপর্বের ভোজ প্রস্তুত কর, যেন আমরা গিয়ে তা খেতে পারি।"

9তাঁরা যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কোথায় চান, আমরা কোথায় তা প্রস্তুত করব?"

10যীশু তাঁদের বললেন, "শোন! তোমরা শহরে ঢোকার মুখেই দেখতে পাবে একজন লোক এক কলসী জল নিয়ে যাচ্ছে। তার পেছনে পেছনে গিয়ে সে যে বাড়িতে ঢুকবে, 11সেই বাড়ির মালিককে বলবে, 'গুরু বলেছেন, আপনার সেই অতিথিঘর কোনটা, যেখানে আমি আমার শিষ্যদের সঙ্গে নিস্তারপর্বের ভোজ খেতে পারি।' 12তখন সেই লোকটি তোমাদের ওপর তলার একটি বড় সাজানো ঘর দেখিয়ে দেবে। তোমরা সেখানেই আয়োজন কোর।"

13যীশু যেমন বলেছিলেন, তাঁরা গিয়ে সেরকমই দেখতে পেলেন আর নিস্তারপর্বের ভোজ প্রস্তুত করলেন।

প্রভুর ভোজ

(মথি 26:26-30; মার্ক 14:22-26; 1করিন্থীয় 11:23-25)

14তারপর সময় হলে যীশু তাঁর প্রেরিতদের সঙ্গে নিয়ে নিস্তারপর্বের ভোজ খেতে এলেন। 15তিনি তাঁদের বললেন, "আমার কষ্টভোগের আগে তোমাদের সঙ্গে এই নিস্তারপর্বের ভোজ খেতে আমি খুবই ইচ্ছা করেছি। 16কারণ আমি তোমাদের বলছি, যত দিন না ঈশ্বরের রাজ্যে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় ততদিন পর্যন্ত আমি এই ভোজ আর খাবো না।"

17এরপর তিনি দ্রাক্ষারসের পেয়ালা হাতে নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, "এই নাও, নিজেদের মধ্যে এটা ভাগ করে নাও। 18কারণ আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বরের রাজ্য না আসা পর্যন্ত আমি আর দ্রাক্ষারস পান করব না।"

19এরপর তিনি রুটি নিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে তা খণ্ড খণ্ড করলেন; আর তা প্রেরিতদের দিয়ে বললেন, "এ আমার শরীর, যা তোমাদের জন্য দেওয়া হল। আমার স্মরণার্থে তোমরা এটা কোর।" 20খাবার পর সেইভাবে দ্রাক্ষারসের পেয়ালা নিয়ে বললেন, "আমার রক্তের মাধ্যমে মানুষের জন্য ঈশ্বরের দেওয়া যে নতুন নিয়ম শুরু হল, এই পানপাত্রটি তারই চিহ্ন। এই রক্ত তোমাদের সকলের জন্য পাতিত হল।"

কে যীশুর বিরুদ্ধে যাবে?

21"কিন্তু দেখ! যে আমাকে ধরিয়ে দেবে তার হাত আমার সঙ্গে এই টেবিলের ওপরেই আছে। 22কারণ যেমন নির্ধারিত হয়েছে সেই অনুসারেই মানবপুত্রকে মরতে হবে, কিন্তু ধিক্ সেই লোককে যে তাঁকে ধরিয়ে দেবে।"

23তাঁরা নিজেদের মধ্যে তখন একে অপরকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, "আমাদের মধ্যে কে এমন লোক হতে পারে, যে এই কাজ করবে?"

দাসের মতো হও

24সেই সময় তাঁদের মধ্যে কাকে সব থেকে বড় বলা হবে, এই নিয়ে তর্ক শুরু হল। 25কিন্তু যীশু তাদের বললেন, "অইহুদীদের মধ্যেই রাজারা তাদের প্রজাদের ওপরে কর্তৃত্ব করে, আর যারা তাদের শাসন করে থাকে তাদেরই আবার 'উপকারক' বলা হয়। 26কিন্তু তোমাদের মধ্যে তেমনটি হওয়া উচিত নয়। তোমাদের মধ্যে যে সব থেকে বড়, সে হোক্ সবার চেয়ে ছোটর মতো আর যে নেতা সে হোক্ দাসের মতো। 27কে প্রধান, যে খেতে আসে, না যে পরিবেশন করে? যে খেতে আসে, সেই নয় কি? কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যে দাসের মতো আছি! 28আমার পরীক্ষার সময় তোমরাই তো আমার পাশে দাঁড়িয়েছ। 29তাই আমার পিতা যেমন আমায় রাজত্ব করার ক্ষমতা দিয়েছেন, তেমনি আমিও তোমাদের সেই ক্ষমতা দান করছি। 30যেন আমার রাজ্যে তোমরা আমার সঙ্গে পান আহার করতে পার, আর তোমরা সিংহাসনে বসে ইস্রায়েলের বারো বংশের বিচার করবে।

বিশ্বাস হারিও না!

(মথি 26:31-35; মার্ক 14:27-31; যোহন 13:36-38)

31"শিমোন, শিমোন, শয়তান গমের মতো চেলে বের করবার জন্য তোমাদের সকলকে চেয়েছে। 32কিন্তু শিমোন আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করছি, যেন তোমার

বিশ্বাসে ভাঙ্গন না ধরে; আর তুমি যখন আবার পথে ফিরে আসবে, তখন তোমার ভাইদের বিশ্বাসে শক্তিশালী করে তুলো।"

33কিন্তু পিতর বললেন, "প্রভু, আমি আপনার সঙ্গে কারাগারে যেতে এমনকি মরতেও প্রস্তুত।"

34যীশু বললেন, "পিতর আমি তোমায় বলছি, আজ রাতে মোরগ ডাকার আগেই তুমি তিনবার অস্বীকার করে বলবে যে তুমি আমায় চেন না!"

কষ্টের জন্য প্রস্তুত হও

35এরপর যীশু তাঁর প্রেরিতদের বললেন, "আমি যখন টাকার থলি, ঝুলি ও জুতো ছাড়াই তোমাদের প্রচারে পাঠিয়েছিলাম, তখন কি তোমাদের কোন কিছুর অভাব হয়েছিল?"

তাঁরা বললেন, "না, কিছুরই অভাব হয় নি।"

36যীশু তাঁদের বললেন, "কিন্তু এখন বলছি, যার টাকার থলি বা ঝুলি আছে সে তা নিয়ে যাক; আর যার কাছে তলোয়ার নেই সে তার পোশাক বিক্রি করে একটা তলোয়ার কিনুক। 37কারণ আমি তোমাদের বলছি:

'তিনি দোষীদের একজন বলে গণ্য হবেন।'
যিশাইয় 53:12

শাস্ত্রের এই যে কথা তা অবশ্যই আমাতে পূর্ণ হবে। হ্যাঁ, আমার বিষয়ে এই যে কথা লেখা আছে তা পূর্ণ হতে চলেছে।"

38তাঁরা বললেন, "প্রভু, দেখুন দুটি তলোয়ার আছে!"

তিনি তাঁদের বললেন, "থাক, এই যথেষ্ট।"

যীশু প্রেরিতদের প্রার্থনা করতে বললেন

(মথি 26:36-46; মার্ক 14;32-42)

39-40এরপর তিনি তাঁর নিয়ম অনুসারে জৈতুন পর্বতমালায় চলে গেলেন। শিষ্যরা তাঁর পেছনে পেছনে চললেন। সেই জায়গায় পৌঁছে তিনি তাঁদের বললেন, "প্রার্থনা কর যেন তোমরা প্রলোভনে না পড়।" 41পরে তিনি শিষ্যদের থেকে কিছুটা দূরে গিয়ে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন। 42"তিনি বললেন, পিতা যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে এই পানপাত্র আমার কাছ থেকে সরিয়ে নাও। হ্যাঁ, তবুও আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।"

43এরপর স্বর্গ থেকে একজন স্বর্গদূত এসে তাঁকে শক্তি যোগালেন। 44নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণার সঙ্গে যীশু আরও আকুলভাবে প্রার্থনা করতে লাগলেন। সেই সময় তাঁর গা দিয়ে রক্তের বড় বড় ফোঁটার মতো ঘাম ঝরে পড়ছিল। 45প্রার্থনা থেকে উঠে তিনি শিষ্যদের কাছে এসে দেখলেন, মনের দুঃখে অবসন্ন হয়ে তারা সকলে ঘুমিয়ে পড়েছেন। 46তিনি তাঁদের বললেন, "তোমরা ঘুমাচ্ছ কেন? ওঠ, প্রার্থনা কর যেন প্রলোভনে না পড়।"

যীশু বন্দী হলেন

(মথি 26:47-56; মার্ক 14:43-50; যোহন 18:3-11)

47তিনি তখনও কথা বলছেন, সেই সময় যিহূদার নেতৃত্বে একদল লোক সেখানে এসে হাজির হল। যিহূদা চুমু দিয়ে অভিবাদন করার জন্য যীশুর দিকে এগিয়ে গেল।

48যীশু তাকে বললেন, "যিহূদা তুমি কি চুমু দিয়ে মানবপুত্রকে ধরিয়ে দেবে?"

49যীশুর চারপাশে যারা ছিলেন, তাঁরা তখন বুঝতে পারলেন কি ঘটতে চলেছে। তাঁরা বললেন, "প্রভু, আমরা কি তলোয়ার নিয়ে ওদের আক্রমণ করব?" 50তাঁদের মধ্যে একজন মহাযাজকের চাকরের ডান কান কেটে ফেললেন।

51এই দেখে যীশু বললেন, "থামো! খুব হয়েছে!" আর তিনি সেই চাকরের কান স্পর্শ করে তাকে সুস্থ করলেন।

52এরপর যীশু, যারা তাঁকে ধরতে এসেছিল সেই প্রধান যাজক, মন্দির রক্ষী বাহিনীর পদস্থ কর্মচারীদের ও ইহুদী সমাজপতিদের উদ্দেশ্যে বললেন, "ডাকাত ধরতে লোকে যেমন বার হয়, তোমরাও কি সেরকম ছোরা ও লাঠি নিয়ে আমাকে ধরতে এসেছ? 53প্রত্যেক দিনই তো আমি তোমাদের মাঝে মন্দিরেই ছিলাম, তখন তো তোমরা আমায় স্পর্শও করনি, কিন্তু এই তোমাদের সময়, অন্ধকারের রাজত্বের এই তো সময়।"

যীশুকে স্বীকার করতে পিতরের ভয়

(মথি 26:57-58, 69-75; মার্ক 14:53-54, 66-72; যোহন 18:12-18, 25-27)

54তারা তাঁকে গ্রেপ্তার করে মহাযাজকের বাড়িতে নিয়ে চলল। পিতর কিন্তু দূরত্ব বজায় রেখে তাদের পেছনে পেছনে চললেন। 55মহাযাজকের বাড়ির উঠোনের মাঝখানে লোকেরা আগুন জ্বেলে তার চারপাশে বসল, পিতরও তাদের সঙ্গে বসলেন। 56একজন চাকরাণী দেখল যে পিতর সেই আগুনের ধারে বসেছেন। সে পিতরকে খুব ভালভাবে দেখে নিয়ে বলল, "আরে, এই লোকটাও তো ওর সঙ্গী ছিল!"

57কিন্তু পিতর অস্বীকার করে বললেন, "এই মেয়ে, আমি ওঁকে চিনি না।" 58এর কিছুক্ষণ পরে আর একজন পিতরকে দেখে বলল, "আরে, তুমিও তো ওদেরই দলের একজন!"

কিন্তু পিতর বললেন, "না, মশায়, আমি নই।"

59এর প্রায় একঘণ্টা পরে আর একজন বেশ জোর দিয়ে বলল, "নিঃসন্দেহে এ লোকটা ওরই সঙ্গী ছিল, কারণ এ তো একজন গালীলীয়!"

60কিন্তু পিতর বললেন, "মশায়, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, আপনি কি বলছেন!"

পিতরের কথা শেষ না হতেই একটা মোরগ ডেকে উঠল। 61তখন প্রভু মুখ ফিরিয়ে পিতরের দিকে তাকালেন, আর প্রভুর কথা পিতরের মনে পড়ে গেল,

প্রভু বলেছিলেন, "আজ রাতে মোরগ ডাকার আগে, তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে।" 62তখন তিনি বাইরে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

লোকেরা যীশুকে উপহাস করল

(মথি 26:67-68; মার্ক 14:65)

63-64যারা যীশুকে পাহারা দিচ্ছিল, তারা এই সময় তাঁকে বিদ্রূপ করতে ও মারতে শুরু করল। তারা যীশুর চোখ বেঁধে দিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, "ভাববাণী বল দেখি, কে তোকে মারল!" 65তাঁকে অপমান করার জন্য তারা অনেক কথা বলল।

ইহুদী নেতাদের সামনে যীশু

(মথি 26:59-66; মার্ক 14:55-64; যোহন 18:19-24)

66দিন শুরু হলে প্রবীন নেতারা, প্রধান যাজকেরা, ব্যবস্থার শিক্ষকরা সকলে মিলে সভা ডাকল আর সেই সভায় তারা যীশুকে হাজির করল। 67তারা বলল, "তুমি যদি খ্রীষ্ট হও, তবে আমাদের বল!" যীশু তাদের বললেন, "আমি যদি বলি, তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস করবে না; 68আর আমি যদি তোমাদের কিছু জিজ্ঞেস করি, তোমরা তার জবাব দেবে না। 69কিন্তু মানবপুত্র এখন থেকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ডানদিকে বসে থাকবেন।"

70তখন তারা সকলে বলল, "তাহলে তুমি ঈশ্বরের পুত্র?" তিনি জবাব দিলেন, "তোমরা ঠিকই বলেছ যে আমি সেই।"

71তারা বলল, "আমাদের আর অন্য সাক্ষ্যের কি দরকার? আমরা তো ওর নিজের মুখের কথাই শুনলাম।"

রাজ্যপাল পীলাত যীশুকে প্রশ্ন করলেন

(মথি 27:1-2, 11-14; মার্ক 15:1-5; যোহন 18:28-38)

23 এরপর তারা সকলে উঠে প্রভু যীশুকে নিয়ে পীলাতের কাছে গেল। 2আর তারা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলল, "আমরা দেখেছি লোকটা আমাদের জাতিকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে। এ কৈসরকে কর দিতে বারণ করে আর বলে, সে নিজেই খ্রীষ্ট, একজন রাজা।"

3তখন পীলাত যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি ইহুদীদের রাজা?" যীশু তাঁকে বললেন, "তুমি নিজেই সে কথা বললে।"

4এরপর পীলাত প্রধান যাজক ও লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, "এই লোকের বিরুদ্ধে কোন দোষই আমি খুঁজে পাচ্ছি না।"

5কিন্তু তারা জেদ ধরে বলতে লাগল, "এই লোকটি যিহূদার সমস্ত জায়গায় শিক্ষা দিয়ে লোকদের ক্ষেপিয়ে তুলছে। গালীল থেকে শুরু করে এখন সে এখানে এসেছে।"

পীলাত যীশুকে হেরোদের কাছে পাঠালেন

6এই কথা শুনে পীলাত জানতে চাইলেন যীশু গালীলের লোক কিনা? 7তিনি যখন জানতে পারলেন যে হেরোদের শাসনাধীনে যে অঞ্চল আছে যীশু সেখানকার লোক, তখন তিনি যীশুকে হেরোদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন, কারণ হেরোদ তখন জেরুশালেমেই ছিলেন। 8রাজা হেরোদ যীশুকে দেখে খুবই খুশী হলেন, কারণ তিনি অনেকদিন থেকেই তাঁকে দেখতে চাইছিলেন। তাঁর বিষয়ে হেরোদ অনেক কথাই শুনেছিলেন এবং আশা করেছিলেন যে যীশু কোন অলৌকিক কাজ করে তাঁকে দেখাবেন। 9তিনি যীশুকে অনেক প্রশ্ন করলেন; কিন্তু যীশু তাকে কোন উত্তরই দিলেন না। 10প্রধান যাজকেরা ও ব্যবস্থার শিক্ষকরা সেখানে দাঁড়িয়ে প্রবলভাবে যীশুর বিরুদ্ধে দোষারোপ করতে লাগল।

11হেরোদ তার সৈন্যদের দিয়ে যীশুকে নানাভাবে অপমান ও উপহাস করলেন। পরে একটা সুন্দর আলখাল্লা পরিয়ে তাঁকে আবার পীলাতের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। 12এর আগে পীলাত ও হেরোদ পরস্পর শত্রু ছিলেন; কিন্তু ঐ দিন তাঁরা পরস্পর আবার বন্ধু হয়ে গেলেন।

যীশুর মৃত্যু অবধারিত

(মথি 27: 15-26; মার্ক 15:6-15; যোহন 18:39-19:16)

13পীলাত প্রধান যাজকদের ও ইহুদী নেতাদের ডেকে বললেন, 14"তোমরা আমার কাছে এই লোকটিকে নিয়ে এসে বলছ যে এ লোকদের বিপথে চালিত করছে। তোমাদের সামনেই আমি ভালভাবে একে জেরা করে দেখলাম; আর তোমরা এর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করছ তার কোন প্রমাণই পেলাম না, সে নির্দোষ। 15এমন কি রাজা হেরোদও পাননি, তাই তিনি একে আবার আমাদের কাছে ফেরত পাঠিয়েছেন । আর দেখ, মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য কোন কাজই এ করেনি। 16তাই একে আমি আচ্ছা করে চাবুক মেরে ছেড়ে দেব।" 17*

18কিন্তু তারা সকলে এক সঙ্গে চিৎকার করে বলে উঠল, "এই লোকটাকে দূর কর! আমাদের জন্য বারাব্বাকে ছেড়ে দাও!" 19শহরের মধ্যে গণ্ডগোল বাঁধানো ও হত্যার অপরাধে বারাব্বাকে কারাবন্দী করা হয়েছিল।

20পীলাত যীশুকে ছেড়ে দিতে চাইলেন, তাই তিনি আবার লোকদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন। 21কিন্তু তারা চিৎকার করেই চলল, "ওকে ক্রুশে দাও, ক্রুশে দাও!"

22পীলাত তৃতীয় বার তাদের বললেন, "কেন? এই লোক কি অপরাধ করেছে? মৃত্যুদণ্ড দেবার মতো কোন দোষই তো এর আমি দেখছি না, তাই একে আমি চাবুক মেরে ছেড়ে দেব।" 23কিন্তু তারা প্রচণ্ড চিৎকার করেই চলল, তাঁকে যেন ক্রুশে দেওয়া হয় এই দাবিতে

পদ 17 লূকের কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 17 যুক্ত করা হয়েছে: "প্রতি বছর নিস্তারপর্বের দিন পীলাত লোকদের উদ্দেশ্যে কারাগার থেকে একজনকে মুক্তি দিতেন।"

তারা অনড় থাকল। আর শেষ পর্যন্ত তাদের চিৎকারেরই
জয় হল। 24পীলাত তাদের অনুরোধ রক্ষা করবেন বলে
ঠিক করলেন। 25যাকে বিদ্রোহ ও খুনের অপরাধে
কারাগারে রাখা হয়েছিল তাকেই তিনি মুক্তি দিলেন;
আর যীশুকে তাদের হাতে তুলে দিলেন যেন তাকে
নিয়ে তারা যা চায় তা করতে পারে।

যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হল

(মথি 27:32-44; মার্ক 15:21-32; যোহন 19:17-27)

26তারা যখন যীশুকে নিয়ে যাচ্ছিল তখন কুরীণীয়
শহরের শিমোন নামে একজন লোককে সৈন্যরা ধরল,
সে তখন মাঠ থেকে আসছিল। তারা সেই ক্রুশটা তার
ঘাড়ে চাপিয়ে যীশুর পেছনে পেছনে সেটা বয়ে নিয়ে
যেতে তাকে বাধ্য করল। 27এক বিরাট জনতা তার
পেছনে পেছনে যাচ্ছিল; তাদের মধ্যে কিছু স্ত্রীলোকও
ছিল যারা যীশুর জন্য কান্নাকাটি ও হা- হুতাশ করতে
করতে যাচ্ছিল। 28যীশু তাদের দিকে ফিরে বললেন,
"হে জেরুশালেমের মেয়েরা, তোমরা আমার জন্য কেঁদো
না, বরং নিজেদের জন্য ও তোমাদের সন্তানদের জন্য
কাঁদ। 29কারণ এমন দিন আসছে যখন লোকে বলবে,
'বন্ধ্যা স্ত্রীলোকেরাই ধন্য; আর ধন্য সেই সব গর্ভ যা
কখনও সন্তান প্রসব করেনি, ধন্য সেই সব স্তন যা
কখনও শিশুদের পান করায় নি।' 30সেই সময় লোকে
পর্বতকে বলবে, 'আমাদের ওপরে পড়!'* তারা ছোট
ছোট পাহাড়কে বলবে, 'আমাদের চাপা দাও!' 31কারণ
গাছ সবুজ থাকতেই যদি লোকে এরকম করে, তবে
গাছ যখন শুকিয়ে যাবে তখন কি করবে?"

32দু'জন অপরাধীকে তাঁর সঙ্গে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার
জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। 33তারা "মাথার খুলি" নামে
একটা জায়গায় এসে পৌঁছাল, সেখানে ঐ দু'জন
অপরাধীর সঙ্গে তারা যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করল। তারা
একজনকে তাঁর বাঁদিকে, আর অন্যজনকে তাঁর ডানদিকে
ক্রুশে টাঙিয়ে দিল। 34তখন যীশু বললেন, "পিতা,
এদের ক্ষমা কর, কারণ এরা যে কি করছে তা জানে
না।"

তারা পাশার ঘুটি চেলে গুলিবাঁট করে নিজেদের
মাঝে তাঁর পোশাকগুলি ভাগ করে নিল। 35লোকেরা
সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছিল; ইহুদী নেতারা
ব্যঙ্গ করে তাঁকে বলতে লাগল, "ওতো অন্যদের বাঁচাতো
ও যদি ঈশ্বরের মনোনীত সেই খ্রীষ্ট হয় তবে এখন
নিজেকে বাঁচাক দেখি!"

36সৈন্যরাও তাঁর কাছে এগিয়ে এসে তাঁকে উপহাস
করতে লাগল। তারা পান করার সিরকা এগিয়ে দিয়ে
যীশুকে বলল, 37"তুই যদি ইহুদীদের রাজা, তবে নিজেকে
বাঁচা দেখি!" 38তারা একটা ফলকে "এ ইহুদীদের রাজা"
লিখে যীশুর ক্রুশের ওপর তা লটকে দিল।

39তাঁর দুপাশে যারা ক্রুশের ওপর ঝুলছিল, তাদের
মধ্যে একজন তাঁকে বিদ্রূপ করে বলল, "তুমি না
খ্রীষ্ট? আমাদেরকে ও নিজেকে বাঁচাও দেখি!"

40কিন্তু অন্য জন তাকে ধমক দিয়ে বলল, "তুমি
কি ঈশ্বরকে ভয় কর না? তুমি তো একই রকম শাস্তি
পাচ্ছ। 41আমরা যে শাস্তি পাচ্ছি তা ন্যায্য, কারণ আমরা
যা করেছি তার যোগ্য শাস্তিই পাচ্ছি; কিন্তু ইনি তো
কোন অন্যায় করেন নি।" 42এরপর সে বলল, "যীশু
আপনি যখন আপনার রাজ্যে আসবেন তখন আমার
কথা মনে রাখবেন।"

43যীশু তাকে বললেন, "আমি তোমায় সত্যি বলছি,
তুমি আজকেই আমার সঙ্গে পরমদেশে উপস্থিত হবে।"

যীশুর মৃত্যুবরণ

(মথি 27:45-56; মার্ক 15:33-41; যোহন 19:28-30)

44তখন বেলা প্রায় বারোটা; আর সেই সময় থেকে
তিনটা পর্যন্ত সমস্ত দেশ অন্ধকারে ছেয়ে গেল। 45সেই
সময় সূর্যের আলো দেখা গেল না; আর মন্দিরের
মধ্যে ভারী পর্দাটা মাঝখানে থেকে চিরে দু'ভাগ হয়ে
গেল। 46যীশু চিৎকার করে বললেন, "পিতা আমি তোমার
হাতে আমার আত্মাকে সঁপে দিচ্ছি!" এই কথা বলে
তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন।

47সেখানে উপস্থিত শতপতি এই সব ঘটনা দেখে
ঈশ্বরের প্রশংসা করে বলে উঠলেন, "ইনি সত্যিই নির্দোষ
ছিলেন!"

48যে লোকেরা সেখানে জড়ো হয়েছিল, তারা এইসব
ঘটনা দেখে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে সেখান থেকে
চলে গেল। 49কিন্তু যারা যীশুর খুবই পরিচিত ছিলেন,
তাঁরা শেষ পর্যন্ত কি ঘটে দেখার জন্য দূরে দাঁড়িয়ে
রইলেন। যে সব স্ত্রীলোক গালীল থেকে যীশুর সঙ্গে
এসেছিলেন, তাঁরাও এদের মধ্যে ছিলেন।

আরিমাথিয়ার যোষেফ

(মথি 27:57-61; মার্ক 15:42-47; যোহন 19:38-42)

50-51সেখানে যোষেফ নামে একজন লোক ছিলেন,
তিনি ছিলেন ইহুদী মহাসভার সভ্য, ভাল ও দয়ালু
ব্যক্তি। তিনি পরিষদের সিদ্ধান্ত ও কার্যকলাপের সঙ্গে
একমত হননি। যিহূদার আরিমাথিয়ার শহর থেকে তিনি
এসেছিলেন এবং ঈশ্বরের রাজ্যের আগমনের প্রতীক্ষায়
ছিলেন। 52যোষেফ পীলাতের কাছে গিয়ে যীশুর
মৃতদেহটি চাইলেন। 53পরে যীশুর দেহটি ক্রুশের ওপর
থেকে নামিয়ে নিয়ে একটি মসলিন কাপড়ে তা
জড়ালেন। এরপর পাহাড়ের গা কেটে গর্ত করা একটি
সমাধিগুহার মধ্যে দেহটি শুইয়ে রাখলেন। এই সমাধি
সম্পূর্ণ নতুন ছিল, এর আগে কাউকে কখনও এখানে
কবর দেওয়া হয় নি।

54সেই দিনটা ছিল বিশ্রামবারের আয়োজনের দিন,
আর বিশ্রামবার প্রায় শুরু হয়ে গিয়েছিল। 55যে
স্ত্রীলোকেরা যীশুর সঙ্গে সঙ্গে গালীল থেকে
এসেছিলেন, তাঁরা যোষেফের সঙ্গে গেলেন; আর সেই
সমাধিটি ও তার মধ্যে কি ভাবে যীশুর দেহ শায়িত
রাখা হল তা দেখলেন। 56এরপর তাঁরা বাড়ি ফিরে
গিয়ে বিশেষ এক ধরণের সুগন্ধি তেল ও মশলা তৈরী

'সেই ... পড়' হোশেয় 10:8

করলেন। বিশ্রামবারে তাঁরা বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে কাজকর্ম বন্ধ রাখলেন।

যীশুর পুনরুত্থানের সংবাদ

(মথি 28:1-10; মার্ক 16:1-8; যোহন 20:1-10)

24 সপ্তাহের প্রথম দিন সেই স্ত্রীলোকেরা খুব ভোরে ঐ সমাধিস্থলে এলেন। তাঁরা যে গন্ধদ্রব্য ও মশলা তৈরী করেছিলেন তা সঙ্গে আনলেন। 2তাঁরা দেখলেন সমাধিগুহার মুখ থেকে পাথরখানা একপাশে গড়িয়ে দেওয়া আছে; 3কিন্তু ভেতরে ঢুকে সেখানে প্রভু যীশুর দেহ দেখতে পেলেন না। 4তাঁরা যখন অবাক বিস্ময়ে সেই কথা ভাবছেন, সেই সময় উজ্জ্বল পোশাক পরে দু'জন ব্যক্তি হঠাৎ এসে তাঁদের পাশে দাঁড়ালেন। 5ভয়ে তাঁরা মুখ নিচু করে নতজানু হয়ে রইলেন। ঐ দুজন তাঁদের বললেন, "যিনি জীবিত, তোমরা তাঁকে মৃতদের মাঝে খুঁজছ কেন? 6তিনি এখানে নেই, তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন! তিনি যখন গালীলে ছিলেন তখন তোমাদের কি বলেছিলেন মনে করে দেখ। 7তিনি বলেছিলেন, মানবপুত্রকে অবশ্যই পাপী মানুষদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে, তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ হতে হবে; আর তিনদিনের দিন তিনি আবার মৃত্যুর মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠবেন।"

8তখন যীশুর সব কথা তাঁদের মনে পড়ে গেল। 9তারপর তাঁরা সমাধিগুহা থেকে ফিরে এসে সেই এগারো জন প্রেরিতকে ও তাঁর অনুগামীদেরকে এই ঘটনার কথা জানালেন। 10এই স্ত্রীলোকেরা হলেন মরিয়ম মগ্দলীনী, যোহানা আর যাকোবের মা মরিয়ম। তাঁদের সঙ্গে আরো কয়েকজন এই সব ঘটনা প্রেরিতদের জানালেন। 11কিন্তু প্রেরিতদের কাছে সে সব প্রলাপ বলে মনে হল, তাঁরা সেই স্ত্রীলোকদের কথা বিশ্বাস করলেন না। 12কিন্তু পিতর উঠে দৌড়ে সমাধিগুহার কাছে গেলেন। তিনি নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখলেন, কেবল যীশুর দেহে জড়ানো কাপড়গুলো সেখানে পড়ে আছে; আর যা ঘটেছে তাতে আশ্চর্য হয়ে ঘরে ফিরে গেলেন।

ইম্মায়ুর পথে

(মার্ক 16:12-13)

13ঐ দিনই দু'জন অনুগামী জেরুশালেম থেকে সাত-মাইল দূরে ইম্মায়ু নামে একটি গ্রামে যাচ্ছিলেন। 14এই যে সব ঘটনাগুলি ঘটে গেল, যেতে যেতে তাঁরা সে বিষয়েই পরস্পর আলোচনা করছিলেন। 15তাঁরা যখন এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন, এমন সময় যীশু নিজে এসে তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলেন। 16ঘটনাটি এমনভাবেই ঘটল যাতে তাঁরা যীশুকে চিনতে না পারেন। 17যীশু তাঁদের বললেন, "তোমরা যেতে যেতে পরস্পর কি নিয়ে আলোচনা করছ?"

তাঁরা থমকে দাঁড়ালেন, তাঁদের খুবই বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। 18তাঁদের মধ্যে ক্লিয়পা নামে একজন তাঁকে বললেন, "জেরুশালেমের অধিবাসীদের মধ্যে আমাদের মনে হয় আপনিই একমাত্র লোক, যিনি জানেন না গত ক'দিনে সেখানে কি কাণ্ডটাই না ঘটে গেছে।"

19যীশু তাঁদের বললেন, "কি ঘটেছে, তোমরা কিসের কথা বলছ?" তাঁরা যীশুকে বললেন, "নাসরতীয় যীশুর বিষয়ে বলছি। তিনি ছিলেন এমন একজন মানুষ, যিনি তাঁর কথা ও কাজের শক্তিতে ঈশ্বর ও সমস্ত মানুষের চোখে নিজেকে এক মহান ভাববাদীরূপে প্রমাণ করেছেন। 20কিন্তু আমাদের প্রধান যাজকরা ও নেতারা তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেবার জন্য ধরিয়ে দিল, তারা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে মারল। 21আমরা আশা করেছিলাম যে তিনিই সেই যিনি ইস্রায়েলকে মুক্ত করবেন। কেবল তাই নয়, আজ তিন দিন হল এসব ঘটে গেছে। 22আবার আমাদের মধ্যে কয়েকজন স্ত্রীলোক আমাদের অবাক করে দিলেন। তাঁরা আজ খুব ভোরে সমাধির কাছে গিয়েছিলেন; 23কিন্তু সেখানে তাঁরা যীশুর দেহ দেখতে পান নি। সেখান থেকে ফিরে এসে তাঁরা আমাদের বললেন যে তাঁরা স্বর্গদূতদের দর্শন পেয়েছেন, আর সেই স্বর্গদূতেরা তাঁদের বলেছেন যে যীশু জীবিত। 24এরপর আমাদের সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাদের মধ্যে কয়েকজন সেই সমাধির কাছে গিয়েছিলেন; আর তাঁরা দেখলেন স্ত্রীলোকেরা যা বলেছেন তা সত্য। কিন্তু তাঁরা যীশুকে সেখানে দেখতে পান নি।"

25তখন যীশু তাঁদের বললেন, "তোমরা সত্যি কিছু বোঝ না, তোমাদের মন বড়ই অসাড়, তাই ভাববাদীরা যা কিছু বলে গেছেন তোমরা তা বিশ্বাস করতে পার না। 26খ্রীষ্টের মহিমায় প্রবেশ লাভের পূর্বে কি তাঁর এইসব কষ্টভোগ করার একান্ত প্রয়োজন ছিল না?" 27আর তিনি মোশির পুস্তক থেকে শুরু করে ভাববাদীদের পুস্তকে তাঁর বিষয়ে যা যা লেখা আছে, শাস্ত্রের সে সব কথা তাঁদের বুঝিয়ে দিলেন।

28তাঁরা যে গ্রামে যাচ্ছিলেন তার কাছাকাছি এলে পর যীশু আরো দূরে যাবার ভাব দেখালেন। 29তখন তাঁরা যীশুকে খুব অনুরোধ করে বললেন, "দেখুন, বেলা পড়ে গেছে, এখন সন্ধ্যা হয়ে এল, আপনি আমাদের এখানে থেকে যান।" তাই তিনি তাঁদের সঙ্গে থাকবার জন্য ভেতরে গেলেন।

30তিনি যখন তাঁদের সঙ্গে খেতে বসলেন, তখন রুটি নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। পরে সেই রুটি টুকরো টুকরো করে তাঁদের দিলেন। 31সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের চোখ খুলে গেল, তাঁরা যীশুকে চিনতে পারলেন, আর তিনি সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। 32তখন তাঁরা পরস্পর বলাবলি করলেন, "তিনি যখন রাস্তায় আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন ও শাস্ত্র থেকে আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন আমাদের অন্তর কি আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে নি?"

33তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে উঠে জেরুশালেমে গেলেন। সেখানে তাঁরা সেই এগারোজন প্রেরিত ও তাদের সঙ্গে আরো অনেককে দেখতে পেলেন। 34প্রেরিত ও অন্যান্য যাঁরা সেখানে ছিলেন তাঁরা বললেন, "প্রভু, সত্যি জীবিত হয়ে উঠেছেন! তিনি শিমোনকে দেখা দিয়েছেন।"

35তখন সেই দু'জন অনুগামীও রাস্তায় যা ঘটেছিল তা তাঁদের কাছে ব্যক্ত করলেন। আর যীশু যখন রুটি টুকরো টুকরো করছিলেন তখন কিভাবে তাঁরা তাঁকে চিনতে পারলেন তাও জানালেন।

অনুগামীদের সামনে যীশুর আবির্ভাব

(মথি 28:16-20; মার্ক 16:14-18; যোহন 20:19-23; প্রেরিত 1:6-8)

36তাঁরা যখন এসব কথা তাদের বলছেন, এমন সময় যীশু তাঁদের মাঝে এসে দাঁড়ালেন আর বললেন, "তোমাদের শান্তি হোক!"

37কিন্তু তাঁরা ভয়ে চমকে উঠলেন। তাঁরা মনে করলেন বোধ হয় কোন ভূত দেখছেন। 38কিন্তু যীশু তাঁদের বললেন, "তোমরা এত অস্থির হচ্ছ কেন? আর তোমাদের মনে সন্দেহই বা জাগছে কেন? 39আমার হাত ও পা দেখ, আমায় স্পর্শ করে দেখ, আত্মার এইরূপ হাড়-মাংস থাকে না, কিন্তু তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার আছে।"

40এই কথা বলে তিনি তাঁদের নিজের হাত ও পা দেখালেন। 41তাঁদের এতই আনন্দ হয়েছিল যে তাঁরা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাঁরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। যীশু তাঁদের বললেন, "তোমাদের কাছে কিছু খাবার আছে কি?" 42তাঁরা তাঁকে এক টুকরো ভাজা মাছ দিলেন। 43তিনি সেটি নিয়ে তাঁদের সামনে খেলেন।

44তিনি তাঁদের বললেন, "আমি যখন তোমাদের সঙ্গে ছিলাম, তখনই তোমাদের এসব কথা বলেছিলাম, আমার সম্বন্ধে মোশির বিধি-ব্যবস্থায়, ভাববাদীদের পুস্তকে ও গীতসংহিতায় যা কিছু লেখা হয়েছে তা পূর্ণ হতেই হবে।"

45এরপর তিনি তাঁদের বুদ্ধি খুলে দিলেন, যেন তাঁরা শাস্ত্রের কথা বুঝতে পারেন। 46যীশু তাঁদের বললেন, "একথা লেখা আছে, খ্রীষ্টকে অবশ্যই কষ্ট ভোগ করতে হবে; আর তিনি মৃত্যুর তিন দিনের দিন মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠবেন। 47-48এবং পাপের জন্য অনুশোচনা ও পাপের ক্ষমার কথা অবশ্যই সমস্ত জাতির কাছে ঘোষণা করা হবে, জেরুশালেম থেকেই একাজ শুরু হবে আর তোমরাই এ সবের সাক্ষী। 49আমার পিতা যা দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা আমি তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব; কিন্তু তোমরা যে পর্যন্ত না উর্দ্ধ থেকে আসা শক্তি পরিধান করছ, সেই পর্যন্ত এই শহরেই থাক।"

যীশুর স্বর্গে প্রত্যাবর্তন

(মার্ক 16:19-20; প্রেরিত 1:9-11)

50এরপর যীশু তাঁদের বৈথনিয়া পর্যন্ত নিয়ে গেলেন, এবং হাত তুলে তাদের আশীর্বাদ করলেন। 51তিনি আশীর্বাদ করতে করতে তাঁদের ছেড়ে আকাশে উঠে যেতে লাগলেন, আর স্বর্গে উন্নীত হলেন। 52শিষ্যরা যীশুকে প্রণাম জানিয়ে মহানন্দের সঙ্গে জেরুশালেমে ফিরে গেলেন। 53আর সর্বক্ষণ মন্দিরে উপস্থিত থেকে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগলেন।

যোহন লিখিত সুসমাচার

যীশুর পৃথিবীতে আগমন

1 আদিতে বাক্য* ছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন,
আর সেই বাক্যই ঈশ্বর ছিলেন। 2সেই বাক্য আদিতে
ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন। 3তাঁর মাধ্যমেই সব কিছুর সৃষ্টি
হয়েছিল এবং এর মধ্যে তাঁকে ছাড়া কোন কিছুরই সৃষ্টি
হয় নি। 4তাঁর মধ্যে জীবন ছিল; আর সেই জীবন
জগতের মানুষের কাছে আলো নিয়ে এল। 5সেই আলো
অন্ধকারের মাঝে উজ্জ্বল হয়ে উঠল; আর অন্ধকার
সেই আলোকে জয় করতে পারে নি।

6একজন লোক এলেন তাঁর নাম যোহন; ঈশ্বর
তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। 7তিনি সেই আলোর বিষয়ে সাক্ষ্য
দেবার জন্য সাক্ষীরূপে এলেন; যাতে তাঁর মাধ্যমে
সকল লোক সেই আলোর কথা শুনে বিশ্বাস করতে
পারে। 8যোহন নিজে সেই আলো ছিলেন না; কিন্তু
তিনি এসেছিলেন যেন লোকদের কাছে সেই আলোর
বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারেন। 9প্রকৃত যে আলো, তা
সকল মানুষকে আলোকিত করতে পৃথিবীতে
এসেছিলেন।

10সেই বাক্য জগতে ছিল এবং এই জগত তাঁর
দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছিল; কিন্তু জগত তাঁকে চিনতে পারেনি।
11যে জগত তাঁর নিজস্ব সেখানে তিনি এলেন; কিন্তু
তাঁর নিজের লোকেরাই তাঁকে গ্রহণ করল না। 12কিন্তু
কিছু লোক তাঁকে গ্রহণ করল এবং তাঁকে বিশ্বাস করল।
যারা বিশ্বাস করল তাদের সকলকে তিনি ঈশ্বরের সন্তান
হবার অধিকার দান করলেন। 13ঈশ্বরের এই সন্তানরা
প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে কোন শিশুর মতো জন্ম
গ্রহণ করেনি। মা-বাবার দৈহিক কামনা-বাসনা
অনুসারেও নয়, ঈশ্বরের কাছ থেকেই তাদের এই জন্ম।

14বাক্য মানুষের রূপ ধারণ করলেন এবং আমাদের
মধ্যে বসবাস করতে লাগলেন। পিতা ঈশ্বরের একমাত্র
পুত্র হিসাবে তাঁর যে মহিমা, সেই মহিমা আমরা দেখেছি।
সেই বাক্য অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ ছিলেন। 15যোহন
তাঁর সম্পর্কে মানুষকে বললেন, "ইনিই তিনি যাঁর
সম্বন্ধে আমি বলেছি। 'যিনি আমার পরে আসছেন,
তিনি আমার থেকে মহান, কারণ তিনি আমার অনেক
আগে থেকেই আছেন।"'

16সেই বাক্য অনুগ্রহ ও সত্যে পূর্ণ ছিলেন। আমরা
সকলে তাঁর থেকে অনুগ্রহের ওপর অনুগ্রহ পেয়েছি।
17কারণ মোশির মাধ্যমে বিধি-ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছিল;
কিন্তু অনুগ্রহ ও সত্যের পথ যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে এসেছে।
18ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি; কিন্তু একমাত্র পুত্র,
যিনি পিতার কাছে থাকেন, তিনিই তাঁকে প্রকাশ
করেছেন।

যোহন যীশু সম্পর্কে লোকেদের বললেন

(মথি 3:1-12; মার্ক 1:2-8; লূক 3:15-17)

19জেরুশালেমের ইহুদীরা কয়েকজন যাজক ও
লেবীয়কে যোহনের কাছে পাঠালেন। তাঁরা এসে
যোহনকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কে?"

20যোহন একথার জবাব খোলাখুলিভাবেই দিলেন;
তিনি উত্তর দিতে অস্বীকার করলেন না। তিনি স্পষ্টভাবে
স্বীকার করলেন, "আমি সেই খ্রীষ্ট নই।"

21তখন তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে
আপনি কে? আপনি কি এলিয়?"

যোহন বললেন, "না, আমি এলিয় নই।"

ইহুদীরা জিজ্ঞেস করলেন, "তবে আপনি কি সেই
ভাববাদী?"

যোহন এর জবাবে বললেন, "না।"

22তখন তাঁরা বললেন, "তাহলে আপনি কে?
আমাদের বলুন যাতে যাঁরা আমাদের পাঠিয়েছে
তাদেরকে জবাব দিতে পারি। আপনার নিজের বিষয়ে
আপনি কি বলেন?"

23ভাববাদী যিশাইয় যা বলেছিলেন তা উল্লেখ করে
যোহন বললেন,

"আমি তাঁর রব, যিনি মরুপ্রান্তরে চিৎকার করে
বলছেন, 'তোমার প্রভুর জন্য পথ সোজা কর!"'

যিশাইয় 40:3

24যাদের পাঠানো হয়েছিল তাদের মধ্যে কিছু ফরীশী
সম্প্রদায়ের লোক ছিল। 25তাঁরা যোহনকে বললেন,
"আপনি যদি সেই খ্রীষ্ট নন, এলিয় নন, ভাববাদীও নন,
তবে আপনি বাপ্তাইজ করছেন কেন?"

26এর উত্তরে যোহন বললেন, "আমি জলে বাপ্তাইজ
করছি। তোমাদের মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে আছেন যাঁকে
তোমরা চেন না। 27তিনিই সেই লোক যিনি আমার
পরে আসছেন। আমি তাঁর পায়ের চটির ফিতে খোলবার
যোগ্য নই।"

28যর্দন নদীর অপর পারে বৈথনিয়াতে যেখানে যোহন
লোকেদের বাপ্তাইজ করছিলেন, সেইখানে এইসব
ঘটেছিল।

29পরের দিন যোহন যীশুকে তাঁর দিকে আসতে
দেখে বললেন, "ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি
জগতের পাপরাশি বহন করে নিয়ে যান! 30ইনিই সেই

বাক্য গ্রীক ভাষায় এর অর্থ হল "লোগোস" অর্থাৎ যে কোন রকমের যোগাযোগ। যাকে "বার্তা" ও বলা যেতে পারে। এখানে এর অর্থ হল খ্রীষ্ট, যিনি নিজেই সেই পথ – যে পথের সম্বন্ধে ঈশ্বর তাঁর নিজের লোকদের বলেছিলেন।

লোক, যাঁর বিষয়ে আমি বলেছিলাম, 'আমার পরে একজন আসছেন, কিন্তু তিনি আমার থেকে মহান, কারণ তিনি আমার অনেক আগে থেকেই আছেন।'
31এমনকি আমিও তাঁকে চিনতাম না, কিন্তু ইস্রায়েলীয়রা যেন তাঁকে খ্রীষ্ট বলে চিনতে পারে এইজন্য আমি এসে তাদের জলে বাপ্তাইজ করছি।"

32-33এরপর যোহন তাঁর সাক্ষ্যে বললেন, "আমি নিজেও খ্রীষ্ট কে তা জানতাম না। কিন্তু লোকদের জলে বাপ্তাইজ করতে ঈশ্বর আমাকে পাঠালেন। ঈশ্বর আমাকে বললেন, 'তুমি দেখতে পাবে এক ব্যক্তির উপর পবিত্র আত্মা এসে অধিষ্ঠান করছেন। আর তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি পবিত্র আত্মাতে বাপ্তাইজ করবেন।'"
যোহন বললেন, "আমি পবিত্র আত্মাকে স্বর্গ থেকে নেমে আসতে দেখেছি। সেই আত্মা কপোতের আকারে এসে যীশুর উপর বসলেন। 34আমি তা দেখেছি আর তাই আমি লোকেদের বলি, 'যে তিনিই ঈশ্বরের পুত্র।'"

যীশুর প্রথম শিষ্যদল

35পরদিন যোহন তাঁর দু'জন শিষ্যের সঙ্গে আবার সেখানে এলেন। 36যীশুকে সেখান দিয়ে যেতে দেখে তিনি বললেন, "ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক!"

37তাঁর সেই দু'জন শিষ্য যোহনের কথা শুনে যীশুর অনুসরণ করতে লাগলেন। 38যীশু পিছন ফিরে সেই দু'জনকে অনুসরণ করতে দেখে, তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি চাও?"

তাঁরা যীশুকে বললেন, "রব্বি, আপনি কোথায় থাকেন?" ("রব্বি" কথাটির অর্থ "গুরু"।)

39যীশু তাঁদের বললেন, "এস দেখবে।" তখন তাঁরা তিনি কোথায় থাকেন গিয়ে দেখলেন। আর সেই দিনের বাকি সময়টা তাঁরা যীশুর কাছে কাটালেন। তখন সময় ছিল প্রায় বিকাল চারটা।

40যোহনের কথা শুনে যে দু'জন লোক যীশুর পিছনে পিছনে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন শিমোন পিতরের ভাই আন্দ্রিয়। 41আন্দ্রিয় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাই শিমোনের দেখা পেয়ে তাকে বললেন, "আমরা মশীহের দেখা পেয়েছি।" "মশীহ" কথাটির অর্থ "খ্রীষ্ট।"

42আন্দ্রিয়, শিমোন পিতরকে যীশুর কাছে নিয়ে এলেন। যীশু তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি যোহনের ছেলে শিমোন, তোমাকে কৈফা বলে ডাকা হবে।" "কৈফা" কথাটির অর্থ "পিতর"।

43পরের দিন যীশু গালীলে যাবেন বলে ঠিক করলেন। সেখানে তিনি ফিলিপের দেখা পেয়ে তাঁকে বললেন, "আমায় অনুসরণ কর।" 44আন্দ্রিয় ও পিতর যে অঞ্চলে থাকতেন ফিলিপ ছিলেন, সেই বৈৎসৈদার লোক।
45ফিলিপ এবার নথনেলকে দেখতে পেয়ে বললেন, "আমরা এমন একজনের দেখা পেয়েছি যার কথা মোশি ও ভাববাদীরা বিধি-ব্যবস্থায় লিখে রেখে গেছেন। তিনি নাসরৎ নিবাসী যোষেফের ছেলে যীশু।"

46নথনেল তাঁকে বললেন, "নাসরৎ! নাসরৎ থেকে কি ভাল কিছু আসতে পারে?"

ফিলিপ বললেন, "এস দেখে যাও।"

47যীশু দেখলেন নথনেল তাঁর দিকে আসছেন। তখন তিনি তাঁর বিষয়ে বললেন, "এই দেখ একজন প্রকৃত ইস্রায়েলীয়, যার মধ্যে কোন ছলনা নেই।"

48নথনেল তাঁকে বললেন, "আপনি কেমন করে আমাকে চিনলেন?"

এর উত্তরে যীশু বললেন, "ফিলিপ আমার সম্পর্কে তোমায় বলার আগে তুমি যখন ডুমুর গাছের তলায় বসেছিলে, আমি তখনই তোমায় দেখেছিলাম।"

49নথনেল বললেন, "রব্বি (গুরু), আপনিই ঈশ্বরের পুত্র, আপনিই ইস্রায়েলের রাজা।"

50যীশু উত্তরে বললেন, "আমি তোমাকে ডুমুর গাছের তলায় দেখেছিলাম বলেই কি তুমি আমাকে বিশ্বাস করলে। এর চেয়েও আরো অনেক মহৎ জিনিস তুমি দেখতে পাবে!" 51পরে যীশু তাঁকে আরও বললেন, "সত্যি, সত্যিই আমি তোমাদের বলছি। তোমরা একদিন দেখবে স্বর্গ খুলে গেছে, আর 'ঈশ্বরের দূতেরা' মানবপুত্রের ওপর দিয়ে উঠে যাচ্ছেন আর নেমে আসছেন।"*

কান্না নগরে বিবাহ

2 তৃতীয় দিনে গালীলের কান্না নগরে একটা বিয়ে হচ্ছিল এবং যীশুর মা সেখানে ছিলেন। 2সেই বিয়ে বাড়িতে যীশু ও তাঁর শিষ্যদেরও নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল।
3যখন সমস্ত দ্রাক্ষারস ফুরিয়ে গেল, তখন যীশুর মা তাঁর কাছে এসে বললেন, "এদের আর দ্রাক্ষারস নেই।"

4যীশু বললেন, "হে নারী তুমি আমায় কেন বলছ কি করা উচিত? আমার সময় এখনও আসেনি।"

5তাঁর মা চাকরদের বললেন, "ইনি তোমাদের যা কিছু করতে বলেন তোমরা তাই কর।"

6ইহুদী ধর্মের রীতি অনুসারে আনুষ্ঠানিকভাবে হাত-পা ধোয়ার জন্য সেই জায়গায় পাথরের ছ'টা জলের জালা বসানো ছিল। এই জালাগুলির প্রতিটিতে আশি থেকে একশ লিটার জল ধরত।

7যীশু সেই চাকরদের বললেন, "এই জালাগুলিতে জল ভরে আন।" তখন তারা জালাগুলি কানায় কানায় ভরে দিল। 8তারপর যীশু তাদের বললেন, "এর থেকে কিছুটা নিয়ে ভোজের কর্তার কাছে নিয়ে যাও।" তখন তারা তাই করল।

9জল যা দ্রাক্ষারসে পরিণত হয়েছিল, ভোজের কর্তা তা আস্বাদ করলেন। সেই দ্রাক্ষারস কোথা থেকে এল তা তিনি জানতেন না; কিন্তু যে চাকরেরা জল এনেছিল তারা তা জানত। তারপর তিনি বরকে ডাকলেন। 10তিনি বললেন, "সাধারণত প্রথমে লোকে ভাল দ্রাক্ষারস পরিবেশন করে আর অতিথিরা যখন মাতাল হয়ে ওঠে তখন তাদের নিম্নমানের দ্রাক্ষারস পরিবেশন করা হয়, অথচ আমি দেখছি তোমরা ভাল দ্রাক্ষারস এখনও রেখে দিয়েছ।"

11এই প্রথম অলৌকিক চিহ্ন করে গালীলের কান্না

'ঈশ্বরের ... আসছেন' আদি 28:12

নগরে যীশু তাঁর মহিমা প্রকাশ করলেন; আর তাঁর শিষ্যেরা তাঁর ওপর বিশ্বাস করল।

যীশু মন্দিরে

(মথি 21:12-13; মার্ক 11:15-17; লূক 19:45-46)

12পরে তিনি তাঁর মা, ভাইদের ও শিষ্যদের সঙ্গে
কফরনাহুম শহরে গেলেন। সেখানে তাঁরা অল্প কিছু
দিন থাকলেন। 13ইহুদীদের নিস্তারপর্ব পালনের সময়
এগিয়ে এলে যীশু জেরুশালেমে গেলেন। 14তিনি
দেখলেন মন্দিরের মধ্যে লোকেরা গরু, ভেড়া ও পায়রা
বিক্রি করছে; আর পোদ্দাররা বসে আছে, এরা লোকের
টাকা নিয়ে বদল ও ব্যবসা করত। 15তখন তিনি কিছু
দড়ি দিয়ে একটা চাবুক তৈরী করে তা দিয়ে গরু,
ভেড়া সমেত এই সব লোকদের মন্দির চত্বর থেকে
বের করে দিলেন; আর পোদ্দারদের টাকা পয়সা সব
ছড়িয়ে টেবিল উল্টিয়ে দিলেন। 16যারা পায়রা বিক্রি
করছিল তাদের বললেন, "এখান থেকে এসব নিয়ে
যাও! আমার পিতার এই গৃহকে বাজারে পরিণত কোরো
না!"

17তাঁর শিষ্যদের মনে পড়ল শাস্ত্রে লেখা আছে:

"তোমার গৃহের প্রতি আমার উৎসাহ আমাকে গ্রাস
করবে।" *গীতসংহিতা 69:9*

18ইহুদীরা তখন এর জবাবে তাঁকে বলল, "তোমার
যে এসব করার অধিকার আছে তার প্রমাণস্বরূপ কি
কোন অলৌকিক চিহ্ন আমাদের দেখাতে পার?"

19এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, "তোমরা এই
মন্দির ভেঙ্গে ফেল, আমি তিন দিনের মধ্যে একে
আবার গড়ে তুলব।"

20তখন ইহুদীরা বলল, "এই মন্দির নির্মাণ করতে
ছেচল্লিশ বছর লেগেছিল; আর তুমি কিনা তিন দিনের
মধ্যে এটা গড়ে তুলবে?"

21কিন্তু যে মন্দিরের কথা তিনি বলছিলেন তা হচ্ছে
তাঁর দেহ। 22যখন তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত
হলেন, তখন তাঁর শিষ্যদের মনে পড়ল যে তিনি এই
কথাই বলেছিলেন, তখন তাঁরা যীশুর বিষয়ে শাস্ত্রের
কথা ও যীশুর বাক্যে বিশ্বাস করলেন।

23নিস্তারপর্বের জন্য যীশু যখন জেরুশালেমে ছিলেন,
তখন বহুলোক তাঁর ওপর বিশ্বাস করল, কারণ যীশু
সেখানে যেসব অলৌকিক চিহ্নকার্য করছিলেন তা তারা
দেখল।

24কিন্তু যীশু নিজে তাদের ওপর কোন আস্থা রাখেন
নি, কারণ তিনি এই সব লোকদের ভালভাবেই জানতেন।

25কোন লোকের কাছ থেকে মানুষের সম্বন্ধে কিছু
জানার তাঁর প্রয়োজন ছিল না, কারণ মানুষের অন্তরে
কি আছে তিনি তা জানতেন।

যীশু ও নীকদীম

3 ফরীশীদের মধ্যে নীকদীম নামে একজন লোক
ছিলেন। তিনি ইহুদী সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ নেতা।
2একদিন রাতে তিনি যীশুর কাছে এসে বললেন, "রব্বি
(গুরু), আমরা জানি আপনি একজন শিক্ষক, ঈশ্বরের
কাছ থেকে এসেছেন। ঈশ্বর সহায় না হলে কেউ কি
ঐরূপ অলৌকিক কাজ করতে পারে, যা আপনি
করছেন?"

3এর উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, "আমি তোমাদের
সত্যি বলছি, নতুন জন্ম না হলে কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের
রাজ্য দেখতে পাবে না।"

4নীকদীম তাঁকে বললেন, "মানুষ বৃদ্ধ হয়ে গেলে
কেমন করে তার আবার নতুন জন্ম হতে পারে? সে
নিশ্চয়ই দ্বিতীয় বার মায়ের গর্ভে প্রবেশ করে আবার
জন্মাতে পারে না!"

5যীশু তাঁকে বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি,
যদি কোন লোক জল ও আত্মা থেকে না জন্মায়, তবে
সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না। 6শরীর
থেকেই শরীরের জন্ম হয় আর আত্মা থেকে জন্ম হয়
আধ্যাত্মিকতার। 7আমি তোমাকে যা বললাম, তাতে
আশ্চর্য হয়ো না, 'তোমাদের নতুন জন্ম হওয়া অবশ্যই
দরকার।' 8বাতাস যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে বয় আর তুমি
তার শব্দ শুনতে পাও; কিন্তু কোথা থেকে আসে আর
কোথায় বা তা বয়ে যায় তুমি তা জানো না। আত্মা
থেকে যাদের জন্ম হয় তাদের সকলের বেলাও সেইরকম
হয়।"

9এর উত্তরে নীকদীম তাঁকে বললেন, "এটা কেমন
করে হতে পারে?"

10তখন যীশু তাঁকে বললেন, "তুমি ইস্রায়েলীয়দের
একজন গুরুত্বপূর্ণ গুরু; আর তুমি এটা জানো না?
11যা সত্য আমি তোমাকে তাই বলছি, আমরা যা জানি
তাই বলি, আমরা যা দেখেছি সেই বিষয়েই সাক্ষ্য দিই;
কিন্তু আমরা যা বলি কেন তোমরা তা গ্রহণ করো না।
12আমি তোমাদের কাছে পার্থিব বিষয়ের কথা বললে
তোমরা যদি বিশ্বাস না করো, তবে আমি স্বর্গীয় বিষয়ে
কোন কথা বললে তোমরা তা কেমন করে বিশ্বাস
করবে? 13যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন সেই মানবপুত্র
ছাড়া কেউ কখনও স্বর্গে ওঠেনি।

14"মরুভূমির মধ্যে মোশি যেমন সাপকে উঁচুতে
তুলেছিলেন, তেমনি মানবপুত্রকে অবশ্যই উঁচুতে ওঠানো
হবে। 15সুতরাং যে কেউ মানবপুত্রকে বিশ্বাস করে সেই
অনন্ত জীবন পায়।"

16কারণ ঈশ্বর এই জগতকে এতোই ভালবাসেন যে
তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে দিলেন, যেন সেই পুত্রের
ওপর যে কেউ বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয়, বরং
অনন্ত জীবন লাভ করে। 17ঈশ্বর জগতকে দোষী সাব্যস্ত
করার জন্য তাঁর পুত্রকে এজগতে পাঠাননি, বরং জগত
যেন তাঁর মধ্য দিয়ে মুক্তি পায় এইজন্য ঈশ্বর তাঁর
পুত্রকে পাঠিয়েছেন।

18যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে সে বিচারপ্রাপ্ত হয়
না। কিন্তু যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে না, সে দোষী
সাব্যস্ত হয়, কারণ সে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের ওপর
বিশ্বাস করেনি। 19আর এটাই বিচারের ভিত্তি। জগতে

আলো এসেছে, কিন্তু মানুষ আলোর চেয়ে অন্ধকারকে বেশী ভালবেসেছে, কারণ তারা মন্দ কাজ করছিল। 20যে কেউ মন্দ কাজ করে সে আলোকে ঘৃণা করে, আর সে আলোর কাছে আসে না, পাছে তার কাজের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। 21কিন্তু যে কেউ সত্যের অনুসারী হয় সে আলোর কাছে আসে, যাতে সেই আলোতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তার সকল কাজ ঈশ্বরের মাধ্যমে হয়েছে।

যীশু এবং বাপ্তিস্মদাতা যোহন

22এরপর যীশু তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে যিহূদিয়া প্রদেশে এলেন। তিনি সেখানে তাঁদের সঙ্গে থাকতে লাগলেন ও বাপ্তাইজ করতে লাগলেন। 23যোহনও শালীমের নিকট ঐনোন নামক স্থানে বাপ্তাইজ করছিলেন, কারণ সেখানে প্রচুর জল ছিল; আর লোকেরা তাঁর কাছে এসে বাপ্তিস্ম নিচ্ছিল। 24যোহন তখনও কারাগারে বন্দী হননি।

25সেই সময় ইহুদী রীতি অনুসারে শুচি হওয়ার বিষয়ে যোহনের শিষ্যদের সঙ্গে একজন ইহুদীর সঙ্গে তর্ক বাধে। 26পরে তারা যোহনের কাছে এসে বলল, "রব্বি (গুরু), তাঁকে মনে পড়ে যিনি যর্দন নদীর ওপারে আপনার সঙ্গে ছিলেন এবং যাঁর বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন? তিনি লোকেদের বাপ্তাইজ করছেন আর সবাই তাঁর কাছে যাচ্ছে।"

27এর উত্তরে যোহন বললেন, "স্বর্গ থেকে দেওয়া না হলে কেউই কোন কিছু লাভ করতে পারে না। 28তোমরা নিজেরাই শুনেছ যে আমি বলেছিলাম, 'আমি খ্রীষ্ট নই; কিন্তু আমাকে তাঁর আগেই পাঠানো হয়েছে।' 29কনে বরেরই জন্য, কিন্তু বরের বন্ধু পাশে দাঁড়িয়ে থাকে বরের কথা শোনার জন্য। আর সে যখন বরের গলা শুনতে পায় তখন খুবই আনন্দিত হয়। তাই আজ আমার সেই আনন্দ পূর্ণ হোল। 30তিনি উত্তরোত্তর বড় হবেন, আর আমি অবশ্যই নগণ্য হয়ে যাব।

একজন যিনি স্বর্গ থেকে আসেন

31"একজন যিনি উর্দ্ধ থেকে আসেন তিনি সবার উর্দ্ধে। যে এই জগতের মধ্য থেকে আসে সে জগতের, তাই সে যা কিছু বলে তা জগতের বিষয়ই বলে। যিনি স্বর্গ থেকে আসেন তিনি সবার উপরে। 32তিনি যা দেখেছেন আর শুনেছেন তারই সাক্ষ্য দেন; কিন্তু কেউই তাঁর সাক্ষ্য মেনে নিতে রাজী নয়। 33যে তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করে সে তার দ্বারা প্রমাণ করে যে ঈশ্বরই সত্য, 34কারণ ঈশ্বর যাঁকে পাঠিয়েছেন তিনি ঈশ্বরের কথাই বলেন। ঈশ্বর তাঁকে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ করেছেন। 35পিতা তাঁর পুত্রকে ভালবাসেন, আর তিনি তাঁর হাতেই সব কিছু সঁপে দিয়েছেন।

36যে কেউ পুত্রের ওপর বিশ্বাস করে সে অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়; কিন্তু যে পুত্রকে অমান্য করে সে সেই জীবন কখনও লাভ করে না, বরং তার ওপরে ঈশ্বরের ক্রোধ থাকে।"

শমরীয়ার এক স্ত্রীলোকের সঙ্গে যীশুর কথাবার্তা

4 ফরীশীরা জানতে পারল যে যীশু যোহনের চেয়ে বেশী শিষ্য করছেন ও বাপ্তাইজ করছেন। 2যদিও যীশু নিজে বাপ্তাইজ করছিলেন না, বরং তাঁর শিষ্যরাই তা করছিলেন। 3তারপর তিনি যিহূদিয়া ছেড়ে চলে গেলেন এবং গালীলেই ফিরে গেলেন। 4গালীলে যাবার সময় তাঁকে শমরীয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হোল।

5যাকোব তাঁর ছেলে যোষেফকে যে ভূমি দিয়েছিলেন তারই কাছে শমরীয়ার শুখর নামে এক শহরে যীশু গেলেন। 6এখানেই যাকোবের কুয়াটি ছিল, যীশু সেই কুয়ার ধারে এসে বসলেন কারণ তিনি হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তখন বেলা প্রায় দুপুর। 7একজন শমরীয়া স্ত্রীলোক সেখানে জল তুলতে এল। যীশু তাকে বললেন, "আমায় একটু জল খেতে দাও তো।" 8সেই সময় শিষ্যরা শহরে কিছু খাবার কিনতে গিয়েছিল।

9সেই শমরীয় স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, "একি আপনি একজন ইহুদী হয়ে আমার কাছ থেকে খাবার জন্য জল চাইছেন! আমি একজন শমরীয় স্ত্রীলোক!" ইহুদীরা শমরীয়দের সঙ্গে কোনরকম মেলামেশা করত না।

10এর উত্তরে যীশু তাকে বললেন, "তুমি যদি জানতে যে ঈশ্বরের দান কি আর কে তোমার কাছ থেকে খাবার জন্য জল চাইছেন; তাহলে তুমিই আমার কাছে জল চাইতে আর আমি তোমাকে জীবন্ত জল দিতাম।"

11স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, "মহাশয়, আপনি কোথা থেকে সেই জীবন্ত জল পাবেন? এই কুয়াটি যথেষ্ট গভীর। জল তোলার কোন পাত্রও আপনার কাছে নেই। 12আপনি কি আমাদের পিতৃপুরুষ যাকোবের চেয়ে মহান? তিনি আমাদেরকে এই কুয়াটি দিয়ে গেছেন। তিনি নিজেই এই কুয়ার জল খেতেন এবং তাঁর সন্তানেরা ও তাঁর পশুপালও এর থেকেই জল পান করত।"

13যীশু তাকে বললেন, "যে কেউ এই জল পান করবে তার আবার পিপাসা পাবে। 14কিন্তু আমি যে জল দিই তা যে পান করবে তার আর কখনও পিপাসা পাবে না। সেই জল তার অন্তরে এক প্রস্রবনে পরিণত হয়ে বইতে থাকবে, যা সেই ব্যক্তিকে অনন্ত জীবন দেবে।"

15স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, "মশায়, আমাকে সেই জল দিন, যেন আমার আর কখনও পিপাসা না পায় আর জল তুলতে আমায় এখানে আসতে না হয়।"

16তিনি তাকে বললেন, "যাও, তোমার স্বামীকে এখানে ডেকে নিয়ে এস।"

17তখন সেই স্ত্রীলোকটি বলল, "আমার স্বামী নেই।"

যীশু তাকে বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ যে তোমার স্বামী নেই। 18তোমার পাঁচ জন স্বামী হয়ে গেছে; আর এখন যে লোকের সঙ্গে তুমি আছ সে তোমার স্বামী নয়, তাই তুমি যা বললে তা সত্যি।"

19সেই স্ত্রীলোকটি তখন তাঁকে বলল, "মহাশয়, আমি দেখতে পাচ্ছি যে আপনি একজন ভাববাদী। 20আমাদের পিতৃপুরুষেরা এই পর্বতের ওপর উপাসনা করতেন।

কিন্তু আপনারা, ইহুদীরা বলেন যে জেরুশালেমেই সেই জায়গা যেখানে লোকেদের উপাসনা করতে হবে।"

21যীশু তাকে বললেন, "হে নারী, আমার কথায় বিশ্বাস কর! সময় আসছে যখন তোমরা পিতা ঈশ্বরের উপাসনা এই পাহাড়ে করবে না, জেরুশালেমেও নয়। 22তোমরা শমরীয়রা কি উপাসনা কর তোমরা তা জানো না। আমরা ইহুদীরা কি উপাসনা করি আমরা তা জানি, কারণ ইহুদীদের মধ্য থেকেই পরিত্রাণ আসছে। 23সময় আসছে, বলতে কি তা এসে গেছে, যখন প্রকৃত উপাসনাকারীরা আত্মায় ও সত্যে পিতা ঈশ্বরের উপাসনা করবে। পিতা ঈশ্বরও এইরকম উপাসনাকারীদেরই চান। 24ঈশ্বর আত্মা, যারা তাঁর উপাসনা করে তাদেরকে আত্মায় ও সত্যে উপাসনা করতে হবে।"

25তখন সেই স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, "আমি জানি, মশীহ আসছেন। মশীহকে তারা খ্রীষ্ট বলে। যখন তিনি আসবেন, তখন আমাদেরকে সব কিছু জানাবেন।"

26যীশু তাকে বললেন, "তোমার সঙ্গে যে কথা বলছে আমিই সেই মশীহ।"

27সেই সময় তাঁর শিষ্যরা ফিরে এলেন। একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে যীশুকে কথা বলতে দেখে তাঁরা আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তবু কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন না, "আপনি কি চাইছেন?" বা "আপনি কি জন্য ওর সঙ্গে কথা বলছেন?"

28সেই স্ত্রীলোকটি তখন তার কলসী ফেলে রেখে গ্রামে গেল, আর লোকদের বলল, 29"তোমরা এস, একজন লোককে দেখ, আমি যা কিছু করেছি, তিনি আমাকে সে সব বলে দিলেন। তিনিই কি সেই মশীহ নন?"

30তখন লোকেরা শহর থেকে বের হয়ে যীশুর কাছে আসতে লাগল।

31এরই মাঝে তাঁর শিষ্যরা তাঁকে অনুরোধ করে বললেন, "রব্বি (গুরু), আপনি কিছু খেয়ে নিন!"

32কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, "আমার কাছে এমন খাবার আছে যার কথা তোমরা কিছুই জান না।"

33তখন তাঁর শিষ্যরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, "তাহলে কি কেউ তাঁকে কিছু খাবার এনে দিয়েছে?"

34তখন যীশু তাঁদের বললেন, "যিনি আমায় পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা পালন করা ও তাঁর যে কাজ তিনি আমায় করতে দিয়েছেন তা সম্পন্ন করাই হোল আমার খাবার। 35তোমরা প্রায়ই বলে থাক, 'আর চার মাস বাকী আছে, তারপরই ফসল কাটার সময় হবে।' কিন্তু তোমরা চোখ মেলে একবার ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে দেখ, ফসল কাটবার মতো সময় হয়েছে। 36যে ফসল কাটছে সে এখনই তার মজুরী পাচ্ছে, আর সে তা করছে অনন্ত জীবন লাভের জন্য। তার ফলে বীজ যে বোনে আর ফসল যে কাটে উভয়েই একই সঙ্গে আনন্দিত হয়। 37এই প্রবাদ বাক্যটি সত্য যে, 'একজন বীজ বোনে আর অন্যজন কাটে।' 38আমি তোমাদের এমন ফসল কাটতে পাঠিয়েছি, যার জন্য তোমরা কোন পরিশ্রম করনি। তার জন্য অন্যেরা খেটেছে আর তোমরা তাদের কাজের ফসল তুলছ।"

39সেই শহরের অনেক শমরীয় তাঁর ওপর বিশ্বাস করল, কারণ সেই স্ত্রীলোকটি সাক্ষ্য দিচ্ছিল, "আমি যা যা করেছি সবই তিনি আমাকে বলে দিয়েছেন।" 40শমরীয়রা তাঁর কাছে এসে যীশুকে তাদের সঙ্গে থাকতে অনুরোধ করল। তখন তিনি দুদিন সেখানে থাকলেন। 41আরও অনেক লোক তাঁর কথা শুনে তাঁর ওপর বিশ্বাস করল।

42তারা সেই স্ত্রীলোকটিকে বলল, "প্রথমে তোমার কথা শুনে আমরা বিশ্বাস করেছিলাম; কিন্তু এখন আমরা নিজেরা তাঁর কথা শুনে বিশ্বাস করেছি ও বুঝতে পেরেছি যে ইনি সত্যিই জগতের উদ্ধারকর্তা।"

এক রাজ-কর্মচারীর ছেলেকে যীশু সুস্থ করলেন

(মথি 8:5-13; লূক 7:1-10)

43দু'দিন পর তিনি সেখান থেকে গালীলে চলে গেলেন। 44কারণ যীশু নিজেই বলেছিলেন যে একজন ভাববাদী কখনও তাঁর নিজের দেশে সম্মান পান না। 45তাই তিনি যখন গালীলে এলেন, গালীলের লোকেরা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করল। জেরুশালেমে নিস্তারপর্বের সময় তিনি যা যা করেছিলেন তা তারা দেখেছিল, কারণ তারাও সেই পর্বের সময় সেখানে গিয়েছিল।

46পরে যীশু আবার গালীলের কান্না নগরে গেলেন। এখানেই তিনি জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করেছিলেন। কফরনাহুম শহরে একজন রাজ-কর্মচারীর ছেলে খুবই অসুস্থ ছিল। 47তিনি যখন শুনলেন যে যীশু যিহূদিয়া থেকে গালীলে এসেছেন, তখন যীশুর কাছে গিয়ে তাঁকে মিনতি করে বললেন, তিনি যেন কফরনাহুমে গিয়ে তার ছেলেকে সুস্থ করেন, কারণ তার ছেলে তখন মৃত্যুশয্যায় ছিল।

48যীশু তাকে বললেন, "তোমরা কেউই কোন অলৌকিক চিহ্ন ও বিস্ময়কর কাজের নিদর্শন না পেলে আমার উপর বিশ্বাস করবে না।"

49সেই রাজ-কর্মচারী তাঁকে বললেন, "মহাশয়, আমার ছেলেটি মারা যাবার আগে অনুগ্রহ করে আসুন!"

50যীশু তাঁকে বললেন, "বাড়ি যাও, তোমার ছেলে বাঁচল।" যীশু তাঁকে যে কথা বললেন, সে কথা তিনি বিশ্বাস করে বাড়ি চলে গেলেন।

51তিনি যখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলেন তখন পথে তাঁর চাকরেরা তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলল, "আপনার ছেলে ভাল হয়ে গেছে।"

52তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "সে কখন ভাল হয়েছে?"

তারা বলল, "গতকাল দুপুর একটার সময় তার জ্বর ছেড়েছে।"

53ছেলেটির বাবা বুঝতে পারলেন যে ঠিক সেই সময়ই যীশু তাকে বলেছিলেন, "তোমার ছেলে বাঁচল।" তখন

সেই রাজ-কর্মচারী ও তাঁর পরিবারের সকলে যীশুর ওপর বিশ্বাস করলেন।

54যিহূদিয়া থেকে গালীলে আসার পর যীশু এই দ্বিতীয়বার অলৌকিক কাজ করলেন।

পুকুরপাড়ে এক পঙ্গুকে যীশু আরোগ্য দান করলেন

5 এরপর ইহুদীদের এক বিশেষ পর্বের সময় এলে যীশু জেরুশালেমে গেলেন। 2জেরুশালেমে মেষ-ফটকের কাছে একটা পুকুর ছিল। ইব্রীয়তে সেই পুকুরটিকে "বৈথেস্দা" বলত। এই পুকুরটির পাঁচটা চাঁদনী ঘাট ছিল; 3ঘাটের সেইসব চাতালে অনেক অসুস্থ লোক শুয়ে থাকত; তাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্ধ, কেউ কেউ খোঁড়া, এমনকি পঙ্গু রোগীও থাকত।* 5সেখানে একজন লোক ছিল যে আটত্রিশ বছর ধরে রোগে ভুগছিল। 6যীশু তাকে সেখানে পড়ে থাকতে দেখলেন। তিনি জানতেন যে সে দীর্ঘদিন ধরে রোগে ভুগছে। যীশু তাকে বললেন, "তুমি কি সুস্থ হতে চাও?"

7সেই অসুস্থ লোকটি বলল, "মহাশয় আমার এমন কোন লোক নেই, জল কেঁপে ওঠার সময় যে আমাকে পুকুরে নামিয়ে দেবে। আমি ওখানে পৌঁছানোর আগেই কেউ না কেউ আমার আগে পুকুরে নেমে পড়ে।"

8যীশু তাকে বললেন, "ওঠ! তোমার বিছানা গুটিয়ে নাও, হেঁটে বেড়াও।" 9লোকটি সঙ্গে সঙ্গে ভাল হয়ে গেল, আর তার বিছানা তুলে নিয়ে হাঁটতে থাকল।

এঘটনা বিশ্রামবারে ঘটল, 10তাই যে লোকটি আরোগ্য লাভ করেছিল তাকে ইহুদীরা বলল, "আজ বিশ্রামবার, এভাবে তোমার বিছানা বয়ে বেড়ানো বিধি-ব্যবস্থা বিরুদ্ধ কাজ হচ্ছে।"

11সে তখন তাদের বলল, "যিনি আমাকে সারিয়ে তুলেছেন তিনি বলেছিলেন, 'তোমার বিছানা তুলে নিয়ে হেঁটে বেড়াও।'"

12তারা সেই লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, "কে তোমাকে বলেছে যে তোমার বিছানা গুটিয়ে নিয়ে হেঁটে বেড়াও?"

13কিন্তু যে লোকটি আরোগ্যলাভ করেছিল সে জানত না, তিনি কে। কারণ সেই জায়গায় অনেক লোক ভিড় করেছিল, এবং যীশু সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন।

14পরে যীশু মন্দিরের মধ্যে সেই লোকটিকে দেখতে পেয়ে তাকে বললেন, "দেখ, তুমি এখন সুস্থ হয়ে গেছ; আর পাপ কোরো না, যাতে তোমার আরও খারাপ কিছু না হয়!"

15এরপর সেই লোকটি ইহুদীদের কাছে গিয়ে বলল যে, যীশুই তাকে আরোগ্য দান করেছেন।

16আর এই কারণেই ইহুদীরা যীশুকে নির্যাতন করতে শুরু করল; কারণ তিনি বিশ্রামবারে এইসব কাজ করছিলেন। 17তখন যীশু তাদের বললেন, "আমার পিতা সব সময় কাজ করে চলেছেন, তাই আমিও কাজ করি।"

18তখন ইহুদীরা যীশুকে হত্যা করার জন্য আরো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠল। তারা বলল, "তিনি যে কেবল বিশ্রামবারের বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধ কাজ করছিলেন তাই নয়; তিনি ঈশ্বরকে তাঁর পিতা বলে সম্বোধন করেছিলেন। আর এইভাবে তিনি নিজেকে ঈশ্বরের সমান করছিলেন!"

ঈশ্বরের ক্ষমতা যীশুর আছে

19এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি; পুত্র নিজে থেকে কিছু করতে পারেন না। পিতাকে যা করতে দেখেন কেবল তাই করতে পারেন। পিতা যা কিছু করেন পুত্রও তাই করেন। 20পিতা পুত্রকে ভালবাসেন, আর পিতা যা কিছু করেন তা পুত্রকে দেখান আর এর থেকে আরো মহৎ মহৎ কাজ পুত্রকে তিনি দেখাবেন, তখন তোমরা আশ্চর্য হয়ে যাবে। 21পিতা মৃতদের জীবন দান করে উঠান, তেমনি পুত্রও যাকে ইচ্ছা করেন তাকে জীবন দেন। 22পিতা কারও বিচার করেন না, কিন্তু সমস্ত বিচারের ভার তিনি পুত্রকে দিয়েছেন। 23যাতে পিতাকে যেমন সমস্ত লোক সম্মান করে তেমনি পুত্রকেও সম্মান করে। যে পুত্রকে সম্মান করে না, সে পিতাকেও সম্মান করে না, কারণ পিতাই সেইজন যিনি পুত্রকে পাঠিয়েছেন।

24"আমি তোমাদের সত্যি বলছি; যে কেউ আমার কথা শোনে, আর যিনি আমায় পাঠিয়েছেন তাঁর ওপর বিশ্বাস করে সে অনন্ত জীবন লাভ করে এবং সে অপরাধী বলে বিবেচিত হবে না। সে মৃত্যু থেকে জীবনে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। 25আমি তোমাদের সত্যি বলছি সময় আসছে; বলতে কি এসে গেছে, যখন মৃতেরা ঈশ্বরের পুত্রের রব শুনবে, আর যারা শুনবে তারা বাঁচবে। 26পিতার নিজের যেমন জীবন দান করার ক্ষমতা রয়েছে ঠিক তেমনই তিনি তাঁর পুত্রকেও জীবন দান করার ক্ষমতা দিয়েছেন। 27এবং পিতা সেই পুত্রের হাতেই সমস্ত বিচারের অধিকার দিয়েছেন, কারণ এই পুত্রই মানবপুত্র। 28এই কথা শুনে তোমরা অবাক হয়ো না, কারণ সময় আসছে, যারা কবরের মধ্যে আছে তারা সবাই মানবপুত্রের রব শুনবে। 29তারপর তারা তাদের কবর থেকে বের হয়ে আসবে। যারা সৎকর্ম করেছে তারা উত্থিত হবে ও অনন্ত জীবন লাভ করবে। আর যারা মন্দ কাজ করেছিল তারা পুনরুত্থিত হবে এবং দোষী বলে বিবেচিত হবে।

যীশু ইহুদীদের সাথে কথা বলতে থাকলেন

30"আমি নিজের থেকে কিছুই করতে পারি না। আমি (ঈশ্বরের কাছ থেকে) যেমন শুনি তেমনি বিচার করি; আর আমি যা বিচার করি তা ন্যায্য, কারণ আমি আমার ইচ্ছামতো কাজ করি না, বরং যিনি (ঈশ্বর)

পদ 3 কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 3 এবং 4 যুক্ত করা হয়েছে: "তারা জল কেঁপে ওঠার অপেক্ষায় থাকত," 4 কারণ বিশেষ বিশেষ সময় প্রভুর এক দূত ঐ পুকুরে নেমে এসে জল আলোড়িত করতেন। আর ঐ জলকম্পের পরেই প্রথমে যে জলে নামতে পারত তার যে কোন রোগ ভাল হয়ে যেত।"

আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁরই ইচ্ছাপূরণ করার চেষ্টা করি।

31"আমি যদি আমার নিজের পক্ষে সাক্ষ্য দিই তবে আমার সেই সাক্ষ্য সত্য বলে গৃহীত হবে না। 32অন্য একজন আছেন যিনি আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেন এবং আমি জানি যে সাক্ষ্যই তিনি দেন না কেন তা সত্য।

33"তোমরা সকলেই যোহনের কাছে লোক পাঠিয়েছ, আর তিনি সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন। 34কিন্তু আমি কোন মানুষের সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করি না। তবু আমি এসব কথা বলছি, যাতে তোমরা উদ্ধার পেতে পার। 35যোহন ছিলেন সেই প্রদীপের মতো যা জ্বলে এবং আলো দেয়; আর তোমরা কিছু সময়ের জন্য তার সেই আলো উপভোগ করে আনন্দিত হয়েছিলে।

36"কিন্তু যোহনের সাক্ষ্য থেকে আরো বড় সাক্ষ্য আমার আছে; কারণ পিতা যে সব কাজ আমায় করতে দিয়েছেন, সে সব কাজ আমিই করছি, আর তাই প্রমাণ করছে যে পিতা আমায় পাঠিয়েছেন। 37পিতা যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন এমনকি আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন, তোমরা কেউই কখনও তাঁর রব শোননি, তাঁর আকারও দেখনি। 38আর তাঁর শিক্ষাও তোমাদের অন্তরে নেই, কারণ ঈশ্বর যাঁকে পাঠিয়েছেন, তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করো না।

39তোমরা সকলেই খুব মনোযোগ সহকারে শাস্ত্রগুলি পড়, কারণ তোমরা মনে করো সেগুলির মধ্য দিয়েই তোমরা অনন্ত জীবন লাভ করবে আর সেই শাস্ত্রগুলিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে! 40তবু তোমরা সেই জীবন লাভ করতে আমার কাছে আসতে চাও না।

41"মানুষের প্রশংসা আমি গ্রহণ করি না। 42আমি তোমাদের সকলকেই জানি, আর এও জানি যে তোমরা ঈশ্বরকে ভালোবাসো না। 43আমি আমার পিতার নামে এসেছি, তবু তোমরা আমায় গ্রহণ করো না; কিন্তু অন্য কেউ যদি তার নিজের নামে আসে তাকে তোমরা গ্রহণ করবে। 44তোমরা কিভাবে বিশ্বাস করতে পারো? তোমরা তো একজন অন্য জনের কাছ থেকে প্রশংসা পেতে চাও। আর যে প্রশংসা একমাত্র ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে তার খোঁজ তোমরা করো না। 45মনে করো না যে আমিই সেই ব্যক্তি যে পিতার কাছে তোমাদের ওপর দোষারোপ করব। তোমাদের সাহায্য করবেন বলে যে মোশির উপর তোমরা আশা রাখো তিনিই তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন। 46তোমরা যদি মোশিকে বিশ্বাস করতে তবে আমাকেও বিশ্বাস করতে, কারণ মোশি তো আমার বিষয়েই লিখেছেন। 47তোমরা যখন মোশির লেখায় বিশ্বাস করো না, তখন আমি যা বলি তা কেমন করে বিশ্বাস করবে?"

যীশু পাঁচ হাজারের বেশী লোককে খাওয়ালেন

(মথি 14:13-21; মার্ক 6:30-44; লূক 9:10-17)

6 এরপর যীশু গালীল হ্রদের অপর পারে গেলেন, এই হ্রদকে তিবিরিয়াও বলে। 2বহু লোক তাঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগল, কারণ রোগীদের সুস্থ করতে তিনি যে সব অলৌকিক চিহ্ন করতেন তা তারা দেখেছিল। 3যীশু এবং তাঁর শিষ্যরা পাহাড়ের উপরে গিয়ে সেখানে বসলেন। 4সেই সময় ইহুদীদের নিস্তারপর্ব এগিয়ে আসছিল।

5যীশু যখন দেখলেন বহু লোক তাঁর কাছে আসছে তখন তিনি ফিলিপকে বললেন, "এই লোকেদের খেতে দেবার জন্য আমরা কোথায় রুটি কিনতে পাব?" 6যীশু তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্যই একথা বললেন, কারণ যীশু কি করবেন তা তিনি আগেই জানতেন।

7ফিলিপ যীশুকে বললেন, "প্রত্যেকের হাতে এক টুকরো করে রুটি দিতে গেলে সারা মাসের রোজগারে রুটি কিনলেও তা যথেষ্ট হবে না।"

8যীশুর শিষ্যদের মধ্যে আর একজন, যার নাম আন্দ্রিয়, ইনি শিমোন পিতরের ভাই, তিনি যীশুকে বললেন, 9"এখানে একটা ছোট ছেলে আছে, যার কাছে যবের পাঁচটা রুটি আর ছোট্ট দুটো মাছ আছে; কিন্তু এত লোকের জন্য নিশ্চয়ই সেগুলি যথেষ্ট হবে না।"

10যীশু বললেন, "লোকদের বসিয়ে দাও।" সেই জায়গায় অনেক ঘাস ছিল। তখন সব লোকেরা বসে গেল। সেখানে প্রায় পাঁচ হাজার পুরুষ ছিল। 11এরপর যীশু সেই রুটি ক'খানা নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন এবং যারা সেখানে বসেছিল তাদের সেগুলি ভাগ করে দিলেন। আর তিনি মাছও ভাগ করে দিলেন। যে যত চাইল তত পেল।

12তারা পরিতৃপ্ত হলে, যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, "যে সব টুকরো-টাকরা পড়ে আছে তা জড়ো কর; যেন কোন কিছু নষ্ট না হয়।"

13তখন তাঁরা সে সব জড়ো করলেন, লোকেরা খাবার পরে যবের সেই পাঁচ খানা রুটির টুকরো-টাকরা যা পড়ে ছিল শিষ্যেরা তা জড়ো করলে বারো টুকরী ভর্তি হয়ে গেল।

14লোকেরা যীশুকে এই অলৌকিক চিহ্ন করতে দেখে বলতে লাগল, "জগতে যাঁর আগমনের কথা আছে ইনি নিশ্চয়ই সেই ভাববাদী।"

15এতে যীশু বুঝলেন লোকেরা তাঁকে রাজা করবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাই তিনি তাদের ছেড়ে একাই সেই পাহাড়ে উঠে গেলেন।

যীশু জলের ওপর দিয়ে হাঁটলেন

(মথি 14:22-27; মার্ক 6:45-52)

16সন্ধ্যা হলে যীশুর শিষ্যরা হ্রদের ধারে নেমে গেলেন। 17তাঁরা একটা নৌকায় উঠে হ্রদের অপর পারে কফরনাহুমের দিকে যেতে থাকলেন। তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, আর যীশু তখনও তাদের কাছে আসেননি। 18আর খুব জোরে ঝোড়ো বাতাস বইছিল, ফলে হ্রদে বড় বড় ঢেউ উঠছিল।

19এরই মধ্যে তিন চার মাইল নৌকা বেয়ে যাবার পর যীশুর শিষ্যরা দেখলেন, যীশু জলের ওপর দিয়ে হেঁটে আসছেন। তিনি যখন নৌকার কাছাকাছি এলেন, তখন শিষ্যরা খুব ভয় পেয়ে গেলেন। 20কিন্তু তিনি

তাঁদের বললেন, "এই যে আমি; ভয় পেও না।" 21তখন তাঁরা খুশী হয়ে যীশুকে নৌকাতে তুলে নিলেন। আর তাঁরা যেখানে যাচ্ছিলেন নৌকা তখনই সেখানে পৌঁছে গেল।

লোকেরা যীশুকে খুঁজতে লাগল

22হ্রদের অপর পারে যে জনতা ছিল, পরের দিন তারা বুঝতে পারল যে কেবলমাত্র একটা নৌকাই সেখানে ছিল আর যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে তাতে ওঠেননি। তাঁর শিষ্যরা নিজেরাই চলে গিয়েছিলেন। 23কিন্তু যেখানে প্রভুকে ধন্যবাদ দেওয়ার পর লোকেরা রুটি খেয়েছিল, সেইখানে তখন তিবিরিয়া থেকে কয়েকটা নৌকা এল। 24কিন্তু যখন লোকেরা দেখল যে যীশু বা তাঁর শিষ্যরা কেউই সেখানে নেই, তখন তারা নৌকায় চড়ে যীশুর খোঁজে কফরনাহূমে চলে গেল।

যীশুই আমাদের জীবন রুটি

25তারা হ্রদের অপর পারে যীশুকে দেখতে পেয়ে বলল, "গুরু, আপনি এখানে কখন এসেছেন?"

26এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা অলৌকিক চিহ্ন দেখেছ বলে যে আমার খোঁজ করছ তা নয়; কিন্তু তোমরা রুটি খেয়ে তৃপ্ত হয়েছিলে বলেই আমার খোঁজ করছ। 27খাদ্যের মতো নশ্বর বস্তুর জন্য কাজ কোরো না; কিন্তু যে খাদ্য প্রকৃতই স্থায়ী ও যা অনন্ত জীবন দান করে, তার জন্য কাজ কর; যা মানবপুত্র তোমাদের দেবেন। কারণ পিতা ঈশ্বর তোমাদের দেখিয়েছেন যে তিনি মানবপুত্রের সঙ্গেই আছেন।"

28তারা তাঁকে বলল, "ঈশ্বরের কাজ করার জন্য আমাদের কি করতে হবে?"

29এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, "ঈশ্বর যাঁকে পাঠিয়েছেন তোমরা যেন তাঁকে বিশ্বাস কর। এই হোল ঈশ্বরের কাজ।"

30তারা তাঁকে বলল, "আপনি কি এমন অলৌকিক কাজ করছেন, যা দেখে আমরা জানতে পারব যে আপনিই সেই ব্যক্তি যাঁকে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন ও আপনার ওপর বিশ্বাস করব? 31আমাদের পিতৃপুরুষেরা মরুপ্রান্তরে মান্না খেয়েছিল। যেমন শাস্ত্রে লেখা আছে: 'তিনি তাদের খাবার জন্য স্বর্গ থেকে রুটি দিলেন।"'*

32তখন যীশু তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি; মোশি স্বর্গ থেকে সেই রুটি তোমাদের দেন নি, কিন্তু আমার পিতাই স্বর্গ থেকে সত্যিকারের রুটি তোমাদের দেন। 33স্বর্গ থেকে নেমে এসে যিনি জগত সংসারে জীবন দান করেন তিনিই ঈশ্বরের দেওয়া রুটি।"

34তারা তাঁকে বলল, "মহাশয়, সেই রুটি সব সময় আমাদের দিন।"

35যীশু তাদের বললেন, "আমিই সেই রুটি যা জীবন দান করে। যে কেউ আমার কাছে আসে সে কখনও ক্ষুধার্ত হবে না, আর যে কেউ আমার ওপর বিশ্বাস করে তার আর কখনও পিপাসা পাবে না। 36কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমরা আমায় দেখেছ অথচ আমায় বিশ্বাস কর না। 37পিতা আমাকে যাদের দেন, তারা প্রত্যেকেই আমার কাছে আসবে। আর যারা আমার কাছে আসে, আমি তাদের কখনই ফিরিয়ে দেব না। 38কারণ আমি আমার খুশী মত কাজ করতে স্বর্গ থেকে নেমে আসিনি, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে এসেছি। 39যিনি আমায় পাঠিয়েছেন তাঁর ইচ্ছা এই যে যাদের তিনি আমায় দিয়েছেন তাদের একজনকেও যেন আমি না হারাই; বরং শেষ দিনে যেন তাদের সকলকে আমি উঠাই। 40আমার পিতা এই চান, যে কেউ তাঁর পুত্রকে দেখে ও তাতে বিশ্বাস করে, সে যেন অনন্ত জীবন লাভ করে; আর আমিই তাকে শেষ দিনে উঠাব।"

41তখন ইহুদীরা যীশুর সম্পর্কে গুঞ্জন শুরু করল, কারণ তিনি বলেছিলেন, "আমিই সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে।" 42তারা বলল, "তিনি কি যোষেফের ছেলে নন? আমরা কি এর বাবা মাকে চিনি না? তাহলে এখন কেমন করে তিনি বলছেন, 'আমি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি'?"

43এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, "নিজেদের মধ্যে ওসব বচসা বন্ধ কর। 44যিনি আমায় পাঠিয়েছেন সেই পিতা না আনলে কেউই আমার কাছে আসতে পারে না; আর আমিই তাকে শেষ দিনে জীবিত করে তুলব। 45ভাববাদীদের পুস্তকে লেখা আছে: 'তারা সকলেই ঈশ্বরের কাছে শিক্ষা লাভ করবে।'* যে কেউ পিতার কাছে শুনে শিক্ষা পেয়েছে সেই আমার কাছে আসে। 46আমি বলছি না যে, কেউ পিতাকে দেখেছেন। কেবলমাত্র যিনি পিতার কাছ থেকে এসেছেন তিনিই পিতাকে দেখেছেন। 47আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে কেউ বিশ্বাস করেছে সেই অনন্ত জীবন পেয়েছে। 48আমিই সেই রুটি যা জীবন দেয়। 49তোমাদের পিতৃপুরুষেরা মরুপ্রান্তরে মান্না খেয়েছিল, কিন্তু তবু তারা মারা গিয়েছিল। 50এ সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে আসে; আর কেউ যদি তা খায়, তবে সে মরবে না। 51আমিই সেই জীবন্ত রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। কেউ যদি এই রুটি খায় তবে সে চিরজীবি হবে। যে রুটি আমি দেব তা হোল আমার দেহের মাংস। তা আমি দিই যাতে জগত জীবন পায়।"

52এই কথা শুনে ইহুদীদের মধ্যে তর্ক বেধে গেল। তারা বলতে লাগল, "এই লোকটা কেমন করে তার দেহের মাংস আমাদের খেতে দিতে পারে?"

53যীশু তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি; তোমরা যদি মানবপুত্রের মাংস না খাও ও তাঁর রক্ত পান না কর, তাহলে তোমাদের মধ্যে জীবন নেই। 54যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে সে অনন্ত জীবন পায়, আর শেষ দিনে আমি তাকে উঠাবো। 55আমার মাংসই প্রকৃত খাদ্য ও আমার রক্তই

'তিনি ... দিলেন' গীত 78:24

'তারা ... করবে' যিশ 54:13

প্রকৃত পানীয়। 56যে আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে সে আমার মধ্যে থাকে, আর আমিও তার মধ্যে থাকি। 57যেমন জীবন্ত পিতা আমাকে পাঠিয়েছেন, আর পিতার জন্য আমি জীবিত আছি, ঠিক সেরকম যে আমাকে খায় সে আমার দরুণ জীবিত থাকবে। 58এ সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিল। এটা তেমন রুটি নয় যা তোমাদের পিতৃপুরুষেরা খেয়েছিল এবং তা সত্ত্বেও পরে তারা সকলে মারা গিয়েছিল। এই রুটি যে খায় সে চিরজীবি হবে।" 59কফরনাহূমের সমাজ-গৃহে শিক্ষা দেবার সময় যীশু এই সব কথা বললেন।

অনন্ত জীবনের বাক্যসকল

60যীশুর শিষ্যদের মধ্যে অনেকে তাঁর এই কথা শুনে বলল, "এ বড়ই কঠিন কথা; কে এ গ্রহণ করতে পারে?"

61যীশু অন্তরে জানতে পারলেন যে তাঁর শিষ্যরা এই বিষয় নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করছে। তাই তিনি তাদের বললেন, "এই শিক্ষায় কি তোমরা ধাক্কা পেয়েছ? 62তবে মানবপুত্র আগে যেখানে ছিলেন উর্দ্ধে সেখানে তাঁকে ফিরে যেতে দেখলে তোমরা কি বলবে? 63আত্মাই জীবন দান করে, রক্ত মাংসের শরীর কোন উপকারে আসে না। আমি তোমাদের সকলকে যে সব কথা বলেছি তা হল আধ্যাত্মিক আর তাই জীবন দান করে। 64কিন্তু তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা বিশ্বাস করে না।" কারণ যীশু শুরু থেকেই জানতেন কে কে তাঁকে বিশ্বাস করে না, আর কেই বা তাঁকে শত্রুর হাতে ধরিয়ে দেবে।

65তাই তিনি বললেন, "এজন্য আমি তোমাদের বলেছি, 'পিতা ইচ্ছা না করলে কেউই আমার কাছে আসতে পারে না।'"

66এই কারণেই তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকে পিছিয়ে গেল, তাঁর সঙ্গে চলাফেরা বন্ধ করে দিল।

67তখন যীশু সেই বারোজন প্রেরিতকে বললেন, "তোমরাও কি চলে যেতে চাইছ?"

68শিমোন পিতর বললেন, "প্রভু, আমরা কার কাছে যাব? আপনার কাছে সেই বাণী আছে যা অনন্ত জীবন দান করে। 69আমরা বিশ্বাস করি ও জানি যে আপনিই সেই পবিত্র একজন, যিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন।"

70এর উত্তরে যীশু তাঁদের বললেন, "আমি কি তোমাদের বারোজনকে মনোনীত করিনি? তবু তোমাদের মধ্যে একজন দিয়াবল আছে।"

71তিনি শিমোন ঈষ্করিয়োতের ছেলে যিহূদার বিষয়ে বলছিলেন, কারণ যিহূদা সেই বারো জনের মধ্যে একজন হলেও পরে যীশুকে শত্রুর হাতে তুলে দেবে।

যীশু ও তাঁর ভাইরা

7 এরপর যীশু গালীলের চারদিকে ভ্রমণ করছিলেন। তিনি যিহূদিয়ায় ভ্রমণ করতে চাইলেন না, কারণ ইহুদীরা তাঁকে খুন করবার সুযোগ খুঁজছিল। 2এই সময় ইহুদীদের কুটিরবাস পর্ব* এগিয়ে আসছিল। 3তখন তাঁর ভাইরা তাঁকে বলল, "তুমি এই জায়গা ছেড়ে যিহূদিয়াতে ঐ উৎসবে যাও; যাতে তুমি যে সব অলৌকিক কাজ করছ তা তোমার শিষ্যরাও দেখতে পায়। 4কারণ কেউ যদি প্রকাশ্যে নিজেকে তুলে ধরতে চায় তবে সে নিশ্চয়ই তার কাজ গোপন করবে না। তুমি যখন এত সব মহৎ কাজ করছ তখন নিজেকে জগতের কাছে প্রকাশ কর। যেন সবাই তা দেখতে পায়।" 5তাঁর ভাইরাও তাঁর ওপর বিশ্বাস করত না। 6যীশু তাঁর ভাইদের বললেন, "আমার নিরূপিত সময় এখনও আসেনি; কিন্তু তোমাদের যাওয়ার জন্য যে কোন সময় সঠিক; এখনই তোমরা যেতে পার। 7জগত সংসার তোমাদের ঘৃণা করতে পারে না, কিন্তু আমাকে ঘৃণা করে। কারণ পৃথিবীর লোকেরা, যারা মন্দ কাজ করে, সেই সব লোকেদের বিরুদ্ধে আমি সাক্ষ্য দিই। 8তোমরা পর্বে যাও, আমি এখন এই উৎসবে যাচ্ছি না, কারণ আমার নিরূপিত সময় এখনও আসে নি।" 9এই কথা বলার পর তিনি গালীলেই রয়ে গেলেন।

10তাঁর ভাইরা উৎসবে চলে গেল, পরে তিনিও সেখানে গেলেন; কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে সেই পর্বে না গিয়ে গোপনে সেখানে গেলেন। 11ইহুদী নেতারা উৎসবে এসে তাঁর খোঁজ করতে লাগল। তারা বলাবলি করতে লাগল, "সেই লোকটা গেল কোথায়?"

12আর জনতার মধ্যে তাঁকে নিয়ে নানা রকম গুজব ছড়াতে লাগল। কেউ কেউ বলল, "আরে তিনি খুব ভালো লোক।" কিন্তু আবার কেউ কেউ বলল, "না, না, ও লোকদের ঠকাচ্ছে।" 13কিন্তু ইহুদী নেতাদের ভয়ে তাঁর বিষয়ে প্রকাশ্যে কেউ কিছু বলতে চাইল না।

জেরুশালেমে যীশুর শিক্ষা

14পর্বের আধা-আধি সময়ে যীশু মন্দিরে গিয়ে লোকদের মাঝে শিক্ষা দিতে লাগলেন। 15ইহুদীরা এতে খুব আশ্চর্য হয়ে বলল, "এই লোক কোন কিছু অধ্যয়ন না করেই কিভাবে এত সব জ্ঞান লাভ করল?"

16এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, "আমি যা শিক্ষা দিই তা আমার নিজস্ব নয়। যিনি আমায় পাঠিয়েছেন এসব সেই ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া। 17যদি কেউ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে চায় তাহলে সে জানবে আমি যা শিক্ষা দিই তা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে, না আমি নিজের থেকে এসব কথা বলছি। 18যদি কেউ নিজের ভাবনার কথা নিজেই বলে, তাহলে সে নিজেই নিজেকে সম্মানিত করতে চায়; কিন্তু যে তার প্রেরণ কর্তার গৌরব চায়, সেই লোক সত্যবাদী, তার মধ্যে কোন অসাধুতা নেই। 19মোশি কি তোমাদের কাছে বিধি-ব্যবস্থা দেননি? কিন্তু তোমরা কেউই সেই বিধি-ব্যবস্থা পালন কর না। তোমরা কেন আমাকে হত্যা করতে চাইছ?"

কুটিরবাস পর্ব এই উৎসব প্রতি বছর সারা সপ্তাহব্যাপী পালন করা হোত। পর্বের সময় ইহুদীরা তাঁবুতে বাস করত এবং মোশির সময়ে 40 বছর ধরে মরুভূমিতে ঘোরাফেরার কথা স্মরণ করত।

20জনতা উত্তর দিল, "তোমাকে ভূতে পেয়েছে, কে তোমাকে হত্যা করতে চাইছে?"

21এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, "আমি একটা অলৌকিক কাজ করেছি, আর তোমরা সকলে আশ্চর্য হয়ে গেছ। 22মোশিও তোমাদের সুন্নতের বিধি-ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। যদিও মূলতঃ সেই বিধি-ব্যবস্থা মোশির নয় কিন্তু এই বিধি-ব্যবস্থা প্রাচীন পিতৃপুরুষদের কাছ থেকে এসেছে। আর তোমরা এমন কি বিশ্রামবারেও শিশুদের সুন্নত করে থাকো। 23মোশির বিধি-ব্যবস্থা যেন লঙ্ঘন করা না হয়, এই যুক্তিতে বিশ্রামবারেও যদি কোন মানুষের সুন্নত করা চলে; তাহলে আমি বিশ্রামবারে একটা মানুষকে সম্পূর্ণ সুস্থ করেছি বলে তোমরা আমার ওপর এত ক্রুদ্ধ হয়েছ কেন? 24বাহ্যিকভাবে কোন কিছু দেখেই তার বিচার কোর না। যা সঠিক সেই হিসাবেই ন্যায় বিচার কর।"

লোকেরা সংশয়গ্রস্ত যীশুই কি খ্রীষ্ট?

25তখন জেরুশালেমের লোকেদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, "এই লোককেই না ইহুদী নেতারা হত্যা করতে চাইছে? 26কিন্তু দেখ! এ তো প্রকাশ্যেই শিক্ষা দিচ্ছে; কিন্তু তারা তো এঁকে কিছুই বলছে না। এটা কি হতে পারে যে নেতারা সত্যিই জানে যে, ইনি সেই খ্রীষ্ট? 27আমরা জানি ইনি কোথা থেকে এসেছেন; কিন্তু মশীহ যখন আসবেন তখন কেউ জানবে না তিনি কোথা থেকে এসেছেন।"

28তখন যীশু মন্দিরে শিক্ষা দিতে দিতে বেশ চেঁচিয়ে বললেন, "তোমরা আমায় জান, আর আমি কোথা থেকে এসেছি তাও তোমরা জান। তবু বলছি, আমি নিজের থেকে আসিনি, তবে যিনি আমায় পাঠিয়েছেন তিনি সত্য; আর তোমরা তাঁকে জান না। 29কিন্তু আমি তাঁকে জানি, কারণ তিনি আমায় পাঠিয়েছেন। আমি তাঁরই কাছ থেকে এসেছি।"

30তখন তারা তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। তবু কেউ তাঁর গায়ে হাত দিতে সাহস করল না, কারণ তখনও তাঁর সময় আসেনি। 31কিন্তু সেই জনতার মধ্যে থেকে অনেকেই তাঁর ওপর বিশ্বাস করল; আর বলল, "মশীহ এসে কি তাঁর চেয়েও বেশী অলৌকিক চিহ্ন করবেন?"

ইহুদীরা যীশুকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করল

32ফরীশীরা শুনল যে সাধারণ লোক যীশুর বিষয়ে চুপি চুপি এই সব আলোচনা করছে। তখন প্রধান যাজকেরা ও ফরীশীরা যীশুকে ধরে আনবার জন্য মন্দিরের কয়েকজন পদাতিককে পাঠাল। 33তখন যীশু বললেন, "আমি আর অল্প কিছুকাল তোমাদের সঙ্গে আছি; তারপর যিনি আমায় পাঠিয়েছেন তাঁর কাছে ফিরে যাব। 34তোমরা আমার খোঁজ করবে, কিন্তু আমার খোঁজ পাবে না, কারণ আমি যেখানে থাকব তোমরা সেখানে আসতে পারো না।"

35ইহুদী নেতারা তখন পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, "সে এখন কোথায় যাবে যে আমরা ওকে খুঁজলেও পাব না? গ্রীকদের শহরে যে সব ইহুদীরা বসবাস করছে, ও কি তাদের কাছে যাবে আর সেখানে গিয়ে গ্রীকদের কাছে শিক্ষা দেবে? নিশ্চয়ই নয়। 36ও যে কথা বলল তার মানে কি যে, 'তোমরা আমার খোঁজ করবে কিন্তু আমায় পাবে না।' আর 'আমি যেখানে যাব, তোমরা সেখানে আসতে পার না?"

যীশু পবিত্র আত্মার বিষয়ে বললেন

37পর্বের শেষ দিন, যে দিনটি বিশেষ দিন, সেই দিন যীশু উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বললেন, "কারোর যদি পিপাসা পেয়ে থাকে তবে সে আমার কাছে এসে পান করুক।

38শাস্ত্রে এ কথা বলে, যে আমার ওপর বিশ্বাস করে তার অন্তর থেকে জীবন্ত জলের নদী বইবে।" 39যীশু পবিত্র আত্মা সম্পর্কে এই কথা বললেন, "সেই পবিত্র আত্মা তখনও দেওয়া হয় নি, কারণ যীশু তখনও মহিমান্বিত হননি; কিন্তু পরে যারা যীশুকে বিশ্বাস করে তারা সেই আত্মা পাবে।"

যীশুকে নিয়ে লোকদের মধ্যে তর্ক

40সমবেত জনতা যখন এই কথা শুনল তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, "ইনি সত্যিই সেই ভাববাদী।"

41অন্যেরা বলল, "ইনি মশীহ (খ্রীষ্ট)।"

এ সত্ত্বেও কেউ কেউ বলল, "খ্রীষ্ট গালীলী থেকে আসবেন না। 42শাস্ত্রে কি একথা লেখা নেই যে খ্রীষ্টকে দায়ূদের বংশধর হতে হবে; আর দায়ূদ যে বৈৎলেহম শহরে থাকতেন, তিনি সেখান থেকে আসবেন?" 43তাঁর জন্য এইভাবে লোকদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হোল। 44কেউ কেউ তাঁকে গ্রেপ্তার করতে চাইল; কিন্তু কেউ তাঁর গায়ে হাত দিতে সাহস করল না।

ইহুদী নেতাদের অবিশ্বাস

45তখন মন্দিরের সেই পদাতিকরা, প্রধান যাজক ও ফরীশীদের কাছে ফিরে গেল। তাঁরা মন্দিরের সেই পদাতিককে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা তাঁকে ধরে আনলে না কেন?"

46পদাতিকরা বলল, "উনি যে সব কথা বলছিলেন কোন মানুষ কখনও সেই ধরণের কথা বলেনি!"

47তখন ফরীশীরা বললেন, "তাহলে তোমরাও কি ঠকে গেলে? 48ফরীশী বা নেতাদের মধ্যে এমন কেউ কি ছিলেন যিনি তাঁর ওপর বিশ্বাস করেছেন? 49কিন্তু এইসব লোকেরা বিধি-ব্যবস্থার কিছুই জানে না। তারা অভিশপ্ত এবং ঈশ্বরের কৃপা থেকে বঞ্চিত!"

50তখন এই নেতাদের একজন, নীকদীম তাঁদের বললেন, এই নীকদীম ফরীশীদেরই মধ্যে একজন, ইনি আগে একবার যীশুর কাছে গিয়েছিলেন।

51"কোন ব্যক্তির কথা না শুনে আমরা আমাদের বিধি-ব্যবস্থায় তার বিচার করতে পারি না। সে কি

করেছে তা না জেনে আমরা তার বিচার করতে পারি না।"

52এর উত্তরে তারা তাকে বলল, "তুমি নিশ্চয়ই গালীলী থেকে আসোনি। তাই না? শাস্ত্র পড়ে দেখো তাহলে জানবে যে গালীলী থেকে কোন ভাববাদীর আবির্ভাব হয়নি।"

(কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে যোহন 7:53-8:11 পদ পাওয়া যায় না)

ব্যভিচারিণীর বিচার

53এরপর ইহুদী নেতারা সেখান থেকে যে যার বাড়ি চলে গেলেন।

8 এরপর যীশু সেখান থেকে জৈতুন পর্বতমালায় চলে গেলেন। 2খুব ভোরে তিনি আবার মন্দিরে ফিরে গেলে লোকেরা আবার তাঁর কাছে এসে জড়ো হল, তখন তিনি সেখানে বসে তাদের কাছে শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। 3সেই সময় ব্যবস্থার শিক্ষকরা ও ফরীশীরা, ব্যভিচার করতে গিয়ে ধরা পড়েছে এমন একজন স্ত্রীলোককে তাঁর কাছে নিয়ে এল। তারা সেই স্ত্রীলোককে তাদের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে যীশুকে বলল, 4"গুরু, এই স্ত্রীলোকটা ব্যভিচার করার সময় হাতে নাতেই ধরা পড়েছে। 5বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে মোশি আমাদের বলছেন, এই ধরণের স্ত্রীলোককে যেন আমরা পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলি। এখন আপনি এবিষয়ে কি বলবেন?" 6তাঁকে পরীক্ষা করার ছলেই তারা একথা বলছিল, যাতে তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তারা খুঁজে পায়। কিন্তু যীশু হেঁট হয়ে মাটিতে আঙ্গুল দিয়ে লিখতে লাগলেন। 7কিন্তু ইহুদী নেতারা যখন বার বার তাঁকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, তখন তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, "তোমাদের মধ্যে যে নিষ্পাপ সেই প্রথম একে পাথর মারুক।" 8এরপর তিনি আবার হেঁট হয়ে আঙ্গুল দিয়ে মাটিতে লিখতে লাগলেন।

9তারা ঐ কথা শোনার পর বুড়ো লোক থেকে শুরু করে সকলে এক এক করে সেখান থেকে চলে গেল। কেবল যীশু সেখানে একা থাকলেন আর সেই স্ত্রীলোকটি মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল। 10তখন যীশু মাথা তুলে সেই স্ত্রীলোকটিকে বললেন, "হে নারী, তারা সব কোথায়? কেউ কি তোমায় দোষী সাব্যস্ত করল না?"

11স্ত্রীলোকটি উত্তর দিল, "কেউ করেনি, মহাশয়।"

তখন যীশু বললেন, "আমিও তোমায় দোষী করছি না; যাও, এখন থেকে আর পাপ কোরো না।"

যীশুই জগতের আলো

12এরপর যীশু আবার লোকদের সাথে কথা বলতে শুরু করলেন এবং বললেন, "আমিই জগতের আলো। যে কেউ আমার অনুসারী হয় সে কখনও অন্ধকারে থাকবে না; কিন্তু সেই আলো পাবে যা জীবন দেয়।"

13তখন ফরীশীরা তাঁকে বলল, "তুমি নিজেই নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছ। তোমার সাক্ষ্য গ্রাহ্য হবে না।"

14এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, "আমি যদি নিজের পক্ষে সাক্ষ্য দিই, তবু আমার সাক্ষ্য সত্য, কারণ আমি জানি আমি কোথা থেকে এসেছি, আর কোথায় বা যাচ্ছি; কিন্তু আমি কোথা থেকে এসেছি বা কোথায় যাচ্ছি তা তোমরা জানো না। 15মানুষের বিচারবোধের মাপকাঠিতে তোমরা আমার বিচার করছ। আমি কারো বিচার করি না। 16কিন্তু আমি যদি বিচার করি, তবে আমার বিচার সত্য, কারণ আমি একা নই। পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি আমার সঙ্গেই আছেন। 17তোমাদের নিয়মে লেখা আছে, যখন দুই ব্যক্তি একই সাক্ষ্য দেয় তখন তা সত্যি। 18আমি নিজেই নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দিই। আর পিতা, যিনি আমায় পাঠিয়েছেন তিনিও আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেন।"

19তখন তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার পিতা কোথায়?"

যীশু বললেন, "তোমরা না জানো আমাকে, না জানো আমার পিতাকে। তোমরা যদি আমাকে জানতে, তবে আমার পিতাকেও জানতে।" 20মন্দিরের দানের বাক্সের কাছে দাঁড়িয়ে শিক্ষা দেবার সময় যীশু এইসব কথা বললেন। কিন্তু কেউ তাঁকে গ্রেপ্তার করল না, কারণ তখনও তাঁর নিরূপিত হওয়ার সময় আসেনি।

ইহুদীরা যীশুর বিষয় বোঝে নি

21তিনি তাদের আর একবার বললেন, "আমি যাচ্ছি, আর তোমরা আমার খোঁজ করবে; কিন্তু তোমরা তোমাদের পাপেই মরবে। আমি যেখানে যাচ্ছি তোমরা সেখানে আসতে পারবে না।"

22তখন ইহুদীরা বলছিল, "তিনি কি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন? কেন তিনি বললেন, 'আমি যেখানে যাচ্ছি তোমরা সেখানে আসতে পারবে না'?"

23যীশু তাদের বললেন, "তোমরা এই নিম্নলোকের, আর আমি উর্দ্ধলোকের। তোমরা এজগতের, আমি এ জগতের নই। 24তাই আমি তোমাদের বলছি, তোমরা তোমাদের পাপেই মরবে। তোমরা যদি বিশ্বাস না কর যে আমিই তিনি, তবে তোমরা তোমাদের পাপে থেকেই মরবে।"

25তখন তারা জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে?"

যীশু তাদের বললেন, "আমি যা, তা তো শুরু থেকেই তোমাদের বলে আসছি। 26তোমাদের বিষয়ে বলার ও বিচার করার অনেক কিছুই আমার আছে। যা হোক যিনি আমায় পাঠিয়েছেন তিনি সত্য। আর আমি তাঁর কাছ থেকে যা কিছু শুনি, পৃথিবীর মানুষের কাছে তাই বলি।"

27তারা বুঝতে পারে নি যে, তিনি তাদের কাছে পিতার বিষয়ে বলছেন। 28তখন যীশু তাদের বললেন, "যখন তোমরা মানবপুত্রকে উঁচুতে তুলবে, তখন জানবে যে আমিই তিনি এবং আমি নিজের থেকে কিছুই করি না। পিতা যেমন আমায় শিখিয়েছেন, আমি সেরকমই বলছি। 29আর যিনি আমায় পাঠিয়েছেন, তিনি আমার সঙ্গে আছেন। তিনি আমাকে একা ফেলে রাখেননি,

কারণ আমি সব সময় সন্তোষজনক কাজই করি।”
30যীশু যখন এইসব কথা বললেন তখন অনেকেই তাঁর
ওপর বিশ্বাস করল।

যীশু পাপ থেকে মুক্তি লাভের কথা বললেন

31ইহুদীদের মধ্যে যারা তাঁর ওপর বিশ্বাস করল,
তাদের উদ্দেশ্যে যীশু বললেন, “তোমরা যদি সকলে
আমার শিক্ষা মান্য করে চল তবে তোমরা সকলেই
আমার প্রকৃত শিষ্য। 32তোমরা সত্যকে জানবে, আর
সেই সত্য তোমাদের স্বাধীন করবে।”

33তারা তাঁকে বলল, “আমরা অব্রাহামের বংশধর;
আর আমরা কখনও কারোর দাসে পরিণত হইনি।
আপনি কিভাবে বলছেন যে আমাদের স্বাধীন করা হবে?”

34এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, “আমি তোমাদের
সত্যি বলছি– যে পাপ করেই চলে, সে পাপের দাস।
35কোন দাস পরিবারের স্থায়ী সদস্য হয়ে থাকতে পারে
না; কিন্তু পুত্র পরিবারে চিরকাল থাকে। 36তাই পুত্র
যদি তোমাদের স্বাধীন করে, তবে তোমরা প্রকৃতই
স্বাধীন হবে। 37আমি জানি তোমরা অব্রাহামের বংশধর;
কিন্তু তোমরা আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করছ, কারণ
তোমরা আমার শিক্ষাগ্রহণ করো না। 38আমি আমার
পিতার কাছে যা দেখেছি সেই বিষয়েই বলে থাকি,
আর তোমরা তোমাদের পিতার কাছ থেকে যা যা
শুনেছ তাই তো করে থাক।”

39এর জবাবে তারা তাঁকে বলল, “আমাদের পিতা
অব্রাহাম।”

যীশু তাদের বললেন, “তোমরা যদি অব্রাহামের
সন্তান হতে, তাহলে অব্রাহাম যা করেছেন তোমরাও
তাই করতে; 40কিন্তু এখন তোমরা আমায় হত্যা করতে
চাইছ। আমি সেই লোক যে ঈশ্বরের কাছ থেকে সত্য
শুনেছি এবং তোমাদের তা বলেছি। অব্রাহাম তো এরকম
কাজ করেননি। 41তোমাদের পিতা যে কাজ করে,
তোমরা তাই করো।”

তখন তারা তাঁকে বলল, “আমরা জারজ সন্তান
নই। ঈশ্বর হচ্ছেন আমাদের একমাত্র পিতা।”

42যীশু তাদের বললেন, “ঈশ্বর যদি তোমাদের পিতা
হতেন, তাহলে তোমরা আমায় ভালবাসতে, কারণ আমি
ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছি আর এখন তোমাদের মাঝে
এখানে আছি। আমি নিজে থেকে আসিনি, ঈশ্বর আমায়
পাঠিয়েছেন। 43আমি যা বলি, তোমরা তা বুঝতে
পারো না? কারণ তোমরা আমার কথা গ্রহণ করো না।
44দিয়াবল তোমাদের পিতা এবং তোমরা তার পুত্র।
তোমরা তোমাদের পিতার ইচ্ছাই পূর্ণ করতে চাও।
দিয়াবল শুরু থেকেই খুনী; আর সত্যের পক্ষে সে
কখনও দাঁড়ায়নি, কারণ তার মধ্যে তো সত্যের লেশমাত্র
নেই। সে যখন মিথ্যা কথা বলে, তখন স্বাভাবিকভাবেই
তার মধ্য থেকে তা বের হয়, কারণ সে মিথ্যাবাদী ও
মিথ্যার পিতা। 45আমি সত্য বলি বলে তোমরা আমায়
বিশ্বাস করো না। 46তোমাদের মধ্যে কে আমাকে পাপী
বলে দোষী করতে পারে? আমি যখন সত্য বলছি তখন
তোমরা কেন বিশ্বাস করছ না? 47যে ঈশ্বরের লোক, সে
ঈশ্বরের কথা শোনে। আর এই কারণেই তোমরা শুনতে
চাও না, কারণ তোমরা ঈশ্বরের নও।”

যীশু অব্রাহাম এবং নিজের সম্বন্ধে বললেন

48এর উত্তরে ইহুদীরা বলল, “আমরা কি ঠিক বলিনি
যে তুমি একজন শমরীয়, আর তোমার মধ্যে এক ভূত
রয়েছে?”

49যীশু জবাব দিলেন, “দেখ, আমায় ভূতে গ্রাস
করেনি, বরং আমি আমার পিতাকে সম্মান করি। কিন্তু
তোমরা আমার অসম্মান করেছ। 50আমি নিজের জন্য
সম্মান চাইছি না। একজন আছেন যিনি আমার জন্য
সম্মান চান, তিনিই বিচার করেন। 51আমি তোমাদের
সত্যি বলছি, কেউ যদি আমার শিক্ষা অনুসারে চলে,
সে কখনও মরবে না।”

52ইহুদীরা তাঁকে বলল, “এখন আমরা বুঝেছি যে
তোমায় ভূতে গ্রাস করেছে। অব্রাহাম ও ভাববাদীরা
মারা গেছে আর তুমি বলছ, ‘যদি কেউ আমার শিক্ষা
অনুসারে চলে, তবে সে মৃত্যুর আস্বাদ পাবে না।’ 53তুমি
কি মনে কর যে তুমি আমাদের পূর্বপুরুষ অব্রাহামের
চেয়ে মহান? অব্রাহাম মারা গেছেন; আর ভাববাদীরাও
মারা গেছেন। তুমি নিজেকে কি মনে করছ?”

54এর উত্তরে যীশু বললেন, “আমি যদি নিজেকে
সম্মানিত করি তবে সেই সম্মানের কোন মূল্য নেই।
যিনি আমায় সম্মানিত করেন তিনি আমাদের পিতা,
যাঁর সম্পর্কে তোমরা বল, তিনি আমাদের ঈশ্বর।”
55আর তোমরা তাঁকে জানো না, কিন্তু আমি তাঁকে
জানি। আমি যদি বলি যে আমি তাঁকে জানিনা, তাহলে
আমি তোমাদেরই মতো মিথ্যাবাদী হয়ে যাবো। কিন্তু
আমি তাঁকে অবশ্যই জানি, আর তিনি যা কিছু বলেন
আমি সে সকল পালন করি। 56তোমাদের পিতৃপুরুষ
অব্রাহাম আমার আগমনের দিন দেখতে পাবেন বলে
খুশী হয়েছিলেন। তিনি সেই দিন দেখে খুশী হয়েছিলেন।”

57তখন ইহুদীরা তাঁকে বলল, “তোমার বয়স এখনও
পঞ্চাশ বছর হয়নি আর তুমি বলছ যে তুমি অব্রাহামকে
দেখেছ!”

58যীশু তাদের বললেন, “আমি তোমাদের সত্যি
বলছি। অব্রাহামের জন্মের আগে থেকেই আমি আছি।”
59তখন তারা তাঁকে পাথর ছুঁড়ে মারবার জন্য পাথর
তুলে নিল; কিন্তু যীশু নিজেকে লুকিয়ে ফেললেন ও
মন্দির চত্বর ছেড়ে চলে গেলেন।

একজন জন্মান্ধকে যীশুর আরোগ্যদান

9 যীশু পথে হাঁটছিলেন, সেই সময় তিনি একজন
লোককে দেখতে পেলেন যে জন্ম থেকেই অন্ধ।
2যীশুর অনুগামীরা তাকে জিজ্ঞেস করল, “গুরু, কার
পাপে এ অন্ধ হয়ে জন্মেছে? এর পাপে অথবা এর
বাবা-মার পাপে?”

3যীশু বললেন, “এই লোকটির বা এর বাবা-মার
পাপের জন্য যে এ অন্ধ হয়ে জন্মেছে তা নয়, বরং এই

ব্যক্তি অন্ধ হয়ে জন্মেছে যাতে আমি যখন তাকে সুস্থ করি, তখন লোকে ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ দেখতে পায়। 4যতক্ষণ দিন আছে ততক্ষণ যিনি আমায় পাঠিয়েছেন তাঁর কাজ আমাদের করে যেতে হবে। যখন রাত আসবে তখন আর কেউ কাজ করতে পারবে না। 5আমি যতক্ষণ এই জগতে আছি, আমিই এই জগতের আলো।"

6এই কথা বলার পর তিনি মাটিতে থুতু ফেললেন। আর মুখের সেই লালা দিয়ে মণ্ড তৈরী করে, তা অন্ধ লোকটির চোখে লাগিয়ে দিলেন। 7এরপর যীশু সেই অন্ধ লোকটিকে বললেন, "শীলোহ সরোবরে গিয়ে ধুয়ে ফেল। ('শীলোহ' অনুবাদ করলে এই নামের অর্থ 'প্রেরিত'।") তখন সে গিয়ে ধুয়ে ফেলল আর দৃষ্টিশক্তি লাভ করে ফিরে এল।

8তখন সেই লোকটির প্রতিবেশীরা ও যারা তাকে ভিক্ষা করতে দেখত তারা বলল, "এ কি সেই লোক নয় যে বসে বসে ভিক্ষা করত?"

9কেউ কেউ বলল, "হ্যাঁ! সেই তো।" আবার অন্যেরা বলল, "না, এই লোকটা তারই মতো দেখতে।" কিন্তু সে বলল, "আমি সেই একই লোক।"

10তখন তারা তাকে বলল, "তুমি কি করে দৃষ্টিশক্তি লাভ করলে?"

11সে এর উত্তরে বলল, "যীশু নামের লোকটি মণ্ড তৈরী করে, আমার চোখে তা লাগিয়ে দিলেন, আর বললেন, 'শীলোহ সরোবরে যাও ও তোমার চোখ ধুয়ে ফেল।' তখন আমি গেলাম ও ধুয়ে ফেললাম, আর তখনই দৃষ্টি-শক্তি লাভ করলাম।"

12তারা তাকে বলল, "সেই যীশু কোথায়?"

সে বলল, "আমি জানি না।"

যে লোকটিকে যীশু আরোগ্যদান করলেন ইহুদীরা তাকে প্রশ্ন করল

13যে লোকটি আগে অন্ধ ছিল তাকে তারা ফরীশীদের কাছে নিয়ে গেল। 14যে দিন যীশু মণ্ড তৈরী করে ঐ লোকটির চোখে লাগিয়ে তাকে দৃষ্টিশক্তি দান করেন, সে দিনটি ছিল বিশ্রামবার। 15তাই ফরীশীরা আবার তাকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কিভাবে তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলে?"

লোকটি উত্তর দিল, "তিনি মণ্ড তৈরী করে আমার চোখে লাগিয়ে দিলেন, আমি চোখ ধুয়ে ফেলতে দেখতে পেলাম।"

16ফরীশীদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, "এই লোক ঈশ্বরের কাছ থেকে আসেনি, কারণ এ বিশ্রামবারের নিয়ম মানে না।"

আবার অন্যেরা বলল, "একজন পাপী কিভাবে এই সব অলৌকিক কাজ করতে পারে?" তাই এই নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল।

17এরপর ইহুদী নেতারা অন্ধ লোকটিকে আবার জিজ্ঞেস করল, "যে লোকটি তোমার দৃষ্টিশক্তি দিয়েছে, তার বিষয়ে তুমি কি বল?"

লোকটি বলল, "তিনি একজন ভাববাদী।"

18লোকটির বাবা-মাকে না ডাকা পর্যন্ত ইহুদীরা বিশ্বাস করতে চাইল না যে, সে অন্ধ ছিল আর এখন দৃষ্টিশক্তি লাভ করেছে। 19তারা তার বাবা-মাকে জিজ্ঞেস করল, "এই কি তোমাদের সেই ছেলে যার বিষয়ে তোমরা বলে থাক যে, সে অন্ধ হয়ে জন্মেছে? তাহলে এ কিভাবে এখন দেখতে পাচ্ছে?"

20এর উত্তরে তার বাবা-মা বলল, "আমরা জানি এ আমাদের ছেলে, আর এ অন্ধই জন্মেছিল। 21কিন্তু এখন কিভাবে দেখতে পাচ্ছে আমরা জানি না, আর এও জানি না যে কে একে দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন। একেই জিজ্ঞেস করুন! এর যথেষ্ট বয়স হয়েছে, নিজের বিষয় নিজে ভালোই বলতে পারবে।" 22ইহুদী নেতাদের ভয়ে, তার বাবা-মা এই কথা বলল। কারণ ইহুদী নেতারা আগেই স্থির করেছিল যে, কেউ যদি যীশুকে মশীহ বলে স্বীকার করে, তবে সে প্রার্থনা সভা থেকে বিতাড়িত হবে। 23এ জন্যই তার বাবা-মা বলেছিল, "এর যথেষ্ট বয়স হয়েছে, আপনারা একেই জিজ্ঞেস করুন।"

24তাই যে অন্ধ ছিল, ইহুদী নেতারা তাকে দ্বিতীয় বার ডেকে বলল, "ঈশ্বরকে মহিমা প্রদান কর। সত্য বল আমরা জানি ঐ লোকটা পাপী।"

25তখন যে অন্ধ ছিল সে বলল, "তিনি পাপী কি না তা আমি জানি না। আমি কেবল একটা বিষয় জানি, যে আমি অন্ধ ছিলাম, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি!"

26তখন ইহুদী নেতারা তাকে বলল, "সে তোমাকে কি করেছিল? সে কিভাবে তোমাকে দৃষ্টিশক্তি দিল?"

27সে তাদের বলল, "আমি আগেই তোমাদের বলেছি, কিন্তু তোমরা আমার কথা শোন নি। তবে আবার কেন শুনতে চাইছ? তোমরাও কি তাঁর শিষ্য হতে চাও?"

28তখন তারা তাকে তাচ্ছিল্য ভরে বলল, "তুই তার শিষ্য, কিন্তু আমরা মোশির শিষ্য। 29আমরা জানি ঈশ্বর মোশির সঙ্গে কথা বলেছিলেন; কিন্তু এই লোকটা কোথা থেকে এসেছে তা আমরা জানি না।"

30এর জবাবে লোকটি তাদের বলল, "কি আশ্চর্যের বিষয় যে, তিনি কোথা থেকে এসেছেন তা আপনারা জানেন না অথচ তিনি আমায় দৃষ্টিশক্তি দান করলেন। 31আমরা জানি যে ঈশ্বর পাপীদের কথা শোনেন না। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর কথা শোনেন যে, ঈশ্বরের উপাসনা করে এবং ঈশ্বর যা চান তাই করে। 32একজন জন্মান্ধকে কেউ যে দৃষ্টিশক্তি দান করেছে, একথা কেউ কোন দিন শোনেনি। 33ঐ মানুষটি যদি ঈশ্বরের কাছ থেকে না আসতেন তবে তিনি কিছুই করতে পারতেন না।"

34এর উত্তরে তারা তাকে বলল, "তুই তো পাপেই জন্মেছিস! আর তুই কিনা আমাদের শিক্ষা দিতে চাইছিস?" তারপর তারা তাকে তাড়িয়ে দিল।

আত্মিক অন্ধত্ব

35যীশু শুনতে পেলেন যে ইহুদী নেতারা তাকে সমাজ-গৃহ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তখন যীশু তার

দেখা পেয়ে তাকে বললেন, "তুমি কি মানবপুত্রের ওপর বিশ্বাস কর?"

36সে উত্তর দিল, "মহাশয়, তিনি কে? আমায় বলুন, আমি যেন তাঁকে বিশ্বাস করতে পারি।"

37যীশু তাকে বললেন, "তুমি তাঁকে দেখেছ, আর তিনিই এখন তোমার সঙ্গে কথা বলছেন।"

38তখন সে বলল, "প্রভু, আমি বিশ্বাস করছি।" এবং সে তাঁর সামনে নতজানু হয়ে উপাসনা করল।

39যীশু বললেন, "বিচার করতে আমি এজগতে এসেছি। আমি এসেছি যাতে যারা দেখতে পায় না তারা দেখতে পায়, আর যারা দেখতে পায় তারা যেন অন্ধে পরিণত হয়।"

40ফরীশীদের মধ্যে কয়েকজন যারা যীশুর সঙ্গে ছিল, তারা একথা শুনে তাঁকে বলল, "নিশ্চয়ই আপনি বলতে চাননি যে আমরাও অন্ধ?"

41যীশু তাদের বললেন, "তোমরা যদি অন্ধ হতে তাহলে তোমাদের কোন পাপই হোত না। কিন্তু তোমরা এখন বলছ আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাই তোমাদের পাপ রয়ে গেছে।"

মেষপালক ও মেষপাল

10 যীশু বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি; যদি কেউ সদর দরজা দিয়ে মেষ-খোঁয়াড়ে না ঢোকে, এবং তার পরিবর্তে অন্য কোনভাবে টপকে ঢোকে, তবে সে একজন চোর বা ডাকাত; 2কিন্তু যে ব্যক্তি দরজা দিয়ে ঢোকে সে মেষপালক। 3দারোয়ান তাকে দরজা খুলে দেয়, আর মেষেরা তার কণ্ঠস্বর শোনে। সে তার নিজের মেষগুলিকে নাম ধরে ডাকে আর তাদেরকে বাইরে নিয়ে যায়। 4সে যখন তার নিজের সব মেষদের বের করে নেয়, তখন সে তাদের আগে আগে চলে, আর মেষেরা তার পিছনে পিছনে চলতে থাকে, কারণ তারা তার কণ্ঠস্বর চেনে। 5কিন্তু মেষেরা যাকে জানে না এমন লোকের পেছনে যাবে না, বরং তারা তার থেকে দূরে পালিয়ে যাবে, কারণ তারা অচেনা লোকের কণ্ঠস্বর চেনে না।" 6যীশু তাদের এই দৃষ্টান্তটি বললেন; কিন্তু তিনি যে কি বলতে চাইছেন তা তারা বুঝতে পারল না।

যীশুই উত্তম মেষপালক

7তখন যীশু আবার তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি; আমি মেষদের জন্য খোঁয়াড়ের দরজা স্বরূপ। 8যারা আমার আগে এসেছে তারা সব চোর ও ডাকাত, কিন্তু মেষেরা তাদের ডাক শোনেনি। 9আমিই দরজা। যদি কেউ আমার মধ্য দিয়ে ঢোকে তবে সে রক্ষা পাবে। সে ভেতরে আসবে এবং বাইরে গেলে তার চারণভূমি পাবে। 10চোর কেবল চুরি, খুন ও ধ্বংস করতে আসে। আমি এসেছি, যাতে লোকেরা জীবন লাভ করে, আর যেন তা পরিপূর্ণভাবেই লাভ করে।"

11"আমিই উত্তম মেষপালক। উত্তম পালক মেষদের জন্য তার জীবন সমর্পণ করে। 12কোন বেতনভুক কর্মচারী প্রকৃত মেষপালক নয়। মেষেরা তার নিজের নয়, তাই সে যখন নেকড়ে বাঘ আসতে দেখে তখন মেষদের ফেলে রেখে পালায়। আর নেকড়ে বাঘ তাদের আক্রমণ করে এবং তারা ছড়িয়ে পড়ে। 13বেতনভুক কর্মচারী পালায়, কারণ বেতনের বিনিময়ে সে কাজ করে, মেষদের জন্য তার কোন চিন্তাই নেই।

14-15"আমিই উত্তম মেষপালক। আমি আমার মেষদের জানি, আর আমার মেষেরা আমায় জানে। ঠিক যেমন আমার পিতা আমাকে জানেন, আমিও আমার পিতাকে জানি; আর আমি মেষদের জন্য আমার জীবন সঁপে দিই। 16আমার এমন আরো অনেক মেষ আছে যারা এই খোঁয়াড়ের নয়। আমি অবশ্যই তাদেরও আনব, তারাও আমার কথা শুনবে, আর তারা তখন সকলে এক পাল হবে আর তাদের পালকও হবেন একজন। 17এই কারণেই পিতা আমায় ভালবাসেন; কারণ আমি আমার প্রাণ দান করি যেন আবার তা পেতে পারি। 18কেউ আমার কাছ থেকে তা হরণ করে নিতে পারবে না, বরং আমি তা স্ব-ইচ্ছাতেই করছি। এটা দান করার অধিকার আমার আছে, এবং আবার তা ফিরে পাওয়ার অধিকারও আমার আছে। আমার পিতার কাছ থেকেই আমি এই সব শুনেছি।"

19এই সব কথার কারণে জনগণের মধ্যে এ নিয়ে মতবিরোধ হোল। 20তাদের মধ্যে অনেকে বলল, "ওকে ভূতে পেয়েছে, ও পাগল। ওর কথা কেন শুনছ?"

21আবার অন্যেরা বলল, "যাদের ভূতে পায় তারা তো এমন কথা বলে না। ভূত নিশ্চয়ই অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান করতে পারে না, পারে কি?"

ইহুদীরা যীশুর বিরুদ্ধে গেল

22এরপর জেরুশালেমে প্রতিষ্ঠার পর্ব* এল, তখন ছিল শীতকাল। 23যীশু মন্দির চত্বরে শলোমনের বারান্দাতে পায়চারি করছিলেন।

24কিছু ইহুদী তাঁর চারপাশে জড়ো হয়ে তাঁকে বলল, "তুমি আর কতকাল আমাদের অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখবে? তুমি যদি মশীহ হও তাহলে আমাদের স্পষ্ট করে বল।"

25এর উত্তরে যীশু তাদের বললেন, "আমি তোমাদের ইতিমধ্যেই বলেছি, আর তোমরা তা বিশ্বাস করছ না। আমি আমার পিতার নামে যে সব অলৌকিক কাজ করি সেগুলিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে। 26কিন্তু তোমরা বিশ্বাস করো না, কারণ তোমরা আমার পালের মেষ নও। 27আমার মেষেরা আমার কণ্ঠস্বর শোনে। আমি তাদের জানি, আর তারা আমায় অনুসরণ করে। 28আমি তাদের অনন্ত জীবন দিই, আর তারা কখনও বিনষ্ট হয় না, আমার হাত থেকে কেউ তাদের কেড়ে নিতেও পারবে না। 29আমার পিতা, যিনি তাদেরকে আমায় দিয়েছেন, তিনি সবার ও সবকিছু থেকে মহান,

---

প্রতিষ্ঠার পর্ব ডিসেম্বরের এক বিশেষ সপ্তাহ যাকে ইহুদীরা পর্ব হিসাবে পালন করত।

আর কেউ পিতার হাত থেকে কিছুই কেড়ে নিতে পারবে না। 30আমি ও পিতা, আমরা এক।"

31ইহুদীরা তাঁকে মারবার জন্য আবার পাথর তুলল। 32যীশু তাদের বললেন, "পিতার শক্তিতে আমি অনেক ভাল কাজ করেছি, তার মধ্যে কোন কাজটার জন্য তোমরা পাথর মারতে চাইছ?"

33ইহুদীরা এর উত্তরে তাঁকে বলল, "তুমি যে সব ভাল কাজ করেছ, তার জন্য আমরা তোমায় পাথর মারতে চাইছি না। কিন্তু আমরা তোমাকে পাথর মারতে চাইছি এই জন্য যে, তুমি ঈশ্বর নিন্দা করেছ। তুমি একজন মানুষ, অথচ নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবী করছ।"

34যীশু তাদের বললেন, "তোমাদের বিধি-ব্যবস্থায় কি একথা লেখা নেই যে, 'আমি বলেছি তোমরা ঈশ্বর।'* 35শাস্ত্র তাদেরকেই ঈশ্বর বলেছিল যাদের কাছে ঈশ্বরের বাণী এসেছিল; আর শাস্ত্র সবসময়ই সত্য। 36আমিই সেই ব্যক্তি, পিতা যাঁকে মনোনীত করে জগতে পাঠালেন। আমি বলেছি যে, 'আমি ঈশ্বরের পুত্র।' তবে তোমরা কেন বলছ যে আমি ঈশ্বর নিন্দা করছি? 37আমি যদি আমার পিতার কাজ না করি, তাহলে আমায় বিশ্বাস কোর না। 38কিন্তু আমি যখন সেইসব কাজ করছি তখনও যদি তোমরা আমাকে বিশ্বাস না করো, তাহলে সেই সব কাজকে বিশ্বাস কর। তাহলে তোমরা জানতে পারবে ও বুঝতে পারবে যে পিতা আমাতে আছেন আর আমি পিতার মধ্যে আছি।"

39এরপর তারা আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করতে চেষ্টা করল, কিন্তু তিনি তাদের হাত এড়িয়ে চলে গেলেন।

40যর্দনের অপর পারে যেখানে যোহন বাপ্তাইজ করছিলেন, যীশু সেখানে আবার গেলেন ও সেখানে থাকলেন। 41বহুলোক তাঁর কাছে আসতে থাকল, আর তারা বলাবলি করতে লাগল, "যোহন কোন অলৌকিক কাজ করেননি বটে; কিন্তু এই মানুষটির বিষয়ে যোহন যা বলেছেন, সে সবই সত্য!" 42আর সেখানে অনেকেই যীশুর ওপর বিশ্বাস করল।

লাসারের মৃত্যু

11 লাসার নামে একটি লোক অসুস্থ ছিলেন; তিনি বৈথনিয়া গ্রামে থাকতেন। সেই গ্রামেই মরিয়ম ও তাঁর বোন মার্থাও থাকতেন। 2এই মরিয়মই বহুমূল্য সুগন্ধি আতর যীশুর উপরে ঢেলে নিজের চুল দিয়ে তাঁর পা মুছিয়ে দিয়েছিলেন। লাসার ছিলেন এই মরিয়মেরই ভাই। 3তাই লাসারের বোনেরা একটি লোক পাঠিয়ে যীশুকে বলে পাঠালেন, "প্রভু, আপনার প্রিয় বন্ধু লাসার অসুস্থ।"

4যীশু একথা শুনে বললেন, "এই রোগে তার মৃত্যু হবে না; কিন্তু তা ঈশ্বরের মহিমার জন্যই হয়েছে, যেন ঈশ্বরের পুত্র মহিমান্বিত হন।" 5যীশু মার্থা, তার বোন ও লাসারকে ভালবাসতেন। 6তাই তিনি যখন শুনলেন যে লাসার অসুস্থ, তখন যেখানে ছিলেন সেই জায়গায় আরো দু'দিন রয়ে গেলেন। 7এরপর তিনি শিষ্যদের বললেন, "চল, আমরা আবার যিহূদিয়াতে যাই।"

8তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বললেন, "গুরু, সম্প্রতি সেখানকার লোকেরা আপনাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলতে চাইছিল। তবে কেন আপনি আবার সেখানে যেতে চাইছেন?"

9এর উত্তরে যীশু বললেন, "দিনে বারো ঘণ্টা আলো থাকে। কেউ যদি দিনের আলোতে চলে তবে সে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় না, কারণ সে জগতের আলো দেখতে পায়। 10কিন্তু কেউ যদি রাতের আঁধারে চলে তবে সে হোঁচট খায়, কারণ তার সামনে কোন আলো নেই।"

11তিনি একথা বলার পর তাদের আবার বললেন, "আমাদের বন্ধু লাসার ঘুমিয়ে পড়েছে; কিন্তু আমি তাকে জাগাতে যাচ্ছি।"

12তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বললেন, "প্রভু, সে যদি ঘুমিয়ে থাকে তবে সে ভাল হয়ে যাবে।"

13যীশু লাসারের মৃত্যুর বিষয়ে বলছিলেন, কিন্তু তাঁরা মনে করলেন তিনি তাঁর স্বাভাবিক ঘুমের কথা বলছেন।

14তাই যীশু তখন তাদের স্পষ্ট করে বললেন, "লাসার মারা গেছে। 15আর তোমাদের কথা ভেবে আমি আনন্দিত যে আমি সেখানে ছিলাম না, কারণ এখন তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে। চল, এখন আমরা তার কাছে যাই।"

16তখন থোমা যাঁকে দিদুমঃ বলে অন্য শিষ্যদের উদ্দেশ্য করে বললেন, "চল আমরাও যাবো, আমরাও যীশুর সঙ্গে মরব।"

বৈথনিয়াতে যীশু

17যীশু বৈথনিয়াতে এলে জানতে পারলেন যে গত চারদিন ধরে লাসার কবরে আছেন। 18বৈথনিয়া থেকে জেরুশালেমের দূরত্ব ছিল প্রায় দুই মাইল। 19তাই ইহুদীদের অনেকেই মার্থা ও মরিয়মকে তাঁদের ভাইয়ের মৃত্যুর পর সান্ত্বনা দিতে এসেছিল।

20মার্থা যখন শুনলেন যে যীশু এসেছেন, তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, কিন্তু মরিয়ম ঘরেই থাকলেন।

21মার্থা যীশুকে বললেন, "প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকতেন তাহলে আমার ভাই মরত না। 22কিন্তু এখনও আমি জানি যে, আপনি ঈশ্বরের কাছে যা কিছু চাইবেন, ঈশ্বর আপনাকে তাই দেবেন।"

23যীশু তাঁকে বললেন, "তোমার ভাই আবার উঠবে।"

24মার্থা তাঁকে বললেন, "আমি জানি শেষ দিনে পুনরুত্থানের সময় সে আবার উঠবে।"

25যীশু মার্থাকে বললেন, "আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন। যে কেউ আমাকে বিশ্বাস করে, সে মরবার পর জীবন ফিরে পাবে। 26যে কেউ জীবিত আছে ও আমায় বিশ্বাস করে, সে কখনও মরবে না। তুমি কি একথা বিশ্বাস কর?"

'আমি ... ঈশ্বর' গীত 82:6

27মার্থা তাঁকে বললেন, “হ্যাঁ, প্রভু; আমি বিশ্বাস
করি যে জগতে যাঁর আসার কথা আছে আপনিই সেই
খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র।”

যীশু কাঁদলেন

28এই কথা বলার পর মার্থা সেখান থেকে চলে
গেলেন ও তার বোন মরিয়মকে একান্তে ডেকে বললেন,
“গুরু এসেছেন, আর তিনি তোমায় ডাকছেন।” 29মরিয়ম
একথা শুনে তাড়াতাড়ি করে যীশুর কাছে গেলেন।
30যীশু তখনও গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করেন নি। মার্থা
যেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তিনি
সেখানেই ছিলেন।

31যে ইহুদীরা মরিয়মের সঙ্গে বাড়িতে ছিল ও
তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, তারা যখন দেখল যে মরিয়ম
তাড়াতাড়ি করে উঠে বাইরে যাচ্ছেন, তখন তারাও
তার পিছনে পিছনে চলল, তারা মনে করল যে তিনি
হয়তো লাসারের কবরের কাছে যাচ্ছেন ও সেখানে
গিয়ে কাঁদবেন। 32যীশু যেখানে ছিলেন, মরিয়ম সেখানে
এসে তাঁকে দেখে তাঁর পায়ের ওপর পড়ে বললেন,
“প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকতেন, আমার ভাই মরত
না।”

33যীশু যখন দেখলেন যে মরিয়ম কাঁদছেন আর
তার সঙ্গে যে সব ইহুদীরা এসেছিল তারাও কাঁদছে,
তখন তিনি দুঃখিত হয়ে উঠলেন এবং অন্তরে গভীরভাবে
বিচলিত হলেন। 34তখন তিনি বললেন, “তোমরা তাকে
কোথায় রেখেছ?” তারা বললেন, “প্রভু, আসুন, এসে
দেখুন।”

35যীশু কেঁদে ফেললেন।

36তখন সেই ইহুদীরা সকলে বলতে লাগল, “দেখ!
উনি লাসারকে কত ভালোবাসতেন!”

37কিন্তু তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ বলল, “যীশু
তো অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন; কেন তিনি লাসারকে
মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচালেন না?”

যীশু লাসারকে জীবন দান করেন

38এরপর যীশু আবার অন্তরে বিচলিত হয়ে উঠলেন।
লাসারকে যেখানে রাখা হয়েছিল, যীশু সেই কবরের
কাছে গেলেন। কবরটি ছিল একটা গুহা, যার প্রবেশ
পথ একটা পাথর দিয়ে ঢাকা ছিল। 39যীশু বললেন, “ঐ
পাথরটা সরিয়ে ফেল।”

সেই মৃত ব্যক্তির বোন মার্থা বললেন, “প্রভু চার
দিন আগে লাসারের মৃত্যু হয়েছে। এখন পাথর সরালে
এর মধ্য থেকে দুর্গন্ধ বের হবে।”

40যীশু তাঁকে বললেন, “আমি কি তোমায় বলিনি,
যদি বিশ্বাস কর তবে ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাবে?”

41এরপর তারা সেই পাথরখানা সরিয়ে দিল, আর
যীশু উর্দ্ধ দিকে তাকিয়ে বললেন, “পিতা, আমি তোমায়
ধন্যবাদ দিই, কারণ তুমি আমার কথা শুনেছ। 42আমি
জানি তুমি সব সময়ই আমার কথা শুনে থাক। কিন্তু
আমার চারপাশে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের জন্য আমি
একথা বলছি, যেন তারা বিশ্বাস করে যে তুমি আমায়
পাঠিয়েছ।” 43এই কথা বলার পর যীশু জোর গলায়
ডাকলেন, “লাসার বেরিয়ে এস!” 44মৃত লাসার সেই
কবর থেকে বের হয়ে এল। তার হাত পা টুকরো কাপড়
দিয়ে তখনও বাঁধা ছিল, আর তার মুখের ওপর একখানা
কাপড় জড়ানো ছিল।

যীশু তখন তাদের বললেন, “বাঁধন খুলে দাও, এবং
ওকে যেতে দাও।”

ইহুদী নেতারা যীশুকে হত্যার চক্রান্ত করতে লাগল

(মথি 26:1-5; মার্ক 14:1-2; লূক 22:1-2)

45তখন মরিয়মের কাছে যারা এসেছিল, সেই সব
ইহুদীদের মধ্যে অনেকে যীশু যা করলেন তা দেখে
যীশুর ওপর বিশ্বাস করল। 46কিন্তু তাদের মধ্যে
কয়েকজন ফরীশীদের কাছে গিয়ে যীশু যা করেছিলেন
তা তাদের জানালো। 47এরপর প্রধান যাজক ও
ফরীশীরা পরিষদের এক মহাসভা ডেকে সেখানে
নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, “আমরা এখন কি করব?
এই লোকটা তো অনেক অলৌকিক চিহ্নকার্য করছে!
48আমরা যদি ওকে এইভাবেই চলতে দিই তাহলে তো
সকলেই এর ওপর বিশ্বাস করবে। তখন রোমীয়েরা
এসে আমাদের এই মন্দির ও আমাদের জাতিকে ধ্বংস
করবে।”

49কিন্তু তাদের মধ্যে একজন, যাঁর নাম কায়াফা;
যিনি সেই বছরের জন্য মহাযাজকের পদ পেয়েছিলেন,
তাদের বললেন, “তোমরা কিছুই জানো না! 50আর
তোমরা এও বোঝ না যে গোটা জাতি ধ্বংস হওয়ার
পরিবর্তে সেই মানুষের মৃত্যু হওয়া তোমাদের পক্ষে
মঙ্গলজনক হবে।”

51একথা কায়াফা যে নিজের থেকে বললেন তা
নয়, কিন্তু সেই বছরের জন্য মহাযাজক হওয়াতে তিনি
এই ভাববাণী করলেন, যে সমগ্র জাতির জন্য যীশু
মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছেন। 52যীশু যে কেবল ইহুদী জাতির
জন্য মৃত্যুবরণ করবেন তা নয়, সারা জগতে যে সমস্ত
ঈশ্বরের সন্তানরা চারদিকে ছড়িয়ে আছে, তাদের
সকলকে একত্রিত করার জন্য যীশু মৃত্যুবরণ করবেন।
53তাই সেই দিন থেকে তারা যীশুকে হত্যা করার জন্য
চক্রান্ত করতে লাগল। 54যীশু তখন প্রকাশ্যে ইহুদীদের
মধ্যে চলাফেরা বন্ধ করে দিলেন। তিনি সেখান থেকে
মরুপ্রান্তরের কাছে ইফ্রয়িম নামে এক শহরে চলে গেলেন
এবং সেখানে তিনি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে থাকলেন।

55ইহুদীদের নিস্তারপর্ব এগিয়ে আসছিল, আর অনেক
লোক নিজেদের শুচি করবার জন্য নিস্তারপর্বের আগেই
দেশ থেকে জেরুশালেমে গেল। 56তারা সেখানে যীশুর
খোঁজ করতে লাগল। তারা মন্দির চত্বরে দাঁড়িয়ে পরস্পর
বলাবলি করতে লাগল, “তোমরা কি মনে কর? তিনি
কি এই পর্বে আসবেন?” 57প্রধান যাজকরা ও ফরীশীরা
এই আদেশ দিল যে, যীশু কোথায় আছেন তা যদি
কেউ জানে তবে তাদের যেন জানানো হয় যাতে তারা
তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারে।

বন্ধুদের সঙ্গে যীশু বৈথনিয়াতে

(মথি 26:6-13; মার্ক 14:3-9)

12 নিস্তারপর্বের ছ'দিন আগে যীশু বৈথনিয়াতে
গেলেন যেখানে লাসার বাস করতেন। এই মৃত
লাসারকে যীশু বাঁচিয়েছিলেন। 2সেখানে তারা যীশুর
জন্য এক ভোজের আয়োজন করছিলেন। মার্থা খাবার
পরিবেশন করছিলেন। যীশুর সঙ্গে যারা খেতে বসেছিল
তাদের মধ্যে লাসারও ছিলেন। 3তখন মরিয়ম বিশুদ্ধ
জটামাংসী* থেকে তৈরী করা প্রায় আধসের মতো
দামী আতর নিয়ে এসে যীশুর পায়ে তা ঢেলে দিলেন,
আর নিজের মাথার চুল দিয়ে তাঁর পা দু'খানি মুছিয়ে
দিলেন তখন সমস্ত ঘর আতরের সুগন্ধে ভরে গেল।

4যিহূদা ঈষ্করিয়োত সেখানে ছিল, সে যীশুর
শিষ্যদের মধ্যে একজন, যে তাঁকে পরে শত্রুর হাতে
ধরিয়ে দেবে। মরিয়মের সেই কাজ যিহূদার ভাল লাগে
নি। যিহূদা ঈষ্করিয়োত বলল, 5"এই আতর তিনশো
রৌপ্য মুদ্রায়* বিক্রি করে সেই অর্থ কেন দরিদ্রদের
দেওয়া হোল না?" 6গরীবদের জন্য চিন্তা করতো বলে
যে সে একথা বলেছিল তা নয়, সে ছিল চোর। তার
কাছে টাকার থলি থাকত আর সে তার থেকে প্রায়ই
টাকা চুরি করতো।

7তখন যীশু বললেন, "ওকে থামিয়ে দিও না।
আমাকে সমাধি দিনের জন্য প্রস্তুত করতে তাকে এই
আতর রাখতে হয়েছে। 8তোমাদের মধ্যে গরীবরা সব
সময়ই থাকবে, কিন্তু তোমরা সবসময় আমাকে
পাবে না।"

লাসারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

9বহু ইহুদী জানতে পারল যে যীশু বৈথনিয়াতে
আছেন। তারা সেখানে যে কেবল যীশুর জন্য গেল তাই
নয়, যে লাসারকে যীশু মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছেন
তাকে দেখবার জন্যও তারা সেখানে গেল। 10তাই প্রধান
যাজকেরা লাসারকে হত্যা করার চক্রান্ত করতে
লাগলেন। 11কারণ তারই জন্য বহু ইহুদী তাদের ছেড়ে
যীশুর ওপর বিশ্বাস করতে লাগল।

যীশুর জেরুশালেমে প্রবেশ

(মথি 21:1-11; মার্ক 11:1-11; লূক 19:28-40)

12যে বিপুল জনতা নিস্তারপর্বের জন্য এসেছিল,
পরের দিন তারা শুনল যে যীশু জেরুশালেমে আসছেন।
13তখন তারা খেজুর পাতা নিয়ে তাঁকে স্বাগত
জানাতে বেরিয়ে পড়ল। তারা চিৎকার করে বলতে
লাগল,

"তাঁর প্রশংসা কর! তাঁকে স্বাগত জানাও! যিনি
প্রভুর নামে আসছেন, ঈশ্বর তাঁকে আশীর্বাদ করুন।
ইস্রায়েলের রাজাকে ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন!"

গীতসংহিতা 118:25-26

14যীশু একটা গাধাকে দেখতে পেয়ে তার ওপর
বসলেন। শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে:

15 "সিয়োন নগরী,* ভয় পেও না! দেখ, তোমাদের
রাজা আসছেন। দেখ, তোমাদের রাজা বাচ্চা গাধায়
চড়ে আসছেন।" *সখরিয় 9:9*

16এসবের অর্থ তাঁর শিষ্যরা প্রথমে বুঝতে পারেননি।
কিন্তু যীশু যখন মহিমায় উত্তোলিত হলেন, তখন তাঁদের
মনে পড়ল যে, শাস্ত্রে এগুলিই তাঁর সম্পর্কে লেখা
হয়েছে এবং লোকেরা এসব তাঁর জন্য করেছিল।

লোকেরা যীশুর বিষয়ে বলল

17যীশু যখন লাসারকে কবর থেকে বেরিয়ে আসতে
বলেন, আর তাকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করে
তোলেন, তখন যে সব লোক সেখানে তাঁর সঙ্গে ছিল
তারা সে বিষয়ে সকলকে বলতে লাগল। 18এই কারণেই
লোকেরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল, কারণ তারা
শুনেছিল, যে তিনিই ঐ অলৌকিক চিহ্নকার্য করেছেন।
19তখন ফরীশীরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল,
"তোমরা দেখলে, আমাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হোল!
দেখ, আজ সারা জগৎ তারই পেছনে ছুটছে।"

যীশু জীবন ও মৃত্যুর বিষয়ে বললেন

20নিস্তারপর্ব উপলক্ষে উপাসনা করার জন্য যারা
জেরুশালেমে এসেছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজন গ্রীকও
ছিল। 21তারা গালীলের বৈৎসৈদা থেকে যে ফিলিপ
এসেছিলেন, তাঁর কাছে গেল, আর তাঁকে অনুরোধের
সুরে বলল, "মহাশয়, আমরা যীশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ
করতে চাই।" 22ফিলিপ এসে একথা আন্দ্রিয়কে
জানালেন। তখন আন্দ্রিয় ও ফিলিপ এসে যীশুকে তা
বললেন।

23যীশু তখন তাদের বললেন, "মানবপুত্রের
মহিমান্বিত হওয়ার সময় হয়েছে। 24আমি তোমাদের
সত্যি বলছি, গমের একটি দানা যদি মাটিতে পড়ে
মরে না যায়, তবে তা একটি দানাই থেকে যায়। কিন্তু
তা যদি মাটিতে প'ড়ে মরে, তবে তার থেকে আরো
অনেক দানা উৎপন্ন হয়।

25যে ব্যক্তি নিজের জীবনকে ভালবাসে সে তা
হারাবে; কিন্তু যে এই জগতে তার জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান
করে, সে তা রাখবে। সে অনন্ত জীবন পাবে। 26কেউ
যদি আমার সেবা করে তবে অবশ্যই সে আমাকে অনুসরণ
করবে। আর আমি যেখানে থাকি আমার সেবকও সেখানে
থাকবে। কেউ যদি আমার সেবা করে তবে পিতা তাকে
সম্মানিত করবেন।

যীশু তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে বললেন

27"এখন আমার অন্তর খুব বিচলিত। আমি কি
বলব, 'পিতা? এই কষ্ট ভোগের মুহূর্ত থেকে আমায়
রক্ষা কর'? না, কারণ সেই সময় এসেছে এবং কষ্ট

জটামাংসী হিমালয় অঞ্চলে লভ্য এক সুগন্ধী ও দুষ্প্রাপ্য চারাগাছ।

রৌপ্য মুদ্রা সেই সময় এক দিনারী ছিল একজন শ্রমিকের দৈনিক পারিশ্রমিক।

সিয়োন নগরী 'সিয়োনের মেয়ে' অর্থাৎ জেরুশালেম।

ভোগ করার উদ্দেশ্যেই আমি এসেছি। 28পিতা, তোমার নামকে মহিমান্বিত কর!”

তখন স্বর্গ থেকে এক রব ভেসে এল, “আমি এঁকে মহিমান্বিত করেছি, আর আমি আবার তাঁকে মহিমান্বিত করব।”

29যে লোকেরা সেখানে ভিড় করেছিল, তারা সেই রব শুনে বলতে লাগল, এটা তো মেঘ গর্জন হোল।

আবার কেউ কেউ বলল, “একজন স্বর্গদূত ওঁর সঙ্গে কথা বললেন!”

30এর উত্তরে যীশু বললেন, “আমার জন্য নয়, তোমাদের জন্যই ঐ রব। 31এখন জগতের বিচারের সময়। এই জগতের শাসককে দূরে নিক্ষেপ করা হবে। 32আর যখন আমাকে মাটি থেকে উচুঁতে তোলা হবে, তখন আমি আমার কাছে সকলকেই টেনে আনব।” 33যীশুর কিভাবে মৃত্যু হতে যাচ্ছে, তাই জানাতে যীশু এই কথা বললেন।

34এর উত্তরে লোকেরা তাঁকে বলল, “আমরা মোশির দেওয়া বিধি-ব্যবস্থা থেকে শুনেছি যে খ্রীষ্ট চিরকাল বাঁচবেন। তাহলে আপনি কিভাবে বলছেন যে, ‘মানবপুত্রকে উচুঁতে তোলা হবে’? এই ‘মানবপুত্র’ তবে কে?”

35তখন যীশু তাদের বললেন, “আর সামান্য কিছু সময়ের জন্য তোমাদের মধ্যে আলো থাকবে। যতক্ষণ তোমরা আলো পাচ্ছ, তারই মধ্য দিয়ে চল। তাহলে অন্ধকার তোমাদের আচ্ছন্ন করবে না। যে লোক অন্ধকারে চলে সে কোথায় যাচ্ছে তা জানে না। 36যতক্ষণ তোমাদের কাছে আলো আছে, সেই আলোতে বিশ্বাস কর, তাতে তোমরা আলোর সন্তান হবে।” এই কথা বলে যীশু সেখান থেকে চলে গেলেন ও তাদের কাছ থেকে নিজেকে গোপন রাখলেন।

ইহুদীরা যীশুর ওপর বিশ্বাস করতে অস্বীকার করল

37যদিও যীশু তাদের চোখের সামনেই প্রচুর অলৌকিক চিহ্নকার্য করলেন, তবু তারা তাঁর ওপর বিশ্বাস করল না। 38ভাববাদী যিশাইয় বলেছিলেন:

“প্রভু, আমাদের এই বার্তা কে বিশ্বাস করেছে?
আর কার কাছেই বা প্রভুর পরাক্রম প্রকাশ পেয়েছে?”

যিশাইয় 53:1

39এই কারণেই তারা বিশ্বাস করতে পারেনি, কারণ যিশাইয় আবার বলেছেন,

40“ঈশ্বর তাদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছেন। ঈশ্বর
তাদের অন্তর কঠিন করেছেন যাতে তারা চোখ দিয়ে
দেখতে না পায়, অন্তর দিয়ে বুঝতে না পারে এবং
ভাল হবার জন্য আমার কাছে না আসে।”

যিশাইয় 6:10

41যিশাইয় একথা বলেছিলেন, কারণ তিনি যীশুর মহিমা দেখেছিলেন, আর তিনি তাঁর বিষয়েই বলেছিলেন।

42অনেকে এমন কি ইহুদী নেতাদের মধ্যেও অনেকে, তাঁর ওপর বিশ্বাস করল; কিন্তু তারা ফরীশীদের ভয়ে প্রকাশ্যে তা স্বীকার করল না, পাছে তারা ইহুদীদের সমাজ-গৃহ থেকে বহিষ্কৃত হয়। 43কারণ তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া প্রশংসা অপেক্ষা মানুষের কাছ থেকে পাওয়া প্রশংসা বেশী ভালবাসত।

যীশুর শিক্ষাই মানুষের বিচার করবে

44যীশু চিৎকার করে বললেন, “যে আমাকে বিশ্বাস করে সে, প্রকৃতপক্ষে যিনি আমায় পাঠিয়েছেন, তাঁকেই বিশ্বাস করে। 45আর যে আমায় দেখে সে, যিনি আমায় পাঠিয়েছেন, তাঁকেই দেখতে পায়। 46আমি এ জগতে আলোরূপে এসেছি যাতে যে আমায় বিশ্বাস করে তাকে যেন অন্ধকারে থাকতে না হয়।

47“আর যে কেউ আমার কথা শোনে অথচ তা মেনে চলে না, তার বিচার করতে আমি চাই না, কারণ আমি জগতের বিচার করতে আসিনি, এসেছি জগতকে রক্ষা করতে। 48যে কেউ আমাকে অগ্রাহ্য করে ও আমার কথা গ্রহণ না করে, তার বিচার করার জন্য অন্য এক বিচারক আছেন। আমি যে বার্তা দিয়েছি শেষ দিনে সেই বার্তাই তার বিচার করবে। 49কারণ আমি নিজে থেকে একথা বলছি না, বরং পিতা যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি আমাকে কি বলতে হবে বা কি শিক্ষা দিতে হবে তা আদেশ করেছেন। 50আমি জানি যে তাঁর আদেশ থেকেই অনন্ত জীবন আসে। আমি সেই সকল কথা বলি যা পিতা আমায় বলেছেন।”

যীশু শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিলেন

13 ইহুদীদের নিস্তারপর্বের ঠিক পূর্বে যীশু বুঝতে পারলেন, যে এই জগত ছেড়ে পিতার কাছে তাঁর যাবার সময় হয়ে এসেছে। যীশু পৃথিবীতে তাঁর আপনজনদের সব সময় ভালবেসেছেন। এবার তিনি তাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার চূড়ান্ত প্রমাণ দিলেন।

2যীশু ও তাঁর শিষ্যরা সান্ধ্য আহার করছিলেন। দিয়াবল ইতিমধ্যে শিমোন ঈষ্করিয়োতের ছেলে যিহূদাকে প্ররোচিত করেছে যীশুকে শত্রুর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। 3যীশু বুঝলেন যে পিতা তাঁকে সব কিছুর ওপর ক্ষমতা দিয়েছেন, তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন, আর ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাচ্ছেন। 4তখন তিনি ভোজের থেকে উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর উপরের জামাটা খুলে রেখে একটি গামছা কোমরে জড়ালেন। 5তারপর গামলায় জল ঢেলে শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিতে লাগলেন, আর যে গামছাটি কোমরে জড়িয়ে ছিলেন সেটি দিয়ে তাঁদের পা মুছিয়ে দিতে লাগলেন।

6এইভাবে তিনি শিমোন পিতরের কাছে এলে পিতর যীশুকে বললেন, “প্রভু, আপনি কেন আমার পা ধুইয়ে দেবেন?”

7এর উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, “আমি যা করছি, তুমি এখন তা বুঝতে পারছ না, কিন্তু পরে বুঝবে।”

8পিতর তাঁকে বললেন, “আপনি কখনও আমার
পা ধুইয়ে দেবেন না।”
যীশু তাঁকে বললেন, “আমি যদি তোমার পা না
ধুইয়ে দিই, তাহলে আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক
থাকবে না।”
9শিমোন পিতর তাঁকে বললেন, “প্রভু, আপনি কেবল
আমার পা নয়, হাত ও মাথা ধুইয়ে দিন!”
10যীশু তাঁকে বললেন, “যে স্নান করেছে তার পা
ধোয়া ছাড়া আর কিছু দরকার নেই, তার তো সর্বাঙ্গ
পরিষ্কার হয়েছে। তোমরাও পরিষ্কার হয়েছ, কিন্তু সকলে
নও।”
11যীশু জানতেন যে একজন তাঁকে ধরিয়ে দেবে,
সেই কারণেই তিনি বললেন, “তোমরা সকলে পরিষ্কার
নও।”
12তাদের পা ধোয়ানো শেষ ক’রে তিনি আবার তাঁর
উপরের জামাটি পরলেন ও টেবিলে তাঁর জায়গায়
ফিরে এসে তাদের বললেন, “আমি তোমাদের প্রতি
কি করলাম তা বুঝতে পারলে? 13তোমরা আমায় ‘গুরু’
ও ‘প্রভু’ বলে থাকো; আর তোমরা তা ঠিকই বল,
কারণ আমি তাই। 14তাই আমি প্রভু ও গুরু হয়ে যদি
তোমাদের পা ধুইয়ে দিই, তাহলে তোমাদেরও উচিত
পরস্পরের পা ধোয়ানো। 15আমি তোমাদের কাছে এক
দৃষ্টান্ত স্থাপন করলাম যেন, আমি তোমাদের প্রতি যেমন
করলাম, তোমরাও তেমনি কর। 16আমি তোমাদের সত্যি
বলছি, চাকর তার মনিবের থেকে বড় নয়, আর দূত
তার প্রেরণকর্তার থেকে বড় নয়। 17যেহেতু তোমরা
এসব জান, এইগুলি পালন কর, তাহলে তোমরা সুখী
হবে। 18আমি তোমাদের সকলের বিষয়ে বলছি না।
আমি জানি, কাদের আমি মনোনীত করেছি। কিন্তু
শাস্ত্রে যে কথা লেখা হয়েছে তা অবশ্যই পূর্ণ হবে, ‘যে
আমার সঙ্গে আহার করল, সেই আমার বিরুদ্ধে গেল।’
19এসব ঘটবার আগেই আমি তোমাদের এসব বলছি,
যাতে যখন এসব ঘটবে, তোমরা বিশ্বাস কর যে আমিই
তিনি। 20আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমি যাকে
পাঠাবো তাকে যে গ্রহণ করবে, সে আমাকেই গ্রহণ
করবে। আর যে আমাকে গ্রহণ করে, আমায় যিনি
পাঠিয়েছেন, সে তাঁকেও গ্রহণ করে।”

কে তাঁর বিপক্ষে যাবে যীশু তা জানালেন

(মথি 26:20-25; মার্ক 14:17-21; লূক 22:21-23)

21এই কথা বলার পর যীশু খুবই উদ্বিগ্ন হলেন, আর
খোলাখুলিই বললেন, “আমি তোমাদের সত্যি বলছি;
তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে ধরিয়ে দেবে।”
22শিষ্যরা পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলেন, আদৌ
বুঝতে পারলেন না কার বিষয়ে তিনি বলছেন। 23যীশুর
শিষ্যদের মধ্যে একজন ছিলেন যাকে যীশু খুবই
ভালবাসতেন, তিনি যীশুর গায়ের ওপর হেলান দিয়ে
ছিলেন। 24শিমোন পিতর এই শিষ্যকে ইশারা করলেন
এবং যীশুকে জিজ্ঞেস করতে বললেন যে উনি কার
সম্পর্কে বলছেন।
25তখন তিনি যীশুর বুকের উপর ঝুঁকে পড়ে তাঁকে
জিজ্ঞেস করলেন, “প্রভু, সে কে?”
26যীশু বললেন, “আমি রুটির টুকরোটি বাটিতে
ডুবিয়ে যাকে দেব সে-ই সেই লোক।” এরপর তিনি
রুটির টুকরো ডুবিয়ে শিমোন ঈষ্করিয়োতের ছেলে
যিহূদাকে দিলেন। 27যিহূদা রুটির টুকরোটি নেওয়ার
পর শয়তান তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। এরপর যীশু তাকে
বললেন, “তুমি যা করতে যাচ্ছ তা তাড়াতাড়ি করোগে
যাও।” 28কিন্তু যারা তাঁর সঙ্গে খাবার টেবিলে খেতে
বসেছিলেন, তাদের মধ্যে কেউই বুঝতে পারলেন না
তিনি কেন তাকে একথা বললেন। 29কেউ কেউ মনে
করলেন, যিহূদার কাছে টাকার থলি আছে, তাই হয়তো
যীশু তাকে বললেন, পর্বের জন্য যা যা প্রয়োজন তা
কিনে আনতে যাও; অথবা হয়তো গরীবদের ওর থেকে
কিছু দান করতে বলছেন।
30যিহূদা রুটির টুকরোটি গ্রহণ করে সঙ্গে সঙ্গে
বাইরে চলে গেল। তখন রাত হয়ে গেছে।

যীশু তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে বললেন

31যিহূদা সেখান থেকে চলে যাবার পর যীশু বললেন,
“মানবপুত্র এখন মহিমান্বিত হলেন, আর ঈশ্বরও তাঁর
মাধ্যমে মহিমান্বিত হলেন। 32ঈশ্বর যদি তাঁর মাধ্যমে
মহিমান্বিত হন, তবে ঈশ্বরও মানবপুত্রকে নিজের
মাধ্যমে মহিমান্বিত করবেন, তিনি খুব শিগ্‌গিরই তা
করবেন।”
33“আমার প্রিয় সন্তানরা, আমি আর কিছু সময়
তোমাদের সঙ্গে থাকব। তোমরা আমায় খুঁজবে, আর
আমি যেমন ইহুদী নেতাদের বলেছিলাম, আমি যেখানে
যাচ্ছি তোমরা সেখানে যেতে পার না, সেই কথাই
এখন তোমাদেরও বলছি। 34আমি তোমাদের এক নতুন
আদেশ দিচ্ছি, তোমরা পরস্পরকে ভালবাস। আমি
যেমন তোমাদের ভালবাসি, তোমরাও তেমনি
পরস্পরকে ভালবাস। 35তোমাদের পরস্পরের মধ্যে
যদি ভালবাসা থাকে তবে এর দ্বারাই সকলে জানবে
যে তোমরা আমার শিষ্য।”

যীশু বললেন পিতর তাঁকে অস্বীকার করবেন

(মথি 26:31-35; মার্ক 14:27-31; লূক 22:31-34)

36শিমোন পিতর যীশুকে বললেন, “প্রভু, আপনি
কোথায় যাচ্ছেন?”
যীশু বললেন, “যেখানে এখন আমি যাচ্ছি, তুমি
আমার পেছনে সেখানে আসতে পারবে না; কিন্তু পরে
তুমি আমায় অনুসরণ করবে।”
37পিতর তাঁকে বললেন, “প্রভু, এখন কেন আমি
আপনার সঙ্গে যেতে পারি না? আমি আপনার জন্য
নিজের জীবন পর্যন্ত দিয়ে দেব।”
38যীশু তাকে বললেন, “তুমি কি সত্যি আমার জন্য
প্রাণ দেবে? আমি তোমাকে সত্যি বলছি; কাল ভোরে
মোরগ ডাকার আগেই তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার
করবে।

শিষ্যদের প্রতি যীশুর সান্ত্বনা

14 "তোমাদের হৃদয় বিচলিত না হোক। ঈশ্বরের
উপর বিশ্বাস রাখ, আর আমার প্রতিও আস্থা
রাখ। 2আমার পিতার বাড়িতে অনেক ঘর আছে, যদি
না থাকতো আমি তোমাদের বলতাম। আমি তোমাদের
থাকবার এক জায়গা ঠিক করতে যাচ্ছি। 3সেখানে
গিয়ে জায়গা ঠিক করার পর আমি আবার আসব ও
তোমাদের আমার কাছে নিয়ে যাব, যেন আমি যেখানে
থাকি তোমরাও সেখানে থাকতে পার। 4আমি যেখানে
যাচ্ছি তোমরা সকলেই সে জায়গার পথ চেন।"

5থোমা তাঁকে বললেন, "প্রভু, আপনি কোথায়
যাচ্ছেন তা আমরা জানি না! আমরা সেখানে যাবার
পথ কিভাবে জানবো?"

6যীশু তাঁকে বললেন, "আমিই পথ, আমিই সত্য ও
জীবন। পিতার কাছে যাবার আমিই একমাত্র পথ।
7তোমরা যদি সত্যি আমাকে জেনেছ, তবে পিতাকেও
জানতে পেরেছ। আর এখন থেকে তোমরা তাঁকে জান
ও তাঁকে দেখেছ।"

8ফিলিপ যীশুকে বললেন, "প্রভু, আপনি পিতাকে
আমাদের দেখান, তাহলেই যথেষ্ট হবে।"

9যীশু তাঁকে বললেন, "আমি তোমাদের সঙ্গে
দীর্ঘদিন ধরে রয়েছি; আর ফিলিপ, তোমরা এখনও
আমায় চিনলে না? যে কেউ আমায় দেখেছে সে পিতাকে
দেখেছে। তোমরা কি করে বলছ, 'পিতাকে আমাদের
দেখান'? 10তুমি কি বিশ্বাস কর না যে আমি পিতার
মধ্যে আছি আর পিতাও আমার মধ্যে আছেন? আমি
তোমাদের যে সকল কথা বলি তা নিজের থেকে বলি
না। আমার মধ্যে যিনি আছেন সেই পিতা তাঁর
নিজের কাজ করেন। 11যখন আমি বলি যে আমি পিতার
মধ্যে আছি আর পিতাও আমার মধ্যে আছেন, তখন
আমাকে বিশ্বাস কর। যদি তা না কর, তবে আমার
কৃত সব অলৌকিক কাজের কারণেই বিশ্বাস কর। 12আমি
তোমাদের সত্যি বলছি, যে আমার ওপর বিশ্বাস রাখে,
আমি যে কাজই করি না কেন, সেও তা করবে, বলতে
কি সে এর থেকেও মহৎ মহৎ কাজ করবে, কারণ
আমি পিতার কাছে যাচ্ছি। 13আর তোমরা আমার নামে
যা কিছু চাইবে, আমি তা পূর্ণ করব, যেন পিতা পুত্রের
দ্বারা মহিমান্বিত হন। 14তোমরা যদি আমার নামে আমার
কাছে কিছু চাও, আমি তা পূর্ণ করব।

পবিত্র আত্মার প্রতিশ্রুতি

15"তোমরা যদি আমায় ভালবাস তবে তোমরা
আমার সমস্ত আদেশ পালন করবে। 16আমি পিতার
কাছে চাইব, আর তিনি তোমাদের আর একজন
সাহায্যকারী* দেবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের
সঙ্গে থাকেন! 17তিনি সত্যের আত্মা;* যাঁকে এই
জগত সংসার মেনে নিতে পারে না, কারণ জগত
তাঁকে দেখে না বা তাঁকে জানে না। তোমরা তাঁকে
জান, কারণ তিনি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন, আর
তিনি তোমাদের মধ্যেই থাকবেন।

18"আমি তোমাদের অনাথ রেখে যাবো না। আমি
তোমাদের কাছে আসব। 19আর কিছুক্ষণ পর এই জগত
সংসার আমায় দেখতে পাবে না, কিন্তু তোমরা আমায়
দেখতে পাবে। কারণ আমি বেঁচে আছি বলেই তোমরাও
বেঁচে থাকবে। 20সেই দিন তোমরা জানবে যে আমি
পিতার মধ্যে আছি, তোমরা আমার মধ্যে আছ, আর
আমি তোমাদের মধ্যে আছি। 21যে আমার নির্দেশ জানে
এবং সেগুলি সব পালন করে, সেই আমায় প্রকৃত
ভালবাসে। যে আমায় ভালবাসে, পিতাও তাকে
ভালবাসেন আর আমিও তাকে ভালবাসি। আমি
নিজেকে তার কাছে প্রকাশ করব।"

22যিহূদা (যিহূদা ঈষ্কারিয়োত নয়) তাঁকে বলল, "প্রভু
কেন আপনি জগতের কাছে নিজেকে প্রকাশ না করে
আমাদের কাছেই নিজেকে প্রকাশ করবেন?"

23এর উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, "যদি কেউ আমায়
ভালবাসে তবে সে আমার শিক্ষা অনুসারে চলবে, আর
আমার পিতা তাকে ভালবাসবেন, আর আমরা তার
কাছে আসব ও তার সঙ্গে বাস করব। 24যে আমায়
ভালবাসে না, সে আমার শিক্ষা পালন করে না। আর
তোমরা আমার যে শিক্ষা শুনছ তা আমার নয়, কিন্তু
যিনি আমায় পাঠিয়েছেন এই শিক্ষা সেই পিতার।

25"আমি তোমাদের সঙ্গে থাকতে থাকতেই এইসব
কথা বললাম, 26কিন্তু সেই সাহায্যকারী পবিত্র আত্মা,
যাঁকে পিতা আমার নামে পাঠিয়ে দেবেন, তিনি তোমাদের
সব কিছু শিক্ষা দেবেন, আর আমি তোমাদের যা যা
বলেছি, সে সকল বিষয় তিনি তোমাদের স্মরণ করিয়ে
দেবেন।

27"শান্তি আমি তোমাদের কাছে রেখে যাচ্ছি। আমার
নিজের শান্তি আমি তোমাদের দিচ্ছি। জগত-সংসার
যেভাবে শান্তি দেয় আমি সেইভাবে তা দিচ্ছি না।
তোমাদের অন্তর উদ্বিগ্ন অথবা শঙ্কিত না হোক।
28তোমরা শুনেছ যে, আমি তোমাদের বলেছি যে আমি
যাচ্ছি আর আমি আবার তোমাদের কাছে আসব। তোমরা
যদি আমায় ভালবাস তবে এটা জেনে খুশী হবে যে
আমি পিতার কাছে যাচ্ছি, কারণ পিতা আমার থেকে
মহান। 29তাই এসকল ঘটার আগেই আমি এসব
তোমাদের এখন বললাম, যাতে ঘটলে পর তোমরা
বিশ্বাস কর। 30আমি তোমাদের সঙ্গে আর বেশীক্ষণ
কথা বলব না, কারণ এই জগতের অধিপতি আসছে।
আমার ওপর তার কোন দাবী নেই। 31জগত সংসার
যাতে জানতে পারে যে আমি পিতাকে ভালবাসি, তাই
পিতা আমায় যেমন আদেশ করেন আমি সেরকমই
করি।

"এখন এস! আমরা এখান থেকে যাই।"

সাহায্যকারী "সাহায্যকারী" কথাটির অর্থ "উপদেশদাতা" এখানে যীশু পবিত্র আত্মার সম্বন্ধে বলেছেন।

সত্যের আত্মা পবিত্র আত্মা। একে 'ঈশ্বরের আত্মা' বা 'সান্ত্বনাদাতা' ও বলা হয়। যিনি ঈশ্বর এবং যীশুর সঙ্গে যুক্ত। তিনি জগতে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের কাজ করেছেন। যোহন 16:13

যীশু এক আঙ্গুরলতাস্বরূপ

15 যীশু বললেন, "আমিই প্রকৃত আঙ্গুরলতা, আর
আমার পিতা আঙ্গুর ক্ষেতের প্রকৃত কৃষক।
2আমার যে শাখাতে ফল ধরে না, তিনি তা কেটে
ফেলেন। আর যে শাখাতে ফল ধরে তাতে আরও বেশী
করে ফল ধরার জন্য তিনি তা ছেঁটে পরিষ্কার করে
দেন। 3আমি তোমাদের যে শিক্ষা দিয়েছি তার ফলে
তোমরা এখন শুচি হয়েছ। 4তোমরা আমার সঙ্গে সংযুক্ত
থাক, আর আমিও তোমাদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকব।
শাখা যেমন আঙ্গুরলতার সঙ্গে সংযুক্ত না থাকলে ফল
ধরতে পারে না, তেমনি তোমরাও আমার সঙ্গে সংযুক্ত
না থাকলে ফলবন্ত হতে পারবে না। 5আমিই আঙ্গুরলতা,
আর তোমরা শাখা। যে আমাতে সংযুক্ত থাকে সে
প্রচুর ফলে ফলবান হয়, কারণ আমাকে ছাড়া তোমরা
কিছুই করতে পার না। 6যদি কেউ আমাতে না থাকে,
তবে তাকে শুকিয়ে যাওয়া শাখার মতো ছুঁড়ে ফেলা
হয়। তারপর সেই সব শুকনো শাখাকে জড়ো করে তা
আগুনে ছুঁড়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

7যদি তোমরা আমাতে থাক, আর আমার শিক্ষা
যদি তোমাদের মধ্যে থাকে, তাহলে তোমরা যা ইচ্ছা
কর, তা পাবে। 8তোমরা প্রচুর ফলে ফলবান হয়ে
প্রমাণ কর যে, তোমরা আমার প্রকৃত শিষ্য; আর তাতেই
আমার পিতা মহিমান্বিত হবেন। 9পিতা যেমন আমায়
ভালবাসেন, আমিও তোমাদেরকে তেমনি ভালবাসি।
তোমরা আমার ভালবাসার মধ্যে থাকো। 10আমি আমার
পিতার আদেশ পালন করেছি ও তাঁর ভালবাসায় আছি।
একইভাবে তোমরা যদি আমার আদেশ পালন কর
তবে তোমরাও আমার ভালবাসায় থাকবে। 11আমি
এসব কথা তোমাদের বললাম, যেন আমার যে আনন্দ
আছে তা তোমাদের মধ্যেও থাকে; আর এইভাবে
তোমাদের আনন্দ যেন সম্পূর্ণ হয়। 12আমার আদেশ
এই, আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, তোমরাও
তেমনি একে অপরকে ভালবাস। 13বন্ধুদের জন্য প্রাণ
দেওয়ার থেকে একজনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ভালবাসা আর
কিছু নেই। 14আমি তোমাদেরকে যা যা আদেশ করছি
তোমরা যদি তা পালন কর তাহলে তোমরা আমার
বন্ধু। 15আমি তোমাদেরকে আর দাস বলছি না, কারণ
মনিব কি করে, তা দাস জানে না। কিন্তু আমি তোমাদের
বন্ধু বলছি, কারণ আমি পিতার কাছ থেকে যা যা
শুনেছি সে সবই তোমাদের জানিয়েছি। 16তোমরা আমায়
মনোনীত করনি, বরং আমিই তোমাদের মনোনীত
করেছি। আমি তোমাদের নিয়োগ করেছি যেন তোমরা
যাও ও ফলবন্ত হও, আর তোমাদের ফল যেন স্থায়ী
হয় এই আমার ইচ্ছা। তোমরা আমার নামে যা কিছু
চাও, পিতা তা তোমাদের দেবেন। 17আমি তোমাদের
এই আদেশ দিচ্ছি যে তোমরা একে অপরকে ভালবাস।

শিষ্যদের প্রতি যীশুর সতর্কবাণী

18"জগত সংসার যদি তোমাদের ঘৃণা করে, তবে
একথা মনে রেখো যে, সে প্রথমে আমায় ঘৃণা করল।
19তোমরা যদি এই জগতের হও, তবে জগত যেমন
তার আপনজনদের ভালবাসে, তেমনি তোমাদেরও
ভালবাসবে। কিন্তু তোমরা এ জগতের নও। আমি এই
জগত থেকে তোমাদের মনোনীত করেছি, এই কারণেই
জগত সংসার তোমাদের ঘৃণা করে। 20যে শিক্ষার কথা
আমি তোমাদের বললাম তা স্মরণে রেখো, একজন
দাস তার মনিবের থেকে বড় নয়। তারা যদি আমার
ওপর নির্যাতন করে থাকে তবে তারা তোমাদেরও
নির্যাতন করবে। যদি তারা আমার শিক্ষা পালন করে
থাকে তবে তোমাদের শিক্ষা পালন করবে। 21তারা
আমার জন্যই তোমাদের প্রতি এগুলি করবে, কারণ
যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁকে তারা জানে না। 22আমি
যদি না আসতাম ও তাদের সঙ্গে কথা না বলতাম,
তাহলে তাদের পাপ হোত না। কিন্তু আমি এসেছি,
তাদের সঙ্গে কথা বলেছি তাই তাদের এখন পাপ
ঢাকবার কোন উপায় নেই। 23যে আমায় ঘৃণা করে, সে
আমার পিতাকেও ঘৃণা করে। 24যে কাজ আর কেউ
কখনও করেনি, সেরূপ কাজ যদি আমি তাদের মধ্যে
না করতাম, তবে তাদের পাপের জন্য তারা দোষী
হোত না। কিন্তু এখন তারা আমার কাজ দেখেছে, আর
তা সত্ত্বেও তারা আমাকে ও পিতাকে, উভয়কেই ঘৃণা
করেছে। 25শাস্ত্রের এই বাক্য পূর্ণ হওয়ার জন্যই এসব
ঘটল- 'তারা অকারণে আমায় ঘৃণা করেছে।'*

26"আমি পিতার কাছ থেকে একজন সাহায্যকারী
পাঠাবো, তিনি সত্যের আত্মা। তিনি যখন পিতার কাছ
থেকে আসবেন, তিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন।
27তোমরাও লোকদের কাছে অবশ্যই আমার কথা বলবে,
কারণ তোমরা শুরু থেকে আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ।

16 "আমি তোমাদের এসব বলেছি যাতে তোমরা
তোমাদের বিশ্বাস ত্যাগ না কর। 2তারা তোমাদের
সমাজ-গৃহ থেকে বহিষ্কৃত করবে। বলতে কি এমন
সময় আসছে, যখন তারা তোমাদেরকে হত্যা করে
মনে করবে যে তারা ঈশ্বরের সেবা করছে। 3তারা
এরূপ কাজ করবে কারণ তারা না জানে আমাকে, না
জানে পিতাকে। 4কিন্তু আমি তোমাদের এসব কথা
বললাম, যেন এসব ঘটাবার সময় আসলে তোমরা
মনে করতে পার যে, আমি তোমাদের এসব বিষয়ে
আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলাম।

পবিত্র আত্মার কাজ

"শুরুতেই আমি তোমাদের এসব কথা বলিনি, কারণ
আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম। 5কিন্তু যিনি আমায়
পাঠিয়েছেন এখন আমি তাঁর কাছে ফিরে যাচ্ছি, আর
তোমাদের কেউ জিজ্ঞেস করছ না, 'আপনি কোথায়
যাচ্ছেন?' 6এখন আমি তোমাদের এসব কথা বললাম,
তাই তোমাদের অন্তর দুঃখে ভরে গেছে। 7কিন্তু আমি
তোমাদের সত্যি বলছি; আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে
ভাল, কারণ আমি যদি না যাই তাহলে সেই সাহায্যকারী
তোমাদের কাছে আসবেন না। কিন্তু আমি যদি যাই

'তারা ... করেছে' গীত 35:19, অথবা 69:4

তাহলে আমি তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব। 8যখন সেই সাহায্যকারী আসবেন তখন তিনি পাপ, ন্যায়পরায়ণতা ও বিচার সম্পর্কে জগতের মানুষকে চেতনা দেবেন। 9তিনি পাপ সম্পর্কে চেতনা দেবেন কারণ তারা আমাতে বিশ্বাস করে না। 10ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে বোঝাবেন কারণ এখন আমি পিতার কাছে যাচ্ছি, আর তোমরা আমায় দেখতে পাবে না। 11বিচার সম্বন্ধে চেতনা দেবেন কারণ এই জগতের যে শাসক তার বিচার হয়ে গেছে।

12"তোমাদের বলবার মতো আমার এখনও অনেক কথা আছে; কিন্তু সেগুলো তোমাদের গ্রহণ করার পক্ষে এখন অতিরিক্ত হয়ে যাবে। 13সত্যের আত্মা যখন আসবেন, তখন তিনি সকল সত্যের মধ্যে তোমাদের পরিচালিত করবেন। তিনি নিজে থেকে কিছু বলেন না, কিন্তু তিনি যা শোনেন তাই বলেন, আর আগামী দিনে কি ঘটতে চলেছে তা তিনি তোমাদের কাছে বলবেন। 14তিনি আমাকে মহিমান্বিত করবেন, কারণ আমি যা বলি তাই তিনি গ্রহণ করবেন এবং তোমাদের তা বলবেন। 15যা কিছু পিতার, তা আমার। এই কারণেই আমি বলেছি যে সত্যের আত্মা আমার নিকট থেকে সবই গ্রহণ করবেন এবং তোমাদের তা বলবেন।

দুঃখ আনন্দে পরিণত হবে

16"আর একটু পরে তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না। অল্প একটু পরে আবার আমাকে দেখতে পাবে।"

17তখন তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কয়েকজন পরস্পরকে বলল, "উনি আমাদের কি বলতে চাইছেন, 'কিছু পরে তোমরা আমায় দেখতে পাবে না, কিছু পরে তোমরা আবার আমায় দেখতে পাবে।' এ কথারই বা অর্থ কি, 'কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি'?" 18তারা আরও বললেন, "তিনি 'অল্প কিছুকাল পরে' বলতে কি বোঝাতে চাইছেন? তিনি কি বলছেন, আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না।"

19তারা তাঁকে কি জিজ্ঞেস করতে চান তা যীশু বুঝতে পারলেন। তাই তিনি তাঁদের বললেন, "যখন আমি বললাম, 'অল্প কিছু পরে তোমরা আমায় দেখতে পাবে না, আবার অল্প কিছু পরে আবার আমায় দেখতে পাবে', এর দ্বারা আমি কি বোঝাতে চাইছি এই নিয়েই কি পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করছ? 20আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা কাঁদবে, ব্যথিত হবে, কিন্তু জগত-সংসার তাতে আনন্দিত হবে। তোমরা দুঃখে ভারাক্রান্ত হবে, কিন্তু তোমাদের দুঃখ আনন্দে পরিণত হবে। 21স্ত্রীলোক সন্তান প্রসবের সময় কষ্ট পায়, কারণ তখন তার প্রসব বেদনার সময়; কিন্তু যখন সে সন্তান প্রসব করে, তখন সে তার কষ্টের কথা ভুলে যায়, জগতে একজন জন্মগ্রহণ করল জেনে সে আনন্দিত হয়। 22ঠিক সেই রকম, তোমরাও এখন দুঃখ পাচ্ছ, কিন্তু আমি তোমাদের আবার দেখা দেব, আর তোমাদের হৃদয় তখন আনন্দে ভরে যাবে। তোমাদের সেই আনন্দ কেউ তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। 23সেদিন তোমরা আমার কাছে কিছু চাইবে না। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা আমার নামে যদি পিতার কাছে কিছু চাও, তিনি তোমাদের তা দেবেন। 24এ পর্যন্ত তোমরা আমার নামে কিছু চাওনি। তোমরা চাও, তাহলে তোমরা পাবে। তোমাদের আনন্দ তখন পূর্ণতায় ভরে যাবে।

জগত জয় করা হল

25"আমি হেঁয়ালি করে তোমাদের এসব বলেছিলাম। সময় আসছে যখন আমি আর হেঁয়ালি করে তোমাদের কিছু বলব না, বরং পিতার বিষয় সরল ভাষায় তোমাদের কাছে ব্যক্ত করব। 26সেই দিন যা চাইবার তা তোমরা আমার নামেই চাইবে, আর আমি তোমাদের বলছি না যে আমি তোমাদের হয়ে পিতার কাছে চাইব। 27না, পিতা নিজেই তোমাদের ভালবাসেন, কারণ তোমরা আমায় ভালবেসেছ এবং তোমরা বিশ্বাস কর যে আমি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছি। 28আমি পিতার কাছ থেকে এই জগতে এসেছি; এখন আমি এ জগত ছেড়ে আবার পিতার কাছে ফিরে যাচ্ছি।"

29তাঁর শিষ্যরা বললেন, "দেখুন, এখন আপনি স্পষ্টভাবে বলছেন, কোনরকম হেঁয়ালি করে বলছেন না। 30এখন আমরা বুঝলাম যে আপনি সব কিছুই জানেন। কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করার আগেই আপনি তার উত্তর দিতে পারেন। এজন্যই আমরা বিশ্বাস করি যে আপনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন।"

31যীশু তাঁদের বললেন, "তাহলে তোমরা এখন বিশ্বাস করছ? 32শোন, সময় আসছে, বলতে কি এসে পড়েছে, যখন তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যে যার নিজের জায়গায় চলে যাবে, আর আমায় একা ফেলে পালাবে, তবু আমি একা নই, কারণ পিতা আমার সঙ্গে আছেন।

33"আমি তোমাদের এসব কথা বললাম যাতে তোমরা আমার মধ্যে শান্তি পাও। জগতে তোমরা কষ্ট পাবে, কিন্তু সাহসী হও! আমিই জগতকে জয় করেছি!"

শিষ্যদের জন্য যীশুর প্রার্থনা

17 এইসব কথা বলার পর যীশু স্বর্গের দিকে তাকিয়ে এই কথা বললেন, "পিতা, এখন সময় হয়েছে; তোমার পুত্রকে মহিমান্বিত কর, যেন তোমার পুত্রও তোমাকে মহিমান্বিত করতে পারেন। 2সমস্ত মানুষের উপর পুত্রকে তুমি অধিকার দিয়েছ যাতে তিনি তাদের সকলকে অনন্ত জীবন দিতে পারেন। 3এই হোল অনন্ত জীবন; তারা তোমাকে জানে যে তুমি একমাত্র সত্য ঈশ্বর ও তুমি যাঁকে পাঠিয়েছ সেই যীশু খ্রীষ্টকে জানে। 4তুমি যে কাজ করার দায়িত্ব আমায় দিয়েছিলে, তা আমি শেষ করেছি ও পৃথিবীতে তোমাকে মহিমান্বিত করেছি; 5তাই এখন তোমার সান্নিধ্যে আমায় মহিমান্বিত কর। হে পিতা, জগত সৃষ্টির পূর্বে তোমার কাছে আমার যে মহিমা ছিল, তুমি সেই মহিমায় এখন আমায় মহিমান্বিত কর।

6"এই জগতের মধ্যে থেকে তুমি যে সব লোকদের
আমায় দিয়েছ, আমি তাদের কাছে তোমার পরিচয়
দিয়েছি। তারা তোমারই ছিল, এবং তুমি তাদেরকে
আমায় দিয়েছ, আর তারা তোমার শিক্ষানুসারে চলেছে।
7এখন তারা বুঝেছে যে তুমি যা কিছু আমায় দিয়েছ
তা তোমার কাছ থেকেই এসেছে। 8তুমি আমায় যে
শিক্ষা দিয়েছ তা আমি তাদের দিয়েছি, আর তা তারা
গ্রহণও করেছে। তারা সত্যিই বুঝেছে যে আমি তোমারই
কাছ থেকে এসেছি, আর তারা বিশ্বাস করে যে তুমি
আমায় পাঠিয়েছ। 9আমি তাদের জন্য এখন প্রার্থনা
করছি। আমি সারা জগতের জন্য প্রার্থনা করছি না,
কেবল সেই সকল লোকদের জন্য প্রার্থনা করছি যাদেরকে
তুমি দিয়েছ, কারণ তারা তোমার। 10আমার যা কিছু
তা তোমার, আর তোমার যা তা আমার। আর এদের
মাধ্যমেই আমি মহিমান্বিত হয়েছি। 11আমি আর এই
জগতে থাকছি না, কিন্তু তারা এই জগতে থাকছে,
আমি তোমারই কাছে যাচ্ছি। পবিত্র পিতা, যে নাম
তুমি আমায় দিয়েছ, তোমার সেই নামের শক্তিতে
তুমি তাদের রক্ষা কর। আমরা যেমন এক, তেমনি
তারা যেন সকলে এক হতে পারে। 12আমি যখন তাদের
সঙ্গে ছিলাম, আমি তাদের নিরাপদে রেখেছিলাম। তুমি
আমায় যে নাম দিয়েছ সেই নামের শক্তিতে তখন
আমি তাদের রক্ষা করেছিলাম। আমি তাদের সাবধানে
রক্ষা করেছি। তাদের মধ্যে কেউ বিনষ্ট হয় নি। একমাত্র
ব্যতিক্রম সেই লোকটি, ধ্বংস হওয়াই যার পরিণতি।
শাস্ত্রের কথা সফল করার জন্যেই এই পরিণতি।

13"এখন আমি তোমার কাছে আসছি, কিন্তু এই
জগতে থাকতে থাকতে আমি এসব কথা বলছি, যেন
তারা আমার যে আনন্দ তা পরিপূর্ণরূপে পায়। 14আমি
তাদের তোমার শিক্ষা জানিয়েছি, কিন্তু জগত-সংসার
তাদের ঘৃণা করে, কারণ তারা এই জগতের নয়, যেমন
আমিও এ জগতের নই। 15তাদের এই জগত থেকে
নিয়ে যাবার জন্য আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি
না, কিন্তু তাদের মন্দ শক্তির হাত থেকে রক্ষা কর।
16তারা এই জগতের নয়, যেমন আমিও এ জগতের
নই 17সত্যের দ্বারা তোমার সেবার জন্য তুমি তাদের
পবিত্র কর। তোমার বাক্যই সত্যস্বরূপ। 18তুমি যেমন
এ জগতে আমাকে পাঠিয়েছ, আমিও তাদের তেমনি
জগতের মাঝে পাঠিয়েছি। 19তাদের জন্য আমি তোমার
সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করেছি, যেন তারাও সত্যের
মাধ্যমে তোমার সেবায় নিজেদের নিযুক্ত করতে পারে।

20"আমি কেবল এদের জন্যই প্রার্থনা করছি না,
এদের শিক্ষার মধ্য দিয়ে যারা আমায় বিশ্বাস করবে
তাদের জন্যও করছি। 21পিতা, যেমন তুমি আমাতে
রয়েছ, আর আমি তোমাতে রয়েছি, তেমনি তারাও
যেন এক হয়। তারা যেন আমাদের মধ্যে থাকে যাতে
জগত সংসার বিশ্বাস করে যে তুমি আমাকে পাঠিয়েছ।
22আর তুমি আমায় যে মহিমা দিয়েছ তা আমি তাদের
দিয়েছি, যাতে আমরা যেমন এক, তারাও তেমনি এক
হতে পারে। 23আমি তাদের মধ্যে, আর তুমি আমার
মধ্যে থাকবে, এইভাবে তারা যেন সম্পূর্ণভাবে এক
হয়। জগত যাতে জানে যে তুমি আমায় পাঠিয়েছ।
আর তুমি যেমন আমায় ভালবেসেছ, তেমনি তুমি
তাদেরও ভালবেসেছ।

24"পিতা, আমি চাই, আমি যেখানে আছি, তুমি
যাদের আমায় দিয়েছ, তারাও যেন আমার সঙ্গে সেখানে
থাকে। আর তুমি আমায় যে মহিমা দিয়েছ তারা আমার
সেই মহিমা যেন দেখতে পায়, কারণ জগত সৃষ্টির
আগেই তুমি আমায় ভালবেসেছ। 25ন্যায়বান পিতা,
জগত তোমায় জানে না, কিন্তু আমি তোমায় জানি।
আর আমার এই শিষ্যরা জানে যে তুমি আমায়
পাঠিয়েছ। 26তুমি কে আমি তাদের কাছে তা প্রকাশ
করেছি, আর এরপরেও আমি তাদের কাছে তা করতেই
থাকব। তাহলে তুমি আমায় যেমন ভালবেসেছ, তারা
একইভাবে অন্যদের ভালবাসবে আর আমি তাদের
মধ্যেই থাকব।"

যীশুকে গ্রেপ্তার

(মথি 26:47-56; মার্ক 14:43-50; লূক 22:47-53)

18 এই প্রার্থনার পর যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে
কিদ্রোণ উপত্যকার ওপারে চলে গেলেন।
সেখানে একটি বাগান ছিল। যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে
সেই বাগানের মধ্যে ঢুকলেন।

2যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে প্রায়ই সেখানে আসতেন।
এইজন্য যিহূদা সেই স্থানটি জানত। এই যিহূদা যীশুর
সঙ্গে প্রতারণা করেছিল। 3সে ফরীশীদের ও প্রধান
যাজকদের কাছ থেকে একদল সৈনিক ও কিছু রক্ষী
নিয়ে সেখানে এল। তাদের হাতে ছিল মশাল, লণ্ঠন ও
নানা অস্ত্র।

4তখন যীশু, তাঁর প্রতি কি ঘটতে চলেছে সে সবই
তাঁর জানা থাকার ফলে এগিয়ে গিয়ে বললেন, "তোমরা
কাকে খুঁজছ?"

5তারা তাঁকে বলল, "নাসরতীয় যীশুকে।"

যীশু বললেন, "আমিই তিনি।" যে যিহূদা যীশুর
বিরুদ্ধে গিয়েছিল সেও তাদেরই সঙ্গে সেখানে দাঁড়িয়ে
ছিল। 6তিনি যখন তাদের বললেন, "আমিই তিনি।"
তাতে তারা পিছু হটে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

7তাই আবার একবার তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন,
"তোমরা কাকে খুঁজছ?"

তারা বলল, "নাসরতীয় যীশুকে।"

8এর উত্তরে যীশু বললেন, "আমি তো তোমাদের
আগেই বলেছি, 'আমিই তিনি।' সুতরাং যদি তোমরা
আমাকেই খুঁজছ, তাহলে এদের যেতে দাও।" 9এটা
ঘটল যাতে তাঁর আগের বক্তব্য যথার্থ প্রতিপন্ন হয়,
"তুমি আমায় যাদের দিয়েছ তাদের কাউকে আমি হারাই
নি।"

10তখন শিমোন পিতরের কাছে একটা তরোয়াল
থাকায় তিনি সেটা টেনে বের করে মহাযাজকের চাকরকে
আঘাত করে তার ডান কান কেটে ফেললেন। সেই
চাকরের নাম মল্ক।

11তখন যীশু পিতরকে বললেন, "তোমার তরবারি
খাপে ভরো, যে পানপাত্র পিতা আমায় দিয়েছেন,
আমাকে তা পান করতেই হবে।"

হাননের কাছে যীশুকে আনা হোল

(মথি 26:57-58; মার্ক 14:53-54; লূক 22:54)

12এরপর সৈন্যরা ও তাদের সেনাপতি এবং ইহুদী
রক্ষীরা যীশুকে গ্রেপ্তার করে বেঁধে প্রথমে হাননের
কাছে নিয়ে গেল। 13সেই বছর যিনি মহাযাজক ছিলেন;
সেই কায়াফার শ্বশুর এই হানন। 14এই কায়াফা ইহুদী
নেতাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, জনস্বার্থে এক জনের
মরণ হওয়া ভালো।

পিতরের যীশুকে অস্বীকার

(মথি 26:69-70; মার্ক 14:66-68; লূক 22:55-57)

15শিমোন পিতর ও আর একজন শিষ্য যীশুর পেছনে
পেছনে গেলেন। এই শিষ্যর সঙ্গে মহাযাজকের চেনা
পরিচয় ছিল, তাই তিনি যীশুর সঙ্গে মহাযাজকের বাড়ির
উঠোনে ঢুকলেন; কিন্তু পিতর ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে
রইলেন। 16তখন মহাযাজকের পরিচিত শিষ্য বাইরে
এসে যে বালিকাটি ফটক পাহারায় ছিল তাকে বলে
পিতরকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। 17তখন দ্বাররক্ষীরা
পিতরকে বলল, "তুমিও সেই লোকটার শিষ্যদের মধ্যে
একজন নও কি?"

পিতর বললেন, "না, আমি নই!"

18চাকরেরা ও মন্দিরের রক্ষীরা শীতের জন্য কাঠ
কয়লার আগুন তৈরী করে তার চারপাশে দাঁড়িয়ে আগুন
পোয়াচ্ছিল। পিতরও তাদের সঙ্গে সেখানে দাঁড়িয়ে
আগুন পোয়াচ্ছিলেন।

যীশুকে মহাযাজকের প্রশ্ন

(মথি 26:59-66; মার্ক 14:55-64; লূক 22:66-71)

19এরপর মহাযাজক যীশুকে তাঁর শিষ্যদের বিষয়ে
ও তাঁর শিক্ষার বিষয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন। 20যীশু
এর উত্তরে তাঁকে বললেন, "আমি সর্বদাই সকলের
কাছে প্রকাশ্যে কথা বলেছি। আমি মন্দিরের মধ্যে ও
সমাজ-গৃহেতে যেখানে ইহুদীরা একসঙ্গে সমবেত হয়
সেখানে সব সময় শিক্ষা দিয়েছি। আর আমি কখনও
কোন কিছু গোপনে বলিনি। 21তোমরা আমায় কেন সে
বিষয়ে প্রশ্ন করছ? যারা আমার কথা শুনেছে তাদেরই
জিজ্ঞেস কর আমি তাদের কি বলেছি। আমি কি বলেছি
তারা নিশ্চয়ই জানবে!"

22তিনি যখন একথা বলছেন, তখন সেই মন্দির
রক্ষীবাহিনীর একজন যে সেখানে দাঁড়িয়েছিল সে যীশুকে
এক চড় মেরে বলল, "তোর কি সাহস, তুই মহাযাজককে
এরকম জবাব দিলি!"

23এর উত্তরে যীশু তাকে বললেন, "আমি যদি অন্যায়
কিছু বলে থাকি, তবে সকলকে বল কি অন্যায় বলেছি;
কিন্তু আমি যদি সত্যি কথা বলে থাকি তাহলে তোমরা
আমায় মারছ কেন?"

24এরপর হানন, যীশুকে মহাযাজক কায়াফার কাছে
পাঠিয়ে দিলেন। যীশু তখনও বাঁধা অবস্থায় ছিলেন।

পিতর আবার মিথ্যা বললেন

(মথি 26:71-75; মার্ক 14:69-72; লূক 22:58-62)

25এদিকে শিমোন পিতর সেখানে দাঁড়িয়ে আগুন
পোয়াচ্ছিলেন, লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "তুমিও
কি ওর শিষ্যদের মধ্যে একজন?" কিন্তু তিনি একথা
অস্বীকার করে বললেন, "না, আমি নই।"

26মহাযাজকের একজন চাকর, পিতর যার কান
কেটে ফেলেছিলেন তার এক আত্মীয় বলল, "আমি
ওর সঙ্গে তোমাকে সেই বাগানের মধ্যে দেখেছি, ঠিক
বলেছি না?"

27তখন পিতর আবার একবার অস্বীকার করলেন;
আর তখনই মোরগ ডেকে উঠল।

যীশুকে পীলাতের কাছে আনা হোল

(মথি 27:1-2, 11-31; মার্ক 15:1-20; লূক 23:1-25)

28এরপর তারা যীশুকে কায়াফার বাড়ি থেকে
রাজ্যপালের প্রাসাদে নিয়ে গেল। তখন ভোর হয়ে
গিয়েছিল। তারা নিজেরা রাজ্যপালের প্রাসাদের ভেতরে
যেতে চাইল না, পাছে অশুচি* হয়ে পড়ে, কারণ তারা
নিস্তারপর্বের ভোজ খেতে চাইছিল। 29তারপর রাজ্যপাল
পীলাত তাদের সামনে বেরিয়ে এসে বললেন, "তোমরা
এই লোকটার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আনছ?"

30এর উত্তরে তারা পীলাতকে বলল, "এই লোক
যদি দোষী না হোত, তাহলে আমরা তোমার হাতে
একে তুলে দিতাম না।"

31তখন পীলাত তাদের বললেন, "একে নিয়ে যাও
এবং তোমাদের বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে এর বিচার কর।"
ইহুদীরা তাকে বলল, "আমরা কাউকে মৃত্যুদণ্ড দিতে
পারি না।" 32কিভাবে তাঁর মৃত্যু হবে সে বিষয়ে যীশু
যা ইঙ্গিত করেছিলেন তা পূরণ করতেই এই ঘটনাগুলি
ঘটল।

33তখন পীলাত আবার প্রাসাদের মধ্যে গিয়ে যীশুকে
জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি ইহুদীদের রাজা?"

34যীশু বললেন, "তুমি কি নিজে থেকে একথা বলছ,
অথবা অন্য কেউ আমার বিষয়ে তোমাকে বলেছে?"

35পীলাত বললেন, "আমি কি ইহুদী? তোমার নিজের
লোকেরা ও প্রধান যাজকেরা তোমাকে আমার হাতে
সঁপে দিয়েছে। তুমি কি করেছ?"

36যীশু বললেন, "আমার রাজ্য এই জগতের নয়।
যদি আমার রাজ্য এই জগতের হোত তাহলে আমার
লোকেরা ইহুদীদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করার
জন্য লড়াই করত; কিন্তু না, আমার রাজ্য এখানকার
নয়।"

37তখন পীলাত তাঁকে বললেন, "তাহলে তুমি
একজন রাজা?"

অশুচি ইহুদীরা মনে করত কোন অইহুদীর ঘরে প্রবেশ করলে তাদের শুদ্ধতা নষ্ট হয়ে যাবে। যোহন 11:35

যীশু এর উত্তরে বললেন, "আপনি বলছেন যে আমি রাজা। আমি এই জন্যই জন্মেছিলাম, আর এই উদ্দেশ্যেই আমি জগতে এসেছি, যেন সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিই। যে কেউ সত্যের পক্ষে আছে, সে আমার কথা শোনে।"

38পীলাত তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "সত্য কি?" এই কথা জিজ্ঞেস করে তিনি পুনরায় ইহুদীদের কাছে গেলেন, আর তাদের বললেন, "আমি তো এই লোকটির মধ্যে কোন দোষ দেখতে পাচ্ছি না? 39কিন্তু তোমাদের এমন এক রীতি আছে, সেই অনুসারে নিস্তারপর্বের সময়ে একজন বন্দীকে মুক্তি দিয়ে থাকি। বেশ তোমাদের কি ইচ্ছা, আমি তোমাদের জন্য 'ইহুদীদের রাজাকে' ছেড়ে দেব?"

40তারা আবার চিৎকার করে বলল, "একে নয়! বারাব্বাকে!" এই বারাব্বা ছিল একজন বিদ্রোহী।

19 তখন পীলাত আদেশ দিলেন যে যীশুকে চাবুক মারার জন্য নিয়ে যাওয়া হোক। 2সেনারা কাঁটালতা দিয়ে একটা মুকুট তৈরী করে সেটা যীশুর মাথায় পরিয়ে দিল। তারা যীশুকে বেগুনে রঙের পোশাক পরাল, 3এরপর তাঁর কাছে এগিয়ে এসে বলতে লাগল, "ইহুদীদের রাজা দীর্ঘজীবি হোক!" এই বলে তারা তাঁর গালে চড় মারতে লাগল।

4পীলাত আর একবার বাইরে বেরিয়ে এসে তাদের বললেন, "শোন, আমি যীশুকে তোমাদের সামনে নিয়ে আসছি। আমি চাই যে, তোমরা বুঝবে যে আমি এর কোনই দোষ খুঁজে পাচ্ছি না।" 5এরপর যীশু বাইরে এলেন, তখন তাঁর মাথায় কাঁটার মুকুট ও পরনে বেগুনে পোশাক ছিল। পীলাত তাদের বললেন, "এই দেখ, সেই মানুষ!"

6প্রধান যাজকরা ও মন্দিরের রক্ষীরা যীশুকে দেখে চিৎকার করে বলল, "ওকে ক্রুশে দাও, ক্রুশে দিয়ে ওকে মেরে ফেল!"

পীলাত তাদের বললেন, "তোমরা নিজেরাই একে নিয়ে গিয়ে ক্রুশে দাও, কারণ আমি এর কোন দোষ দেখতে পাচ্ছি না।" 7ইহুদীরা তাঁকে বলল, "আমাদের যে বিধি-ব্যবস্থা আছে, সেই ব্যবস্থানুসারে ওর প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত, কারণ ও নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে দাবী করে।"

8এই কথা শুনে পীলাত ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। 9তিনি আবার প্রাসাদের মধ্যে গেলেন। পীলাত যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কোথা থেকে এসেছ?" কিন্তু যীশু এর কোন উত্তর দিলেন না।

10তখন পীলাত যীশুকে বললেন, "তুমি কি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও না? তুমি কি জান না যে তোমাকে মুক্তি দেওয়ার বা ক্রুশে বিদ্ধ করে মারবার ক্ষমতা আমার আছে?"

11এর উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, "ঈশ্বর না দিলে আমার ওপর আপনার কোন ক্ষমতা থাকত না। তাই যে লোক আমাকে আপনার হাতে তুলে দিয়েছে, সে আরও বড় পাপে পাপী।"

12একথা শুনে পীলাত তাঁকে ছেড়ে দেবার জন্য চেষ্টা করলেন, কিন্তু ইহুদীরা চিৎকার করল, "যদি তুমি ওকে ছেড়ে দাও, তাহলে তুমি কৈসরের বন্ধু নও। যে কেউ নিজেকে রাজা বলবে, বুঝতে হবে সে কৈসরের বিরোধিতা করছে।"

13এই কথা শোনার পর পীলাত যীশুকে আবার বাইরে নিয়ে এলেন ও বিচারাসনে বসলেন। এই বিচারাসন ছিল "পাথরে বাঁধানো" নামে জায়গাতে। ইহুদীদের ভাষায় একে "গব্বথা" বলে। 14সেই দিনটা ছিল নিস্তারপর্ব আয়োজনের দিন।* তখন প্রায় বেলা বারোটা, পীলাত ইহুদীদের বললেন, "এই দেখ তোমাদের রাজা।"

15তখন তারা চিৎকার করতে লাগল, "ওকে দূর কর! দূর কর! ওকে ক্রুশে দিয়ে মার!"

পীলাত তাদের বললেন, "আমি কি তোমাদের রাজাকে ক্রুশে দেব?"

প্রধান যাজকেরা জবাব দিলেন, "কৈসর ছাড়া আমাদের আর কোন রাজা নেই।"

16তখন পীলাত যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করে মারবার জন্য তাদের হাতে তুলে দিলেন।

যীশুর ক্রুশারোহণ

(মথি 27:32-44; মার্ক 15:21-32; লূক 23:26-43)

শেষ পর্যন্ত তারা যীশুকে হাতে পেল। 17যীশু তাঁর নিজের ক্রুশ বইতে বইতে "মাথার খুলি" নামে এক জায়গায় গেলেন। ইহুদীদের ভাষায় যাকে বলা হোত "গলগথা।" 18সেখানে তারা যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করল। তাঁর সঙ্গে তাঁর দুপাশে আরও দুজনকে ক্রুশে দিল, যীশু ছিলেন তাদের মাঝখানে। 19পীলাত যীশুর মাথার দিকে ক্রুশের ওপর একটি ফলক টাঙ্গিয়ে দিলেন। সেই ফলকে লেখা ছিল, "নাসরতীয় যীশু, ইহুদীদের রাজা।" 20তখন অনেক ইহুদী সেই ফলকটি পড়ল, কারণ যীশুকে যেখানে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল তা নগরের কাছেই ছিল, আর সেই ফলকের লেখাটি ইহুদীদের ভাষা, গ্রীক ও রোমীয় ভাষায় ছিল। 21ইহুদীদের প্রধান যাজকেরা পীলাতকে বললেন, 'ইহুদীদের রাজা' লিখো না, তার পরিবর্তে লেখো, "এই লোক বলেছিল, আমি ইহুদীদের রাজা।'"

22পীলাত বললেন, "আমি যা লিখেছি তা লিখেছি।"

23যীশুকে ক্রুশে দিয়ে সেনারা যীশুর সমস্ত পোশাক নিয়ে চারভাগে ভাগ করে প্রত্যেকে এক এক ভাগ নিল। আর তাঁর উপরের লম্বা পোশাকটিও নিল, এটিতে কোন সেলাই ছিল না, ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত সমস্তটাই বোনা। 24তাই তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, "এটাকে আর ছিঁড়ব না। আমরা বরং ঘুঁটি চেলে দেখি কে ওটা পায়।" শাস্ত্রের এই বাণী এইভাবে ফলে গেল:

নিস্তারপর্ব আয়োজনের দিন অর্থাৎ শুক্রবার, যখন ইহুদীরা বিশ্রামবারের জন্য প্রস্তুতি নিতেন।

"তারা নিজেদের মধ্যে আমার পোশাক ভাগ করে
নিল, আর আমার পোশাকের জন্য ঘুঁটি চালল।"
গীতসংহিতা 22:18

সৈনিকরা তাই করল।

25যীশুর ক্রুশের কাছে তাঁর মা, মাসীমা ক্লোপার স্ত্রী
মরিয়ম ও মরিয়ম মন্দলিনী দাঁড়িয়ে ছিলেন। 26যীশু
তাঁর মাকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন আর যে
শিষ্যকে তিনি ভালোবাসতেন, দেখলেন তিনিও সেখানে
দাঁড়িয়ে আছেন। তখন তিনি তাঁর মাকে বললেন, "হে
নারী, ঐ দেখ তোমার ছেলে।" 27পরে তিনি তাঁর সেই
শিষ্যকে বললেন, "ঐ দেখ, তোমার মা।" আর তখন
থেকে তাঁর মাকে সেই শিষ্য নিজের বাড়িতে রাখার
জন্য নিয়ে গেলেন।

যীশুর মৃত্যু

(মথি 27:45-56; মার্ক 15:33-41; লূক 23:44-49)

28এরপর যীশু বুঝলেন যে সবকিছু এখন সম্পন্ন
হয়েছে। শাস্ত্রের সকল বাণী যেন সফল হয় তাই তিনি
বললেন, "আমার পিপাসা পেয়েছে।"* 29সেখানে একটা
পাত্রে সিরকা ছিল, তাই সৈন্যরা একটা স্পঞ্জ সেই
সিরকায় ডুবিয়ে এসোব নলে করে তা যীশুর মুখের
কাছে ধরল। 30যীশু সেই সিরকার স্বাদ নেবার পর
বললেন, "সমাপ্ত হোল।" এরপর তিনি মাথা নীচু করে
প্রাণ ত্যাগ করলেন।

31ঐ দিনটি ছিল আয়োজনের দিন। যেহেতু বিশ্রামবার
একটি বিশেষ দিন, ইহুদীরা চাইছিল না যে দেহগুলি
ক্রুশের ওপরে থাকে। তাই ইহুদীরা পীলাতের কাছে
গিয়ে তাঁকে আদেশ দিতে অনুরোধ করল, যেন ক্রুশবিদ্ধ
লোকদের পা ভেঙ্গে দেওয়া হয় যাতে তাড়াতাড়ি তাদের
মৃত্যু হয় এবং মৃতদেহগুলি ঐদিনই ক্রুশ থেকে নামিয়ে
ফেলা যায়। 32সুতরাং সেনারা এসে প্রথম লোকটির পা
ভাঙ্গল, আর তার সঙ্গে যাকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল
তারও পা ভাঙ্গল। 33কিন্তু তারা যীশুর কাছে এসে
দেখল যে তিনি মারা গেছেন, তখন তাঁর পা ভাঙ্গল
না। 34কিন্তু একজন সৈনিক যীশুর পাঁজরের নীচে বর্শা
দিয়ে বিদ্ধ করল, আর সঙ্গে সঙ্গে সেখান দিয়ে রক্ত ও
জল বেরিয়ে এল।

35এই ঘটনা যে দেখল সে এবিষয়ে সাক্ষ্য দিল তা
আপনারা সকলেই বিশ্বাস করতে পারেন, আর তার
সাক্ষ্য সত্য। আর সে জানে যে সে যা বলছে তা সত্য।
36এই সকল ঘটনা ঘটল যাতে শাস্ত্রের এই কথা পূর্ণ
হয়: "তাঁর একটি অস্থিও ভাঙ্গবে না।"* 37আবার শাস্ত্রে
আর এক জায়গায় আছে, "তারা যাঁকে বিদ্ধ করেছে
তাঁরই দিকে দৃষ্টিপাত করবে।"*

যীশুর সমাধি

(মথি 27:57-61; মার্ক 15:42-47; লূক 23:50-56)

38এরপর অরিমাথিয়ার যোষেফ, যিনি যীশুর শিষ্য
ছিলেন কিন্তু ইহুদীদের ভয়ে তা গোপনে রাখতেন,
তিনি যীশুর দেহটি নিয়ে যাবার জন্য পীলাতের কাছে
অনুমতি চাইলেন। পীলাত তাঁকে অনুমতি দিলে তিনি
এসে যীশুর দেহটি নামিয়ে নিয়ে গেলেন। 39নীকদীমও
এসেছিলেন (যোষেফের সঙ্গে)। এই সেই ব্যক্তি যিনি
যীশুর কাছে আগে একরাতের অন্ধকারে দেখা করতে
এসেছিলেন। নীকদীম আনুমানিক ত্রিশ কিলোগ্রাম
গন্ধ–নির্যাস মেশানো অগুরুর প্রলেপ নিয়ে এলেন।
40এরপর ইহুদীদের কবর দেওয়ার রীতি অনুসারে যীশুর
দেহে সেই প্রলেপ মাখিয়ে তাঁরা তা মসীনার কাপড়
দিয়ে জড়ালেন।

41যীশু যেখানে ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছিলেন, তার কাছে
একটি বাগান ছিল, সেই বাগানে একটি নতুন কবর ছিল
যেখানে আগে কাউকে কখনও কবর দেওয়া হয়নি।
42এই কবরটি নিকটেই ছিল, যীশুর দেহ তাঁরা সেই
কবরের মধ্যে রাখলেন, কারণ ইহুদীদের বিশ্রামের দিনটি
শুরু হতে চলেছিল।

শিষ্যরা দেখল যীশুর সমাধিগুহা খালি

(মথি 28:1-10; মার্ক 16:1-8; লূক 24:1-12)

20 রবিবার দিন সকাল সকাল মরিয়ম মন্দলিনী
সেই সমাধির কাছে গেলেন, যেখানে যীশুর দেহ
রাখা ছিল। তখনও অন্ধকার ছিল। তিনি দেখলেন যে
সমাধি গুহার মুখে যে বড় পাথরখানি ছিল তা সরিয়ে
ফেলা হয়েছে। 2তখন তিনি শিমোন পিতর ও যীশুর
সেই শিষ্য যাকে যীশু ভালোবাসতেন তাঁদের কাছে ছুটে
গেলেন। মরিয়ম বললেন, "তারা প্রভুকে সমাধি থেকে
তুলে নিয়ে গেছে। আমরা কেউ জানি না, তারা কোথায়
তাঁকে রেখেছে!"

3তখন পিতর ও সেই অন্য শিষ্য সেখান থেকে
বেরিয়ে সমাধির কাছে গেলেন। 4তাঁরা দুজনে এক সঙ্গে
দৌড়াতে লাগলেন, কিন্তু সেই অন্য শিষ্য পিতরের থেকে
আগে দৌড়ে সেই সমাধির কাছে প্রথমে পৌঁছালেন।
5তিনি ঝুঁকে পড়ে দেখলেন, সেখানে সেই মসীনার
কাপড়গুলি পড়ে আছে, তবু ভেতরে গেলেন না।
6শিমোন পিতর যিনি তাঁর পেছনে পেছনে আসছিলেন
তিনিও এসে পৌঁছালেন আর সমাধি গুহার মধ্যে
ঢুকলেন। তিনি দেখলেন, মসীনার সেই কাপড়গুলি
সেখানে পড়ে আছে।

7আর কবর দেবার যে কাপড়টি দিয়ে যীশুর মুখ ও
মাথা ঢাকা ছিল, সেটি ঐ মসীনার কাপড়ের সঙ্গে নেই,
তা গোটানো অবস্থায় এক পাশে পড়ে আছে। 8এরপর
সেই শিষ্য যিনি প্রথমে সমাধির কাছে গিয়েছিলেন তিনিও
ভেতরে ঢুকলেন এবং সবকিছু দেখে বিশ্বাস করলেন।
9কারণ শাস্ত্রে একথা বলা হয়েছে যে মৃতদের মধ্য
থেকে তাঁকে অবশ্যই পুনরুত্থিত হতে হবে। সেটি তাঁরা
তখনও বোঝেননি।

"আমার ... পেয়েছে" গীত 22:15; 69:21

"তাঁর ... না" গীত 34:20; যাত্রা 12:46; গণনা 9:12

"তারা ... করবে" সখরিয় 12:10

মরিয়ম মন্দলিনীকে যীশু দেখা দিলেন

(মার্ক 16:9-11)

10এরপর সেই শিষ্যরা নিজেদের জায়গায় ফিরে
গেলেন। 11মরিয়ম কিন্তু সমাধির বাইরে দাঁড়িয়ে
কাঁদছিলেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে ঝুঁকে পড়ে সমাধির
ভেতরটা লক্ষ্য করলেন। 12আর দেখলেন শুভ্র পোশাক
পরে দুজন স্বর্গদূত যীশুর দেহ যেখানে শোয়ানো ছিল
সেখানে বসে আছেন। একজন তাঁর মাথার দিকে, আর
একজন তাঁর পায়ের দিকে।

13তাঁরা মরিয়মকে বললেন, "নারী, তুমি কাঁদছ
কেন?"

মরিয়ম তাঁদের বললেন, "তারা আমার প্রভুকে নিয়ে
গেছে, আর আমি জানি না তাঁকে কোথায় রেখেছে।"

14একথা বলতে বলতে তিনি যীশুকে দাঁড়িয়ে
থাকতে দেখলেন কিন্তু চিনতে পারলেন না যে উনি
যীশু।

15যীশু তাঁকে বললেন, "নারী, তুমি কাঁদছ কেন!?
তুমি কাকে খুঁজছ?"

মরিয়ম তাঁকে বাগানের মালী মনে করে বললেন,
"মহাশয়, আপনি যদি তাঁকে নিয়ে গিয়ে থাকেন তবে
আমায় বলুন তাঁকে কোথায় রেখেছেন, আমি তাঁকে
নিয়ে যাব।"

16যীশু তাঁকে বললেন, "মরিয়ম।"

তিনি ফিরে তাকালেন, আর তাঁকে ইহুদীদের ভাষায়
বললেন, "রব্বি" যার অর্থ গুরু'।

17যীশু তাঁকে বললেন, "আমাকে ধরো না, কারণ
আমি ঊর্দ্ধে পিতার কাছে এখনও যাইনি। কিন্তু তুমি
আমার ভাইদের কাছে যাও, আর তাদের বল, 'যিনি
আমার পিতা ও তোমাদের পিতা আর আমার ঈশ্বর ও
তোমাদের ঈশ্বর, ঊর্দ্ধে আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি।"'

18তখন মরিয়ম মন্দলিনী শিষ্যদের কাছে গিয়ে এই
খবর জানিয়ে বললেন, "আমি প্রভুকে দেখেছি!" আর
জানালেন যে, প্রভু তাঁকে এই কথা বলেছেন।

যীশু শিষ্যদের দেখা দিলেন

(মথি 28:16-20; মার্ক 16:14-18; লূক 24:36-49)

19দিনটা ছিল রবিবার, সেদিন সন্ধ্যায় শিষ্যরা একটি
ঘরে জড়ো হলেন। ইহুদীদের ভয়ে তাঁরা ঘরের দরজায়
চাবি দিয়ে দিলেন। এমন সময় যীশু এসে তাঁদের মাঝে
দাঁড়ালেন, আর বললেন, "তোমাদের শান্তি হোক।"
20একথা বলার পর তিনি তাঁদেরকে তাঁর হাত ও পাঁজরের
পাশটা দেখালেন। শিষ্যেরা প্রভুকে দেখতে পেয়ে খুবই
আনন্দিত হোলেন।

21এরপর যীশু আবার তাঁদের বললেন, "তোমাদের
শান্তি হোক! পিতা যেমন আমাকে পাঠিয়েছেন, আমিও
তেমনি তোমাদের পাঠাচ্ছি।" 22এই বলে তিনি তাঁদের
ওপর ফুঁ দিলেন, আর বললেন, "তোমরা পবিত্র আত্মা
গ্রহণ কর। 23যদি তোমরা কোন লোকের পাপ ক্ষমা
কর, তবে তাদের পাপ ক্ষমা পাবে, আর যদি কারো
পাপ ক্ষমা না কর তার পাপের ক্ষমা হবে না।"

যীশু থোমাকে দেখা দিলেন

24কিন্তু যীশু যখন সেখানে এসেছিলেন তখন সেই
বারোজন শিষ্যের একজন থোমা, যাঁর অপর নাম দিদুমঃ
তিনি তাঁদের সঙ্গে ছিলেন না। 25অন্য শিষ্যেরা তাঁকে
বললেন, "আমরা প্রভুকে দেখেছি!" কিন্তু তিনি তাঁদের
বললেন, "আমি যদি তাঁর দুহাতে পেরেকের চিহ্ন না
দেখি, আর সেই পেরেক বিদ্ধ জায়গায় আমার আঙ্গুল
না দিই, আর তাঁর পাঁজরের নীচে আমার হাত না দিই,
তাহলে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করব না।"

26এক সপ্তাহ পর তাঁর শিষ্যরা আবার একটি ঘরের
মধ্যে ছিলেন, আর সেদিন থোমা তাঁদের সঙ্গে ছিলেন।
ঘরের দরজাগুলি তখন চাবি দেওয়া ছিল। এমন সময়ে
যীশু সেখানে এলেন ও তাঁদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে
বললেন, "তোমাদের শান্তি হোক।" 27এরপর তিনি
থোমাকে বললেন, "এখানে তোমার আঙ্গুল দাও, আর
আমার হাত দুটি দেখ। তোমার হাত বাড়িয়ে
আমার পাঁজরের নীচে দাও। সন্দেহ কোরো না, বিশ্বাস
কর।"

28এর উত্তরে থোমা তাঁকে বললেন, "প্রভু আমার,
ঈশ্বর আমার।" 29যীশু তাঁকে বললেন, "তুমি আমায়
দেখেছ তাই বিশ্বাস করেছ। ধন্য তারা, যারা আমাকে
না দেখেও বিশ্বাস করে।"

যোহন কেন এই বই লিখেছিলেন

30যীশু তাঁর শিষ্যদের সামনে আরো অনেক
অলৌকিক চিহ্নকার্য করেছিলেন, যা এই বইয়েতে সব
লেখা হয়নি। 31কিন্তু এসব লেখা হয়েছে যাতে তোমরা
বিশ্বাস করতে পার যে যীশুই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র; আর
এই বিশ্বাসের দ্বারা তাঁর নামের মধ্য দিয়ে তোমরা
সকলে যেন শাশ্বত জীবন লাভ করতে পার।

যীশু সাতজন প্রেরিতকে দেখা দিলেন

21 এরপর তিবিরিয়া হ্রদের ধারে যীশু আবার তাঁর
শিষ্যদের দেখা দিলেন। এইভাবে তিনি দেখা
দিয়েছিলেন– 2শিমোন পিতর, থোমা যাঁর অপর নাম
দিদুমঃ, গালীলের কান্নাবাসী নথনেল, সিবদিয়ের ছেলেরা
ও অপর দুজন শিষ্য, এঁরা সকলে এক জায়গায় ছিলেন।
3শিমোন পিতর তাঁদের বললেন, "আমি মাছ ধরতে
যাচ্ছি।"

অপর শিষ্যরা তাঁকে বললেন, "আমরাও তোমার
সঙ্গে যাব।" তাঁরা সকলে বেরিয়ে গেলেন এবং নৌকায়
গিয়ে উঠলেন, কিন্তু সেই রাত্রে তাঁরা কিছুই ধরতে
পারলেন না।

4এইভাবে যখন ভোর হয়ে আসছে, এমন সময়
যীশু তীরে এসে দাঁড়ালেন; কিন্তু শিষ্যরা তাঁকে চিনতে
পারলেন না যে তিনি যীশু। 5যীশু তাঁদের বললেন,
"বাছারা, কিছু মাছ পেলে?"

শিষ্যরা বললেন, "না।"

6তিনি তাঁদের বললেন, "নৌকার ডান দিকে জাল
ফেল তাহলে তোমরা কিছু মাছ পাবে।" সেইভাবে তাঁরা

জাল ফেললে জালে এত মাছ পড়ল যে তাঁরা তা টেনে নৌকাতে তুলতে পারলেন না।

7তখন যে শিষ্যকে যীশু বেশী ভালবাসতেন, তিনি পিতরকে বললেন, "উনি প্রভু!" তাই শিমোন যখন শুনলেন যে উনি প্রভু, তখন তিনি গায়ের উপরে একটা কাপড় জড়িয়ে নিলেন কারণ তিনি তখন কাজের সুবিধার জন্য খালি গায়ে ছিলেন ও হ্রদের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। 8কিন্তু অন্যান্য শিষ্যেরা নৌকাতে করে তীরে এলেন। তাঁরা মাছ ভর্তি জালটা টেনে আনছিলেন। তাঁরা তীর থেকে বেশী দূরে ছিলেন না, প্রায় তিনশো ফুট দূরে ছিলেন। 9ডাঙ্গায় উঠে তাঁরা দেখলেন সেখানে কাঠ কয়লার আগুন জ্বলছে, তার ওপর কিছু মাছ আর রুটিও আছে। 10যীশু তাঁদের বললেন, "তোমরা এখন যে মাছ ধরলে তার থেকে কিছু নিয়ে এস।"

11শিমোন পিতর উঠে নৌকায় গেলেন এবং জাল টেনে তীরে তুললেন, সেই জালে একশো তিপ্পান্নটা বড় মাছ ছিল, আর এত মাছেতেও সেই জাল ছেঁড়েনি। 12যীশু তাঁদের বললেন, "এখানে এসে সকালের জলখাবার খেয়ে নাও।" কিন্তু শিষ্যদের মধ্যে কারোর জিজ্ঞাসা করার সাহস হোল না, "আপনি কে?" কারণ তাঁরা বুঝেছিলেন যে তিনিই প্রভু। 13যীশু গিয়ে সেই রুটি নিয়ে তাঁদের দিলেন, আর সেই মাছ নিয়েও তাঁদের দিলেন।

14মৃত্যু থেকে পুনরুত্থানের পর এই নিয়ে তৃতীয় বার যীশু তাঁর শিষ্যদের দেখা দিলেন।

যীশু পিতরের সঙ্গে কথা বললেন

15তাঁরা খাওয়া শেষ করবার পর যীশু শিমোন পিতরকে বললেন, "যোহনের ছেলে শিমোন, এই লোকদের চেয়ে তুমি কি আমায় বেশী ভালবাসো?"

পিতর তাঁকে বললেন, "হ্যাঁ প্রভু, আপনি জানেন যে আমি আপনাকে ভালবাসি।"

যীশু পিতরকে বললেন, "আমার মেষশাবকদের* তত্ত্বাবধান কর।"

16তিনি তাঁকে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, "যোহনের ছেলে শিমোন, তুমি কি আমায় ভালবাসো?" পিতর তাঁকে বললেন, "হ্যাঁ প্রভু, আপনি জানেন যে আমি আপনাকে ভালবাসি।"

যীশু পিতরকে বললেন, "আমার মেষদের তত্ত্বাবধান কর।"

17যীশু পিতরকে তৃতীয়বার বললেন, "যোহনের ছেলে শিমোন, তুমি কি আমায় ভালবাসো?"

একথা তিনবার শোনায় পিতর দুঃখ পেলেন। তাই তিনি যীশুকে বললেন, "প্রভু, আপনি সবই জানেন। আপনি জানেন যে আমি আপনাকে ভালবাসি।"

যীশু তাঁকে বললেন, "আমার মেষদের তত্ত্বাবধান কর। 18আমি তোমাকে সত্যি বলছি, যখন তুমি যুবক ছিলে, তখন তুমি তোমার নিজের কোমর বন্ধনী বাঁধতে আর যেখানে মন চাইত যেতে; কিন্তু যখন বৃদ্ধ হবে, তখন তুমি তোমার হাত বাড়িয়ে দেবে আর অন্য কেউ তোমার কোমর বন্ধনী পরিয়ে দেবে। আর যেখানে তুমি যেতে চাইবে না সেখানে নিয়ে যাবে।" 19এই কথা বলে যীশু ইঙ্গিত করলেন, পিতর কি প্রকার মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব করবেন। এসব কথা বলার পর তিনি পিতরকে বললেন, "আমায় অনুসরণ কর।"

20পিতর ঘুরে দেখলেন, যাঁকে যীশু ভালোবাসতেন সেই শিষ্য তাঁদের পেছনে আসছেন এই শিষ্যই ভোজের সময় যীশুর বুকের ওপর হেলান দিয়েছিলেন, আর বলেছিলেন, "প্রভু, কে আপনাকে শত্রুর হাতে তুলে দেবে?" 21তাই পিতর তাঁকে দেখতে পেয়ে যীশুকে বললেন, "প্রভু, ওর কি হবে?"

22যীশু পিতরকে বললেন, "আমি যদি চাই যে, আমি না আসা পর্যন্ত ও থাকবে, তাতে তোমার কি? তুমি আমায় অনুসরণ কর।"

23তাই ভাইয়েদের মধ্যে একথা ছড়িয়ে গেল যে, সেই শিষ্য মরবে না। কিন্তু যীশু তাকে বলেননি যে তিনি মরবেন না। কেবল বলেছিলেন, "আমি যদি চাই যে আমি না আসা পর্যন্ত সে এখানে থাকবে, তাতে তোমার কি?"

24ইনিই সেই শিষ্য যিনি এইসব বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন, আর তিনিই এইসব লিপিবদ্ধ করেছেন। আমরা জানি তাঁর সাক্ষ্য সত্য।

25যীশু আরো অনেক কাজ করেছিলেন। সেগুলি যদি এক এক করে লেখা যেত, তবে আমার ধারণা লিখতে লিখতে এত সংখ্যক বই হোত যে জগতে তা ধরতো না।

আমার মেষশাবক যীশু এই শব্দগুলি নিজের অনুগামীদের বোঝাবার জন্য ব্যবহার করতেন।

প্রেরিতদের কার্য্য-বিবরণ

লূকের লেখা অন্য পুস্তক

1 প্রিয় থিয়ফিল, আমার প্রথম বইটিতে যীশু যে সব
কাজ করেছিলেন, ও শিক্ষা দিয়েছিলেন তার বিবরণ
ছিল। 2আমি যা লিখেছি, তাতে শুরু থেকে তাঁর
স্বর্গারোহণের দিন পর্যন্ত তিনি যা করেছিলেন এবং
শিখিয়েছিলেন তার সব বিবরণ আছে। স্বর্গারোহণের
পূর্বে যীশু তাঁর মনোনীত প্রেরিতদের, পবিত্র আত্মার
সাহায্যে তাদের কি করণীয়, তা জানিয়েছিলেন। 3মৃত্যুর
পর যীশু, তাঁর প্রেরিতদের কাছে দেখালেন যে তিনি
জীবিত এবং অনেক পরাক্রম কার্য সাধন করে তিনি
এর প্রমাণ দিলেন। মৃতদের মধ্য থেকে যীশুর
পুনরুত্থানের পর চল্লিশ দিনের মধ্যে প্রেরিতরা যীশুকে
বহুবার দেখেছিলেন। এই সময়ে যীশু তাঁদের ঈশ্বরের
রাজ্যের বিষয়ে নানা কথা বলেছিলেন। 4আর এক সময়
যখন তিনি তাঁদের সঙ্গে আহার করছিলেন, তখন আদেশ
দিয়েছিলেন, যেন তারা জেরুশালেম ছেড়ে না যান।
যীশু বলেছিলেন, "পিতা তোমাদের যে প্রতিশ্রুতি
দিয়েছেন, যে বিষয়ে এর আগেও আমি তোমাদের
জানিয়েছিলাম, তোমরা সেই প্রতিশ্রুত বিষয় পাবার
অপেক্ষায় জেরুশালেমে থেকো। 5কারণ যোহন জলে
বাপ্তাইজ করতেন, কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই তোমরা
পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হবে।"

যীশুকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হল

6এরপর প্রেরিতেরা একত্র হয়ে যীশুকে জিজ্ঞেস
করলেন, "প্রভু, এই সময় আপনি কি ইস্রায়েলকে তাঁদের
রাজ্য ফিরিয়ে দেবেন?"

7তিনি তাঁদের বললেন, "পিতা নিজেই কেবল সময়
ও তারিখগুলি নির্ধারণ করেন, এসব বিষয় তোমরা
জানতে পারবে না; 8কিন্তু যখন পবিত্র আত্মা তোমাদের
কাছে আসবেন, তখন তোমরা শক্তি পাবে আর তোমরা
আমার সাক্ষী হবে। লোকদের কাছে তোমরা আমার
কথা বলবে। প্রথমে তোমরা জেরুশালেমের লোকদের
কাছে সাক্ষ্য দেবে তারপর সমগ্র যিহূদিয়া ও শমরিয়ায়
এমনকি জগতের শেষ সীমানা পর্যন্ত সর্বত্র তোমরা
আমার কথা বলবে।"

9এই কথা বলার পর প্রেরিতদের চোখের সামনে
তাঁকে আকাশে তুলে নেওয়া হোল। আর এক খানা
মেঘ তাঁকে তাদের দৃষ্টির আড়াল করে দিল। 10যীশু
যখন যাচ্ছেন, আর প্রেরিতেরা আকাশের দিকে তাকিয়ে
আছেন, ঠিক সেই সময় সাদা ধবধবে পোশাক পরা দুই
ব্যক্তি তাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

11সেই দুই ব্যক্তি প্রেরিতদের বললেন, "হে গালীলের
লোকেরা, তোমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছ কেন?
এই যে যীশু, যাঁকে তোমাদের সামনে থেকে স্বর্গে তুলে
নেওয়া হোল, তাঁকে যে ভাবে তোমরা স্বর্গে যেতে
দেখলে, ঠিক সেই ভাবেই তিনি ফিরে আসবেন।"

এক নতুন প্রেরিতের মনোনয়ন

12এরপর তাঁরা জৈতুন পর্বতমালা থেকে নেমে
জেরুশালেমে ফিরে গেলেন। জেরুশালেম থেকে
পাহাড়টির দূরত্ব ছিল এক বিশ্রামবারের পথ অর্থাৎ
প্রায় আধ মাইল । 13এরপর প্রেরিতেরা শহরে প্রবেশ
করে তাঁরা যে বাড়িতে থাকতেন, তার উপরের তলার
কামরায় গেলেন। এই প্রেরিতদের নাম ছিল: পিতর,
যোহন, যাকোব, আন্দ্রিয়, ফিলিপ, থোমা, বর্থলময়,
মথি, আলফেয়ের ছেলে যাকোব, শিমোন যাকে দেশ-
ভক্ত বলা হোত, এবং যাকোবের ছেলে যিহূদা।

14প্রেরিতেরা সকলেই একসঙ্গে সেখানে একই
উদ্দেশ্যে সর্বদা প্রার্থনা করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে
ছিলেন কয়েকজন স্ত্রীলোক, যীশুর মা মরিয়ম ও তাঁর
ভাইয়েরা।

15ঐ দিনগুলিতে যখন খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা একত্রিত হয়ে
প্রার্থনা করছিলেন, সেখানে প্রায় এক'শ কুড়ি জন
উপস্থিত ছিলেন। সেই সময় পিতর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,
16-17"ভাইয়েরা যিহূদা সম্পর্কে পবিত্র আত্মা দায়ূদের
মুখ দিয়ে যে কথা বহুপূর্বেই বলেছিলেন, শাস্ত্রের সেই
কথা পূর্ণ হওয়ার প্রয়োজন ছিল। যিহূদাই সেই ব্যক্তি
যে যীশুর গ্রেপ্তারকারীদের পরিচালনা দিয়েছিল। যিহূদা
ছিল আমাদেরই একজন, সে আমাদের পরিচর্যা কাজের
সহভাগীও ছিল।"

18এই লোক তার এই অন্যায় কাজের দ্বারা অর্থ
রোজগার করে তাই দিয়ে এক টুকরো জমি কিনেছিল;
কিন্তু সে মাথাটা নিচু করে মাটিতে পড়ল, আর তার
পেট ফেটে ভেতরের নাড়ী-ভুঁড়ি সব বেরিয়ে পড়ল।

19যারা জেরুশালেমে বাস করে, তারা সকলেই
একথা জানে। তাই সেই জমিটিকে তাদের ভাষায়
বলে হকলদামা যার অর্থ, "রক্তের ভূমি।"

20বাস্তবিক, "গীতসংহিতায় লেখা আছে:

'তার গৃহ যেন পরিত্যক্ত হয়; কেউ যেন তার মধ্যে
বাস না করে!' *গীতসংহিতা 69:25*

আরও লেখা আছে:

'আর অন্য কেউ তার স্থান দখল করুক।'
গীতসংহিতা 109:8

21-22তাই যোহন যখন বাপ্তাইজ করতে শুরু করেন, সেই সময় থেকে প্রভু যীশুর স্বর্গারোহণের সময় পর্যন্ত যতদিন প্রভু যীশু আমাদের সঙ্গে ছিলেন, সেই দিনগুলিতে যারা সব সময় আমাদের সঙ্গে থাকতেন, তাঁদের মধ্যে একজনকে আমাদের মনোনীত করা প্রয়োজন। যে আমাদের দলে যোগদান করবে, তাঁকে অবশ্যই আমাদের সঙ্গে যীশুর পুনরুত্থানের সাক্ষী হতে হবে।"

23তখন প্রেরিতেরা দুজন লোককে উপস্থিত করলেন, যোষেফ যাকে বার্শব্বা বলে ডাকে যার অপর নাম যুষ্ট আর মত্তথিয়কে। 24-25এরপর তারা প্রার্থনা সহকারে বললেন, "প্রভু, তুমি সকলের অন্তঃকরণ জান। এই দুজনের মধ্যে কাকে তুমি মনোনীত করেছ তা আমাদের দেখিয়ে দাও। যিহূদা তার নিজের জায়গায় যাবার জন্য প্রেরিতরূপে এই সেবার কাজ ত্যাগ করে গেছে, তার জায়গায় কাকে তুমি মনোনীত করেছ তা আমাদের দেখাও!" 26এরপর তাঁরা ঐ দুজনের জন্য ঘুঁটি চাললেন আর মত্তথিয়ের নাম উঠল। এইভাবে তিনি এগারো জন প্রেরিতের সঙ্গে প্রেরিত বলে গণ্য হলেন।

পবিত্র আত্মার আগমন

2 এরপর পঞ্চাশত্তমীর দিনটি এল, সেই দিনটিতে প্রেরিতেরা সকলে একই জায়গায় সমবেত ছিলেন। 2সেই সময় হঠাৎ আকাশ থেকে ঝোড়ো হাওয়ার শব্দের মত প্রচণ্ড একটা শব্দ শোনা গেল; আর যে ঘরে তাঁরা বসেছিলেন, সেই ঘরের সর্বত্র তা ছড়িয়ে গেল। 3তাঁরা তাঁদের সামনে আগুনের শিখার মতো কিছু দেখতে পেলেন, সেই শিখাগুলি তাদের উপর ছড়িয়ে পড়ল ও পৃথক পৃথক ভাবে তাঁদের প্রত্যেকের উপর বসল। 4তাঁরা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলেন আর ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। পবিত্র আত্মাই তাদের এইভাবে কথা বলার শক্তি দিলেন।

5সেই সময় প্রত্যেক জাতির থেকে ধার্মিক ইহুদীরা এসে জেরুশালেমে বাস করছিল। 6সেই শব্দ শুনে বহুলোক সেখানে এসে জড়ো হোল। তারা সকলে হতবাক হয়ে গেল, কারণ প্রত্যেকে তাদের নিজের নিজের ভাষায় প্রেরিতদের কথা বলতে শুনছিল। 7এতে তারা আশ্চর্য হয়ে পরস্পর বলতে লাগল, "দেখ! এই যে লোকেরা কথা বলছে, এরা সকলে গালীলের লোক নয় কি! 8তবে আমরা কেমন করে ওদের প্রত্যেককে আমাদের নিজের নিজের মাতৃভাষায় কথা বলতে শুনছি? 9এখানে আমরা যারা আছি, আমরা ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক: পার্থীয়, মাদীয়, এলমীয়, মিসপতামিয়া, যিহূদিয়া, কাপ্পাদকিয়া, পন্ত, আশিয়া, ফরুগিয়া, পাম্ফুলিয়া ও মিশর, 10কুরীনীর লুবিয়ার কাছে কিছু অঞ্চলের লোক, রোম থেকে এসেছে এমন অনেক লোক এবং ইহুদী বা ইহুদী ধর্মে দীক্ষিত অনেকে। 11ক্রীতীয় ও আরবীয় আমরা সকলেই আমাদের মাতৃভাষায় ঈশ্বরের মহাপরাক্রান্ত কাজের বর্ণনা এদের মুখে শুনছি।" 12তারা হতবুদ্ধি হয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, "এর অর্থ কি?" 13কিন্তু অন্য লোকেরা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলতে লাগল, "ওরা দ্রাক্ষারস পান করে মাতাল হয়েছে।"

পিতরের বক্তব্য

14তখন পিতর ঐ এগারো জন প্রেরিতের সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে জোর গলায় তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন, "হে আমার ইহুদী ভাইয়েরা, আজ জেরুশালেমে যত লোক বাস করেন তাদের সকলের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনাদের এর অর্থ জানা দরকার। 15আপনারা যা মনে করছেন তা নয়, এই লোকেরা কেউ মাতাল নয়, কারণ এখন মাত্র সকাল ন'টা! 16কিন্তু ভাববাদী যোয়েল এবিষয়েই বলেছেন,

17 'ঈশ্বর বলছেন:

শেষের দিনগুলিতে এরকমই হবে; শেষকালে আমি
সকল লোকের উপরে আমার আত্মা ঢেলে দেব, তাতে
তোমাদের ছেলেমেয়েরা ভাববাণী বলবে, তোমাদের
যুবকেরা দর্শন পাবে, আর তোমাদের বৃদ্ধ লোকেরা
স্বপ্ন দেখবে।
18হ্যাঁ, আমি আমার সেবকদের, স্ত্রী ও পুরুষ সকলের
উপরে আমার আত্মা ঢেলে দেব, আর তারা ভাববাণী
বলবে।
19আমি উর্দ্ধে আকাশে বিস্ময়কর সব লক্ষণ দেখাবো
ও নীচে পৃথিবীতে নানা অদ্ভুত চিহ্ন, রক্ত, আগুন ও
ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখাবো।
20প্রভুর সেই মহান ও মহিমাময় দিন আসার আগে,
সূর্য কালো ও চাঁদ রক্তের মতো লাল হয়ে যাবে।
21আর যে কেউ প্রভুর নামে ডাকবে, সে উদ্ধার
পাবে।'

যোয়েল 2:28-32

22"হে ইহুদী ভাইয়েরা, একথা শুনুন: নাসরতীয় যীশুর দ্বারা ঈশ্বর বহু অলৌকিক ও আশ্চর্য কাজ করে আপনাদের কাছে প্রমাণ দিয়েছেন যে তিনি সেই ব্যক্তি যাঁকে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন; আর আপনারা এই ঘটনাগুলি জানেন। 23যীশুকে আপনাদের হাতে সঁপে দেওয়া হোল, আর আপনারা তাঁকে হত্যা করলেন। মন্দ লোকদের দিয়ে আপনারা তাঁকে ক্রুশের উপর পেরেক বিদ্ধ করলেন। ঈশ্বর জানতেন যে এসব ঘটবে; আর তাই ছিল ঈশ্বরের পরিকল্পনা, যা তিনি বহুপূর্বেই নিরূপণ করেছিলেন।

24যীশু মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করলেন; কিন্তু ঈশ্বর সেই বিভীষিকা থেকে তাঁকে উদ্ধার করলেন। ঈশ্বর যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে তুলে আনলেন। মৃত্যু যীশুকে তার কবলে রাখতে সক্ষম হোল না। 25কারণ দায়ূদ যীশুর বিষয়ে বলেছিলেন:

'আমি প্রভুকে সব সময়ই আমার সামনে দেখেছি;
আমাকে স্থির রাখতে তিনি আমার ডানদিকে অবস্থান
করছেন।

26এইজন্য আমার অন্তর আনন্দিত, আর আমার
জিভ উল্লাস করে। আমার এই দেহও প্রত্যাশায় জীবিত
থাকবে।
27কারণ তুমি আমার প্রাণ মৃত্যুলোকে পরিত্যাগ
করবে না। তুমি তোমার পবিত্র ব্যক্তিকে ক্ষয় পেতে
দেবে না।
28তোমার সান্নিধ্যে আমার জীবন তুমি আনন্দে
ভরিয়ে দেবে।' *গীতসংহিতা 16:8-11*

29"আমার ভাইয়েরা, আমাদের সেই শ্রদ্ধেয় পূর্বপুরুষ
দায়ূদের বিষয়ে আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে,
তিনি মারা গেছেন ও তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছে, আর
আজও তাঁর কবর আমাদের মাঝে আছে। 30কিন্তু তিনি
একজন ভাববাদী ছিলেন এবং জানতেন ঈশ্বর শপথ
করে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাঁর বংশের
একজনকে তাঁরই মতো রাজা করে সিংহাসনে বসাবেন।
31পরে কি হবে তা আগেই জানতে পেরে দায়ূদ যীশুর
পুনরুত্থানের বিষয়ে বলেছিলেন:
'তাঁকে মৃত্যুলোকে পরিত্যাগ করা হয় নি বা তাঁর
দেহ কবরের মধ্যে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় নি।'
32কিন্তু ঈশ্বর মৃত্যুর পর যীশুকেই পুনরুত্থিত
করেছেন; আর আমরা সকলে এই ঘটনার সাক্ষী আছি।
আমরা সকলে তাঁকে দেখেছি। 33যীশুকে স্বর্গে তুলে
নেওয়া হল; এখন যীশু ঈশ্বরের কাছে তাঁর ডানদিকে
অবস্থান করছেন। পিতা যীশুকে পবিত্র আত্মা দিয়েছেন,
পিতা তাঁকে সেই পবিত্র আত্মা দেবার প্রতিশ্রুতি
দিয়েছিলেন। এখন যীশু সেই পবিত্র আত্মাকে ঢেলে
দিলেন, তোমরা এখন তাই দেখছ ও শুনছ। 34কারণ
দায়ূদ স্বর্গারোহণ করেন নি, আর তিনি নিজে একথা
বলছেন,
'প্রভু (ঈশ্বর) আমার প্রভুকে বলছেন:
35যে পর্যন্ত না আমি তোমার শত্রুদের তোমার পা
রাখার জায়গায় পরিণত করি, তুমি আমার ডানদিকে
বস।' *গীতসংহিতা 110:1*

36"তাই ইস্রায়েলের সমস্ত পরিবার নিশ্চিতভাবে
জানুক যে যাঁকে আপনারা ক্রুশবিদ্ধ করেছিলেন, সেই
যীশুকেই ঈশ্বর প্রভু ও খ্রীষ্ট উভয়ই করেছেন!"
37লোকেরা এই কথা শুনে খুবই দুঃখিত হল। তারা
পিতর ও অন্যান্য প্রেরিতদের বলল, "ভাইয়েরা, আমরা
কি করব?"
38পিতর তাঁদের বললেন, "আপনারা মন-ফিরান,
আর প্রত্যেকে পাপের ক্ষমার জন্য যীশু খ্রীষ্টের নামে
বাপ্তাইজ হোন, তাহলে আপনারা দানরূপে এই পবিত্র
আত্মা পাবেন। 39কারণ এই প্রতিশ্রুতি আপনাদের জন্য,
আপনাদের সন্তানদের জন্য আর যারা দূরে আছে
তাদেরও জন্য। আমাদের ঈশ্বর প্রভু তাঁর নিজের কাছে
যাদের ডেকেছেন, এই দান তাদের সকলের জন্য।"
40পিতর তাঁদের আরো অনেক কথা বলে সাবধান
করে দিলেন; তিনি তাঁদের অনুনয়ের সুরে বললেন,
"বর্তমান কালের মন্দ লোকদের কাছ থেকে নিজেদের
বাঁচান!" 41যাঁরা পিতরের কথা গ্রহণ করলেন, তাঁরা
বাপ্তিস্ম নিলেন। এর ফলে সেদিন কম বেশী তিন
হাজার লোক খ্রীষ্টবিশ্বাসীবর্গের সঙ্গে যুক্ত হলেন।
42বিশ্বাসীরা প্রায়ই একত্র হয়ে মনোযোগের সঙ্গে
প্রেরিতদের শিক্ষা গ্রহণ করতেন। বিশ্বাসীবর্গ নিজেদের
মধ্যে সব কিছু ভাগ করে নিতেন এবং একই সঙ্গে
আহার ও প্রার্থনা করতেন।

বিশ্বাসীবর্গের সহভাগিতা

43প্রেরিতরা অনেক অলৌকিক ও আশ্চর্য কাজ
করতে লাগলেন; প্রত্যেকের অন্তরে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে
গভীর ভক্তি ছিল। 44বিশ্বাসীরা সকলে একসঙ্গে থাকতেন
এবং সবকিছু নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতেন। 45তাঁরা
তাঁদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে, যার যেমন
প্রয়োজন সেই অনুসারে ভাগ করে নিতেন। 46তারা
প্রতিদিন মন্দির প্রাঙ্গণে গিয়ে একত্রিত হতেন, একই
উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তারা সেখানে যেতেন। তাঁরা
তাঁদের বাড়িতে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতেন আর
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে আনন্দের সঙ্গে খাদ্য গ্রহণ
করতেন। 47বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের প্রশংসা করতেন, আর
সকলেই তাঁদের ভালোবাসতেন। প্রতিদিন অনেকে
উদ্ধার লাভ করছিলেন, আর যাঁরা উদ্ধার লাভ করছিলেন
তাদেরকে প্রভু বিশ্বাসীবর্গের সঙ্গে যুক্ত করতে থাকলেন।

খোঁড়া লোককে পিতর আরোগ্য করলেন

3 একদিন পিতর ও যোহন মন্দিরে গেলেন, তখন
বেলা প্রায় তিনটে। এই সময়েই মন্দিরে প্রতিদিন
প্রার্থনা হোত। 2যখন তাঁরা মন্দির প্রাঙ্গণে যাচ্ছিলেন,
সেখানে একটা লোককে দেখা গেল। সে জন্ম থেকেই
খোঁড়া, চলতে পারত না। তার বন্ধুরা প্রতিদিন তাকে
মন্দির চত্বরে বয়ে নিয়ে আসত আর, মন্দিরের 'সুন্দর'
নামে যে ফটক আছে সেখানে নিয়ে গিয়ে তাকে বসিয়ে
রাখত। যারা মন্দিরে ঢুকত, সে তাদের কাছে কিছু
অর্থ ভিক্ষা চাইত। 3সেদিন এই লোকটা পিতর ও
যোহনকে মন্দিরে ঢুকতে দেখে তাদের কাছ থেকে ভিক্ষা
চাইতে লাগল। 4পিতর ও যোহন সেই খোঁড়া লোকটির
দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বললেন, "আমাদের দিকে তাকাও!"
5সেই লোকটা তখন কিছু অর্থ পাবার আশায় তাঁদের
দিকে তাকালো। 6কিন্তু পিতর তাকে বললেন, "আমার
কাছে সোনা বা রূপো নেই, আমার কাছে যা আছে
আমি তোমাকে তাই দিচ্ছি। নাসরতীয় যীশুর নামে
তুমি উঠে দাঁড়াও ও হেঁটে বেড়াও।" 7এই বলে পিতর
তার ডান হাত ধরে তাকে তুললেন, সঙ্গে সঙ্গে সে
তার পায়ে ও গোড়ালিতে বল পেল, 8আর লাফিয়ে
উঠে দাঁড়াল ও চলতে লাগল। তারপর সে তাদের
সঙ্গে মন্দিরের মধ্যে ঢুকে সেখানে হেঁটে লাফিয়ে ঈশ্বরের
প্রশংসা করতে লাগল। 9-10লোকেরা দেখল সেই লোকটি
হাঁটছে ও ঈশ্বরের প্রশংসা করছে। তারা চিনতে পারল
মন্দিরের 'সুন্দর' নামে ফটকের সামনে বসে ভিক্ষা

করত যে লোক, সেই লোকই হেঁটে বেড়াচ্ছে ও ঈশ্বরের প্রশংসা করছে। ঐ লোকটির জীবনে যা ঘটেছে তা দেখে তারা আশ্চর্য হয়ে গেল, তারা বুঝে উঠতে পারল না এমন বিস্ময়কর ব্যাপার কি করে ঘটল।

পিতরের সাক্ষ্য

11লোকটা পিতর ও যোহনকে ধরে দাঁড়িয়ে ছিল; তাই সকলেই এই লোকটির সুস্থতা দেখে আশ্চর্য হয়ে শলোমনের বারান্দায় পিতর ও যোহনের কাছে দৌড়ে এল। 12এই দেখে পিতর জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, "হে আমার ইহুদী ভাইয়েরা, আপনারা এতে আশ্চর্য হচ্ছেন কেন? আপনারা আমাদের দিকে এমনভাবে দেখছেন, যেন আমরা নিজেদের ক্ষমতার গুণে একে চলবার শক্তি দিয়েছি। আপনারা কি মনে করেন যে আমরা খুব ধার্মিক, তাই এই কাজ করতে পেরেছি? 13না! ঈশ্বরই একাজ করেছেন। তিনি অব্রাহামের, ইস্হাকের ও যাকোবের ঈশ্বর, আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, তিনিই তাঁর দাস যীশুকে মহিমান্বিত করেছেন। এই যীশুকেই আপনারা মৃত্যুদণ্ডের জন্য শত্রুর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। সেদিন পীলাত যখন তাঁকে ছেড়ে দেবেন বলে মনস্থ করেছিলেন, তখন আপনারা তাঁকে অগ্রাহ্য করেছিলেন। আপনারা বলেছিলেন, যীশুকে আপনারা চান না। 14আপনারা সেই পবিত্র ও নির্দোষ ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য করে তাঁর বদলে একজন খুনীকে আপনাদের জন্য ছেড়ে দিতে বলেছিলেন। 15যিনি জীবনদাতা, আপনারা তাঁকে হত্যা করেছিলেন; কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্যে থেকে পুনরুত্থিত করেছেন। আমরা এসবের সাক্ষী। 16এই যীশুর পরাক্রমেই এই খোঁড়াটি সুস্থতা লাভ করেছে। এসব ঘটেছে কারণ আমরা যীশুর ক্ষমতায় বিশ্বাস করেছি। আপনারা এই লোকটিকে দেখেছেন ও তাকে চেনেন। যীশুর উপর নির্ভর করায় সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে; নিজ চক্ষে আপনারা তা দেখেছেন।"

17"এখন আমার ভাইয়েরা, আমি জানি যে অজ্ঞতা বশতঃই আপনারা এমন কাজ করেছিলেন; আর আপনাদের নেতারাও তাই করেছিলেন। 18কিন্তু ভাববাদীদের মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর খ্রীষ্টের দুঃখভোগের কথা যা জানিয়েছেন, সে সবই তিনি এইভাবে পূর্ণ করেছেন। 19তাই আপনারা মন-ফিরিয়ে নিন এবং ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসুন, যেন আপনাদের পাপ মুছে দেওয়া হয়। 20এইভাবে যেন প্রভুর কাছ থেকে আত্মিক বিশ্রামের সময় আসে; আর তিনি যেন আপনাদের জন্য আগেই যে খ্রীষ্টকে মনোনীত করেছেন সেই যীশুকে পাঠান। 21যতক্ষণ পর্যন্ত না সব কিছু পুনঃস্থাপন হয়–যা বহুপূর্বে ঈশ্বর তাঁর পবিত্র ভাববাদীদের মুখ দিয়ে বলেছেন, ততক্ষণ খ্রীষ্টকে অবশ্যই স্বর্গে থাকতে হবে। 22কারণ মোশি বলেছেন, 'প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের জন্য তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে আমার মত এক ভাববাদীকে উৎপন্ন করবেন। তিনি তোমাদের যা যা বলবেন, তোমরা তাঁর সকল কথা শুনবে। 23যে কেউ তাঁর কথা না শুনবে, সে লোকদের মধ্য থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হবে।'* 24হ্যাঁ, সমস্ত ভাববাদী এমনকি শমূয়েল ও তার পরে যে সকল ভাববাদী এসেছেন তাঁরা সকলে এই দিনের কথা বলে গেছেন। 25আপনারা তো ভাববাদীদের বংশধর, আপনারা ঈশ্বরের সেই চুক্তির উত্তরাধিকারী, যে চুক্তি ঈশ্বর আপনাদের পিতৃপুরুষের সাথে করেছিলেন। তিনি তো অব্রাহামকে বলেছিলেন, 'তোমার বংশ দ্বারা পৃথিবীর সকল জাতিই আশীর্বাদ লাভ করবে।'* 26ঈশ্বর তাঁর দাসকে পুনরুত্থিত করে প্রথমে তাঁকে আপনাদের কাছেই পাঠালেন, যেন আপনাদের প্রত্যেককে মন্দ থেকে ফিরিয়ে এনে আশীর্বাদ করতে পারেন।

ইহুদী মহাসভার সামনে পিতর ও যোহন

4 পিতর ও যোহন যখন লোকদের সাথে কথা বলছিলেন, তখন মন্দির থেকে ইহুদী যাজকরা, মন্দিরের রক্ষীবাহিনীর সেনাপতি ও সদ্দূকীরা তাঁদের কাছে এসে হাজির হোল। 2পিতর ও যোহন লোকদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন ও মৃতদের মধ্য থেকে যীশুর পুনরুত্থানের বিষয়ে লোকদের কাছে বলছিলেন বলে ঐ লোকেরা বিরক্ত হয়েছিল। 3তারা পিতর ও যোহনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল ও পরের দিন পর্যন্ত তাদের কারাগারে রাখল; কারণ তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। 4কিন্তু অনেকে যারা পিতর ও যোহনের মুখ থেকে সেই শিক্ষার পাঠ শুনেছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই যীশুর উপর বিশ্বাস করল। যারা বিশ্বাস করল, সেই বিশ্বাসীদের মধ্যে পুরুষ মানুষই ছিল প্রায় পাঁচ হাজার।

5পরের দিন তাদের ইহুদী নেতারা, সমাজপতি ও ব্যবস্থার শিক্ষকরা সকলে জেরুশালেমে জড়ো হলেন। 6সেখানে হানন মহাযাজক, কায়াফা, যোহন, আলেকসান্দর ও মহাযাজকের পরিবারের সব লোক ছিলেন। 7পিতর ও যোহনকে তাদের সামনে দাঁড় করিয়ে ইহুদী নেতারা প্রশ্ন করলেন, "তোমরা কোন শক্তিতে বা অধিকারে এসব কাজ করছ?"

8তখন পিতর পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে তাঁদের বললেন, "মাননীয় জন-নেতৃবৃন্দ ও সমাজপতিরা: 9একজন খোঁড়া লোকের উপকার করার জন্য যদি আজ আমাদের প্রশ্ন করা হয় যে সে কিভাবে সুস্থ হল, 10তাহলে আপনারা সকলে ও ইস্রায়েলের সকল লোক একথা জানুক, যে এটা সেই নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের শক্তিতে হল ! যাঁকে আপনারা ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করেছিলেন, ঈশ্বর তাকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন। হ্যাঁ, তাঁরই মাধ্যমে এই লোক আজ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। 11যীশু হলেন

'সেই পাথর যাঁকে রাজমিস্ত্রিরা অর্থাৎ আপনারা অগ্রাহ্য করে সরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনিই এখন কোণের প্রধান পাথর হয়ে উঠেছেন।' *গীতসংহিতা 118:22*

'প্রভু ... হবে' দ্বি বি 18:15,19

'তোমার ... করবে' আদি 22:18; 26:24

12যীশুই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি মানুষকে উদ্ধার করতে
পারেন। জগতে তাঁর নামই একমাত্র শক্তি যা মানুষকে
উদ্ধার করতে পারে।"
13পিতর ও যোহনের নির্ভীকতা দেখে ও তাঁরা যে
লেখাপড়া না জানা সাধারণ মানুষ তা বুঝতে পেরে
পর্ষদ আশ্চর্য হয়ে গেল। তখন তারা বুঝতে পারল যে
পিতর ও যোহন, যীশুর সঙ্গে ছিলেন। 14যে লোকটি
সুস্থ হয়েছিল, সে পিতর ও যোহনের সঙ্গে আছে
দেখে পর্ষদ কিছুই বলতে পারল না। 15তারা পিতর ও
যোহনকে সভাকক্ষ থেকে বাইরে যেতে বলল। তাঁরা
বাইরে গেলে নেতৃবর্গ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে
বলল, 16"এই লোকদের নিয়ে কি করা যায়? কারণ
এটা ঠিক যে ওরা যে উল্লেখযোগ্য অলৌকিক কাজ
করেছে তা জেরুশালেমের সকল লোক জেনে গেছে;
আর আমরাও একথা অস্বীকার করতে পারি না। 17কিন্তু
একথা যেন লোকদের মধ্যে আর না ছড়ায়, তাই এস
আমরা এদের ভয় দেখিয়ে সাবধান করে দিই, যেন এই
লোকের নামের বিষয় উল্লেখ করে তারা কোন কথা না
বলে।" 18তাই তারা পিতর ও যোহনকে আবার ভেতরে
ডাকল; আর যীশুর নামে কোন কিছু বলতে বা শিক্ষা
দিতে নিষেধ করল। 19কিন্তু পিতর ও যোহন এর উত্তরে
তাদের বললেন, "আপনারাই বিচার করুন, ঈশ্বরের
বাক্যকে অমান্য করা বা আপনাদের বাধ্য থাকা কোন্‌টি
ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সঠিক হবে? 20কারণ আমরা যা দেখেছি
ও শুনেছি তা না বলে থাকতে পারব না।"
21-22এরপর তারা পিতর ও যোহনকে আরো কিছুক্ষণ
শাসিয়ে ছেড়ে দিল। তারা ওদের শাস্তি দেবার মতো
কোন কিছুই পেল না, কারণ যা ঘটেছিল তা দেখে সব
লোক ঈশ্বরের প্রশংসা করছিল। আর যে লোকটির
ওপর আরোগ্যদানের এই অলৌকিক কাজ হয়েছিল,
তার বয়স চল্লিশের ওপর ছিল।

বিশ্বাসীদের কাছে পিতর ও যোহনের প্রত্যাবর্তন

23পিতর ও যোহন ছাড়া পেয়ে নিজের লোকদের
কাছে ফিরে গেলেন; আর প্রধান যাজকগণ ও ইহুদী
নেতারা তাদের যা যা বলেছিলেন, সে সব কথা তাঁদের
বললেন। 24একথা শুনে বিশ্বাসীরা সকলে সমবেত কণ্ঠে
ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে এই প্রার্থনা জানাল, "প্রভু,
আকাশমণ্ডল, পৃথিবী, সমুদ্র আর এসবের মধ্যে যা
কিছু আছে সে সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, তুমিই। 25তুমি
তোমার দাস আমাদের পিতৃপুরুষ দায়ূদের মুখ দিয়ে
পবিত্র আত্মার দ্বারা বলেছ :

'জাতিবৃন্দ কেন ক্রুদ্ধ হল? কেনই বা লোকেরা
ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অসার পরিকল্পনা করল?
26জগতের রাজারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল, আর
শাসকেরা প্রভু ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ও তাঁর খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে
এক হল।' *গীতসংহিতা 2:1-2*

27হ্যাঁ, এই শহরেই তোমার পবিত্র দাস যীশুর বিরুদ্ধে,
যাঁকে তুমি অভিষিক্ত করেছ তাঁর বিরুদ্ধে হেরোদ,
পন্তীয় পীলাত, ইহুদীরা ও অইহুদীরা এক হয়েছিল।
28তোমার শক্তিতে ও তোমার ইচ্ছায় পূর্বেই যা ঘটবে
বলে তুমি ঠিক করেছিলে, সেই কাজ করতেই তারা
একত্র হয়েছিল। 29আর এখন, হে প্রভু, তাদের এই
শাসানি তুমি শোন। প্রভু আমরা তোমার দাস; তোমার
এই দাসদের সাহসের সঙ্গে তোমার কথা বলবার ক্ষমতা
দাও। 30লোককে সুস্থতা দেবার জন্য তোমার হাত তুমি
বাড়িয়ে দাও; তোমার পবিত্র দাস যীশুর নামে যেন
অলৌকিক ও আশ্চর্য সব কাজ সম্পন্ন হয়।"
31সেই বিশ্বাসীরা প্রার্থনা শেষ করলে, তাঁরা যেখানে
একত্রিত হয়েছিলেন সেই জায়গা কেঁপে উঠল। তাঁরা
সকলে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলেন আর অসীম সাহসে
ঈশ্বরের কথা বলতে লাগলেন।

বিশ্বাসীদের সহভাগিতা

32বিশ্বাসীদের সকলের হৃদয় ও মন এক ছিল।
একজনও নিজের সম্পত্তির কোন কিছুই নিজের বলে
মনে করতেন না, কিন্তু তাঁদের সকল জিনিস তাঁরা
পরস্পর ভাগ করে নিতেন। 33প্রেরিতেরা মহাশক্তিতে
মৃতদের মধ্য থেকে প্রভু যীশুর পুনরুত্থানের বিষয়ে
সাক্ষ্য দিতেন; আর তাঁদের সকলের ওপর মহাআশীর্বাদ
ছিল। 34তাঁদের দলের মধ্যে কারোর কোন কিছুর অভাব
ছিল না, কারণ যাদের জমি-জমা বা বাড়ি ছিল তাঁরা
তা বিক্রি করে সেই সম্পত্তির মূল্য নিয়ে এসে প্রেরিতদের
দিতেন। 35পরে যার যেমন প্রয়োজন, প্রেরিতেরা তাকে
তেমনি দিতেন। 36বিশ্বাসীবর্গের একজনের নাম ছিল
যোষেফ; প্রেরিতেরা তাঁকে বার্ণবা বলে ডাকতেন; এই
নামের অর্থ 'উৎসাহদাতা'। ইনি ছিলেন লেবীয়, কুপ্রীয়ে
তাঁর জন্ম হয়। 37যোষেফের একটি জমি ছিল, তিনি
তা বিক্রি করে সেই টাকা নিয়ে এসে প্রেরিতদের কাছে
দিলেন।

অননিয় ও সাফীরা

5 অননিয় নামে একজন লোক ছিল, তার স্ত্রীর নাম
সাফীরা। অননিয় তার একটি জমি বিক্রি করে
2সেই টাকার কিছু অংশ প্রেরিতদের কাছে জমা দিল;
কিন্তু গোপনে টাকার কিছু অংশ নিজের কাছে রাখল।
তার স্ত্রী এবিষয় জানত ও একমত ছিল। 3তখন
পিতর বললেন, "অননিয়, তুমি কেন শয়তানকে তোমার
অন্তরে কাজ করতে দিলে? তুমি পবিত্র আত্মার কাছে
কেন মিথ্যা বললে ও জমি বিক্রির টাকা থেকে কিছুটা
নিজেদের জন্যে রেখে দিলে? 4সেই জমি বিক্রি করার
আগে কি তা তোমারই ছিল না? আর তা বিক্রি করার
পর সেই টাকা কি তোমার অধিকারেই ছিল না? তোমরা
এই ধারণা কোথা থেকে পেলে? মানুষের কাছে নয়
কিন্তু তুমি ঈশ্বরের কাছে মিথ্যা বললে।" 5-6এই কথা
শোনার সঙ্গে সঙ্গে অননিয় মাটিতে পড়ে মারা গেল;
আর যারা একথা শুনল, তারা সকলে অত্যন্ত ভয়
পেয়ে গেল। পরে যুবকেরা উঠে তাকে কাপড়ে জড়িয়ে
বাইরে নিয়ে গিয়ে কবর দিল।

7এই ঘটনার পর প্রায় তিন ঘণ্টা কেটে গেল, এমন
সময় অননিয়ের স্ত্রী সাফীরা সেখানে এল, তার স্বামীর
কি হয়েছে সে তার কিছুই জানত না। 8পিতর তাকে
বললেন, "আমায় বলতো তোমার সেই জমি কি এত
টাকায় বিক্রি করেছিলে?"
সে বলল, "হ্যাঁ, ঐ টাকায় বিক্রি করেছি।"
9তখন পিতর তাকে বললেন, "তোমরা দুজনে প্রভুর
আত্মাকে পরীক্ষা করার জন্য কেন একচিত্ত হলে? শোন!
যারা তোমার স্বামীকে কবর দিতে গিয়েছিল, তারা
দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে; তারা তোমাকেও নিয়ে যাবে।"
10সঙ্গে সঙ্গে সেও তার পায়ের কাছে পড়ে মারা গেল। ঐ
যুবকেরা ভেতরে এসে তাকে মৃত দেখল এবং বাইরে
নিয়ে গিয়ে তার স্বামীর পাশে তাকে কবর দিল। 11তখন
সমস্ত মণ্ডলী ও যারা তা শুনল, তাদের সকলের মধ্যে
মহাভয়ের সঞ্চার হল।

ঈশ্বরের কাছ থেকেই প্রমাণ

12প্রেরিতদের মাধ্যমে লোকদের মধ্যে নানান
অলৌকিক কাজ হতে লাগল। প্রেরিতেরা শলোমনের
বারান্দায় একত্রিত হতেন। তাঁদের সকলের উদ্দেশ্য
একই ছিল। 13অন্যেরা তাদের সঙ্গে যোগ দিতে সাহস
করত না; কিন্তু সকলে তাদের প্রশংসা করত। 14আর
দলে দলে অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক যীশুতে বিশ্বাসী
হয়ে খ্রীষ্টবিশ্বাসীবর্গের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকল।
15লোকেরা এমন কি তাদের অসুস্থ রোগীদের নিয়ে
এসে রাস্তার মাঝে তাদের বিছানায় বা খাটিয়াতে শুইয়ে
রাখত, যেন পিতর যখন সেখান দিয়ে যাবেন তখন
অন্ততঃ তাঁর ছায়াও তাদের উপর পড়ে; আর তাতেই
তারা সুস্থ হয়ে যেত।
16জেরুশালেমের চারপাশের বিভিন্ন নগর থেকে
অনেক লোক অসুস্থ ও অশুচি আত্মায় ভর করা লোকদের
নিয়ে এসে ভিড় করত; আর তারা সকলেই সুস্থ হোত।

প্রেরিতদের কাজ বন্ধ করার জন্য ইহুদীদের চেষ্টা

17এরপর মহাযাজক এবং তার সঙ্গীরা অর্থাৎ সদ্দূকী
দলের লোকেরা ঈর্ষায় জ্বলে উঠল। 18তারা প্রেরিতদের
গ্রেপ্তার করে কারাগারে আটকে দিল; 19কিন্তু রাতের
বেলায় প্রভুর এক দূত সেই কারাগারের দরজা খুলে
দিলেন। তিনি তাদের পথ দেখিয়ে কারাগারের বাইরে
নিয়ে গিয়ে বললেন, 20"যাও মন্দিরের মধ্যে দাঁড়িয়ে
তোমরা লোকদের এই নতুন জীবনের সকল বার্তা
শোনাও।" 21প্রেরিতেরা আজ্ঞা অনুসারে ভোর বেলায়
মন্দিরে গিয়ে শিক্ষা প্রচার করতে লাগলেন।
এদিকে মহাযাজক ও তার সঙ্গীরা, ইহুদী সমাজের
গণ্যমান্য লোকদের এক মহাসভা ডাকল; আর
প্রেরিতদের সেখানে নিয়ে আসার জন্য কারাগারে লোক
পাঠালো। 22কিন্তু সেই লোকেরা কারাগারে এসে
কারাগারের মধ্যে প্রেরিতদের দেখতে পেল না। তাই
তারা ফিরে গিয়ে বলল:
23"আমরা দেখলাম কারাগারের তালা বেশ
ভালভাবেই বন্ধ আছে, দরজায় দরজায় পাহারাদাররা
দাঁড়িয়ে আছে; কিন্তু দরজা খুলে ভেতরে গিয়ে আমরা
কাউকে দেখতে পেলাম না, দেখলাম কারাগার খালি
পড়ে আছে!"
24মন্দির রক্ষীবাহিনীর প্রধান ও প্রধান যাজকেরা
এই কথা শুনে হতবুদ্ধি হয়ে ভাবতে লাগল, "এর
পরিণতি কি হবে?" 25সেই সময় একজন এসে তাদের
বলল, "শুনুন! যে লোকদের আপনারা কারাগারে
রেখেছিলেন, দেখলাম তাঁরা মন্দিরের মধ্যে দাঁড়িয়ে
লোকদের শিক্ষা দিচ্ছেন।" 26তখন রক্ষীবাহিনীর প্রধান
তার লোকদের নিয়ে সেখানে গেল ও প্রেরিতদের নিয়ে
এল। তারা কোনরকম জোর করল না, কারণ তারা
লোকদের ভয় করতে লাগল, পাছে তারা পাথর ছুঁড়ে
তাদের মেরে ফেলে।
27তারা প্রেরিতদের নিয়ে এসে ইহুদী নেতাদের
সামনে দাঁড় করালে, মহাযাজক প্রেরিতদের জিজ্ঞাসাবাদ
করলেন। 28তিনি বললেন, "ঐ মানুষটির বিষয়ে কোন
শিক্ষা দিতে আমরা তোমাদের দৃঢ়ভাবে নিষেধ
করেছিলাম। ভেবে দেখ তোমরা কি করেছ! তোমরা
তোমাদের শিক্ষায় জেরুশালেম মাতিয়ে তুলেছ; আর
সেই লোকের মৃত্যুর জন্য সব দোষ আমাদের ওপর
চাপাতে চাইছ।"
29তখন পিতর ও অন্য প্রেরিতরা এর উত্তরে বললেন,
"মানুষের হুকুম মানার চেয়ে বরং ঈশ্বরের আদেশ
আমাদের অবশ্যই পালন করতে হবে! 30আপনারা
যীশুকে হত্যা করেছিলেন, তাঁকে বিদ্ধ করে ক্রুশে টাঙ্গিয়ে
দিয়েছিলেন; কিন্তু ঈশ্বর, আমাদের সেই পিতৃপুরুষদের
ঈশ্বর যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন।
31সেই যীশুকে ঈশ্বর নেতা ও ত্রাণকর্তারূপে উন্নত করে
নিজের ডান দিকে স্থাপন করেছেন, যাতে ইহুদীরা তাদের
মন-ফিরায় ও তিনি তাদের পাপের ক্ষমা দিতে পারেন।
32আর আমরা এসব ঘটতে দেখেছি, বলতে পারি যে
এসব সত্য। পবিত্র আত্মাও দেখাচ্ছেন যে এসব সত্য।
যারা তাঁর বাধ্য তাদের তিনি পবিত্র আত্মা দান করেছেন।"
33মহাসভার সভ্যরা এসব কথা শুনে প্রচণ্ড রেগে
উঠল; আর তারা প্রেরিতদের হত্যা করতে চাইল। 34কিন্তু
সেই মহাসভার একজন সভ্য, গমলীয়েল, ইনি ব্যবস্থার
শিক্ষক, যাকে সকলে মান্য করত, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে
ঐ প্রেরিতদের কিছু সময়ের জন্য সভা থেকে বাইরে
নিয়ে যেতে বললেন।
35পরে তিনি তাদের বললেন, "হে ইস্রায়েলীরা, এই
লোকদের নিয়ে তোমরা যা করতে যাচ্ছ সে বিষয়ে
সাবধান! 36কারণ এর কিছু আগে থুদা নামে একজন
লোক নিজেকে মহান বলে দাবী করেছিল। প্রায় চারশো
লোক তার অনুসারী হয়েছিল; আর সে নিহত হলে
তার অনুগামীরা সব যে যার পালিয়ে গেল, তার কোন
চিহ্নই রইল না।
37থুদার পরে আদমসুমারীর সময় গালীলীয় যিহূদার
উদয় হয়, সেও বেশ কিছু লোককে তার দলে টানে;

পরে সেও নিহত হয়, আর তার অনুগামীরাও ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

38তাই বর্তমানে এই অবস্থা দেখে আমি তোমাদের বলছি: এই লোকদের কাছ থেকে দূরে থাক, তাদের ছেড়ে দাও, কারণ তাদের এই পরিকল্পনা অথবা এই কাজ যদি মানুষের থেকে হয় তবে তা ব্যর্থ হবে।

39কিন্তু যদি ঈশ্বরের কাছ থেকে হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা তা বন্ধ করতে পারবে না। হয়তো দেখবে যে তোমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছ।" তখন তারা এই পরামর্শ গ্রহণ করল।

40তারা প্রেরিতদের ভেতরে ডেকে এনে চাবুক মারল, যীশুর নামে একটি কথাও বলতে নিষেধ করে তাদের ছেড়ে দিল। 41প্রেরিতেরা মহাসভার সভাস্থল থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন, আর যীশুর নামের জন্য তাঁরা যে নির্যাতন ও অপমান সহ্য করার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছেন, এই কথা ভেবে আনন্দ করতে লাগলেন, 42এবং দমে না গিয়ে প্রতিদিন মন্দিরের মধ্যে ও বিভিন্ন বাড়িতে যীশুর বিষয়ে শিক্ষা ও সুসমাচারের প্রচার করে দেখালেন যে যীশুই হলেন খ্রীষ্ট।

বিশেষ কাজের জন্য সাতজন মনোনীত

6 বহুলোক দলে দলে খ্রীষ্টের অনুগামী হতে লাগল। সেই সময় গ্রীক ভাষাভাষী বিশ্বাসীরা অপর ইহুদী বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল, যে দৈনিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণের সময়ে তাদের বিধবাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে। 2তখন সেই বারোজন প্রেরিত সমস্ত অনুগামীদের ডেকে বললেন, "লোকদের খাদ্য পরিবেশন করার জন্যে ঈশ্বরের বাক্য প্রচারের কাজ বন্ধ করা ঠিক নয়। 3তাই আমার ভাইয়েরা, তোমরা নিজেদের মধ্য থেকে সাতজন বিজ্ঞ, পবিত্র আত্মায় পূর্ণ ও সুনাম সম্পন্ন লোককে বেছে নাও। আমরা তাদের ওপর এই কাজের ভার দেব। 4এর ফলে আমরা প্রার্থনা ও ঈশ্বরের বাক্য প্রচারের কাজে আরো বেশী সময় দিতে পারব।"

5তাদের এই প্রস্তাব সকল বিশ্বাসীকে খুশী করল, তাই তারা এদের মনোনীত করলেন: স্তিফান ইনি ঈশ্বরে বিশ্বাসী ও পবিত্র আত্মায় পূর্ণ ছিলেন। ফিলিপ, প্রখর, নীকানর, তীমোন, পার্মিনা ও নিকলায় ইনি ছিলেন আন্তিয়খিয়ার লোক, যিনি ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। 6তারা এদের সকলকে প্রেরিতদের সামনে হাজির করল; আর প্রেরিতেরা প্রার্থনা করে তাঁদের ওপর হাত রাখলেন।

7ঈশ্বরের বাক্যের বহুল প্রচার হল, ফলে জেরুশালেমে অনুগামীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকল, এমনকি যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যেও একটা বড় দল খ্রীষ্টে বিশ্বাস করে আনুগত্য স্বীকার করল।

স্তিফানের বিরুদ্ধে ইহুদীগণ

8স্তিফান ঈশ্বরের শক্তি ও অনুগ্রহে পরিপূর্ণ ছিলেন; তিনি জনসাধারণের মধ্যে নানান অলৌকিক ও পরাক্রম কাজ করতে লাগলেন। 9কিন্তু ইহুদীদের মধ্যে কিছু লোক এসে স্তিফানের সঙ্গে তর্ক শুরু করল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সমাজ-গৃহ থেকে এসেছিল যাদের নাম ছিল লিবর্ত্তীনদের সমাজ-গৃহ, আলেকসান্দ্রীয় ও কুরীনীয় কিছু ইহুদীরা এই সমাজ-গৃহে যেত। অন্য ইহুদীরা কিলিকিয়া ও এশিয়া থেকে এসেছিল। 10তাদের সঙ্গে বিজ্ঞতায় কথা বলতে পবিত্র আত্মা স্তিফানকে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর কথা এতো শক্তিশালী ছিল যে তারা কেউ তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারল না। 11তখন তারা কয়েকজন লোককে ঘুষ দিয়ে মিথ্যে বলাল; যারা বলল, "আমরা শুনেছি যে স্তিফান মোশি ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নিন্দা করছে।" 12এইভাবে তারা জনসাধারণ, ইহুদী নেতাদের ও ব্যবস্থার শিক্ষকদের উত্তেজিত করে তুলল। তারা এসে স্তিফানকে ধরে নিয়ে মহাসভার সামনে হাজির করল। 13এরপর তারা মিথ্যা সাক্ষী দাঁড় করাল, যারা বলল, "এই লোক পবিত্র মন্দিরের বিরুদ্ধে ও বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা বলতে কখনও নিবৃত্ত হয় না। 14আমরা একে বলতে শুনেছি যে এই নাসরতীয় যীশু এই স্থান ধ্বংস করবে আর মোশির দেওয়া প্রথা বদলে দেবে।" 15তখন মহাসভায় যারা বসেছিল তারা সকলে স্তিফানের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দেখল, স্তিফানের মুখ স্বর্গদূতের মুখের মত উজ্জ্বল।

স্তিফানের বক্তব্য

7 এরপর যাজক স্তিফানকে বললেন, "এসব কথা কি সত্যি?" 2এর উত্তরে স্তিফান বললেন, "ভাইয়েরা ও এই জাতির পিতাগণ, আমার কথা শুনুন। আমাদের পিতৃপুরুষ অব্রাহাম হারণে বসবাস করার আগে যে সময় মিসপতামিয়াতে ছিলেন, সেই সময় মহিমার ঈশ্বর তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন। 3আর তাঁকে বলেছিলেন, 'তুমি তোমার স্বদেশ ও স্বজনের মধ্য থেকে চলে এস, আর আমি যে দেশ দেখাব সেই দেশে যাও।'* 4অব্রাহাম তখন কল্‌দীয়দের দেশ ছেড়ে হারণে এসে বসবাস করেন। তাঁর বাবার মৃত্যুর পর ঈশ্বর তাঁকে সেখান থেকে এই দেশে আনলেন, যে দেশে এখন আপনারা বাস করছেন। 5এখানে ঈশ্বর তাঁকে কোন ভূসম্পত্তি দিলেন না, এমন কি এক ছটাক জমিও না; কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিলেন যে শেষ পর্যন্ত এই দেশটা তাঁকে ও তাঁর বংশধরদের দেবেন। যদিও অব্রাহামের তখনও কোন সন্তান ছিল না। 6ঈশ্বর তাঁকে এই কথা বললেন, 'তোমার বংশধরেরা বিদেশে প্রবাসী জীবন কাটাবে, তারা দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হবে, আর সে দেশের লোকেরা তাদের প্রতি চারশো বছর ধরে অত্যাচার করবে। 7তারা যে জাতির দাসত্ব করবে, আমি তাদের দণ্ড দেব।'* ঈশ্বর আরো বললেন, 'এরপর তারা সেই দেশ থেকে বেরিয়ে এসে এখানে আমার উপাসনা করবে।'* 8এরপর অব্রাহামের সঙ্গে ঈশ্বর এক চুক্তি করলেন।

'তুমি ... যাও' আদি 12:1

'তোমার ... দেব' আদি 15:13-14

'এরপর ... করবে' আদি 15:14; যাত্রা 3:12

এই চুক্তির চিহ্ন হল সুন্নত সংস্কার। এরপর অব্রাহামের একটি পুত্র সন্তান হল। আট দিনের দিন তিনি তার সুন্নত করালেন; সেই পুত্রের নাম ইস্হাক। ইস্হাকের পুত্র যাকোবকেও তারা সুন্নত করলেন। যাকোবের পুত্ররা বারোজন গোষ্ঠীর পিতা হলেন।

9"তাদের সেই পিতাগণ যোষেফের প্রতি ঈর্ষান্বিত হলেন। যোষেফকে দাস ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করা হলে তাঁকে মিশরে নিয়ে আসা হল; কিন্তু ঈশ্বর তাঁর সহবর্তী ছিলেন। 10যোষেফ সেখানে অনেক কষ্ট পেয়েছিলেন; কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে তাঁর সমস্ত কষ্টের হাত থেকে উদ্ধার করলেন। ফরৌণ তখন মিশরের রাজা; যোষেফের মধ্যে ঈশ্বরদত্ত বিজ্ঞতা দেখতে পেয়ে ফরৌণ তাঁকে পছন্দ করলেন। ফরৌণ যোষেফকে মিশরের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করলেন, এমনকি ফরৌণের গৃহের সমস্ত পরিজনের উপরে তাকে কর্ত্তা করলেন। 11এরপর সারা মিশরে ও কনান দেশে প্রচণ্ড খরা হল। এমন খরা যাতে কোন ফসল উৎপন্ন হল না, এতে লোকেরা মহাকষ্টে পড়ল। আমাদের পিতৃপুরুষদের খাদ্যবস্তুর অভাব হল। 12কিন্তু যাকোব শুনতে পেলেন যে মিশরে শস্য মজুত আছে, তখন তিনি আমাদের পিতৃপুরুষদের মিশরে পাঠালেন। 13তাঁদের সেই ছিল প্রথমবার মিশরে যাওয়া। তাঁরা যখন দ্বিতীয়বার সেখানে গেলেন, তখন যোষেফ নিজে থেকে তাঁর ভাইদের কাছে আত্মপরিচয় দিলেন। যোষেফের পরে পরিজনদের সংবাদ ফরৌণ শুনতে পেলেন। 14পরে কিছু লোক পাঠিয়ে যোষেফ তাঁর পিতা যাকোব ও তাঁর সব আত্মীয় পরিজনদেরও ডেকে পাঠালেন, তাঁরা মোট পঁচাত্তর জন ছিলেন। 15এইভাবে যাকোব মিশরে গেলেন, পরে তাঁর ও আমাদের পিতৃপুরুষদের সেখানে মৃত্যু হল। 16তাঁদের মৃতদেহ শিখিমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, আর সেখানে তাঁদের কবরে রাখা হয়। এই কবরস্থান অব্রাহাম শিখিম শহরে হমোরের ছেলেদের কাছ থেকে কিছু টাকা দিয়ে কিনেছিলেন।

17"মিশরে ইহুদীরা বৃদ্ধি পেয়ে বহুসংখ্যক হয়ে উঠল। ঈশ্বর অব্রাহামের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা পূর্ণ হওয়ার সময় হল। 18মিশরে তখন অন্য একজন রাজা হয়েছেন। তিনি যোষেফের সম্পর্কে জানতেন না। 19এই রাজা আমাদের লোকদের সঙ্গে চাতুরী করলেন। তিনি আমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি দুর্ব্যবহার করতে লাগলেন। তাদের নবজাত শিশুদের জোর করে বাইরে ফেলে দিতে হুকুম দিলেন, যেন তারা মারা যায়। 20সেই সময় মোশির জন্ম হয়, তিনি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সুন্দর ছিলেন; তিন মাস পর্যন্ত তিনি তাঁর পিতার গৃহেই লালিত-পালিত হন। 21পরে তাঁকে বাইরে রেখে দেওয়া হলে ফরৌণের কন্যা তাঁকে কুড়িয়ে এনে তাঁর নিজের ছেলের মত মানুষ করেন। 22মোশি মিশরীয়দের সমস্ত জ্ঞানে শিক্ষিত হয়ে উঠলেন, আর কথায় ও কাজে মহাক্ষমতাশালী হয়ে উঠলেন।

23"মোশির বয়স যখন চল্লিশ বছর তখন তাঁর ইস্রায়েলী ভাইদের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা হল। 24মোশি দেখলেন যে একজন মিশরীয় একজন ইস্রায়েলীর প্রতি দুর্ব্যবহার করছে, তিনি তখন ইস্রায়েলী লোকটির পক্ষ সমর্থন করলেন। ইস্রায়েলী লোকটিকে আঘাত করার জন্য মোশি সেই মিশরীয়কে শাস্তি দিলেন এবং তাকে এমন মার দিলেন যে সে মরেই গেল। 25তিনি মনে করলেন যে তাঁর স্বজাতীয় ভাইরা হয়তো বুঝবে যে তাদের উদ্ধার করতে ঈশ্বরই তাকে পাঠিয়েছেন, কিন্তু তারা তা বুঝল না। 26পরদিন, দুজন ইস্রায়েলী যখন নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে, সেই সময় তিনি তাদের কাছে এসে তাদের মধ্যে মিলন করে দেবার জন্য বললেন, 'দেখ, তোমরা পরস্পর ভাই। তবে কেন একে অপরের প্রতি দুর্ব্যবহার করছ?' 27কিন্তু অন্যায়কারী লোকটি মোশিকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'আমাদের বিচার করতে কে তোমাকে অধিকার দিয়েছে? 28গতকাল তুমি যেমন সেই মিশরীয়কে খুন করেছিলে, তেমনি কি আমাকেও খুন করতে চাও?'* 29একথা শুনে মোশি মিশর থেকে পালিয়ে গেলেন; আর মিদিয়নে বিদেশীরূপে বাস করতে লাগলেন। সেখানে তিনি অপরিচিত আগন্তুকের মতো ছিলেন। সেখানে থাকার সময় মোশির দুই ছেলের জন্ম হয়।

30"এর চল্লিশ বছর পরে তিনি যখন সীনয় পর্বতের কাছে মরুপ্রান্তরে ছিলেন, সেখানে এক জ্বলন্ত ঝোপের আগুনের শিখার মধ্যে এক স্বর্গদূত তাঁকে দেখা দিলেন। 31এই দেখে মোশি আশ্চর্য হয়ে আরো ভাল করে দেখবার জন্য যখন কাছে গেলেন, তখন প্রভুর এই রব শুনলেন, 32'আমি তোমার পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, অব্রাহামের, ইস্হাকের ও যাকোবের ঈশ্বর।'* মোশি ভয়ে কাঁপতে লাগলেন, ভালভাবে তাকাতেও সাহস করলেন না। 33এরপর প্রভু তাঁকে বললেন, 'তোমার পা থেকে চটি (জুতো) খুলে ফেল, কারণ যেখানে তুমি দাঁড়িয়ে আছ, সেই জায়গা পবিত্র। 34মিশরে আমি আমার লোকদের দুরবস্থা ভাল করেই দেখেছি, তাদের আর্তনাদ শুনেছি, তাই আমি তাদের উদ্ধার করার জন্য নেমে এসেছি। মোশি, তুমি এস, এখন আমি তোমাকে মিশরে পাঠাব।'*

35"এই মোশিকেই ইস্রায়েলীয়রা চায় নি বলে বলেছিল, 'কে তোমাকে আমাদের শাসক ও বিচারক বানিয়েছে?' মোশিই সেই ব্যক্তি যাকে ঈশ্বর স্বর্গদূতের মাধ্যমে শাসনকর্তা ও ত্রাণকর্তারূপে পাঠিয়েছিলেন। সেই স্বর্গদূতকেই মোশি জ্বলন্ত ঝোপের মধ্যে দেখেছিলেন। 36এরপর মোশি লোকদের মিশর থেকে বের করে আনলেন। তিনি মিশরে, লোহিত সাগরে আর প্রান্তরে চল্লিশ বছর ধরে বহু অলৌকিক ও পরাক্রমের কাজ করেন। 37মোশিই তাঁর ইহুদী ভাইদের বলেছিলেন: 'ঈশ্বর তোমাদের মধ্য থেকে এক ভাববাদী ঠিক করবেন, তিনি হবেন আমারই মতো।'* 38এই

'আমাদের ... চাও?' যাত্রা 2:14

'আমি ... ঈশ্বর' যাত্রা 3:6

'তোমাকে... পাঠাব' যাত্রা 3:5-10

'ঈশ্বর ... মতো' দ্বি বি 18:15

মোশিই প্রান্তরে ইহুদীদের সমাবেশে ছিলেন। যে স্বর্গদূত সীনয় পর্বতে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তিনি তাঁর সঙ্গে ও আমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে ছিলেন। মোশি ঈশ্বরের কাছ থেকে জীবনদায়ী আদেশ লাভ করে তাঁর আজ্ঞা সকল আমাদের দিয়েছিলেন।

39"কিন্তু আমাদের পিতৃপুরুষেরা তাঁর কথা পালন করতে চান নি, তার পরিবর্তে তাঁরা তাঁকে অগ্রাহ্য করে মিশরে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। 40আমাদের পিতৃপুরুষেরা হারোণকে বললেন, 'মোশি আমাদের মিশর থেকে বের করে এনেছেন; কিন্তু তার কি হল আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। তাই কিছু দেবতাদের গড়ে তোল, যারা আমাদের আগে আগে যাবে ও পরিচালিত করবে।'* 41তাই লোকেরা বাছুরের এক প্রতিমা গড়ল আর সেই প্রতিমার সামনে বলিদান উৎসর্গ করল। তারা তাদের হাতে গড়া সেই দেবতাকে নিয়ে আনন্দ করতে লাগল! 42কিন্তু ঈশ্বর তাদের প্রতি বিমুখ হলেন, তিনি তাদের আকাশের সেনা অর্থাৎ অলীক দেবতাদের পূজায় বাধা দিলেন না। ভাববাদীদের পুস্তকে একথা লেখা আছে:

'হে ইস্রায়েলের গোষ্ঠী, প্রান্তরে চল্লিশ বছর ধরে
তোমরা তো আমার উদ্দেশ্যে পশুবলি ও নৈবেদ্য উৎসর্গ করনি;
43তোমরা মোলক দেবতার পূজার তাঁবু, রিফান
দেবতার নক্ষত্রের প্রতিমূর্তি বহন করেছিলে। পূজা
করবার জন্যই তোমরা ঐসব দেবতার মূর্তি গড়েছিলে।
তাই আমি তোমাদের বাবিলের ওপারে নির্বাসনে পাঠাব।'

আমোষ 5:25-27

44"মরু এলাকায় আমাদের সেই পিতৃপুরুষদের কাছেই সেই সাক্ষ্য তাঁবু ছিল। এই পবিত্র তাঁবু তৈরী হয়েছিল সেই ধারায়, যেভাবে নমুনা দেখিয়ে ঈশ্বর মোশিকে তা করতে বলেছিলেন।

45পরবর্তীকালে যিহোশূয় আমাদের পিতৃপুরুষদের পরিচালিত করলে তাঁরা ভিন্ন জাতির দেশ দখল করলেন। আমাদের লোকেরা সেই দেশে প্রবেশ করলে ঈশ্বর সেখানকার লোকদের সেই দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করলেন। আমাদের লোকেরা এই নতুন দেশে গেলে ঐ তাঁবুও সঙ্গে নিয়ে এলেন। পিতৃপুরুষদের কাছ থেকে তাঁরা এই তাঁবু পেয়েছিলেন। সেই তাঁবু রাজা দায়ূদের সময় পর্যন্ত তাঁদের কাছে ছিল। 46দায়ূদ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করলেন আর যাকোবের ঈশ্বরের জন্য এক গৃহ নির্মাণ করার অনুমতি চাইলেন। 47কিন্তু দায়ূদের ছেলে শলোমন তাঁর জন্য মন্দির নির্মাণ করলেন।

48"কিন্তু যিনি পরমেশ্বর, তিনি কখনো মানুষের হাতে তৈরী গৃহে বাস করেন না। এবিষয়ে ভাববাদী বলেছেন:

'প্রভু বলেন,
49স্বর্গ আমার সিংহাসন। পৃথিবী আমার পা রাখার
জায়গা। তুমি আমার জন্য কিরূপ গৃহ নির্মাণ করবে?
আমার বিশ্রামের স্থান কোথায়!
50আমার হাতই কি এই বস্তুগুলি নির্মাণ করে নি?"'

যিশাইয় 66:1-2

51"আপনারা একগুঁয়ে লোক! ঈশ্বরকে আপনারা নিজ নিজ হৃদয় সঁপে দেন নি! আপনারা তাঁর কথা শুনতে চান নি! আপনারা সব সময় পবিত্র আত্মা যা বলতে চাইছেন তা প্রতিরোধ করে আসছেন। আপনাদের পিতৃপুরুষরা যেমন করেছিলেন, আপনারাও তাদের মতোই করছেন। 52এমন কোন ভাববাদী ছিলেন কি যাকে আপনাদের পিতৃপুরুষেরা নির্যাতন করেন নি? সেই ধার্মিক ব্যক্তির আগমনের কথা যাঁরা বহুপূর্বে ঘোষণা করেছিলেন আপনাদের পিতৃপুরুষরা তাদেরকে খুন করেছেন; আর এখন আপনারা সেই ধার্মিককে শত্রুর হাতে সঁপে দিয়ে হত্যা করছেন। 53আপনারা মোশির বিধি-ব্যবস্থা পেয়েছিলেন, ঈশ্বরই তাঁর স্বর্গদূতদের মাধ্যমে তা দিয়েছিলেন; কিন্তু আপনারা তা পালন করেন নি!"

স্তিফানকে হত্যা

54ইহুদী নেতারা স্তিফানের এইসব কথা শুনে প্রচণ্ড রেগে গেল। স্তিফানের প্রতি তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগল। 55স্তিফান পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে স্বর্গের দিকে তাকালেন আর দেখলেন ঈশ্বরের মহিমা, দেখলেন যীশু ঈশ্বরের ডানদিকে দাঁড়িয়ে আছেন। 56তিনি বললেন, "দেখ! আমি দেখছি স্বর্গ খোলা রয়েছে; আর মানবপুত্র ঈশ্বরের ডানদিকে দাঁড়িয়ে আছেন!"

57তখন ইহুদী নেতারা জোরে চিৎকার করে উঠল, আর নিজেদের কানে হাত চাপা দিল। এরপর সবাই মিলে এক সঙ্গে তাঁর দিকে ছুটে গেল। 58তারা স্তিফানকে মেরে ফেলার জন্য তাঁকে টানতে টানতে শহর থেকে বাইরে নিয়ে গিয়ে তাঁর ওপর পাথর মারতে লাগল। যারা স্তিফানের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে এসেছিল, তারা শৌল নামে এক যুবকের পায়ের কাছে তাদের আলখাল্লা খুলে জমা রাখল। 59তারা যখন স্তিফানকে পাথর মেরে চলেছে তখন তিনি প্রার্থনা করে বললেন, "প্রভু যীশু, আমার আত্মাকে গ্রহণ কর!" 60এরপর তিনি হাঁটু গেড়ে বসে চিৎকার করে বললেন, "প্রভু, এঁদের বিরুদ্ধে এই পাপ গণ্য কোর না!" এই বলে তিনি মৃত্যুতে ঢলে পড়লেন।

8 আর শৌল স্তিফানের হত্যার অনুমোদন করেছিলেন।

বিশ্বাসীদের কষ্ট

2-3কয়েকজন ধার্মিক লোক এসে স্তিফানকে কবর দিলেন; আর স্তিফানের জন্য গভীর শোক প্রকাশ করলেন। সেইদিন থেকে জেরুশালেমের মণ্ডলীর উপর ভীষণ নির্যাতন শুরু হোল। প্রেরিতগণ ছাড়া সবাই যিহূদিয়া ও শমরিয়া প্রদেশের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়লেন। এদিকে শৌল বিশ্বাসী সমাবেশকে ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। বাড়ি বাড়ি ঢুকে তিনি স্ত্রী-পুরুষ

'মোশি ... করবে' যাত্রা 32:1

নির্বিশেষে সকলকে টানতে টানতে নিয়ে এসে কারাগারে ভরলেন। 4বিশ্বাসীরা চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল; আর তারা যেখানেই গেল সেখানেই সুসমাচার প্রচার করতে লাগল।

শমরিয়ায় ফিলিপের প্রচার

5ফিলিপ শমরিয়া শহরে গিয়ে খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করলেন। 6লোকেরা যখন ফিলিপের কথা শুনল এবং তিনি যে সব অলৌকিক কাজ করছিলেন তা দেখল, তখন তাঁর কথায় আরো মন দিল। 7অশুচি আত্মায় পাওয়া লোকদের মধ্য থেকে চিৎকার করতে করতে সেইসব অশুচি আত্মা বের হয়ে এল। অনেক পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোক ও খোঁড়া লোক সুস্থ হল। 8এর ফলে সেই শহরে মহা আনন্দের সাড়া জাগল।

9সেই শহরে শিমোন নামে একজন লোক ছিল। ফিলিপ সেই শহরে আসার আগে শিমোন বহুদিন ধরে সেই শহরে যাদুখেলা করত। এইভাবে সে শমরিয়ার লোকদের অবাক করে দিত। সে নিজেকে একজন মহাপুরুষ বলে মনে করত। 10ছোট বড় সকলেই তার কথা মন দিয়ে শুনত। তারা বলত, "এই লোকের মধ্যে ঈশ্বরের সেই শক্তি আছে যাকে 'মহাপরাক্রম'ও বলা চলে!" 11লোকেরা তার কথা শুনত কারণ দীর্ঘ দিন ধরে সে লোকদের যাদুমন্ত্রের চমকে মুগ্ধ করে রেখেছিল। 12কিন্তু ফিলিপ যখন তাদেরকে ঈশ্বরের সুসমাচার, তাঁর রাজ্য ও যীশু খ্রীষ্টের নামের বিষয় জানালেন, তখন স্ত্রী-পুরুষ সকলে ফিলিপকে বিশ্বাস করে বাপ্তিস্ম নিল। 13আর শিমোন নিজেও বিশ্বাস করল ও বাপ্তিস্ম নিল। বাপ্তাইজ হওয়ার পর সে ফিলিপের কাছে কাছে থাকতে লাগল; আর ফিলিপের দ্বারা অনেক অলৌকিক কাজ ও নানা পরাক্রম কাজ হচ্ছে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল।

14প্রেরিতেরা তখনও জেরুশালেমে ছিলেন, তাঁরা শুনতে পেলেন যে শমরিয়ার লোকেরা ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করেছে, তখন তাঁরা পিতর ও যোহনকে সেখানে পাঠালেন। 15পিতর ও যোহন এসে শমরিয়ার খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনা করলেন যেন তারা পবিত্র আত্মা লাভ করে; 16কারণ এই লোকেরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজ হলেও তখনও পর্যন্ত তাদের কারোর ওপর পবিত্র আত্মা অবতরণ করেন নি। 17এইজন্য পিতর ও যোহন প্রার্থনা করলেন; আর সেই দুই প্রেরিত, লোকদের মাথায় হাত রাখলে তারা পবিত্র আত্মা লাভ করল।

18শিমোন যখন দেখল যে, প্রেরিতদের হাত রাখার মাধ্যমে পবিত্র আত্মা লাভ হচ্ছে, তখন সে টাকা এনে তাদের বলল, 19"আমাকেও এই ক্ষমতা দিন যেন আমি যার ওপর আমার দুহাত রাখব, সে এই পবিত্র আত্মা পায়।"

20পিতর শিমোনকে বললেন, "তুমি ও তোমার টাকা চিরকালের মত ধ্বংস হয়ে যাক্! কারণ ঈশ্বরের দান তুমি টাকা দিয়ে কিনবে বলে ভেবেছ। 21এই বিষয়ে আমাদের সঙ্গে তোমার কোন অধিকার বা অংশ নেই, কারণ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তোমার অন্তর মোটেই সরল নয়। 22তাই তুমি এই মন্দতা থেকে তোমার মন-ফিরাও! আর প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর, হয়তো তোমার মনের এই মন্দ চিন্তার জন্য ক্ষমা পেলেও পেতে পার। 23কারণ আমি দেখছি তোমার মধ্যে খুব ঈর্ষা আছে আর তুমি পাপের কাছে বন্দী।"

24তখন শিমোন বলল, "আপনারাই আমার জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন, যেন আপনারা যা বললেন তার কিছুই আমার প্রতি না ঘটে!"

25প্রেরিতেরা যীশুর বিষয়ে যা জানতেন, সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়ে ও প্রভুর বার্তা প্রচার করে জেরুশালেমে ফিরে চললেন, যাবার পথে তাঁরা শমরিয়ার বিভিন্ন গ্রামে সুসমাচার প্রচার করলেন।

ফিলিপ ইথিওপিয়ার একজন লোককে শিক্ষা দিলেন

26প্রভুর এক দূত ফিলিপকে বললেন, "প্রস্তুত হও, দক্ষিণে যে পথ জেরুশালেম থেকে ঘসার দিকে নেমে গেছে, সেই পথ ধরে নেমে যাও।" 27তখন ফিলিপ প্রস্তুত হয়ে সেই পথে রওনা দিলেন এবং সেই পথে একজন ইথিওপিয়ানকে দেখতে পেলেন, তিনি নপুংসক। তিনি ইথিওপিয়ার কান্দাকি রাণীর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি জেরুশালেমে উপাসনা করতে গিয়েছিলেন। 28ফেরার পথে তিনি তাঁর রথে বসে ভাববাদী যিশাইয়র পুস্তক থেকে পড়ছিলেন। 29তখন পবিত্র আত্মা ফিলিপকে বললেন, "ঐ রথের কাছে যাও, তাঁর সঙ্গ ধর।" 30ফিলিপ দৌড়ে রথের কাছে গিয়ে শুনলেন, সেই কোষাধ্যক্ষ ভাববাদী যিশাইয়র পুস্তক থেকে পড়ছেন। ফিলিপ জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি যা পড়ছেন তা কি বুঝতে পারছেন?"

31তিনি বললেন, "কি করে বুঝব যদি বুঝিয়ে দেওয়ার কেউ না থাকে?" আর তিনি ফিলিপকে রথে উঠে এসে তার কাছে বসতে বললেন। 32শাস্ত্রের যে অংশটি তিনি পাঠ করছিলেন তা হল:

"হত হবার জন্য মেষের মতো তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল। লোম ছাঁটাইকারীদের সামনে মেষশাবক যেমন মুখ বুজে থাকে, তেমনি তিনি মুখ খোলেন নি।

33তাঁর হীন অবস্থায়, তাঁর ন্যায্য অধিকার থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হল। কেউ আর কখনো তাঁর বংশধরদের কথা বলবে না, কারণ পৃথিবীতে তাঁর জীবন সমাপ্ত হল।" *যিশাইয় 53:7-8*

34সেই কোষাধ্যক্ষ ফিলিপকে বললেন, "অনুগ্রহ করে বলুন, ভাববাদী কার বিষয়ে এই কথা বলছেন? তিনি কি তাঁর নিজের বিষয়ে বলছেন, অথবা অন্য কারো বিষয়ে?" 35তখন ফিলিপ শাস্ত্রের সেই অংশ থেকে শুরু করে যীশুর বিষয়ে সুসমাচার তাঁকে জানালেন।

36তাঁরা রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে জলাশয়ের কাছে এসে হাজির হলে সেই নপুংসক বললেন, "দেখুন!

এখানে জল আছে! বাপ্তাইজ হতে আমার বাধা কোথায়?” 37 * 38তিনি রথ থামাতে হুকুম করলেন, আর ফিলিপ ও নপুংসক উভয়ে জলে নামলেন। ফিলিপ তাঁকে বাপ্তিস্ম দিলেন। 39তাঁরা যখন জলের মধ্য থেকে উঠলেন, তখন প্রভুর আত্মা ফিলিপকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন, সেই কোষাধ্যক্ষ তাকে আর দেখতে পেলেন না; কিন্তু আনন্দ করতে করতে তাঁর পথে এগিয়ে চললেন। 40ফিলিপ নিজেকে অস্‌দোদে দেখতে পেলেন; আর তিনি কৈসরিয়ার পথে রওনা হয়ে যাত্রা পথে সব নগরে সুসমাচার প্রচার করলেন।

শৌলের মন পরিবর্তন

9 এদিকে শৌল জেরুশালেমে যীশুর অনুগামীদের তখনও হত্যার হুমকি দিচ্ছিলেন। তিনি মহাযাজকের কাছে গেলেন। 2দম্মেশকস্থ সমাজ-গৃহে ইহুদীদের দেবার জন্য মহাযাজকের কাছে চিঠিগুলি চাইলেন, যেন স্ত্রী হোক বা পুরুষ হোক, খ্রীষ্টের অনুগামী এমন কোন লোককে পেলেই গ্রেপ্তার করে জেরুশালেমে নিয়ে আসতে পারেন।

3তাই শৌল দম্মেশকে রওনা হয়ে গেলেন। যেতে যেতে তিনি যখন দম্মেশকের কাছাকাছি এলেন, সেই সময় হঠাৎ আকাশ থেকে এক উজ্জ্বল আলো তাঁর চারিদিকে চমকে উঠল। 4তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন এবং একটি রব শুনতে পেলেন, সেই রব তাঁকে বলছে: “শৌল, শৌল! কেন তুমি আমাকে এত কষ্ট দিচ্ছ?”

5শৌল বললেন, “প্রভু আপনি কে?”

তিনি বললেন, “আমি যীশু, তুমি যার ক্ষতি করার চেষ্টা করছ। 6ওঠ, ঐ শহরে যাও আর তোমায় কি করতে হবে তা তোমায় বলা হবে।”

7যে সব পুরুষ তাঁর সঙ্গে যাচ্ছিল তারা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারা সেই রব শুনতে পেল, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। 8শৌল মাটি থেকে উঠলেন, কিন্তু তিনি যখন চোখ খুললেন তখন কিছুই দেখতে পেলেন না। তাই তারা তাকে হাত ধরে দম্মেশকে নিয়ে গেল। 9তিন দিন তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ অবস্থায় রইলেন, সেই সময় তিনি অন্ন জল কিছুই মুখে তুললেন না। 10দম্মেশকে অননিয় নামে একজন খ্রীষ্টের অনুগামী ছিলেন। এক দর্শনের মাধ্যমে প্রভু তাঁকে বললেন, “অননিয়!”

তিনি বললেন, “প্রভু, এই তো আমি।”

11প্রভু তাকে বললেন, “ওঠ, আর ‘সরল’ নামে রাস্তায় যাও। সেখানে যিহূদার বাড়ীর খোঁজ কর। সেখানে তার্ষ থেকে এসেছে শৌল বলে একজন লোক, তার খোঁজ কর, কারণ সে প্রার্থনা করছে। 12তার এই দর্শনলাভ হয়েছে যে অননিয় নামে একজন লোক এসে তার ওপর হাত রাখাতে সে আবার তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে।”

13অননিয় বললেন, “প্রভু, আমি অনেক লোকের কাছে এই লোকের বিষয়ে শুনেছি। জেরুশালেমে আপনার পবিত্র লোকদের প্রতি সে যে সব জঘন্য কাজ করেছে তাও আমি শুনেছি; 14আর এখানে যত লোক আপনাকে বিশ্বাস করে,* তাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবার জন্য সে প্রধান যাজকদের কাছ থেকে বিশেষ পরোয়ানা নিয়ে এসেছে।”

15কিন্তু প্রভু তাকে বললেন, “তুমি যাও, কারণ অইহুদীদের কাছে, রাজাদের ও ইস্রায়েলীদের কাছে আমার নাম নিয়ে যাবার জন্য আমি তাকে মনোনীত করেছি। 16আমার নামের জন্য তাকে কত দুঃখভোগ করতে হবে, আমি নিজে তাকে তা দেখিয়ে দেব।”

17তখন অননিয় যিহূদার বাড়িতে গেলেন। তিনি শৌলের ওপর দুহাত রেখে বললেন, “ভাই শৌল, প্রভু যীশু আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। এখানে আসার পথে তোমায় তিনি দর্শন দিয়েছিলেন। যীশু তোমার কাছে আমাকে পাঠালেন, যেন তুমি আবার দেখতে পাও আর পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হতে পার।” 18সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখ থেকে মাছের আঁশের মত একটা কিছু খসে পড়ল, আর শৌল আবার দেখতে পেলেন। পরে তিনি উঠে গিয়ে বাপ্তিস্ম নিলেন। 19এরপর কিছু খাওয়া-দাওয়া করে সবল হলেন।

দম্মেশকে শৌলের প্রচার কার্য

তিনি কিছুদিন দম্মেশকে অনুগামীদের সঙ্গে থাকলেন। 20এরপর তিনি সরাসরি সমাজ-গৃহে গিয়ে যীশুর কথা প্রচার করতে লাগলেন। তিনি বললেন, “এই যীশুই হচ্ছেন ঈশ্বরের পুত্র!”

21তার কথা শুনে সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল। তারা বলল, “একি, সেই লোক নয়, যে জেরুশালেমে যারা যীশুর নামে বিশ্বাস করত তাদের ধ্বংস করত? আর এখানে সে যীশুর অনুগামীদের গ্রেপ্তার করে প্রধান যাজকের কাছে নিয়ে যাবার জন্য কি আসে নি?”

22কিন্তু শৌল ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে উঠলেন; আর দম্মেশকে যে সব ইহুদী বাস করত, শৌল তর্কে তাদেরকে নীরব করে দিলেন, তিনি প্রমাণ দিতে থাকলেন যে যীশুই খ্রীষ্ট।

শৌল ইহুদীদের থেকে মুক্ত

23বেশ কিছু দিন পর ইহুদীরা শৌলকে হত্যা করার চক্রান্ত করতে লাগল; 24কিন্তু শৌল তাদের চক্রান্ত জানতে পারলেন। ইহুদীরা তাকে হত্যা করার জন্য শহরের প্রধান ফটকগুলির ওপর দিন রাত নজর রাখতে লাগল; 25কিন্তু যারা শৌলের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছিল, তারা শৌলকে শহর ত্যাগে সাহায্য করল। তারা শৌলকে একটা ঝুড়িতে রেখে শহরের প্রাচীরের এক গর্ত দিয়ে ঝুড়িশুদ্ধ শৌলকে বাইরে নামিয়ে দিল।

পদ 37 কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 37 যুক্ত করা হয়েছে: “ফিলিপ উত্তর দিলেন, ‘যদি তুমি তোমার হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস কর তবে হতে পারে।’ কোষাধ্যক্ষ বলল, ‘আমি বিশ্বাস করি, যে যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র।’”

আপনাকে বিশ্বাস করে আক্ষরিক অর্থে, ‘আপনার নামে ডাকে।’

জেরুশালেমে শৌল

26এরপর শৌল জেরুশালেমে গেলেন। সেখানে তিনি
যীশুর অনুগামীদের সঙ্গে যোগ দিতে চেষ্টা করলেন;
কিন্তু তাঁরা সকলে তাঁকে ভয় করলেন। তাঁরা বিশ্বাস
করতে চাইলেন না যে তিনি সত্যিকার যীশুর অনুগামী
হয়েছেন। 27কিন্তু বার্ণবা শৌলকে গ্রহণ করে তাঁকে
নিয়ে প্রেরিতদের কাছে গেলেন। দম্মেশকের পথে শৌল
কিভাবে যীশুর দেখা পেয়েছেন ও প্রভু যীশু যে তাঁর
সঙ্গে কথা বলেছেন; আর কিভাবে তিনি দম্মেশকে
সাহসের সঙ্গে যীশুর নাম প্রচার করেছেন, সেসব কথা
তাদের সবিস্তারে জানালেন।

28শৌল খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের সঙ্গে জেরুশালেমে
থাকতেন, তিনি সেখানে সব জায়গায় গিয়ে সাহসের
সঙ্গে প্রভুর নাম প্রচার করতেন। 29তিনি গ্রীকভাষী
ইহুদীদের সঙ্গে তর্ক করেছিলেন বলে তারা তাঁকে হত্যা
করার চেষ্টা করতে লাগল। 30ভাইয়েরা সে কথা জানতে
পেরে তাঁকে কৈসরিয়াতে নিয়ে গেলেন ও সেখান থেকে
তার্ষে পাঠিয়ে দিলেন।

31সেই সময় যিহূদিয়া, গালীল ও শমরিয়ায় বিশ্বাসী
মণ্ডলীগুলিতে শান্তি বিরাজ করছিল। বিশ্বাসীরা প্রভুর
ভয়ে জীবনযাপন করত ও পবিত্র আত্মায় উৎসাহিত
হত; এর ফলে দলটি শক্তিশালী হয়ে উঠল এবং ক্রমে
ক্রমে সংখ্যায় বৃদ্ধিলাভ করতে থাকল।

32পিতর জেরুশালেমের আশে পাশে বিভিন্ন শহরে
ভ্রমণ করতে করতে লুদ্দা খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের কাছে এলেন।
33লুদ্দায় তিনি ঐনিয় নামে একজন পঙ্গু লোকের দেখা
পান; সে আট বছর ধরে পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী ছিল।
34পিতর তাকে বললেন, "ঐনিয় যীশু তোমায় সুস্থ
করেছেন, তুমি ওঠ, বিছানা গুটিয়ে নাও। তুমি নিজেই
তা পারবে।" সঙ্গে সঙ্গে ঐনিয় উঠে দাঁড়াল। 35তখন
লুদ্দা ও শারোণের সব লোক তাকে দেখে প্রভুর প্রতি
ফিরল ও বিশ্বাসী হোল।

যাফোতে পিতর

36যাফোতে টাবিথা বা দর্কা (যার অর্থ 'হরিণী')
নামে এক শিষ্যা ছিলেন। তিনি সব সময় লোকের
উপকার করতেন, বিশেষ করে গরীবদের সাহায্য
করতেন। 37পিতর যখন লুদ্দায় ছিলেন টাবিথা অসুস্থ
হয়ে মারা যান; তাই তারা তার দেহ স্নান করিয়ে
ওপরের ঘরে শুইয়ে রাখল। 38লুদ্দা যাফোর কাছাকাছি
ছিল। অনুগামীরা যখন শুনলেন যে পিতর লুদ্দায় আছেন,
তখন তারা দু'জন লোককে সেখানে পাঠিয়ে অনুরোধ
করল, "যেন পিতর তাড়াতাড়ি করে একবার তাদের
ওখানে আসেন!" 39তখন পিতর প্রস্তুত হয়ে তাদের
সঙ্গে চললেন। তিনি সেখানে হাজির হলে তারা তাঁকে
ওপরের সেই ঘরে নিয়ে গেল; আর বিধবারা সকলে
তাঁর চারিদিকে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল, দর্কা জীবিত
অবস্থায় তাদের সঙ্গে থাকবার সময়ে যেসব
পোশাকগুলি তৈরী করেছিলেন তা দেখাতে লাগল।
40পিতর সকলকে ঘরের বাইরে বার করে দিয়ে হাঁটু
গেড়ে প্রার্থনা করলেন। তারপর সেই দেহের দিকে ফিরে
তিনি বললেন, "টাবিথা, ওঠ!" তাতে তিনি চোখ খুললেন
ও পিতরকে দেখে উঠে বসলেন। 41তখন পিতর হাত
বাড়িয়ে তাঁকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন। এরপর
তিনি বিশ্বাসীদের ও সেই বিধবাদের ডেকে তাঁকে জীবিত
দেখালেন। 42এই কথা যাফোর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল
আর অনেক লোক প্রভুর ওপর বিশ্বাস করল।
43পিতর যাফোতে শিমোন নামে এক চামড়া ব্যবসায়ীর
ঘরে অনেক দিন রইলেন।

পিতর ও কর্ণীলিয়

10 কৈসরিয়ায় কর্ণীলিয় নামে একজন লোক ছিলেন;
ইনি ছিলেন ''ইতালীয়'' বাহিনীর একজন
সেনাপতি। 2তিনি ছিলেন ঈশ্বর ভক্ত, তাঁর গৃহস্থ সমস্ত
পরিজন সত্যময় ঈশ্বরের উপাসনা করত। তিনি
ইহুদীদের মধ্যে গরীব দুঃখীদের অর্থ দিতেন আর
সবসময়ই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতেন। 3একদিন
প্রায় তিনটের সময় এক দর্শনের মাধ্যমে তিনি স্পষ্ট
দেখতে পেলেন যে ঈশ্বরের এক দূত তাঁর কাছে এসে
বলছেন, "কর্ণীলিয়!"

4কর্ণীলিয় স্বর্গদূতের দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে বললেন,
"মহাশয়, আপনি কি চান?"

সেই স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, "কর্ণীলিয় তোমার
প্রার্থনা ঈশ্বর শুনেছেন; গরীবদের তুমি যে সাহায্য কর,
তা তিনি দেখেছেন। ঈশ্বর তোমায় স্মরণ করেছেন।
5তুমি যাফো শহরে লোকদের পাঠাও, সেখানে শিমোন
নামে একজন লোক আছে, যার অপর নাম পিতর,
তোমার লোকেরা সেখানে গিয়ে তাকে এখানে নিয়ে
আসুক। 6সে চামড়ার ব্যবসায়ী শিমোনের বাড়িতে আছে,
সেই বাড়ি সমুদ্রের ধারে!"

7স্বর্গদূত কথা বলে চলে গেলে পরে কর্ণীলিয় দু'জন
কর্মচারীকে ও একজন সৈনিককে ডেকে পাঠালেন।
ঈশ্বরভক্ত এই সৈনিকটি কাজে সাহায্য করার ব্যাপারে
সব সময়ই কর্ণীলিয়র কাছে কাছে থাকত। 8এই তিন
ব্যক্তির কাছে কর্ণীলিয় সব কিছু বুঝিয়ে তাদের যাফোতে
পাঠালেন।

9পরের দিন তারা যখন যাফোর কাছাকাছি পৌঁছালো।
সেই সময়ে পিতর প্রার্থনা করার জন্য ছাদের উপর
উঠে ছিলেন । বেলা তখন ভর দুপুর। 10পিতরের খিদে
পেল এবং তিনি খেতে চাইলেন। নীচে লোকেরা তখন
পিতরের জন্য খাবার প্রস্তুত করছে, এমন সময় তিনি
আবিষ্ট হলেন। 11তিনি দেখলেন আকাশ মুক্ত হয়েছে
আর একটা কিছু নেমে আসছে। সেটা দেখতে একটা
বড় চাদরের মত, তার চারটে খুঁট ধরে কেউ যেন তা
মাটিতে নামিয়ে দিচ্ছে। 12তার মধ্যে পৃথিবীর সব রকমের
পশু ও সরীসৃপ এবং আকাশের নানা রকমের পক্ষী
রয়েছে। 13এরপর সেই রব পিতরকে বলল, "পিতর
ওঠ, মার ও খাও।"

14পিতর বললেন, "প্রভু কখনই না! কারণ আমি
কখনও কোন অশুদ্ধ বা অপবিত্র কিছু খাই নি।"

15তখন আবার এই রব শোনা গেল, "ঈশ্বর যা শুদ্ধ
করেছেন, তা তুমি 'অশুদ্ধ' বোলো না!" 16এইভাবে
তিন বার ঘটে যাবার পর সেই চাদরটি আকাশে তুলে
নেওয়া হল।
17পিতর যে দর্শন পেয়েছিলেন তার অর্থ কি হতে
পারে তা যখন তিনি মনে মনে চিন্তা করছেন, সেই
সময় কর্ণীলিয়াসের পাঠানো ঐ লোকেরা শিমোনের
বাড়ির খোঁজ করতে করতে বাড়ির ফটকে এসে হাজির
হল। 18তারা জিজ্ঞেস করল, "শিমোন যাকে পিতর
বলে তিনি কি এ বাড়িতে রয়েছেন?"
19পিতর তখনও সেই দর্শনের বিষয়ে চিন্তা করছেন,
তখন আত্মা তাঁকে বললেন, "দেখ! তিন জন লোক
তোমার খোঁজ করছে। 20তুমি উঠে নিচে যাও, বিনা
দ্বিধায় তাদের সঙ্গে যাও, কারণ আমিই তাদের
পাঠিয়েছি।" 21তখন পিতর নীচে গিয়ে সেই লোকদের
বললেন, "দেখুন, আপনারা যাকে খুঁজছেন, আমিই সেই
লোক। আপনারা এখানে কেন এসেছেন?"
22তারা বলল, "আমরা সেনাপতি কর্ণীলিয়াসের কাছ
থেকে এসেছি; তিনি একজন ধার্মিক লোক, তিনি ঈশ্বরের
উপাসনা করেন। ইহুদীদের কাছেও তিনি শ্রদ্ধার পাত্র।
স্বর্গদূত কর্ণীলিয়াসকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আপনাকে
তাঁর বাড়ীতে আসতে আমন্ত্রণ দেওয়া হয়। আপনি কি
বলবেন তা যেন তিনি শুনতে পারেন।" 23তখন পিতর
তাদের ভেতরে নিয়ে গিয়ে রাতটা তাঁর ওখানে থাকার
ব্যবস্থা করলেন।
পর দিন পিতর প্রস্তুত হয়ে সেই লোকদের সঙ্গে
রওনা হয়ে গেলেন। যাফো থেকে কয়েকজন বিশ্বাসী
ভাইও পিতরের সঙ্গে গেলেন। 24পরের দিন তাঁরা
কৈসরিয়া শহরে এলেন। কর্ণীলিয়া তাঁদের জন্য অপেক্ষা
করছিলেন, তিনি তাঁর আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের তাঁর
বাড়িতে ডেকেছিলেন। 25পিতর যখন ভেতরে গেলেন
তখন কর্ণীলিয় এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন; আর
উপুড় হয়ে পড়ে পিতরকে প্রণাম জানালেন। 26কিন্তু
পিতর তাঁকে বললেন, "আহা, কি করছেন, উঠুন! আমি
তো একজন সামান্য মানুষ মাত্র।" 27পিতর তাঁর সঙ্গে
কথা বলতে বলতে ভেতরে গিয়ে দেখলেন, সেখানে
বহুলোক এসে জড় হয়েছে। 28পিতর তাঁদের বললেন,
"আপনারা জানেন, অন্য জাতের লোকের সঙ্গে
মেলামেশা করা বা তাদের বাড়ি যাওয়া ইহুদীদের জন্য
বিধি-সম্মত কাজ নয়; কিন্তু ঈশ্বর আমাকে দেখিয়ে
দিয়েছেন যে, কোন মানুষকে 'অশুচি' বা 'অপবিত্র'
বলা ঠিক নয়। 29তাই আমাকে ডেকে পাঠান হল, আর
আমি বিনা আপত্তিতে চলে এলাম। এখন আমি জানতে
চাই আপনারা কি কারণে আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন।"
30কর্ণীলিয় বললেন, "চারদিন আগে এই সময় আমি
আমার ঘরে বসে প্রার্থনা করছিলাম, বেলা তখন প্রায়
তিনটে, সেই সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি আমার সামনে
এসে দাঁড়ালেন; তাঁর গায়ে ছিল উজ্জ্বল পোশাক। 31তিনি
বললেন, 'কর্ণীলিয় তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়েছে; আর
তুমি গরীব দুঃখীদের যে সাহায্য কর তা-ও ঈশ্বর
দেখেছেন। ঈশ্বর তোমাকে স্মরণ করেছেন; 32তাই তুমি
যাফোয় কিছু লোক পাঠাও, এবং শিমোন যাকে পিতর
বলে তাকে এখানে নিয়ে এস। সমুদ্রের ধারে শিমোন
নামে যে চামড়ার ব্যবসায়ী আছে, সে তার বাড়িতে
আছে।' 33তাই আমি সঙ্গে সঙ্গে আপনার কাছে লোক
পাঠালাম; আর আপনি বড় অনুগ্রহ করে এখানে
এসেছেন। এখন আমরা সকলে এখানে ঈশ্বরের সামনে
আছি; প্রভু আপনাকে যে সব কথা বলতে আদেশ
করেছেন আমরা সকলে তা শুনব।"

কর্ণীলিয়র বাড়িতে পিতরের কথা

34তখন পিতর বলতে শুরু করলেন, "এখন আমি
সত্যি সত্যিই বুঝতে পেরেছি যে ঈশ্বর কারও প্রতি
পক্ষপাতিত্ব করেন না। 35প্রত্যেক জাতির মধ্যে যে
কেউ ঈশ্বরের উপাসনা করে ও ন্যায় কাজ করে, ঈশ্বর
এমন লোকদের গ্রহণ করেন। 36তিনি ইস্রায়েলের
লোকদের কাছে তাঁর সুসমাচার পাঠিয়েছিলেন। তিনি
সেই সুসমাচারে জানালেন যে যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমেই
শান্তি লাভ হয়। তিনি সকলেরই প্রভু! 37সমগ্র যিহূদাতে
কি ঘটেছিল সে সব কথা আপনারা শুনেছেন। যোহন
বাপ্তাইজক লোকেদের কাছে বাপ্তিস্মের কথা প্রচার
করার পর গালীলে এই ঘটনাগুলি শুরু হয়।
38আপনারা সেই নাসরতীয় যীশুর বিষয়ে শুনেছেন,
শুনেছেন ঈশ্বর কিভাবে তাঁকে পবিত্র আত্মায় ও
পরাক্রমের সঙ্গে অভিষেক করেছিলেন। যীশু সর্বত্র
মানুষের মঙ্গল করে বেড়াতেন; আর যারা দিয়াবলের
কবলে পড়েছিল তাদের তিনি মুক্ত করতেন, কারণ
ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে ছিলেন। 39যিহূদা ও জেরুশালেমে
যীশু যা কিছু করেছেন, আমরা তা স্বচক্ষে দেখেছি,
আমরা তার সাক্ষী। তারা তাঁকে কাঠের তৈরী এক
ক্রুশে ঝুলিয়ে হত্যা করেছে; 40কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে মৃত্যুর
তিন দিনের মাথায় জীবিত করেছেন। ঈশ্বর লোকদের
কাছে যীশুকে জীবিতরূপে দেখালেন। 41কিন্তু তিনি
সকলকে দেখা দেন নি। ঈশ্বর পূর্বেই সাক্ষীরূপে যাদের
মনোনীত করেছিলেন, কেবল তারাই তাঁকে দেখতে
পেয়েছিলেন; আমরাই সেইসব সাক্ষী! মৃতদের মধ্য
থেকে জীবিত হবার পর আমরা যীশুর সঙ্গে পান-আহার
করেছি;
42আর তিনি আমাদের আদেশ দিলেন, যেন আমরা
লোকদের মাঝে প্রচার করি আর সাক্ষ্য দিই যে তিনিই
সেই ব্যক্তি, যাঁকে ঈশ্বর সমস্ত জীবিত ও মৃত সকলের
বিচারকর্তা করে মনোনীত করেছেন। 43যে কেউ যীশুকে
বিশ্বাস করবে, সে পাপের ক্ষমা পাবে। যীশুর নামে
ঈশ্বর সেইসব লোকদের পাপ ক্ষমা করবেন। সমস্ত
ভাববাদী বলে গেছেন যে এ সত্য।"

অইহুদীদের কাছে পবিত্র আত্মা এলেন

44পিতর যখন এইসব কথা বলছিলেন, তখন যারা
সেখানে সেইসব কথা শুনছিল, তাদের সকলের ওপর
পবিত্র আত্মা নেমে এলেন। 45ইহুদী সম্প্রদায় থেকে যে

খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা পিতরের সঙ্গে সেখানে এসেছিলেন তাঁরা সকলে আশ্চর্য হয়ে গেলেন, কারণ অইহুদীদের ওপরও পবিত্র আত্মার দান নেমে এল। 46কারণ তাঁরা ওদেরকে নানা ভাষায় কথা বলতে ও ঈশ্বরের প্রশংসা করতে শুনলেন। 47তখন পিতর বললেন, "কেউ কি এই লোকদের জলে বাপ্তাইজ করতে অস্বীকার করতে পারে? আমরা যেমন পবিত্র আত্মা পেয়েছি তারাও তো তেমনি পেয়েছে!" 48তখন তিনি যীশু খ্রীষ্টের নামে কর্ণীলিয়, তার পরিবারের লোকদের ও তাদের বন্ধুদের জলে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে আদেশ করলেন। এরপর তাঁরা পিতরকে তাঁদের সঙ্গে কিছু দিন থাকতে অনুরোধ করলেন।

পিতর জেরুশালেমে ফিরলেন

11 যিহূদিয়ার প্রেরিতেরা এবং বিশ্বাসী ভাইয়েরা শুনতে পেলেন যে অইহুদীরাও ঈশ্বরের শিক্ষা গ্রহণ করেছে। 2পিতর যখন জেরুশালেমে এলেন, তখন কিছু ইহুদী সম্প্রদায়ের খ্রীষ্ট বিশ্বাসী তাঁর সমালোচনা করতে লাগল। 3তারা বলল, "দেখ, তুমি যারা ইহুদী নয় এবং যাদের সুন্নত হয় নি তাদের ঘরে গিয়েছিলে এমনকি সেখানে খাওয়া-দাওয়া করেছিলে!"

4তখন পিতর তাদেরকে আগের সব ঘটনা বিস্তারিতভাবে জানিয়ে বললেন, 5"আমি যাফো শহরে প্রার্থনা করছিলাম; সেই সময় ভাবাবিষ্ট অবস্থায় এক দর্শন পেলাম। আমি দেখলাম, একটা বড় চাদরের মত কিছু, তার চারটি খুঁট ধরে আকাশ থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা আমার কাছে এলে 6আমি ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখলাম তার মধ্যে ভূচর গৃহপালিত পশু, সকল হিংস্র বন্য জন্তু, সরীসৃপ ও আকাশের পাখিরা আছে। 7তখন আমি এক রব শুনতে পেলাম যা আমায় বলছে, 'পিতর ওঠ, এদের মেরে খাও!' 8কিন্তু আমি বললাম, 'না, প্রভু, এ হতে পারে না! কারণ অপবিত্র অশুদ্ধ কোন কিছু কখনও আমি খাই না!' 9আকাশ থেকে সেই রব দ্বিতীয় বার ভেসে এল, 'ঈশ্বর যা শুদ্ধ করেছেন তুমি তা অপবিত্র বোল না।'

10এইভাবে তিনবার সেই রব শোনা গেল, পরে সে সব আবার আকাশে টেনে তুলে নেওয়া হল, 11আর আমি যেখানে ছিলাম সেই বাড়িতে তখনই তিন জন লোক এল। তাদেরকে কৈসরিয়া থেকে আমার কাছে পাঠানো হয়েছিল; 12আর আত্মা আমায় বললেন, "কোনরকম দ্বিধা না করে তুমি ওদের সঙ্গে যাও। এই ছ'জন ভাইও আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন; আর আমরা কর্ণীলিয়র বাড়িতে গেলাম। 13তিনি কিভাবে একজন স্বর্গদূতকে তাঁর বাড়িতে দাঁড়াতে দেখেছিলেন তা আমাদের জানালেন। সেই স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, 'যাফোতে লোকদের পাঠাও; সেখান থেকে শিমোন যাকে পিতর বলে তাকে আমন্ত্রণ দিয়ে আনাও; 14তিনি এসে যে সব কথা বলবেন তারই দ্বারা তুমি ও তোমার গৃহের সকলে উদ্ধার লাভ করবে।' 15আমি যখন কথা বলতে শুরু করলাম, পবিত্র আত্মা তখন তাদের ওপর নেমে এলেন, যেমন শুরুতে আমাদের ওপর এসেছিলেন। 16এরপর প্রভু যা বলেছিলেন তা আমার মনে পড়ল। প্রভু যীশু বলেছিলেন, 'যোহন জলে বাপ্তাইজ করছেন, কিন্তু তোমরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হবে।' 17আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করলে ঈশ্বর আমাদের যে দান দিয়েছিলেন, তেমনি তারা বিশ্বাসী হলে ঈশ্বর তাদের সমান বরদান করলেন, সেক্ষেত্রে আমি কি ঈশ্বরের কাজে বাধাদান করতে পারি? না!"

18ইহুদী বিশ্বাসীরা যখন এই সব কথা শুনল, তারা তর্ক থামিয়ে দিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে করতে বলল, "তাহলে আমাদেরই মত অইহুদীদেরও ঈশ্বর জীবন লাভ করার জন্য মন-ফিরানোর সুযোগ দিলেন!"

আন্তিয়খিয়ায় সুসমাচার প্রচার

19স্তিফানের হত্যার পর নির্যাতন শুরু হয়েছিল, ফলে বিশ্বাসীরা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে বহুদূর অর্থাৎ ফৈনীকিয়া, কুপ্র ও আন্তিয়খিয়ায় পালিয়ে গিয়ে কেবলমাত্র ইহুদীদের কাছেই সুসমাচার প্রচার করেছিলেন। 20তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বিশ্বাসী কুপ্রীয় ও কুরিণীয় দেশের লোক ছিলেন, যাঁরা আন্তিয়খিয়ায় এসে গ্রীক ভাষাবাদী ইহুদীদের কাছে প্রভু যীশুর সুসমাচার প্রচার করেছিলেন। 21প্রভুর পরাক্রম তাঁদের সাথে ছিল, ফলে বহুলোক প্রভু যীশুর ওপর বিশ্বাস করে তাঁর অনুসারী হল।

22জেরুশালেমের বিশ্বাসী মণ্ডলী যখন সেই সংবাদ শুনলেন, তাঁরা বার্ণবাকে আন্তিয়খিয়ায় পাঠালেন। 23-24বার্ণবা একজন ভালো লোক ছিলেন; তিনি পবিত্র আত্মায় ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ ছিলেন। আন্তিয়খিয়ায় গিয়ে বার্ণবা দেখলেন যে ঈশ্বর সেখানকার লোকদের আরো কত আশীর্বাদ করেছেন। এতে তিনি খুবই সন্তুষ্ট হয়ে, তাদের হৃদয় দিয়ে প্রভুর প্রতি সদাই বিশ্বস্ত থাকতে উৎসাহ দিলেন; আর বহুসংখ্যক লোক প্রভুর সঙ্গে যুক্ত হলেন।

25বার্ণবা শৌলের খোঁজে তার্ষে গেলেন। 26সেখানে শৌলের দেখা পেয়ে তিনি তাঁকে আন্তিয়খিয়াতে নিয়ে এলেন। তাঁরা সম্পূর্ণ এক বছর বিশ্বাসী সমাবেশে থেকে বহু লোককে শিক্ষা দিলেন। আন্তিয়খিয়াতেই অনুগামীরা প্রথম "খ্রীষ্টীয়ান" নামে অভিহিত হলেন।

27এই সময় কয়েকজন ভাববাদী জেরুশালেম থেকে আন্তিয়খিয়াতে এলেন। 28তাঁদের মধ্যে আগাব নামে এক ভাববাদী উঠে দাঁড়িয়ে পবিত্র আত্মার প্রেরণায় ভাববাণী করলেন যে, "সারা জগতে এক মহা দুর্ভিক্ষ আসছে। লোকদের খাদ্যের অভাব হবে।" সম্রাট ক্লৌদিয়ের সময় এই দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। 29প্রত্যেক শিষ্য তাঁদের নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে যিহূদার বিশ্বাসী ভাইয়েদের সাহায্য পাঠাবার জন্য মনস্থির করলেন। 30তাই তাঁরা বার্ণবা ও শৌলের মাধ্যমে তাঁদের সংগৃহীত অর্থ পাঠিয়ে এই কাজ করলেন।

আগ্রিপ্পার মণ্ডলীর উপর হেরোদের অত্যাচার

12 সেই সময় রাজা হেরোদ বিশ্বাসী মণ্ডলীর কিছু
লোকের ওপর নির্যাতন শুরু করলেন। 2যোহনের
ভাই যাকোবকে হেরোদ তরবারির আঘাতে হত্যা করার
নির্দেশ দিলেন। 3তিনি যখন দেখলেন এতে ইহুদীরা
খুব খুশী হল, তখন তিনি পিতরকে গ্রেপ্তার করলেন।
তখন ছিল ইহুদীদের নিস্তারপর্বের* সময়। 4পিতরকে
গ্রেপ্তার করে হেরোদ তাঁকে কারাগারে রাখলেন। তাঁকে
পাহারা দেবার জন্য চারজন করে ষোল জন সৈনিককে
নিয়োগ করলেন। তিনি মনে করলেন নিস্তারপর্বের পরে
পিতরকে জনসাধারণের কাছে বিচারের জন্য হাজির
করবেন। 5তাই পিতরকে কারাগারে বন্দী করে রাখা
হল; কিন্তু বিশ্বাসী মণ্ডলী তাঁর জন্য ঈশ্বরের কাছে
একাগ্রভাবে প্রার্থনা করতে থাকলেন।

পিতর কারাগার থেকে মুক্ত হলেন

6সেই রাতে পিতর দু'জন প্রহরারত সৈনিকের
মাঝখানে শুয়ে ঘুমাচ্ছিলেন, দুটি শেকল দিয়ে তাঁকে
বেঁধে রাখা হয়েছিল এবং সৈনিকরা ফটকে পাহারা
দিচ্ছিল। হেরোদ ঠিক করেছিলেন যে পরদিন সকালে
বিচারের জন্য পিতরকে কারাগারের বাইরে আনবেন।
7হঠাৎ প্রভুর এক দূত সেখানে এসে দাঁড়ালেন; আর
কারাগারের মধ্যে একটা আলো ঝলসে উঠল। স্বর্গদূত
পিতরের গায়ে মৃদু আঘাত দিয়ে তাঁকে জাগিয়ে বললেন,
"শিগ্‌গির ওঠ!" তখন তাঁর দু'হাতের শেকল খসে পড়ল।
8এরপর সেই স্বর্গদূত পিতরকে বললেন, "পোশাক পর,
আর পায়ে জুতো দাও।" পিতর সেই মত কাজ করলেন।
তখন স্বর্গদূত পিতরকে বললেন, "তোমার আলখাল্লাটি
গায়ে দিয়ে আমাকে অনুসরণ কর।" 9স্বর্গদূত বের হলেন
আর পিতর তাঁর পিছু পিছু বাইরে বেরিয়ে গেলেন;
কিন্তু স্বর্গদূত যা করলেন তা যে বাস্তবে সত্য তা তিনি
বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তিনি মনে করলেন হয়তো
কোন দর্শন দেখছেন। 10তাঁরা প্রথম ও দ্বিতীয়
পাহারাদারদের পেছনে ফেলে এগিয়ে গেলেন, আর
যেখান দিয়ে শহরে যাওয়া যায়, লোহার সেই বিরাট
ফটকের কাছে এলেন। সেই ফটক তাঁদের জন্য নিজে
থেকে খুলে গেল; আর তাঁরা সেখান দিয়ে বাইরে বেরিয়ে
গেলেন। তাঁরা দুজনে একটা রাস্তার শেষ পর্যন্ত গেলেন,
অমনি সেই স্বর্গদূত পিতরের কাছ থেকে হঠাৎ কোথায়
মিলিয়ে গেলেন। 11তখন পিতর বুঝলেন কি ঘটেছে
এবং বলে উঠলেন, "আমি নিশ্চয় জানলাম যে এসবই
বাস্তব। প্রভু তাঁর দূতকে পাঠিয়েছিলেন; আর তিনিই
হেরোদের ও যে ইহুদীরা নির্যাতন দেখবে ভেবেছিল
তাদের হাত থেকে আমায় উদ্ধার করেছেন।"

12এই কথা বুঝতে পেরে তিনি মরিয়মের বাড়ির
দিকে রওনা দিলেন। এই মরিয়ম হলেন যোহনের মা।
এই যোহনকে আবার মার্কও বলে। এদের বাড়িতে
অনেকে জড়ো হয়ে প্রার্থনা করছিলেন। 13পিতর এসে
বাইরের দরজায় ঘা দিলে রোদা নামে একজন চাকরানী
এসে দরজায় কে তা জিজ্ঞেস করল। 14পিতরের কণ্ঠস্বর
চিনতে পেরে তার এত আনন্দ হল যে সে দরজা
খুলতে ভুলে গেল, আর দৌড়ে ভেতরে গিয়ে এই খবর
জানাল। সে বলল, "পিতর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে
আছেন!" 15তাঁরা তাকে বললেন, "তোমার মাথা খারাপ
হয়েছে!" কিন্তু সে যখন বারবার বলতে লাগল, তার
কথাই ঠিক, তখন তাঁরা বললেন, "তবে ও নিশ্চয়ই
তাঁর স্বর্গদূত।"

16কিন্তু পিতর দরজায় আঘাত করেই চললেন, আর
তাঁরা দরজা খুলে তাঁকে দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হয়ে
গেলেন। 17তিনি হাত দিয়ে ইঙ্গিতে তাদের চুপ করতে
বললেন এবং প্রভু কিভাবে সেই কারাগার থেকে তাঁকে
উদ্ধার করে এনেছেন, সে কথা জানালেন। তিনি বললেন,
"তোমরা যাকোবকে ও অন্যান্য ভাইয়েদের এই ঘটনার
কথা জানাও।" পরে তিনি সেখান ছেড়ে অন্য জায়গায়
চলে গেলেন। 18সকাল হলে প্রহরারত সৈনিকদের মধ্যে
একটা হৈচৈ পড়ে গেল। পিতরের কি হল, এই ভেবে
তারা আশ্চর্য হয়ে গেল। 19এরপর হেরোদ পিতরকে
অনেক খোঁজাখুঁজি করলেন; কিন্তু তাঁকে না পেয়ে
প্রহরীদের নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে তিনি সেই
প্রহরীদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

হেরোদ আগ্রিপ্পার মৃত্যু

এরপর হেরোদ যিহূদা ছেড়ে কৈসরিয়া শহরে গিয়ে
কিছুকাল সেখানে থাকলেন। 20হেরোদ সোরীয় ও
সীদোনীয়ের লোকদের ওপর খুবই ক্রুদ্ধ ছিলেন। তারা
দল বেঁধে হেরোদের সঙ্গে দেখা করতে এল। রাজার
একান্ত সচিব ব্লাস্তকে নিজেদের দলে টেনে তারা
হেরোদকে শান্তির জন্য অনুরোধ করল, কারণ তাদের
দেশ রাজার দেশের ওপর খাদ্যের জন্য নির্ভরশীল ছিল।

21এক নিরূপিত দিনে, হেরোদ রাজকীয় পোশাক
পরে সিংহাসনে এসে বসলেন এবং লোকদের কাছে
ভাষণ দিতে লাগলেন। 22লোকেরা চিৎকার করতে
লাগল, "এতো মানুষের কণ্ঠস্বর নয়, এ যে ঈশ্বরের
কণ্ঠস্বর!"

23হেরোদ এই প্রশংসা কুড়ালেন, ঈশ্বরকে তাঁর প্রাপ্য
গৌরব দিলেন না। হঠাৎ প্রভুর এক দূত এসে হেরোদকে
আঘাত করলে তিনি অসুস্থ হলেন। তাঁর শরীর কীটে
খেয়ে ফেলল, ফলে তিনি মারা গেলেন।

24এদিকে ঈশ্বরের বার্তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল আর
বহু লোক তাতে বিশ্বাস করল।

25বার্ণবা ও শৌল জেরুশালেমে তাঁদের কাজ সেরে
আন্তিয়খিয়ায় ফিরে গেলেন। তাঁরা যোহন, যাকে মার্ক
বলে, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

বার্ণবা ও শৌল বিশেষ কাজে মনোনীত

13 সেই সময় আন্তিয়খিয়ার মণ্ডলীতে কয়েকজন
ভাববাদী ও শিক্ষক ছিলেন। তাঁরা হলেন: বার্ণবা,

নিস্তারপর্ব ইহুদীদের গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র দিন। প্রতি বছর এই দিন তারা বিশেষ খাবার খায় এবং মোশির সময়ে ঈশ্বর কিভাবে মিশরকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন তা স্মরণ করে।

শিমোন যাকে নীগের বলা হত, কুরীণীয় শহরের লুকিয়, মনহেম ইনি শাসনকর্তা হেরোদের সঙ্গে মানুষ হয়েছিলেন ও শৌল। 2তাঁরা প্রভুর সেবায় রত ছিলেন ও উপবাস করছিলেন। সেই সময় একদিন পবিত্র আত্মা বললেন, "বার্ণবা ও শৌলকে আমার জন্য পৃথক করে দাও; কারণ একটি বিশেষ কাজের জন্য আমি তাদের মনোনীত করেছি।"

3তখন তাঁরা উপবাস ও প্রার্থনার পর বার্ণবা ও শৌলের ওপর হাত রেখে তাঁদের বিদায় দিলেন।

বার্ণবা ও শৌল কুপ্রীয়তে গেলেন

4এইভাবে পবিত্র আত্মার প্রেরণায় চালিত হয়ে তাঁরা সিলূকিয়া শহরে গেলেন ও সেখান থেকে জাহাজে করে কুপ্র দ্বীপে রওনা দিলেন। 5তাঁরা সালামী শহরে পৌঁছে ইহুদীদের সমাজ-গৃহগুলিতে গিয়ে ঈশ্বরের বার্তা প্রচার করলেন। যোহন মার্ক তাঁদের সহকারী রূপে কাজ করছিলেন।

6তাঁরা সেই দ্বীপের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে পরে পাফোসে এসে উঠলেন। সেখানে তাঁরা বর-যীশু নামে এক ইহুদী যাদুকর ও ভণ্ড ভাববাদীর দেখা পেলেন। 7সে সেই রাজ্যের রাজ্যপাল সের্গীয় পৌলের উপদেষ্টা ছিল। সের্গীয় পৌল ছিলেন একজন বুদ্ধিমান লোক। তিনি বার্ণবা ও শৌলকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁদের কাছ থেকে ঈশ্বরের বার্তা শুনতে চাইলেন। 8কিন্তু সেই যাদুকর ইলুমা এই ছিল বর যীশুর গ্রীক নাম বার্ণবা ও পৌলের বিরুদ্ধাচরণ করে রাজ্যপালকে খ্রীষ্টে বিশ্বাস থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগল। 9তখন শৌল যাকে পৌলও বলে, তিনি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে ইলুমার দিকে সোজাসুজি তাকালেন। 10বললেন, "তুই ছল-চাতুরীতে ভরা লোক! তুই দিয়াবলের ছেলে! যা কিছু ঠিক, তুই তার শত্রু! তুই কি প্রভুর সত্য পথকে বিকৃত করতে ক্ষান্ত হবি না? 11দেখ, প্রভুর হাত এখন তোর ওপর। তুই অন্ধ হয়ে যাবি, আর কিছু দিন সূর্যের আলো আর দেখতে পাবি না।"

সঙ্গে সঙ্গে এক গভীর অন্ধকার তার ওপর নেমে এল, আর সে চারদিকে হাতড়াতে লাগল, তাকে হাত ধরে সেখান থেকে নিয়ে যাবার জন্য লোকদের অনুরোধ করতে লাগল। 12তখন সেই ঘটনা দেখে রাজ্যপাল বিশ্বাস করলেন, কারণ তিনি প্রভুর বিষয়ে শিক্ষার কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

পৌল এবং বার্ণবার কুপ্রীয় ত্যাগ

13পৌল ও তাঁর সঙ্গীরা পাফঃ থেকে জলপথে রওনা দিয়ে পাম্ফুলিয়ার পর্গাতে এলেন; কিন্তু যোহন তাঁদের ছেড়ে জেরুশালেমে ফিরে গেলেন। 14তাঁরা পর্গা থেকে আবার যাত্রা শুরু করে পিষিদিয়ার আন্তিয়খিয়ায় এসে উপস্থিত হলেন। এক বিশ্রামবারে পৌল ও বার্ণবা ইহুদীদের এক সমাজ-গৃহে গিয়ে বসলেন। 15মোশির বিধি-ব্যবস্থা এবং ভাববাদীদের গ্রন্থ থেকে পাঠ করা হলে পরে, সমাজ-গৃহের অধ্যক্ষ তাদের বলে পাঠালেন, "ভাইয়েরা, লোকদের কাছে শিক্ষা দেবার ও উৎসাহ যোগাবার মত যদি আপনাদের কিছু থাকে তবে এগিয়ে এসে তা বলুন।"

16তখন পৌল উঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে বলতে থাকলেন, "হে ইস্রায়েলী লোকেরা ও অইহুদীরা, আপনারা যারা সত্য ঈশ্বরের উপাসনা করেন তারা আমার কথা শুনুন। 17এই ইস্রায়েলীদের ঈশ্বর আমাদের পিতৃপুরুষদের মনোনীত করেছিলেন, আর মিশর দেশে প্রবাসীরূপে থাকার সময় তিনি আমাদের লোকদের উন্নত করেছিলেন। সেই দেশ থেকে ঈশ্বর মহাপরাক্রমে তাদের বের করে আনলেন। 18প্রায় চল্লিশ বছর ধরে প্রান্তরের মধ্যে ঈশ্বর তাদের সব রকমের ব্যবহার সহ্য করলেন। 19তিনি কণানের সাতটি জাতিকে উচ্ছেদ করে সেইসব জাতির দেশ ইস্রায়েলীদের দিলেন। 20এইভাবে প্রায় চারশো পঞ্চাশ বছর কেটে গেল।

"এরপর ভাববাদী শমূয়েলের সময় পর্যন্ত ঈশ্বর কয়েকজন বিচারক দিলেন; 21তারপর তারা একজন রাজা চাইলে বিন্যামীন গোষ্ঠীর কীশের ছেলে শৌলকে ঈশ্বর দিলেন, যে চল্লিশ বছর ধরে তাদের ওপর রাজত্ব করল। 22পরে তিনি তাকে সরিয়ে, দায়ূদকে তাদের রাজা করলেন। ঈশ্বর তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে বললেন, 'আমি যিশয়ের ছেলে দায়ূদকে পেয়েছি, সে আমার মনের মত লোক। আমি তাঁকে যা করতে বলব সে তা করবে।' 23দায়ূদের বংশে ঈশ্বর তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে ইস্রায়েলের জন্য এক ত্রাণকর্তা আনলেন, তিনি যীশু। 24তাঁর আসার আগে যোহন সমস্ত ইস্রায়েল জাতির কাছে মন-ফিরানোর এক বাপ্তিস্ম ঘোষণা করলেন। 25যোহন তাঁর কাজের শেষের দিকে বলতেন, 'আমি কে, তোমরা কি মনে কর? আমি সেই খ্রীষ্ট নই। আমার পর যিনি আসছেন, তাঁর জুতোর ফিতে খোলার যোগ্যতাও আমার নেই।'

26"ভাইয়েরা, অব্রাহামের বংশধরেরা, আর অইহুদীদের মধ্যে যাঁরা ঈশ্বরের উপাসনা করেন, আপনারা সকলে জানুন যে আমাদেরই কাছে পরিত্রাণের এই বার্তা পাঠানো হয়েছে। 27জেরুশালেমের অধিবাসীরা ও তাদের নেতারা যীশুকে ত্রাণকর্ত্তা হিসেবে চিনতে পারেনি, যদিও ভাববাদীদের বাক্য যা প্রভু যীশুর সম্বন্ধে বলে তা তাদের কাছেই প্রতি বিশ্রামবারে পাঠ করা হোত। যিহুদীরাই তাকে দোষী সাব্যস্ত করল; আর এইভাবে তারা ভাববাদীদের বাক্য সফল করেছে।

28মৃত্যুদণ্ড দেবার মতো তাঁর কোন দোষ না পেলেও তারা পীলাতের কাছে তাঁকে হত্যা করার জন্য দাবী জানায়। 29যীশুর বিষয়ে যা কিছু শাস্ত্রে লেখা হয়েছে তার সবকিছু সম্পন্ন করবার পর তারা তাঁর মৃতদেহ সেই ক্রুশ থেকে নামিয়ে এক কবরে রেখেছিল; 30কিন্তু ঈশ্বর যীশুকে পুনর্জীবিত করলেন। 31যারা তাঁর সঙ্গে গালীল থেকে জেরুশালেমে এসেছিলেন, তাদের তিনি অনেক দিন পর্যন্ত দেখা দিয়েছিলেন। তারাই এখন লোকদের কাছে সর্বসমক্ষে তাঁর সাক্ষী। 32আমরা আপনাদের কাছে এই সুসমাচার জানাচ্ছি, যা ঈশ্বর

আমাদের পিতৃপুরুষের কাছে প্রতিশ্রুতি স্বরূপ দিয়েছিলেন; 33যীশুকে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত করে ঈশ্বর আমাদের জন্যে অর্থাৎ তাঁর সন্তানদের জন্যে সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। যেমন দ্বিতীয় গীতে লেখা আছে:

'তুমি আমার পুত্র, আজই আমি তোমার পিতা হয়েছি।' *গীতসংহিতা 2:7*

34ঈশ্বর যীশুকে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত করেছেন। যীশু আর কখনও ক্ষয় পাবেন না। এই বিষয়ে ঈশ্বর বলেছেন:

'আমি দায়ূদের কাছে যে পবিত্র ও সত্য প্রতিশ্রুতিগুলি দিয়েছিলাম, তা তোমাকে দেব।'

যিশাইয় 55:3

35আবার আর এক জায়গায় ঈশ্বর বলেছেন:

'তুমি তোমার পবিত্রতমকে ক্ষয় দেখতে দেবে না।'

গীতসংহিতা 16:10

36দায়ূদ তাঁর সময়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার পর মারা গেলে পিতৃপুরুষের কবরের মধ্যে তাকেও কবর দেওয়া হোল ও তার দেহও ক্ষয় পেল! 37কিন্তু ঈশ্বর যাঁকে (যীশুকে) মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি ক্ষয় দেখেন নি। 38-39তাই ভাইয়েরা, আমি চাই আপনারা জানুন যে, এই যীশুর মাধ্যমেই পাপের ক্ষমা লাভের কথা আপনাদের কাছে ঘোষণা করা হচ্ছে। মোশির বিধি-ব্যবস্থায় আপনারা পাপ থেকে মুক্ত হতে পারতেন না; কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি যে যীশুর ওপর বিশ্বাস করে, সে পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। 40তাই সাবধান! ভাববাদীরা যা বলে গেছেন, তা যেন আপনাদের জীবনে ফলে না যায়। ভাববাদীরা বললেন:

41'শোন, তোমরা যারা উপহাস কর! তোমরা দেখ, অবাক হও ও ধ্বংস হয়ে যাও, কারণ আমি তোমাদের সময়ে এমন কাজ করেছি, যে কাজের কথা তোমাদের বলা হলেও তোমরা বিশ্বাস করবে না।" *হবক্কুক 1:5*

42পৌল ও বার্ণবা যখন সমাজ-গৃহ থেকে চলে যাচ্ছেন, তখন লোকেরা অনুরোধ করল যেন পরের বিশ্রামবারে তারা আরো বিস্তারিতভাবে ঐসব কথা তাদের জানান। 43সমাজ-গৃহের সভা শেষ হলে, অনেক ইহুদী ও ইহুদী ধর্মাবলম্বী ভক্ত লোকেরা পৌল ও বার্ণবার পিছনে পিছনে গেল। পৌল ও বার্ণবা ঐসব লোকদের সঙ্গে কথা বললেন ও ঈশ্বরের অনুগ্রহে আস্থা রেখে চলার পরামর্শ দিলেন।

44পরের বিশ্রামবারে সেই শহরের প্রায় সমস্ত লোক প্রভুর কথা শোনার জন্য সমবেত হোল; 45কিন্তু ইহুদীরা অতো লোকের সমাগম দেখে ঈর্ষাতে পূর্ণ হোল। তারা পৌলের কথার প্রতিবাদ করে তাদের অপমানও করতে লাগল। 46কিন্তু পৌল ও বার্ণবা নির্ভীকভাবে বলতে থাকলেন, "প্রথমে তোমরা যারা ইহুদী তোমাদেরই কাছে ঈশ্বরের বার্তা প্রচার করার প্রয়োজন ছিল; কিন্তু তোমরা যখন তা অগ্রাহ্য করে নিজেদের অনন্ত জীবনের অযোগ্য মনে করছ, তখন আমরা অইহুদীদের কাছেই যাব। 47কারণ প্রভু আমাদের এমনই আদেশ করেছেন:

'আমি তোমাদের অইহুদীদের কাছে দীপ্তিস্বরূপ করেছি, যেন তোমরা জগতের সমস্ত লোকের কাছে পরিত্রাণের পথ জ্ঞাত কর।" *যিশাইয় 49:6*

48অইহুদীরা পৌলের এই কথা শুনে আনন্দিত হল ও প্রভুর বার্তার সম্মান করল। আর যারা অনন্ত জীবনের জন্য মনোনীত হয়েছিল, তারা বিশ্বাস করল।

49প্রভুর এই বার্তা সেই অঞ্চলের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। 50এদিকে কিছু ইহুদীরা ভক্তিমতি ও সম্মানীয় মহিলাদের ও শহরের নেতাদের উত্তেজিত করে পৌল ও বার্ণবার প্রতি নির্যাতন শুরু করল, আর নিজেদের অঞ্চল থেকে তাঁদের তাড়িয়ে দিল। 51তখন তাঁরা তাদের বিরুদ্ধে পায়ের ধূলো ঝেড়ে ফেলে ইকনিয়ে চলে গেলেন। 52এদিকে আন্তিয়কে অনুগামীরা আনন্দে ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হতে থাকলেন।

ইকনিয়ে পৌল ও বার্ণবা

14 এরপর পৌল ও বার্ণবা ইকনিয়ে গেলেন। সেখানে তাঁরা তাঁদের কাজের পদ্ধতি অনুযায়ী সেই একইভাবে ইহুদীদের সমাজ-গৃহে প্রবেশ করলেন। সেখানকার লোকদের কাছে পৌল ও বার্ণবা এতো সুন্দরভাবে কথা বললেন, যে অনেক ইহুদী ও গ্রীক তাঁদের কথায় বিশ্বাস করল। 2কিন্তু কিছু ইহুদীরা বিশ্বাস করল না এবং তারা ভাইদের বিরুদ্ধে অইহুদীদের ক্ষেপিয়ে তুলল। 3পৌল ও বার্ণবা ইকনিয়ে অনেক দিন থেকে গেলেন, আর তাঁরা নির্ভীকভাবে প্রভুর কথা বলে যেতে লাগলেন। তাঁরা প্রভুর অনুগ্রহের কথা প্রচার করতেন; আর প্রভুও তাঁদের মাধ্যমে নানা অলৌকিক কাজ করে সেই প্রচারের পক্ষে সাক্ষ্য দিতেন। 4সেই শহরের লোকেরা দু'দলে ভাগ হয়ে গেল, একদল ইহুদীদের পক্ষে আর অন্য দল প্রেরিতদের পক্ষ নিল।

5তখন অইহুদীরা ও ইহুদীরা তাদের সমাজপতিদের সঙ্গে এক হয়ে পৌল ও বার্ণবাকে অপমান করে পাথর মেরে হত্যা করার পরিকল্পনা করল। 6পৌল ও বার্ণবা তা জানতে পেরে সেই শহর ছেড়ে গেলেন। তাঁরা লুকায়নিয়ার লুস্ত্রা ও দর্বী শহরে ও তার চারপাশের অঞ্চলে চলে গেলেন; 7আর সেখানেও তাঁরা সুসমাচার প্রচারের কাজ চালিয়ে গেলেন।

লুস্ত্রা ও দর্বীতে পৌল

8লুস্ত্রায় একজন লোক বসে থাকত, সে তার পা ব্যবহার করতে পারত না। সে জন্ম থেকেই খোঁড়া ছিল, কখনও হাঁটা চলা করে নি। 9সেই লোকটি বসে বসে পৌলের কথা শুনছিল। পৌল তার দিকে চেয়ে দেখলেন সুস্থ হবার জন্য লোকটির ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস আছে। 10পৌল তখন তাকে ডেকে বললেন, "তোমার দু পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াও!" আর সে লাফ দিয়ে উঠে হেঁটে বেড়াতে লাগল। 11পৌল যা করলেন

তা দেখে লোকেরা লুকায়নীয় ভাষায় বলে উঠল, "দেবতারা মানুষ রূপ ধারণ করে আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছেন!"

12তারা বার্ণবাকে বলল, "দ্যুপিতর"* আর পৌলকে বলল, "মর্কুরিয়",* কারণ পৌল ছিলেন প্রধান বক্তা। 13শহরের ঠিক সামনেই দ্যুপিতের যে মন্দির ছিল, তার যাজক কয়েকটা ষাঁড় ও মালা নিয়ে শহরের ফটকে এল ও লোকদের সঙ্গে সেখানে তা বলিদান করে পৌল ও বার্ণবার কাছে উৎসর্গ করতে চাইল।

14কিন্তু প্রেরিত বার্ণবা ও পৌল যখন একথা বুঝলেন, তখন তাঁরা নিজেদের পোশাক ছিঁড়ে দৌড়ে বাইরে গিয়ে লোকদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললেন, 15"আহা, তোমরা এ করছ কি? আমরাও তোমাদের মতো সাধারণ মানুষ! আমরা তোমাদের সুসমাচার শোনাতে এসেছি। এইসব অসারতার মধ্য থেকে জীবন্ত ঈশ্বরের দিকে ফিরতে হবে। ঈশ্বরই আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র ও সেই সকলের মধ্যে যা কিছু আছে সে সমস্তই সৃষ্টি করেছেন। 16তিনিই অতীতে সমস্ত জাতিকে নিজেদের খুশী মতো পথে চলতে দিয়েছেন। 17তথাপি ঈশ্বর যে আছেন এর প্রমাণের জন্য তিনি অনেক কিছু করেছিলেন । তিনি সকলের মঙ্গল করছেন। আকাশ থেকে বৃষ্টি ও বিভিন্ন ঋতুতে শস্য দিচ্ছেন। তিনি তোমাদের খাদ্য যোগাচ্ছেন ও তোমাদের অন্তর আনন্দে পূর্ণ করছেন।" 18এইসব কথা পৌল ও বার্ণবা অনেক করে বোঝালেও তাঁদের উদ্দেশ্যে বলিদান করা থেকে কোনভাবেই এই লোকদের রুখতে পারলেন না।

19এই ঘটনার পর ইকনিয় ও আন্তিয়খিয়া থেকে কয়েকজন ইহুদী এসে লোকদের পৌলের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করল। তারা পৌলের ওপর পাথর ছুঁড়ল, তাঁকে টেনে এনে শহরের বাইরে নিয়ে গেল। তারা মনে করল পৌল বুঝি মারাই গেছেন। 20কিন্তু যীশুর অনুগামীরা এসে তাঁর চারপাশে দাঁড়ালে তিনি উঠে তাদের সঙ্গে শহরে গেলেন। পরদিন তিনি বার্ণবার সঙ্গে দর্বীতে চলে গেলেন।

সুরিয়ার আন্তিয়খিয়ায় প্রত্যাবর্তন

21সেই শহরে তাঁরা সুসমাচার প্রচার করলেন, আর বহুলোক যীশুর অনুগামী হোল। এরপর তাঁরা লুস্ত্রা হয়ে ইকনিয় ও পরে আন্তিয়খিয়ায় ফিরে এলেন। 22তাঁরা ঐসব শহরে শিষ্যদের শক্তি জোগালেন। সমস্ত নির্যাতনের মধ্যেও বিশ্বাসে অটল থাকতে তাঁদের সাহস দিয়ে বললেন, "অনেক দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে আমাদের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে হবে।" 23তাঁরা প্রত্যেকটি বিশ্বাসী মণ্ডলীর জন্য প্রাচীনদের নিয়োগ করলেন। এই প্রাচীনেরা, যারা প্রভুর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন, প্রার্থনা ও উপবাসের সঙ্গে তাঁদের প্রত্যেককে তাঁরা প্রভুর হাতে সঁপে দিলেন।

24এরপর তাঁরা পিষিদিয়ার মধ্য দিয়ে পাম্ফুলিয়ায় গেলেন। 25তারপর পর্গায় আবার সুসমাচার প্রচার করলেন ও সেখান থেকে অত্তালিয়ায় চলে গেলেন। 26সেখান থেকে তারা জাহাজে করে আন্তিয়খিয়ায় গেলেন। যে কাজ তারা এখন শেষ করলেন, সেই কাজের জন্যই এই শহর থেকে বিশ্বাসীরা পৌল ও বার্ণবাকে প্রভুর কাছে সমর্পণ করেছিলেন।

27পৌল ও বার্ণবা ফিরে এসে মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের একত্র করলেন; আর ঈশ্বর তাঁদের সঙ্গে থেকে যে সব কাজ করেছিলেন ও অইহুদীদের জন্য বিশ্বাসের যে দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন, সে সব কথা তাঁদের জানালেন! 28পরে তাঁরা অনুগামীদের সঙ্গে সেখানে দীর্ঘ সময় থাকলেন।

জেরুশালেমে সভা

15 যিহুদা থেকে কয়েকজন লোক এসে শিক্ষা দিতে লাগল। তারা অইহুদী ভাইদের শিক্ষা দিয়ে বলল, "মোশির বিধান অনুসারে সুন্নত সংস্কার না করলে তোমরা উদ্ধার পাবে না।" 2পৌল ও বার্ণবা এই শিক্ষার বিরোধিতা করলেন। সেই লোকদের সঙ্গে পৌল ও বার্ণবার তর্ক হল। ঠিক হল এই তর্কের মীমাংসার জন্য পৌল, বার্ণবা ও আরও কয়েকজনকে জেরুশালেমে প্রেরিতদের ও প্রাচীনদের কাছে পাঠানো হবে।

3তখন মণ্ডলী তাঁদের যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। এই বিশ্বাসীরা যাত্রা পথে ফৈনীকিয়া ও শমরিয়া হয়ে গেলেন ও অইহুদীরা যে খ্রীষ্টবিশ্বাসী হয়েছে তা জানালেন, এতে বিশ্বাসীদের মধ্যে খুবই আনন্দ হল। 4পৌল, বার্ণবা ও অন্যান্যরা জেরুশালেমে পৌঁছালেন। বিশ্বাসী মণ্ডলীর প্রেরিতেরা ও প্রাচীনেরা তাঁদের স্বাগত জানালেন। ঈশ্বর তাদের সঙ্গে যা করেছেন, পৌল ও বার্ণবা সে সব কথা জানালেন। 5কিন্তু ফরীশীদের মধ্যে যাঁরা বিশ্বাসী হয়েছেন তাদের মধ্যে কয়েকজন উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, "অইহুদীদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী হয়েছে, তাদের সুন্নত করা ও মোশির দেওয়া বিধি-ব্যবস্থা পালনে বাধ্য করা হবে।"

6এরপর প্রেরিতেরা ও প্রাচীনেরা এই প্রশ্নের বিষয়ে আলোচনা করার জন্য সমবেত হলেন। 7দীর্ঘক্ষণ ধরে নানা কথা কাটাকাটির পর পিতর উঠে দাঁড়িয়ে তাদের বললেন, "ভাইয়েরা আপনারা জানেন, পূর্বের দিনগুলিতে ঈশ্বর আপনাদের মধ্য থেকে আমাকে মনোনীত করেছিলেন, যেন অইহুদীদের কাছে আমি সুসমাচার প্রচার করি। তারা আমার মুখে সুসমাচার শুনে বিশ্বাস করেছিল। 8ঈশ্বর, যিনি আমাদের অন্তর সকল জানেন তিনি অইহুদীদের তাঁর রাজ্যে গ্রহণ করলেন এবং এর সাক্ষ্যস্বরূপ তাদের পবিত্র আত্মা দিলেন, যেমন আমাদের দিয়েছিলেন। 9তাদের ও আমাদের মধ্যে ঈশ্বর কোন প্রভেদ রাখেন নি, বরং বিশ্বাস করলে পর ঈশ্বর তাদের অন্তরও শুদ্ধ করলেন। 10এখন এই অইহুদী ভাইদের কাঁধে কেন আপনারা ভারী যোয়াল চাপিয়ে দিতে চাইছেন? ঈশ্বরকে কি

দ্যুপিতর গ্রীকদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেবতা।

মর্কুরিয় অন্য গ্রীক দেবতা, গ্রীকদের বিশ্বাস মতে যে দেবতাদের বার্তাবাহক ছিল।

আপনারা ক্রুদ্ধ করতে চান? আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষদের এমন শক্তি ছিল না যে সেই ভারী যোয়াল বহন করি। **11**কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে এই অইহুদী বিশ্বাসীরা আমাদের মত প্রভু যীশুর অনুগ্রহেই উদ্ধার লাভ করবে!”

12তখন সমস্ত লোক নীরব হয়ে গেল; আর বার্ণবা ও পৌলের মাধ্যমে অইহুদীদের মধ্যে ঈশ্বর কি কি অলৌকিক কাজ করেছেন, তাদের কাছ থেকে সে সব ঘটনার কথা শুনল। **13**তাদের কথা বলা শেষ হলে যাকোব বলতে শুরু করলেন, “ভায়েরা, আমার কথা শুনুন।

14অইহুদীদের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসার কথা আপনারা ভাই শিমোনের মুখে শুনেছেন। এই প্রথম যখন ঈশ্বর অইহুদীদের গ্রহণ করলেন ও তাদের তাঁর প্রজা করে নিলেন। **15**ভাববাদীদের কথাও এর সাথে মেলে যেমন লেখা আছে:

16‘এরপর আমি ফিরে আসব, আর দায়ূদের যে ঘর ভেঙ্গে গেছে, তা পুনরায় গাঁথব। আমি তার ধ্বংসস্থান আবার গেঁথে তুলব, তা নতুন করে স্থাপন করব।
17যেন মানবজাতির বাকি অংশ প্রভুর অন্বেষণ করে, আর সমস্ত অইহুদীদের যাদেরকে আমার নামে আহ্বান করা হয়েছে, তারা ও সকলে প্রভুর অন্বেষণ করে। ঈশ্বর একথা বলেন এবং তিনিই এসব করেছেন।
18ঈশ্বর বহুপূর্বেই এই বিষয়গুলি জানিয়েছেন।

আমোষ 9:11-12

19“তাই আমার বিচার এই যে অইহুদীদের মধ্য থেকে যারা ঈশ্বরের দিকে ফিরেছে আমরা তাদের কষ্ট দেব না। **20**এর পরিবর্তে আমরা তাদের পত্র লিখে এই কথা জানাবো।

তারা যেন প্রতিমা সংক্রান্ত কোন অশুচি খাদ্য না খায়, যৌন পাপ কার্য থেকে বিরত থাকে, গলা টিপে মারা কোন প্রাণীর মাংস না খায় বা রক্ত আস্বাদন না করে।

21তাদের এবিষয়ে নিবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন, কারণ সেই আদিকাল থেকেই প্রতিটি শহরে ইহুদীদের সমাজ-গৃহে এখনও মোশির এমন লোক আছে, যারা তাঁকে অর্থাৎ তাঁর বিধি-ব্যবস্থার কথা প্রচার করে। তাছাড়া প্রতি বিশ্রামবারে ইহুদীদের সমাজ-গৃহে মোশির বিধি-ব্যবস্থা পাঠ করা হয়।”

অইহুদী বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে পত্র

22তখন প্রেরিতেরা ও প্রাচীনেরা মণ্ডলীর বিশ্বাসীবর্গের সঙ্গে একযোগে তাঁদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে মনোনীত করে পৌল ও বার্ণবার সঙ্গে আন্তিয়খিয়ায় পাঠাবার বিষয়ে ঠিক করলেন। তাঁরা যিহূদা, বার্শব্বা ও সীলকে মনোনীত করলেন, এরা ভাইদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন।

23তাদের সঙ্গে তারা এইরকম এক পত্র লিখে পাঠালেন:

আন্তিয়খিয়ায়, সুরিয়া ও কিলিকিয়ার অইহুদী সমবিশ্বাসী ভাইদের কাছে প্রেরিতদের ও মণ্ডলীর প্রাচীনদের শুভেচ্ছা।

প্রিয় ভাইয়েরা,

24আমরা শুনতে পেয়েছি যে আমাদের নির্দেশ ছাড়াই এমন কয়েকজন লোক এখান থেকে গিয়ে নানা কথা বলে তোমাদের মন অস্থির করে তুলেছে ও তোমাদের নানা সমস্যার মধ্যে ফেলেছে! **25**আমরা সকলে একমত হয়েছি যে কয়েকজনকে মনোনীত করে আমাদের প্রিয় ভাই বার্ণবা ও পৌলের সঙ্গে তোমাদের কাছে পাঠাব। **26**এই লোকেরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। **27**তাই এদের সঙ্গে আমরা যিহূদা ও সীলকে পাঠাচ্ছি, এরা তোমাদের একই কথা বলবেন। **28**কারণ পবিত্র আত্মার কাছে এবং আমাদের কাছেও এটাই ভাল মনে হল যে এই প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি ছাড়া অতিরিক্ত কোন কিছুই তোমাদের ওপর ভারস্বরূপ চাপিয়ে দেব না।

29তোমরা প্রতিমার সামনে উৎসর্গ করা কোন খাদ্যবস্তু খাবে না, রক্ত এবং গলা টিপে মারা কোন প্রাণীর মাংস খাবে না; আর যৌন পাপ কর্ম থেকে দূরে থাকবে।

তোমরা যদি নিজেদের এর থেকে দূরে রাখ তাহলে তোমাদের মঙ্গল হবে। তোমাদের সকলের জন্য আমাদের শুভেচ্ছা রইল।

30তাই পৌল, বার্ণবা, যিহূদা ও সীল জেরুশালেম থেকে রওনা হয়ে আন্তিয়খিয়ায় এলেন। তাঁরা লোকদের সমবেত করে সেই চিঠিটি দিলেন। **31**চিঠিটি পড়ার পর তারা সবাই সেই উৎসাহোদ্দীপক চিঠির জন্য আনন্দ করতে থাকলেন। **32**যিহূদা ও সীল উভয়ে ভাববাদী হওয়াতে ভাইদের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলে তাদের উৎসাহ দিলেন ও শক্তি জোগালেন। **33**যিহূদা ও সীল কিছুদিন সেখানে থাকার পর যারা তাদের পাঠিয়েছিলেন, তাদের কাছে অর্থাৎ জেরুশালেমে ফিরে যাবার জন্য ভাইদের কাছ থেকে শান্তিতে বিদায় পেলেন।
34 *

35কিন্তু পৌল ও বার্ণবা আন্তিয়খিয়াতে কিছু সময় কাটালেন। তারা অন্যান্য আরো অনেকের সঙ্গে প্রভুর বার্তা শিক্ষা দিতেন ও সুসমাচার প্রচার করতেন।

পৌল ও বার্ণবা আলাদা হলেন

36কিছু সময় পর পৌল বার্ণবাকে বললেন, “চল আমরা ফিরে যাই, প্রতিটি শহরে যেখানে আমরা প্রভুর বার্তা প্রচার করেছিলাম, সেইসব জায়গায় গিয়ে দেখি ভাইরা কেমন আছে।” **37**বার্ণবা চাইলেন যেন যোহন

অর্থাৎ মার্কও তাঁদের সঙ্গে যান। 38কিন্তু পৌল ভাবলেন, একবার যে পাম্ফুলিয়াতে তাঁদের ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তাকে সঙ্গে না নেওয়াই ভাল। 39এর ফলে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল, শেষ পর্যন্ত তাঁরা পরস্পর আলাদা হয়ে গেলেন। বার্ণবা মার্ককে সঙ্গে নিয়ে জাহাজে করে কুপ্রের দিকে রওনা দিলেন। 40পৌল সীলকে সঙ্গে নিলেন। ভাইরা আন্তিয়খিয়াতে প্রভুর সেবার ভার পৌলকে দিলেন। 41পৌল ও সীল সুরিয়া ও কিলিকিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে বিভিন্ন মণ্ডলীকে আরও সুদৃঢ় করলেন।

পৌল ও সীলের সঙ্গে তীমথিয়র যাত্রা

16 পৌল, দর্বী ও লুস্ত্রার শহরে গেলেন; সেখানে তীমথিয় নামে একজন খ্রীষ্টানুসারী ছিলেন। তীমথিয়র মা ছিলেন ইহুদী খ্রীষ্টীয়ান, তাঁর বাবা ছিলেন গ্রীক। 2লুস্ত্রা ও ইকনীয়ের সকল ভাইয়েরা তীমথিয়কে শ্রদ্ধা করত ও তাঁর বিষয়ে সুখ্যাতি করত। 3পৌল চাইলেন সুসমাচার প্রচারের জন্য যেন তীমথিয় তাঁর সঙ্গে যান। তাই তিনি ঐসব জায়গার ইহুদীদের সন্তুষ্ট করতে তীমথিয়কে সুন্নত করালেন, কারণ তাঁর বাবা যে গ্রীক একথা সকলে জানত। 4পরে পৌল ও তাঁর সঙ্গীরা বিভিন্ন শহরের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে, সেখানকার বিশ্বাসী ভাইদের কাছে জেরুশালেমের প্রেরিতদের ও প্রাচীনদের নির্ধারিত নির্দেশ জানালেন। 5এইভাবে মণ্ডলীগুলি বিশ্বাসে দৃঢ় হতে থাকল ও প্রতিদিন সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে থাকল।

এশিয়ার বাইরে পৌলকে আহ্বান

6পৌল ও তাঁর সঙ্গীরা ফরুগিয়া ও গালাতিয়ায় গেলেন, কারণ এশিয়ায় সুসমাচার প্রচার করার বিষয়ে পবিত্র আত্মা তাঁদের অনুমতি দিলেন না। 7তাঁরা মুশিয়ার সীমান্তে এলেন এবং বিথুনিয়ায় যেতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু যীশুর আত্মা তাদের সেখানেও যেতে দিলেন না। 8তাই তাঁরা মুশিয়ার মধ্য দিয়ে ত্রোয়াতে গিয়ে পৌঁছালেন। 9সেই রাত্রে পৌল এক দর্শন পেলেন; তিনি দেখলেন একজন মাকিদনিয়ান লোক দাঁড়িয়ে অনুনয় করে বলছে, "মাকিদনিয়ায় আসুন! আমাদের সাহায্য করুন।" 10পৌলের এই দর্শন পাওয়ার পর, আমরা সঙ্গে সঙ্গে মাকিদনিয়ায় যাওয়ার স্থির করলাম। আমরা বুঝতে পারলাম যে সেখানে সুসমাচার প্রচার করার জন্য ঈশ্বর আমাদের ডাকছেন।

লুদিয়ার মন পরিবর্তন

11আমরা ত্রোয়া ছেড়ে জলপথে সোজা সামথ্রাকীতের দিকে রওনা দিলাম, আর পরদিন নিয়াপলিতে পৌঁছালাম। 12সেখান থেকে আমরা ফিলিপীতে গেলাম। ফিলিপী হল মাকিদনিয়ার ঐ অংশের এক উল্লেখযোগ্য শহর, এক রোমান উপনিবেশ, আমরা সেখানে কিছুদিন থাকলাম।

13বিশ্রামবারে আমরা শহরের ফটকের বাইরে নদীর ধারে গেলাম, মনে করলাম সেখানে নিশ্চয়ই কোন প্রার্থনার জায়গা আছে। আর সেখানে যে সব স্ত্রীলোক সমবেত হয়েছিলেন, আমরা তাদের কাছে কথা বলতে শুরু করলাম। 14সেখানে লুদিয়া নামে এক মহিলা ছিলেন; তাঁর বেগুণে রঙের কাপড়ের ব্যবসা ছিল। থুয়াতীরা শহর থেকে আগত এই মহিলা সত্য ঈশ্বরের উপাসনা করতেন। তিনি আমাদের কথা শুনছিলেন, আর ঈশ্বর তাঁর হৃদয় খুলে দিলে তিনি পৌলের কথা মন দিয়ে শুনে বিশ্বাস করলেন। 15তিনি ও তাঁর পরিবারের সকলে বাপ্তাইজ হলে পর, তিনি অনুরোধের সুরে আমাদের বললেন, "আপনারা যদি আমাকে প্রভুর প্রকৃত বিশ্বাসী মনে করে থাকেন, তবে আমার বাড়িতে এসে থাকুন।" আর তাঁর বাড়িতে থাকবার জন্য আমাদের অনেক পীড়াপীড়ি করলেন।

কারাগারে পৌল ও সীল

16একদিন আমরা যখন প্রার্থনা করার জন্য যাচ্ছিলাম, তখন একজন ক্রীতদাসী আমাদের সামনে এল। তার উপর এমন এক বিশেষ মন্দ আত্মা ভর করে ছিল যার প্রভাবে সে মানুষের ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারত। এই করে সে তার মনিবদের বেশ রোজগারের রাস্তা করে দিয়েছিল। 17সে আমাদের ও পৌলের পিছু ধরল আর চিৎকার করে বলতে লাগল, "এই লোকেরা পরাৎপর ঈশ্বরের দাস। তাঁরা বলছেন কিভাবে তোমরা উদ্ধার পেতে পারো!"

18এভাবে সে অনেকদিন ধরে বলতে লাগল। শেষে পৌল এতে বিরক্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে সেই আত্মাকে বললেন, "যীশু খ্রীষ্টের নামে আমি তোকে আদেশ করছি যে তুই এর থেকে বেরিয়ে যা।" তাতে সেই মন্দ আত্মা সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে গেল।

19সেই ক্রীতদাসীর মনিবরা তা দেখল; আর সেই ক্রীতদাসীকে কাজে লাগিয়ে তাদের অর্থ উপার্জনের পথ বন্ধ হল বুঝতে পেরে তারা পৌল ও সীলকে ধরে টানতে টানতে বাজারে কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়ে গেল। 20তারা নগরের কর্তৃপক্ষের সামনে পৌল ও সীলকে নিয়ে এসে বলল, "এরা ইহুদী, আর এরা আমাদের শহরে গণ্ডগোলের সৃষ্টি করছে! 21এরা এমন সব রীতি-নীতি, পালনের কথা বলছে যা পালন করা আমাদের পক্ষে নীতিবিরুদ্ধ কাজ, কারণ আমরা রোমান নাগরিক। আমরা ঐসব পালন করতে পারি না।" 22তখন সেই জনতা তাঁদের ওপর মারমুখী হয়ে উঠল। নগররক্ষকগণ পৌল ও সীলের পোশাক ছিঁড়ে ফেলে তাঁদের বেত মারার জন্য হুকুম দিল। 23পৌল ও সীলকে জনতা খুব মারধোর করার পর নেতারা তাঁদের কারাগারে পুরে দিল এবং কারারক্ষককে কড়া পাহারা দিতে বলল। 24কারারক্ষক এই নির্দেশ পেয়ে পৌল ও সীলকে কারাগারের ভেতরের কক্ষে নিয়ে গিয়ে দেওয়ালে

পদ 34 কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 34 যুক্ত করা হয়েছে: "কিন্তু সীল সেখানে থাকবেন বলে স্থির করেছিলেন।"

বসানো কাঠের বেড়িগুলির মধ্যে তাঁদের পা আটকে দিল।

25মাঝরাতে পৌল ও সীল ঈশ্বরের স্তবগান ও প্রার্থনা করছিলেন, অন্য বন্দীরা তা শুনছিল। 26হঠাৎ প্রচণ্ড ভূমিকম্পে কারাগারের ভিত কেঁপে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে কারাগারের সব দরজা খুলে গেল, বন্দীদের শেকল খসে পড়ল। 27কারারক্ষক জেগে উঠে যখন দেখলেন যে কারাগারের সব দরজা খোলা তখন তিনি তাঁর তরবারি কোষ থেকে বের করে আত্মহত্যা করতে চাইলেন, কারণ তিনি ভাবলেন বন্দীরা সব পালিয়েছে। 28কিন্তু পৌল চিৎকার করে বলে উঠলেন, "নিজের ক্ষতি করবেন না! আমরা সকলেই এখানে আছি।"

29তখন কারারক্ষক কাউকে আলো আনতে বলে ভেতরে দৌড়ে গেলেন, আর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পৌল ও সীলের সামনে উপুড় হয়ে পড়লেন। 30পরে তাঁদের বাইরে নিয়ে এসে বললেন, "মহাশয়েরা, উদ্ধার পেতে হলে আমায় কি করতে হবে?"

31তাঁরা বললেন, "প্রভু যীশুর ওপর বিশ্বাস করুন, তাহলে আপনি ও আপনার গৃহের সকলেই উদ্ধার লাভ করবেন।" 32এরপর তাঁরা সেই কারারক্ষক ও তার বাড়ির লোকের কাছে প্রভুর বার্তা প্রচার করলেন। 33বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু কারারক্ষক সেই রাতেই পৌল ও সীলের সমস্ত ক্ষত ধুয়ে দিলেন এবং সপরিবারে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন।

34এরপর কারারক্ষক পৌল ও সীলকে নিজের গৃহে নিয়ে গিয়ে তাঁদের আহারের ব্যবস্থা করলেন। ঈশ্বরে বিশ্বাসী হওয়ায় তিনি ও তাঁর পরিবারের সকলে খুব আনন্দিত হলেন ।

35পরদিন সকাল হলে শাসকগণ রক্ষীবাহিনীদের দিয়ে কারারক্ষককে বলে পাঠালেন, "ঐ লোকদের ছেড়ে দাও!"

36তখন কারারক্ষক সেকথা পৌলকে জানালেন, "নগর অধ্যক্ষেরা আপনাদের ছেড়ে দেবার জন্য বলে পাঠিয়েছেন; তাই এখন আপনারা শান্তিতে এখান থেকে চলে যান।"

37কিন্তু পৌল তাদের বললেন, "আমরা রোমান নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও তারা আমাদের বিচার না করেই সকলের সামনে বেত মেরেছেন। শেষে আমাদের কারাগারে বন্দী করেছিলেন। এখন তারা চুপি-চুপি আমাদের ছেড়ে দিতে চাইছেন? এ হতে পারে না! তাদের এখানে আসতে হবে আর এসে আমাদের কারাগারের বাইরে নিয়ে যেতে হবে।"

38সেই রক্ষীবাহিনীর লোকেরা বিচারকদের জানাল যে পৌল ও সীল রোমান নাগরিক, তখন তারা ভয় পেয়ে গেল। 39তাই তারা এসে ক্ষমা চাইল, আর তাঁদের কারাগারের বাইরে নিয়ে গিয়ে সেই শহর ছেড়ে চলে যাবার জন্য অনুরোধ করল। 40পৌল ও সীল কারাগার থেকে বার হয়ে লুদিয়ার বাড়ি গেলেন। সেখানে বিশ্বাসীদের সঙ্গে দেখা হলে তাদের সকলকে উৎসাহ দিলেন। এরপর পৌল ও সীল শহর ছেড়ে চলে গেলেন।

পৌল ও সীল থিষলনীকীতে

17 এরপর তারা আম্ফিপলি ও অপল্লোনিয়ার ভেতর দিয়ে থিষলনীকীতে এলেন। এখানে ইহুদীদের একটি সমাজ-গৃহ ছিল। 2পৌল তাঁর রীতি অনুযায়ী ইহুদীদের দেখার জন্য একটি সমাজ-গৃহে গেলেন। তিনটি বিশ্রামবারে তিনি তাদের সঙ্গে শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করলেন। 3ইহুদীদের কাছে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন যে খ্রীষ্টের দুঃখভোগ করা ও মৃত্যু থেকে পুনরুত্থানের প্রয়োজন ছিল। পৌল বললেন, "এই যে যীশুকে আমি তোমাদের কাছে প্রচার করছি, ইনিই খ্রীষ্ট।" 4তাদের মধ্যে কেউ কেউ এতে সম্মতি জানাল এবং পৌল ও সীলের সঙ্গে যোগ দিল। এদের মধ্যে অনেক ভক্ত গ্রীক ছিল যারা সত্য ঈশ্বরের উপাসনা করত, ও কিছু গণ্য-মান্য মহিলাও ছিলেন। 5কিন্তু ইহুদীদের মনে ঈর্ষা জাগল। তারা কিছু দুষ্ট প্রকৃতির লোককে বাজার থেকে জোগাড় করল; আর এইভাবে একটা দল তৈরী করে শহরে গণ্ডগোল বাধিয়ে দিল। তারা লোকসমক্ষে পৌল ও সীলকে দাঁড় করানোর জন্য যাসোনের বাড়িতে চড়াও হয়ে সেখানে তাঁদের খুঁজতে লাগল।

6কিন্তু সেখানে তাঁদের না পেয়ে তারা যাসোন ও অন্য কয়েকজন ভাইকে ধরে টানতে টানতে শহরের শাসনকর্তাদের কাছে নিয়ে গেল। তারপর তারা চিৎকার করে বলল, "এই যে লোকেরা সারা জগতে গোলমাল পাকিয়ে বেড়াচ্ছে; এরা এখন এখানে এসেছে! 7আর যাসোন কিনা তাদের নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছে। এরা সকলে কৈসরের আইনের বিরোধিতা করে, এরা বলে বেড়াচ্ছে যে যীশু বলে আর একজন রাজা আছে।" 8এই কথা শুনে সমবেত জনতা ও কর্তৃপক্ষ উদ্বিগ্ন হোল। 9তারা যাসোন ও বাকী আর সকলের জরিমানা নিয়ে তাদের ছেড়ে দিল।

বিরয়াতে পৌল এবং সীল

10সেই রাত্রেই ভাইয়েরা পৌল ও সীলকে বিরয়াতে পাঠিয়ে দিল। সেখানে পৌঁছে তাঁরা ইহুদীদের সমাজ-গৃহে গেলেন। 11থিসলনীকীর লোকদের থেকে এই লোকেরা আরো উদার মনোভাবাপন্ন ছিল। এরা আগ্রহের সঙ্গে ঈশ্বরের বাক্য শুনল। পৌল সীলের বক্তব্যের বিষয় সত্য কিনা তা মিলিয়ে দেখার জন্য তারা প্রতিদিন শাস্ত্রের মধ্যে অনুসন্ধান করতে লাগল। 12এর ফলে ইহুদীদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করল, এদের মধ্যে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত গ্রীক মহিলা ও বহু পুরুষও ছিলেন। 13থিষলনীকীর ইহুদীরা যখন শুনতে পেল যে পৌল বিরয়াতে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করছেন, তখন তারা সেখানে এসে লোকদের খেপিয়ে তুলল। 14তখন সেখানকার ভাইরা তাড়াতাড়ি করে পৌলকে সমুদ্রতীরে পাঠিয়ে দিলেন; কিন্তু সীল ও তীমথিয় বিরয়াতে রয়ে গেলেন। 15পৌলকে সঙ্গে নিয়ে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁরা আথীনী পর্যন্ত গেলেন। সীল ও তীমথিয়র উদ্দেশ্যে এক বার্তা নিয়ে ভাইরা বিরয়াতে ফিরে এলেন। বার্তাতে

বলা ছিল, "যত শিগ্‌গির সম্ভব তোমরা আমার কাছে চলে এস।"

আথীনীতে পৌল

16তীমথিয় ও সীলের জন্য পৌল যখন আথীনীতে অপেক্ষা করছিলেন, তখন সেই শহরের সব জায়গায় নানা দেব-দেবীর মূর্তি দেখে অন্তর-আত্মায় তিনি খুবই ব্যথিত হয়ে উঠলেন। 17তাই তিনি সমাজ-গৃহে গিয়ে ইহুদী ও ভক্ত গ্রীকদের সঙ্গে ও হাটে বাজারে লোকদের কাছে প্রতিদিন ধর্মালোচনা করতেন। 18ইপিকুরেয় ও স্তোয়িকীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েকজন তাঁর সঙ্গে তর্কবিতর্ক করতে লাগল।

কেউ কেউ বলল, "এই সবজান্তা কি বলতে চায়?" আবার কেউ কেউ বলল, "এ দেখছি বিদেশী দেবতাদের বিষয়ে প্রচার করছে।" কারণ পৌল সুসমাচার এবং যীশু ও তাঁর পুনরুত্থানের বিষয় বলছিলেন। 19তারা পৌলকে আরেয়পাগের সভায় নিয়ে গিয়ে বলল, "আপনি এই যে নতুন বিষয় শিক্ষা দিচ্ছেন, এটা কি? আমরা কি তা জানতে পারি? 20আপনি কিছু অদ্ভুত কথা শোনাচ্ছেন, তাই আমাদের জানতে ইচ্ছে হয় এসবের অর্থ কি?" 21আথীনীয় লোকেরা ও সেখানে বসবাসকারী বিদেশীরা সব সময় কেবল নিত্য-নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে সময় কাটাত।

22তখন পৌল আরেয়পাগের সভার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে থাকলেন, "হে আথীনীয় লোকেরা, আপনারা দেখছি সমস্ত ব্যাপারেই খুব ধর্মপ্রবণ। 23কারণ আমি বেড়াতে বেড়াতে আপনারা যাদের আরাধনা করেন সেগুলি লক্ষ্য করতে করতে একটা বেদী দেখলাম, যার গায়ে লেখা আছে, 'অজানা দেবতার উদ্দেশ্যে।' তাই যে অজানা দেবতার আপনারা আরাধনা করছেন তাঁকেই আমি আপনাদের কাছে উপস্থিত করছি। 24ঈশ্বর, যিনি এই জগত ও তার মধ্যেকার সমস্ত কিছুর নির্মাণকর্তা, তিনিই স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রভু, তিনি মানুষের হাতে তৈরী মন্দিরে বাস করেন না! 25মানুষের হাতের সেবা কার্য্যের প্রয়োজন তাঁর নেই। তাঁর তো কোন কিছুরই অভাব নেই। তিনিই সকলকে জীবন, শ্বাস ও যা কিছু প্রয়োজন তা দিচ্ছেন। 26শুরুতে ঈশ্বর একটি মানুষকে সৃষ্টি করে সেই একজন মানুষ থেকেই মানবজাতির সৃষ্টি করেছেন; আর গোটা পৃথিবীটা তাদের বসবাসের জন্য দিয়েছেন। তিনি নির্ধারণ করে রেখেছেন কোথায় ও কখন তারা থাকবে। 27ঈশ্বর চেয়েছিলেন যেন মানুষ তাঁর অন্বেষণ করে। তাঁর খোঁজ করতে করতে তারা যেন শেষ পর্যন্ত তাঁর নাগাল পায়। অথচ তিনি আমাদের কারো কাছ থেকে তো দূরে নন :

28'কারণ তাঁতেই আমাদের জীবন, গতি ও সত্ত্বা।'

আবার তোমাদের কোন কোন কবিও একথা বলেছেন:

'কারণ আমরা তাঁর সন্তান।'

29তাহলে আমরা যখন ঈশ্বরের সন্তান, তখন ঈশ্বরকে মানুষের শিল্পকলা বা কল্পনা অনুসারে সোনা, রূপো বা পাথরের তৈরী কোন মূর্তির সঙ্গে তুলনা করা আমাদের উচিত নয়। 30মানুষের এই অজ্ঞতার সময়কে ঈশ্বর ক্ষমার চোখে দেখেছেন; কিন্তু এখন সব জায়গার সকল মানুষকে তিনি এর জন্য মন-ফেরাতে বলছেন। 31কারণ তিনি একটি দিন স্থির করেছেন, যে দিনে তিনি তাঁর নিরূপিত একজনকে দিয়ে সারা জগত সংসারের বিচার করবেন। এই বিষয়ে সকলে যেন বিশ্বাস করতে পারে এমন প্রমাণও তিনি দিয়েছেন; এই প্রমাণস্বরূপ তিনি মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে পুনরুত্থিত করেছেন!"

32মৃত্যু থেকে পুনরুত্থানের কথা শুনে তাদের মধ্যে কয়েকজন উপহাস করতে লাগল, কিন্তু অন্যেরা বলল, "আমরা এ বিষয়ে আর একদিন আপনার কাছ থেকে শুনব।" 33এরপর পৌল তাদের কাছ থেকে চলে গেলেন। 34তাদের মধ্যে কয়েকজন বিশ্বাস করল ও পৌলের সঙ্গ নিল। এদের মধ্যে আরেয়পাগীয়ের* সভ্য দিয়নুষিয়, দামারী নামে এক মহিলা ও আরো কয়েকজন ছিলেন।

করিন্থে পৌল

18 এরপর পৌল আথীনী ছেড়ে করিন্থে এলেন। 2সেখানে আক্কিলা নামে এক ইহুদীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, তিনি ছিলেন পন্ত দেশের লোক। সম্প্রতি তিনি তাঁর স্ত্রী প্রিষ্কিল্লাকে নিয়ে ইতালী থেকে এসেছিলেন, কারণ ক্লৌদিয় সমস্ত ইহুদীকে রোম ছেড়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পৌল তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। 3তাঁরা তাঁবু নির্মাণ করতেন যেমন পৌলও করতেন। এইজন্য তিনি তাঁদের সঙ্গে থাকলেন এবং তাঁদের সঙ্গে কাজ করতে লাগলেন। 4প্রতি বিশ্রামবারে পৌল সমাজ-গৃহে ইহুদী ও গ্রীকদের সঙ্গে কথা বলতেন। পৌল চেষ্টা করতেন যেন এইসব লোকেরা যীশুতে বিশ্বাসী হয়।

5সীল ও তীমথিয় যখন মাকিদনিয়া থেকে করিন্থে এলেন, তখন পৌল সুসমাচার প্রচারের জন্য তাঁর সমস্ত সময় দিলেন। যীশুই যে ঈশ্বরের খ্রীষ্ট এই প্রমাণ তিনি ইহুদীদের দিচ্ছিলেন; 6কিন্তু ইহুদীরা পৌলের শিক্ষার বিরোধিতা করে তাঁকে গালাগাল দিতে লাগল। তখন তিনি তাঁর পোশাকের ধূলো ঝেড়ে তাদের বললেন, "তোমাদের যদি উদ্ধার না হয় তার জন্য তোমরা দায়ী। আমি দায়মুক্ত! এরপর আমি অইহুদীদের কাছে যাব!" 7পৌল সেখান থেকে চলে গিয়ে সমাজ-গৃহের পাশে তিতিয় যুষ্ট নামে এক ঈশ্বরভক্ত অইহুদীর বাড়িতে উঠলেন; ইনি সত্য ঈশ্বরের উপাসনা করতেন। 8সমাজ-গৃহের পরিচালক ক্রীষ্প ও তাঁর পরিবারের সকলে প্রভু যীশুতে বিশ্বাসী হল। করিন্থের আরো অনেকে পৌলের কথা শুনল, বিশ্বাস করল ও বাপ্তিস্ম নিল।

9এক রাত্রে এক দর্শনে প্রভু পৌলকে বললেন, "ভয় কোর না! কিন্তু কথা বলে যাও, চুপ করে থেকো না!

আরেয়পাগীয় আথীনীর একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা। তারা ঠিক বিচারকের মতো ছিলেন।

10আমি তোমার সঙ্গে আছি; কেউ তোমার ক্ষতি করতে
পারবে না, কারণ এই শহরে আমার লোকেরা আছে।”
11তাই পৌল সেখানে থেকে দেড় বছর ধরে তাদের
ঈশ্বরের বাণী শিক্ষা দিলেন।

পৌলকে গাল্লিয়োর সামনে আনা হল

12গাল্লিয়ো যখন আখায়ার রাজ্যপাল ছিলেন, তখন
ইহুদীদের কিছু লোক জোট পাকিয়ে পৌলের বিরুদ্ধে
দাঁড়াল। তারা পৌলকে বিচারালয়ে নিয়ে হাজির করল।
13এই ইহুদীরা গাল্লিয়োকে বলল, “এই লোকটি আমাদের
বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অন্য এক পদ্ধতিতে ঈশ্বরের
উপাসনা করতে শিক্ষা দিচ্ছে!”
14পৌল সেই সময় যখন কিছু বলতে যাচ্ছেন, তখন
গাল্লিয়ো ইহুদীদের উদ্দেশ্যে বললেন, “হে ইহুদীরা শোন!
এ যদি কোন অপরাধ বা মারাত্মক রকম অন্যায় কোন
কাজ করত তবে তোমাদের কথা শোনা আমার পক্ষে
যুক্তিযুক্ত হত। 15কিন্তু তোমরা যখন কোন ব্যক্তির নাম,
তার বাণী বা তোমাদের বিধি-ব্যবস্থার বিষয়ে বিচারের
প্রশ্ন তুলছ, তখন তোমরাই এর বিচার কর, আমি ওসব
বিষয়ের বিচারকর্তা হতে চাই না!” 16এই বলে তিনি
তাদের সকলকে বিচারালয় থেকে যেতে বললেন।
17তখন তারা সমাজ-গৃহের পরিচালক সোস্থিনীকে
ধরে বিচারালয়ের সামনে প্রচণ্ড মারল; কিন্তু গাল্লিয়ো
সে বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ করলেন না।

পৌলের আন্তিয়খিয়ায় প্রত্যাবর্তন

18পৌল সেই শহরে আরো কিছুদিন থাকার পর
ভাইদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সমুদ্র পথে সুরিয়ার
দিকে রওনা দিলেন। তাঁর সঙ্গে আক্কিলা ও প্রিষ্কিল্লাও
ছিল। এক মানত পূরণ করতে পৌল কিংক্রিয়াতে এসে
মাথা কামিয়ে ফেললেন। 19সেখান থেকে তাঁরা ইফিষে
পৌঁছালেন, প্রিষ্কিল্লা ও আক্কিলাকে সেখানে রেখে পৌল
সমাজ-গৃহে গেলেন; আর ইহুদীদের সঙ্গে শাস্ত্র
আলোচনা করতে লাগলেন। 20তারা সেখানে তাঁকে
আরো কিছুদিন থাকার জন্য অনুরোধ করল বটে কিন্তু
তিনি তাতে রাজী হলেন না। 21সেখান থেকে যাবার
সময় তিনি তাদের বললেন, “ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে আমি
আবার তোমাদের কাছে আসব।” এরপর তিনি ইফিষ
থেকে সমুদ্র যাত্রা করলেন।
22তিনি কৈসরিয়া শহরে পৌঁছালেন। এরপর
জেরুশালেমে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শুভেচ্ছা
জানাবার পর পৌল সেখান থেকে আন্তিয়খিয়া শহরে
গেলেন। 23আন্তিয়খিয়ায় পৌল কিছু সময় থাকলেন,
তারপর আন্তিয়খিয়া ছেড়ে গালাতিয়া ও ফরুগিয়া
অঞ্চলের বিভিন্ন শহরে ভ্রমণ করে সেইসব স্থানের
অনুগামীদের অন্তরে নতুন শক্তি জাগিয়ে তুললেন।

ইফিষে ও আখায়াতে আপল্লো

24আপল্লো নামে একজন ইহুদী ইফিষে এলেন, ইনি
আলেক্সান্দ্রীয় নগরে জন্মেছিলেন। তিনি শিক্ষিত মানুষ
ছিলেন এবং শাস্ত্র খুব ভাল করে জানতেন। 25আপল্লো
প্রভুর পথের বিষয়ে শিক্ষা পেয়েছিলেন। তিনি আত্মার
আবেগে কথা বলতেন এবং যীশুর বিষয়ে নির্ভুলভাবে
শিক্ষা দিতেন; কিন্তু তিনি কেবল যোহনের বাপ্তিস্মের
বিষয়েই জানতেন। 26আপল্লো যখন সমাজ-গৃহে
নির্ভীকভাবে প্রচার করছিলেন, সেই সময় প্রিষ্কিল্লা ও
আক্কিলা তাঁর কথা শুনে তাঁকে একান্তে ডেকে নিয়ে
গিয়ে ঈশ্বরের পথের বিষয়ে আরো নিখুঁতভাবে বুঝিয়ে
দিলেন। 27আপল্লো আখায়াতে যেতে চাইলে খ্রীষ্ট-
বিশ্বাসী ভাইরা তাঁকে সে বিষয়ে উৎসাহ দিলেন। তাঁরা
আখায়ার খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের চিঠি লিখে দিলেন যেন
তাঁরা আপল্লোকে সাদরে গ্রহণ করেন। তিনি সেখানে
পৌঁছালে যারা অনুগ্রহের মাধ্যমে বিশ্বাসী হয়েছিল,
আপল্লো তাদের অনেককে সাহায্য করলেন। 28তিনি
প্রকাশ্য বিতর্ক সভায় দৃঢ়তার সঙ্গে ইহুদীদের হারিয়ে
দিলেন এবং শাস্ত্র থেকে প্রমাণ করলেন যে, যীশুই
হলেন সেই খ্রীষ্ট।

পৌল ইফিষে

19 আপল্লো যখন করিন্থে ছিলেন তখন পৌল সেই
অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে ইফিষে এসে
পৌঁছালেন। সেখানে তিনি যোহন বাপ্তাইজকের
কয়েকজন অনুগামীর দেখা পেলেন। 2তিনি তাদের
বললেন, “তোমরা যখন বিশ্বাসী হও, তখন কি পবিত্র
আত্মা পেয়েছিলে?”
তারা তাঁকে বলল, “কই? পবিত্র আত্মা বলে যে
কিছু আছে, এমন কথা তো আমরা কখনও শুনিনি!”
3তিনি তাদের বললেন, “তবে তোমাদের কি ধরণের
বাপ্তিস্ম হয়েছিল?”
তারা বলল, “যোহন যে ধরণের বাপ্তিস্ম দিতেন।”
4পৌল বললেন, “যোহন মন-ফিরানোর জন্য
লোকদের বাপ্তাইজ করতেন। তিনি তাদের বলতেন,
তাঁর পরে যিনি আসছেন, তাঁর ওপর অর্থাৎ যীশুর
ওপর বিশ্বাস কর।”
5তারা একথা শুনে প্রভু যীশুর নামে বাপ্তাইজ হল।
6এরপর পৌল তাদের ওপর হাত রাখলে, তাদের ওপর
পবিত্র আত্মা নেমে এলেন। তারা নানা ভাষায় কথা
বলতে ও ভাববাণী বলতে শুরু করল। 7তারা মোট
বারো জন পুরুষ ছিল।
8এরপর পৌল সমাজ-গৃহে গেলেন, আর সেখানে
তিন মাস ধরে নির্ভীকভাবে কথা বললেন এবং যুক্তিসহ
ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে বুঝিয়ে দিলেন। 9কিন্তু তাদের
মধ্যে কয়েকজন তাঁর কথা মানতে চাইল না; তারা
প্রকাশ্যে খ্রীষ্টের পথের বিরুদ্ধে নিন্দা করতে লাগল।
তখন পৌল তাদের ছেড়ে চলে গেলেন, যীশুর
অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন। পরে প্রতিদিন তূরান্নের
ভাষণ কক্ষে পৌল তাদের নিয়ে শাস্ত্র আলোচনা করতে
লাগলেন। 10এইভাবে দু'বছর কেটে গেল, এর ফলে
এশিয়ায় যারা বাস করত, কি ইহুদী, কি গ্রীক, সকলেই
প্রভুর বাক্য শুনলেন।

শীভার সন্তানগণ

11ঈশ্বর পৌলের হাত দিয়ে অনেক অলৌকিক ঘটনা
সম্পন্ন করলেন। 12এমন কি তাঁর স্পর্শ করা গামছা
অসুস্থ লোকদের গায়ে ছোঁয়ালে তাদের রোগ ভাল হয়ে
যেত, আর অশুচি আত্মারাও তাদের মধ্য থেকে বের
হয়ে যেত।
13-14সেই সময়ে কয়েকজন ইহুদী ওঝা ঘুরে বেড়াত,
যারা অশুচি আত্মায় পাওয়া লোকদের ছাড়াতো। ইহুদী
মহাযাজক শীভার সাত ছেলেও এই কাজ করছিল।
এই ইহুদীরা লোকদের মধ্য থেকে অশুচি আত্মা তাড়াতে
প্রভু যীশুর নাম ব্যবহার করত। তারা বলত, "যে যীশুর
কথা পৌল প্রচার করছেন, সেই যীশুর নামে আমি
আদেশ করছি এর মধ্য থেকে বের হয়ে যাও!"
15কিন্তু একবার অশুচি আত্মা সেই ইহুদীদের বলল,
"আমি যীশুকে জানি, পৌলকেও জানি, কিন্তু তোরা
আবার কে?"
16এরপর যার মধ্যে দিয়াবলের অশুচি আত্মা বাস
করছিল, সে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই শীভার ছেলেদের সবাইকে
ধরাশায়ী করল। এর ফলে সেই ইহুদীরা আহত ও
উলঙ্গ অবস্থায় বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল। 17ইহুদী ও
গ্রীক যারা ইফিষে থাকত, তারা সবাই এই ঘটনার
কথা জানতে পারল। এর ফলে তাদের সকলের মধ্যে
ত্রাসের সঞ্চার হল; আর প্রভুর নাম সমাদৃত হল।
লোকেরা যীশুর নামকে আরও উচ্চ সম্মান দিতে লাগল।
18অনেকে যারা বিশ্বাসী হল তারা নিজের নিজের
অপকর্মের কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করল। 19আবার অনেকে
যারা যাদুক্রিয়া করত, তারা তাদের বইপত্র ও
সাজসরঞ্জাম এনে প্রকাশ্যে আগুনে পুড়িয়ে দিল, গণনা
করলে দেখা গেল তার দাম ছিল পঞ্চাশ হাজার রৌপ্য
মুদ্রা। 20এইভাবে প্রবলভাবে প্রভুর বাক্য প্রসার লাভ
করল এবং শক্তিশালী হতে লাগল; আর বহুলোক বিশ্বাস
করল।

পৌলের যাত্রা পরিকল্পনা

21এই ঘটনার পর পৌল ঠিক করলেন যে তিনি
মাকিদনিয়া ও আখায়া হয়ে জেরুশালেমে যাবেন। তিনি
বললেন, "সেখানে গিয়ে পরে আমি রোমেও যাব।"
22তিনি তাঁর দুজন সহকারীকে অর্থাৎ তীমথিয় ও
ইরাস্তকে মাকিদনিয়ায় পাঠালেন আর নিজে কিছু দিন
এশিয়ায় রয়ে গেলেন।

ইফিষে গোলমাল

23সেই সময় ইফিষে মহা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হল।
ঈশ্বরের পথের বিষয়ই ছিল এই গণ্ডগোলের কারণ।
ঘটনাটা এইভাবে হল: 24দীমীত্রিয় নামে একজন স্বর্ণকার
দেবী দীয়ানার রূপোর মন্দির তৈরী করত আর
কারিগরদের অনেক কাজ জুগিয়ে দিত। 25সে তার
ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত অন্য সব কারিগরদের একত্র করে
সভায় বলল, "ভাইসব তোমরা জান এই কাজের দ্বারা
আমরা সকলে ভালই রোজগার করি। 26এও তো দেখতে
ও শুনতে পাচ্ছ কেবল এই ইফিষে নয়, প্রায় সমস্ত
এশিয়ায় এই পৌল বহুলোককে প্রভাবিত করেছে ও
এই বলে বেড়িয়েছে যে, মানুষের হাতে গড়া-দেবতারা
নাকি দেবতাই নয়। 27এতে আমাদের এই বৃত্তির যে
কেবল দুর্নাম হবে তাই নয়; কিন্তু মহাদেবী দীয়ানার
মন্দিরও লোকসমক্ষে তুচ্ছ হবে। আবার যাকে সমস্ত
এশিয়া এমন কি সারা জগত সংসার উপাসনা করে,
তিনিও তার বিপুল গরিমা হারাবেন।"
28এই কথা শুনে লোকেরা প্রচণ্ড রেগে গেল। তারা
চিৎকার করে বলতে লাগল, "ইফিষের দীয়ানাই মহান!"
29এতে সমস্ত শহরে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। সকলে
একসঙ্গে রঙ্গভূমির দিকে ছুটল; তারা তাদের সঙ্গে
টানতে টানতে নিয়ে চলল গায় ও আরিষ্টার্খ নামে দুজন
মাকিদনিয়ান লোককে, যাঁরা পৌলের সঙ্গী ছিলেন।
30তখন পৌল লোকদের কাছে যেতে চাইলে অনুগামীরা
তাঁকে বাধা দিল, যেতে দিল না। 31সেই প্রদেশের
কয়েকজন নেতা যাঁরা তাঁর বন্ধু ছিলেন, তাঁরা পৌলের
কাছে লোক পাঠিয়ে অনুরোধ করলেন যেন তিনি
রঙ্গভূমিতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে না আনেন।
32এদিকে নানা লোকে নানা কথা বলে চিৎকার করছিল,
কারণ সভার মধ্যে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে গিয়েছিল,
অধিকাংশ লোক জানতই না কেন তারা সেখানে এসেছে।
33কয়েকজন ইহুদী আলেক্সান্দারকে সামনে ঠেলে দিল,
একেই জনতার কয়েকজন পরামর্শ দিচ্ছিল। তিনি
সকলকে ইশারায় চুপ করতে বললেন, ও তাদের কাছে
কিছু বলতে চাইলেন। 34কিন্তু তারা যখন বুঝতে পারল
যে তিনি একজন ইহুদী, তখন জোরে চিৎকার করতে
লাগল। দুঘণ্টা ধরে তারা শুধু এই বলে চেঁচিয়েই চলল,
"ইফিষের দীয়ানাই মহান!"
35শেষ পর্যন্ত শহরের করণিক জনতাকে শান্ত
করে বললেন, "হে ইফিষীয়রা বল দেখি, ইফিষীয়দের
শহর যে মহাদেবী দীয়ানার মন্দিরের তত্ত্বাবধান করে
এবং সেই মন্দিরের পবিত্র পাথর যে আকাশ থেকে
পড়েছিল তা কে না জানে? 36তাই এই কথা যখন
কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, তখন তোমাদের
শান্ত হওয়া উচিত এবং অসংযত কোন কাজ করা
উচিত নয়। 37কারণ এই যে লোকদের তোমরা এখানে
এনেছ, এরা তো মন্দির লুঠও করেনি বা আমাদের
দেবীর অপমানও করেনি। 38তাই যদি কারো বিরুদ্ধে
দীমীত্রিয় ও তার সম-ব্যবসায়ীদের কোন অভিযোগ
থাকে, তবে আদালত খোলা আছে, বিচারকেরাও
আছেন, তারা সেখানে গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে মামলা
করুক!
39আর যদি অন্য কোন বিষয় অনুসন্ধানের থাকে
তবে তার বিচার আইনানুগ বিচার সভায় করা যেতে
পারে। 40কারণ এই ভয় আছে যে, আমাদের বিরুদ্ধে
অভিযোগ আসতে পারে যে এই গণ্ডগোলের কারণ
আমরাই; এই সভা ডাকার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ
আমরা দেখাতে পারব না।" 41এই বলে তিনি সভা
ভঙ্গ করলেন।

পৌলের মাকিদনিয়া ও গ্রীসে যাত্রা

20 সেই হাঙ্গামা থেমে যাবার পর পৌল যীশুর
অনুগামীদের ডেকে পাঠালেন, আর তাদের
সকলকে উৎসাহ দান করে ও শুভেচ্ছা জানিয়ে
মাকিদনিয়ার অঞ্চলগুলিতে যাবার জন্য রওনা দিলেন।
2তিনি সেই অঞ্চল দিয়ে মাকিদনিয়ায় যেতে যেতে
বিভিন্ন জায়গায় খ্রীষ্টানুসারীদের অনেক কথা বলে
উৎসাহ দিলেন, শেষে গ্রীসে এসে পৌঁছালেন। 3সেখানে
তিনি তিন মাস থাকলেন। তিনি যখন সমুদ্রপথে সুরিয়া
যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখন ইহুদীরা তাঁর বিরুদ্ধে
এক চক্রান্ত করছে এই কথা জানতে পেরে তিনি
মাকিদনিয়া হয়ে সুরিয়া যাবেন বলে ঠিক করলেন। 4
কিছু কিছু লোক তার সঙ্গে যাচ্ছিল এরা হল বিরয়ার
পুর্হের ছেলে সোপাত্র, থিষলনীকিয় থেকে আগত
আরিষ্টার্খ ও সিকুন্দ, দর্বীর গায় ও তীমথিয় আর এশিয়ার
তুখিক ও ত্রফিম। 5এরা পৌলের আগেই রওনা দিয়ে
ত্রোয়াতে গিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল।
6খামিরবিহীন রুটির পর্বের পর আমরা ফিলিপী থেকে
সমুদ্রপথে রওনা দিয়ে পাঁচ দিন পর ত্রোয়াতে তাদের
সঙ্গে যোগ দিলাম। সেখানে আমরা সাত দিন থাকলাম।

ত্রোয়াতে পৌলের শেষ যাত্রা

7রবিবার আমরা যখন আবার প্রভুর ভোজ গ্রহণ
করতে একত্রিত হলাম তখন পৌল পরের দিন সেখান
থেকে চলে যাবেন বলে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত তাদের সাথে
কথা বলতে থাকলেন। 8আমরা ওপরের যে ঘরে সমবেত
হয়েছিলাম সেখানে অনেক প্রদীপ ছিল। 9উতুখ নামে
এক যুবক সেই ঘরের জানালায় বসেছিল। পৌলের
দীর্ঘ বক্তৃতার সময় সে গভীরভাবে ঘুমিয়ে গেল। তারপর
ঘুমের ঘোরে সে তিনতলা থেকে নীচে পড়ে গেল।
লোকেরা গিয়ে যখন তাকে তুলল, দেখা গেল সে মারা
গেছে। 10পৌল নিজেই নীচে নেমে গেলেন। তিনি তার
দেহের ওপরে নিজেকে রেখে, তাকে বুকে জড়িয়ে
ধরে বললেন, "তোমরা বিচলিত হয়ো না; কারণ দেখ
এর মধ্যে এখনও প্রাণ আছে।" 11এরপর পৌল ওপরের
ঘরে গিয়ে রুটি ভাঙ্গলেন ও কিছু খাওয়া-দাওয়া করে
ভোর পর্যন্ত তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন, তারপর
তিনি তাদের কাছে থেকে রওনা দিলেন। 12বিশ্বাসীরা
সেই যুবককে জীবিত অবস্থায় তার বাড়ি নিয়ে যেতে
পেরে খুবই আশ্বস্ত হল।

ত্রোয়া থেকে মাইলেটাস যাত্রা

13আমরা সমুদ্রপথে আঃসে রওনা দিয়ে পৌলের
আগেই সেখানে পৌঁছালাম। ঠিক ছিল যে পৌল আঃসে
হাঁটা পথে যাবেন আর সেখানে আমরা তাকে জাহাজে
তুলে দেব। 14পরে আঃসে পৌলের সঙ্গে আমাদের
দেখা হল; আর তিনি জাহাজে আমাদের কাছে এলেন।
আমরা সকলে মিতুলীনী শহরে গেলাম। 15সেখান থেকে
পরের দিন জাহাজে করে খীয়ের দ্বীপের কাছে পৌঁছালাম।
দ্বিতীয় দিনে আমরা সামঃ দ্বীপ পার হয়ে তার পরদিন
মিলীতে গেলাম, 16কারণ পৌল আগেই ঠিক করেছিলেন
যে তিনি ইফিষে নামবেন না। তিনি এশিয়াতে বেশী
সময় থাকতে চাইলেন না, কারণ পঞ্চাশত্তমীর আগেই
জেরুশালেমে পৌঁছাবার জন্য তিনি ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন।

পৌল ইফিষে প্রাচীনদের সঙ্গে কথা বললেন

17মিলীতে এসে তিনি ইফিষের মণ্ডলীর প্রাচীনদের
তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য ডেকে পাঠালেন। 18তাঁরা
এলে পর তিনি তাঁদের বললেন, "তোমরা জান আমি
এশিয়াতে থাকাকালীন প্রথম দিন থেকেই তোমাদের
সঙ্গে কিভাবে সমস্ত সময় কাটিয়েছি। 19ইহুদীরা আমার
বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল, আমাকে বড় সঙ্কটের মধ্য
দিয়ে যেতে হয়েছিল; কিন্তু তোমরা জান যে এসত্ত্বেও
আমি নম্রভাবে চোখের জলে সর্বদাই প্রভুর সেবা করে
গেছি। 20তোমাদের জন্য যা মঙ্গলজনক, ইতস্তত না
করে তা সর্বদা তোমাদের কাছে বলেছি। এমন কি
বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিক্ষা দিয়েছি ও সুসমাচার প্রচার
করেছি। 21ইহুদী কি অইহুদী গ্রীক সকলের কাছেই বলেছি
যেন তারা মন-ফিরায়, ঈশ্বরের দিকে ফেরে ও প্রভু
যীশুকে বিশ্বাস করে। 22কিন্তু এখন আমাকে পবিত্র
আত্মার নির্দেশ মানতে হবে, তাই আমি জেরুশালেমে
যাচ্ছি। সেখানে আমার প্রতি কি কি ঘটবে তা আমি
জানি না। 23তবে পবিত্র আত্মার সতর্কবাণীর মধ্য দিয়ে
একথা জানি যে জেরুশালেমের প্রত্যেকটি শহরে আমার
জন্য দুঃখ-কষ্ট ও কারাবরণ অপেক্ষা করছে। 24আমি
মনে করি আমার কাছে আমার জীবনের কোন মূল্য
নেই। আমি মনে করি আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ
বিষয় হল প্রভু যীশুর কাছ থেকে যে কাজের ভার
পেয়েছি তাতে লক্ষ্য স্থির করে যেন শেষ পর্যন্ত দৌড়াতে
পারি; সেই কাজ হল সকলের কাছে ঈশ্বরের অনুগ্রহের
বার্তা ও সুসমাচার নিয়ে যাওয়া।

25"এখন আমি যা বলছি মন দিয়ে শোন; তোমাদের
মধ্যে যাদের কাছে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার জানিয়েছি
তাদের কেউই আমার মুখ আর দেখতে পাবে না।
26তাই আজ আমি তোমাদের কাছে একথা জোর দিয়ে
বলছি যে এসত্ত্বেও তোমাদের মধ্যে যারা উদ্ধার পাবে
না, ঈশ্বর তাদের বিষয়ে আমাকে দোষী করবেন না।
27আমি একথা বলতে পারি যে ঈশ্বর তোমাদের যা
কিছু জানাতে চেয়েছিলেন, সে সবই আমি তোমাদের
জানিয়েছি। 28নিজেদের বিষয়ে সাবধান থেকো, আর
পবিত্র আত্মা তোমাদেরকে যে পালের দেখাশোনার
ভার দিয়েছেন, ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীর তত্ত্বাবধান কর,
কারণ এই মণ্ডলী তিনি তাঁর রক্ত দিয়ে কিনেছেন।
29আমি জানি, আমি চলে গেলে ভয়ঙ্কর নেকড়েরা
তোমাদের মধ্যে আসবে, তারা ঈশ্বরের এই পালকে
ধ্বংস করতে চাইবে। 30এমনকি তোমাদের মধ্য থেকে
এমন সব লোক উঠবে যারা খ্রীষ্টানুসারীদের নিজেদের
অনুসারী করার জন্য উল্টোপাল্টা কথা বলবে। কিছু
কিছু খ্রীষ্টানুসারীদের তারা সত্য থেকে সরিয়ে নেবে।
31সাবধান ও সতর্ক থেকো! মনে রেখো তোমাদের

সঙ্গে আমি যে তিন বছর ছিলাম, সেইসময় তোমাদের জন্য চোখের জল ফেলে রাত-দিন সতর্ক করে অনেক চেতনা দিয়েছি।

32"এখন আমি তোমাদের ঈশ্বরের হাতে ও তাঁর অনুগ্রহের বার্তাতে সঁপে দিলাম, তা তোমাদের গড়ে তুলতে সমর্থ। ঈশ্বর তাঁর সমস্ত পবিত্র লোকদের যে আশীর্বাদ দিয়ে থাকেন, এই বার্তা তোমাদের সেই আশীর্বাদ দেবেন। 33আমি যখন তোমাদের মধ্যে ছিলাম, তখন আমি কারোর কাছে অর্থ বা জামা কাপড় চাই নি। 34তোমরা ভালভাবেই জান যে আমার নিজের ও সঙ্গীদের অভাব দূর করতে আমি এই দুহাতে কাজ করেছি। 35আমি তোমাদের দেখিয়েছি কিভাবে কঠোর পরিশ্রম করে অভাবীদের সাহায্য করতে হয়। প্রভু যীশুর কথা স্মরণ করাও উচিত, কারণ তিনি বলেছেন, 'গ্রহণ করার থেকে দান করা বেশী পুণ্যের।"'

36এই কথা বলার পর তিনি তাদের সকলের সঙ্গে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করলেন। 37-38এরপর সকলে খুব কান্নাকাটি করলেন ও পৌলের গলা জড়িয়ে ধরে তাঁকে চুমু দিলেন। তাঁরা তাঁকে আর দেখতে পাবেন না, একথা শুনে বিশেষ দুঃখ করলেন। পরে জাহাজ পর্যন্ত তাঁকে পৌঁছে দিতে গেলেন।

পৌলের জেরুশালেম যাত্রা

21 ইফিষের মণ্ডলীর প্রাচীনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা সমুদ্র পথে সোজা কো দ্বীপে এলাম। পরদিন আমরা রোদঃ দ্বীপে গেলাম। রোদঃ থেকে পাতারায় চলে গেলাম। 2পাতারায় এমন একটি জাহাজ পেলাম যা পার হয়ে ফৈনীকিয়া অঞ্চলে যাবে। আমরা সেই জাহাজে চড়ে যাত্রা করলাম। 3পরে আমরা যাবার পথে কুপ্র দ্বীপের কাছে এলাম। আমাদের উত্তরদিকে দ্বীপটিকে দেখতে পাচ্ছিলাম; কিন্তু সেখানে আমরা জাহাজ ভেড়ালাম না। 4আমরা সুরিয়ার দিকে এগিয়ে গেলাম, সোর শহরে জাহাজ থামানো হল, কারণ সেখানে জাহাজ থেকে কিছু মাল নামানোর ছিল। আমরা সেখানে কিছু খ্রীষ্টানুসারীর দেখা পেয়ে তাঁদের সঙ্গে সাতদিন কাটালাম। পবিত্র আত্মার মাধ্যমে তাঁরা পৌলকে জেরুশালেম যেতে নিষেধ করলেন। 5কিন্তু সেখানে থাকার সময় শেষ হলে আমরা রওনা দিলাম এবং যাত্রাপথে এগিয়ে চললাম। সেখানকার খ্রীষ্টানুসারীরা সকলে নিজেদের পরিবার ও ছেলে-মেয়েদের সাথে করে নিয়ে এসে আমাদের বিদায় জানাতে শহরের বাইরে এলেন। সেখানে সমুদ্রতীরে আমরা হাটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। 6এরপর আমরা জাহাজে উঠলাম আর তাঁরা বাড়ি ফিরে গেলেন। 7সোর থেকে যাত্রা করে আমরা তলিমায়িতে পৌঁছালাম। আর সেখানকার খ্রীষ্টবিশ্বাসী ভাইদের শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁদের সঙ্গে একদিন থাকলাম । 8পরের দিন আমরা তলিমায়ি থেকে রওনা দিয়ে কৈসরিয়ায় এলাম। সেখানে সুসমাচার প্রচারক ফিলিপের বাড়িতে উঠলাম। ইনি সেই সাতজন মনোনীত লোকদের মধ্যে একজন। আমরা সেখানে তাঁর সঙ্গে থাকলাম। 9এই ফিলিপের চারটি কুমারী কন্যা ছিলেন, এরা ভাববাণী বলতে পারতেন। 10সেখানে বেশ কিছুদিন থাকার পর যিহুদিয়া থেকে আগাব নামে একজন ভাববাদী এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন। 11তিনি আমাদের কাছে এসে পৌলের কোমর বন্ধনীটি নিয়ে নিজের হাত পা বেঁধে বললেন, "পবিত্র আত্মা এই কথা বলছেন, 'এই কোমর বন্ধনীটি যার তাকে জেরুশালেমের ইহুদীরা এইভাবে বেঁধে অইহুদীদের হাতে তুলে দেবে।"'

12সেই কথা শুনে আমরা ও যীশুর অন্য অনুগামীরা পৌলকে অনুরোধ করলাম যেন তিনি জেরুশালেমে না যান। 13পৌল এর জবাবে বললেন, "তোমরা এ কি করছ? তোমরা এভাবে কান্নাকাটি করে আমার হৃদয় কি ভেঙে দিচ্ছ না? খ্রীষ্টের নামের জন্য আমি জেরুশালেমে কেবল শৃঙ্খলাবদ্ধ হবার জন্য যাব তাই নয়, আমি এমন কি মরতেও প্রস্তুত!"

14তাঁকে যখন আমরা জেরুশালেমে যাওয়া থেকে বিরত করতে পারলাম না, তখন আর অনুরোধ না করে চুপ করে গেলাম আর বললাম, "প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।"

15এরপর আমরা প্রস্তুত হয়ে জেরুশালেমে রওনা দিলাম। 16কৈসরিয়া থেকে কয়েকজন অনুগামী (খ্রীষ্টানুসারী) আমাদের সঙ্গে চললেন। তারা ম্নাসোন নামে একজন লোকের বাড়িতে আমাদের তুললেন। ইনি ছিলেন কুপ্রের লোক, গোড়ায় যাঁরা খ্রীষ্টানুসারী হয়েছিলেন, ইনি তাদের অন্যতম। তাঁর বাড়ীতে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল, যেন আমরা সেখানে থাকতে পারি।

যাকোবের সঙ্গে পৌলের সাক্ষাৎকার

17জেরুশালেমের বিশ্বাসীরা আমাদের দেখে বড়ই খুশী হলেন। 18পরদিন পৌল আমাদের নিয়ে যাকোবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। মণ্ডলীর প্রাচীনেরা সেখানে ছিলেন। 19সেখানে পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর পৌল তাঁর কাজের মাধ্যমে অইহুদীদের মধ্যে ঈশ্বর যেসব কাজ করেছেন, তা বিস্তারিতভাবে জানালেন। 20এই কথা শুনে তাঁরা ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগলেন। তাঁরা পৌলকে বললেন, "ভাই, আপনি তো জানেন, হাজার হাজার ইহুদী আজ খ্রীষ্টবিশ্বাসী হয়েছে; কিন্তু তারা তাদের মোশির বিধি-ব্যবস্থা পালন করতে বড়ই উৎসাহী। 21তারা আপনার বিষয়ে এই কথা শুনেছে যে অইহুদীদের মধ্যে বাসকারী প্রবাসী ইহুদীদের আপনি নাকি মোশির বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে চলতে মানা করেন। আপনি তাদের ছেলেদের সুন্নত করা বা ইহুদী রীতিনীতি মেনে চলা নাকি নিষেধ করেন! 22আমরা কি করব? তারা নিশ্চয় শুনবে যে আপনি এখানে আছেন। 23তাই আমরা যা বলি আপনি তাই করুন। আমাদের মধ্যে চারজন লোকের একটা মানত আছে। 24আপনি তাদের সঙ্গে নিয়ে শুচিকরণের অনুষ্ঠানে যোগ দিন, এজন্য তাদের যা খরচ পড়ে আপনি তা দিয়ে দিন। আর তারা

যেন তাদের মাথা নেড়া করে; তাহলে সকলে জানবে যে আপনার বিষয়ে যে সব কথা ওরা শুনেছে, সে সব সত্য নয়, বরং আপনি নিজে মোশির বিধি-ব্যবস্থা যথারীতি পালন করেন। 25অইহুদীদের মধ্য থেকে যারা খ্রীষ্টবিশ্বাসী হয়েছে, তাদের উদ্দেশ্যে আমরা লিখেছি যে:

'তারা যেন প্রতিমার প্রসাদ, রক্ত, গলাটিপে মারা প্রাণীর মাংস না খায় ও যৌন পাপ থেকে দূরে থাকে।"'

26তখন পৌল সেই কয়েকজনকে নিয়ে তাদের সঙ্গে নিজেকে শুচি করলেন। তারপর মন্দিরে গিয়ে শুচিকরণ অনুষ্ঠান কত দিনে সম্পূর্ণ হবে ও তাদের প্রত্যেকের জন্য কবে নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হবে তাও জানালেন।

27সাতদিন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় এশিয়া দেশের কয়েকজন ইহুদী মন্দিরের মধ্যে পৌলকে দেখতে পেয়ে তাঁর বিরুদ্ধে নানা কথা বলে লোকদের উত্তেজিত করে তুলল; আর পৌলকে ধরে চিৎকার করে বলতে লাগল, 28"হে ইস্রায়েলীয়রা, এদিকে এগিয়ে এসে সাহায্য কর! এ সেই লোক, এই লোকই আমাদের জাতির বিরুদ্ধে বলে বেড়াচ্ছে, আমাদের বিধি-ব্যবস্থার বিপরীত শিক্ষা দিচ্ছে আর এই মন্দিরের বিরুদ্ধেও কথা বলছে। এই হল সেই লোক যে সর্বত্র এই শিক্ষা দিয়ে বেড়াচ্ছে। দেখ মন্দিরের চত্বরে সে গ্রীকদের ঢুকিয়ে এ মন্দির অপবিত্র করেছে!" 29কারণ তারা এর আগে পৌলের সঙ্গে ইফিষের ত্রফিমকে শহরের মধ্যে দেখেছিল, মনে করেছিল পৌল তাঁকে মন্দিরের মধ্যে এনেছেন। ত্রফিম ছিলেন জাতিতে গ্রীক এবং ইফিষের লোক।

30সমগ্র জেরুশালেমে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছিল আর লোকেরা একসঙ্গে ছুটল। তারা পৌলকে ধরে টানতে টানতে মন্দির থেকে বের করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। 31লোকেরা পৌলকে হত্যা করার চেষ্টা করছিল। রোমান সেনাপতির কাছে খবর পৌঁছালো যে সারা জেরুশালেম শহরে প্রচণ্ড গোলমাল শুরু হয়েছে। 32তিনি তখনই সৈন্যদের ও তাদের কর্মকর্তাদের নিয়ে সেখানে ছুটে এলেন। ইহুদীরা যখন সেনাপতিকে ও তার সঙ্গে সৈন্যদের দেখল, তখন পৌলকে প্রহার করা বন্ধ করল। 33তখন সেনাপতি কাছে এসে পৌলকে গ্রেপ্তার করে ও তাঁকে দুটো শেকলে বাঁধতে হুকুম করলেন। এরপর সেনাপতি জিজ্ঞেস করলেন, "এ কে, এ কি দোষ করেছে?" 34তখন সেই ভিড়ের মধ্যে কেউ কেউ একরকম কথা বলল, আবার কেউ কেউ অন্য রকম কথা বলল। এই চেঁচামেচিতে তিনি কিছুই ঠিক করতে না পেরে পৌলকে দুর্গের মধ্যে নিয়ে যাবার হুকুম করলেন। 35সমস্ত লোকেরা তাদের অনুসরণ করছিল। পৌল যখন সিঁড়ির কাছে এসেছেন, তখন জনতা এতই হিংস্র হয়ে উঠল যে সেনারা পৌলকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যেতে লাগল। 36কারণ জনতা চিৎকার করে বলছিল, "ওকে খতম কর!"

37তারা পৌলকে দুর্গের ভেতর দিয়ে নিয়ে যেতে চাইলে পৌল সেনাপতিকে বললেন, "আমি আপনাকে কি কিছু বলতে পারি?"

সেনাপতি বললেন, "তুমি দেখছি গ্রীক বলতে পার? 38তাহলে তুমি সেই মিশরীয় নও যে কিছু সময় পূর্বে বিদ্রোহী হয়েছিল ও চার হাজার সন্ত্রাসবাদীকে নিয়ে মরুপ্রান্তরে পালিয়েছিল?"

39তখন পৌল বললেন, "না, আমি একজন ইহুদী, কিলিকিয়ার তার্ষ নামে এক প্রসিদ্ধ শহরের বাসিন্দা। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, এই লোকদের কাছে আমায় কিছু বলতে দিন।"

40সেনাপতি অনুমতি দিলে পৌল সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে লোকদের শান্ত হবার জন্য হাত নেড়ে ইঙ্গিত করলেন। সবাই যখন চুপ করল তখন তিনি ইব্রীয় ভাষায় বলতে শুরু করলেন।

পৌলের আত্মপক্ষ সমর্থন

22 পৌল বললেন, "ভায়েরা ও পিতৃতুল্য ব্যক্তিরা, এখন শুনুন আমি আপনাদের সামনে আত্মপক্ষ সমর্থন করছি!" 2ইহুদীরা যখন পৌলকে ইহুদীদের প্রচলিত ইব্রীয় ভাষায় কথা বলতে শুনল, তারা শান্ত হল। তখন তিনি বললেন, 3"আমি একজন ইহুদী, আমি কিলিকিয়ার তার্ষের শহরে জন্মেছি; কিন্তু এই শহরে আমি বড় হয়ে উঠেছি। গমলীয়েলের* চরণে বসে আমি আমাদের পিতৃপুরুষদের দেওয়া বিধি-ব্যবস্থা শিক্ষালাভ করেছি। আজ আপনারা সকলে যেমন, তেমনি আমিও ঈশ্বরের সেবার জন্য উদ্যোগী ছিলাম। 4খ্রীষ্টের পথে যারা চলত তাদের আমি নির্যাতন করতাম, এমনকি কারো কারো মৃত্যু ঘটিয়েছিলাম। স্ত্রী, পুরুষ সকলকেই আমি গ্রেপ্তার করে কারাগারে রাখতাম। 5মহাযাজক ও ইহুদী সমাজপতিরা সকলে এই কথার সত্যতা প্রমাণ দিতে পারেন। তাদের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে ইহুদী ভাইদের কাছে যাবার জন্য আমি দম্মেশকের পথে রওনা দিয়েছিলাম। যীশুর অনুগামী যারা সেখানে ছিল তাদের গ্রেপ্তার করে জেরুশালেমে আনবার জন্য গিয়েছিলাম, যেন তাদের শাস্তি দেওয়া হয়।

পৌল তাঁর মন-পরিবর্তন সম্পর্কে বললেন

6"আর এইরকম ঘটল, আমি চলতে চলতে দম্মেশকের কাছাকাছি এলে, দুপুর বেলা হঠাৎ আকাশ থেকে তীব্র আলোর ছটা আমার চারদিকে ছেয়ে গেল। 7আমি মাটিতে পড়ে গেলাম আর এক রব শুনলাম, 'শৌল, শৌল তুমি কেন আমায় নির্যাতন করছ?' 8আমি বললাম, 'প্রভু, আপনি কে?' তিনি আমায় বললেন, 'যাকে তুমি নির্যাতন করছ, আমি সেই নাসরতীয় যীশু।' 9যারা আমার সঙ্গে ছিল তারা সেই আলো দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু যিনি আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁর রব তারা শুনতে পায় নি। 10আমি বললাম, 'প্রভু আমায় কি করতে হবে?' প্রভু আমায় বললেন, 'ওঠ,

গমলীয়েল ইনি ইহুদী ধার্মিক দলের এবং ফরীশীদের একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষক ছিলেন।

দম্মেশকে যাও। যে কাজের জন্য তোমাকে মনোনীত করা হয়েছে তা সেখানেই তোমাকে বলা হবে।' 11সেই তীব্র আলোর ঝলকে আমি অন্ধ হয়ে গেছিলাম। তাই আমার সঙ্গীরা আমার হাত ধরে দম্মেশকে নিয়ে গেল।

12"সেখানে অননিয় নামে একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মোশির বিধি-ব্যবস্থা পালন করতেন। সেখানকার ইহুদীদের মধ্যে তাঁর সুনাম ছিল। 13তিনি আমার কাছে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ভাই শৌল, তুমি দৃষ্টিশক্তি লাভ কর!' আর সেই মুহূর্তে আমি তাঁকে দেখতে পেলাম। 14তিনি বললেন, 'আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর তোমায় বহুপূর্বেই মনোনীত করেছেন, যেন তুমি তাঁর পরিকল্পনা জানতে পার এবং সেই ধার্মিকজনকে দেখতে পাও ও তাঁর রব শুনতে পাও। 15তুমি যা দেখলে ও শুনলে সকল লোকের কাছে সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে। 16এখন আর দেরী না কোরে ওঠ, বাপ্তিস্ম নাও আর তোমার পাপ ধুয়ে ফেল। উদ্ধার লাভের জন্য যীশুতে বিশ্বাস কর।'

17"পরে আমি জেরুশালেমে ফিরে এসে যখন মন্দিরের চত্বরে প্রার্থনা করছিলাম, সেই সময় এক দর্শন পেলাম। 18দর্শনে দেখলাম যীশু আমায় বলছেন, 'শিগ্‌গির ওঠ! এখুনি জেরুশালেম থেকে চলে যাও! কারণ আমার বিষয়ে তুমি যে সাক্ষ্য দিচ্ছ, তারা তা গ্রহণ করবে না।' 19আমি বললাম, 'প্রভু, তারা তো ভাল করেই জানে যে যারা তোমায় বিশ্বাস করে, তাদের গ্রেপ্তার করে মারধর করার জন্য আমি সমাজ-গৃহগুলিতে যেতাম। 20যখন তোমার সাক্ষী স্তিফানের রক্তপাত হচ্ছিল, তখন আমি সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে তার অনুমোদন করেছিলাম; আর যারা তাকে মারছিল তাদের পোশাক আগলাচ্ছিলাম।' 21তখন যীশু আমায় বললেন, 'এখন যাও; আমি তোমাকে বহুদূরে অইহুদীদের কাছে পাঠাচ্ছি।'"

22পৌল অইহুদীদের কাছে যাওয়ার কথা বললে লোকেরা তা আর শুনতে চাইল না। ইহুদীরা সকলে জোরে চিৎকার করে উঠল, "মার বেটাকে! একে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দাও! এ বেঁচে থাকার অযোগ্য!" 23তারা যখন এভাবে চিৎকার করছে ও তাদের পোশাক খুলে ছুঁড়ে ফেলে বাতাসে ধূলো ওড়াচ্ছে, 24তখন সেই সেনাপতি পৌলকে দুর্গের মধ্যে নিয়ে যেতে হুকুম দিয়ে বললেন, "একে চাবুক মেরে দেখ এ কি বলে, লোকেরা কেন এর বিরুদ্ধে এমনি করে চিৎকার করছে।" 25সৈনিকরা যখন পৌলকে চাবুক মারার জন্য বাঁধছে তখন যে সেনাপতি সেখানে দাঁড়িয়েছিল পৌল তাকে বললেন, "একজন রোমান নাগরিকের বিচার করে তার কোন দোষ না পেলেও তাকে চাবুক মারা কি আইনসম্মত কাজ হবে?"

26এই কথা শুনে সেই সেনাপতি তার ওপরওয়ালার কাছে গিয়ে বলল, "আপনি জানেন আপনি কি করতে যাচ্ছেন? এ লোকটা তো একজন রোমান।"

27তখন সেই সেনাপতি পৌলের কাছে এসে বলল, "আমায় বল দেখি, তুমি কি রোমীয়?"

পৌল বললেন, "হ্যাঁ"।

28তখন সেই সেনাপতি বলল, "এই নাগরিকত্ব লাভ করতে আমার অনেক টাকা খরচ হয়েছে।"

পৌল বললেন, "কিন্তু আমি জন্মসূত্রেই রোমীয়।"

29যারা তাকে প্রশ্ন করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, তারা এই কথা শুনে পিছিয়ে গেল। সেনাপতিও ভয় পেয়ে গেল যখন বুঝতে পারল যে পৌল একজন রোমান নাগরিক, আর সে তাকে বেঁধেছে।

পৌল ইহুদী নেতাদের সঙ্গে কথা বললেন

30পরদিন ইহুদীরা কেন পৌলের ওপর দোষ দিচ্ছে তা জানবার জন্য রোমান সেনাপতি ইহুদীদের প্রধান যাজকদের ও মহাসভার সকল সভ্যকে জড় হতে হুকুম দিল; আর পৌলকে সেখানে তাদের মাঝে মুক্ত অবস্থায় হাজির করল।

23 পৌল মহাসভার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলতে শুরু করলেন, "ভাইয়েরা, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আমি আজ পর্যন্ত শুদ্ধ বিবেক অনুযায়ী জীবনযাপন করছি।" 2তখন মহাযাজক অননিয়, পৌলের কাছাকাছি যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের হুকুম দিলেন পৌলের মুখে চড় মেরে তার মুখ বন্ধ করে দিতে। 3তখন পৌল অননিয়কে বললেন, "হে চুনকাম করা প্রাচীর! স্বয়ং ঈশ্বর তোমায় আঘাত করবেন। আইনসঙ্গত ভাবে আমার বিচার করার জন্য তুমি এখানে বসেছ; আর আমাকে আঘাত করার হুকুম দিয়ে তুমি মোশির বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যাচ্ছ।"

4যারা পৌলের আশেপাশে দাঁড়িয়েছিল তারা তাঁকে বলল, "ঈশ্বরের মহাযাজকের সঙ্গে তুমি এইভাবে কথা বলতে পারো না। তুমি তাঁকে অপমান করছ!"

5পৌল বললেন, "ভাইরা, আমি বুঝতে পারি নি যে উনি মহাযাজক; কারণ এরকম লেখা আছে, 'তুমি সমাজের কোন নেতার বিরুদ্ধে কটু কথা বোল না।'"*

6পৌল যখন বুঝতে পারলেন যে তাদের মধ্যে কিছু সভ্য সদ্দূকী ও কিছু সভ্য ফরীশী, তখন তিনি মহাসভার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলে উঠলেন, "ভাইরা আমি একজন ফরীশী! আর ফরীশীদেরই সন্তান। মৃতদের পুনরুত্থান হবে বলে আমার যে প্রত্যাশা আছে, তার জন্যই আমার এই বিচার হচ্ছে!"

7পৌলের কথা শুনে ফরীশী ও সদ্দূকীদের মধ্যে বিরোধ বেধে গেল। আর সভা দুটো দলে ভাগ হয়ে গেল। 8কারণ সদ্দূকীরা বলত পুনরুত্থান বলে কিছু নেই, স্বর্গদূত বা আত্মা বলেও কিছু নেই; কিন্তু ফরীশীরা উভয়ই বিশ্বাস করত। 9চারদিকে বিরাট কোলাহল শুরু হয়ে গেল। ফরীশীদের মধ্যে থেকে কয়েকজন ব্যবস্থার শিক্ষক উঠে দাঁড়িয়ে খুব জোরালো তর্ক জুড়ে দিল, তারা বলল, "আমরা এর কোন দোষই দেখতে পাচ্ছি না! হয়তো কোন আত্মা বা স্বর্গদূত দম্মেশকের পথে সত্যসত্যই তার সঙ্গে কথা বলেছেন!"

'তুমি ... না' যাত্রা 22:28

10এইভাবে গণ্ডগোল বাড়তে বাড়তে লড়াইয়ে
পরিণত হল। সেনাপতি ভয় পেয়ে গেলেন, যে তারা
হয়তো পৌলকে টেনে-হিঁচড়ে টুকরো টুকরো করে
ফেলবে; তাই তিনি হুকুম দিলেন যেন সৈন্যরা নেমে
গিয়ে ইহুদীদের মধ্য থেকে পৌলকে দুর্গে নিয়ে যায়।
11পরদিন রাত্রে প্রভু যীশু পৌলের কাছে এসে
দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, "সাহস কর! কারণ তুমি
আমার বিষয়ে যেমন জেরুশালেমে সাক্ষ্য দিয়েছ, তেমনি
রোমেও আমার কথা তোমাকে বলতে হবে!"
12পরের দিন সকালে ইহুদীরা জোট বেঁধে দিব্যি
করে বলল, পৌলকে হত্যা না করা পর্যন্ত তারা অন্ন
জল মুখে তুলবে না। 13যারা এই চক্রান্ত করেছিল
তারা সংখ্যায় প্রায় চল্লিশ জনের কিছু বেশী ছিল। 14সেই
ইহুদীরা প্রধান যাজক ও সমাজপতিদের কাছে গিয়ে
বলল, "আমরা শপথ করেছি যে, পৌলকে হত্যা না
করা পর্যন্ত আমরা অন্ন জল মুখে তুলব না! 15এখন
আপনারা মহাসভার সভ্যদের সঙ্গে সেনাপতির কাছে
আবেদন করুন, যেন তিনি আপনাদের কাছে পৌলকে
নামিয়ে আনেন, বলুন যে আপনারা তার কাছে আরো
কিছু প্রশ্ন করতে চান। সে এখানে আসার আগেই আমরা
তাকে হত্যা করার জন্য তৈরী রইলাম।"
16কিন্তু পৌলের এক ভাগ্নে এই চক্রান্তের কথা
জানতে পেরে দুর্গের মধ্যে ঢুকে পৌলকে সব কথা
জানিয়ে দিল। 17পৌল তখন শতপতিদের একজনকে
কাছে ডেকে বললেন, "আপনি এই যুবককে সেনাপতির
কাছে নিয়ে যান, কারণ তাকে এর কিছু বলার আছে।"
18তাতে তিনি সেই যুবককে সেনাপতির কাছে নিয়ে
গিয়ে বললেন, "বন্দী পৌল আমায় এই যুবককে আপনার
কাছে নিয়ে আসতে বললেন, কারণ এ আপনাকে কিছু
বলতে চায়।"
19তখন সেনাপতি যুবকটির হাত ধরে এক পাশে
নিয়ে গিয়ে একান্তে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি
আমায় কি বলতে চাও বল।"
20সেই যুবক বলল, "ইহুদীরা পরামর্শ করে ঠিক
করেছে যে তারা পৌলকে আরও বিশদভাবে প্রশ্ন করার
মিথ্যা অজুহাত নিয়ে আপনার কাছে এসে অনুরোধ
করবে যেন আপনি পৌলকে কাল মহাসভার সামনে
হাজির করেন। 21কিন্তু আপনি তাদের কথায় বিশ্বাস
করবেন না, কারণ তাদের মধ্যে চল্লিশ জনেরও বেশী
লোক পৌলকে হত্যা করার জন্য লুকিয়ে অপেক্ষা করে
আছে। তারা নিজেদের মধ্যে শপথ করেছে যে, পৌলকে
না মারা পর্যন্ত অন্ন জল মুখে তুলবে না। তারা কেবল
আপনার সম্মতির অপেক্ষায় আছে।"
22তখন সেনাপতি ঐ যুবককে এই বলে বিদায় দিলেন
যে, "সে যে তার সঙ্গে দেখা করেছে তা যেন কেউ না
জানতে পারে।"

পৌলকে কৈসরিয়ায় পাঠানো হল

23পরে তিনি দু'জন সেনাপতিকে কাছে ডেকে
বললেন, "দু'শো সৈনিককে রাত নটায় কৈসরিয়া যাবার
জন্য প্রস্তুত থাকতে বোল, এদের সঙ্গে দু'শো বর্শাধারী
ও সত্তর জন অশ্বারোহী সৈন্য নিও। 24পৌলের জন্যও
অশ্ব প্রস্তুত রেখো, তাতে করে তাকে রাজ্যপাল
ফীলিক্সের কাছে পৌঁছে দিও।" 25আর তিনি এরূপ
একটি পত্র লিখে সঙ্গে দিলেন:

26মহামহিম রাজ্যপাল ফীলিক্স সমীপেষু,
ক্লৌদিয় লুষিয়ের অভিবাদন গ্রহণ করুন।
27পৌল নামের লোকটিকে ইহুদীরা ধরে হত্যা
করতে উদ্যত হয়েছিল; কিন্তু আমি যখন জানতে
পারলাম যে সে রোমান নাগরিক তখন আমার
সৈন্যদের নিয়ে এসে তাকে উদ্ধার করে আনলাম।
28এর বিরুদ্ধে যে কি অভিযোগ আছে তা জানার
জন্য আমি একে ইহুদীদের মহাসভার সামনে আনি।
29সেখানে আমি বুঝতে পারলাম যে ইহুদীদের বিধি-
ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ওর উপর দোষারোপ
করা হচ্ছে, কিন্তু মৃত্যুদণ্ড দেওয়া বা কারাগারে
দেওয়ার মত এর কোন দোষ আমি পাই নি।
30এই লোকের বিরুদ্ধে হত্যার চক্রান্ত করা হচ্ছে,
একথা যখন আমাকে জানানো হল, তখন
তাড়াতাড়ি একে আমি আপনার কাছে পাঠালাম।
যারা এর উপর দোষারোপ করছে তাদেরও বলেছি,
তারা আপনার কাছে গিয়ে এর বিরুদ্ধে যা বলবার
বলবে।

31তখন সেনাপতির সেই আদেশ অনুসারে সেনারা
পৌলকে নিয়ে সেই রাতেই আন্তিপাত্রিতে গেল। 32পরদিন
তাঁর সঙ্গে কেবল অশ্বারোহী সৈন্যদের যাবার ব্যবস্থা
করে বাকী সৈন্যরা দুর্গে ফিরে এল। 33তারা কৈসরিয়ায়
পৌঁছে সেই পত্রখানি রাজ্যপালের হাতে দিয়ে পৌলকে
তাঁর কাছে হাজির করল। 34রাজ্যপাল পত্রখানি পড়ে
জিজ্ঞেস করলেন, "তার নিজের প্রদেশ কোনটি।" তিনি
জানতে পারলেন যে পৌল কিলিকিয়ার লোক, 35তখন
বললেন, "তোমার অভিযোগকারীরা এসে পৌঁছালে আমি
তোমার কথা শুনব।" এই কথা বলে তিনি পৌলকে
হেরোদের প্রাসাদে পাহারা দিয়ে রাখতে বললেন।

পৌলের বিরুদ্ধে ইহুদীদের অভিযোগ

24 পাঁচদিন পর মহাযাজক অননিয় ইহুদী সমাজের
কয়েকজন বৃদ্ধ নেতা ও উকিল তর্তুল্লকে সঙ্গে
নিয়ে সেখানে গেলেন; আর তারা পৌলের বিরুদ্ধে
রাজ্যপালের কাছে অভিযোগ দায়ের করলেন। 2পৌলকে
ডেকে পাঠানো হল, তখন ফীলিক্সের সামনে তর্তুল্ল
সওয়াল শুরু করলেন, "মহামান্য ফীলিক্স! আপনার
জন্যই আমরা মহাশান্তিতে আছি; আপনার দূরদৃষ্টির
জন্য এই জাতির অনেক সংস্কার সাধন হয়েছে। 3একথা
আমরা সকলে সর্বত্র সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার
করছি। 4কিন্তু বেশী কথা বলে আমি আপনার মূল্যবান
সময় নষ্ট করতে চাই না। এইজন্য আপনাকে অনুরোধ
করছি, আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের এই সামান্য
আবেদন শুনুন। দয়া করে ধৈর্য্য ধরুন। 5কারণ আমরা

দেখছি, এ লোকটাই হচ্ছে যত নষ্টের মূল। জগতে যেখানে যত ইহুদী আছে এ তাদের মধ্যে গণ্ডগোল পাকাচ্ছে, এ নাসরতীয় দলের একজন নেতা। 6আর এ আমাদের মন্দিরও অশুচি করতে চেয়েছিল, তাই আমরা একে ধরে এনেছি। 8* আমরা কি বিষয়ে এর প্রতি দোষারোপ করছি তা আপনি নিজে একে জিজ্ঞেস করলেই সব জানতে পারবেন।" 9সমবেত ইহুদীরাও এতে সায় দিয়ে বলল, "এ সবই সত্য।"

10রাজ্যপাল যখন পৌলকে বলার জন্য ইশারা করলেন, তখন পৌল বলতে শুরু করলেন, "রাজ্যপাল ফীলিক্স, আপনি অনেক বছর ধরে এই জাতির বিচার করছেন জেনে আমি আনন্দের সঙ্গে আত্মপক্ষ সমর্থন করছি। 11আপনি অনুসন্ধান করলে দেখবেন, আজ বারো দিনের বেশী হয়নি, আমি উপাসনা করার জন্য জেরুশালেমে গিয়েছিলাম। 12আর এই ইহুদীরা মন্দিরের মধ্যে আমাকে কারোর সঙ্গে ঝগড়া করতে বা সমাজ-গৃহে জনতাকে উত্তেজিত করতে দেখে নি। 13এরা আমার বিরুদ্ধে যে দোষারোপ করছে তার কোন প্রমাণ আপনাকে দিতে পারবে না। 14কিন্তু আপনার কাছে আমি একথা স্বীকার করছি; আমি যীশুর পথের অনুসারী হয়ে আমার পিতৃপুরুষদের ঈশ্বরের উপাসনা করি। আমার দোষারোপকারীরা বলছে যে সেই পথ ঠিক নয়। মোশির বিধি-ব্যবস্থায় যা কিছু লেখা আছে এবং ভাববাদীদের গ্রন্থে যা লেখা আছে আমি সে সবে বিশ্বাস করি। 15এদের মতো আমারও ঈশ্বরের ওপর প্রত্যাশা আছে যে ধার্মিক ও অধার্মিক উভয়েরই পুনরুত্থান হবে। 16এইজন্য আমিও সর্বদা সেইভাবে চলি যাতে ঈশ্বর ও মানুষের সামনে নিজের বিবেককে শুদ্ধ রাখতে পারি।

17"অনেক বছর পর আমি আমার জাতির লোকদের জন্য ত্রাণসামগ্রী নিয়ে এসেছিলাম এবং মন্দিরে নৈবেদ্য উৎসর্গ করতে গিয়েছিলাম। 18সেই সময় তারা আমাকে মন্দিরের মধ্যে শুচিশুদ্ধ অবস্থাতেই দেখেছিল। সেখানে তখন কোন ভিড় বা গণ্ডগোল হয় নি।

19এশিয়া থেকে কিছু ইহুদী সেখানে এসেছিল। আমার বিরুদ্ধে তাদের কিছু বলার থাকলে আপনার কাছে এসে তারা আমার প্রতি দোষারোপ করতে পারত। 20অথবা যারা এখানে উপস্থিত আছে তারাই বলুক আমি যখন মহাসভার সামনে ছিলাম, তারা কি আমার কোন দোষ দেখতে পেয়েছে? 21না কেবল তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে মৃতদের পুনরুত্থানের বিষয়ে আমার বিশ্বাস ঘোষণা করেছি বলে আজ আপনাদের সামনে আমার বিচার হচ্ছে!"

22ফীলিক্স সেই পথের বিষয় ভালভাবেই জানতেন; তাই তিনি বিচার স্থগিত রাখলেন, আর বললেন, "প্রধান সেনাপতি লুষিয় এলে আমি এর বিচার নিষ্পত্তি করব।"

23তিনি সেনাপতিকে হুকুম দিলেন, যেন পৌলকে প্রহরারত অবস্থায় রাখা হয়; কিন্তু কিছু স্বাধীনতাও তাকে দিলেন, বললেন, 'এর কোন বন্ধু যদি এর দেখাশোনা করতে আসে তবে বারণ কোর না।'

ফীলিক্স ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পৌলের কথা

24এর কয়েকদিন পর ফীলিক্স তাঁর ইহুদী স্ত্রী দ্রুষিল্লাকে নিয়ে সেখানে এলে পৌলকে ডেকে পাঠালেন। ফীলিক্স পৌলের মুখে খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসের কথা শুনলেন। 25কিন্তু পৌল যখন তাকে ন্যায়পরায়ণতা, আত্ম-সংযম ও ভবিষ্যতের মহাবিচারের কথা শোনাচ্ছিলেন, তখন ফীলিক্স বেশ ভয় পেয়ে গেলেন, আর বললেন, "তুমি এখন যাও আমার আবার সুযোগ হলে তোমায় ডেকে পাঠাবো।" 26এই সময় তিনি আশা করছিলেন যে পৌল তাকে টাকা দেবেন, তাই তিনি বার বার পৌলকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন।

27দু'বছর কেটে যাবার পর পর্কিয় ফীষ্ট ফীলিক্সের পদে নিযুক্ত হলেন। আর ফীলিক্স ইহুদীদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য পৌলকে বন্দী রেখে গেলেন।

পৌল কৈসরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন

25 ফীষ্ট সেই প্রদেশে এলেন, এর তিনদিন পর তিনি কৈসরিয়া থেকে জেরুশালেমে গেলেন। 2সেখানে প্রধান যাজকরা ও ইহুদী সমাজপতিরা তাঁর কাছে এসে পৌলের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ জানাল। 3ফীষ্টের কাছে তারা এই আবেদন জানাল যেন তিনি পৌলকে জেরুশালেমে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। তারা এই অনুগ্রহ দেখানোর অনুরোধ করেছিল কারণ তারা পথেই পৌলকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল। 4কিন্তু ফীষ্ট বললেন, "না, পৌল কৈসরিয়ায় বন্দী হয়ে আছে এবং আমি শিগ্‌গির কৈসরিয়ায় যাব। 5তাই তোমাদের মধ্যে যারা ক্ষমতায় আছে, তারা আমার সঙ্গে সেখানে চলুক। এই লোকটি যদি কিছু ভুল করে থাকে তবে তা সেখানেই পেশ করুক।"

6ফীষ্ট জেরুশালেমে প্রায় আট দশদিন থাকার পর কৈসরিয়ায় চলে গেলেন। পরের দিন তিনি বিচারালয়ে নিজের আসনে বসে পৌলকে সেখানে হাজির করতে হুকুম করলেন। 7পৌল সেখানে এলে জেরুশালেম থেকে যেসব ইহুদীরা এসেছিল তারা চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে তাঁর বিরুদ্ধে এমন সব জঘন্য অপরাধের কথা বলতে লাগল, যার কোন প্রমাণ তারা নিজেরাই দিতে পারল না। 8পৌল আত্মপক্ষ সমর্থন করে বললেন, "আমি ইহুদীদের বিধি-ব্যবস্থা বা মন্দির কিংবা কৈসরের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করিনি।"

9কিন্তু ইহুদীদের কাছে সুনাম পাবার আশায় ফীষ্ট পৌলকে বললেন, "তুমি কি জেরুশালেমে গিয়ে সেখানে আমার সামনে এসব বিষয়ে তোমার বিচার হয় তা চাও?"

10পৌল বললেন, "আমি কৈসরের বিচারালয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এখানেই আমার বিচার হওয়া উচিত। আমি

পদ 6-8 কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 6-8 যুক্ত করা হয়েছে: "আমরা তাঁকে আমাদের বিধি-ব্যবস্থা দিয়ে বিচার করতাম। 7 কিন্তু প্রধান সেনাপতি লূয়িস আমাদের কাছ থেকে তাঁকে জোর করে নিয়ে গেছে। 8 লূয়িস তার লোকদের আপনার কাছে এসে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে বলেছে।"

ইহুদীদের বিরুদ্ধে কিছুই করিনি, একথা আপনি ভালোভাবেই জানেন। 11আমি যদি কোন অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হই ও মৃত্যুদণ্ড পাবার যোগ্য হই, তবে আমি মৃত্যু থেকে রক্ষা পাবার জন্য বলব না। কিন্তু এরা আমার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করছে, এসব যদি সত্য না হয় তবে এদের হাতে কেউ আমাকে তুলে দিতে পারবে না, কারণ আমি কৈসরের কাছে আপীল করছি!"

12তখন ফীষ্ট তাঁর পরামর্শদাতাদের সঙ্গে কথা বললেন, পরে ফীষ্ট পৌলকে বললেন, "তুমি কৈসরের কাছে আপীল করেছ, তোমাকে কৈসরের কাছে পাঠানো হবে!"

রাজা আগ্রিপ্পর সামনে পৌল

13এর কিছু দিন পর রাজা আগ্রীপ্প ও বর্ণীকী কৈসরিয়ায় এসে ফীষ্টের সঙ্গে দেখা করলেন। 14তাঁরা সেখানে বেশ কিছু দিন থাকলেন। রাজার কাছে ফীষ্ট পৌলের বিষয় এইভাবে বললেন, "ফীলিক্স কোন একজন লোককে এখানে বন্দী করে রেখেছেন। 15আমি যখন জেরুশালেমে ছিলাম, সেই সময় ইহুদীদের প্রধান যাজকরা ও সমাজপতিরা তার বিরুদ্ধে আবেদন করে বিচার ও শাস্তি চেয়েছিল। 16আমি তাদের বলেছিলাম যে, 'যার নামে অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে, সে যতক্ষণ পর্যন্ত না অভিযোগকারীদের সামনে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পাচ্ছে, ততক্ষণ কোন লোককে তাদের হাতে তুলে দেওয়া রোমানদের নিয়ম নয়।' 17আর তারা আমার সঙ্গে এখানে এলে, আমি আর দেরী না করে, পরদিনই সেই বন্দীকে বিচারের জন্য আমার বিচারালয়ে আনাই। 18যখন তারা দাঁড়িয়ে তাকে দোষী সাব্যস্ত করতে গেল তখন তার বিরুদ্ধে যে রকম দোষের কথা আমি অনুমান করেছিলাম, তার অভিযোগকারীরা সেই রকম কোন দোষই দেখাতে পারল না। 19তার সাথে তাদের ধর্মসম্বন্ধে এবং যীশু নামে এক ব্যক্তি যিনি মরেছিলেন কিন্তু যাকে পৌল জীবিত বলে প্রচার করত, সে সম্বন্ধে কিছু মতপার্থক্য ছিল। 20আমি বুঝে উঠতে পারলাম না যে এই ধরনের প্রশ্নগুলির উত্তর কিভাবে অনুসন্ধান করা হবে, তাই তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি জেরুশালেমে গিয়ে সেখানে এই বিষয়ের বিচার হোক তাই চাও?' 21কিন্তু পৌল কৈসরের কাছে বিচার চেয়ে কারাগারে থাকার জন্য আপীল করায়, যতদিন না আমি তাকে কৈসরের কাছে পাঠাতে পারছি ততদিন কারাগারে রাখার নির্দেশ দিয়েছি।"

22আগ্রিপ্প বললেন, "হ্যাঁ, আমিও নিজে তার কথা শুনতে চেয়েছিলাম।"

ফীষ্ট বললেন, "বেশ, কালই শুনবেন।"

23পরদিন রাজা আগ্রিপ্প ও বর্ণীকী খুব জাঁকজমকের সাথে এসে সভা ঘরে ঢুকলেন; তাঁদের সঙ্গে সেনাপতিরা ও শহরের গণ্যমান্য লোকেরাও ছিলেন। ফীষ্টের হুকুমে পৌলকে সেখানে নিয়ে আসা হল। 24তখন ফীষ্ট বললেন, "হে রাজা আগ্রিপ্প ও আমাদের সঙ্গে যারা উপস্থিত আছেন তারা এই লোককে দেখছেন, যার বিরুদ্ধে এখানকার ও জেরুশালেমের সমস্ত ইহুদী সমাজ আমার কাছে চিৎকার করছে যে এই লোকের আর বেঁচে থাকা উচিৎ নয়। 25কিন্তু এর মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য কোন অপরাধই আমি পাই নি। এ যখন নিজে সম্রাটের কাছে আপীল করেছে, তখন আমি সেখানে একে পাঠাব বলে স্থির করেছি। 26কিন্তু সম্রাটের কাছে এর বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কি লিখব তা জানি না। সেইজন্য আমি আপনাদের সামনে, বিশেষ করে রাজা আগ্রিপ্পর সামনে একে হাজির করেছি, যেন একে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর আমি কিছু পাই যে সম্বন্ধে লিখতে পারি। 27কারণ বন্দীকে পাঠাবার সময় তার বিরুদ্ধে অভিযোগের বিবরণ না দেওয়া আমি যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি না।"

রাজা আগ্রিপ্পর সামনে পৌল

26আগ্রিপ্প পৌলকে বললেন, "এখন আত্মপক্ষ সমর্থন করতে তোমার যা বলার আছে তা তোমাকে বলতে অনুমতি দেওয়া হল।"

তখন পৌল হাত প্রসারিত করে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে থাকলেন। 2তিনি বললেন, "হে রাজা আগ্রিপ্প, ইহুদীরা আমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ এনেছে, সে বিষয়ে আজ আপনার সামনে আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। 3বিশেষ করে ইহুদীদের রীতি-নীতি ও নানা প্রশ্নের বিষয়ে আপনি অভিজ্ঞ, এইজন্য আপনার কাছে কথা বলার সুযোগ পেয়ে আমি বড়ই আনন্দিত। তাই আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি ধৈর্য্য ধরে আমার কথা শুনুন।

4"তারা জানে যে শুরু থেকেই আমি এই জেরুশালেমে আমার স্বজাতির মধ্যেই জীবন কাটিয়েছি এবং আমি কিভাবে জীবন-যাপন করেছি। 5এই ইহুদীরা দীর্ঘদিন ধরে আমায় চেনে; আর তারা যদি ইচ্ছা করে তবে এ সাক্ষ্য দিতে পারে যে আমি একজন ফরীশীর মতোই জীবন-যাপন করেছি। ফরীশীরাই ইহুদী ধর্মের বিধি-ব্যবস্থা অন্যান্য দলের চেয়ে সুক্ষ্মভাবে পালন করে। 6আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সে সব পূর্ণ হবার প্রত্যাশায় আছি বলেই আজ আমার বিচার হচ্ছে। 7আমাদের বারো বংশ দিনরাত একাগ্রভাবে উপাসনা করতে করতে সেই প্রতিশ্রুতির ফল পাবার প্রত্যাশা করছে। আর হে রাজা আগ্রিপ্প, ঈশ্বর আমাদের পূর্বপুরুষদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাতে প্রত্যাশা করার জন্যই ইহুদীরা আমার ওপর দোষারোপ করছে। 8ঈশ্বর মৃতদের পুনরুত্থিত করেন একথা কেন আপনাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে?

9আমিও তো মনে করতাম যে নাসরতীয় যীশুর নামের বিরুদ্ধে যা কিছু করা সম্ভব তা করাই আমার অবশ্য কর্তব্য; 10আর জেরুশালেমে আমি তাই করতাম। আমি প্রধান যাজকদের কাছ থেকে কর্তৃত্বের অধিকার নিয়ে বহু বিশ্বাসীকে কারাগারে বন্ধ করেছি আর তাদের মৃত্যুদণ্ডের সময় আমি আমার পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছি। 11সমস্ত সমাজ-গৃহে আমি প্রায়ই তাদের শাস্তি দিয়ে

জোর করে যীশুর নিন্দা করাবার চেষ্টা করতাম। তাদের বিরুদ্ধে আমার ক্ষোভ এতই প্রচণ্ড হয়ে উঠেছিল যে বিদেশের শহরগুলিতে গিয়েও আমি তাদের নির্যাতন করতাম।

পৌল যীশুর দর্শন বিষয়ে বললেন

12"এই কারণেই একবার আমি প্রধান যাজকদের
কাছ থেকে ক্ষমতা ও হুকুমনামা নিয়ে দম্মেশকে
যাচ্ছিলাম। 13পথে একদিন দুপুরবেলায়, হে মহারাজ,
আমি দেখলাম সূর্যের চেয়েও এক উজ্জ্বল আলো আকাশ
থেকে আমার ও আমার সহযাত্রীদের চারদিকে ছড়িয়ে
পড়ল। 14আমরা মাটিতে পড়ে গেলাম, আর এক রব
শুনতে পেলাম যা ইব্রীয় ভাষায় আমায় বলছে, 'শৌল,
শৌল, আমায় নির্যাতন করছ কেন? আমার বিরুদ্ধে
উঠে তুমি নিজেরই ক্ষতি করছ।' 15তখন আমি বললাম,
'প্রভু, আপনি কে?' প্রভু বললেন, 'আমি যীশু, যাঁকে
তুমি নির্যাতন করছ। 16তুমি নিজের পায়ে ভর দিয়ে
দাঁড়াও! আমার সেবক হবার জন্যই আমি তোমাকে
মনোনীত করেছি। তুমি অন্যের কাছে আমার সাক্ষী
হবে। তুমি যে যে বিষয় আজ দেখলে ও ভবিষ্যতে যা
যা আমি তোমায় দেখাব, সে সব সকল লোকের কাছে
সাক্ষী দাও। এইজন্যই তোমার কাছে আজ আমি নিজে
দেখা দিয়েছি। 17তোমার আপন লোক ইহুদীদের হাত
থেকে তোমায় আমি রক্ষা করব। আর আমি তোমাকে
অইহুদীদের কাছে পাঠাচ্ছি। 18তুমি তাদের চোখ খুলে
দেবে যেন তারা সত্য দেখে ও অন্ধকার থেকে আলোতে
ফিরে আসে; আর শয়তানের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হয়ে
ঈশ্বরের প্রতি ফিরলে তাদের সব পাপ ক্ষমা হবে।
আমার উপর বিশ্বাস করে যারা পবিত্র হয়েছে, তারা
তাদের সহভাগী হবে।"'

পৌল তাঁর কাজের সম্বন্ধে বললেন

19পৌল বলতে থাকলেন, "হে মহারাজ আগ্রিপ্প,
আমি সেই স্বর্গীয় দর্শনের অবাধ্য হই নি। 20আমি
লোকদের বলতে শুরু করলাম যেন তারা মন-ফিরায়
ও ঈশ্বরের দিকে ফেরে। আমি তাদের বললাম তারা
যেন ভাল কাজ করে প্রমাণ দেয় যে সত্যি করে মন-
ফিরিয়েছে। প্রথমে আমি এসব কথা দম্মেশকের
লোকদের কাছে প্রচার করলাম। পরে আমি এগুলি
জেরুশালেমে ও যিহূদিয়ার সর্বত্র এবং অইহুদীদের
কাছেও বললাম। 21এই জন্যই যখন আমি মন্দিরে
ছিলাম, ইহুদীরা সেখান থেকে আমাকে ধরে এনে হত্যা
করতে চেয়েছিল। 22কিন্তু আজ পর্যন্ত ঈশ্বরের সাহায্য
আমার আছে। তাই এখানে ছোট ও বড় সকলের সামনে
দাঁড়িয়ে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি। মোশি ও ভাববাদীরা যা
ঘটবে বলে গেছেন, সেটা ছাড়া আমি আর অন্য কোন
কথা বলছি না। 23তাঁরা বলে গেছেন, খ্রীষ্টকে মৃত্যুভোগ
করতে হবে ও মৃতদের মধ্য থেকে তিনিই হবেন প্রথম
পুনরুত্থিত, ইহুদী কি অইহুদী সবার কাছে তিনিই
জ্যোতির বার্তা নিয়ে আসবেন।"

পৌল আগ্রিপ্পকে বোঝালেন

24পৌল যখন এভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করছেন
তখন ফীষ্ট চিৎকার করে বলে উঠলেন, "পৌল তুমি
পাগল! অত্যাধিক অধ্যয়নের ফলে তোমার মাথা খারাপ
হয়ে গেছে!"

25পৌল বললেন, "হে মহামান্য ফীষ্ট আমি পাগল
নই, বরং, আমি যা বলছি তা সত্য ও বোধগম্য।
26রাজা আগ্রিপ্প এবিষয়ে সবই জানেন। তার
সামনে আমি সাহসের সঙ্গে একথা বলছি। আমি
সুনিশ্চিত যে, এসব বিষয় তিনি শুনেছেন, কারণ
এসব এমন প্রকাশ্য স্থানে ঘটেছে যেন তা সকলে
দেখতে পায়। 27আগ্রিপ্প, আপনি কি ভাববাদীরা যা
লিখে গেছেন তা বিশ্বাস করেন? আমি জানি আপনি
তা করেন।"

28তখন আগ্রিপ্প পৌলকে বললেন, "তুমি কি মনে
করছ, আমাকে এত অল্প সময়ের মধ্যে খ্রীষ্টীয়ান করতে
পারবে?"

29পৌল বললেন, "ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি অল্প
সময়ের মধ্যে হোক কি অধিক সময়ের মধ্যে হোক,
সেটা বড় কথা নয় কেবল আপনি নন, আজ যত লোক
আমার কথা শুনছেন তারা সকলেই যেন আমারই মত
হন–কেবল বন্দীত্বের শেকল ছাড়া!"

30তখন রাজা, রাজ্যপাল ও বর্ণীকী আর তাঁদের
সঙ্গে যারা বসেছিলেন সকলে উঠে পড়লেন। 31আর
অন্য জায়গায় গিয়ে পরস্পর আলোচনা করে বললেন,
"প্রাণদণ্ড বা কারাগারে দেবার মতো কোন অপরাধই
এই লোকটা করেনি।" 32আগ্রিপ্প ফীষ্টকে বললেন, "এ
যদি কৈসরের কাছে আপীল না করত, তবে একে আমরা
মুক্তি দিতে পারতাম।"

রোমের পথে পৌলের যাত্রা

27 যখন ঠিক হল যে আমরা জাহাজে করে
ইতালিতে যাব, তখন পৌল ও অন্য কিছু বন্দীকে
রাজকীয় রক্ষীবাহিনীর সেনাপতি যুলিয়র হাতে তুলে
দেওয়া হল। 2আমরা আদ্রামুত্তীয় থেকে আসা একটি
জাহাজে উঠলাম; এই জাহাজটির এশিয়ার উপকূলের
বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল। থিষলনীকীয়
থেকে আরিষ্টার্খ নামে একজন মাকিদনিয়ান আমাদের
সঙ্গে ছিলেন। 3পরের দিন আমাদের জাহাজ সীদোনে
পৌঁছল। যুলিয় পৌলের সঙ্গে বেশ ভাল ব্যবহার করলেন।
তিনি পৌলকে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে
যাবার অনুমতি দিলেন। সেই বন্ধুরা পৌলের প্রয়োজনীয়
সামগ্রী যোগাতেন। 4সেখান থেকে আমরা জাহাজ খুলে
সীদোন শহর ছেড়ে চললাম। প্রতিকূল বাতাসের জন্য
কুপ্র দ্বীপের কাছাকাছি অঞ্চল দিয়ে চললাম; 5আর
কিলিকিয়ার ও পাম্ফুলিয়ার প্রদেশ ছেড়ে সমুদ্রপথে
লুকিয়া প্রদেশের মুরা বন্দরে এলাম। 6সেখানে
সেনাপতি ইতালিতে যাবার জন্য আলেকসান্দ্রীয়ায় এক
জাহাজ দেখতে পেয়ে আমাদেরকে সেই জাহাজে তুলে
দিলেন।

7বহুদিন ধরে আমরা খুব আস্তে আস্তে চললাম
এবং বহুকষ্টে ক্লীদে এসে পৌঁছালাম। বাতাসের কারণে
আমরা আর এগোতে পারলাম না, তাই সল্‌মোনী
বন্দরের উল্টোদিকে ক্রীতি দ্বীপের ধার ঘেঁসে চললাম।
8পরে বহুকষ্টে উপকূলের ধার ঘেঁষে চলতে চলতে লাসেয়া
শহরের কাছে 'সুন্দর' পোতাশ্রয়ে এসে পৌঁছালাম।

9এইভাবে বহু সময় নষ্ট হল, আর জলযাত্রা তখন
খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল, এদিকে উপবাস পর্বের
সময়ও চলে গেল। তাই পৌল তাদের সাবধান করে
দিয়ে বললেন, 10"মহাশয়েরা, আমি দেখছি, এই যাত্রায়
অনিষ্ট ও অনেক ক্ষতি হবে, তা যে কেবল মালের বা
জাহাজের হবে তাই নয়, এমন কি আমাদের জীবনেরও
ক্ষতি হবে।" 11কিন্তু সেনাপতি পৌলের কথার চেয়ে
জাহাজের কাপ্তেন ও তার মালিকের কথার গুরুত্ব
দিলেন। 12সেই বন্দরটি শীতকাল কাটাবার পক্ষে উপযুক্ত
না হওয়াতে জাহাজের অধিকাংশ লোক একমত হলেন
যেন জাহাজ খুলে যাত্রা শুরু করা হয় যাতে কোন
রকমে ফৈনীকায় পৌঁছে সেখানে তারা শীতকালটা
কাটাতে পারে। সেই স্থানটি ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম ও
উত্তর-পশ্চিম অভিমুখী ক্রীত দ্বীপের একটি বন্দর।

ঘূর্ণি ঝড়ের মধ্যে জাহাজ

13আর যখন অনুকূল দক্ষিণা বাতাস বইতে শুরু
করল তখন তাদের মনে হল তারা যা চাইছিল তা
পেয়েছে; তাই তারা নোঙ্গর তুলে ক্রীতের ধার ঘেঁষে
চলতে শুরু করল। 14কিন্তু এর কিছু পরেই দ্বীপের ভেতর
থেকে প্রচণ্ড এক ঘূর্ণি ঝড় উঠল, এই ঝড়কে "ঈশান-
বায়ু" বলে। 15আমাদের জাহাজ সেই ঝড়ের মধ্যে পড়ল,
ঝড় কাটিয়ে যেতে পারল না। তাই আমরা আমাদের
জাহাজকে ভেসে যেতে দিলাম। 16কৌদা নামে এক
ছোট দ্বীপের আড়ালে চলার সময় জাহাজের সঙ্গে যে
ছোট ডিঙ্গিটা ছিল তা আমরা বহু কষ্টে টেনে তুলে
ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচালাম। 17এটা তোলার পর
লোকেরা জাহাজটাকে মোটা দড়ি দিয়ে ভাল করে
বাঁধল। তারা ভয় করছিল যে জাহাজটি হয়তো সুর্ত্তীর
চোরা বালিতে গিয়ে পড়তে পারে, তাই তারা পাল
নামিয়ে নিয়ে জাহাজটাকে বাতাসের টানে চলতে দিল।
18ঝড়ের প্রকোপ বাড়তে থাকায়, পর দিন খালাসীরা
জাহাজের খোল থেকে ভারী ভারী মাল জলে ফেলে
দিতে লাগল। 19তৃতীয় দিনে তারা নিজেরাই হাতে
করে জাহাজের কিছু সাজ-সরঞ্জাম জলে ফেলে দিল।
20অনেক দিন যাবৎ যখন সূর্য কি নক্ষত্রগণের মুখ
দেখা গেল না, আর ঝড়ও প্রচণ্ড উত্তাল হতে থাকল,
শেষ পর্যন্ত আমাদের বাঁচার আশা রইল না।

21অনেক দিন ধরেই সকলে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ
করেছিল। তখন পৌল তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন,
"মহাশয়েরা, আমার কথা শুনে ক্রীতি থেকে জাহাজ
না ছাড়া আপনাদের উচিত ছিল, তাহলে আজকের
এই ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে পারতেন। 22কিন্তু এখনও আমি
বলছি সাহস করুন, একথা জানবেন আপনাদের কারোর
প্রাণহানি হবে না শুধু জাহাজটি হারাতে হবে। 23কারণ
আমি যে ঈশ্বরের উপাসনা করি সেই ঈশ্বরের এক
স্বর্গদূত গত রাতে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, 24'পৌল
ভয় পেও না! তোমাকে কৈসরের সামনে অবশ্যই দাঁড়াতে
হবে। ঈশ্বর তোমার জন্য এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে,
তিনি তোমার সহযাত্রীদের প্রাণ রক্ষা করবেন।' 25তাই
মহাশয়েরা, আপনারা সাহস করুন, কারণ ঈশ্বরের ওপর
আমার বিশ্বাস আছে যে আমাকে যা বলা হয়েছে ঠিক
সেরকমই ঘটবে। 26কিন্তু কোন দ্বীপে গিয়ে আমাদের
আছড়ে পড়তে হবে।"

27এইভাবে ঝড়ের মধ্যে চৌদ্দ রাত আদ্রিয়া সমুদ্রে
ইতস্ততঃ ভাসমান অবস্থায় থাকার পর মাঝ রাতে
নাবিকদের মনে হল যে জাহাজটি কোন ডাঙ্গার দিকে
এগিয়ে চলছে। 28সেখানে তারা জলের গভীরতা মাপলে
দেখা গেল তা একশো কুড়ি ফুট। এর কিছু পরে ফের
জল মাপলে, জলের গভীরতা নব্বুই ফুটে দাঁড়াল।
29তারা ভয় করতে লাগল যে জাহাজটি হয়তো কিনারে
পাথরের গায়ে ধাক্কা খাবে। তাই নাবিকেরা জাহাজের
পেছন দিক থেকে চারটি নোঙ্গর নামিয়ে দিল, প্রার্থনা
করল যেন শীঘ্র ভোর হয়। 30নাবিকদের মধ্যে কেউ
কেউ জাহাজ ছেড়ে পালাবার মতলব করল, তাই নোঙ্গর
ফেলার আছিলায় জাহাজের মধ্য থেকে ডিঙ্গি খানি নিচে
নামিয়ে দিল। 31কিন্তু পৌল সেনাপতি ও সৈন্যদের
উদ্দেশ্যে বললেন, "এই লোকেরা যদি জাহাজে না
থাকে তবে আপনারা রক্ষা পাবেন না।" 32তখন সৈন্যরা
ডিঙ্গির দড়ি কেটে দিল, আর তা জলে গিয়ে পড়ল।

33এরপর ভোর হয়ে এলে পৌল সকলকে কিছু খেয়ে
নেবার জন্য অনুরোধ করে বললেন, "আজ চৌদ্দ দিন
হল আপনারা অপেক্ষা করে আছেন, কিছু না খেয়ে
উপোস করে আছেন। 34আমি আপনাদের অনুরোধ
করছি কিছু খেয়ে নিন, বেঁচে থাকার জন্য এর প্রয়োজন
আছে, কারণ আপনাদের কারোর একগাছি চুলেরও ক্ষতি
হবে না।" 35এই কথা বলে পৌল রুটি নিয়ে তাদের
সকলের সামনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন, আর তা ভেঙ্গে
খেতে শুরু করলেন। 36তখন সকলে উৎসাহ পেয়ে
খেতে শুরু করল। 37আমরা মোট দু'শ ছিয়াত্তর জন
লোক জাহাজে ছিলাম। 38সকলে পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেলে
পর বাকী শস্য সমুদ্রে ফেলে দিয়ে জাহাজটি হাল্কা
করা হল।

জাহাজ ধ্বংস হল

39দিন হলে পর তারা সেই জায়গাটা চিনতে পারল
না; কিন্তু এমন এক খাড়ি দেখতে পেল যার বড় বালুতট
ছিল। তারা ঠিক করল যদি সম্ভব হয় তবে ঐ বালুতটের
ওপরে জাহাজটা তুলে দেবে। 40এই আশায় তারা নোঙ্গর
কেটে দিল আর তা সমুদ্রেই পড়ে রইল। এরপর হালের
বাঁধন খুলে দিয়ে বাতাসের সামনে পাল তুলে সেই
বেলাভূমি লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল। 41কিন্তু একটু
এগোতেই তারা বালিয়াড়িতে এসে ধাক্কা খেল,
জাহাজের সামনের দিকটা বালিতে বসে গিয়ে অচল

হয়ে পড়ল, ফলে ঢেউয়ের আঘাতে পিছনের দিকটা ভেঙ্গে যেতে লাগল। 42তখন সৈন্যরা বন্দীদের হত্যা করার জন্য ঠিক করল, পাছে তাদের কেউ সাঁতার কেটে পালায়। 43কিন্তু সেনাপতি পৌলকে বাঁচাবার আশায় তাদের এই কাজ করতে নিষেধ করলেন, হুকুম দিলেন যেন যারা সাঁতার জানে তারা ঝাঁপ দিয়ে আগে ডাঙ্গায় ওঠে। 44বাকী সকলে যেন জাহাজের ভাঙ্গা তক্তা বা কোন কিছু ধরে কিনারে যেতে চেষ্টা করে। এইভাবে সকলেই নিরাপদে তীরে এসে পৌঁছাল।

পৌল মিলিতা দ্বীপে

28 এইভাবে সকলে নিরাপদে তীরে পৌঁছে জানতে পারলাম যে আমরা মিলিতা দ্বীপে উঠেছি। 2সেখানকার লোকেরা আমাদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করল। বৃষ্টি পড়ার দরুণ খুব ঠাণ্ডা হওয়ায় তারা আগুন জ্বেলে আমাদের সকলকে স্বাগত জানাল। 3পৌল এক বোঝা শুকনো কাঠ যোগাড় করে এনে আগুনের ওপর ফেলে দিলে আগুনের ঝল্কায় একটা বিষধর সাপ বেরিয়ে এসে পৌলের হাতে জড়িয়ে ধরল। 4তখন সেই দ্বীপের লোকেরা তার হাতে সাপটাকে ঝুলতে দেখে বলাবলি করতে লাগল, "এ লোকটা নিশ্চয় খুনী, সমুদ্রে ঝড়ের হাত থেকে বাঁচলেও ন্যায় একে বাঁচতে দিল না।" 5কিন্তু পৌল হাত ঝেড়ে সেই সাপটাকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিলেন, তার কোন ক্ষতি হল না। 6এই ব্যাপার দেখে তারা মনে করল হয় পৌলের শরীর ফুলে উঠবে, নয়তো তিনি হঠাৎ মারা যাবেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও তার কিছুই ক্ষতি হল না দেখে তারা পৌল সম্বন্ধে তাদের মত বদল করে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, "ইনি নিশ্চয় দেবতা।"

7সেই জায়গার কাছেই দ্বীপের প্রধান কর্মকর্তা জমিদার পুব্লিয় থাকতেন। তিনি তাঁর বাড়িতে আমাদের সাদরে নিয়ে গেলেন। তিনি আমাদের প্রতি খুব ভাল ব্যবহার করলেন আর তিন দিন ধরে আমাদের আতিথ্য করলেন। 8সেই সময় পুব্লিয়ের বাবা খুব অসুস্থ ছিলেন। তিনি জ্বর ও আমাশা রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। পৌল তাঁকে দেখার জন্য ভেতরে গেলেন। এরপর তিনি প্রার্থনা করে তাঁর ওপর দুহাত রাখলে তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন। 9এই ঘটনার পর ঐ দ্বীপে অন্য যত রোগী ছিল তারা পৌলের কাছে এসে রোগ মুক্ত হল। 10-11ঐ দ্বীপের লোকেরা আমাদের অনেক উপহার দিয়ে সম্মান দেখাল, আমরা সেখানে তিন মাস থাকলাম আর আমাদের যাত্রা পথের জন্য যা যা প্রয়োজন সে সব জিনিস এনে তারা জাহাজে তুলে দিল।

পৌল রোমে গেলেন

তিন মাস পর আমরা আলেক্সান্দ্রীয় এক জাহাজে উঠে যাত্রা করলাম, সেই দ্বীপে শীতকাল এসে পড়ায় ঐ জাহাজটি নোঙ্গর করে রাখা ছিল। জাহাজটিতে "যমজ-দেবের" মূর্তি খোদাই করা ছিল। 12আমরা প্রথমে সুরাকূষে এলাম, সেখানে তিন দিন থাকলাম। 13সেখান থেকে যাত্রা করে আমরা রীগিয়ে পৌঁছালাম। পরদিন দক্ষিনা বাতাস বইতে শুরু করলে আমরা জাহাজ ছাড়তে পারলাম, এবং দ্বিতীয় দিনে পূতিয়লীতে পৌঁছালাম। 14সেখানে আমরা কয়েকজন ভাইয়ের দেখা পেলাম। তাঁরা সেখানে সাতদিন থাকার জন্য আমাদের অনুরোধ করলেন। এইভাবে আমরা রোমে এসে পৌঁছলাম। 15রোমের ভাইয়েরা আমাদের কথা জানতে পেরে আপ্পিয়ের বাজার ও তিন-সরাই পর্যন্ত এগিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁদের দেখে পৌল ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন ও উৎসাহ বোধ করতে লাগলেন।

রোমে পৌল

16রোমে পৌল একা থাকার অনুমতি পেলেন; কিন্তু একজন সৈনিককে তাঁর প্রহরায় রাখা হল।

17তিন দিন পর তিনি ইহুদীদের প্রধান প্রধান লোকদের এক সভায় আহ্বান করলেন। তারা সমবেত হলে, তিনি তাদের বললেন, "আমার ইহুদী ভাইয়েরা, যদিও আমি আমার নিজের লোকদের বিরুদ্ধে বা আমাদের পিতৃপুরুষদের দেওয়া রীতি-নীতির বিরুদ্ধে কিছুই করি নি, তবু জেরুশালেমের এক বন্দী হিসাবে আমাকে রোমানদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। 18তারা আমার বিচার করে, আর মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য কোন দোষ আমার মধ্যে না পেয়ে আমাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিল। 19কিন্তু স্থানীয় ইহুদীরা তার বিরোধিতা করায় আমি কৈসরের কাছে আপীল করতে বাধ্য হলাম। আমি একথা বলছি না যে আমার স্বজাতির লোকেরা কোন অন্যায় করেছে। 20এই শৃঙ্খলে বন্দী আছি বলে আমি আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ও আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম, কারণ আমি ইস্রায়েলের প্রত্যাশাতে বিশ্বাসী।"

21ইহুদী নেতারা পৌলকে বললেন, "যিহূদিয়া থেকে আমরা আপনার বিষয়ে কোন চিঠি পাই নি। ভাইয়েদের মধ্যে থেকেও কেউ এখানে এসে আপনার বিষয়ে খারাপ কোন খবর দেয় নি বা কথাও বলে নি। 22কিন্তু আপনার মত কি তা আপনার মুখ থেকেই আমরা শুনতে চাই, কারণ এই দলের বিষয়ে আমরা জানি যে লোকেরা সর্বত্র এর বিরুদ্ধে বলে থাকে।"

23পরে তাঁরা একটা দিন স্থির করে সেই দিনে অনেকে তাঁর বাসায় এলেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি তাদের কাছে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে বললেন, বোঝালেন ও সাক্ষ্য দিলেন। মোশির বিধি-ব্যবস্থা ও ভাববাদীদের গ্রন্থগুলি থেকে তিনি যীশুর বিষয় তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন।

24তাঁর কথায় বেশ কিছু ইহুদী বিশ্বাস করল আবার অনেকে তা বিশ্বাস করল না। 25এইভাবে তাদের মধ্যে মতের মিল না হওয়ায় তারা যে যার চলে যেতে শুরু করল। তাদের যাবার আগে পৌল তাদের এই কথাটি বলেছিলেন : "পবিত্র আত্মা ভাববাদী যিশাইয়র মাধ্যমে

আপনাদের পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে ভালই বলেছিলেন। যেমন:

26‘এই লোকদের কাছে যাও, আর তাদের বল,
তোমরা শুনবে আর শুনবে, কিন্তু তোমরা বুঝবে না।
তোমরা কেবল তাকিয়ে থাকবে কিন্তু দেখতে পাবে না।
27কারণ এই লোকেদের অন্তঃকরণ অসাড় হয়ে গেছে,
তাদের কান আছে বটে কিন্তু তারা শুনতে পায় না।
এই লোকেরা সত্যের প্রতি চোখ বুঁজে রয়েছে। এইসব ঘটেছে যেন লোকেরা তাদের চোখ দিয়ে দেখতে না পায়,
তাদের কান দিয়ে শুনতে না পায় ও হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি না করে।
এইসব ঘটেছে যেন তারা আমার কাছে ফিরে না আসে,
পাছে আমি তাদের আরোগ্য দান করি।’ *যিশাইয় 6:9-10*

28“তাই ইহুদী ভাইয়েরা আপনারা জেনে রাখুন, ঈশ্বরের দেওয়া এই পরিত্রাণ অইহুদীদের কাছেও পাঠানো হল, আর তারা তা শুনবে!” 29 *

30পৌল তাঁর নিজের ভাড়া বাড়িতে পুরো দুই বৎসর থাকলেন; যতলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত, তিনি তাদের সকলকে সাদরে গ্রহণ করতেন। 31তিনি সম্পূর্ণ সাহসের সাথে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে প্রচার করতেন। তিনি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে শিক্ষা দিতেন এবং কেউ তাঁকে প্রচারে বাধা দিত না।

পদ 29 কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 29 যুক্ত করা হয়েছে: “পৌল এই কথা বলার পর ইহুদীরা তাকে ছেড়ে চলে গেল এবং নিজেদের মধ্যে তর্ক করল।”

রোমীয়দের প্রতি পত্র

1 যীশু খ্রীষ্টের দাস পৌলের কাছ থেকে–ঈশ্বর আমাকে
প্রেরিত হবার জন্য আহ্বান করেছেন। সমস্ত মানুষের
কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচারের জন্য আমাকে মনোনীত
করা হয়েছিল।
2ঈশ্বর বহুপূর্বেই মানুষের কাছে এই সুসমাচার পৌঁছে
দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই প্রতিশ্রুতি দিতে
ঈশ্বর তাঁর ভাববাদীদের ব্যবহার করেছিলেন। পবিত্র
শাস্ত্রে এই প্রতিশ্রুতির কথা লেখা ছিল। 3-4ঈশ্বরের পুত্র
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ই হল এই সুসমাচার।
মানবরূপে তিনি দায়ূদের বংশে জন্মেছিলেন; কিন্তু যীশু
খ্রীষ্ট যে ঈশ্বরের পুত্র তা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে দেখানো
হল। মৃতদের মধ্য হতে মহাপরাক্রমে তাঁর পুনরুত্থানও
প্রমাণ করে যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র। 5খ্রীষ্টের মাধ্যমে
ঈশ্বর আমাকে প্রেরিতের এই বিশেষ কাজ দিয়েছেন,
যেন সর্বজাতির লোকদের আমি বিশ্বাস ও বাধ্যতার
পথে নিয়ে যাই। একাজ আমি খ্রীষ্টের জন্যই করছি।
6রোমনিবাসীরা, তোমরাও তাদের মধ্যে যীশু খ্রীষ্টের
আহুত লোক হিসাবে আছ।
7হে রোমনিবাসীগণ, তোমরা যারা ঈশ্বরের পবিত্র
লোক হবার জন্য আহুত তাদের সকলকে এই চিঠি
লিখছি। তোমরা তাঁর ভালবাসার পাত্র।
আমাদের ঈশ্বর পিতা ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হতে
তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও শান্তি বর্তুক।

ধন্যবাদের প্রার্থনা

8প্রথমেই আমি তোমাদের সকলের জন্য যীশু খ্রীষ্টের
মধ্য দিয়ে আমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই কারণ তাঁর প্রতি তোমাদের
এই মহাবিশ্বাসের কথা জগতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।
9-10আমার প্রার্থনার সময় প্রতিবারই আমি তোমাদের
মনে করি। ঈশ্বর জানেন যে একথা সত্য। আমি তাঁর
পুত্রবিষয়ক সুসমাচার লোকদের কাছে প্রচার দ্বারা
আত্মাতে ঈশ্বরের উপাসনা করি। আমি ঈশ্বরের
কাছে প্রার্থনা করছি যেন তোমাদের সবার কাছে
যাবার অনুমতি পাই; আর ঈশ্বর যদি ইচ্ছা করেন
তবেই তা সম্ভব হবে। 11আমি তোমাদের দেখার জন্য
বড়ই উৎসুক। তোমাদের শক্তিশালী করে তোলার জন্য
আমি সকলকে কিছু আত্মিক বর দিতে চাই। 12আমি
বলতে চাই–আমাদের যে বিশ্বাস রয়েছে, তার দ্বারা যেন
পরস্পর উদ্বুদ্ধ হই। 13ভাই ও বোনেরা, আমি চাই যে
তোমরা জান আমি বহুবার তোমাদের কাছে যেতে
চেষ্টা করেছি, কিন্তু বাধা পেয়েছি। আমি তোমাদের
কাছে যেতে চেয়েছি যাতে তোমাদের আত্মিকভাবে বৃদ্ধি
পেতে সাহায্য করতে পারি। অন্যান্য অইহুদী লোকদের
আমি যেমন সাহায্য করেছি, তেমনি আমি
তোমাদেরকেও সাহায্য করতে চাই।
14আমার উচিত সকলের সেবা করা, তা সে গ্রীক
হোক বা না হোক, বিজ্ঞ বা মূর্খ হোক। 15এই কারণেই
রোমে তোমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করবার জন্য
আমি এত আগ্রহী।
16সুসমাচারের জন্য আমি গর্ববোধ করি। সুসমাচারই
হল সেই শক্তি, যে শক্তির দ্বারা ঈশ্বর তাঁর বিশ্বাসীদের
উদ্ধার করেন, প্রথমে ইহুদীদের পরে অইহুদীদের।
17ঈশ্বর কি করে মানুষকে নির্দোষ বলে গ্রহণ করেন,
তা এই সুসমাচারের মধ্য দিয়েই দেখানো হয়েছে। শুরু
থেকে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস দ্বারাই মানুষ ঈশ্বরের সামনে
নির্দোষ বলে গণ্য হয়। শাস্ত্র যেমন বলে, "বিশ্বাসের
দ্বারা যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছে
সে অনন্ত জীবনের অধিকারী হবে।"*

সকলেই অন্যায় করেছে

18মানুষ নিজের অধর্ম দিয়ে ঈশ্বরের সত্যকে চেপে
রাখে, তাই মানুষের কৃত সকল মন্দ এবং অন্যায় কাজের
জন্য স্বর্গ থেকে মানুষের উপর ঈশ্বরের ক্রোধ প্রকাশ
পায়। ঈশ্বর সম্পর্কে যা জানা যেতে পারে তা
পরিষ্কারভাবে তারা জেনেছে। 19তাছাড়া মানুষের পক্ষে
ঈশ্বরকে যতখানি জানা সম্ভব, তা তো তিনি
পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। 20ঈশ্বর সম্পর্কে এমন
এমন বিষয় আছে যা মানুষ চোখে দেখতে পায় না,
যেমন তাঁর অনন্ত পরাক্রম ও সেই সমস্ত বিষয়, যার
কারণে তিনি ঈশ্বর। জগৎ সৃষ্টির শুরু থেকে ঈশ্বরের
নানা কাজে সে সব প্রকাশিত হয়েছে। ঈশ্বরের সৃষ্ট
বস্তুর মধ্যে ঐসব পরিষ্কারভাবেই বোঝা যাচ্ছে। তাই
মানুষ যে মন্দ কাজ করছে তার জন্য উত্তর দেবার পথ
তার নেই। 21লোকেরা ঈশ্বরকে জানত, কিন্তু তারা
ঈশ্বরের গৌরব করে নি এবং তাঁকে ধন্যবাদও দেয় নি।
লোকদের চিন্তাধারা অসার হয়ে গেছে এবং তাদের
নির্বোধ মন অন্ধকারে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। 22তারা
নিজেদের বিজ্ঞ বলে পরিচয় দিলেও তারা মূর্খ। 23তারা
চিরজীবি ঈশ্বরের গৌরব করার পরিবর্তে, নশ্বর মানুষ,
পাখি, চতুষ্পদের ও সরীসৃপের মূর্ত্তিগুলির উপাসনা
করে সেই গৌরব তাদের দিয়েছে।
24তারা ঈশ্বরকে প্রত্যাখান করেছে বলে ঈশ্বর তাদের
খুশি মতো পাপের পথে চলতে দিলেন এবং তাদের
অন্তরের কামনা বাসনা অনুসারে মন্দ কাজ করতে

"বিশ্বাসের ... হবে" হবক্কুক 2:4

ছেড়ে দিলেন। ফলে তারা তাদের দেহকে পরস্পরের সঙ্গে অসঙ্গত সংসর্গে ব্যবহার করে যৌনপাপে পূর্ণ হয়েছে। 25ঈশ্বরের সত্যকে ফেলে তারা মিথ্যা গ্রহণ করেছে; আর সৃষ্টিকর্তাকে ছেড়ে দিয়ে তারা তাঁর সৃষ্ট বস্তুকে উপাসনা করেছে। চিরকাল ঈশ্বরের প্রশংসা করা উচিত। আমেন।

26লোকেরা ঐসব মন্দ কাজে লিপ্ত ছিল বলে ঈশ্বর তাদের ছেড়ে দিলেন ও তাদের লজ্জাজনক অভিলাষের পথে চলতে দিলেন। নারীরা পুরুষের সঙ্গে স্বাভাবিক সংসর্গ ত্যাগ করে নিজেদের মধ্যে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হয়েছে। 27ঠিক একইভাবে পুরুষেরাও স্ত্রীদের সঙ্গে স্বাভাবিক সংসর্গ ছেড়ে দিয়ে অপর পুরুষের জন্য লালায়িত হয়ে লজ্জাকর কাজ করেছে; আর এই পাপ কাজের শাস্তি তারা তাদের শরীরেই পেয়েছে।

28তারা ঈশ্বরের সম্বন্ধে সত্য জ্ঞান থাকা নিতান্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেনি। তাই ঈশ্বর তাদের ছেড়ে দিয়েছেন যেন তারা নিজেদের অসার চিন্তায় ডুবে থাকে এবং যেসব কাজ তাদের করা উচিত নয় তা করে। 29সেই লোকদের জীবন সব রকমের পাপ, মন্দ, স্বার্থপরতা ও হিংসায় ভরা। তাদের জীবন দ্বেষ, হত্যা, বিবাদ, মিথ্যা ছল ও দুর্বুদ্ধিতে পূর্ণ। 30তারা ঈশ্বর ঘৃণাকারী, দুর্বিনীত, উদ্ধত, আত্মশ্লাঘী, মন্দ বিষয়ের উৎপাদক, পিতামাতার অনাজ্ঞাবহ। 31তারা নির্বোধ, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কারী, স্নেহরহিত ও নির্দয়। 32তারা ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থা জানে। তারা জানে যে বিধি-ব্যবস্থা বলে, যারা এমন আচরণ করে তারা মৃত্যুর যোগ্য; কিন্তু তা জেনেও তারা সেই সব মন্দ কাজ করে চলে। তাদের ধারণা, যারা ঐসব মন্দ কাজ করে তারা সবাই ঠিকই করছে।

তোমরা ইহুদীরাও পাপী

2 যদি মনে কর যে তুমি ঐ লোকদের বিচার করতে পার, তাহলে ভুল করছ, কারণ তুমিও দোষী। তুমি অপরের বিচার কর; কিন্তু তুমিও সেই একইরকম মন্দ কাজ কর। কাজেই তুমি যখন অন্যের বিচার কর তখন নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত কর। 2যারা মন্দ কাজ করে ঈশ্বর তাদের বিচার করেন; আর তাঁর বিচার ন্যায়সম্মত। 3তুমি তাদের বিচার করে থাক; কিন্তু তুমি নিজেও তাদের মত সেই সব মন্দ কাজ কর। তাই এ কথা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে ঈশ্বর তোমার বিচার করবেন। তুমি তার বিচার এড়াতে পারবে না। 4ঈশ্বর তোমার প্রতি দয়া করেছেন ও সহিষ্ণু হয়েছেন। ঈশ্বর অপেক্ষা করছেন যেন তোমার পরিবর্তন হয়; কিন্তু তুমি তাঁর দয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করছ। তুমি হয়তো বুঝতে পারছ না যে তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের এত দয়ার উদ্দেশ্য হল যাতে তোমরা পাপ থেকে মন-ফিরাও।

5কিন্তু তুমি কঠিনমনা লোক ও অবাধ্য। তুমি পরিবর্তিত হতে চাও না, তাই তুমিই তোমার দণ্ডকে ঘোরতর করে তুলছ। ঈশ্বরের ক্রোধ প্রকাশের দিনে তুমি সেই দণ্ড পাবে, যে দিন লোকে ঈশ্বরের ন্যায়বিচার দেখতে পাবে। 6ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে তার কার্য্য অনুসারে ফল দেবেন। 7যারা অবিরাম তাদের সৎক্রিয়া দ্বারা মহিমা, সম্মান এবং অমরত্বের অন্বেষণ করে, ঈশ্বর তাদের অনন্ত জীবনের অধিকারী করবেন। 8কিন্তু যারা স্বার্থপর, সত্যের অবজ্ঞাকারী এবং মন্দ পথেই চলে, ঈশ্বর তাদের উপর তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি ঢেলে দেবেন। 9যারা মন্দ কাজ করে তাদের প্রত্যেকের জীবনে ঈশ্বরের কাছ থেকে ক্লেশ ও পীড়া আসবে। প্রথমে ইহুদীদের ও পরে অইহুদীদের উপরে। 10কিন্তু যারা সৎকাজ করে তাদের তিনি মহিমা, সম্মান ও শান্তি দেবেন, প্রথমে ইহুদীদের ও পরে অইহুদীদের। 11ঈশ্বর সকল মানুষকে একইভাবে বিচার করেন।

12যারা বিধি-ব্যবস্থা জানে আর যারা তা কখনই শোনে নি, পাপ করলে তারা সকলে একই পর্যায়ে পড়ে। বিধি-ব্যবস্থা না জেনে যত লোক পাপ করছে, তারা সকলেই বিধি-ব্যবস্থা ছাড়াই বিনষ্ট হবে। একইভাবে যাদের কাছে বিধি-ব্যবস্থা আছে তবু পাপ করে, তারা বিধি-ব্যবস্থা দ্বারাই বিচারিত হবে। 13বিধি-ব্যবস্থার কথা শোনার দ্বারা ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়া যায় না বরং বিধি-ব্যবস্থা যা বলে তা সর্বদা পালন করলেই ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক হওয়া যায়। 14(অইহুদীরা কোন বিধি-ব্যবস্থা পায়নি, অথচ তারা যখন স্বভাবতঃ বিধি-ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজ করে, তখন তারা নিজেরাই নিজেদের বিধি-ব্যবস্থা। যদিও তাদের অধিকারে কোন বিধি-ব্যবস্থা নেই তবুও এটাই সত্য। 15তারা দেখায় যে, বিধি-ব্যবস্থার নির্দেশ কোনটা ভাল কোনটা মন্দ, তা তারা তাদের হৃদয় দিয়েই জানে। তাদের বিবেকও এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়। অনেক সময় তাদের চিন্তাধারাই ব্যক্ত করে যে তারা অন্যায় কাজ করছে আর তাতে তারা দোষী হয়। কোন কোন সময় তাদের চিন্তাধারা ব্যক্ত করে যে তারা ঠিকই করছে, আর তাই তারা দোষী হয় না।) 16এসব তখনই ঘটবে যখন ঈশ্বর, যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে মানুষের সকল গুপ্ত বিষয়ের বিচার করবেন। যে সুসমাচার আমি লোকদের কাছে প্রচার করি তা এই কথাই বলছে।

ইহুদীরা এবং বিধি-ব্যবস্থা

17তোমার অবস্থা কেমন? তুমি নিজেকে ইহুদী বলে পরিচয় দাও এবং বিধি-ব্যবস্থার উপর নির্ভর কর ও গর্ব কর যে তুমি ঈশ্বরের কাছাকাছি রয়েছ। 18তুমি জান যে ঈশ্বর তোমার কাছ থেকে কোন কাজ আশা করেন; আর কোনটা গুরুত্বপূর্ণ তাও তুমি জান, কারণ তুমি বিধি-ব্যবস্থা শিক্ষা করেছ। 19যারা ঠিক পথ চেনে না তুমি মনে কর এমন লোকদের তুমি একজন পথ প্রদর্শক। তুমি মনে কর যারা অন্ধকারে আছে তুমি তাদের কাছে জ্যোতিঃস্বরূপ। 20তুমি মনে কর যে, যাদের মৌলিক শিক্ষার প্রয়োজন তুমি তাদের শিক্ষক হতে পার। তোমার কাছে বিধি-ব্যবস্থা আছে তাই তুমি মনে কর যে তুমি সবই জান ও সব সত্য তোমার কাছেই রয়েছে। 21তুমি অপরকে শিক্ষা দিয়ে থাক; কিন্তু তুমি কি নিজেকেও

শিক্ষা দাও? চুরি কোর না বলে তুমি অপরকে শিক্ষা
দাও; কিন্তু তুমি নিজে চুরি কর। 22তুমি বল লোকে
যেন যৌন পাপে লিপ্ত না হয়; কিন্তু নিজে সেই পাপে
পাপী। তুমি প্রতিমা ঘৃণা কর; কিন্তু মন্দির থেকে চুরি
কর। 23তুমি ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থা নিয়ে গর্ব কর আবার
সেই একই বিধি-ব্যবস্থা লঙ্ঘন করে ঈশ্বরেরই অবমাননা
কর। 24শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে: "ইহুদীরা, তোমাদের
জন্যই অইহুদীরা ঈশ্বরের নিন্দা করে।"*

25সুন্নতের মূল্য আছে যদি তুমি বিধি-ব্যবস্থা মান;
কিন্তু যদি বিধি-ব্যবস্থা লঙ্ঘন কর তাহলে তা সুন্নত না
হওয়ার সমান। 26অইহুদীরা সুন্নত করায় না; কিন্তু সুন্নত
ছাড়াই যদি তারা বিধি-ব্যবস্থার নির্দেশ মেনে চলে তাহলে
কি তারা সুন্নতের মতই হবে না? 27ইহুদীরা, তোমাদের
লিখিত বিধি-ব্যবস্থা ও সুন্নত প্রথা আছে; কিন্তু তোমরা
বিধি-ব্যবস্থা লঙ্ঘন কর। তাই যাদের দৈহিকভাবে সুন্নত
হয়নি অথচ বিধি-ব্যবস্থা মেনে চলে, তারা দেখিয়ে দেবে
যে তোমরা ইহুদীরা দোষী। 28বাহ্যিকভাবে ইহুদী হলেই
প্রকৃত ইহুদী হওয়া যায় না, এবং পূর্ণ অর্থে বাহ্যিক
সুন্নত প্রকৃত সুন্নত নয়। 29যে অন্তরে ইহুদী সেই প্রকৃত
ইহুদী। প্রকৃত সুন্নত সম্পন্ন হয় অন্তরে; বিধি-ব্যবস্থায়
লিখিত অক্ষরের মাধ্যমে তা হয় না কিন্তু অন্তরে আত্মা
দ্বারা সাধিত হয়। আত্মার দ্বারা যে ব্যক্তির হৃদয়ের
সুন্নত হয় সে মানুষের প্রশংসা নয় কিন্তু ঈশ্বরের প্রশংসা
পায়।

3 তাহলে ইহুদীদের এমন কি সুবিধা আছে যা অন্য
লোকদের নেই? সুন্নতেরই বা মূল্য কি? 2হ্যাঁ, সব
দিক দিয়েই ইহুদীদের অনেক সুবিধা আছে। তাদের
মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই; ঈশ্বর তাঁর শিক্ষা
প্রথমে ইহুদীদেরই দিয়েছিলেন। 3একথা ঠিক যে কিছু
কিছু ইহুদী ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল না; কিন্তু তাতে
কি? তারা অবিশ্বস্ত হয়েছে বলে কি ঈশ্বরও অবিশ্বস্ত
হবেন?

4না, নিশ্চয়ই নয়! সব মানুষ মিথ্যাবাদী হলেও,
ঈশ্বর সবসময়ই সত্য। শাস্ত্রে যেমন বলে:

"তুমি তোমার বাক্যেই ন্যায়পরায়ণ প্রতিপন্ন হবে
আর বিচারের সময় তোমার জয় হবেই।"

গীতসংহিতা 51:4

5আমরা যখন অন্যায় করি তখন আরো স্পষ্টভাবে
জানা যায় যে ঈশ্বর ন্যায়বান। তবে আমরা কি বলব যে
ঈশ্বর যখন আমাদের শাস্তি দেন তখন অন্যায় করেন?
কারো কারো মনে যেমন চিন্তা থাকে আমি সেই রকম
বলছি। 6ঈশ্বর যদি ন্যায়পরায়ণ না হতেন, তবে জগতের
বিচার করা তাঁর দ্বারা সম্ভব হোত না।

7কেউ আবার বলতে পারেন, "যদি আমার মিথ্যার
মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ পায় তবে পাপী হিসেবে
আমার বিচার কেন হয়?" 8তাহলে একথা দাঁড়ায় যে,
"এস আমরা মন্দ কিছু করি যাতে তার থেকে ভাল
কিছু পাওয়া যায়।" অনেকে আমাদের সমালোচনা করে
বলে যে আমরা নাকি এমনি শিক্ষা দিই। যারা এমন
কথা বলে তারা ভুল করছে এবং তারা বিচারে দোষী
সাব্যস্ত হবেই।

সমস্ত লোকই দোষী

9তাহলে কি আমরা ইহুদীরা অন্যদের থেকে ভাল?
না, কখনই না, কারণ আমরা এর আগেই বলেছি যে
ইহুদী বা অইহুদী সকলেই সমান। তারা সকলেই পাপের
শক্তির অধীন। 10শাস্ত্রে যেমন বলে :

"এমন কেউ নেই যে ধার্মিক; এমনকি একজনও
নেই।

11এমন কেউ নেই যে বোঝে। এমন কেউ নেই যে
ঈশ্বরকে পাবার চেষ্টা করে।

12সকলেই ঈশ্বর হতে দূরে সরে গেছে, সকলেই
অপদার্থ, কেউই ভাল কাজ করে না, একজনও না!"

গীতসংহিতা 14:1-3

13"তাদের মুখ এক উন্মুক্ত কবর; জিভ দিয়ে তারা
ছলনার কথা বলে।" *গীতসংহিতা 5:9*

"তাদের বাক্যে সাপের বিষ ঢালা।"

গীতসংহিতা 140:3

14"সবসময়ই তাদের মুখে শুধু অভিশাপ ও কটু
কথা।" *গীতসংহিতা 10:7*

15"রক্ত ঝরানোর কাজে তারা ব্যগ্র;
16তাদের চরণ যে পথেই যায়, সে পথেই রেখে যায়
বিনাশ ও বিষাদ।
17শান্তির পথ তারা কখনও চেনেনি।"

যিশাইয় 59:7-8

18"ঈশ্বরের জন্যে তাদের শ্রদ্ধা নেই।"

গীতসংহিতা 36:1

19তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিধি-ব্যবস্থা যা
কিছু বলে তা বিধি-ব্যবস্থার অধীন লোকদেরই বলে;
তাই মানুষের আর অজুহাত দেখাবার কিছু নেই, তাদের
মুখ বন্ধ। সমস্ত জগত, ইহুদী কি অইহুদী, ঈশ্বরের
সামনে দোষী। 20কারণ বিধি-ব্যবস্থা পালন করলেই যে
ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়া যায় তা নয়,
বিধি-ব্যবস্থা কেবল পাপকে চিহ্নিত করে।

ঈশ্বর কি করে মানুষকে ধার্মিক প্রতিপন্ন করেন

21কিন্তু এখন বিধি-ব্যবস্থা ছাড়াই ঈশ্বর লোকেদের
তাঁর সম্মুখে ধার্মিক প্রতিপন্ন করার যে কাজ করেছেন
তা প্রকাশিত হয়েছে। বিধি-ব্যবস্থা ও ভাববাদীরা এই
নতুন পথের কথাই বলে গেছেন। 22যীশু খ্রীষ্টের ওপর
বিশ্বাস দ্বারাই মানুষ ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক প্রতিপন্ন
হয়। যারাই খ্রীষ্টে বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের সবার
জন্যই এই কাজ ঈশ্বর করেন, কারণ তাদের মধ্যে

"ইহুদীরা ... করে" যিশ 52:5

কোন প্রভেদ নেই। 23সকলেই পাপ করেছে, এবং ঈশ্বরের
মহিমা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। 24কিন্তু তারা ঈশ্বরের
অনুগ্রহে বিনামূল্যে যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে পাপ থেকে
মুক্তিলাভ করে ঈশ্বরের কাছে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছে।
25ঈশ্বর যীশুকে উৎসর্গীকৃত বলিরূপে আমাদের কাছে
দিলেন যেন যারা তাঁকে বিশ্বাস করে, বিশ্বাসের মাধ্যমেই
তাদের পাপ সকল ক্ষমা হয়। ঈশ্বর এই কাজের মাধ্যমে
দেখান যে তিনি সর্বদাই যা ন্যায্য তাই করেন। অতীতেও
তিনি সহিষ্ণুতা দেখিয়েছিলেন এবং লোকদের পাপ
অনুযায়ী শাস্তি দেন নি; 26তাঁর পুত্র যীশুকে দান করে
আজও তিনি দেখান যে তিনি ন্যায়বান। ঈশ্বর এই
কাজ করেছেন যাতে তিনি বিচারে ন্যায়পরায়ণ থাকেন
ও যে কেউ যীশুতে বিশ্বাস করে সেও ধার্মিক প্রতিপন্ন
হয়। 27সেজন্য গর্ব করার মত আমাদের কিছুই রইল
না, কারণ বিধি-ব্যবস্থা পালনের দ্বারা নয়, বিশ্বাসের
ব্যবস্থা দ্বারা গর্ব করার পথ রুদ্ধ হল। 28সুতরাং আমরা
বিশ্বাস করি মানুষ বিধি-ব্যবস্থা পালনের জন্য যা করে
তার দ্বারা নয়; কিন্তু বিশ্বাসেই সে ঈশ্বরের সাক্ষাতে
ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়। 29ঈশ্বর কেবল ইহুদীদের ঈশ্বর
নন, তিনি অইহুদীদেরও ঈশ্বর। 30ঈশ্বর এক এবং একই
উপায়ে সকলকে উদ্ধার করেন। তিনি ইহুদীদের বিশ্বাসের
মাধ্যমে ধার্মিক প্রতিপন্ন করেন। আবার তিনি
অইহুদীদেরকে তাদের বিশ্বাসের মাধ্যমে ধার্মিক প্রতিপন্ন
করেন। 31তবে বিশ্বাসের পথে চলে কি আমরা বিধি-
ব্যবস্থাকে বাতিল করে দিচ্ছি? কখনই না। বরং বিশ্বাসের
পথে চলে আমরা বিধি-ব্যবস্থার যথার্থ উদ্দেশ্য তুলে
ধরি।

অব্রাহামের দৃষ্টান্ত

4 তাহলে আমাদের পার্থিব পিতৃপুরুষ অব্রাহাম সম্বন্ধে
আমরা কি বলব? বিশ্বাস সম্পর্কে তিনি কি
শিখেছিলেন? 2যদি নিজের কাজের জন্য তিনি ধার্মিক
প্রতিপন্ন হতেন, তবে গর্ব করার মতো তার কিছু থাকত;
কিন্তু ঈশ্বরের সাক্ষাতে তিনি গর্ব করতে পারেন নি।
3শাস্ত্র এ ব্যাপারে বলে, "অব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস করলেন;
আর সেই বিশ্বাসের দ্বারাই তিনি ধার্মিক প্রতিপন্ন
হলেন।"*

4যে লোক কাজ করে তার মজুরি তো নিছক দান
বলে নয় কিন্তু তার ন্যায্য পাওনা বলে গণ্য হয়। 5কিন্তু
যে মানুষ কাজ করার বদলে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস
করে সেক্ষেত্রে তার বিশ্বাসই তাকে ধার্মিক প্রতিপন্ন
করে। 6দায়ূদও সেই একইভাবে বলেছেন–ধন্য সেই ব্যক্তি
যাকে ঈশ্বর তার কাজের দ্বারা নয় বরং তার বিশ্বাসের
দরুন ধার্মিক প্রতিপন্ন করেন।

7"ধন্য তারা, যাদের অন্যায় ক্ষমা করা হয়েছে, যাদের
পাপ ঢেকে রাখা হয়েছে।
8ধন্য সেই ব্যক্তি, প্রভু যার পাপ গণ্য করেন না।"
গীতসংহিতা 32:1-2

9এখন এই সৌভাগ্য কি শুধু যারা সুন্নত হয়েছে
তাদের জন্য? অসুন্নতদের জন্যে কি নয়? কারণ আমরা
বলি, "বিশ্বাস দ্বারাই অব্রাহাম ধার্মিক প্রতিপন্ন
হয়েছিলেন।" 10কিন্তু অব্রাহামের কোন অবস্থায়, তাঁর
সুন্নত হবার আগে, না পরে? আসলে অসুন্নত অবস্থায়ই
তিনি ধার্মিক প্রতিপন্ন হন। 11অসুন্নত অবস্থায় তিনি
বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক প্রতিপন্ন হন এবং তার চিহ্ন
হিসাবে তিনি সুন্নত হয়েছিলেন। তাই অসুন্নত হলেও
যারা বিশ্বাস করে, অব্রাহাম তাদেরও পিতা; তারাও
ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়। 12যারা সুন্নত
হয়েছে অব্রাহাম তাদেরও পিতা। তাদের সুন্নত হওয়ার
সুবাদে যে তারা অব্রাহামের সন্তান হয়েছে তা নয়;
কিন্তু সুন্নত হবার পূর্বে অব্রাহামের যে বিশ্বাস ছিল, ঐ
লোকেরা যদি অব্রাহামের সেই বিশ্বাসের পথ অনুসরণ
করে থাকে তবেই তারা অব্রাহামের সন্তান।

বিশ্বাসের দ্বারা প্রাপ্ত ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি

13জগতের উত্তরাধিকারী হবার যে প্রতিজ্ঞা ঈশ্বর
অব্রাহাম ও তার বংশধরদের কাছে করেছিলেন, তা
বিধি-ব্যবস্থার মাধ্যমে আসে নি কিন্তু বিশ্বাসের দ্বারা যে
ধার্মিকতা লাভ হয় তার মধ্য দিয়েই সেই প্রতিজ্ঞা
দেওয়া হয়েছিল। 14কারণ যদি বিধি-ব্যবস্থায় নির্ভর করে
কেউ জগতের উত্তরাধিকারী হয় তবে বিশ্বাসের কোন
অর্থ হয় না এবং সেক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞাও মূল্যহীন। 15কারণ
বিধি-ব্যবস্থা মেনে চলা না হলে তা শুধুই ঈশ্বরের ক্রোধ
নিয়ে আসে। বিধি-ব্যবস্থা যেখানে নেই, সেখানে তার
লঙ্ঘনও নেই। 16তাই ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা
বিশ্বাসের ফলেই লাভ হয়, যেন তা অনুগ্রহের দান
হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এইভাবে অব্রাহামের সব
বংশধরদের জন্য সেই প্রতিজ্ঞা দৃঢ়ভাবে রয়েছে। যাদের
বিধি-ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে কেবল তাদের জন্যেই সেই
প্রতিজ্ঞা রয়েছে, তা নয়, কিন্তু তাদের জন্যেও সেই
প্রতিজ্ঞা রয়েছে, যাদের অব্রাহামের মতো বিশ্বাস রয়েছে।
এই প্রতিশ্রুতি তাদেরই জন্য যারা অব্রাহামের মত
বিশ্বাসে চলে। অব্রাহাম আমাদের সকলেরই পিতা।
17শাস্ত্রে লেখা আছে, "আমি তোমাকে বহু জাতির পিতা
করলাম।"* ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অব্রাহাম আমাদের পিতা।
তিনি সেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন, যিনি মৃতকে জীবন
দেন ও যার অস্তিত্ব নেই তাকে অস্তিত্বে আনেন।
18অব্রাহামের সন্তান হবার কোন আশা ছিল না; কিন্তু
অব্রাহাম ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাসে স্থির ছিলেন। আশা
না থাকলেও আশা করে যাচ্ছিলেন; আর এই জন্যই
তিনি বহুজাতির পিতা হতে পেরেছিলেন। ঠিক ঈশ্বর
যেমন বলেছিলেন, "তোমার বংশধরেরা আকাশের তারার
মত অসংখ্য হবে।"* 19অব্রাহামের বয়স তখন একশ
বছর, কাজেই সন্তান লাভের জন্য তাঁর দৈহিক ক্ষমতা
শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর স্ত্রী সারার সন্তান ধারণ করার

"অব্রাহাম ... হলেন" আদি 15:6

"আমি ... করলাম" আদি 17:5

"তোমার ... হবে" আদি 15:5

ক্ষমতা ছিল না। অব্রাহাম এসব কথা চিন্তা করেছিলেন; কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েন নি। 20ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার পূর্ণতার বিষয়ে অব্রাহামের কোন সন্দেহ ছিল না। অব্রাহাম অবিশ্বাস করলেন না বরং তিনি বিশ্বাসে বলবান হয়ে উঠলেন এবং ঈশ্বরের প্রশংসা করলেন। 21ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা যে তিনি সফল করতে পারবেন, সেই সম্বন্ধে অব্রাহাম সুনিশ্চিত ছিলেন। 22আর তাই, "এই বিশ্বাস তাকে ঈশ্বরের সম্মুখে ধার্মিক প্রতিপন্ন করেছিল।"* 23শাস্ত্রে এই কথা শুধু যে তাঁর জন্যই লেখা হয়েছিল তা নয়, 24ঐ কথাগুলি আমাদের জন্যও লেখা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাসকেও ঈশ্বর আমাদের পক্ষে ধার্মিকতা হিসাবে প্রতিপন্ন করবেন। কারণ যিনি প্রভু যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, সেই ঈশ্বরে আমরা বিশ্বাস করি।

25আমাদের পাপের জন্য সেই যীশুকে মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করা হল এবং আমাদের ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন করার জন্য যীশু মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠলেন।

ঈশ্বরের সামনে ধার্মিকতা

5 বিশ্বাসের জন্য আমরা ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছি বলে, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের শান্তি হয়েছে। 2খ্রীষ্টের জন্যই আমরা আমাদের বিশ্বাসের দ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহে প্রবেশ করেছি এবং দাঁড়িয়ে আছি। আমরা আনন্দ করি যে এই প্রত্যাশা নিয়ে আমরা একদিন ঈশ্বরের মহিমার অংশীদার হব। 3এমন কি সমস্ত দুঃখ কষ্টের মধ্যে আমরা আনন্দ করি, কারণ আমরা জানি যে এইসব দুঃখ কষ্ট আমাদের ধৈর্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। 4ধৈর্য্য আমাদের স্বভাবকে খাঁটি করে তোলে এবং এই খাঁটি স্বভাবের ফলে জীবনে আশার উৎপত্তি হয়। 5এই প্রত্যাশা কখনোই আমাদের নিরাশ করে না, কারণ পবিত্র আত্মার মাধ্যমে ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের অন্তরে ঢেলে দেওয়া হয়েছে। সেই পবিত্র আত্মাকে আমরা ঈশ্বরের দানরূপে পেয়েছি।

6আমরা যখন শক্তিহীন ছিলাম তখন খ্রীষ্ট আমাদের জন্য প্রাণ দিলেন। উপযুক্ত সময়ে খ্রীষ্ট আমাদের মত দুষ্ট লোকদের জন্য প্রাণ দিলেন। 7কোন সৎ লোকের জন্য কেউ নিজের প্রাণ দেয় না বললেই চলে। যিনি অন্যের উপকার করেছেন এমন লোকের জন্য হয়তো বা কেউ সাহস করে প্রাণ দিলেও দিতে পারে; 8কিন্তু আমরা যখন পাপী ছিলাম খ্রীষ্ট তখনও আমাদের জন্য প্রাণ দিলেন; আর এইভাবে ঈশ্বর দেখালেন যে তিনি আমাদের ভালবাসেন। 9ঈশ্বর খ্রীষ্টের রক্তের মাধ্যমে আমাদের ধার্মিক প্রতিপন্ন করেছেন; তবে এই সত্যটি আরও কত সুনিশ্চিত যে খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের ক্রোধ থেকে রক্ষা পাব। 10আমরা যখন তাঁর শত্রু ছিলাম তখন যদি ঈশ্বর তাঁর পুত্রের মৃত্যুর মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে আমাদের মিলন করিয়ে নিলেন, তাহলে মিলনের পরে এটা আরও কত নিশ্চিত যে আমরা এখন তাঁর পুত্রের জীবনের মাধ্যমে উদ্ধার পাব।

11শুধু যে উদ্ধার পাব তা নয়, এখন আমরা ঈশ্বরে আনন্দ করি। আমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে সেই আনন্দ পেয়েছি, যাঁর মাধ্যমে আমরা এখন ঈশ্বরের মিত্রে পরিণত হয়েছি।

খ্রীষ্ট ও আদম

12একজনের মধ্য দিয়ে যেমন পৃথিবীতে পাপ এসেছিল, তেমনি পাপের সাথে এসেছে মৃত্যু। সকল মানুষ পাপ করেছে আর পাপ করার জন্যই সকলের কাছে মৃত্যু এল। 13মোশির বিধি-ব্যবস্থা আসার আগে জগতে পাপ ছিল, অবশ্য তখন বিধি-ব্যবস্থা ছিল না বলে ঈশ্বর লোকদের পাপ গণ্য করতেন না; 14কিন্তু আদমের সময় থেকে মোশির সময় পর্যন্ত মৃত্যু সমানে রাজত্ব করছিল। ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করার দরুন আদম পাপ করেছিলেন; কিন্তু যারা আদমকে দেওয়া ঐসব আদেশ লঙ্ঘন করে পাপ করেনি, মৃত্যু তাদের উপরেও রাজত্ব করছিল।

আসলে যিনি আসছিলেন, আদম ছিলেন তাঁর প্রতিরূপ। 15কিন্তু আদমের অপরাধ যেরকম, ঈশ্বরের অনুগ্রহ দান সেই রকমের নয়, কারণ ঐ একটি লোকের পাপের দরুন অনেকের মৃত্যু হল, সেইরকমভাবেই একজন ব্যক্তি যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে বহুলোক ঈশ্বরের অনুগ্রহদানে জীবন লাভ করল। 16আর ঈশ্বরের অনুগ্রহদানের মধ্য দিয়ে যা এল তা আদমের একটি পাপের ফল থেকে ভিন্ন, কারণ একটি পাপের জন্য নেমে এসেছিল বিচার ও পরে দণ্ডাজ্ঞা; কিন্তু বহুলোকের পাপের পর এল ঈশ্বরের বিনামূল্যের দান। 17একজন পাপ করল, আর সেই এক ব্যক্তির অপরাধের জন্য সকলের ওপর মৃত্যু রাজত্ব করল; কিন্তু এখন যারা ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভ করে ও ধার্মিক গণ্য হবার অধিকার দান হিসেবে পায়, তারা নিশ্চয়ই সেই এক ব্যক্তি অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে জীবনের পরিপূর্ণতা নিয়ে রাজত্ব করবে।

18তাই আদমের একটি পাপ যেমন সকলের উপরে মৃত্যুদণ্ড নিয়ে এল; সেই একইভাবে খ্রীষ্টের একটি ন্যায় কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর দ্বারা সকলেই ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছে আর তার ফলে তারা প্রকৃত জীবনের অধিকারী হয়েছে। 19সুতরাং যেমন একজনের অবাধ্যতার ফলে সব লোক পাপী বলে গণ্য হল, সেইরকমভাবে সেই একজনের বাধ্যতার ফলে অনেকে ধার্মিক প্রতিপন্ন হবে। 20বিধি-ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছিল যাতে পাপ বৃদ্ধি পায়; কিন্তু যেখানে পাপের বাহুল্য হল সেখানে ঈশ্বরের অনুগ্রহ আরো উপচে পড়ল। 21এক সময় যেমন পাপ মৃত্যুর মাধ্যমে আমাদের উপর রাজত্ব করেছিল, সেইরকম ঈশ্বর লোকদের ওপর তাঁর মহা অনুগ্রহ দান করলেন যাতে সেই অনুগ্রহ তাদের ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন করে

"এই ... করেছিল" আদি 15:6

তোলে; আর এরই ফলে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা মানুষ অনন্ত জীবন লাভ করে।

পাপে মৃত কিন্তু খ্রীষ্টে জীবিত

6 তাই তোমরা কি মনে কর যে আমরা পাপ করতেই থাকব যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ বৃদ্ধি পায়? 2মোটেই না। আমাদের পুরানো পাপ জীবনের যখন মৃত্যু হয়েছে তখন আমরা কিভাবে আবার পাপেই জীবনযাপন করতে পারি? 3তোমরা কি ভুলে গেলে যে আমরা বাপ্তাইজ হওয়ার সময় খ্রীষ্ট যীশুর দেহের অংশতে পরিণত হয়েছিলাম? বাপ্তাইজ হওয়াতে আমরা তাঁর মৃত্যুর মধ্যে প্রবেশ করেছিলাম। 4বাপ্তাইজ হওয়াতে আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে তাঁর মৃত্যুতে সমাহিত হয়েছিলাম, যাতে খ্রীষ্ট যেমন ঈশ্বরের মহাশক্তিতে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন, তেমনি আমরাও তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়ে এক নতুন জীবনের পথে চলতে পারি।

5খ্রীষ্ট মৃত্যুভোগ করলেন আর আমরা তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাঁর সঙ্গে যখন যুক্ত হলাম, সুতরাং খ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন বলে, আমরাও তাঁর পুনরুত্থানের অংশীদার হব। 6আমরা জানি যে আমাদের পুরানো জীবন খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে, যাতে আমাদের পুরানো পাপের জীবন ধ্বংস হয়। তাহলে আমরা আর পাপের দাস হয়ে থাকব না, 7কারণ যার মৃত্যু হয়েছে সে পাপের শক্তি থেকেও মুক্তি পেয়েছে। 8যদি আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে মরে থাকি, আমরা জানি যে আমরা তাঁর সঙ্গেই জীবিত হব।

9আমরা জানি যে খ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন, তিনি আর মরতে পারেন না। এখন তাঁর উপর মৃত্যুর কোন কর্তৃত্ব নেই। 10খ্রীষ্ট মৃত্যুভোগ করেছিলেন পাপের শক্তিকে চিরতরে পরাভূত করার জন্যে। এখন তাঁর যে জীবন, সেই জীবন তিনি ঈশ্বরের জন্য যাপন করেন। 11ঠিক সেইভাবে তোমরাও নিজেদের পাপ সম্বন্ধীয় বিষয়ে মৃত মনে কর এবং নিজেদের দেখ যে, তোমরা খ্রীষ্ট যীশুতে সংযুক্ত থেকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে জীবিত আছ।

12তাই তোমাদের ইহজীবনে পাপকে কর্তৃত্ব করতে দিও না। যদি দাও তবে তোমাদের দেহের মন্দ অভিলাষের অধীনেই তোমরা চলতে থাকবে। 13তাই তোমাদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অধর্মের হাতিয়ার করে পাপের কাছে তুলে দিও না। মন্দ কাজে তোমাদের দেহকে ব্যবহার কোর না। নিজেদেরকে ঈশ্বরের হাতে তুলে দাও। সেই লোকদের মতো হও যারা পাপের সম্বন্ধে মরেছিলেন এবং মৃতদের মধ্য হতে পুনরুত্থিত হয়ে এখন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে জীবিত আছেন। নিজেদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধার্মিকতার হাতিয়ার করে ঈশ্বরের সেবায় নিবেদন কর। 14পাপ আর তোমাদের ওপর প্রভুত্ব করবে না, কারণ তোমাদের জীবন আর বিধি-ব্যবস্থার অধীন নয় কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহের অধীন।

ধার্মিকতার দাস

15তাহলে আমরা কি করব? আমরা বিধি-ব্যবস্থার অধীন নই; ঈশ্বরের অনুগ্রহের অধীন, তাই আমরা কি পাপ করতেই থাকব? না। 16তোমরা নিশ্চয় জান যে তোমরা যখন কারো অনুগত হবে বলে তারই হাতে নিজেদের দাসরূপে তুলে দাও, তখন যার অনুগত হলে, তোমরা তারই দাস। তোমরা পাপের দাস হতে পার বা ঈশ্বরের অনুগত হতে পার। পাপ আত্মিক মৃত্যু আনে; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগত থাকলে তোমরা ধার্মিক প্রতিপন্ন হবে। 17অতীতে তোমরা পাপের দাস ছিলে, পাপ তোমাদের উপর কর্তৃত্ব করত ; কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ তোমাদের কাছে যে শিক্ষা সমর্পিত হয়েছিল তা পূর্ণরূপে পালন করছ। 18তোমরা পাপের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে এখন ধার্মিকতারই দাস হয়েছ। 19তোমাদের বুঝতে কষ্ট হয় বলে এই বিষয়টি দৈনন্দিন জীবনের এই দৃষ্টান্ত দ্বারা বোঝাতে চাইছি। তোমরা তোমাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাপের দাসত্বে ও মন্দের মধ্যে সঁপে দিয়েছিলে, ফলে তোমরা কেবল মন্দ উদ্দেশ্যেই জীবনযাপন করতে। সেইভাবে এখন তোমরা তোমাদের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধার্মিকতার দাসরূপে সঁপে দাও; তাহলে তোমরা ঈশ্বরে সমর্পিত পবিত্র জীবন যাপন করবে।

20অতীতে তোমরা যখন পাপের দাস ছিলে, তখন ধার্মিকতার সম্বন্ধে স্বাধীন ছিলে। 21সেই মন্দ কাজ থেকে কি ফসল তুলেছ? তার জন্য এখন তোমরা লজ্জা বোধ করছ, কারণ এই সব কাজের ফল মৃত্যু। 22কিন্তু এখন তোমরা সেই পাপ থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের দাস হয়েছ; তাই এখন যে ফসল তোমরা পাচ্ছ তা পবিত্রতার জন্য এবং তার পরিণাম অনন্ত জীবন। 23কারণ পাপ যে মজুরি দেয়, সেই মজুরি হল মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বর অনুগ্রহ করে যা দান করেন সেই দান হল আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে অনন্ত জীবন।

বিবাহের দৃষ্টান্ত

7 ভাই ও বোনেরা, তোমরা যখন মোশির বিধি-ব্যবস্থা জান, তখন তোমরা নিশ্চয়ই জান যে মানুষ যতদিন বেঁচে থাকে ততদিনই সে বিধি-ব্যবস্থার অধীনে থাকে। 2তোমাদের কাছে একটা দৃষ্টান্ত দিই : একজন স্ত্রীলোক নিয়ম মত, যতদিন তার স্বামী বেঁচে থাকে ততদিন তার প্রতি দায়বদ্ধ থাকে। স্বামী মারা গেলে সে বিয়ের বিধি-ব্যবস্থা থেকে মুক্তি পায়। 3কিন্তু সেই স্ত্রীলোক, তার স্বামী বেঁচে থাকতে যদি অপর পুরুষকে বিবাহ করে, সে ব্যভিচার করে। তার স্বামী যদি মারা যায়, তাহলে সে বিয়ের বিধি-ব্যবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে যায়; আর তখন সে যদি অন্য পুরুষকে বিয়ে করে তাহলে সে ব্যভিচারের দোষে দোষী হয় না।

4অতএব আমার ভাই ও বোনেরা, খ্রীষ্টের দেহের মাধ্যমে সেইভাবেই তোমাদের পুরানো সত্ত্বর মৃত্যু হয়েছে ও তোমরা বিধি-ব্যবস্থার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছ। মৃত্যু থেকে যিনি বেঁচে উঠেছেন এখন তোমরা তাঁরই হয়েছ।

আমরা খ্রীষ্টের হয়েছি, যেন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ফল উৎপন্ন করতে পারি। 5অতীতে আমরা মানবিক পাপ প্রকৃতি অনুসারে জীবনযাপন করছিলাম। বিধি-ব্যবস্থা পাপের যেসব প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলে সেগুলি আমাদের দেহে প্রবল ছিল ; যার ফলে আমরা যা করতাম তা আমাদের কাছে আত্মিক মৃত্যু নিয়ে আসত। 6অতীতে বিধি-ব্যবস্থা আমাদের বন্দী করে রেখেছিল; কিন্তু এখন আমাদের পুরানো সত্ত্বার মৃত্যু হয়েছে এবং আমরা বিধি-ব্যবস্থার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছি। এখন আমরা নূতন ধারায় ঈশ্বরের সেবা করি, পুরানো লিখিত বিধি-ব্যবস্থার নির্দেশ অনুসারে নয় কিন্তু পবিত্র আত্মার নির্দেশে।

পাপের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম

7তোমরা হয়তো ভাবছ যে আমি বলছি যে বিধি-ব্যবস্থা এবং পাপ একই বস্তু, না! নিশ্চয়ই নয়। একমাত্র বিধি-ব্যবস্থার দ্বারাই পাপ কি তা আমি বুঝতে পারলাম। আমি কখনই বুঝতে পারতাম না যে লোভ করা অন্যায়; যদি বিধি-ব্যবস্থায় লেখা না থাকত, "অপরের জিনিসে লোভ করা পাপ।"* 8কারণ পাপ ওই নিষেধাজ্ঞার সুযোগ নিয়ে আমার অন্তরে তখন লোভের আকর্ষণ জাগিয়ে তুলতে শুরু করল। তাই ওই আদেশের সুযোগ নিয়ে আমার জীবনে পাপ প্রবেশ করল। ব্যবস্থা না থাকলে পাপের কোন শক্তি থাকে না। 9এক সময় আমি বিধি-ব্যবস্থা ছাড়াই বেঁচে ছিলাম; যখন বিধি-ব্যবস্থা এল তখন আমার মধ্যে পাপ বাস করতে শুরু করল। 10তখন আমি আত্মিকভাবে মৃত্যু বরণ করলাম। যে আদেশের ফলে জীবন পাবার কথা সেই আদেশ আমাকে মৃত্যুর মধ্যে ঠেলে দিল। 11ঈশ্বরের সেই আজ্ঞা দিয়েই পাপ আমাকে ঠকাবার সুযোগ পেল এবং তাই দিয়েই আমাকে আত্মিকভাবে মেরে ফেলল।

12তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বিধি-ব্যবস্থা পবিত্র আর তাঁর আজ্ঞাও, পবিত্র ন্যায্য ও উত্তম। 13তাহলে যা উত্তম, তাই কি আমার কাছে মৃত্যু নিয়ে এল? নিশ্চয়ই নয়। উত্তম বিষয়ের মধ্য দিয়ে পাপ আমার কাছে মৃত্যু নিয়ে এল। যাতে পাপকে পাপ বলে চেনা যায়। আজ্ঞাকে ব্যবহার করে পাপকে অতীব পাপপূর্ণ বলে চেনা গেল।

মানুষের অন্তরের দ্বন্দ

14আমরা জানি যে বিধি-ব্যবস্থা আত্মিক; কিন্তু আমি আত্মিক নই। ক্রীতদাসের মতো পাপ আমার উপর কর্তৃত্ব করে। 15কি করছি তাই আমি জানি না কারণ আমি যা করতে চাই তা করি না বরং যে মন্দ জিনিস আমি ঘৃণা করি তাই করি। 16আর আমি যে সব মন্দ কাজ করতে চাই না যদি তাই করি তাহলে বুঝতে হবে বিধি-ব্যবস্থা যে উত্তম তা আমি মেনে নিয়েছি। 17আমি যেসব মন্দ কাজ করছি তা আমি নিজে যে করছি তা নয়, করছে সেই পাপ যা আমার মধ্যে বাসা বেঁধে আছে। 18হ্যাঁ, আমি জানি যা ভাল তা আমার মধ্যে বাস করে না, অর্থাৎ আমার অনাত্মিক মানবিক প্রকৃতির মধ্যে তা নেই। কারণ যা ভাল তা করবার ইচ্ছা আমার মধ্যে আছে কিন্তু তা আমি করতে পারি না। 19কারণ যা ভাল আমি করতে চাই তা করি না; কিন্তু যে অন্যায় আমি করতে চাই না কাজে তাই তো করি। 20যা আমি করতে চাই না যদি আমি তাই করি তাহলে যে পাপ আমার মধ্যে আছে তা এই মন্দ কাজ করায়। 21কাজেই আমার মধ্যে এই নিয়মটি আমি লক্ষ্য করছি যে, যখন আমি সৎকার্য করতে ইচ্ছা করি তখনও মন্দ আমার মধ্যে থাকে। 22আমার অন্তর ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থা ভালবাসে। 23কিন্তু আমি দেখছি যে আমার দেহের মধ্যে আর একটা বিধি-ব্যবস্থা কাজ করছে, যা সেই বিধি-ব্যবস্থার সঙ্গে লড়াই করে চলে, যা আমার মন গ্রহণ করেছে। আমার দেহে যে বিধি-ব্যবস্থা কাজ করছে তা হল পাপের বিধি-ব্যবস্থা এবং এর হাতে আমি বন্দী। 24কি হতভাগ্য মানুষ আমি! কে আমাকে এই মৃত্যুর দেহ থেকে উদ্ধার করবে? 25ঈশ্বর আমাকে উদ্ধার করবেন! আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে পরিত্রাণের দ্বারা ঈশ্বর আমাকে উদ্ধার করবেন।

এই জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। তাহলে দেখছি যে আমি মনে ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থার দাস; কিন্তু আমার পাপ প্রকৃতির দিক থেকে আমি পাপ ব্যবস্থারই দাস।

আত্মাতে জীবন

8 তাই যারা খ্রীষ্ট যীশুতে আছে তারা বিচারে দোষী সাব্যস্ত হবে না। 2কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে আত্মার যে বিধি-ব্যবস্থা জীবন আনে, তা আমাকে মুক্ত করেছে সেই পাপের ব্যবস্থা থেকে যা মৃত্যু আনে। 3মোশির বিধি-ব্যবস্থা যা পারেনি তা ঈশ্বর সাধন করলেন; কারণ আমাদের স্বভাবজাত দুর্বলতার জন্য মোশির বিধি-ব্যবস্থা শক্তিহীন ছিল। তাই তিনি তাঁর নিজের পুত্রকে আমাদের মত মনুষ্যদেহে পাঠালেন, যেন তিনি মানুষের পাপের জন্য বলি হন। ঈশ্বর এইভাবে সেই মানবীয় দেহে পাপকে দণ্ডিত করলেন। 4যেন দেহের বশে নয় কিন্তু আত্মার বশে চলার দরুন আমাদের মধ্যে বিধি-ব্যবস্থার দাবী দাওয়াগুলি পূর্ণ হয়।

5যারা পাপ প্রবৃত্তির বশে চলে তাদের মন পাপ চিন্তাই করে ; কিন্তু যারা পবিত্র আত্মার বশে চলে, তারা পবিত্র আত্মা যা চান সেই অনুসারে চিন্তা করে। 6আমাদের চিন্তা যদি দেহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তবে তার ফল হয় মৃত্যু ; কিন্তু যদি পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয় তবে তার ফল হয় জীবন ও শান্তি। 7তাই যে মন মানুষের পাপ স্বভাব দ্বারা পরিচালিত সে ঈশ্বর বিরোধী কারণ সে নিজেকে ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থার অধীনে রাখে না। বাস্তবে সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থা পালনে অসমর্থ। 8যারা তাদের দৈহিক প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয় তারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারে না।

9কিন্তু তোমরা তোমাদের দৈহিক প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত নও বরং আত্মা দ্বারা চালিত; অবশ্য যদি ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে বিরাজ করেন তাহলে তুমি আত্মার

"অপরের ... পাপ" যাত্রা 20:17; দ্বি বি 5:21

দ্বারা চালিত হবে; কিন্তু যার মধ্যে খ্রীষ্টের আত্মা নেই সে খ্রীষ্টের নয়। 10পাপের ফলে তোমাদের দেহ মৃত্যুর অধীন; কিন্তু খ্রীষ্ট যদি তোমাদের অন্তরে থাকেন, তবে পবিত্র আত্মা তোমাদের জীবন দান করেন, কারণ খ্রীষ্ট তোমাদের ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন করেছেন। 11ঈশ্বর যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করেছেন; আর ঈশ্বরের আত্মা যদি তোমাদের মধ্যে বাস করেন তবে তিনি তোমাদের মরণশীল দেহকে জীবনময় করবেন। ঈশ্বরই যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাঁর যে আত্মা তোমাদের মধ্যে আছে, তিনি সেই আত্মার দ্বারা তোমাদের দেহকে সঞ্জীবিত করবেন।

12তাই ভাই ও বোনেরা, আমরা ঋণী কিন্তু সেই ঋণ আমাদের দৈহিক প্রবৃত্তির কাছে নয়, আমরা অবশ্যই আর দৈহিক প্রবৃত্তির দ্বারা জীবন পরিচালিত করব না। 13কারণ যদি তোমরা দৈহিক প্রবৃত্তির দ্বারা চল তবে মরবে; কিন্তু পবিত্র আত্মার সাহায্যে যদি দেহের মন্দ কাজগুলি থেকে বিরত থাক তবে জীবন পাবে।

14ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তানেরা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয়। 15তোমরা যে আত্মাকে পেয়েছ তা তো দাসত্বের আত্মা নয় যে পুনরায় ভয়ে থাকবে, বরং তোমরা যে আত্মাকে পেয়েছ তার দ্বারা পুত্রত্ব পেয়েছ; আর সেই আত্মাতে আমরা ডাকি, "আব্বা", "পিতা।" 16পবিত্র আত্মা নিজেও আমাদের আত্মার সঙ্গে সাক্ষ্য দিয়ে বলছেন যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান; 17আর যদি সন্তান হই, তবে আমরা তাঁর উত্তরাধিকারী এবং খ্রীষ্টের সাথে উত্তরাধিকারী। যদি অবশ্য খ্রীষ্ট যেমন দুঃখভোগ করেছিলেন, তেমনি আমরা তাঁর সঙ্গে দুঃখভোগ করি, আর তা করলে আমরা খ্রীষ্টেরই সঙ্গে মহিমান্বিত হব।

ভবিষ্যতে আমরা মহিমান্বিত হব

18এখন আমরা দুঃখ ভোগ করছি; কিন্তু আমাদের জন্য যে মহিমা প্রকাশিত হবে তার সঙ্গে বর্তমান কালের এই দুঃখভোগ তুলনার যোগ্যই নয়। 19বিশ্বসৃষ্টি ব্যাকুল প্রতীক্ষায় রয়েছে ঈশ্বর কবে তাঁর পুত্রদের প্রকাশ করবেন। সমগ্র বিশ্ব এর জন্য আকুল প্রতীক্ষায় রয়েছে। 20বিশ্ব সৃষ্টিকে তো ব্যর্থতার বন্ধনে বেঁধে রাখা হয়েছে যদিও তা তার নিজের ইচ্ছায় নয় কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায়, যিনি সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রেখেছেন। 21তবুও বিশ্বসৃষ্টির এই আশা রয়েছে যে সেও একদিন এই অবক্ষয়ের দাসত্ব থেকে মুক্ত হবে আর ঈশ্বরের সন্তানদের মহিমাময় স্বাধীনতার অংশীদার হবে।

22আমরা জানি যে এখন পর্যন্ত ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টি ব্যথায় আর্তনাদ করছে যেমন করে নারী সন্তান প্রসবের ব্যথা ভোগ করে। 23কেবল গোটা বিশ্ব নয়, আমরাও যারা পবিত্র আত্মাকে উদ্ধারের জন্য প্রথম ফলরূপে পেয়েছি, আমাদের দেহের মুক্তিলাভের প্রতীক্ষায় অন্তরে আর্তনাদ করছি। 24আমরা উদ্ধার পেয়েছি তাই আমাদের অন্তরে এই প্রত্যাশা রয়েছে। প্রত্যাশার বিষয় প্রত্যক্ষ হলে তা প্রত্যাশা নয়। যা পাওয়া হয়ে গেছে তার জন্য কে প্রত্যাশা করে? 25আমরা যা এখনও পাইনি তারই জন্য প্রত্যাশা করছি, ধৈর্য্যের সঙ্গেই তার জন্য প্রতীক্ষা করছি।

26একইভাবে আমাদের দুর্বলতায় পবিত্র আত্মাও আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন, কারণ আমরা কিসের জন্য প্রার্থনা করব জানি না, তাই স্বয়ং পবিত্র আত্মা আমাদের হয়ে অব্যক্ত আর্তস্বরে আবেদন জানিয়ে থাকেন। 27মানুষের অন্তরে কি আছে ঈশ্বর তা দেখতে পান; আর ঈশ্বর পবিত্র আত্মার বাসনা কি তা জানেন, কারণ পবিত্র আত্মা ভক্তদের হয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই সেই আবেদন করেন।

28আমরা জানি যে সব কিছুতে তিনি তাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করেন যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, যারা তাঁর সংকল্প অনুসারে আহূত। 29জগৎ সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর যাদের জানতেন, তাদের তিনি তাঁর পুত্রের মত করবেন বলে মনস্থ করলেন। এইভাবে যীশু হবেন অনেক ভাইদের মধ্যে প্রথমজাত। 30আগে থেকে তিনি যাদের বেছে রেখেছিলেন তাদের আহ্বান করলেন; যাদের তিনি আহ্বান করলেন তাদের ধার্মিক গণ্য করলেন এবং যাদের তিনি ধার্মিক গণ্য করলেন তাদের মহিমান্বিত করলেন।

খ্রীষ্ট যীশুর মধ্যেই ঈশ্বরের ভালবাসা

31এই সব দেখে আমরা কি বলব? ঈশ্বর যখন আমাদেরই পক্ষে তখন আমাদের বিপক্ষে কে যাবে? 32যিনি তাঁর নিজ পুত্রকেই নিষ্কৃতি দেন নি, এমন কি আমাদের সকলের জন্যে তাঁকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দিলেন, তখন তিনি তাঁর পুত্রদানের সঙ্গে সবকিছুই কি আমাদের দান করবেন না? 33ঈশ্বর নিজের বলে যাদের মনোনীত করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কে আনবে? ঈশ্বরই তাদের ধার্মিক করেছেন। 34খ্রীষ্ট যীশু যিনি মারা গেলেন ও মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠলেন, তিনি ঈশ্বরের ডানদিকে বসে আছেন আর আমাদের জন্যে ঈশ্বরের কাছে মিনতি করছেন। 35খ্রীষ্টের ভালবাসা থেকে কোন কিছুই কি আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারে? দুঃখ, দুর্দশা, ক্লেশ, সঙ্কট, তাড়না, দুর্ভিক্ষ, নগ্নতা বা প্রাণসংশয়, কি তরবারির মৃত্যু? 36যেমন শাস্ত্রে লেখা আছে :

"তোমার জন্য আমরা সমস্ত দিন মৃত্যুবরণ করছি।
লোকচক্ষে আমরা বলির মেষের মতো।"

গীতসংহিতা 44:22

37কিন্তু ঈশ্বর, যিনি আমাদের ভালবাসেন তাঁর দ্বারা আমরা ওই সবকিছুতে পূর্ণ বিজয়লাভ করি। 38-39কারণ আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে কোন কিছুই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নিহিত ঐশ্বরিক ভালবাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না, মৃত্যু বা জীবন, কোন স্বর্গদূত বা প্রভুত্বকারী আত্মা, বর্তমান বা ভবিষ্যতের কোন কিছু, উর্দ্ধের বা নিম্নের কোন প্রভাব কিংবা সৃষ্ট কোন কিছুই আমাদের সেই ভালবাসা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।

ঈশ্বর ও ইহুদী সমাজ

9 আমি খ্রীষ্টেতে আছি এবং সত্যি বলছি। পবিত্র আত্মা
দ্বারা পরিচালিত আমার বিবেকও বলছে যে আমি
মিথ্যা বলছি না। 2আমি ইহুদী সমাজের জন্য অন্তরে
সবসময় গভীর দুঃখ ও বেদনা অনুভব করছি। 3তারা
আমার ভাই ও বোন, আমার স্বজাতি। তাদের যদি
সাহায্য করতে পারতাম! এমন কি আমার এমন ইচ্ছাও
জাগে যে তাদের বদলে আমি যেন অভিশপ্ত এবং খ্রীষ্ট
থেকে বিচ্ছিন্ন হই। 4তারা ইস্রায়েল বংশেরই মানুষ।
ঈশ্বর তাদের পুত্র হবার অধিকার দিয়েছেন, নিজের
মহিমা দেখিয়েছেন, ধর্ম নিয়ম দিয়েছেন। ঈশ্বর তাদেরই
মোশির দেওয়া বিধি-ব্যবস্থা, সঠিক উপাসনা পদ্ধতি
এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। 5ঐ লোকেরাই
আমাদের মহান পিতৃপুরুষদের বংশধর এবং খ্রীষ্ট এই
জাতির মধ্য দিয়েই পার্থিব জগতে এসেছিলেন। ঈশ্বর
যিনি সবার ওপর কর্তৃত্ব করেন যুগে যুগে তাঁর প্রশংসা
হোক! আমেন!

6আমি একথা বলছি না যে ঈশ্বরের যে প্রতিশ্রুতি
তাদের জন্য ছিল তা তিনি পূর্ণ করেন নি; কিন্তু
ইস্রায়েলের সমস্ত মানুষই সত্যিকার ইস্রায়েলের লোক
নয়। 7এমনও নয় যে অব্রাহামের বংশের বলেই তারা
সত্যিকারের সন্তান; কিন্তু ঈশ্বর বলেছিলেন, "কেবল
ইস্হাকই তোমার বৈধ পুত্র হবে।"* 8এর অর্থ হোল
এই যে দৈহিকভাবে জন্মপ্রাপ্ত অব্রাহামের সন্তানরা
সকলেই ঈশ্বরের সন্তান নয়। অব্রাহামের প্রকৃত বংশধর
তারাই যারা অব্রাহামের কাছে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি
অনুসারে জন্মলাভ করেছে। 9তিনি অব্রাহামকে এই
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন: "নিরুপিত সময়ে আমি পুনর্বার
আসব তখন সারার এক পুত্র হবে।"*

10শুধু তাই নয়, রিবিকাও একজন মানুষের কাছ
থেকেই সন্তান পেয়েছিলেন, তিনি আমাদের পূর্বপুরুষ
ইস্হাক। 11-12সেই সন্তান দুটির জন্ম হবার পূর্বে ঈশ্বর
রিবিকাকে বলেছিলেন: "তোমার সন্তানদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ
কনিষ্ঠের দাস হবে।"* তাদের জন্মের পূর্বেই ঈশ্বর এই
কথা জানিয়েছিলেন কারণ ঈশ্বরের সংকল্প অনুসারে
সেই মনোনয়ন হয়েছিল। সেই সন্তান মনোনীত হোল
তার কৃত কোন কর্মের জন্য নয় বরং এই জন্যে যে
ঈশ্বর তাকেই আহ্বান করেছিলেন। 13আর শাস্ত্র যেমন
বলে : "আমি যাকোবকে ভালোবেসেছি, কিন্তু এষৌকে
ঘৃণা করেছি।"*

14তাহলে আমরা কি বলব? ঈশ্বরে কি অন্যায় আছে?
আমরা তা বলতে পারি না। 15ঈশ্বর মোশিকে বলেছিলেন,
"আমি যাকে দয়া করতে চাই, তাকেই দয়া করব।
যাকে করুণা করতে চাই, তাকেই করুণা করব।"*
16তাই ঈশ্বর তাকেই মনোনীত করেন যাকে করুণা
করবেন বলে ঠিক করেছেন। তাই মানুষের চেষ্টা বা
তার ইচ্ছার ওপর তাঁর মনোনয়ন নির্ভর করে না।
17শাস্ত্রে আছে ঈশ্বর ফরৌণকে উদ্দেশ্য করে বললেন:
"তুমি আমার জন্য এই কাজ করবে, এই জন্যই আমি
তোমাকে রাজা করেছি, যেন তোমার মধ্য দিয়ে আমি
আমার ক্ষমতা প্রকাশ করতে পারি ও সারা জগতে
আমার নাম ঘোষিত হয়।"*

18সেজন্য ঈশ্বর যাকে দয়া করতে চান, তাকেই দয়া
করেন আর যার অন্তর ঈশ্বর কঠিন করতে চান, তার
অন্তর কঠিন করে তোলেন।

19তাহলে তোমরা হয়তো আমাকে বলতে পার :
"তবে ঈশ্বর কেন মানুষদের পাপের জন্য দোষী করেন?
কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা কে প্রতিরোধ করতে পারে?" 20তা
সত্য, কিন্তু তুমি কে? ঈশ্বরকে প্রশ্ন করার কোন অধিকার
তোমার নেই। মাটির পাত্র কি নির্মাণকর্তাকে প্রশ্ন করতে
পারে? মাটির পাত্র কখনও নির্মাতাকে বলে না, "তুমি
কেন আমাকে এমন করে গড়লে?" 21কাদামাটির উপরে
কুমোরের কি কোন অধিকার নেই, সে কি একই মাটির
তাল থেকে তার ইচ্ছামত দুরকম পাত্র তৈরী করতে
পারে না? একটি বিশেষ ব্যবহারের জন্য, অন্যটি সাধারণ
ব্যবহারের জন্য।

22ঈশ্বর যদিও চেয়েছিলেন, যে লোকেদের বিনাশের
জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে তাদের উপর তিনি তাঁর ক্রোধ
প্রকাশ করবেন ও তাঁর ক্ষমতার স্পষ্ট প্রমাণ দেবেন,
তবু ঈশ্বর তাঁর ক্রোধের পাত্রদের প্রতি অসীম ধৈর্য্য
দেখিয়েছেন। 23যাতে সেই দয়ার পাত্রদের, যাদের তিনি
মহিমা প্রাপ্তির যোগ্য করে তৈরী করেছিলেন, তাদের
কাছে তাঁর মহিমার ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে পরিচিত করাতে
পারেন। 24আমরাই সেই লোক, ঈশ্বর যাদের আহ্বান
করেছেন। ইহুদী ও অইহুদীর মধ্য থেকে ঈশ্বর আমাদের
আহ্বান করেছেন। 25এবিষয়ে হোশেয়ের পুস্তকে লেখা
আছে :

"যারা আমার লোক নয়, তাদের আমি নিজের
লোক বলব, যে প্রিয়তমা ছিল না তাকে আমার প্রিয়তমা
বলব।" *হোশেয় 2:23*

26"আর যেখানে ঈশ্বর বলেছিলেন তোমরা আমার
লোক নও, সেখানেই তাদের বলা যাবে জীবন্ত ঈশ্বরের
সন্তান।" *হোশেয় 1:10*

27যিশাইয় ইস্রায়েল সম্বন্ধে উচ্চকণ্ঠে বলেছিলেন:
"যদিও ইস্রায়েলীদের সংখ্যা সমুদ্র তীরের
বালুকণার মত অগণিত হয়, তবুও তাদের মধ্য
থেকে অবশিষ্ট কিছু মানুষ শেষ পর্যন্ত উদ্ধার পাবে।
28বিচারের ব্যাপারে প্রভু এই পৃথিবীতে যা করবেন
বলেছেন, তিনি তা পূর্ণ করবেন, শিগ্গিরই তা
শেষ করবেন।"*

"কেবল ... হবে" আদি 21:12

"নিরুপিত ... হবে" আদি 18:10,14

"তোমার ... হবে" আদি 25:23

"আমি ... করেছি" মালাখি 1:2-3

"যাকে ... করব" যাত্রা 33:19

"তুমি ... হয়" যাত্রা 9:16

"যদিও ... করবেন" যিশ 10:22-23

29এই রকম কথা যিশাইয় আগেই বলেছিলেন:

"সর্বশক্তিমান প্রভু যদি আমাদের জন্য কিছু
বংশধর রেখে না দিতেন তবে এতদিন আমরা
সদোমের তুল্য হতাম, আমরা এতদিনে ঘমোরার
তুল্য হতাম।"*

30তাহলে এসবের অর্থ কি? অর্থ এই যারা অইহুদী তারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হবার কোন চেষ্টা করেনি; তাদেরকেই ঈশ্বর ধার্মিক প্রতিপন্ন করলেন। তাদের বিশ্বাসের জন্য তারা ধার্মিক প্রতিপন্ন হল। 31আর ইস্রায়েলীরা বিধি-ব্যবস্থা পালন করার মধ্য দিয়ে ধার্মিক প্রতিপন্ন হবার চেষ্টা করেও কৃতকার্য্য হয় নি।

32কারণ তারা তাদের কৃতকর্মের দ্বারা ধার্মিক প্রতিপন্ন হবার চেষ্টা করেছে। ধার্মিক প্রতিপন্ন হবার জন্য তারা ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস করেনি, তারা ব্যাঘাতজনক পাথরে ধাক্কা খেয়ে হোঁচট খেয়েছে। 33শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে:

"দেখ, আমি সিয়োনে একটি পাথর রাখছি যাতে
মানুষ হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়; কিন্তু যারা তাঁর ওপর
বিশ্বাস করবে তারা কখনও লজ্জায় পড়বে না।"

যিশাইয় 8:14; 28:16

10 ভাই ও বোনেরা, আমার হৃদয়ের একান্ত কামনা এই যেন সমস্ত ইহুদী উদ্ধার পায়। ঈশ্বরের কাছে এই আমার কাতর মিনতি। 2আমি ইহুদীদের বিষয়ে একথা বলতে পারি যে ঈশ্বরের বিষয়ে তাদের উৎসাহ আছে; কিন্তু এটা তাদের জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে নেই। 3যে পথে ঈশ্বর মানুষকে ধার্মিক প্রতিপন্ন করেন তারা সেই পথ জানে না। তারা নিজেদের প্রচেষ্টায় ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হতে চায়। তাই যে পথে ঈশ্বর মানুষকে ধার্মিক প্রতিপন্ন করেন, তা তারা গ্রহণ করে নি। 4খ্রীষ্টের আগমনে বিধি-ব্যবস্থার যুগ শেষ হয়েছে। এখন যারা তাঁকে বিশ্বাস করে তারাই ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়।

5বিধি-ব্যবস্থা পালন করে ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়া সম্পর্কে মোশি বলে গেলেন, "যে ব্যক্তি এইসব বিধি-ব্যবস্থা পালন করবে সে তার মধ্য দিয়েই জীবন পাবে।"* 6যে ধার্মিকতা ঈশ্বরে বিশ্বাস থেকে হয় সে সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলেছে : "মনে মনে কখনও বোল না, 'উপরে স্বর্গে কে যাবে?"' এর অর্থ, "খ্রীষ্টকে কে পৃথিবীতে নামিয়ে আনবে?" 7বা নীচে পাতালে কে যাবে?"' এর অর্থ, মৃতদের মধ্য থেকে কে খ্রীষ্টকে উর্দ্ধে আনবে?" 8এ ব্যাপারে শাস্ত্র বলছে : "সেই শিক্ষা তোমার কাছেই তোমার মুখে ও হৃদয়েই আছে।"* সে শিক্ষা হল বিশ্বাসের শিক্ষা যা আমরা লোকদের কাছে বলি। 9তুমি যদি নিজ মুখে যীশুকে প্রভু বলে স্বীকার কর, এবং অন্তরে বিশ্বাস কর যে ঈশ্বরই তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করেছেন তাহলে উদ্ধার পাবে। 10কারণ মানুষ অন্তরে বিশ্বাস করে ধার্মিকতা লাভ করার জন্য আর মুখে সেই বিশ্বাসের কথা স্বীকার করে উদ্ধার পাবার জন্য।

11শাস্ত্র এই কথাই বলে যে: "যে খ্রীষ্টে বিশ্বাস করে সে কখনও লজ্জায় পড়বে না।"* 12এক্ষেত্রে ইহুদী ও অইহুদীদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, একই প্রভু সকলের প্রভু। যত লোক তাঁকে ডাকে সেই সকলের ওপর তিনি প্রচুর আশীর্বাদ ঢেলে দেন। 13হ্যাঁ, শাস্ত্র বলে, "যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে ডাকবে সে উদ্ধার পাবে।"*

14কিন্তু যাঁকে তারা বিশ্বাস করে না তাঁকে ডাকবে কি করে? আর যারা তাঁর কথা শোনেনি তাঁকে বিশ্বাসই বা কি করে করবে? কেউ প্রচার না করলে তারা শুনবেই বা কি করে? 15যারা প্রচার করতে যাবে তারা প্রেরিত না হলে কি করে প্রচার করবে? হ্যাঁ, শাস্ত্রে কিন্তু লেখা আছে: "সুসমাচার নিয়ে যারা আসেন তাদের চরণযুগল কি সুন্দর।"*

16কিন্তু ইহুদীদের মধ্যে সকলেই সেই সুসমাচার গ্রহণ করেনি। যিশাইয় ঠিকই বলেছেন, "প্রভু আমরা যা বলেছি তা ক'জনেই বিশ্বাস করেছে।"* 17সুতরাং সুসমাচার শোনার ভেতর দিয়েই বিশ্বাস উৎপন্ন হয় আর কেউ খ্রীষ্টের সুসমাচার শোনালে তখনই লোকেরা সুসমাচার শুনতে পায়।

18তাহলে আমিই জিজ্ঞাসা করি, "লোকেরা কি তার সুসমাচার শুনতে পায়নি?" হ্যাঁ তারা নিশ্চয়ই শুনেছে এবিষয়ে শাস্ত্র বলছে:

"তাদের রব পৃথিবীর কোণে কোণে পৌঁছেছে, তাদের
বাক্য পৃথিবীর সর্বত্র পৌঁছে গেছে।"

গীতসংহিতা 19:4

19আবার আমি বলি, 'ইস্রায়েলীয়রা কি বুঝতে পারে নি?' হ্যাঁ, তারা বুঝতে পেরেছিল। ঈশ্বরের হয়ে প্রথমে মোশি এই কথা বলেছেন:

"যারা জাতি বলেই গণ্য নয়, এমন লোকদের মাধ্যমে
আমি তোমাদের ঈর্ষান্বিত করব। অজ্ঞ জাতির দ্বারা
তোমাদের ক্রুদ্ধ করব।"

দ্বিতীয় বিবরণ 32:21

20এরপর ঈশ্বরের মুখপাত্র হয়ে যিশাইয় যথেষ্ট সাহসের সঙ্গে বললেন:

"যারা আমায় খোঁজে নি তারাই কিন্তু আমাকে
পেয়েছে; আর যারা আমাকে চায় নি তাদের কাছেই
আমি নিজেকে প্রকাশ করেছি।"

যিশাইয় 65:1

"সর্বশক্তিমান ... হতাম" যিশ 1:9

"যে ... পাবে" লেবীয় 18:5

পদ 6-8 দ্বি বি 30:12-14

"যে ... না" যিশ 28:16

"যে ... পাবে" যোয়েল 2:32

"সুসমাচার ... সুন্দর" যিশ 52:7

"প্রভু ... করেছে" যিশ 53:1

21কিন্তু ইহুদীদের সম্বন্ধে ঈশ্বর বলেন, "সমস্ত দিন ধরে
দু'হাত বাড়িয়ে আমি তাদের জন্য অপেক্ষা করছি;
কিন্তু তারা আমার অবাধ্য এবং আমার বিরোধিতা করেই
চলেছে।"

ঈশ্বর তাঁর লোকদের ভোলেন নি

11 তাহলে আমি জিজ্ঞাসা করি, "ঈশ্বর কি তাঁর লোকদের দূরে সরিয়ে দিয়েছেন?" নিশ্চয়ই না কারণ আমিও অব্রাহামের বংশধর, বিন্যামীন গোষ্ঠীর একজন ইস্রায়েলী।

2পূর্বেই ঈশ্বর যাদের তাঁর নিজের লোক বলে মনোনীত করেছিলেন তাদের তিনি দূরে সরিয়ে দেন নি। শাস্ত্র এলিয় সম্বন্ধে কি বলে তোমরা কি জান না? এলিয় যখন ইস্রায়েলীদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন; 3তখন তিনি বললেন, "প্রভু তারা তোমার ভাববাদীদের হত্যা করেছে, তোমার যজ্ঞবেদী সকল ধ্বংস করেছে। আমিই একমাত্র ভাববাদী এখনও জীবিত আছি আর লোকেরা আমার প্রাণনাশের চেষ্টা করছে।"*

4কিন্তু ঈশ্বর তখন এলিয়কে কি উত্তর দিয়েছিলেন? ঈশ্বর বললেন, "এখনও আমার সাত হাজার লোককে বাঁচিয়ে রেখেছি, যারা আমার উপাসনা করে। এই সাত হাজার লোক বালের সামনে জানুপাত করেনি।"* 5ঠিক সেই ভাবেই এখনও কিছু লোক আছে, ঈশ্বর যাদেরকে নিজ অনুগ্রহে মনোনীত করেছেন। 6ঈশ্বর যদি তাঁর লোকদের অনুগ্রহে মনোনীত করেছেন, তবে তাদের কৃতকর্মের ফলে তারা ঈশ্বরের লোক বলে গণ্য হয়নি, কারণ তাই যদি হোত তবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ আর অনুগ্রহ হোত না।

7তবে ব্যাপারটি দাঁড়াল এই : ইস্রায়েলীয়রা ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হতে চাইলেও সফলকাম হয় নি। কিন্তু ঈশ্বর যাদের মনোনীত করলেন, তারাই ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হল। বাকি ইস্রায়েলীয়রা তাদের অন্তঃকরণ কঠিন করল ও ঈশ্বরের কথা অমান্য করল।

8শাস্ত্রে তাই লেখা আছে :

"ঈশ্বর তাদের এক জড়তার আত্মা দিয়েছেন।"
যিশাইয় 29:10

"ঈশ্বর তাদের চক্ষু রুদ্ধ করেছেন, তাই তারা চোখে সত্য দেখতে পায় না। ঈশ্বর তাদের কান বন্ধ করে দিয়েছেন, তাই তারা কানে সত্য শুনতে পায় না, এ কথা আজও সত্যি।" *দ্বিতীয় বিবরণ 29:4*

9দায়ূদ এসম্বন্ধে বলেছেন:

"তাদের ভোজ হোক ফাঁদের মতো, জালের মতো
যা তাদের ধরে। তাদের পতন হোক ও তারা দণ্ড
ভোগ করুক।

10তাদের চোখ রুদ্ধ হয়ে যাক যাতে দেখতে না
পায় আর কষ্টের ভারে সর্বদা নুয়ে থাকুক।"
গীতসংহিতা 69:22-23

11আমি বলি ইহুদীরা হোঁচট খেয়েছিল। সেই হোঁচট খেয়ে তারা কি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল? না। বরং তাদের ভুলের জন্যই অইহুদীদের কাছে পরিত্রাণ এসেছে। এটা ইহুদীদের ঈর্ষাতুর করে তোলার জন্য ঘটেছিল। 12ইহুদীদের সেই ভুল, জগতের জন্য মহা আশীর্বাদ এনেছে। ইহুদীরা যা হারাল তাদের সেই ক্ষতি অইহুদীদের সমৃদ্ধ করল। তবে একথা নিশ্চিত যে পর্যাপ্ত সংখ্যক ইহুদীরা যদি ঈশ্বরের দিকে ফেরে তবে জগত কত না আশীর্বাদে পূর্ণ হবে।

13এখন আমি অইহুদীদের বলছি, আমি অইহুদীদের জন্য একজন প্রেরিত; আর আমি এই কাজ সাধ্যমত করব। 14আমি আশা রাখি যে আমার স্বজাতীয় ইহুদীদের এতে অন্তর্জ্বালা হবে আর হয়তো সেইভাবে কিছু লোককে আমি সাহায্য করতে পারব, যেন তারা উদ্ধার পায়। 15ঈশ্বর ইহুদীদের থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে জগতের অন্য লোকদের মিত্র করে নিলেন। তাই ঈশ্বর ইহুদীদের আবার যখন গ্রহণ করবেন তার ফল কি হতে পারে? সে কি মৃতের জীবন পাওয়ার মত অবস্থা হবে না?

16ময়দার তালের থেকে তৈরী প্রথম রুটি যদি ঈশ্বরকে নিবেদিত করা হয় তাহলে পুরো তালটাই পবিত্র; আর একটি গাছের শিকড় পবিত্র হলে তার সব শাখাই পবিত্র হবে। 17সেই জলপাই গাছের কয়েকটি শাখা ভেঙ্গে ফেলে সেই জায়গায় তোমার মত বুনো জলপাইয়ের এক শাখা, ঐ গাছে কলম করে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এখন তুমি আসল জলপাই গাছের বাকী শাখা প্রশাখার সঙ্গে শেকড়ের রস ও জীবনী শক্তি টেনে নিচ্ছ। 18সুতরাং, তুমি সেই ভাঙ্গা শাখাগুলির চেয়ে নিজেকে উন্নত ভেবে গর্ব কোর না; কিন্তু যদি কর তাহলে মনে রেখো যে শেকড়কে তুমি ধারণ করছ না বরং শেকড়ই তোমাকে ধারণ করে আছে। 19তাহলে তুমি বলতেই পার যে তোমাকে কলম লাগাবার জন্যেই শাখাগুলো ভাঙ্গা হয়েছিল। 20হ্যাঁ, ঠিক। ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল না বলেই তাদের ভাঙ্গা হয়েছিল; আর তোমার বিশ্বাস ছিল বলেই তুমি সেই গাছের অংশরূপে আছ, এর জন্য গর্ব না করে বরং ভয় কর। 21ঈশ্বর যখন সেই প্রকৃত শাখাগুলিই কেটে ফেলেছিলেন তখন বিশ্বাস না থাকলে তিনি তোমাকেও রেহাই দেবেন না। 22তাহলে ঈশ্বরের দয়ারভাব ও কঠোরভাব দেখ। যারা আর ঈশ্বরের অনুগামী হয় না তাদের তিনি দণ্ড দেন। কিন্তু ঈশ্বর তোমার প্রতি দয়াবান হন যদি তুমি তাঁর দয়ায় অবস্থান করতে থাক। যদি না থাক তাহলে তোমাকে সেই প্রকৃত গাছ থেকে কেটে ফেলা হবে; 23আর ইহুদীরা যদি ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসে, তাঁকে বিশ্বাস করে তবে ঈশ্বর ইহুদীদের আবার গ্রহণ করবেন। তারা যেখানে ছিল ঈশ্বর তাদের সেখানে আবার জুড়ে দেবেন। 24বুনো জলপাই গাছের শাখা স্বাভাবিকভাবে উত্তম জলপাই গাছে লাগানো হয় না; কিন্তু তোমরা অইহুদীরা বুনো

"প্রভু ... করছে" 1রাজাবলি 19:10,14

"এখনও ... করেনি" 1রাজাবলি 19:18

জলপাই গাছের শাখার মত হলেও তোমাদের সকলকে উত্তম জলপাই গাছের সঙ্গে যুক্ত করা হল। সুতরাং ইহুদীরা উত্তম জলপাই গাছের শাখাপ্রশাখা বলে তাদের ভেঙ্গে ফেলা হলেও তাদের নিজস্ব উত্তম গাছের সঙ্গে আবার কত সহজেই না যুক্ত করা যাবে।

25ভাই ও বোনেরা, আমি চাই যে তোমরা নিগূঢ় সত্য বোঝ যাতে নিজের চোখে নিজেকে জ্ঞানী না মনে কর। এই হল সত্য যে ইস্রায়েলীয়দের কিছু অংশ শক্তগ্রীব হয়েছে। অইহুদীদের সংখ্যাপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ইহুদীদের সেই মনোভাব বদলাবে না। 26এইভাবে সমগ্র ইস্রায়েলের উদ্ধার হবে। শাস্ত্রে লেখা আছে:

"সিয়োন থেকে ত্রাণকর্তা আসবেন। তিনি যাকোবের বংশ থেকে সব অধর্ম দূর করবেন।

27আর তখন এই লোকদের সব পাপ হরণ করে
আমি তাদের সঙ্গে আমার চুক্তি স্থাপন করব।"

যিশাইয় 59:20-21; 27:9

28সুসমাচার গ্রহণ করতে অস্বীকার করে ইহুদীরা ঈশ্বরের শত্রু হয়েছে । তোমরা যারা অইহুদী তোমাদের সাহায্য করতেই এমন হয়েছে; কিন্তু বেছে নেবার দিক থেকে ইহুদীরা এখনও ঈশ্বরের মনোনীত লোক। তাদের পিতৃপুরুষদের কাছে ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই সুবাদে তিনি তাদের ভালবাসেন। 29ঈশ্বর কাউকে আহ্বান জানিয়ে ও দান করে অনুশোচনা করেন না। 30একসময় তোমরা ঈশ্বরের অবাধ্য ছিলে, কিন্তু এখন ইহুদীদের অবাধ্যতার জন্য তোমরা তাঁর করুণা পেয়েছ। 31ঠিক তেমনই তোমরা করুণা পেয়েছ বলে ইহুদীরা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছে যেন ইহুদীরা ঈশ্বরের করুণা পেতে পারে। 32ঈশ্বর তাদের সকলকেই অবাধ্যতায় বন্দী করে রেখেছেন যাতে তিনি সকলের প্রতি দয়া করতে পারেন।

ঈশ্বরের প্রশংসা

33হ্যাঁ, ঈশ্বর তাঁর করুণায় কতো ধনবান, তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা কতো গভীর! তাঁর বিচারের ব্যাখ্যা কেউ করতে পারে না। তাঁর পথ সকল কেউ বুঝতে পারে না। 34শাস্ত্রে যেমন বলে,

"প্রভুর মন কে জেনেছে? কে-ই বা তাঁর মন্ত্রণাদাতা হয়েছে?"

যিশাইয় 40:13

35"আর কে-ই বা প্রথমে ঈশ্বরকে কিছু দান করেছে?
এমন কে আছে যার কাছে ঈশ্বর ঋণী?"

ইয়োব 41:11

36কারণ ঈশ্বরই সবকিছু নির্মাণ করেছেন; সবকিছু তাঁর মধ্য দিয়েই অস্তিত্বে আছে এবং তাঁর জন্যেই রয়েছে। চিরকাল ঈশ্বরের মহিমা হোক্! আমেন।

ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ কর

12 ভাই ও বোনেরা আমার মিনতি এই, ঈশ্বর আমাদের প্রতি দয়া করেছেন বলে তোমাদের জীবন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে জীবিত বলিরূপে উৎসর্গ কর, তা তাঁর কাছে পবিত্র প্রীতিজনক হোক। ঈশ্বরের উপাসনা করার জন্য তোমাদের কাছে এ এক আত্মিক উপায়। 2এই জগতের লোকদের মতো নিজেদের চলতে দিও না, বরং নতুন চিন্তাধারায় নিজেদের পরিবর্তন কর; যেন বুঝতে পার ঈশ্বর কি চান, কোনটা ভাল, কোনটা তাকে খুশী করে ও কোনটা সিদ্ধ।

3ঈশ্বর আমাকে একটি বিশেষ বর দান করেছেন, তাই তোমাদের মধ্যে প্রত্যেককে আমার কিছু বলার আছে। নিজের সম্বন্ধে যেমন ধারণা থাকা উচিত তার থেকে উঁচু ধারণা পোষণ কোরো না; কিন্তু ঈশ্বর যাকে যে পরিমাণ বিশ্বাস দিয়েছেন তোমরা সেইমতো নিজেদের সম্বন্ধে ধারণা পোষণ কর। 4আমাদের সকলের দেহ আছে আর সেই দেহে অনেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি একই কাজ করে না। 5ঠিক তেমনই আমরা অনেকে মিলে খ্রীষ্টেতে দেহ গঠন করি। আমরা সেই দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত; 6আর ঈশ্বরের অনুগ্রহ অনুসারেই আমরা ভিন্ন ভিন্ন বরদান পেয়েছি। কেউ যদি ভাববাণী বলার বরদান পেয়ে থাকে তবে সে তার বিশ্বাসের পরিমাণ অনুসারে ভাববাণী বলুক। 7যার সেবা করবার বরদান আছে সে তা সেবা কর্মেই প্রয়োগ করুক। যে শিক্ষক, সে শিক্ষার দ্বারা লোকদের উৎসাহ দিক। 8যে উপদেষ্টা, সে উপদেশ দানের কাজ করুক। যার অপরকে সাহায্যদানের ক্ষমতা আছে, সে উদারভাবেই সাহায্য করুক। কর্তৃত্ব যার হাতে, সে সযত্নেই কর্তৃত্ব করুক। যে দয়া করে, সে আনন্দের সঙ্গেই তা করুক। 9তোমার ভালবাসা অকৃত্রিম হোক। যা মন্দ তা ঘৃণা কর আর যা ভাল তাতে আসক্ত থাক। 10ভাই-বোনের মধ্যে যে পবিত্র ভালোবাসা থাকে সেই ভালোবাসায় তোমরা পরস্পরকে ভালবাস। অপর ভাই বোনেদের নিজের থেকেও বেশী সম্মানের যোগ্য বলে মনে কর। 11প্রভুর কাজে শিথিল হয়ো না। আত্মায় উদ্দীপ্ত হয়েই তোমরা প্রভুর সেবা কর। 12আনন্দ কর, কারণ তোমার প্রত্যাশা আছে। তোমরা দুঃখকষ্টে সহিষ্ণু হও; নিরন্তর প্রার্থনা কর। 13তোমার যা আছে তা অভাবী ঈশ্বরের লোকদের সঙ্গে ভাগ করে নাও। তোমার গৃহে অতিথিদের স্বাগত জানাও।

14তোমাদের যারা নির্যাতন করে তাদের জন্য প্রার্থনা করো, যেন ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করেন। তাদের মঙ্গলবাদ কর, অভিশাপ দিও না। 15তোমরা অপরের সুখে সুখী হও, যারা দুঃখে কাঁদছে তাদের সঙ্গে কাঁদো। 16তোমরা পরস্পর একপ্রাণ হয়ে শান্তিতে থাক, অহঙ্কারী হয়ো না। যারা দীনহীন মানুষ তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চল। নিজেকে জ্ঞানী মনে করে গর্ব করো না। 17কেউ অপকার করলে অপকার করে প্রতিশোধ নিও না। সকলের চোখে যা ভাল তোমরা তা করতেই চেষ্টা কর। 18যতদূর পার সকলের সঙ্গে শান্তিতে থাকার চেষ্টা করে যাও। 19আমার বন্ধুরা কেউ তোমাদের বিরুদ্ধে অন্যায় করলে তাকে শাস্তি দিতে যেও না, বরং ঈশ্বরকেই শাস্তি দিতে দাও। শাস্ত্রে প্রভু বলছেন, "প্রতিশোধ নেওয়া

আমার কাজ, প্রতিদান যা দেবার আমিই দেব।"* 20কিন্তু তোমরা এই কাজ কর, "তোমার শত্রুরা ক্ষুধার্ত হলে তাকে খেতে দাও, তোমার শত্রুরা তৃষ্ণার্ত হলে তাকে জল পান করাও। এই রকম করলে তুমি তাকে লজ্জায় ফেলে দেবে;"* আর তা হবে তার মাথায় একরাশি জ্বলন্ত কয়লা রাখার মতো। 21মন্দের কাছে পরাস্ত হয়ো না, বরং উত্তমের দ্বারা মন্দকে পরাস্ত করো।

13 প্রত্যেক মানুষের উচিত দেশের শাসকদের অনুগত থাকা, কারণ দেশ শাসনের জন্য ঈশ্বরই তাদের ক্ষমতা দিয়েছেন। যারা এখন শাসন কার্য্যে নিযুক্ত, ঈশ্বরই তাদের সেই কাজের ক্ষমতা দিয়েছেন। 2তাই তো কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা যে করে, সে ঈশ্বর যা স্থির করেছেন তারই বিরোধিতা করে। তেমন বিরোধিতা যারা করে তারা নিজেদের ওপরই শাস্তি ডেকে আনবে। 3তুমি ভাল কাজ করো, শাসকবৃন্দ তোমার প্রশংসা করবে। ভয় পাবার কারণ থাকে তাদেরই যারা মন্দ কাজ করে। যদি তুমি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ভয় পেতে না চাও, তবে যা ভাল তাই কর।

4শাসনকর্তারা আসলে তোমার ভালোর জন্য ঈশ্বর নিয়োজিত দাস; কিন্তু তুমি যদি অন্যায় কর তাহলে ভীত হবার কারণ নিশ্চয় থাকে। শাস্তি দেবার মতো ক্ষমতা শাসকের ওপর ন্যস্ত আছে, তিনি তো ঈশ্বরের দাস; তাই যারা অন্যায় করে, তাদের তিনি ঈশ্বরের হয়ে শাস্তি দেন। 5তাই তোমরা শাসনকর্তাদের অনুগত থেকো। ঈশ্বরের ক্রোধের ভয়েই যে কেবল তাদের অধীনতা স্বীকার করবে তা নয়; কিন্তু তোমাদের বিবেক পরিষ্কার রাখার জন্যও করবে।

6এই জন্য সরকারকে তোমরা প্রাপ্য কর দাও, কারণ শাসনকার্য্য পরিচালনা করার জন্যই তারা ঈশ্বর দ্বারা নিযুক্ত আছেন; আর সেই কার্য্যে তারা ব্যস্তভাবে সময় ব্যয় করেন। 7তোমার কাছে যার যা প্রাপ্য তাকে তা দিয়ে দাও। যে কর আদায় করে তাকে কর দাও; যাদের শ্রদ্ধা করা উচিত তাদের শ্রদ্ধা কর; যাদের সম্মান পাওয়া উচিত তাদের সম্মান কর।

অপরকে ভালবাসাই একমাত্র বিধি-ব্যবস্থা

8শুধু পরস্পরের প্রতি ভালবাসার ঋণ ছাড়া কারো কাছে ঋণী থেকো না, কারণ যারা প্রতিবেশীকে ভালবাসে, তারাই ঠিকভাবে বিধি-ব্যবস্থা মেনে চলছে। 9আমি একথা বলছি কারণ ঈশ্বরের এই আজ্ঞাগুলি অর্থাৎ "ব্যভিচার করবে না, নরহত্যা করবে না, চুরি করবে না, অপরের জিনিস আত্মসাৎ করবে না।"* আর অন্য যা কিছু আদেশ তিনি দিয়েছেন সে সবগুলি সংক্ষেপে এই একটি আদেশের মধ্যেই চলে আসে, "নিজের মতো তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসো।"* 10ভালবাসা কখনও কারোর ক্ষতি করে না, তাই দেখা যাচ্ছে ভালবাসাতেই বিধি-ব্যবস্থা পালন করা হয়।

11এখন কোন সময় তা তো তোমাদের জানাই আছে। হ্যাঁ, এখন তো ঘুম থেকে জেগে ওঠার সময়, কারণ যখন আমরা খ্রীষ্টে প্রথম বিশ্বাস করেছিলাম তখন অপেক্ষা এখন পরিত্রাণ আমাদের আরো সন্নিকট। 12'দিন' শুরু হতে আর দেরী নেই। 'রাত' প্রায় শেষ হল তাই জীবন থেকে অন্ধকারের ক্রিয়াসকল পরিত্যাগ করে এস এখন পরিধান করি আলোকের রণসজ্জা। 13লোকেরা দিনের আলোয় যেমন চলে আসে আমরাও তাদের মত সৎ পথে চলি। আমরা যেন হৈ-হল্লা পূর্ণ ভোজে যোগ না দিই, মাতলামি না করি, যৌন দুরাচার উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে দূরে থাকি; বিবাদ, ঈর্ষা ও তর্কের মধ্যে না যাই। 14কিন্তু যেন নব বেশে প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে পরিধান করি ও দৈহিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার চিন্তায় আর মন না দিই।

অপরের সমালোচনা কোর না

14 বিশ্বাসে যে দুর্বল, এমন কোন ভাইকে তোমাদের মধ্যে গ্রহণ করতে অস্বীকার কোর না। তার ভিন্ন ধারণা নিয়ে তার সঙ্গে তর্ক কোর না। 2এক এক জন বিশ্বাস করে যে তার যা ইচ্ছা হয় এমন সব কিছুই সে খেতে পারে; কিন্তু যে বিশ্বাসে দুর্বল সে মনে করে যে সে কেবল শাকসব্জী খেতে পারে। 3যে ব্যক্তি সব খাবারই খায় সে যেন যে কেবল সব্জীই খায়, তাকে হেয় জ্ঞান না করে। আর যে মানুষ কেবল সব্জী খায়, তারও উচিত সব খাবার খায় এমন লোককে ঘৃণা না করা, কারণ ঈশ্বর তাকেও গ্রহণ করেছেন। 4তুমি অন্যের ভৃত্যের দোষ ধোর না। সে ঠিক করছে না ভুল করছে তা তার মনিবই সিদ্ধান্ত করবেন; বরং প্রভুর দাস নির্দোষই হবে কারণ প্রভু তাকে ধার্মিক প্রতিপন্ন করতে পারেন।

5কেউ হয়তো মনে করে এই দিনটি ওই দিনটির থেকে ভাল, আবার কেউ মনে করে সব দিনই সমান ভাল। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ মনে তার বিশ্বাস সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হোক। 6যে কোন দিনকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে থাকে সে প্রভুর উদ্দেশ্যেই তা করে। তেমনি যে মানুষ সবরকম খাবারই খায়, সেও প্রভুর উদ্দেশ্যেই তা করে, কারণ সে ওই খাবারের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানায়। এদিকে যে ব্যক্তি কিছু খাদ্য গ্রহণে বিরত থাকে সেও তো প্রভুর উদ্দেশ্যেই তা করে। 7হ্যাঁ, আমরা সকলেই প্রভুর জন্য বেঁচে থাকি। আমরা কেউ নিজের জন্য বেঁচে থাকি না, কেউ নিজের জন্য মরেও যাই না। 8আমাদের বেঁচে থাকা তো প্রভুরই উদ্দেশ্যে বেঁচে থাকা, আমরা যদি মরি তবে তো প্রভুর জন্যই মরি। তাই আমরা বাঁচি বা মরি, যে ভাবেই থাকি না কেন, আমরা প্রভুরই।

9এইজন্যই খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করলেন ও পুনরায় বেঁচে উঠলেন, যাতে তিনি মৃত ও জীবিত সকলেরই প্রভু হতে পারেন। 10তাহলে তোমরা কেন খ্রীষ্টেতে তোমার

"প্রতিশোধ ... দেব" দ্বি বি 32:35

"তোমরা ... দেবে" হিত 25:21-22

"ব্যভিচার ... না" যাত্রা 20:13-15,17

"নিজের ... ভালবাসো" লেবীয় 19:18

এক ভাইয়ের দোষ ধর? তোমার ভাইয়ের থেকে তুমি ভাল, এমন কথাই বা ভাব কি করে? আমাদের সকলকেই ঈশ্বরের বিচারাসনের সামনে দাঁড়াতে হবে; আর ঈশ্বর আমাদের বিচার করবেন। 11হ্যাঁ, শাস্ত্রে লেখা আছে:

"প্রত্যেক ব্যক্তি আমার সাক্ষাতে নতজানু হবে।
প্রত্যেক ওষ্ঠাধর স্বীকার করবে যে আমি ঈশ্বর, প্রভু
বলেন আমার জীবনের দিব্য, এসব হবেই।"

যিশাইয় 45:23

12আমাদের সকলকেই ঈশ্বরের কাছে আমাদের জীবনের হিসাব দিতে হবে।

অপরকে পাপে প্ররোচিত কোর না

13তাই এস আমরা অন্যের বিচার করা থেকে বিরত হই, বরং আমরা সিদ্ধান্ত নেব যে আমরা এমন কিছু করব না যাতে আমাদের কোন ভাই বা বোন হোঁচট খায় ও প্রলোভনে পড়ে পাপ করে। 14আমি প্রভু যীশুতে নিশ্চিতভাবে বুঝেছি যে কোন খাবার আসলে অশুচি নয়, তা খাওয়া অন্যায় নয়। তবে কেউ যদি সেই খাবার অশুচি ভাবে, তাহলে তার কাছে তা অশুচি। 15তোমার খাদ্যে যদি তোমার ভাই আত্মিকভাবে আহত হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে তুমি আর ভালোবাসার পথে চলছ না। তুমি এমন কিছু খেয়ো না যা অন্যের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এতে তার বিশ্বাস আঘাত পেতে পারে, কারণ খ্রীষ্ট সেই ব্যক্তির জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। 16তাহলে তোমার কাছে যা ভাল, তা যেন অপরের কাছে নিন্দিত না হয়।

17ঈশ্বরের রাজ্য খাদ্য পানীয় নয়, কিন্তু তা ধার্মিকতা, শান্তি ও পবিত্র আত্মাতে আনন্দ। 18যে এ বিষয়ে খ্রীষ্টের দাসত্ব করে, সে ঈশ্বরের প্রীতিপাত্র, এবং মানুষের কাছেও পরীক্ষা সিদ্ধ।

19তাই সেই সব কাজ যা শান্তির পথ প্রশস্ত করে এবং পরস্পরকে শক্তিশালী করে এস আমরা তাই করি। 20নিছক খাদ্যবস্তু নিয়ে ঈশ্বরের কাজ পণ্ড কোর না, কারণ সব খাদ্যই শুচি ও খাওয়া যায়; কিন্তু কারো কিছু খাওয়া নিয়ে যদি অন্যের পতন ঘটে তাহলে তেমন কিছু খাওয়া অবশ্যই অন্যায়। 21তোমার ভাই যদি হোঁচট খায় ও পাপে পতিত হয়, তাহলে মাংস আহার বা দ্রাক্ষারস পান না করাই শ্রেয়। তেমন কোন কাজও না করা ভাল যার ফলে তোমার কোন ভাই বা বোনের পতন ঘটতে পারে ও সে পাপ করে।

22তোমরা যা ভাল বলে বিশ্বাস কর তা তুমি ও তোমার ঈশ্বরের মধ্যেই রাখ; কারণ কেউ যখন ভাল মনে করে কোন কাজ করে এবং সে যা করছে সেই ব্যাপারে যদি তার বিবেক তাকে দোষী না করে, তবে সেই ব্যক্তি ধন্য। 23কিন্তু কোন কিছু খাবার ব্যাপারে যার অন্তরে দ্বিধা থাকে সে যদি তবুও তা খায় তাহলে সে অবশ্যই দোষী, কারণ সে তো নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করল। কেউ যদি বিশ্বাস করতে না পারে যে এটা ঠিক তবে সেই কাজ করা পাপ।

15 আমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসে বলিষ্ঠ হয়েছি তাদের কর্তব্য যেন থারা বিশ্বাসে সবল তাদের দুর্বলতায় সাহায্য করি, যেন নিজেদের খুশী করার চেষ্টা না করি। 2আমরা প্রত্যেকে বরং অপরকে খুশী করার চেষ্টা করব, তা করলে তাদের সাহায্য করা হবে। তারা যেন বিশ্বাসে বলবান হয়ে উঠতে পারে, সে চেষ্টা আমাদের অবশ্যই করা উচিত। 3খ্রীষ্টও নিজেকে সন্তুষ্ট করার কথা ভাবেননি, বরং শাস্ত্র যেমন বলে: "যারা তোমাদের অপমান করেছে, সেই সব অপমান আমার ওপরই এসেছে।"* 4শাস্ত্রে বহু আগেই যে সব কথা লেখা হয়েছে তা আমাদের শিক্ষা দেবার জন্যই লেখা হয়েছে। তা লেখা হয়েছে যেন তার থেকে ধৈর্য্য ও শক্তি আসে এবং অন্তরে প্রত্যাশা জন্মায়। 5আমি প্রার্থনা করি ঈশ্বর যিনি সকল ধৈর্য্য ও উৎসাহের উৎস, তিনি যেন তোমাদের খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে একমনা হতে সাহায্য করেন। 6এইভাবে তোমরা যেন সকলে মিলিত কণ্ঠে যিনি আমাদের প্রভু যীশুর পিতা, সেই ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করতে পার। 7খ্রীষ্ট তোমাদের গ্রহণ করেছেন, তাই তোমরাও পরস্পরকে গ্রহণ করে কাছে টেনে নাও, এতে ঈশ্বর মহিমান্বিত হবেন। 8মনে রেখো ঈশ্বর ইহুদীদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা পূর্ণ করার জন্যই খ্রীষ্ট ইহুদীদের দাস হয়েছিলেন, যেন ঈশ্বর যে বিশ্বস্ত তা প্রমাণ হয়। 9খ্রীষ্ট এই কার্য্য সাধন করলেন যেন "অইহুদীরা তাঁর দয়া পেয়েছে বলে তাঁর গৌরব করে। শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে:

"এই জন্যই অইহুদীদের মধ্যে আমি তোমার গৌরব
করব; তোমার নামের প্রশংসা গান করব।"

গীতসংহিতা 18:49

10আবার শাস্ত্র বলে,

"অইহুদীরা, তোমরা ঈশ্বরের মনোনীত লোকদের
সঙ্গে আনন্দ কর।" *দ্বিতীয় বিবরণ 32:43*

11শাস্ত্র আরো বলে,

"সমস্ত অইহুদীরা প্রভুর প্রশংসা কর; সমস্ত লোক
তাঁর প্রশংসা করুক।" *গীতসংহিতা 117:1*

12আবার যিশাইয় বলছেন,

"যিশয়ের একজন বংশধর আসবেন যিনি সমস্ত
অইহুদীদের উপর কর্তৃত্ব করবেন; আর অইহুদী
জাতিবৃন্দ তাঁর উপরেই আশা রাখবে।"

যিশাইয় 11:10

13ঈশ্বর, যিনি তোমাদের মধ্যে আশার সঞ্চার করেন, তাঁর উপর প্রত্যাশা তোমাদের সকলকে আনন্দ ও শান্তিতে ভরপুর করুক। তাহলে পবিত্র আত্মার শক্তিতে তোমাদের আশা আরো উপচে পড়বে।

"যারা ... এসেছে" গীত 69:9

পৌল তার কাজ সম্বন্ধে বললেন

14আমার ভাই ও বোনেরা, আমি সুনিশ্চিত যে তোমরা সবাই উত্তমতায় পূর্ণ। আমি জানি যে তোমরা সব রকম জ্ঞান সঞ্চয় করেছ, যাতে পরস্পরকে নির্দেশ দিতে পার। 15কিন্তু আমি কতকগুলি ব্যাপার মনে করিয়ে দেবার জন্য সাহসভরে তোমাদের সবাইকে লিখছি, কারণ ঈশ্বর আমাকে এই বিশেষ বরদান করেছেন। 16আমি অইহুদীদের মধ্যে কাজ করার জন্য খ্রীষ্ট যীশুর সেবক হয়েছি। আমি যাজকের মত তাদের মাঝে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করি, যাতে পবিত্র আত্মা দ্বারা পবিত্রিকৃত অইহুদীরা ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য উপহাররূপে গ্রাহ্য হয়।

17তাই যীশু খ্রীষ্টে আছে এমন একজন হিসাবে ঈশ্বরের কাজ করতে আমি গর্ববোধ করি। 18আমি যে নিজে কিছু করেছি, এমন কথা বলি না। আমার বাক্য ও কার্য্য দ্বারা অইহুদীদের ঈশ্বরের বাধ্য করার জন্য খ্রীষ্ট আমার মাধ্যমে যা করেছেন শুধু তা বলার সাহস আমার আছে। 19তিনি নানা অলৌকিক চিহ্ন ও আশ্চর্য কাজের দ্বারা এবং পবিত্র আত্মার পরাক্রমে আমার দ্বারা তা পূর্ণ করেছেন। তার ফলে আমি জেরুশালেম থেকে শুরু করে ইল্লুরিকা পর্যন্ত সমস্ত জায়গায় খ্রীষ্ট বিষয়ক সুসমাচার প্রচারের কাজ শেষ করেছি। 20যেখানে খ্রীষ্টের নাম কখনো বলা হয় নি, সেখানে খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করাই আমার জীবনের লক্ষ্য। অন্যের গাঁথা ভিতের ওপর আমি গড়ে তুলতে চাই না। 21এ ব্যাপারে শাস্ত্র বলে:

"যাদের কাছে তাঁর সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়নি তারা দেখতে পাবে; আর যারা শোনেনি তারা বুঝতে পারবে।"
যিশাইয় 52:15

রোম পরিদর্শনে পৌলের পরিকল্পনা

22এই জন্যই বহুবার তোমাদের কাছে যেতে চেয়েও বাধা পেয়েছি।

23কিন্তু এখন এসব এলাকায় আমার কাজ শেষ হয়েছে। বহুবছর ধরে তোমাদের সকলের কাছে যাবার ইচ্ছা আমার মনে ছিল। 24তাই স্পেন দেশে যাবার পথে তোমাদের সঙ্গে দেখা করব; ঐ পথ দিয়ে যাবার সময় তোমাদের সঙ্গে দেখা করে কিছু সময় আনন্দে কাটাতে পারব; আশা করি সেই সফরে তোমরা আমায় সাহায্য করতে পারবে। 25এখন আমি জেরুশালেমে যাচ্ছি যেন ঈশ্বরের লোকদের সাহায্য করতে পারি। 26জেরুশালেমে ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে যে গরীব মানুষেরা আছেন তাদের হাতে দেবার জন্য মাকিদনিয়া ও আখায়ার খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা কিছু চাঁদা তুলেছেন। 27ওদের সাহায্য করা উচিত মনে করেই মাকিদনিয়া ও আখায়া মণ্ডলীরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাদের সাহায্য করা উচিত, কারণ তারা অইহুদী হলেও ইহুদীদের কাছ থেকে আত্মিক আশীর্বাদের সহভাগিতা পেয়েছে। এ বিষয়ে তারা ইহুদীদের কাছে ঋণী। 28আমার এই কাজ শেষ হলে আমি যখন জানব যে সেই চাঁদা ঠিকমতো পৌঁছেছে, তখন তোমাদের কাছে কিছুক্ষণ থেকে আমি স্পেনে যাব। 29আমি জানি যখন তোমাদের সবার কাছে যাব, তখন খ্রীষ্টের পূর্ণ আশীর্বাদ নিয়েই যাব।

30ভাই ও বোনেরা, তোমাদের কাছে আমার একান্ত মিনতি তোমরা ঈশ্বরের কাছে আমার জন্য প্রার্থনা কর। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দোহাই দিয়ে বলছি পবিত্র আত্মার ভালোবাসায় প্রণোদিত হয়ে তোমরা আমার জন্য ঈশ্বরের কাছে মিনতি কর। 31প্রার্থনা কর, যেন যিহূদিয়ায় অবিশ্বাসীদের হাত থেকে আমি রক্ষা পাই। প্রার্থনা কর যেন জেরুশালেমের জন্য আমার সেবা সেখানকার পবিত্র ব্যক্তিরা গ্রহণ করেন। 32তখন ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে আমি খুশি মনেই তোমাদের কাছে যাব এবং তোমাদের সঙ্গে কিছুকাল থেকে বিশ্রাম পাব। 33শান্তিদাতা ঈশ্বর তোমাদের সকলের সঙ্গে সঙ্গে থাকুন। আমেন।

পৌলের ব্যক্তিগত শুভেচ্ছাবার্তা

16 এখন আমি খ্রীষ্টেতে আমাদের বোন ফৈবীর জন্য বলছি। কিংক্রিয়াস্থ মণ্ডলীতে তিনি একজন বিশেষ সেবিকা। 2আমি অনুরোধ করি তোমরা প্রভুতে তাঁকে গ্রহণ কোর। ঈশ্বরের লোকেরা যেভাবে অপরকে গ্রহণ করে সেইভাবেই তাঁকে গ্রহণ কোর। কোন ব্যাপারে যদি তিনি তোমাদের সাহায্য চান তবে তাঁকে সাহায্য কোর। তিনি অনেক লোককে এমনকি আমাকেও খুব সাহায্য করেছেন।

3যীশু খ্রীষ্টের সেবায় আমার সহকর্মী প্রিষ্কা ও আক্কিলাকে শুভেচ্ছা জানিও। 4তারা তাদের জীবন বিপন্ন করে আমার জীবন বাঁচিয়েছিল। কেবল আমিই যে তাদের কাছে কৃতজ্ঞ তা নয়, সমগ্র অইহুদী মণ্ডলীও তাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে।

5তাদের গৃহে যে মণ্ডলী সমবেত হন, তাদেরও শুভেচ্ছা জানিও। আমার প্রিয় বন্ধু ইপেনিতকেও শুভেচ্ছা জানাও, এশিয়ার মধ্যে সেই প্রথম ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে। 6মরিয়মকেও শুভেচ্ছা জানিও কারণ সে তোমাদের সকলের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছে। 7আন্দ্রনীক ও যূনিয়কে শুভেচ্ছা জানিও, তাঁরা আমার স্বজাতি, আমার সঙ্গে তাঁরা কারাগারে বন্দী ছিলেন। তাঁরা প্রেরিতদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি। আমার আগেই তাঁরা খ্রীষ্টে ছিলেন। 8প্রভুতে আমার প্রিয় বন্ধু আম্প্লিয়াতকে শুভেচ্ছা জানিও। 9উর্ব্বাণকে শুভেচ্ছা জানিও, তিনি খ্রীষ্টতে আমাদের সহকর্মী। আমার প্রিয় বন্ধু স্তাখুকে শুভেচ্ছা জানিও। 10আপিল্লিকে শুভেচ্ছা জানিও, তিনি একজন পরীক্ষাসিদ্ধ খ্রীষ্টীয়ান। আরিষ্টবুলের পরিবারের সকলকে আমার শুভেচ্ছা জানিও।

11হেরোদিয়ান যিনি আমার মতোই একজন ইহুদী, তাকে শুভেচ্ছা জানিও; নার্কিসের পরিবারের মধ্যে যারা প্রভুর, তাদের সকলকে আমার শুভেচ্ছা জানিও। 12ত্রুফেণা এবং ত্রুফোষাকে শুভেচ্ছা জানিও, এই মহিলারা প্রভুর জন্য খুবই পরিশ্রম করেন। আমার সেই প্রিয় বান্ধবী পর্ষীকে শুভেচ্ছা জানিও, যিনি প্রভুর জন্য

কঠোর পরিশ্রম করেছেন। 13রূফকে শুভেচ্ছা জানিও সে প্রভুতে এক বিশেষ ব্যক্তি; তার মাকে শুভেচ্ছা জানিও তিনিও আমার মায়ের মতো; 14আর অসুংক্রিত, ফ্লিগোন, হর্ম্মিপাত্রোবা, হর্ম্মা ও তাদের সঙ্গে সমবিশ্বাসী ভাইদেরও আমার শুভেচ্ছা জানিও। 15ফিললগ, যুলিয়া, নীরিয় ও তার বোন ওলুম্প ও তাঁদের সঙ্গে যে সব ঈশ্বরের ভক্তেরা আছেন তাঁদেরও আমার শুভেচ্ছা জানিও।

16পবিত্র চুম্বন দিয়ে পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানিও। এখানকার সব খ্রীষ্টমণ্ডলী তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

17ভাই ও বোনেরা, আমি তোমাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করছি, যারা দলাদলি সৃষ্টি করে ও পাপে প্ররোচিত করে তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখতে। তোমরা যে সত্য শিক্ষা পেয়েছ তারা তার বিরোধী। এমন লোকদের থেকে দূরে থেকো। 18এমন লোকেরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সেবা করে না। তারা নিজেদের খুশী করতেই কাজ করে চলেছে। তারা মোলায়েম ও মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলে সেই লোকদের ভুলিয়ে থাকে, যারা মন্দ জানে না।

19তোমাদের বাধ্যতার কথা সবাই শুনেছে আর সেইজন্য আমি তোমাদের উপরে খুশী হয়েছি। আমি চাই তোমরা সবাই যা ভাল তা চিনে গ্রহণ কর এবং মন্দ থেকে দূরে থাক। 20শান্তির ঈশ্বর শীঘ্রই তোমাদের পায়ের নীচে শয়তানকে পিষে ফেলবেন। আমাদের প্রভু যীশুর অনুগ্রহ তোমাদের সবার সঙ্গে থাকুক।

21আমার সহকর্মী তীমথি তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন; আর আমার মত জাতিতে ইহুদী লুকিয়, যাসোন ও সোষিপাত্র তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

22আমি তর্ত্তিয়, পৌলের হয়ে এই চিঠিটি লিখছি, আমিও প্রভুর নামে তোমাদের শুভেচ্ছা জানাই।

23আমি যাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছি, যাঁর বাড়িতে গোটা মণ্ডলী সমবেত হয় সেই গাইয়াস ও তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। ইরাস্ত যিনি এই শহরের কোষাধ্যক্ষ ও আমাদের ভাই ক্বার্ত্ত তারাও তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। 24 *

25যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে যে সুসমাচার আমি প্রচার করি, সেই সুসমাচারের মধ্য দিয়ে তোমাদের স্থির রাখবার ক্ষমতা ঈশ্বরের আছে। অনেক যুগ ধরে ঈশ্বর তাঁর গোপন উদ্দেশ্যের বিষয় কারোর কাছে জ্ঞাত করেন নি; কিন্তু এখন সুসমাচারের মাধ্যমে তা প্রকাশ পেয়েছে; আর আমি সেইমত তা প্রচার করেছি।

26অনন্ত ঈশ্বরের আদেশ মতো ভাববাদীদের বাণীর মধ্য দিয়ে সব জাতির লোকদের কাছে তা জানানো হয়েছে যেন তারা খ্রীষ্টের ওপর বিশ্বাস করে ঈশ্বরের বাধ্য হতে পারে।

27যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে চিরকাল একমাত্র প্রজ্ঞাবান ঈশ্বরের মহিমা হোক। আমেন।

পদ 24 কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 24 যুক্ত করা হয়েছে: "আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুক। আমেন।"

করিন্থীয়দের প্রতি প্রথম পত্র

1 পৌল, যিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী খ্রীষ্ট যীশুর
প্রেরিতরূপে আহূত ও আমাদের ভাই সোস্থিনির
কাছ থেকে এই পত্র।

2 করিন্থের ঈশ্বরের মণ্ডলী ও যারা খ্রীষ্ট যীশুতে পবিত্র
বলে গণ্য হয়েছে, তাদের উদ্দেশ্যে এই পত্র। তোমরা
ঈশ্বরের পবিত্র লোক হবার জন্য আহূত হয়েছ। সব
জায়গায় যে সব লোকেরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে ডাকে
তাদের সঙ্গে তোমরাও আহূত। তিনি তাদেরও এবং
আমাদেরও প্রভু।

3 আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছ
থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্তুক।

পৌল ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন

4 খ্রীষ্ট যীশুর মাধ্যমে ঈশ্বর যে অনুগ্রহ তোমাদের
দিয়েছেন, তার জন্য আমি সবসময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ
জানাচ্ছি। 5 খ্রীষ্ট যীশুর আশীর্বাদে তোমরা সবকিছুতে,
সমস্তরকম বলবার ক্ষমতায় ও জ্ঞানে উপচে পড়ছ।
6 এইভাবে খ্রীষ্ট সম্পর্কে সত্য তোমাদের মধ্যে প্রমাণিত
হয়েছে। 7 এর ফলে ঈশ্বরের কাছ থেকে দেওয়া বরদানের
কোন অভাব তোমাদের নেই। তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
অপেক্ষায় আছ; 8 তিনি তোমাদের শেষ পর্যন্ত স্থির
রাখবেন, যেন আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ফিরে আসার
দিন পর্যন্ত তোমরা নির্দোষ থাক। 9 ঈশ্বর বিশ্বস্ত; তিনিই
সেইজন যাঁর দ্বারা তোমরা তাঁর পুত্র আমাদের প্রভু
যীশু খ্রীষ্টের সহভাগিতা লাভের জন্য আহূত হয়েছ।

করিন্থে খ্রীষ্ট মণ্ডলীতে সঙ্কট

10 কিন্তু আমার ভাই ও বোনেরা, আমাদের প্রভু
যীশু খ্রীষ্টের নামে আমি তোমাদের কাছে অনুরোধ করছি,
তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যেন মতৈক্য থাকে, দলাদলি
না থাকে। তোমরা সকলে যেন এক মন-প্রাণ হও ও
সকলের উদ্দেশ্য একই হয়। 11 আমার ভাই ও বোনেরা,
আমি ক্লোয়ীর বাড়ির লোকদের কাছে শুনেছি যে
তোমাদের মধ্যে নানা বাক্-বিতণ্ডা লেগেই আছে।
12 আমি যা বলতে চাই তা হল এই: তোমাদের মধ্যে
কেউ কেউ বলে থাকে, ''আমি পৌলের অনুগামী'',
আবার কেউ কেউ বলে, "আমি আপল্লোর", আর কেউ
কেউ বলে, "আমি কৈফার (পিতরের)", আবার কেউ
কেউ বলে, "আমি খ্রীষ্টের অনুগামী।" 13 খ্রীষ্টকে কি
ভাগ করা যায়? পৌল কি তোমাদের জন্য ক্রুশবিদ্ধ
হয়েছিলেন? তোমরা কি পৌলের নামে বাপ্তিস্ম
নিয়েছিলে? 14 আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে, আমি
ক্রীষ্প ও গায়ঃ ছাড়া তোমাদের আর কাউকে বাপ্তিস্ম
দিইনি। 15 যাতে কেউ বলতে না পারে যে তোমরা আমার
নামে বাপ্তিস্ম নিয়েছ। 16 তবে হ্যাঁ, আমি স্তিফানের
পরিবারকেও বাপ্তিস্ম দিয়েছি। এছাড়া আর কাউকে
বাপ্তিস্ম দিয়েছি বলে আমার জানা নেই। 17 কারণ খ্রীষ্ট
আমাকে বাপ্তিস্ম দেবার জন্য নয় কিন্তু সুসমাচার প্রচারের
জন্য পাঠিয়েছেন। তিনি আমাকে সেই সুসমাচার
জাগতিক জ্ঞানের ভাষায় প্রচার করতে পাঠান নি, যাতে
খ্রীষ্টের ক্রুশের পরাক্রম বিফল না হয়।

খ্রীষ্টের মধ্যে ঈশ্বরের পরাক্রম ও প্রজ্ঞা

18 যারা ধ্বংসের পথে চলেছে তাদের কাছে ক্রুশের
এই শিক্ষা মূর্খতা; কিন্তু আমরা যারা উদ্ধার লাভ
করছি আমাদের কাছে এ ঈশ্বরের পরাক্রমস্বরূপ।
19 কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে:

"আমি জ্ঞানীদের জ্ঞান নষ্ট করব আর বুদ্ধিমানদের
বুদ্ধি ব্যর্থ করব।" *যিশাইয় 29:14*

20 জ্ঞানী লোক কোথায়? শিক্ষিত লোকই বা কোথায়?
এ যুগের দার্শনিকই বা কোথায়? ঈশ্বর কি জগতের
এই সব জ্ঞানকে মূর্খতায় পরিণত করেন নি? 21 তাই
ঈশ্বর তাঁর প্রজ্ঞায় যখন বুঝলেন যে জগত তার নিজের
জ্ঞান অনুসারে ঈশ্বরকে পেল না, তখন ঈশ্বর স্থির
করলেন যে প্রচারিত বার্তার মূর্খতায় যারা বিশ্বাস করে
তাদের তিনি উদ্ধার করবেন। 22 কারণ ইহুদীরা অলৌকিক
চিহ্ন চায়, আর গ্রীকেরা প্রজ্ঞার অন্বেষণ করে।

23 কিন্তু আমরা সেই খ্রীষ্ট, যিনি ক্রুশে প্রাণ দিয়েছিলেন
তাঁর সম্বন্ধে প্রচার করি। ইহুদীদের কাছে তা প্রবল
বাধাস্বরূপ আর অইহুদীদের কাছে তা মূর্খতাস্বরূপ।
24 কিন্তু ইহুদী ও অইহুদী, ঈশ্বর যাদের আহ্বান করেছেন
তাদের সকলের কাছে খ্রীষ্টই ঈশ্বরের পরাক্রম ও
প্রজ্ঞাস্বরূপ। 25 কারণ ঈশ্বরের যে মূর্খতা তা মানুষের
জ্ঞানের থেকে অনেক বেশী জ্ঞানসম্পন্ন; আর ঈশ্বরের
যে দুর্বলতা তা মানুষের শক্তি থেকে অনেক শক্তিশালী।

26 আমার ভাই ও বোনেরা, ঈশ্বর তোমাদের আহ্বান
করেছেন। একটু ভেবে দেখো তো! জগতের বিচারে
তোমরা অনেকে যে জ্ঞানী ছিলে তা নয়, ক্ষমতাসম্পন্ন
ব্যক্তি ছিলে যে তাও নয় বা অনেকে যে অভিজাত
বংশে জন্মেছিলে তা নয়; 27 কিন্তু ঈশ্বর জগতের মূর্খ
বিষয় সকল মনোনীত করলেন যাতে সেগুলি জ্ঞানীদের
লজ্জা দেয়। ঈশ্বর জগতের দুর্বল বিষয় সকল মনোনীত
করলেন যাতে ঐগুলি বলবানদের লজ্জা দেয়।
28 জগতের কাছে যা তুচ্ছ ও ঘৃণিত, যার কোন মূল্যই
নেই, সেই সব ঈশ্বর মনোনীত করলেন, যাতে যা কিছু

জগতের ধারণায় মূল্যবান সেই সমস্তকে তিনি ধ্বংস করতে পারেন।

29ঈশ্বর এই কাজ করলেন যাতে কেউ তাঁর সামনে গর্ব করতে না পারে। 30ঈশ্বরই তোমাদেরকে খ্রীষ্ট যীশুর সাথে যুক্ত করেছেন। খ্রীষ্টই আমাদের কাছে ঈশ্বরের দেওয়া জ্ঞান, তিনিই আমাদের ধার্মিকতা, পবিত্রতা ও মুক্তি। 31শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে, "যে কেউ গর্ব করে সে প্রভুতেই গর্ব করুক।"*

ক্রুশের ওপর খ্রীষ্ট বিষয়ে বার্তা

2 আমার ভাই ও বোনেরা, যখন আমি তোমাদের কাছে গিয়ে ঈশ্বরের সত্য প্রচার করেছিলাম, তখন আমি তা অলঙ্কারযুক্ত বা বুদ্ধিদীপ্ত ভাষায় প্রচার করিনি। 2কারণ আমি স্থির করেছিলাম যে কেবল যীশু খ্রীষ্ট এবং ক্রুশের ওপর তাঁর মৃত্যুর কথাই তোমাদের জানাবো। 3আমি তোমাদের কাছে দুর্বলের মতো ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গিয়েছিলাম। 4তাই আমার শিক্ষা ও আমার প্রচার প্ররোচনামূলক জ্ঞানের কথায় ভরা ছিল না, বরং আমার শিক্ষাগুলিতে আত্মার শক্তির প্রমাণ ছিল, 5যাতে তোমাদের বিশ্বাস যেন মানুষের জ্ঞানের উপর নির্ভর না করে ঈশ্বরের শক্তির উপর নির্ভর করে।

ঈশ্বরের জ্ঞান

6কিন্তু তবু আমরা পরিপক্কদের কাছে জ্ঞানের কথা বলি, সেই জ্ঞান পার্থিব জ্ঞানের মতো নয়, তা এই যুগের শাসকদের জ্ঞানের মতো নয়, সেই শাসকেরা তো শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। 7কিন্তু আমরা নিগূঢ়তত্ত্বে ঈশ্বরের জ্ঞানের কথা বলি। সেই জ্ঞান গুপ্ত ছিল এবং ঈশ্বর আমাদের মহিমান্বিত করবেন বলে এবিষয় সৃষ্টির পূর্বেই স্থির করে রেখেছিলেন। 8এই যুগের শাসকদের মধ্যে কেউ তা বোঝেনি, যদি বুঝত তবে তারা কখনও মহিমাপূর্ণ প্রভুকে ক্রুশে বিদ্ধ করত না। 9কিন্তু শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে:

"ঈশ্বরকে যারা ভালবাসে, তাদের জন্য তিনি যা প্রস্তুত করেছেন, কোন মানুষ তা কখনও চোখে দেখেনি, কানে শোনেনি, এমন কি কল্পনাও করেনি।"

যিশাইয় 64:4

10কিন্তু আমাদের কাছে ঈশ্বর তাঁর আত্মার দ্বারা তা প্রকাশ করেছেন।

কারণ আত্মা সব কিছুর অনুসন্ধান করেন, এমন কি ঈশ্বরের নিগূঢ়তত্ত্বেরও অনুসন্ধান করেন। 11বিষয়টি এই রকম: কোন মানুষ অপরে কি চিন্তা করছে তা জানে না। কেবল সেই ব্যক্তির আত্মা, যে তার অন্তরে থাকে সেই জানে। তেমনি ঈশ্বর কি চিন্তা করেন তা কেউ জানে না, কেবল ঈশ্বরের আত্মা জানেন। 12আমরা জগতের আত্মাকে গ্রহণ করি নি কিন্তু ঈশ্বরের কাছ থেকে যে আত্মা এসেছেন তাঁকেই আমরা পেয়েছি, যেন ঈশ্বর অনুগ্রহ করে আমাদের যা যা দান করেছেন তা জানতে পারি। 13সেই সব বিষয় বলতে গিয়ে আমরা মানবিক জ্ঞানের শিক্ষানুরূপ কথায় নয়, কিন্তু পবিত্র আত্মার শিক্ষানুসারে বলেছি, আত্মিক বিষয় বোঝাতে আত্মিক কথাই ব্যবহার করছি। 14যার মধ্যে ঈশ্বরের আত্মা নেই সে আত্মা থেকে যে বিষয়গুলি আসে তা গ্রহণ করতে পারে না, কারণ তার কাছে সে সব মূর্খতা। যে ব্যক্তির মধ্যে পবিত্র আত্মা নেই সে আত্মিক কথা বুঝতে পারে না, কারণ সেই বিষয়গুলি কেবল, আত্মিকভাবেই বিচার করা যায়। 15কিন্তু আত্মিক ব্যক্তি সকল বিষয়ে বিচার করতে পারে। অন্য কেউ তার সম্বন্ধে বিচার করতে পারে না। কারণ শাস্ত্র বলছে:

16"কে প্রভুর মন জেনেছে যে, তাঁকে নির্দেশ দিতে পারে?" *যিশাইয় 40:13*

কিন্তু খ্রীষ্টের মন আমাদের আছে।

মানুষকে অনুসরণ করা ভুল

3 আমার ভাই ও বোনেরা, আমি তোমাদের সঙ্গে আত্মিক লোকদের মতো কথা বলতে পারি নি। খ্রীষ্টীয় জীবনে তোমরা শিশু বলে তোমাদের কাছে জাগতিক ভাবাপন্ন লোকদের মতো কথা বলছি। 2আমি তোমাদেরকে শক্ত কোন খাদ্য না দিয়ে তোমাদের দুধ পান করিয়েছি, কারণ তখনও তোমরা শক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলে না; আর এমন কি তোমরা এখনও প্রস্তুত হও নি। 3তোমরা এখনও আত্মিক লোক হয়ে ওঠো নি। তোমরা আজও জাগতিক ভাবাপন্ন, কারণ তোমাদের মধ্যে ঈর্ষা ও বিবাদ রয়েছে, আর তাতেই জানা যায় যে তোমরা আত্মিক লোক নও; তোমরা জাগতিক লোকদের মতোই চলছ। 4কারণ তোমাদের মধ্যে যখন কেউ বলে, "আমি পৌলের লোক", আবার কেউ বলে, "আমি আপল্লোর লোক" তখন কি তোমরা জাগতিক লোকদের মতোই ব্যবহার করছ না?

5আপল্লো কে? আর পৌলই বা কে? আমরা ঈশ্বরের দাস মাত্র, যাদের দ্বারা তোমরা বিশ্বাসী হয়েছ। প্রভু আমাদের এক এক জনকে যেমন কাজ দিয়েছেন আমরা তেমন করেছি। 6আমি বীজ বুনেছি, আপল্লো জল দিয়েছেন; কিন্তু ঈশ্বরই বৃদ্ধি দান করেছেন। 7তাই যে বীজ বোনে বা যে জল দেয় সে কিছু নয়, কিন্তু ঈশ্বর, যিনি বৃদ্ধি দান করেন তিনিই সব। 8যে বীজ বোনে ও যে জল দেয় তাদের উদ্দেশ্য এক; তারা প্রত্যেকে নিজের নিজের কর্ম অনুসারে ফল পাবে। 9কারণ আমরা পরস্পর ঈশ্বরেরই সহকর্মী। তোমরা এক শস্যক্ষেত্রের মতো, যার মালিক স্বয়ং ঈশ্বর।

তোমরা ঈশ্বরের গৃহ। 10ঈশ্বর আমায় যে ক্ষমতা দিয়েছেন সেই অনুসারে আমি অভিজ্ঞ স্থপতির মতো ভিত গেঁথেছি; কিন্তু অন্যেরা তার ওপর গাঁথছে, তবে প্রত্যেকে যেন লক্ষ্য রাখে কিভাবে তারা তার ওপর গাঁথে। 11যে ভিত গাঁথা হয়েছে তা ছাড়া অন্য ভিত্তিমূল কেউ স্থাপন করতে পারে না, সেই ভিত হচ্ছেন যীশু খ্রীষ্ট। 12এই ভিতের ওপরে কেউ যদি সোনা, রূপো,

"যে ... করুক" যির 9:24

মূল্যবান পাথর, কাঠ, খড় বা বিছালি দিয়ে গাঁথে 13তবে প্রত্যেক লোকের নিজস্ব কাজ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাবেই। সেই বিচারের দিন* তা প্রকাশ করে দেবে, কারণ সেই দিনটি আসবে আগুন নিয়ে আর সেই আগুনই প্রত্যেকের কাজ কি রকম তা যাচাই করবে। 14যে যা গেঁথেছে তা যদি টিকে থাকে তবে সে পুরস্কার পাবে, 15আর যদি কারোর কাজ পুড়ে যায় তবে তাকে ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। সে নিজে রক্ষা পাবে; কিন্তু তার অবস্থা আগুনের মধ্য দিয়ে পার হয়ে আসা লোকের মতো হবে।

16তোমরা কি জান না যে তোমরা ঈশ্বরের মন্দির; আর ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের মধ্যে বাস করেন? 17যদি কেউ ঈশ্বরের মন্দির ধ্বংস করে তবে ঈশ্বর তাকে ধ্বংস করবেন, কারণ ঈশ্বরের মন্দির পবিত্র আর সেই মন্দির তোমরাই।

18তোমরা নিজেদের ফাঁকি দিও না। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নিজেকে এই জগতের দিক দিয়ে জ্ঞানী মনে করে, তবে সে মূর্খ হলেও যেন প্রকৃত জ্ঞানী হতে পারে। 19কারণ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে এই জগতের জ্ঞান মূর্খতাস্বরূপ। শাস্ত্রে লেখা আছে: "তিনি (ঈশ্বর) জ্ঞানীদের তাদের ধূর্ততায় ধরে ফেলেন।"* 20আবার লেখা আছে, "জ্ঞানীদের সমস্ত চিন্তাই যে অসার তা প্রভু জানেন।"* 21তাই কেউ যেন মানুষকে নিয়ে গর্ব না করে, কারণ সবই তো তোমাদের: 22তা সে পৌল, আপল্লো, কৈফা (পিতর) হোক্ বা এই জগৎ জীবন বা মৃত্যুই হোক্। বর্তমান বা ভবিষ্যত যা কিছু বল সব কিছু তোমাদের, 23আর তোমরা খ্রীষ্টের ও খ্রীষ্ট ঈশ্বরের।

খ্রীষ্টের প্রেরিতগণ

4 লোকদের কাছে আমাদের পরিচয় এই হোক যে, আমরা খ্রীষ্টের সেবক এবং আমরা ঈশ্বরের নিগূঢ়তত্ত্বরূপ সম্পদের ভারপ্রাপ্ত মানুষ 2যারা এই সম্পদের ভারপ্রাপ্ত মানুষ তারা এই কাজে বিশ্বস্ত কিনা তা দেখতে হবে। 3তোমরা বা কোন মানুষের বিচার সভা আমার বিচার করুক তাতে আমার কিছু যায় আসে না, এমন কি আমি আমার নিজেরও বিচার করি না। 4আমার বিবেক পরিষ্কার, তবুও এতে আমি নির্দোষ প্রতিপন্ন হই না। প্রভুই আমার বিচার করেন। 5তাই যথার্থ সময়ের আগে, অর্থাৎ প্রভু আসার আগে, তোমরা কোন কিছুর বিচার করো না। আজ যা কিছু অন্ধকারে লুকানো আছে তিনি তা আলোতে প্রকাশ করবেন; আর তিনি মানুষের মনের গুপ্ত বিষয় জানিয়ে দেবেন।

6ভাই ও বোনেরা, তোমরা যেন বুঝতে পার তাই আপল্লো ও আমার উদাহরণ দিয়ে এইসব কথা বললাম, "যেন তোমরা শেখ যে শাস্ত্রে যা লেখা আছে তার বাইরে যেতে নেই।" তাহলে তোমরা একজনের বিরুদ্ধে অন্য জনকে নিয়ে গর্ব করবে না। 7তুমি যে অন্যদের থেকে ভাল তা কে বলেছে? আর তুমি যা ঈশ্বরের কাছ থেকে দান হিসাবে পাও নি, এমনই বা কি তোমার আছে? আর যখন তুমি সব কিছু দান হিসাবে পেয়েছ, তখন দান হিসেবে পাও নি, কেন এমন গর্ব করছ?

8তোমরা মনে করছ, তোমাদের যা কিছু প্রয়োজন তোমরা এখনই সে সব পেয়ে গিয়েছ। তোমরা মনে কর তোমরা এখন ধনী হয়ে গিয়েছ; আর আমাদের ছাড়াই তোমরা রাজা হয়ে গিয়েছ। অবশ্য সত্যি সত্যিই তোমরা রাজা হয়ে গেলে ভালোই হত! তাহলে আমরাও তোমাদের সঙ্গে রাজা হতে পারতাম। 9হত্যা করা হবে বলে যাদের মিছিলের শেষে প্রদর্শনীর জন্য রাখা হয়, আমার মনে হয় ঈশ্বর আমাদের, অর্থাৎ প্রেরিতদের ঠিক তেমনি সকলের শেষে রেখেছেন। আমরা সারা জগতের কাছে অর্থাৎ স্বর্গদূতদের ও মানুষের কাছে যেন দেখার সামগ্রী হয়েছি।

10আমরা খ্রীষ্টের জন্য মূর্খ হয়েছি, আর তোমরা খ্রীষ্টেতে বুদ্ধিমান হয়েছ। আমরা দুর্বল, কিন্তু তোমরা বলবান। তোমরা সম্মান লাভ করেছ, কিন্তু আমরা অসম্মানিত। 11এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কষ্ট পাচ্ছি। আমাদের পরণে জীর্ণ বস্ত্র, আমাদের চপেটাঘাত করা হচ্ছে, আমাদের বাসস্থান বলতে কোন কিছু নেই। 12জীবিকার জন্য আমরা নিজের হাতে কঠিন পরিশ্রম করছি। লোকে আমাদের নিন্দা করলে আমরা তাদের আশীর্বাদ করি, যখন নির্যাতন করে তখন আমরা তা সহ্য করি। 13কেউ অপবাদ দিলে তার সঙ্গে ভাল কথা বলি। আজ পর্যন্ত আমরা যেন জগতের আবর্জনা ও দুনিয়ার জঞ্জাল হয়ে রয়েছি।

14তোমাদের লজ্জা দেবার জন্য আমি এসব কথা লিখছি না বরং আমার প্রিয় সন্তান হিসাবে সাবধান করার জন্যই লিখছি। 15কারণ তোমাদের খ্রীষ্টে দশ হাজার গুরু থাকতে পারে, কিন্তু তোমাদের পিতা অনেক নেই। আমি খ্রীষ্ট যীশুতে সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে তোমাদের আত্মিক পিতা হয়েছি। 16তাই আমি তোমাদের বিনতি করছি, তোমরা আমার অনুকারী হও। 17এই জন্যই আমি প্রভুতে আমার প্রিয় ও বিশ্বস্ত সন্তান হিসাবে তীমথিয়কে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি। খ্রীষ্ট যীশুতে আমি যে সব পথে চলি তা সে তোমাদের মনে করিয়ে দেবে। প্রত্যেক জায়গায় প্রত্যেক মণ্ডলীতে আমি সেই পথের বিষয় শিক্ষা দিয়েছি।

18তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এই মনে করে খুব গর্ব করে বেড়াচ্ছে যে আমি তোমাদের কাছে আসছি না। 19যাই হোক্ যদি প্রভুর ইচ্ছা হয় তবে খুব শিগ্‌গিরই আমি তোমাদের কাছে আসব এবং এই দাম্ভিক লোকদের কথা শুনতে নয়, তাদের ক্ষমতা কি তা জানব। 20কারণ ঈশ্বরের রাজ্য কেবল কথার ব্যাপার নয় তা পরাক্রমেরও। 21তোমরা কি চাও?

তোমরা কি চাও? শাস্তি দিতে আমি তোমাদের কাছে বেত নিয়ে আসি, অথবা ভালবাসা ও শান্ত মনোভাবে আসি?

বিচারের দিন ঐ দিন খ্রীষ্ট সমস্ত লোকের বিচারের জন্য আসছেন।

"তিনি ... ফেলেন" ইয়োব 5:13

"জ্ঞানীদের ... জানেন" গীত 94:11

মণ্ডলীতে নৈতিক সমস্যা

5 একথা সত্যি শোনা যাচ্ছে যে তোমাদের মধ্যে যৌন
পাপ রয়েছে। এমন যৌন পাপ যা বিধর্মীদের মধ্যেও
দেখা যায় না; একজন নাকি তার সৎমার সঙ্গে অবৈধ
জীবনযাপন করছে। 2তোমরা তবুও নিজেদের বিষয়ে
গর্ব করছ। এর পরিবর্তে তোমাদের কি মর্মাহত হওয়া
উচিত ছিল না? এমন পাপ কাজ যে করেছে তাকে
তোমাদের সহভাগিতা থেকে বের করে দেওয়া উচিত
ছিল। 3দৈহিকভাবে আমি উপস্থিত না থাকলেও
আত্মাতে আমি তোমাদের সঙ্গেই আছি। যে এই রকম
অন্যায় কাজ করেছে, তোমাদের মধ্যে উপস্থিত থেকেই
আমি তার বিচার করেছি। 4প্রভু যীশুর নামে তোমরা
একত্রিত হও। সে সভায় আমি আত্মাতে উপস্থিত থাকব,
আর প্রভু যীশুর পরাক্রম তোমাদের মধ্যে বিরাজ করবে।
5তখন সেই লোককে শাস্তির জন্য শয়তানের হাতে
সঁপে দিও যেন তার পাপময় দেহ ধ্বংস হয়; কিন্তু যেন
প্রভু যীশুর দিনে তার আত্মা উদ্ধার লাভ করে।

6তোমাদের গর্ব করা শোভা পায় না, তোমরা তো
এ কথা জান যে, "একটুখানি খামির ময়দার সমস্ত
তালটাকে ফাঁপিয়ে তোলে।" 7তোমাদের মধ্য থেকে
পুরানো খামির বের করে ফেল, যেন তোমরা এক নতুন
তাল হতে পার। খ্রীষ্টীয়ান হিসাবে তোমরা তো খামির-
বিহীন রুটির মতোই, কারণ খ্রীষ্ট যিনি আমাদের
নিস্তারপর্বীয় মেষশাবক, তিনি আমাদের জন্য বলি
হয়েছেন। 8তাই এস আমরা নিস্তারপর্বের ভোজ সেই
রুটি দিয়ে পালন করি যার মধ্যে সেই পুরানো খামির
নেই। সেই পুরানো খামির হোল পাপ ও দুষ্টতা; কিন্তু
এস আমরা সেই রুটি গ্রহণ করি যার মধ্যে খামির
নেই, এ হোল আন্তরিকতা ও সত্যের রুটি।

9আমার আগের চিঠিতে আমি তোমাদের
লিখেছিলাম, যেন তোমরা যৌন পাপে লিপ্ত লোকেদের
সঙ্গে মেলামেশা না কর। 10তবে হ্যাঁ, এই জগতের
যারা নষ্ট চরিত্রের লোক, লোভী, ঠগবাজ বা প্রতিমাপূজক
তাদের কথা অবশ্য বলিনি, কারণ তাহলে তো তোমাদের
জগতের বাইরে চলে যেতে হবে। 11তবে আমি এখন
লিখছি যে, যে কেউ নিজেকে বিশ্বাসী বলে পরিচয়
দেয়, অথচ নষ্ট-চরিত্রের লোক, লোভী, প্রতিমাপূজক,
নিন্দুক, মাতাল বা ঠগবাজ, এরকম লোকের সঙ্গে
মেলামেশা কোর না। এমন কি তার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া
কোর না।

12-13বাইরের লোকদের বিচার করার আমার কি
দরকার? কিন্তু মণ্ডলীর ভেতরের লোকদের বিচার করা
কি তোমাদের উচিত নয়? যারা মণ্ডলীর বাইরের লোক
তাদের বিচার ঈশ্বর করবেন। শাস্ত্র বলছে, "তোমাদের
মধ্য থেকে দুষ্ট লোককে বের করে দাও।"*

খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে বিচারের সমস্যা

6 তোমাদের মধ্যে কারো যদি অপরের বিরুদ্ধে কোন
অভিযোগ থাকে তবে সে কোন সাহসে ঈশ্বরের
পবিত্র লোকেদের কাছে না গিয়ে আদালতে বিচারকদের
অর্থাৎ অধার্মিকদের কাছে যায়? 2তোমরা নিশ্চয় জান
যে ঈশ্বরের লোকেরা জগতের বিচার করবে। তোমাদের
দ্বারাই যখন জগতের বিচার হবে, তখন তোমরা কি
এই সামান্য বিষয়ের বিচার করার অযোগ্য? 3তোমরা
কি জান না যে আমরা স্বর্গদূতদেরও বিচার করব?
তাই যদি হয় তবে তো এই জীবনের বিষয়গুলি সম্পর্কেও
আমরা নিশ্চিতভাবে বিচার করতে পারি। 4তাই
তোমাদের নিজেদের মধ্যে যদি কোন নালিশ থাকে,
তবে যারা মণ্ডলীর লোক নয় তাদেরই কি তোমরা
বিচার করার জন্য ঠিক করবে? 5তোমাদের লজ্জা
দেবার জন্য আমি এই কথা বলছি। এটা খুব খারাপ,
তোমাদের মধ্যে সত্যিই কি এমন কোন জ্ঞানী লোক
নেই যে ভাইয়েদের মধ্যে বিবাদ বাধলে তার মীমাংসা
করে দিতে পারে? 6কিন্তু এক ভাই অন্য ভাইয়ের
বিরুদ্ধে আদালতে যাচ্ছে, তাও আবার অবিশ্বাসীদের
সামনে!

7তোমরা যে একে অপরের বিরুদ্ধে মামলা করছ
এতে প্রমাণ হচ্ছে যে তোমরা পরাস্ত হয়েছ। তার চেয়ে
ভাল হয় যদি তুমি কাউকে তোমার বিরুদ্ধে অন্যায়
করতে দাও। ভাল হয় কাউকে যদি তোমায় প্রতারণা
করতে দাও। 8কিন্তু তোমরা নিজেরাই অন্যায় করছ,
তোমরাই বঞ্চনা করছ! আর তা তোমাদের বিশ্বাসী
খ্রীষ্টীয়ান ভাইদের প্রতিই করছ!

9-10তোমরা নিশ্চয় জান যে ঈশ্বরের রাজ্যে অধার্মিক
লোকদের কোন স্থান নেই? নিজেদের ঠকিও না! যারা
ব্যভিচারী, অনৈতিক যৌনাচারী, যারা প্রতিমার পূজা
করে, যারা পুংশ্চলী ও পুংসমকামী, ঈশ্বরের রাজ্যে
এদের কোন অধিকার নেই। সেই রকম যারা চোর,
লোভী, মাতাল, যারা পরনিন্দা করে ও যারা প্রতারক
তারা ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী হবে না।

11তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এই ধরণের লোক
ছিলে, কিন্তু তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে ও ঈশ্বরের
আত্মায় নিজেদের ধৌত করেছ, পবিত্র হয়েছ, তোমরা
ঈশ্বরের কাছে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছ।

নিজের দেহ ঈশ্বরের গৌরবের জন্য ব্যবহার কর

12"সব কিছু করার অধিকার আমার আছে", কিন্তু
সব কিছু করা যে হিতকর তা নয়। হ্যাঁ, "সব কিছু
করার অধিকার আমার আছে", কিন্তু আমি কোন
কিছুর দাস হব না। 13"খাবার তো পেটের জন্য, আর
পেট তো খাবারের জন্য, কিন্তু ঈশ্বর এদের উভয়েরই
লোপ করবেন।" আমাদের দেহ যৌন পাপ কার্য্যের
জন্য নয়, প্রভুরই জন্য আর প্রভুও এই দেহের জন্য।
14ঈশ্বর আপন পরাক্রমের দ্বারা প্রভু যীশুকে মৃতদের
মধ্য থেকে উঠিয়েছেন, তিনি আমাদেরও ওঠাবেন।
15তোমরা কি জান না যে তোমাদের দেহ খ্রীষ্টের
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বরূপ? তাহলে কি তোমরা খ্রীষ্টের
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে বেশ্যার দেহের সঙ্গে যুক্ত করবে?
16না, কখনই না। তোমরা কি জান না, যে বেশ্যার

"তোমাদের ... দাও" দ্বি বি 22:21, 24

সঙ্গে যুক্ত হয় সে তার সঙ্গে এক দেহ হয়? কারণ শাস্ত্র বলছে, "তারা দুজন এক দেহ হবে।"* 17কিন্তু যে প্রভুর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে, সে তাঁর সঙ্গে আত্মায় এক হয়।

18যৌন পাপ থেকে দূরে থাক। যে ব্যক্তি পাপকার্য করে তা তার দেহের বাইরে করে, কিন্তু যে যৌন পাপ করে সে তার দেহের বিরুদ্ধেই পাপ করে।

19তোমরা কি জান না, তোমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির, তিনি তোমাদের মধ্যে বাস করেন, যাঁকে তোমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছ? তোমরা তো আর নিজেদের নও। 20কারণ তোমাদের মূল্য দিয়ে কেনা হয়েছে; তাই তোমাদের দেহের দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব কর।

বিবাহ বিষয়ক কথা

7 তোমরা যে সব বিষয়ে লিখেছ সে সম্বন্ধে এখন আলোচনা করব। একজন পুরুষের বিয়ে না করাই ভাল। 2কোন পুরুষের কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক না থাকাই ভাল। কিন্তু যৌন পাপের বিপদ আছে, তাই প্রত্যেক পুরুষের নিজ স্ত্রী থাকাই উচিত, আবার প্রত্যেক স্ত্রীলোকের নিজ স্বামী থাকা উচিত। 3স্ত্রী হিসাবে তার যা যা বাসনা স্বামী যেন অবশ্যই তাকে তা দেয়; ঠিক তেমনি স্বামীর সব বাসনাও যেন স্ত্রী পূর্ণ করে। 4স্ত্রী নিজ দেহের ওপর দাবী করতে পারে না, কিন্তু তার স্বামী পারে। ঠিক সেই রকম স্বামীরও নিজ দেহের ওপর দাবী নেই, কিন্তু তার স্ত্রীর আছে। 5স্বামী, স্ত্রী তোমরা একে অপরের সঙ্গে মিলিত হতে আপত্তি কোর না; কেবল প্রার্থনা করার জন্য উভয়ে পরামর্শ করে অল্প সময়ের জন্য আলাদা থাকতে পার, পরে আবার একসঙ্গে মিলিত হয়ো, যেন তোমাদের অসংযমতার জন্য শয়তান তোমাদের প্রলোভনে ফেলতে না পারে। 6আমি এসব কথা হুকুম করার ভাব নিয়ে বলছি না, কিন্তু অনুমতি দিচ্ছি । 7আমার ইচ্ছা সবাই যেন আমার মতো হয়; কিন্তু প্রত্যেকে ঈশ্বরের কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন বরদান পেয়েছে, একজন এক রকম, আবার অন্যজন অন্য রকম।

8অবিবাহিত আর বিধবাদের সম্পর্কে আমার বক্তব্য, "তারা যদি আমার মতো অবিবাহিত থাকতে পারে তবে তাদের পক্ষে তা মঙ্গল। 9কিন্তু যদি তারা নিজেদের সংযত রাখতে না পারে, তবে বিয়ে করুক, কারণ কামের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরার চেয়ে বরং বিয়ে করা অনেক ভাল।"

10এখন যারা বিবাহিত তাদের আমি এই আদেশ দিচ্ছি। অবশ্য আমি দিচ্ছি না, এ আদেশ প্রভুরই, কোন স্ত্রী যেন তার স্বামীকে পরিত্যাগ না করে। 11যদি সে স্বামীকে ছেড়ে যায় তবে তার একা থাকা উচিত অথবা সে যেন তার স্বামীর কাছে ফিরে যায়। স্বামীর উচিত নয় স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা।

12এখন আমি অন্য সমস্ত লোকদের বলি, আমি বলছি, প্রভু নয়। যদি কোন খ্রীষ্টানুসারী ভাইয়ের অবিশ্বাসী স্ত্রী থাকে আর সেই স্ত্রী তার সঙ্গে থাকতে রাজী থাকে, তবে সেই স্বামী যেন তাকে পরিত্যাগ না করে। 13আবার যদি কোন খ্রীষ্টানুসারী স্ত্রীলোকের অবিশ্বাসী স্বামী থাকে আর সেই স্বামী তার সঙ্গে থাকতে রাজী থাকে তবে সেই স্ত্রী যেন তার স্বামীকে ত্যাগ না করে। 14কারণ বিশ্বাসী স্ত্রীর মধ্য দিয়ে সেই অবিশ্বাসী স্বামী আর বিশ্বাসী স্বামীর মধ্য দিয়ে সেই অবিশ্বাসী স্ত্রী পবিত্রতা লাভ করে। তা না হলে তোমাদের ছেলে মেয়েরা অশুচি হতো, কিন্তু এখন তারা পবিত্র।

15যাই হোক, যদি অবিশ্বাসী বিশ্বাসীকে ছেড়ে যেতে চায় তবে তাকে তা করতে দাও। তখন ভাই বা বোন বাধ্যবাধকতার জন্য আটকে থাকবে না। ঈশ্বর আমাদের শান্তিময় জীবনযাপনের জন্যই আহ্বান করেছেন। 16বিশ্বাসী স্ত্রী, তুমি হয়তো তোমার স্বামীকে উদ্ধার পেতে সাহায্য করবে এবং বিশ্বাসী স্বামী তুমি এইভাবে হয়তো তোমার স্ত্রীর উদ্ধারের কারণ হয়ে উঠবে।

ঈশ্বরের আহ্বান অনুসারে জীবনযাপন কর

17প্রভু যাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন, আর ঈশ্বর যাকে যেমন আহ্বান করেছেন, সে সেইভাবে জীবনযাপন করুক। সব মণ্ডলীতে আমি এই আদেশ দিচ্ছি।

18কাউকে কি সুন্নত হওয়া অবস্থায় আহ্বান করা হয়েছে? সে যেন সুন্নতকে বাতিল না করে। কাউকে কি অসুন্নত অবস্থায় আহ্বান করা হয়েছে? তার সুন্নত হওয়ার প্রয়োজন নেই। 19সুন্নত হোক বা না হোক, তা গুরুত্বপূর্ণ নয়, ঈশ্বরের আদেশপালনই হল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 20ঈশ্বর যাকে যে অবস্থায় আহ্বান করেছেন, সে সেই অবস্থাতেই থাকুক। 21যখন তোমাকে আহ্বান করা হয়েছিল, তখন কি তুমি দাস ছিলে? এই অবস্থায় তোমার যেন দুঃখ না হয়; কিন্তু তুমি যদি স্বাধীন হতে পার, তবে তার সুযোগ গ্রহণ কর। 22দাস অবস্থায় প্রভু যাকে আহ্বান করেছেন, সে প্রভুর স্বাধীন লোক। যে স্বাধীন অবস্থায় খ্রীষ্টের ডাক শুনেছে, সে প্রভুর দাসে পরিণত হয়েছে। 23মূল্য দিয়ে তোমাদের কেনা হয়েছে। তোমরা সামান্য মানুষের দাসত্ব করো না। 24ভাই ও বোনেরা, ঈশ্বরের কাছ থেকে নতুন জীবন পাবার সময় তোমরা যে যেমন অবস্থায় ছিলে এখন সেই অবস্থাতেই ঈশ্বরের সঙ্গে থাক।

বিবাহ বিষয়ে প্রশ্ন

25এখন কুমারী মেয়েদের প্রসঙ্গে আসি, তাদের সম্বন্ধে প্রভুর কাছ থেকে আমি কোন আদেশ পাই নি। তবে এ বিষয়ে আমার নিজস্ব মত প্রকাশ করছি। ঈশ্বরের কাছে আমি দয়া পেয়েছি, এই জন্য তোমরা আমার ওপর নির্ভর করতে পার। 26আমি মনে করি, বর্তমানে এই সঙ্কটময় সময়ে কোন ব্যক্তির পক্ষে সে যেমন আছে তেমনি থাকাই ভাল। 27তুমি কি কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিবাহিত? তবে তাকে ত্যাগ করার চেষ্টা করো না। তুমি কি কোন স্ত্রীলোক থেকে মুক্ত আছ? তাহলে স্ত্রী পেতে চেও না।

"তারা ... হবে" আদি 2:24

28কিন্তু তুমি যদি বিয়ে কর তাতে তোমার কোন পাপ হয় না; আর কোন কুমারী যদি বিয়ে করে তাহলে সে পাপ করে না। কিন্তু এমন লোকদের জীবনে সমস্যার মধ্যে পড়তে হবে। এই কষ্ট এড়াতে আমি তোমাদের সাহায্য করতে চাই।

29ভাই ও বোনেরা, আমি তোমাদের যে কথা বলতে চাইছি; সময় খুব বেশী নেই। তাই যাদের স্ত্রী আছে প্রভুর সেবার জন্য এখন থেকে তারা এমনভাবে চলুক যেন তাদের স্ত্রী নেই; 30আর যারা দুঃখ পাচ্ছে, তারা এমনভাবে চলুক যেন দুঃখ পাচ্ছে না, যারা আনন্দিত তারা এমনভাবে চলুক যেন আনন্দ করছে না। যারা কেনাকাটা করছে, তারা এমনভাবে করুক যেন যা কিনেছে তা তাদের নিজেদের নয়। 31যারা সংসারে বিষয় বস্তু ব্যবহার করে, তারা যেন পূর্ণমাত্রায় তাতে আসক্ত না হয়, কারণ এই সংসারের বর্তমান কাঠামো লুপ্ত হচ্ছে।

32আমি চাই যেন তোমরা দুর্ভাবনা থেকে মুক্ত হও। একজন অবিবাহিত লোক প্রভুর কাজের বিষয়ে বেশী করে চিন্তা করতে পারে, কিভাবে সে প্রভুকে সন্তুষ্ট করবে সেটাই তার চিন্তা হয়।

33কিন্তু যে বিবাহিত, সে এই সংসারের বিষয় চিন্তা করে, কিভাবে সে তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করবে, সেই হয় তার চিন্তা। 34সে প্রভুকে সন্তুষ্ট করতে চায় আবার সেই সঙ্গে তার স্ত্রীকে ও খুশী রাখতে চায়, এইভাবে দুই দিকেই তার চিন্তা হয়। একজন অবিবাহিতা বা কুমারী মেয়ে প্রভুর বিষয় চিন্তা করে, যেন সে দেহে ও আত্মায় পবিত্র হয়। কিন্তু বিবাহিত স্ত্রীলোক তার সংসারের প্রতি বেশী চিন্তা করে, আর তার চিন্তা থাকে কিভাবে সে তার স্বামীকে সন্তুষ্ট করবে। 35আমি তোমাদের ভালোর জন্যই একথা বলছি, তোমাদের ওপর কোন বিধি-নিষেধ চাপিয়ে দেবার জন্য নয়, বরং তোমরা যাতে ঠিক পথে চল আর যাতে তোমরা নানা বিষয়ে জড়িয়ে না পড়ো এবং সম্পূর্ণ সমর্পণ দ্বারা প্রভুর উদ্দেশ্যে নিজেদের উৎসর্গ কর সেইজন্যই বলছি।

36কেউ যদি মনে করে যে সে তার কুমারী বাগদত্তার প্রতি সঙ্গত আচরণ করছে না, তার বিয়ের বয়স পার হয়ে যাচ্ছে, সে যদি মনে করে যে বিষয়টা শীঘ্র হওয়াই ভাল তবে সে যা চায় তাই করুক। এতে সে পাপ করছে না, তার বিয়ে হোক। 37কিন্তু যে তার নিজের মনে দৃঢ়, যার কোন চাপ নেই, যে তার ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে আর তার মনে ঠিক করে যে সে তার বাগদত্তাকে বিয়ে না করেই নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম, তবে সে ভালই করবে। 38তাই যে তার বাগদত্তা বধূকে বিয়ে করে সে ঠিক কাজই করে; আর যে তাকে বিয়ে না করে সে আরো ভালো করে।

39স্বামী যতদিন বেঁচে থাকে, স্ত্রী ততদিনই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ থাকে, কিন্তু স্বামী মারা গেলে সে মুক্ত, সে তখন যাকে ইচ্ছা আবার বিয়ে করতে পারে, অবশ্য সেই লোক যেন প্রভুর হয়। 40তবে আমার মতে সে যদি আর বিয়ে না করে তবে আরো সুখী হবে। এই আমার মত আর আমি মনে করি আমারও ঈশ্বরের আত্মা আছে।

প্রতিমার প্রসাদ সম্বন্ধে

8 এখন প্রতিমার সামনে উৎসর্গ করা খাবারের বিষয়ে বলছি: আমরা জানি যে, "আমাদের সবার জ্ঞান আছে।" "জ্ঞান" মানুষকে আত্মগর্বে ফাঁপিয়ে তোলে; কিন্তু ভালোবাসা অপরকে গড়ে তোলে। 2যদি কেউ মনে করে সে কিছু জানে, তবে তার যা জানা উচিত ছিল এখনও সে তা জানে না। 3কিন্তু কেউ যদি ঈশ্বরকে ভালবাসে, তবে ঈশ্বর তাকে জানেন।

4প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা খাদ্যবস্তুর বিষয়ে বলি, আমরা জানি এই জগতে প্রতিমা আসলে কিছুই নয়, এবং ঈশ্বর মাত্র একজনই। 5স্বর্গ হোক বা পৃথিবীতে হোক, লোকে যাদের দেবতা বলে সেইরকম বহু "দেবতারা" ও বহু "প্রভুরা" থাকলেও 6কিন্তু আমাদের জন্য একমাত্র ঈশ্বর আছেন; তিনি আমাদের পিতা, তাঁর থেকেই সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে, আমরা তাঁর জন্যই বেঁচে আছি। একমাত্র প্রভু আছেন, তিনি যীশু খ্রীষ্ট, তাঁর মাধ্যমেই সব কিছু সৃষ্ট, তাঁর মাধ্যমেই আমরা বেঁচে আছি।

7কিন্তু সকলের এ জ্ঞান নেই। কিছু লোক এখনও প্রতিমার সংশ্রবে থাকায় প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা খাদ্যবস্তুকে প্রসাদ জ্ঞানে খায়; আর তাদের বিবেক দুর্বল হওয়াতে দোষী প্রতিপন্ন হয়। 8কিন্তু খাদ্যবস্তু আমাদের ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসে না। ঐ সব যদি আমরা না খাই তাহলে আমাদের কোন ক্ষতি হয় না; আর যদি খাই তাহলেও কোন লাভ হয় না।

9কিন্তু সাবধান, তোমাদের এই স্বাধীনতা যেন দুর্বল এমন লোকদের পাপের কারণ না হয়। 10তুমি জান যে প্রতিমা কিছুই নয়, বেশ; কিন্তু দুর্বল চিত্তের কেউ যদি তোমাকে মন্দিরে বসে খেতে দেখে তবে সে দুর্বল চিত্তের বলে তার বিবেক কি তাকে প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা বলির মাংস খেতে সাহস যোগাবে না? যদিও সে বিশ্বাস করে এটা ঠিক নয়। 11এইভাবে তোমার এই জ্ঞানের দ্বারা সেই দুর্বল চিত্তের ভাই, যার জন্য খ্রীষ্ট মরেছেন, সে ধ্বংস হয়। 12তাই এইভাবে বিশ্বাসী ভাইদের বিরুদ্ধে পাপ করলে ও তাদের দুর্বল বিবেকে আঘাত করলে, তোমরা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধেই পাপ কর। 13সেইজন্য কোন খাদ্য খাওয়াতে যদি আমার ভাই পাপে পড়ে, তবে আমি কখনও তা খাব না। আমি মাংস খাওয়া ছেড়ে দেব যাতে আমি যেন আমার ভাইয়ের পাপের কারণ না হই।

9 আমি কি স্বাধীন মানুষ নই? আমি কি একজন প্রেরিত নই? আমাদের প্রভু যীশুকে কি আমি দেখিনি? তোমরাই কি প্রভুতে আমার কাজের ফল নও? 2অন্যেরা আমাকে যদি প্রেরিত বলে গ্রহণ নাও করে, তবু তোমরা নিশ্চয় আমাকে প্রেরিত বলে মেনে নেবে। প্রভুতে আমি যে প্রেরিত তোমরাই তো তার প্রমাণ।

3কিছু লোক যারা আমার দোষগুণ বিচার করে, তাদের
কাছে আমার উত্তর এই: 4আমাদের কি ভোজন-পান
করার অধিকার নেই? 5অন্যান্য প্রেরিতেরা, প্রভুর আপন
ভাইয়েরা ও কৈফা যেমন করেন তেমনভাবে আমাদের
কি কোন বিশ্বাসীকে স্ত্রী হিসাবে সঙ্গে নিয়ে যাবার
অধিকার নেই? 6বার্ণবা ও আমাকেই কি কেবল জীবিকা
নির্বাহের জন্য কাজ করতে হবে? 7কোন সৈনিক কি
তার নিজের খরচে সৈন্যদলে থাকে? যে দ্রাক্ষা ক্ষেত
প্রস্তুত করে সে কি তার ফল খায় না? যে মেষপাল
চরায় সে কি মেষদের দুধ পান করে না?

8আমি এসব মানুষের বিচার বুদ্ধির উপর নির্ভর
করে বলছি না। ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থাও কি একই কথা
বলে না? 9কারণ মোশির বিধি-ব্যবস্থায় আছে, "যে
বলদ শস্য মাড়ে তার মুখে জালতি বেঁধো না।"* ঈশ্বর
কি কেবল বলদের কথা ভেবেই একথা বলেছেন? 10তা
নয়, কিন্তু আমাদের কথা চিন্তা করেই তিনি এসব কথা
বলেছেন, শাস্ত্রে আমাদের জন্যই এসব লেখা হয়েছে,
কারণ যে চাষ করে, সে ফসল পাবার প্রত্যাশাতেই তা
করে; আর যে শস্য মাড়াই করে, সে মাড়াই করা শস্য
থেকে কিছু পাবার প্রত্যাশাতেই তা করে। 11আমরা
তোমাদের মাঝে আত্মিক বীজ বুনেছি; বেশ এখন ফসল
হিসাবে যদি তোমাদের কাছ থেকে পার্থিব কোন কিছু
পাই, তবে তা কি খুব বেশী কিছু পাওয়া হবে? 12এই
ব্যাপারে তোমাদের কাছ থেকে অন্যেরা যখন দাবী করে,
তখন তা পাবার জন্য আমাদের নিশ্চয় আরও বেশী
অধিকার আছে। আমরা তোমাদের ওপর এই অধিকার
খাটাই না। আমরা বরং সকলই সহ্য করছি, পাছে খ্রীষ্টের
সুসমাচার গ্রহণের পথে কোন বাধার সৃষ্টি হয়।

13তোমরা তো জান, যারা মন্দিরে কাজ করে, তারা
মন্দির থেকেই তাদের খাবার পায়। যারা যজ্ঞবেদীর
ওপর নিয়মিত নৈবেদ্য উৎসর্গ করে, তারা তারই অংশ
পায়। 14তেমনি প্রভুও সুসমাচার প্রচারকদের জন্য এই
বিধান দিয়েছেন, যেন সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমেই তাদের
জীবিকা নির্বাহ হয়।

15কিন্তু আমি এই অধিকার কখনও প্রয়োগ করিনি।
আমি তোমাদের কাছ থেকে ঐরকম সাহায্য নেবার
জন্যও লিখছি না। এ বিষয়ে আমার যে গর্ব আছে, তা
যদি কেউ কেড়ে নেয় তবে তার থেকে আমার মরণ
ভাল। 16তবে আমি সুসমাচার প্রচার করি বলে গর্ব
করছি না। সুসমাচার প্রচার করা আমার কর্তব্য, এটি
আমার অবশ্য করণীয়। আমি যদি সুসমাচার প্রচার না
করি তবে তা আমার পক্ষে কত দুর্ভাগ্যের বিষয় হবে!
17যদি নিজের ইচ্ছায় সুসমাচার প্রচার করতাম তবে
আমি পুরস্কার পাবার যোগ্য হতাম। কিন্তু যেখানে আমি
নিজে থেকে এই কাজ করিনি কিন্তু দায়িত্ব হিসাবে
আমার ওপর এই কাজ ন্যস্ত হয়েছে,

18সেখানে আমি কি পুরস্কার পাব? এই আমার
পুরস্কার: যখন আমি সুসমাচার প্রচার করি, তা বিনামূল্যে
করি। এইভাবে সুসমাচার প্রচার করা কালীন আমার
বেতন পাবার যে অধিকার আছে, তা আমি ব্যবহার
করি না।

19আমি স্বাধীন! আমি কারোর অধীনে নেই, তবু
আমি সকলের দাস হলাম, যাতে অনেককে আমি খ্রীষ্টের
জন্য লাভ করতে পারি। 20ইহুদীদের জয় করার জন্য
আমি ইহুদীদের কাছে ইহুদীদের মতো হলাম। যারা
বিধি-ব্যবস্থার অধীনে জীবন কাটাচ্ছে, তাদের লাভ করার
জন্য আমি নিজে বিধি-ব্যবস্থার অধীন না হলেও আমি
তাদের মত হলাম। 21আবার যারা বিধি-ব্যবস্থার অধীনে
নেই তাদের জয় করার জন্য আমি তাদের মতো হলাম।
অবশ্য এর মানে এই নয় যে বিধি-ব্যবস্থা মানিনা, আমি
তো খ্রীষ্টের বিধি-ব্যবস্থার অধীনে জীবনযাপন করছি।
22যারা দুর্বল, তাদের কাছে আমি দুর্বল হলাম, যেন
তাদের জয় করতে পারি। আমি সকলের কাছে তাদের
মনের মত হলাম, যাতে সম্ভাব্য সকল উপায়ে তাদের
বাঁচাতে পারি। 23আমি এসব সুসমাচারের জন্যই করি,
যেন এর আশীর্বাদের সহভাগী হই।

24তোমরা কি জান না, যখন দৌড় প্রতিযোগিতা
হয় তখন অনেকেই দৌড়ায়; কিন্তু কেবল একজনই
বিজয়ী হয়ে পুরস্কার পায়। তাই এমনভাবে দৌড়াও
যেন পুরস্কার পাও! 25আবার দেখ, যে সব প্রতিযোগী
খেলায় অংশগ্রহণ করে, তারা কঠিন নিয়ম পালন করে।
তারা অস্থায়ী বিজয় মুকুট পাবার জন্য তা করে; কিন্তু
আমরা অক্ষয় মুকুটে ভূষিত হবার জন্য করি। 26তাই
সেইভাবে একটা লক্ষ্য নিয়ে আমি দৌড়াচ্ছি। শূন্যে
মুষ্ট্যাঘাত করছে, এমন লোকের মত আমি লড়াই করি
না। 27বরং আমি আমার দেহকে কঠোরতা ও সংযমের
মধ্যে রেখেছি, যেন অন্য লোকদের কাছে সুসমাচার
প্রচার করার পর নিজে কোনভাবে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে
অযোগ্য বলে বিবেচিত না হই।

ইহুদীদের মতো হোয়ো না

10 আমার ভাই ও বোনেরা, আমি চাই যে তোমরা
একথা জান যে আমাদের পিতৃপুরুষেরা যখন
মোশিকে অনুসরণ করেছিলেন তখন তাঁদের কি হয়েছিল।
তাঁরা সকলে মেঘের নিচে ছিলেন, সকলেই সাগর পার
হয়েছিলেন। 2তাঁরা সকলে মোশির অনুগামী হয়ে মেঘে
ও সমুদ্রে বাপ্তাইজ হয়েছিলেন। 3তাঁরা সকলে একই
ধরণের আত্মিক খাদ্য খেয়েছিলেন;

4আর একই আত্মিক পানীয় পান করেছিলেন। তাঁরা
এক আত্মিক শৈল থেকে সেই পানীয় পান করতেন যা
তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল, সেই শৈলই হচ্ছেন খ্রীষ্ট।
5কিন্তু তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের প্রতিই ঈশ্বর
সন্তুষ্ট ছিলেন না, আর তাঁরা পথে প্রান্তরের মধ্যে মারা
পড়লেন।

6এসব ঘটনা আমাদের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ ঘটল, যাতে
তারা যেমন মন্দ বিষয়ে অভিলাষ করেছিল আমরা তা
না করি। 7তাদের মধ্যে কিছু লোক যেমন প্রতিমা পূজা
শুরু করেছিল তেমন তোমরা প্রতিমা পূজা শুরু করো
না। কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে: "লোকেরা ভোজন-পান

"যে বলদ ... না" দ্বি বি 25:4

করতে বসল আর উঠে দাঁড়িয়ে নাচতে শুরু করল।"* 8তাদের মধ্যে যেমন কতক লোক যৌন পাপে পাপী হয়েছিল আর একদিনে তেইশ হাজার লোক তাদের পাপের জন্য মারা পড়েছিল, আমরা যেন তেমনি যৌন পাপ না করি। 9তাদের মধ্যে যেমন কিছু লোক প্রভুর পরীক্ষা করে সাপের কামড়ে মারা পড়েছিল, আমরা যেন তেমন পরীক্ষা না করি। 10আবার তাদের মধ্যে কিছু লোক যেমন অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল আর ধ্বংসকারী স্বর্গদূতের কবলে পড়ে ধ্বংস হয়েছিল, তোমরা তেমনি অসন্তোষ প্রকাশ করো না।

11তাদের প্রতি যা কিছু ঘটেছিল তা দৃষ্টান্তস্বরূপ রয়ে গেছে। আমাদের সাবধান করে দেবার জন্য এসব কথা লেখা হয়েছে, কারণ আমরা শেষ যুগে এসে পৌঁছেছি। 12তাই যে মনে করে বেশ শক্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে, সে সাবধান হোক, পাছে পড়ে মারা যায়। 13যে প্রলোভনগুলি স্বাভাবিকভাবে লোকদের কাছে আসে তার থেকে বেশী কিছু তোমাদের কাছে আসেনি। তুমি ঈশ্বরে বিশ্বস্ত থাক, যে সব প্রলোভন প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তোমাদের নেই, তিনি তা তোমাদের জীবনে আসতে দেবেন না; কিন্তু প্রলোভনের সাথে সাথে তার থেকে উদ্ধারের পথ তিনিই করে দেবেন, যেন তোমরা সহ্য করতে পার।

14আমার প্রিয় বন্ধুরা, সব রকম প্রতিমা পূজা থেকে দূরে থাক। 15তোমরা বুদ্ধিমান জেনে আমি তোমাদের একথা বলছি। আমি যা বলি তা তোমরা নিজেরাই বিচার করে দেখ। 16আশীর্বাদের পানপাত্র, যা নিয়ে আমরা ধন্যবাদ দিই তা কি খ্রীষ্টের রক্তের সহভাগিতা নয়? যে রুটি ভেঙে টুকরো টুকরো করে খাওয়া হয়, তা কি খ্রীষ্টের দেহের সহভাগিতা নয়? 17রুটি একটাই কিন্তু আমরা সকলেই সেই একটা রুটি থেকেই অংশ গ্রহণ করি। তাই আমরা অনেক হলেও আসলে আমরা এক দেহ।

18ইস্রায়েল জাতির কথা চিন্তা কর। যারা বলির মাংস খায় তারা কি সেই যজ্ঞবেদীর নৈবেদ্যর সহভাগী হয় না? 19তাহলে আমার কথার অর্থ কি হল? আমি কি এই কথা বলছি, যে প্রতিমার কাছে যেসব ভোগ উৎসর্গ করা হয় তার কোন তাৎপর্য আছে অথবা প্রতিমার কোন বাস্তবতা আছে? 20কিন্তু আমার কথার অর্থ এই লোকেরা যা কিছু প্রতিমার উদ্দেশ্যে বলিদান করে, তারা তা ভূতদের উদ্দেশ্যেই করে, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নয়; আর আমি চাই না যে তোমাদের কোনভাবে ভূতদের সঙ্গে সংযোগ থাকে।

21তোমরা প্রভুর পানপাত্র ও ভূতদের পানপাত্র, উভয় থেকে পান করতে পার না। আবার তোমরা প্রভুর টেবিল ও ভূতদের টেবিল উভয় টেবিলে অংশ নিতে পার না। 22তোমরা কি প্রভুকে ঈর্ষান্বিত করতে চাইছ? আমরা কি তাঁর থেকে শক্তিশালী? কখনই না।

তোমাদের স্বাধীনতা ঈশ্বরের মহিমার জন্য ব্যবহার কর

23"আমাদের সব কিছু করার স্বাধীনতা আছে।" তবে সব কিছুই যে মঙ্গলজনক তা নয়। "হ্যাঁ, যে কোন কিছু করার স্বাধীনতা আমাদের দেওয়া আছে।" তবে সব কিছুই যে গড়ে তোলে তা নয়। 24কেউ যেন স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা না করে; বরং প্রত্যেকে যেন অপরের মঙ্গল চায়।

25বিবেকের প্রশ্ন না তুলে যে কোন মাংস বাজারে বিক্রি হয় তা খাও। 26কারণ শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে: "পৃথিবী ও তার মধ্যেকার সব কিছুই প্রভুর।" *

27যদি কোন অবিশ্বাসী ভাই তোমাকে নিমন্ত্রণ করে; আর যদি তুমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে চাও, তবে নিজের বিবেকের কাছে কোন কিছু জিজ্ঞাসা না করে যে কোন খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করে সামনে রাখা হয়, তা খেও। 28কিন্তু কেউ যদি বলে যে, "এ হল প্রতিমার প্রসাদ" তবে যে জানালো তার কথা চিন্তা করে ও বিবেকের কথা মনে রেখে, তা খেও না। 29আমি কোন ব্যক্তির নিজের বিবেকের নয়, কিন্তু অপর ব্যক্তির বিবেকের বিষয় বলছি। আমার স্বাধীনতা কেন অপরের বিবেকের দ্বারা বিচারিত হবে? 30যদি আমি ধন্যবাদ জানিয়ে খাই, তাহলে যে বিষয়ের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছি সে বিষয়ে আমার সমালোচনা হবে এ আমি চাই না।

31তাই তোমরা আহার কর, কি পান কর বা যা কিছু কর, সব কিছুই ঈশ্বরের মহিমার জন্য কর। 32কি ইহুদী, কি গ্রীক, কি ঈশ্বরের মণ্ডলী, কারো বিঘ্নের কারণ হয়ো না। 33যেমন আমি নিজে সবরকমভাবে সকলকে সন্তুষ্ট করছি, আমি নিজের ভাল চাই না কিন্তু অপরের ভাল চাই, যেন তারা উদ্ধার লাভ করে।

11 আমি যেমন খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করি, তোমরাও তেমনি আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর।

কর্তৃত্বের অধীনে থাকা

2আমি তোমাদের প্রশংসা করছি, কারণ তোমরা সব সময় আমার কথা স্মরণ করে থাক; আর তোমাদের আমি যে শিক্ষা দিয়েছি তা তোমরা বেশ ভালভাবে পালন করছ। 3কিন্তু আমি চাই একথা তোমরা বোঝ যে প্রত্যেক পুরুষের মস্তক হচ্ছেন খ্রীষ্ট। স্ত্রীর মস্তক তার স্বামী, আর খ্রীষ্টের মস্তক হলেন ঈশ্বর। 4যদি কোন পুরুষ তার মাথা ঢেকে রেখে প্রার্থনা করে অথবা ভাববাণী বলে তবে সে তার মাথার অসম্মান করে। 5কিন্তু যে স্ত্রীলোক মাথা না ঢেকে প্রার্থনা করে বা ভাববাণী বলে, সে তার নিজের মাথার অপমান করে; সে মাথা-মোড়ানো স্ত্রীলোকের মত হয়ে পড়ে। 6স্ত্রীলোক যদি তার মাথা না ঢাকে তবে তার চুল কেটে ফেলাই উচিত; কিন্তু চুল কেটে ফেলা বা মাথা নেড়া করা যদি স্ত্রীলোকের পক্ষে লজ্জার বিষয় হয়, তবে সে তার মাথা ঢেকে রাখুক। 7আবার পুরুষ মানুষের মাথা ঢেকে রাখা উচিত নয়, কারণ সে ঈশ্বরের স্বরূপ ও মহিমা প্রতিফলন করে। কিন্তু স্ত্রীলোক হোল পুরুষের মহিমা। 8কারণ স্ত্রীলোক

"লোকেরা ... করল" যাত্রা 32:6

"পৃথিবী ... প্রভুর" গীত 24:1; 50:12; 89:11

থেকে পুরুষের সৃষ্টি হয় নি; কিন্তু পুরুষ থেকেই স্ত্রীলোক
এসেছে। 9স্ত্রীলোকের জন্য পুরুষের সৃষ্টি হয় নি; কিন্তু
পুরুষের জন্য স্ত্রীলোকের সৃষ্টি হয়েছিল। 10এই কারণে
এবং স্বর্গদূতগণের জন্য অধীনতার চিহ্ন হিসাবে একজন
স্ত্রীলোক তার মাথা ঢেকে রাখবে।

11যাই হোক প্রভুতে স্ত্রীলোক ছাড়া পুরুষ নয়, এবং
পুরুষ ছাড়া স্ত্রীলোক নয়। 12যেমন পুরুষ থেকে
স্ত্রীলোকের সৃষ্টি হোল, তেমন আবার পুরুষের জন্ম
স্ত্রীলোক থেকে হল, বাস্তবে এ সবকিছুই ঈশ্বর থেকে
হয়। 13তোমরা নিজেরাই বিচার করে দেখ, মাথা না
ঢেকে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা কি স্ত্রীলোকের শোভা
পায়? 14স্বাভাবিক বিবেচনাও বলে যে পুরুষ মানুষ যদি
লম্বা চুল রাখে তবে তার সম্মান থাকে না। 15কিন্তু
স্ত্রীলোকের লম্বা চুল তার গৌরবের বিষয় কারণ সেই
লম্বা চুল তার মাথা ঢেকে রাখার জন্য তাকে দেওয়া
হয়েছে। 16কেউ কেউ হয়তো এ নিয়ে তর্ক করতে
চাইবে, কিন্তু আমরা ও ঈশ্বরের সকল মণ্ডলী, এই
প্রথা মেনে চলি না।

প্রভুর ভোজ

17কিন্তু এখন আমি যে বিষয়ে তোমাদের নির্দেশ
দিচ্ছি সেই বিষয়ে আমি তোমাদের প্রশংসা করতে
পারি না, কারণ তোমরা যখন একত্রিত হও তাতে
ভাল না হয়ে শুনছি তোমাদের ক্ষতি হচ্ছে। 18প্রথমতঃ
আমি শুনেছি যে তোমরা যখন মণ্ডলীতে সমবেত হও,
তখন তোমাদের মধ্যে অনেক দল থাকে, আর আমি
এই ব্যাপারে কিছুটা বিশ্বাস করি। 19তোমাদের মধ্যে
ভিন্নতা অবশ্যই থাকবে, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা
যথার্থ খাঁটি তারা স্পষ্ট হয়।

20তাই যখন তোমরা সমবেত হও, তখন তোমরা
প্রকৃতপক্ষে প্রভুর ভোজ খাও না। 21কারণ খাবার
সময় প্রত্যেকে নিজের নিজের খাবার আগে খেয়ে
নেয়, তাতে কেউ বা ক্ষুধার্ত থাকে; আর কেউ কেউ
অতিরিক্ত পানাহার করে বেহুঁস হয়ে যায়। 22পানাহার
করার জন্য তোমাদের কি নিজেদের বাড়ীঘর নেই?
তোমরা কি ঈশ্বরের মণ্ডলীকে তুচ্ছ জ্ঞান কর; আর
যাদের কিছু নেই তাদের কি লজ্জায় ফেলতে চাও?
আমি তোমাদের কি বলব? এমন কাজ করার জন্য
আমি কি তোমাদের প্রশংসা করব? এবিষয়ে আমি
তোমাদের প্রশংসা করব না।

23আমি প্রভুর কাছ থেকে যে শিক্ষা পেয়েছি তোমাদের
তা দিয়েছি। যে রাত্রে প্রভু যীশুকে হত্যার জন্য শত্রুর
হাতে সঁপে দেওয়া হয়, সেই রাত্রে তিনি একটি রুটি
নিয়ে, 24ধন্যবাদ দিলেন ও তা ভেঙ্গে বললেন, "এ
আমার দেহ; এ তোমাদের জন্য, আমার স্মরণে এটি
করো।" 25খাওয়া শেষ হলে, সেইভাবে তিনি পানপাত্র
তুলে নিয়ে বললেন, "এই পানপাত্র হল আমার রক্তে
স্থাপিত নতুন চুক্তি। তোমরা যতবার এই পানপাত্র থেকে
পান করবে আমার স্মরণে তা করো।" 26কারণ তোমরা
যতবার এই রুটি খাবে ও এই পানপাত্রে পান করবে,
ততবার তোমরা প্রভুর মৃত্যুর কথাই প্রচার করতে থাকবে,
যতদিন পর্যন্ত না তিনি ফিরে আসেন।

27তাই যে কেউ অযোগ্যভাবে প্রভুর এই রুটি খায়
ও পানপাত্রে পান করে, সে প্রভুর দেহের ও রক্তের
জন্য দায়ী হবে। 28এই রুটি খাওয়ার ও সেই পানপাত্রে
পান করার আগে প্রত্যেকের উচিত নিজের হৃদয় পরীক্ষা
করা। 29কারণ যে অযোগ্যভাবে এই রুটি খায় ও পানপাত্রে
পান করে, সে যদি দেহের অর্থ কি তা না বোঝে তবে
সেই খাদ্য পানীয় ঈশ্বরের বিচারদণ্ডেই পরিণত হয়।
30সেই জন্য তোমাদের মধ্যে অনেকে আজ দুর্বল ও
অসুস্থ, অনেকে মারাও পড়েছে। 31কিন্তু যদি নিজেদের
ঠিক মতো পরীক্ষা করতাম, তাহলে ঈশ্বরকে আমাদের
বিচার করতে হত না।

32কিন্তু যখন প্রভু আমাদের বিচার করেন, তিনি
আমাদের শাসনও করেন, যেন আমরা জগতের অন্য
লোকদের সঙ্গে বিচারিত না হই।

33তাই, আমার ভাই ও বোনেরা, তোমরা যখন
খাওয়া-দাওয়া করার জন্য সমবেত হও, তখন একজন
অন্য জনের জন্য অপেক্ষা করো। 34যদি কারোর খিদে
পায়, তবে সে তার বাড়িতে খেয়ে নিক। এমনভাবে
চল, যেন তোমরা একত্রিত হলে তোমাদের ওপর ঈশ্বরের
দণ্ডাজ্ঞা না আসে; আর আমি যখন যাব তখন অন্য
বিষয়গুলির সমাধান করব।

পবিত্র আত্মা হতে বরদান

12 আমার ভাই ও বোনেরা, আমি চাই যে তোমরা
সঠিকভাবে এগুলি বুঝে নাও। 2তোমরা জান,
যখন তোমরা অবিশ্বাসী ছিলে, তখন তোমরা বোবা
প্রতিমাগুলির দিকেই পরিচালিত হতে। 3তাই আমি
তোমাদের বলছি যে, ঈশ্বরের আত্মার প্রেরণায় কেউ
কথা বললে সে কখনও, "যীশু অভিশপ্ত" একথা বলতে
পারে না। আবার পবিত্র আত্মার প্রেরণা ছাড়া কেউ
বলতে পারে না যে, "যীশুই প্রভু।"

4আবার নানা প্রকার আত্মিক বরদান আছে, কিন্তু
সেই একমাত্র পবিত্র আত্মাই এইসব বরদান দিয়ে থাকেন।
5নানা প্রকার সেবার কাজও আছে, কিন্তু আমরা সকলে
একই প্রভুর সেবা করি। 6কর্ম সাধনের বিভিন্ন পদ্ধতি
রয়েছে, কিন্তু সেই একই ঈশ্বর সব রকম কাজ সকল
মানুষের মধ্যে করান। 7মঙ্গলের জন্য প্রত্যেকের কাছে
আত্মার দান প্রকাশ করা হয়েছে। 8সেই আত্মার দ্বারা
একজনকে প্রজ্ঞার বাণী বলার ক্ষমতা দেওয়া হয়,
অন্যজনকে জ্ঞানের বাণী বলার ক্ষমতা দেওয়া হয়।
9আবার একজনকে সেই একই আত্মার দ্বারা বিশ্বাস
দেওয়া হয়, অন্যজনকে রোগীদের সুস্থ করার ক্ষমতা
দেওয়া হয়। 10আবার কাউকে অলৌকিক কাজ করার
পরাক্রম, ভাববাণী বলার ক্ষমতা, বিভিন্ন আত্মাকে
চিনে নেবার ক্ষমতা, বিভিন্ন ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা
বা সেই সব ভাষার তর্জমা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়।
11কিন্তু এইসব কাজ সেই এক আত্মাই সম্পন্ন করেন
এবং কাকে কি ক্ষমতা দেবেন তা তিনিই স্থির করেন।

খ্রীষ্টের দেহ

12আমাদের প্রত্যেকের দেহ নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে
গঠিত। যদিও অনেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তবু তারা মিলে হয়
একটি দেহ; খ্রীষ্টও ঠিক সেই রকম।
13আমাদের মধ্যে কেউ ইহুদী, কেউ অইহুদী, কেউ
দাস, আবার কেউ স্বাধীন; কিন্তু আমরা সকলেই দেহেতে
এক হওয়ার জন্য এক আত্মার দ্বারা বাপ্তাইজ হয়েছি;
আর আমাদের সকলকেই পান করার জন্য একই আত্মা
দেওয়া হয়েছে।
14একজনের দেহের মধ্যে একের অধিক অঙ্গ আছে।
15পা যদি বলে, "আমি তো হাত নই; তাই আমি
দেহের অঙ্গ নই", তবে কি তা দেহের অঙ্গ হবে না?
16কান যদি বলে, "আমি তো চোখ নই, তাই আমি
দেহের অঙ্গ নই", তবে কি তা দেহের অঙ্গ হবে না?
17সমস্ত দেহটাই যদি চোখ হত তবে কান কোথায় থাকত?
আর সমস্ত দেহটাই যদি কান হত তবে নাক কোথায়
থাকত? 18-19কিন্তু ঈশ্বর যেমনটি চেয়েছেন সেইভাবে
দেহের সমস্ত অংশগুলিকে সাজিয়েছেন। তা না হয়ে
সব অঙ্গগুলি যদি একরকম হত তবে দেহ বলে কি
কিছু থাকত? 20এখন অঙ্গ অনেক বটে, কিন্তু দেহ
এক।
21চোখ কখনও হাতকে বলতে পারে না যে, "তোমাকে
আমার কোন দরকার নেই!" আবার মাথাও পা দুটিকে
বলতে পারে না যে, "তোমাদের আমার কোন প্রয়োজন
নেই!" 22বরং দেহের সেই অংশগুলি, যাদের দুর্বল বলে
মনে হয় তাদের প্রয়োজন খুবই বেশী। 23যে অঙ্গগুলির
প্রতি আমরা যত্নবান নই, তাদের বেশী যত্ন নিতে হবে।
আমাদের যে সব অঙ্গ প্রদর্শনের অযোগ্য, সেগুলিকেই
বেশী করে শালীনতায় ভূষিত করা হয়। 24আমাদের
যে সব অঙ্গ সুশ্রী, সেগুলির জন্য বিশেষ ব্যবস্থার
প্রয়োজন হয় না। ঈশ্বর দেহকে এমনভাবে গঠন করেছেন
যেন যে অঙ্গের মর্যাদা নেই সে অধিক মর্যাদা পায়,
25যেন দেহের মধ্যে কোন বিভেদ সৃষ্টি না হয়, কিন্তু
দেহের প্রতিটি অঙ্গই যেন পরস্পরের জন্য সমানভাবে
চিন্তা করে। 26দেহের কোন একটা অঙ্গ যদি কষ্ট পায়,
তবে তার সাথে সবাই কষ্ট করে আর একটি অঙ্গ যদি
মর্যাদা পায়, তাহলে তার সঙ্গে অপর সকল অঙ্গই
খুশী হয়।
27ঠিক সেই রকম, তোমরাও খ্রীষ্টের দেহ, আর এক
এক জন এক একটি অঙ্গ। 28ঈশ্বর মণ্ডলীতে প্রথমতঃ
প্রেরিতদের, দ্বিতীয়তঃ ভাববাদীদের, তৃতীয়তঃ
শিক্ষকদের রেখেছেন। এরপর নানা প্রকার অলৌকিক
কাজ করার ক্ষমতা, রোগীদের আরোগ্য দান করার
ক্ষমতা, উপকার করার ক্ষমতা, নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা,
ও বিভিন্ন ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা দিয়েছেন।
29সকলেই কি প্রেরিত? সকলেই কি ভাববাদী? সকলেই
কি শিক্ষক? সকলেই কি অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা
পেয়েছে? 30সকলেই কি রোগীকে আরোগ্য দান করার
ক্ষমতা পেয়েছে? না। সকলেই কি বিভিন্ন ভাষায় কথা
বলার ক্ষমতা পেয়েছে? বা সকলেই কি বিভিন্ন ভাষার
তর্জমা করার ক্ষমতা পেয়েছে? না। 31কিন্তু তোমরা
আত্মার শ্রেষ্ঠ বরদানগুলি পাবার জন্য বাসনা কর।

ভালবাসা শ্রেষ্ঠ বরদান

আর এখন আমি তোমাদের এসবের থেকে আরো
উৎকৃষ্ট এক পথ দেখাব।
13 আমি যদি বিভিন্ন মানুষের ভাষা এমনকি
স্বর্গদূতদের ভাষাও বলি কিন্তু আমার মধ্যে যদি
ভালবাসা না থাকে, তবে আমি জোরে বাজানো ঘণ্টা
বা ঝনঝন করা করতালের আওয়াজের মতো। 2আমি
যদি ভাববাণী বলার ক্ষমতা পাই, ঈশ্বরের সব নিগূঢ়তত্ত্ব
ভালভাবে বুঝি এবং সব ঐশ্বরিক জ্ঞান লাভ করি,
আমার যদি এমন বড় বিশ্বাস থাকে যার শক্তিতে আমি
পাহাড় পর্যন্ত টলাতে পারি, অথচ আমার মধ্যে যদি
ভালবাসা না থাকে তবে এসব থাকা সত্ত্বেও আমি
কিছুই না। 3আমি যদি আমার যথা সর্বস্ব দিয়ে দরিদ্রদের
মুখে অন্ন যোগাই, যদি আমার দেহকে আহুতি দেবার
জন্য আগুনে সঁপে দিই, 4কিন্তু যদি আমার মধ্যে ভালবাসা
না থাকে, তাহলে আমার কিছুই লাভ নেই। ভালবাসা
ধৈর্য ধরে, ভালবাসা দয়া করে, ভালবাসা ঈর্ষা করে
না, অহঙ্কার বা গর্ব করে না। 5ভালবাসা কোন অভদ্র
আচরণ করে না। ভালবাসা স্বার্থ-সিদ্ধির চেষ্টা করে না,
কখনও রেগে ওঠে না, অপরের অন্যায় আচরণ মনে
রাখে না। 6ভালবাসা কোন মন্দ বিষয় নিয়ে আনন্দ
করে না, কিন্তু সত্যে আনন্দ করে। 7ভালবাসা সবকিছুই
সহ্য করে, সবকিছু বিশ্বাস করে, সবকিছুতেই প্রত্যাশা
রাখে, সবই ধৈর্য্যের সঙ্গে গ্রহণ করে।
8ভালবাসার কোন শেষ নেই। কিন্তু ভাববাণী বলার
ক্ষমতা যদি থাকে তা লোপ পাবে। যদি অপরের ভাষায়
কথা বলার ক্ষমতা থাকে, তবে তাও একদিন শেষ
হবে। যদি জ্ঞান থাকে, তবে তাও একদিন লোপ পাবে।
9এসব কিছুর পরিসমাপ্তি ঘটবে কারণ আমাদের যে
জ্ঞান ও ভাববাণী বলার ক্ষমতা তা অসম্পূর্ণ। 10কিন্তু
যখন সম্পূর্ণ সিদ্ধ বিষয় আসবে, তখন যা অসম্পূর্ণ ও
সীমিত সে সব লোপ পেয়ে যাবে। 11আমি যখন শিশু
ছিলাম, তখন শিশুর মতো কথা বলতাম, শিশুর মতোই
চিন্তা করতাম, ও শিশুর মতোই বিচার করতাম। এখন
আমি পরিণত মানুষ হয়েছি, তাই শৈশবের বিষয়গুলি
ত্যাগ করেছি। 12এখন আমরা আয়নায় আবছা দেখছি;
কিন্তু সেই সময় সরাসরি পরিষ্কার দেখব। এখন আমার
জ্ঞান সীমিত; কিন্তু তখন আমি সম্পূর্ণভাবে জানতে
পারব, ঠিক যেমন ঈশ্বর এখন আমাকে সম্পূর্ণভাবে
জানেন। 13এখন এই তিনটি বিষয় আছে: বিশ্বাস, প্রত্যাশা
ও ভালবাসা; আর এদের মধ্যে ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ।

আত্মিক বরদান মণ্ডলীর সাহায্যার্থে ব্যবহার কর

14 তোমরা ভালবাসার জন্য চেষ্টা কর এবং অন্য
আত্মিক বরদানগুলি লাভ করার জন্য
একান্তভাবে চেষ্টা কর। বিশেষ করে যে বরদান পাবার
জন্য তোমাদের চেষ্টা করা উচিত, তা হলো ভাববাণী

বলতে পারা। 2যে ব্যক্তি বিশেষ ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা পেয়েছে, সে কোন মানুষের সঙ্গে নয় ঈশ্বরের সঙ্গেই কথা বলে, কারণ সে কি বলে তা কেউ বুঝতে পারে না, বরং সে আত্মার মাধ্যমে নিগূঢ়তত্ত্বের বিষয় বলে। 3কিন্তু যে ভাববাণী বলে, সে মানুষকে গড়ে তোলে, উৎসাহ ও সান্ত্বনা দেয়। 4যার বিশেষ ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা আছে সে নিজেকেই গড়ে তোলে; কিন্তু যে ভাববাণী বলার ক্ষমতা পেয়েছে সে মণ্ডলীকে গড়ে তোলে। 5আমার ইচ্ছা যে তোমরা সকলে বিশেষ বিশেষ ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা পাও; কিন্তু আমার আরো বেশী ইচ্ছা এই তোমরা যেন ভাববাণী বলতে পার। যে ব্যক্তি বিশেষ ভাষায় কথা বলে কিন্তু মণ্ডলীকে গড়ে তোলার জন্য তার অর্থ বুঝিয়ে দেয় না, তার থেকে যে ভাববাণী বলে সে–ই বরং বড়।

6আমার ভাই ও বোনেরা, আমি যদি তোমাদের কাছে এসে কোন প্রকাশিত সত্য জ্ঞান, ভাববাণী বা কোন শিক্ষার বিষয়ে না বলে নানা ভাষায় কথা বলি, তাতে তোমাদের কোন লাভ হবে না। 7বাঁশী বা বীণার মতো জড় বস্তু, যা সুন্দর সুর সৃষ্টি করে তা যদি স্পষ্ট ধ্বনিতে না বাজে তবে বাঁশীতে বা বীণাতে কি সুর বাজছে তা কিভাবে বোঝা যাবে? 8আর তূরীর আওয়াজ যদি অস্পষ্ট হয়, তবে যুদ্ধে যাবার জন্য কে প্রস্তুত হবে? 9ঠিক তেমনি, তোমাদের জিভ যদি বোধগম্য কথা না বলে, তবে তোমরা কি বললে তা কে জানবে? কারণ এ ধরণের কথা বলার অর্থ বাতাসের সঙ্গে কথা বলা। 10নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, জগতে অনেক রকম ভাষা আছে, আর সেগুলির প্রত্যেকটারই অর্থ আছে। 11তাই, সেই সব ভাষার অর্থ যদি আমি না বুঝতে পারি, তবে যে সেই ভাষায় কথা বলছে তার কাছে আমি একজন বিদেশীর মতো হব; আর সেও আমার কাছে বিদেশীর মতো হবে। 12তোমাদের ক্ষেত্রেও ঠিক সেরকমই; যখন তোমরা আত্মিক বরদান লাভ করার জন্য উদগ্রীব, তখন যা মণ্ডলীকে গড়ে তোলে সে বিষয়ে উৎকৃষ্ট হবার চেষ্টা কর।

13তাই, যে লোক বিশেষ ভাষায় কথা বলে, সে প্রার্থনা করুক যেন তার অর্থ সে বুঝিয়ে দিতে পারে। 14কারণ আমি যদি কোন বিশেষ ভাষায় প্রার্থনা করি, তবে আমার আত্মা প্রার্থনা করছে, কিন্তু আমার বুদ্ধির কোন উপকার হয় না। 15তাহলে আমার কি করা উচিত? আমি আত্মায় প্রার্থনা করব, আবার আমার মন দিয়েও প্রার্থনা করব। আমি আত্মাতে স্তব গীত করব আবার মন দিয়েও স্তব গীত করব। 16কারণ তুমি হয়তো তোমার আত্মাতে ঈশ্বরের প্রশংসা করছ, কিন্তু যে লোক কেবল শ্রোতা হিসাবে সেখানে আছে সে না বুঝে কেমন করে তোমার ধন্যবাদে "আমেন" বলবে? কারণ তুমি কি বলছ, তা তো সে বুঝতে পারছে না। 17তুমি হয়তো খুব সুন্দরভাবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছ, কিন্তু এর দ্বারা অপরকে আত্মিকভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে না। 18আমি তোমাদের সকলের থেকে অনেক বেশী বিশেষ ভাষায় কথা বলতে পারি বলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। 19কিন্তু মণ্ডলীর মধ্যে, বিশেষ ভাষায় দশ হাজার শব্দ বলার থেকে, বরং আমি বুদ্ধিপূর্বক পাঁচটি কথা বলতে চাই, যেন এর দ্বারা অপরে শিক্ষালাভ করে।

20আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা, তোমরা বালকদের মতো চিন্তা করো না, বরং মন্দ বিষয়ে শিশুদের মতো হও, কিন্তু তোমাদের চিন্তায় পরিণত হও। 21বিধি-ব্যবস্থায় (শাস্ত্রে) বলে:

"অন্য ভাষার লোকদের দ্বারা ও অন্য দেশীয়দের
মুখ দিয়ে আমি এই জাতির সঙ্গে কথা বলব; কিন্তু
সেই লোকেরা আমার কথা শুনবে না।"

যিশাইয় 28:11-12

প্রভু এই কথা বলেন।"

22তাই বিশেষ বিশেষ ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা, এই চিহ্ন বিশ্বাসীদের জন্য নয় বরং তা অবিশ্বাসীদের জন্যই। কিন্তু ভাববাণী অবিশ্বাসীদের জন্য নয়, তা বিশ্বাসীদের জন্যই। 23সেই জন্য যখন সমগ্র মণ্ডলী সমবেত হয়, তখন যদি প্রত্যেকে বিশেষ বিশেষ ভাষায় কথা বলতে থাকে; আর সেখানে যদি কোন অবিশ্বাসী বা অন্য কোন বাইরের লোক প্রবেশ করে, তবে তারা কি বলবে না যে তোমরা পাগল?

24কিন্তু যদি সকলে ভাববাণী বলে, সেই সময় যদি কোন অবিশ্বাসী লোক বা অন্য কোন সাধারণ লোক সেখানে আসে, তবে সেই ভাববাণী শুনে সে তার পাপের বিষয়ে সচেতন ও সেই ভাববাণী দ্বারাই বিচারিত হয়। 25এইভাবে তার অন্তরের গোপন চিন্তা সকল প্রকাশ পায়। সে তখন মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে ঈশ্বরের উপাসনা করবে আর বলবে, "বাস্তবিকই, তোমাদের মধ্যে ঈশ্বর আছেন।"

তোমাদের সভাগুলি মণ্ডলীকে সাহায্য করুক

26আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা, তাহলে তোমরা কি করবে? তোমরা যখন উপাসনার জন্য এক জায়গায় সমবেত হও, তখন কেউ স্তব গীত করবে, কেউ শিক্ষা দেবে, কেউ যদি কোন সত্য প্রকাশ করে, তবে সে তা বলবে, কেউ বিশেষ ভাষায় কথা বলবে, আবার কেউ বা তার ব্যাখ্যা করে দেবে; কিন্তু সব কিছুই যেন মণ্ডলী গঠনের জন্য হয়। 27দু'জন কিংবা তিনজনের বেশী যেন কেউ অজানা ভাষায় কথা না বলে। প্রত্যেকে যেন পালা করে বলে; আর একজন যেন তার অর্থ বুঝিয়ে দেয়। 28অর্থ বুঝিয়ে দেবার লোক যদি না থাকে, তাহলে সেই ধরণের বক্তা যেন মণ্ডলীতে নীরব থাকে। সে যেন কেবল নিজের সঙ্গে ও ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলে।

29কেবলমাত্র দুই বা তিনজন ভাববাদী কথা বলুক এবং অন্যেরা তা বিচার করুক। 30সেখানে বসে আছে এমন কারো কাছে যদি ঈশ্বরের কোন বার্তা আসে তবে প্রথমে যে ভাববাণী বলছিল সে চুপ করুক। 31যাতে একের পর এক সকলে ভাববাণী বলতে পারে ও সকলে শিক্ষালাভ করে ও উৎসাহিত হয়। 32ভাববাদীদের

আত্মা ভাববাদীদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। 33কারণ ঈশ্বর কখনও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন না, তিনি শান্তির ঈশ্বর, যা ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের মণ্ডলীগুলিতে সত্য।

34মণ্ডলীতে স্ত্রীলোকেরা নীরব থাকুক। ঈশ্বরের লোকদের সমস্ত মণ্ডলীতে এই রীতি প্রচলিত আছে। স্ত্রীলোকদের কথা বলার অনুমোদন নেই। মোশির বিধি-ব্যবস্থা যেমন বলে সেইমত তারা বাধ্য হয়ে থাকুক।

35স্ত্রীলোকেরা যদি কিছু শিখতে চায় তবে তারা ঘরে নিজেদের স্বামীদের কাছে তা জিজ্ঞেস করুক, কারণ সমাবেশে কথা বলা স্ত্রীলোকের পক্ষে লজ্জার বিষয়। 36তোমাদের মধ্য থেকেই কি ঈশ্বরের শিক্ষা প্রসারিত হয়েছিল? অথবা কেবল তোমাদের কাছেই কি তা এসেছিল?

37যদি কেউ নিজেকে ভাববাদী বলে বা আত্মিক বরদান লাভ করেছে বলে মনে করে, তবে সে স্বীকার করুক যে আমি তোমাদের কাছে যা লিখছি সে সব প্রভুরই আদেশ; 38আর যদি কেউ তা অবজ্ঞা করে তবে সে অবজ্ঞার শিকার হবে।

39অতএব, আমার ভাই ও বোনেরা, তোমরা ভাববাণী বলার জন্য আগ্রহী হও এবং বিশেষ ভাষায় কথা বলতে লোকদের নিষেধ করো না; 40কিন্তু সবকিছু যেন যথাযথভাবে করা হয়।

খ্রীষ্টের সম্বন্ধে সুসমাচার

15 আমার ভাই ও বোনেরা, তোমাদের কাছে আমি যে সুসমাচার প্রচার করেছি, এখন আমি সে কথা তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তোমরা এই বার্তা গ্রহণ করেছ ও সবল আছ। 2এই বার্তার মাধ্যমে তোমরা উদ্ধার পেয়েছ, অবশ্য তোমরা যদি তা ধরে রাখ, এবং তাতে পূর্ণরূপে বিশ্বাস রাখ। তা না করলে তোমাদের বিশ্বাস বৃথা হয়ে যাবে।

3আমি যে বার্তা পেয়েছি তা গুরুত্বপূর্ণ মনে করে তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। সেগুলি এইরকম: শাস্ত্রের কথা মতো খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মরলেন, 4এবং তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল। আবার শাস্ত্রের কথা মতো মৃত্যুর তিন দিন পর তাঁকে মৃতদের মধ্যে থেকে জীবিত করা হল। 5আর তিনি পিতরকে দেখা দিলেন এবং পরে সেই বারোজন প্রেরিতকে দেখা দিলেন। 6এরপর তিনি একসঙ্গে সংখ্যায় পাঁচশোর বেশী বিশ্বাসী ভাইয়েদের দেখা দিলেন। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক এখনও জীবিত আছেন, কিছু লোক হয়তো এতদিনে মারা গেছেন। 7এরপর তিনি যাকোবকে দেখা দিলেন এবং পরে প্রেরিতদের সকলকে দেখা দিলেন। 8সবশেষে আমাকেও, অসময়ে জন্মেছি যে আমি, সেই আমাকেও দেখা দিলেন। 9প্রেরিতরা আমার থেকে মহান, কারণ ঈশ্বরের মণ্ডলীকে আমি নির্যাতন করতাম, প্রেরিত নামে পরিচিত হবার যোগ্যও আমি নই। 10কিন্তু এখন আমি যা হয়েছি, তা ঈশ্বরের অনুগ্রহের গুণেই হয়েছে। আমার প্রতি তাঁর যে অনুগ্রহ তা নিস্ফল হয় নি, বরং আমি তাদের সকলের থেকে অধিক পরিশ্রম করেছি। তবে আমি যে এই কাজ করেছিলাম তা নয়; কিন্তু আমার মধ্যে ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ ছিল তাতেই তা সম্ভব হয়েছে। 11সুতরাং আমি বা অন্যেরা যারাই তোমাদের কাছে প্রচার করে থাকি না কেন, সকলে একই সুসমাচার প্রচার করেছিলাম, যা তোমরা বিশ্বাস করেছ।

আমাদের মৃত্যু থেকে ওঠানো হবে

12কিন্তু আমরা যদি প্রচার করে থাকি যে খ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন, তখন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ কি করে বলছে যে মৃতদের পুনরুত্থান নেই? 13মৃতদের যদি পুনরুত্থান না হয়, তাহলে খ্রীষ্টও তো উত্থাপিত হন নি; 14আর খ্রীষ্ট যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন তাহলে তো আমাদের সেই সুসমাচার ভিত্তিহীন; আর তোমাদের বিশ্বাসও ভিত্তিহীন। 15আবার আমরা যে ঈশ্বরের বিষয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিচ্ছি, সেই দোষে আমরা দোষী সাব্যস্ত হব, কারণ আমরা ঈশ্বরের বিষয়ে প্রচার করতে গিয়ে একথা বলেছি যে তিনি খ্রীষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন। 16মৃতদের পুনরুত্থান যদি না হয়, তবে খ্রীষ্টও মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হন নি; 17আর খ্রীষ্ট যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন, তাহলে তোমাদের বিশ্বাসের কোন মূল্য নেই, তোমরা এখনও তোমাদের পাপের মধ্যেই আছ। 18হ্যাঁ, আর খ্রীষ্টানুসারী যারা মারা গেছে তারা সকলেই বিনষ্ট হয়েছে। 19খ্রীষ্টের প্রতি প্রত্যাশা যদি শুধু এই জীবনের জন্যই হয়, তবে অন্য লোকদের চেয়ে আমাদের দশা শোচনীয় হবে।

20কিন্তু সত্যিই খ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন, আর যেসব ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে তিনি তাদের মধ্যে প্রথম ফসল। 21কারণ একজন মানুষের মধ্য দিয়ে যেমন মৃত্যু এসেছে। মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানও তেমনিভাবেই একজন মানুষের দ্বারা এসেছে। 22কারণ আদমে যেমন সকলের মৃত্যু হয়, ঠিক সেভাবে খ্রীষ্টে সকলেই জীবন লাভ করবে।

23কিন্তু প্রত্যেকে তার পালাক্রমে জীবিত হবে; খ্রীষ্ট, যিনি অগ্রণী, তিনি প্রথমে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হলেন; আর এরপর যারা খ্রীষ্টের লোক তারা তাঁর পুনরাগমনের সময়ে জীবিত হয়ে উঠবে।

24এরপর খ্রীষ্ট যখন প্রত্যেক শাসনকর্তার কর্তৃত্ব ও পরাক্রমকে পরাস্ত করে পিতা ঈশ্বরের হাতে রাজ্য সঁপে দেবেন তখন সমাপ্তি আসবে। 25কারণ যতদিন না ঈশ্বর তাঁর সমস্ত শত্রুকে খ্রীষ্টের পদানত করছেন, ততদিন খ্রীষ্টকে রাজত্ব করতে হবে। 26শেষ শত্রু হিসেবে মৃত্যুও ধ্বংস হবে। 27কারণ, "ঈশ্বর সব কিছুই তাঁর অধীনস্থ করে তাঁর পায়ের তলায় রাখবেন।" যখন বলা হচ্ছে যে, "সব কিছু" তাঁর অধীনস্থ করা হয়েছে, তখন এটি স্পষ্ট যে ঈশ্বর নিজেকে বাদ দিয়ে সব কিছু খ্রীষ্টের অধীনস্থ করেছেন। 28সব কিছু খ্রীষ্টের অধীনস্থ হলে পুত্র ঈশ্বরের অধীনস্থ হবেন। যেন ঈশ্বর, যিনি তাঁকে সব কিছুর ওপর কর্তৃত্ব করতে দিয়েছেন, তিনিই সর্বেসর্বা হন।

29কিন্তু যারা মৃত লোকদের উদ্দেশ্যে বাপ্তিস্ম গ্রহণ
করে তাদের কি হবে? মৃতেরা যদি কখনও পুনরুত্থিত
না হয়, তাহলে তাদের জন্য এই লোকেরা কেন বাপ্তাইজ
হয়? 30আমরাই বা কেন প্রতি মুহূর্তে বিপদের সম্মুখীন
হই? 31আমি প্রতিদিন মরছি। খ্রীষ্ট যীশুতে তোমাদের
জন্য আমার যে গর্ব আছে তারই দোহাই দিয়ে আমি
বলছি, একথা সত্য। 32যদি শুধু মানবিক স্তরে ইফিষের
সেই হিংস্র পশুদের সঙ্গে যুদ্ধ করে থাকি তাহলে আমার
কি লাভ হয়েছে? কিছুই না। মৃতদের যদি পুনরুত্থান
নেই তবে, "এস ভোজন-পান করি কারণ কাল তো
আমরা মরবই।"*

33ভ্রান্ত হয়ো না: "অসৎ সঙ্গ সচ্চরিত্র নষ্ট করে।"
34চেতনায় ফিরে এস, পাপ কাজ বন্ধ কর, কারণ
তোমাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা ঈশ্বর সম্বন্ধে
সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তোমাদের লজ্জা দেবার জন্যই আমি
একথা বলছি।

আমাদের কি রকম দেহ হবে

35কিন্তু কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে বলবে, "মৃতেরা
কি করে পুনরুত্থিত হয়? তাদের কি রকম দেহই বা
হবে?" 36কি নির্বোধের মত প্রশ্ন! তোমরা যে বীজ
বোন, তা না মরা পর্যন্ত জীবন পায় না।

37তুমি যা বোনো, যে "দেহ" উৎপন্ন হবে তুমি তা
বোনো না, তার বীজ মাত্র বোনো, সে গমের বা অন্য
কিছুর হোক। 38তারপর ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে তিনি তার
জন্য একটা দেহ দেন। প্রতিটি বীজের জন্য তাদের
নিজের নিজের দেহ দেন।

39সকল প্রাণীর মাংস এক রকমের নয়; মানুষদের
এক রকমের মাংস, পশুদের আর একধরনের মাংস,
পক্ষীদের আবার অন্য রকমের মাংস। 40সেই রকম
স্বর্গীয় দেহগুলি যেমন আছে, তেমনি পার্থিব দেহগুলিও
আছে। স্বর্গীয় দেহগুলির এক প্রকার ঔজ্জ্বল্য, আবার
পার্থিব দেহগুলির অন্যরকম। 41সূর্যের এক প্রকারের
ঔজ্জ্বল্য চাঁদের আর এক ধরণের, আবার নক্ষত্রদের
অন্য ধরণের। একটা নক্ষত্র থেকে অন্য নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য
ভিন্ন। 42মৃতদের পুনরুত্থানও সেই রকম। যে দেহ কবর
দেওয়া হয় তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, যে দেহ পুনরুত্থিত হয়
তা অক্ষয়। 43যে দেহ মাটিতে কবর দেওয়া হয়, তার
কোন কদর থাকে না, যে দেহ পুনরুত্থিত হয় তা
গৌরবজনক। যে দেহ মাটিতে কবরস্থ হয়, তা দুর্বল;
যে দেহ পুনরুত্থিত হয় তা শক্তিশালী। 44যে দেহ মাটিতে
কবরস্থ হয় তা জৈবিক দেহ; আর যে দেহ পুনরুত্থিত
হয় তা আত্মিক দেহ।

যখন জৈবিক দেহ আছে, তখন আত্মিক দেহও
আছে। 45শাস্ত্রে এই কথাও বলছে: "প্রথম মানুষ (আদম)
সজীব প্রাণী হল;"* আর শেষ আদম (খ্রীষ্ট) জীবনদায়ক
আত্মা হলেন। 46যা আত্মিক তা প্রথম নয়, বরং যা
জৈবিক তাই প্রথম; যা আত্মিক তা এর পরে আসে।
47প্রথম মানুষ আদম এলেন পৃথিবীর ধূলো থেকে, দ্বিতীয়
মানুষ (খ্রীষ্ট) এলেন স্বর্গ থেকে। 48মৃত্তিকার মানুষটি
যেমন ছিল পৃথিবীর অন্যান্য মানুষও তেমন; আর স্বর্গীয়
মানুষেরা সেই স্বর্গীয় মানুষ খ্রীষ্টের মত। 49আমরা যেমন
মৃত্তিকার সেই মানুষের মতো গড়া, তেমন আবার আমরা
সেই স্বর্গীয় মানুষ খ্রীষ্টের মত হব।

50আমার ভাই ও বোনেরা, তোমাদের বলছি:
আমাদের রক্ত মাংস ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী হতে
পারে না। যা কিছু ক্ষয়শীল তা অক্ষয়তার অধিকারী
হতে পারে না।

51শোন, আমি তোমাদের এক নিগূঢ়তত্ত্ব বলি। আমরা
সকলে মরব এমন নয়, কিন্তু আমাদের সকলেরই রূপান্তর
ঘটবে। 52এক মুহূর্তের মধ্যে যখন শেষ তূরী বাজবে
তখন চোখের পলকে তা ঘটবে। হ্যাঁ, তূরী বাজবে,
তাতে মৃতেরা সকলে অক্ষয় হয়ে উঠবে, আর আমরা
সকলে রূপান্তরিত হব। 53কারণ এই ক্ষয়শীল দেহকে
অক্ষয়তার পোশাক পরতে হবে; আর এই পার্থিব নশ্বর
দেহ অবিনশ্বরতায় ভূষিত হবে। 54এই ক্ষয়শীল দেহ
যখন অক্ষয়তার পোশাক পরবে আর এই পার্থিব দেহ
যখন অবিনশ্বরতায় ভূষিত হবে তখন শাস্ত্রে যে কথা
লেখা আছে তা সত্য হবে:

"মৃত্যু জয়ে কবলিত হল।" *যিশাইয় 25:8*

55"মৃত্যু তোমার জয় কোথায়? মৃত্যু তোমার হুল
কোথায়?" *হোশেয় 13:14*
56মৃত্যুর হুল পাপ আর পাপের শক্তি আসে বিধি-ব্যবস্থা
থেকে। 57কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই! তিনিই আমাদের
প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমাদের বিজয়ী করেন।

58তাই আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা, সুস্থির ও সুদৃঢ়
হও। প্রভুর কাজে নিজেকে সব সময় সম্পূর্ণভাবে
সঁপে দাও, কারণ তোমরা জান, প্রভুর জন্য তোমাদের
পরিশ্রম নিস্ফল হবে না।

অন্য বিশ্বাসীদের জন্য অর্থ সংগ্রহ

16 এখন ঈশ্বরের লোকদের দেবার জন্য অর্থ
সংগ্রহের বিষয় বলছি। গালাতীয়ার মণ্ডলীকে
আমি যেমন বলেছিলাম তোমরাও তেমন করবে:
2সপ্তাহের প্রথম দিন রবিবার তোমরা তোমাদের উপার্জন
থেকে সঙ্গতি অনুসারে যতটা সম্ভব বাঁচিয়ে সেই অর্থ
গৃহে বিশেষ কোন স্থানে আলাদা করে জমাবে। তাহলে
আমি যখন আসব তখন অর্থ সংগ্রহ করার প্রয়োজন
হবে না। 3আমি যখন পৌঁছাব, তখন তোমরা যাদের
যোগ্য বলে মনে কর তাদের হাত দিয়ে সেই অর্থ
জেরুশালেমে পাঠাবে। আমার লেখা চিঠি পরিচয়পত্র
হিসাবে তারা নিয়ে যাবে; 4আর আমার যাওয়া যদি
ঠিক বলে মনে হয় তবে তারা আমার সঙ্গেই যাবে।

পৌলের পরিকল্পনা

5আমি মাকিদনিয়া হয়ে যাবার পরিকল্পনা করছি।
মাকিদনিয়ার মধ্য দিয়ে যাবার পথে তোমাদের ওখানে

"এস ... মরবই" যিশ 22:13; 56:12

"প্রথম ... হোল" আদি 2:7

যাব। 6সম্ভব হলে হয়তো কিছুদিন তোমাদের ওখানে থেকে যাব। শীতকালটা হয়তো তোমাদের ওখানেই কাটাব। এরপর তোমাদের কাছ থেকে আমি যেখানে যাব, আমার সেখানে যাবার ব্যবস্থায় তোমরা সাহায্য করতে পারবে। 7এখন যাত্রাপথে তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে চাই না। প্রভুর ইচ্ছা হলে তোমাদের সঙ্গে অনেকটা সময় কাটাবার ইচ্ছা আছে। 8পঞ্চাশত্তমীর দিন পর্যন্ত আমি ইফিষে থাকব। 9কারণ এখানে যে কাজে ফল পাওয়া যায় সেইরকম কাজের জন্য একটা মস্ত বড় সুযোগ আমার সামনে এসেছে, যদিও এখানে অনেকে বিরোধিতা করছে।

10তীমথিয় তোমাদের কাছে যেতে পারেন, তাকে আদর যত্ন করো। দেখো তোমাদের সঙ্গে তিনি যেন নির্ভয়ে থাকতে পারেন। তিনিও আমার মতো প্রভুর কাজ করছেন, কেউ যেন তাঁকে তাচ্ছিল্য না করে। 11তাঁকে তোমরা তাঁর যাত্রা পথে শান্তিতে এগিয়ে দিও, যেন তিনি আমার কাছে আসতে পারেন। ভাইদের সঙ্গে নিয়ে তিনি আমার কাছে আসবেন এই প্রত্যাশায় আছি।

12এখন আমি আমাদের ভাই আপল্লোর বিষয়ে বলি: আমি তাঁকে অনেক ভাবে উৎসাহিত করেছি যেন তিনি অন্যান্য ভাইদের সঙ্গে তোমাদের কাছে যান। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে তোমাদের কাছে যাবার ইচ্ছা তাঁর এখন নেই। তিনি সুযোগ পেলেই তোমাদের কাছে যাবেন।

পৌলের চিঠির শেষ কথা

13তোমরা সতর্ক থেকো, বিশ্বাসে স্থির থেকো, সাহস করো, বলবান হও। 14তোমরা যা কিছু কর তা ভালবাসার সঙ্গে কর।

15আমার ভাইয়েরা, আমি তোমাদের কাছে একটা অনুরোধ করছি, তোমরা স্তিফান ও তাঁর পরিবারের বিষয়ে জান। আখায়াতে (গ্রীসে) তারাই প্রথম খ্রীষ্টানুসারী হন। এখন তাঁরা খ্রীষ্টানুসারীদের সেবায় নিজেদের নিয়োগ করেছেন। ভাইয়েরা, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ, 16তোমরা এইরকম লোকদের, যাঁরা প্রভুর সেবায় নিযুক্ত আছেন, তাঁদের নেতৃত্ব মেনে নাও। 17আমি খুব খুশী কারণ স্তিফান, ফর্তুনাত আর আখায়া এখানে এসে তোমাদের না থাকার অভাব পূর্ণ করে দিয়েছেন। 18তাঁরা তোমাদের মতো আমার আত্মাকে তৃপ্ত করেছেন। তাই তোমরা এরূপ লোকদের চিনতে ভুল কোর না।

19এশিয়ার সমস্ত মণ্ডলী তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। আক্কিলা ও প্রিষ্কা আর তাঁদের বাড়িতে যারা উপাসনার জন্য সমবেত হন তাঁরা সকলে তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। 20তোমরা পরস্পর একে অপরকে পবিত্র চুম্বনে শুভেচ্ছা জানিও।

21আমি পৌল, আমি নিজে হাতে এই শুভেচ্ছা বাণী লিখে পাঠালাম।

22প্রভুকে যে ভালবাসে না তার উপর অভিশাপ আসুক। আমাদের প্রভু আসুন।

23প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সঙ্গে থাকুক।

24খ্রীষ্ট যীশুতে তোমাদের সকলের জন্য আমার ভালবাসা রইল।

করিন্থীয়দের প্রতি দ্বিতীয় পত্র

1 আমি পৌল, ঈশ্বরের ইচ্ছায় খ্রীষ্ট যীশুর একজন
প্রেরিত হয়েছি। আমি এবং আমাদের বিশ্বাসী ভাই
তীমথিয়, করিন্থ শহরের ঈশ্বরের খ্রীষ্ট মণ্ডলী ও সমগ্র
আখায়া প্রদেশে ঈশ্বরের সব লোকদের উদ্দেশ্যে এই
চিঠি লিখছি:

2আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তোমাদের
সকলকে অনুগ্রহ ও শান্তি দান করুন।

পৌলের ঈশ্বরকে ধন্যবাদজ্ঞাপন

3ধন্য আমাদের ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা।
তিনি করুণাময় পিতা ও সকল সান্ত্বনার ঈশ্বর। 4তিনি
আমাদের সমস্ত দুঃখ কষ্টের মধ্যে সান্ত্বনা দেন, যেন
অপরে যখন দুঃখ কষ্টের মধ্যে পড়ে তখন ঈশ্বরের কাছ
থেকে আমরা যে সান্ত্বনা লাভ করেছি তাদের সেই
সান্ত্বনা দিতে পারি। 5কারণ আমরা যতই খ্রীষ্টের দুঃখ
কষ্টের সহভাগী হব, ততই তাঁর মধ্য দিয়ে সান্ত্বনাও
পাব। 6আমরা যদি কষ্ট পাই তবে তা তোমাদের সান্ত্বনার
ও পরিত্রাণের জন্য; আর যদি সান্ত্বনা পাই তবে তা
তোমাদের সান্ত্বনার উদ্দেশ্যেই পাই। এই সান্ত্বনা আমাদের
মত তোমাদেরও একই দুঃখ সহ্য করার শক্তি ও ধৈর্য্য
যোগায়। 7তোমাদের বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত, কারণ
আমরা জানি তোমরা যেমন আমাদের দুঃখ কষ্টের
সহভাগী, সেই রকম আমাদের সান্ত্বনারও সহভাগী।

8ভাই ও বোনেরা, এশিয়াতে থাকার সময় আমাদের
যে কষ্ট হয়েছিল তা তোমাদের জানাতে চাইছি। সেই
দুঃখ কষ্টের চাপ আমাদের সহ্যের অতিরিক্ত হয়ে
উঠেছিল। আমরা বাঁচার সব আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম।
9আমরা নিজেদের অন্তরে অনুভব করেছিলাম যে
আমাদের মৃত্যু অনিবার্য; কিন্তু এটা এইজন্য ঘটেছিল
যাতে আমরা নিজেদের ওপর নির্ভর না করে, ঈশ্বর,
যিনি মৃতকে জীবিত করে তোলেন তাঁর ওপর
সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করি। 10তিনিই আমাদের এত ভয়ঙ্কর
মৃত্যু থেকে উদ্ধার করলেন। আমরা তাঁর ওপর প্রত্যাশা
রাখি যে তিনি ভবিষ্যতেও আমাদের উদ্ধার করবেন;
11আর তোমরা প্রার্থনা করে আমাদের সাহায্য করতে
পার। তাহলে অনেকের প্রার্থনার উত্তরে ঈশ্বর আমাদের
যে আশীর্বাদ করবেন, তার দরুন আমাদের জন্য অনেকেই
ধন্যবাদ দেবে।

পৌলের মত বদল

12একটি বিষয়ে আমরা গর্বিত এবং আমাদের
বিবেকও এই সাক্ষী দিচ্ছে যে আমরা ঈশ্বরের দেওয়া
আন্তরিকতা ও সরলতায় জগতের মানুষের প্রতি, বিশেষ
করে তোমাদের প্রতি আচরণ করে এসেছি। সংসারের
জ্ঞান বুদ্ধি ব্যবহার করে নয়, ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমরা
তা করেছি। 13হ্যাঁ, তোমরা যা পড়তে বা বুঝতে পারবে
না এমন কোন কিছু আমি তোমাদের লিখছি না।
আশাকরি তোমরা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারবে। 14যেমন
তোমরা আমাদের সম্বন্ধে কিছুটা বুঝেছ। আমাদের প্রভু
যীশুর পুনরাবির্ভাবের দিনে তোমরা যেমন আমাদের
গর্বের বিষয় হবে, তেমনি আমরাও তোমাদের গর্বের
বিষয় হব। 15আমার মনে এই বিষয়ে এতটা আত্মবিশ্বাস
ছিল যে আমি প্রথমেই তোমাদের কাছে যাব বলে ঠিক
করেছিলাম, যাতে তোমরা দ্বিতীয়বার উপকৃত হও।
16আমি ঠিক করেছিলাম মাকিদনিয়ায় যাওয়ার পথে
তোমাদের ওখানে যাব; আবার মাকিদনিয়া থেকে ফেরার
পথেও তোমাদের কাছেই যাব। তাহলে তোমরা সকলে
প্রয়োজনীয় সব জিনিস সমেত আমার যিহূদিয়ায়
যাওয়ার সব ব্যবস্থা করে দেবে।

17এই পরিকল্পনা করার সময় কি আমি মনস্থির
করিনি? আমি কি জগতের সেই লোকদের মত যারা
একই সঙ্গে "হ্যাঁ-হ্যাঁ" আবার "না-না" বলে, তেমনি
করে কি আমি কিছু ঠিক করি?

18ঈশ্বর বিশ্বস্ত, একথা যেমন সত্যি তেমনি এটাও
সত্যি যে তোমাদের কাছে আমাদের কথা একই সঙ্গে
"হ্যাঁ" এবং "না" দুই হয় না। 19ঈশ্বরের পুত্র যে যীশু
খ্রীষ্টের কথা আমি, তীমথিয় এবং সীল তোমাদের কাছে
প্রচার করেছিলাম, সেই যীশু একই সময়ে "হ্যাঁ" এবং
"না" নন। তিনি সব সময়েই "হ্যাঁ"। 20ঈশ্বরের সমস্ত
প্রতিশ্রুতি তাঁর মধ্য দিয়ে "হ্যাঁ" হয়ে ওঠে। সেইজন্য
ঈশ্বরের গৌরব করতে আমরা খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে "আমেন"
বলি। 21ঈশ্বরই একজন, যিনি তোমাদের ও আমাদের
খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত করে সুদৃঢ় করে তোলেন। 22আমরা
যে তাঁর নিজস্ব এই কথা নিশ্চিতভাবে বুঝতে তিনি
আমাদের উপর তাঁর ছাপ দিয়েছেন; এবং তাঁর সব
প্রতিশ্রুতির জামিন হিসাবে পবিত্র আত্মাকে আমাদের
অন্তরে দিয়েছেন।

23কিন্তু আমি ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে বলছি, তোমাদের
শাস্তি থেকে রেহাই দেবার জন্যই আমি এখন পর্যন্ত
করিন্থে ফিরে যাই নি। 24তোমাদের বিশ্বাসের বিষয়ে
আমরা যা বলে দেব তাই-ই তোমাদের মেনে চলতে
হবে, এমনটা আমরা চাই না, বরং তোমরা যেন আনন্দ
পাও তাই তোমাদের সহকর্মী হয়ে কাজ করতে চাই,
কারণ তোমরা বিশ্বাসে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছ।

2 তাই আমি স্থির করেছিলাম যে আবার তোমাদের
দুঃখ দেওয়ার জন্য তোমাদের কাছে যাব না। 2কারণ

তোমাদের যদি আমি দুঃখ দিই তবে আমাকে সুখী করবে কে? একমাত্র তোমরাই যারা আমার কাছে দুঃখ পেয়েছে। 3এইজন্য সেই সব কথা লিখেছিলাম, যাতে যখন আমি আসব তখন যাদের কাছ থেকে আমার আনন্দ পাওয়া উচিৎ, তাদের কাছ থেকে আমায় যেন দুঃখ পেতে না হয়। কারণ তোমাদের সকলের বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে আমার আনন্দে তোমাদের সকলেরই আনন্দ। 4অনেক কষ্ট, মনে বেদনা ও চোখের জলের মধ্যে দিয়ে সেই চিঠি তোমাদের লিখেছিলাম। আমি তোমাদের ব্যথা দিতে চাই নি; কিন্তু বোঝাতে চেয়েছিলাম যে আমি তোমাদের কতো ভালবাসি।

যে অন্যায় করে তাকে ক্ষমা কর

5কিন্তু কেউ যদি ব্যথা দিয়ে থাকে তবে সে যে শুধু আমাকে ব্যথা দিয়েছে তা নয়, বেশী বাড়িয়ে না বলে এটুকু বলছি যে, তোমাদের সকলকেই সে কিছু পরিমাণ ব্যথা দিয়েছে। 6তোমাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক মিলে এই ধরণের লোককে যে শাস্তি দিয়েছ সেটাই তার পক্ষে যথেষ্ট। 7কিন্তু এখন তোমাদের বরং তাকে ক্ষমা করা ও সান্ত্বনা দেওয়া উচিত। তা না হলে সে হয়তো অত্যধিক মনোবেদনায় হতাশ হয়ে পড়বে। 8আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা যে তাকে এখনও ভালবাস এ তাকে বুঝতে দাও। 9তোমরা সমস্ত বিষয়ে আমার বাধ্য হও কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে আমি তোমাদের কাছে সেই চিঠিটা লিখেছিলাম। 10যদি তুমি কাউকে ক্ষমা কর, আমিও তাকে ক্ষমা করি। যদি ক্ষমা করার মত কিছু থেকেই থাকে তবে আমি যা ক্ষমা করেছি তা খ্রীষ্টের সামনে তোমাদের ভালোর জন্যেই করেছি। 11যেন আমরা শয়তানের চতুরতার দ্বারা প্রতারিত না হই, কারণ আমরা তার ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞ নই।

ত্রোয়াতে পৌলের উদ্বেগ

12আমি যখন ত্রোয়াতে খ্রীষ্ট সম্বন্ধে সুসমাচার প্রচার করতে এসেছিলাম, তখন দেখলাম প্রভু কাজের জন্য নতুন দরজা খুলে দিয়েছেন। 13কিন্তু আমি খুব উদ্বেগে ছিলাম, কারণ সেখানে আমি আমার ভাই তীতকে পাই নি; তাই আমি তাদের বিদায় জানিয়েছিলাম এবং মাকিদনিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলাম।

খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে জয়লাভ

14কিন্তু ঈশ্বর ধন্য, কারণ তিনি খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে সর্বদাই আমাদের জয়লাভের পথ দেখান এবং আমাদের মধ্য দিয়ে সর্বত্র তাঁর সম্বন্ধে জ্ঞান সৌরভের মত ছড়িয়ে দেন। 15যারা উদ্ধার পাচ্ছে এবং যারা বিনাশ হচ্ছে তাদের সামনে আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টের সুগন্ধযুক্ত ধূপ। 16যারা হারিয়ে যাচ্ছে তাদের কাছে আমরা মৃত্যুমূলক মৃত্যুজনক গন্ধ; কিন্তু যারা পরিত্রাণ পাচ্ছে তাদের কাছে আমরা জীবনমূলক জীবনদায়ক গন্ধ, সুতরাং কে এইরকম কাজ করার উপযুক্ত? 17অনেকে যেমন করে সেরকম আমরা ঈশ্বরের বাক্য নিয়ে লাভ করার জন্য ফেরিওয়ালার মত ফেরি করে বেড়াই না বরং খ্রীষ্টেতে আমরা আন্তরিকতার সঙ্গে ঈশ্বর হতে আগত লোক হিসাবে ঈশ্বরের সামনে কথা বলি।

ঈশ্বরের সেবকদের নতুন চুক্তি

3 আমরা এসব বলে কি আবার নিজেদের বিষয়ে প্রশংসা করতে শুরু করেছি? অথবা কোন কোন লোক যেমন করে থাকে তেমনি তোমাদের কাছে আমাদেরও কি কোন পরিচয় পত্র নিয়ে যেতে হবে, বা তোমাদের সুপারিশের কি আমাদের কোন প্রয়োজন আছে? 2তোমরাই আমাদের পরিচয় পত্র, যা আমাদের হৃদয়ে লেখা আছে, যা সমস্ত মানুষ জানতে ও পড়তে পারে। 3তোমরা যে খ্রীষ্টের লেখা পত্র এবং আমরাই তা পৌঁছে দিয়েছি তা তো দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে। তা কালি দিয়ে লেখা নয়, কিন্তু জীবন্ত ঈশ্বরের আত্মা দিয়ে লেখা; পাথরের ফলকে লেখা নয়, মানুষের হৃদয়ের ফলকের ওপরই লেখা। 4খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের ওপর আমাদের এই রকম দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে। 5কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আমরা নিজেরা নিজেদের যোগ্যতায় একাজ করতে পারি, তা করার শক্তি ঈশ্বরই দিয়ে থাকেন। 6তিনিই আমাদের নতুন চুক্তির সেবক করেছেন। এই নতুন চুক্তি কোন লিখিত বিধি-ব্যবস্থা নয় কিন্তু আত্মিক ব্যবস্থা, কারণ লিখিত যে বিধি-ব্যবস্থা তা মৃত্যু নিয়ে আসে কিন্তু আত্মা জীবন দান করে।

নতুন চুক্তি মহামহিমা আনে

7যদি পাথরের ফলকের* ওপর লেখা ব্যবস্থা, যার পরিণতি মৃত্যু, তা দেবার সময় এমন ঔজ্জ্বল্যের সাথে এসেছিল যে ইস্রায়েলের লোকেরা ঔজ্জ্বল্যের জন্য মোশির মুখের দিকে সোজা তাকাতে পারছিল না, যদিও সেই উজ্জ্বলতা ম্লান হয়ে যাচ্ছিল। 8তবে আত্মার কাজ কি অনেক বেশী মহিমামণ্ডিত হবে না? 9যে বিধি-ব্যবস্থায় মানুষ দোষী প্রতিপন্ন হচ্ছিল তা যদি মহিমামণ্ডিত হয়ে থাকে, তবে যে বিধি-ব্যবস্থা মানুষকে ঈশ্বরের কাছে ধার্মিক প্রতিপন্ন করে তার মহিমা আরও কত না বেশী হবে! 10বাস্তবিক তুলনায় নতুন বিধি-ব্যবস্থার মহিমার উজ্জ্বলতার কাছে পুরানো বিধি–ব্যবস্থার মহিমা ম্লান হয়ে যায়। 11যে বিধি-ব্যবস্থা অল্পদিনের মধ্যে লোপ পেয়ে গেল তার মহিমা যদি এত উজ্জ্বল হয়ে থাকে, তবে যে বিধি-ব্যবস্থা চিরস্থায়ী তার মহিমা আরও কত না বেশী উজ্জ্বল হবে!

12অতএব আমাদের এই ধরণের প্রত্যাশা থাকাতে আমরা খুব নির্ভীক হতে পারি। 13আমরা মোশির মত নই। মোশি তো নিজের মুখ ঢেকে রাখতেন যাতে ইস্রায়েলীয়রা সেই উজ্জ্বলতা দেখতে না পায়, কারণ সেই মহিমা কমতে কমতে মিলিয়ে যাচ্ছিল। 14তাদের

পাথরের ফলক ঈশ্বর মোশিকে যে বিধি-ব্যবস্থা দিয়েছিলেন তা পাথরের ফলকের উপর লেখা হয়েছিল। যাত্রা 24:12; 25:16

মন কঠিন হয়ে গিয়েছিল, কারণ যখন শাস্ত্র পড়া হয় তখন মনে হয় আজও তাদের সেই আবরণ রয়েই গেছে। সেই আবরণ এখনও সরে নি, একমাত্র খ্রীষ্টের মাধ্যমেই এই আবরণ সরিয়ে দেওয়া সম্ভব। 15হ্যাঁ, আজও মোশির বিধি-ব্যবস্থার পুস্তক পড়ার সময় তাদের হৃদয়ের উপরে আবরণ থাকে। 16কিন্তু যখনই কেউ প্রভুর দিকে ফেরে তখন সেই আবরণ সরে যায়। 17এই প্রভু হলেন আত্মা, আর প্রভুর আত্মা যেখানে সেখানেই স্বাধীনতা। 18তাই, যখন আমরা অনাবৃত মুখে আয়নায় দেখা ছবির মত করে প্রভুর মহিমা দেখতে থাকি, তখন তা দেখতে দেখতে আমরা সকলেই তাঁর সেই (মহিমাময়) রূপে রূপান্তরিত হতে থাকি। সেই রূপান্তর আমাদের মহিমা থেকে উজ্জ্বলতর মহিমার মধ্যে নিয়ে যায়। এই মহিমা আমরা প্রভু, যিনি আজ্ঞা করেন তার কাছ থেকে লাভ করি।

মাটির পাত্রে আত্মিক সম্পদ

4 ঈশ্বরের দয়ায় আমরা এই কাজের ভার পেয়েছি, তাই আমরা কখনও নিরাশ হই না; 2বরং আমরা লজ্জাজনক গোপন কাজ একেবারেই করি না। আমরা কোন চাতুরী করি না, ঈশ্বরের শিক্ষাকে বিকৃত করি না; বরং যা সত্য তা স্পষ্টভাবে বলে ঈশ্বরের সামনে ও প্রতিটি মানুষের বিবেকের কাছে আমাদের সততা প্রকাশ করি। 3কিন্তু আমরা যে সুসমাচার প্রচার করি তা যদি ঢাকা থাকে, তবে যারা ধ্বংসের পথে চলেছে তাদের কাছেই ঢাকা থেকে যায়। 4এই যুগের দেবতা অবিশ্বাসীদের মন অন্ধ করেছে, যাতে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি যে খ্রীষ্ট, তাঁর মহিমার সুসমাচারের আলো তারা দেখতে না পায়।

5আমরা নিজেদের কথা প্রচার করি না, বরং যীশু খ্রীষ্টকে প্রভু বলে প্রচার করছি, এবং আমরা যীশুর অনুসারী বলেই নিজেদের যীশুর সেবক বলে দেখিয়ে থাকি। 6কারণ যে ঈশ্বর বলেছিলেন, "অন্ধকারের মধ্যে থেকে আলোর উদয় হবে!" সেই তিনিই আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের জ্ঞানের আলোর মহিমা প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন, যে আলো খ্রীষ্টের মুখমণ্ডলেই প্রকাশিত রয়েছে।

7কিন্তু এই সম্পদ আমরা মাটির পাত্রে অর্থাৎ এই মরণশীল দেহে ধারণ করছি, যাতে বুঝতে পারা যায় যে এই মহাপরাক্রম ঈশ্বরের কাছ থেকেই এসেছে, আমাদের নিজেদের কাছ থেকে আসেনি। 8আমরা সবদিক দিয়েই নানা কষ্টদায়ক চাপের মধ্যে রয়েছি, কিন্তু ভেঙ্গে পড়িনি। আমরা জানি না কি করব, অথচ হাল ছেড়ে দিই না। 9আমরা অত্যাচারিত হলেও ঈশ্বর কখনও আমাদের ছেড়ে দেন না। আমাদের মেরে ধরাশায়ী করে দিলেও আমরা ধ্বংস হচ্ছি না। 10আমরা সবসময় যীশুর মতোই এই দেহে মৃত্যুর মুখোমুখি হচ্ছি, যাতে যীশুর জীবনও আমাদের মর্ত্য দেহে প্রকাশ পায়। 11আমরা যারা বেঁচে আছি আমাদের সবসময় যীশুর জন্য মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, যেন আমাদের মর্ত্য দেহে যীশুর জীবনও প্রকাশ পায়। 12এইভাবে আমাদের মধ্যে মৃত্যু এবং তোমাদের মধ্যে জীবন কাজ করে চলেছে।

13কিন্তু সেই বিশ্বাসের একই আত্মা আমাদের মধ্যে আছে। শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে, "আমি বিশ্বাস করেছি বলেই কথা বলেছি।"* তেমনি আমরা বিশ্বাস করেছি বলেই কথা বলছি।

14কারণ আমরা জানি, ঈশ্বর প্রভু যিনি যীশুকে পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি যীশুর সঙ্গে আমাদেরও জীবিত করে তুলবেন এবং তোমাদের সঙ্গে আমাদের (খ্রীষ্টের কাছে) উপস্থিত করবেন। 15সব কিছুই তোমাদের জন্য ঘটেছে, এর ফলে অনেকে ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাবে যাতে অনেকে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করে যেন তিনি গৌরবান্বিত হন।

বিশ্বাসে জীবন কাটানো

16এইজন্য আমরা হতাশ হই না, কারণ যদিও আমাদের এই দেহ বিনাশপ্রাপ্ত হতে থাকে তবু আমাদের অন্তরাত্মা দিনে দিনে নতুন হয়ে উঠছে। 17বস্তুত আমাদের এই দুঃখ কষ্ট সাময়িক মাত্র। সাময়িক এই কষ্টভোগ আমাদের জীবনে নিয়ে আসবে শ্রেষ্ঠ শাশ্বত মহিমা যা আমাদের দুঃখ কষ্টের সঙ্গে তুলনার যোগ্য নয়। 18তাই যা দেখা যায় তার দিকে লক্ষ্য না করে বরং যা যা দৃশ্যের অতীত তার উপরই আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করি। যা যা দৃশ্যমান তা তো অল্পকালস্থায়ী; কিন্তু যা যা দৃশ্যাতীত তা চিরস্থায়ী।

5 আমরা জানি পৃথিবীতে আমরা তাঁবুর মত যে বাড়িতে বাস করি তা যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে আমাদের একটি ঈশ্বরদত্ত বাড়ি আছে, সে বাড়ি মানুষের তৈরী নয়, স্বর্গে সে বাড়ি চিরকাল ধরেই আছে। 2বাস্তবিক আমরা এই তাঁবুতে থাকতে থাকতে কাতরভাবে আর্তনাদ করছি। আমরা মনেপ্রাণে কামনা করছি যে আমাদের স্বর্গীয় আবাস দিয়ে আমাদের ঢেকে দেওয়া হোক। 3কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে এই পোশাক পরবার পর দেখা যাবে যে আমরা উলঙ্গ নই। 4বাস্তবে আমরা এই দেহের মধ্যে থেকে ভারাক্রান্ত হওয়াতে আর্তনাদ করছি। আমাদের বর্তমান (দেহরূপ) পোশাকটি ত্যাগ করার ইচ্ছা আমাদের নেই; বরং আমরা চাই যে নতুন (স্বর্গীয় দেহরূপ) পোশাকটি পুরাতনের উপর পরি যাতে নশ্বর জীবন আবৃত হয়ে যায়।

5আর এর জন্য ঈশ্বর আমাদের প্রস্তুত করেছেন এইজন্য তিনি পবিত্র আত্মাকে আমাদের কাছে জামিনস্বরূপ পাঠিয়েছেন।

6আমাদের মনে সর্বদা ভরসা আছে, আমরা জানি যতদিন এই দেহের ঘরে বাস করব ততদিন আমরা প্রভুর কাছ থেকে দূরে থাকব। 7আমরা বিশ্বাসের দ্বারা চলি, বাইরের দৃশ্যের দ্বারা নয়। 8তাই আমি বলি যে আমাদের নিশ্চিত ভরসা আছে এবং বাস্তবিক আমরা

"আমি ... বলেছি" গীত 116:10

এই দেহ ত্যাগ করে, আমাদের প্রকৃত আবাস প্রভুর কাছে থাকাই ভাল মনে করি। 9আমাদের লক্ষ্য এই যে আমরা এই দেহের ঘরে বাস করি বা না করি, আমরা যেন ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে চলি। 10কারণ আমাদের সকলকে খ্রীষ্টের বিচারাসনের সামনে দাঁড়াতে হবে; আর এই নশ্বর দেহে বাস করার সময় আমরা ভাল বা মন্দ যা কিছু করেছি তার উপযুক্ত প্রতিদান আমাদের প্রত্যেককে দেওয়া হবে।

ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন

11তাই ঈশ্বর ভয় কি, তা জানতে পেরে আমরা প্রত্যেক মানুষকে বোঝাচ্ছি যেন তারা আমাদের কথায় বিশ্বাস করে। ঈশ্বর আমাদের অন্তরের কথা সুস্পষ্টভাবে জানেন; আর আমি আশাকরি তোমরাও আমাদের অন্তরের কথা জান। 12আমরা আবার তোমাদের কাছে নিজেদেরকে যোগ্য পাত্র বলে প্রমাণ দিতে চাইছি না, কিন্তু আমাদের জন্য গর্ব করার সুযোগ তোমাদের দিচ্ছি; উদ্দেশ্য এই যারা কোন ব্যক্তির হৃদয়ের কথা বিবেচনা না করে দৃশ্যমান বিষয়গুলি নিয়ে গর্ব করে, এইসব লোকদের যেন তোমরা উচিত জবাব দিতে পার। 13যদি আমরা হতবুদ্ধি হয়ে থাকি তবে তা ঈশ্বরের জন্য, এবং যদি আমাদের বিচার বুদ্ধি ঠিক থাকে তবে তা তোমাদের জন্য। 14খ্রীষ্টের ভালবাসা আমাদের নিয়ন্ত্রিত করে, কারণ আমরা নিশ্চিতভাবে বুঝেছি তিনি (খ্রীষ্ট) সকলের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন, তাতে সকলেরই মৃত্যু হল। 15খ্রীষ্ট সকলের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন, তাই যারা জীবন পেল, তারা আর নিজেদের উদ্দেশ্যে নয়, বরং যিনি তাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন ও পুনরুত্থিত হয়েছেন, তাঁরই উদ্দেশ্যে যেন জীবনযাপন করে।

16তাই এখন থেকে আমরা আর কাউকেই জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করি না। যদিও আগে খ্রীষ্টকে আমরা জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই বিচার করেছি তবু এখন আর তা করি না। 17সুতরাং কেউ যদি খ্রীষ্টের সঙ্গে মিলিত হয়, তবে সে এক নতুন সৃষ্টি হয়ে ওঠে, তার জীবনের পুরানো বিষয়গুলি অতীত হয়ে যায়; দেখ, তার সবই এখন নতুন হয়ে উঠেছে। 18সমস্ত কিছুই ঈশ্বর থেকে এসেছে, যিনি খ্রীষ্টের মাধ্যমে নিজের সাথে আমাদের পুনর্মিলিত করেছেন, এবং অন্যদের তাঁর সঙ্গে আবার মিলন করিয়ে দেওয়ার কাজ আমাদের দিয়েছেন।

19যেমন বলা হয়ে থাকে: ঈশ্বর খ্রীষ্টের মাধ্যমে জগতকে পুনরায় তাঁর নিজের সঙ্গে মিলিত করার কাজ করছিলেন। তিনি খ্রীষ্টে মানুষের সকল পাপকে পাপ বলে গণ্য না করে মিলনের বার্তা জানাবার ভার আমাদের দিয়েছেন। 20খ্রীষ্টের হয়েই আমরা কথা বলেছি। খ্রীষ্টের হয়ে কথা বলতে আমাদের পাঠানো হয়েছে, এইভাবে আমাদের মাধ্যমে ঈশ্বর লোকদের ডাকছেন। আমরা খ্রীষ্টের হয়ে তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা ঈশ্বরের সাথে মিলিত হও। 21খ্রীষ্ট কোন পাপ করেন নি; কিন্তু ঈশ্বর খ্রীষ্টের ওপর আমাদের পাপের সব দোষ চাপিয়ে দিয়েছেন, যেন খ্রীষ্টের মধ্যে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়।

6 ঈশ্বরের সহকর্মী হিসাবে আমরা তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ লাভ করেছ তা নিস্ফল হতে দিও না। 2কারণ ঈশ্বর বলেন,

"আমি উপযুক্ত সময়ে তোমাদের প্রার্থনা শুনলাম
এবং পরিত্রাণের দিনে আমি তোমাদের সাহায্য করলাম।"
যিশাইয় 49:8

আমি যা বলছি শোন, এখনই সেই "উপযুক্ত সময়।" আজই "পরিত্রাণের দিন।"

3আমরা চেষ্টা করি যেন আমাদের কোন কাজের দ্বারা কেউ বিঘ্নিত না হয়। যেন আমাদের কাজের কোন রকম নিন্দা কেউ করতে না পারে। 4আমরা সব বিষয়ে নিজেদের ঈশ্বরের সেবক বলে প্রমাণ করি। আমরা ধৈর্য্যের সঙ্গে দুঃখভোগ করে সবরকম কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করেছি। 5আমাদের মারধোর করা হয়েছে, কারাগারে দেওয়া হয়েছে, মারমুখী জনতার সামনে আমাদের দাঁড়াতে হয়েছে। কাজ করতে করতে অবসন্ন হয়েছি, কত রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছি, এমনকি অনাহারেও কতদিন কেটেছে। 6-7এসব সত্ত্বেও আমরা আমাদের জীবনের পবিত্রতা, জ্ঞান, ধৈর্য্য, স্নেহমমতা, পবিত্র আত্মা, প্রকৃত ভালবাসা ও সত্যের প্রচার দ্বারা এবং ঈশ্বরের পরাক্রমের দ্বারা, কি আক্রমণে কি আত্মরক্ষায় উভয় ক্ষেত্রেই সদাচারের অস্ত্র ব্যবহার করে প্রমাণ দিয়েছি যে আমরা ঈশ্বরের সেবক। 8আমরা সম্মানিত হয়েছি আবার অসম্মানিত হয়েছি। আমরা অপমানিত হয়েছি আবার প্রশংসিত হয়েছি। আমাদের মিথ্যাবাদী হিসেবে ধরা হয়েছে যদিও আমরা সত্য বলি। 9কিছু লোক আমাদের প্রেরিত বলে স্বীকার করে না; কিন্তু তবুও আমরা স্বীকৃত। মনে হচ্ছিল আমরা মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি, কিন্তু দেখ আমরা মরিনি। আমাদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু মেরে ফেলা হচ্ছে না। 10একদিকে মনে হয় আমরা দুঃখ পাচ্ছি কিন্তু আমরা সদাই আনন্দ করছি। মনে হয় আমরা নিঃস্ব, তবু সবকিছুই আমাদের আছে। ধরে নেওয়া হয় আমরা দরিদ্র কিন্তু আমরা অপরকে ধনবান্ করি।

11হে করিন্থীয়গণ খোলাখুলিভাবেই আমরা তোমাদের সঙ্গে কথা বলেছি। আমাদের হৃদয় তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ খোলা রয়েছে। 12তোমাদের প্রতি আমাদের ভালবাসা অটুট আছে; কিন্তু তোমরা তোমাদের ভালবাসা থেকে আমাদের দূরে রেখেছ। 13আমি তোমাদের সন্তান মনে করে বলছি, আমরা যেমন তোমাদের ভালবেসেছি তোমরাও যেন তেমনি মনপ্রাণ খুলে আমাদের ভালবাস।

অবিশ্বাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে সতর্কবাণী

14তোমরা অবিশ্বাসীদের থেকে আলাদা, তাই তাদের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করো না; কারণ ন্যায় ও অন্যায়ের

মধ্যে কোন যোগ থাকতে পারে না। অন্ধকারের সাথে আলোর কি কোন যোগাযোগ থাকতে পারে? 15খ্রীষ্ট এবং দিয়াবলের মধ্যে কি কোন সম্পর্ক থাকতে পারে? অবিশ্বাসীর সাথে বিশ্বাসীরই বা কি সম্পর্ক? 16ঈশ্বরের মন্দিরের সাথে প্রতিমারই বা কি সম্পর্ক? কারণ আমরাই তো জীবন্ত ঈশ্বরের মন্দির; যেমন ঈশ্বর বলেছেন:

"আমি তাদের মধ্যে বাস করব এবং তাদের মধ্যে যাতায়াত করব; আমি তাদের ঈশ্বর হবো ও তারা আমার লোক হবে।" *লেবীয় পুস্তক 26:11-12*

17প্রভু বলেন, "তোমরা তাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে এস, তাদের থেকে পৃথক হও এবং অশুচি জিনিস স্পর্শ করো না, তাহলে আমি তোমাদের গ্রহণ করব।"
যিশাইয় 52:11

18"আমি তোমাদের পিতা হব ও তোমরা আমার পুত্র কন্যা হবে।" একথা সর্বশক্তিমান প্রভু বলেন:
2 শমূয়েল 7:14; 7:8

7 প্রিয় বন্ধুগণ, এই সমস্ত প্রতিশ্রুতি যখন আমাদের রয়েছে তখন এস, যা কিছু আমাদের দেহ বা আত্মাকে অশুচি করে তার থেকে মুক্ত করে নিজেদের শুচি করি। ঈশ্বরকে সম্মান করে নিজেদের পূর্ণরূপে পবিত্র করি।

পৌলের আনন্দ

2তোমাদের হৃদয়ে আমাদের স্থান দিও। আমরা কারও ক্ষতি করি নি; কাউকে সর্বনাশের পথে নিয়ে যাই নি, কাউকে ঠকাই নি। 3আমি তোমাদের দোষী করতে একথা বলছি তা নয়; আমরা তোমাদের এত ভালবাসি যে আমরা মরি তো একসঙ্গে মরব, বাঁচি তো একসঙ্গেই বাঁচব। 4তোমাদের উপর আমার বড় আস্থা আছে আর তোমাদের নিয়ে আমার খুবই গর্ব। আমাদের সমস্ত কষ্টের মধ্যে তোমাদের কাছ থেকে আমি যথেষ্ট উৎসাহ পেয়েছি, তাই আমার মনে বড় আনন্দ।

5যখন আমরা মাকিদনিয়াতে এসেছিলাম, তখনও আমাদের দৈহিকভাবে বিন্দুমাত্র বিশ্রাম হয় নি। কারণ আমরা সব দিক থেকে কষ্ট পেয়েছিলাম, বাইরে ছিল ঝগড়াঝাটি ও মনে ছিল ভয়। 6তবুও ঈশ্বর যিনি নিরাশ প্রাণে সান্ত্বনা দেন, তিনি তীতকে নিয়ে এসে আমাদের সান্ত্বনা দিলেন। 7কেবল তীতের আসার জন্য নয়, তোমরা তাকে যে সান্ত্বনা দিয়েছ তার জন্যও। তিনি আমাদের জানিয়েছেন আমাদের দেখার জন্য তোমাদের কত গভীর আগ্রহ রয়েছে। তোমরা যা করেছ তার জন্য তোমরা কি পরিমাণ দুঃখিত এবং আমার জন্য তোমাদের আগ্রহের কথাও তীত আমাদের জানিয়েছেন। এর ফলে আমি আরও আনন্দিত হয়েছি।

8যদিও আমার চিঠি তোমাদের কিছু সময়ের জন্য দুঃখ দিয়েছে তবু অনুশোচনা করি না, কারণ প্রথমে অনুশোচনা করলেও আমি দেখছি যে সেই চিঠি তোমাদের মনে মাত্র কিছুকালের জন্য ব্যথা দিয়েছে। 9এখন আমি আনন্দ করছি, তোমরা মনে ব্যথা পেয়েছিলে বলে নয়; কিন্তু তোমাদের সেই দুঃখ ও ব্যথা তোমাদের জীবনকে পরিবর্তিত করেছে বলে। ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই তোমরা দুঃখ পেয়েছিলে, তাই আমাদের দ্বারা তোমাদের কোনরকম ক্ষতি হয় নি; 10কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে দুঃখ মানুষের হৃদয়ে ও জীবনে অনুতাপ আনে আর তা মুক্তির দিকে নিয়ে যায় এবং তাতে আমাদের দুঃখ করার কিছু নেই। কিন্তু এই জগতের দেওয়া দুঃখ মানুষকে অনন্ত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। 11দেখ, ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে যে দুঃখ তোমাদের হয়েছে, তা তোমাদের কত মঙ্গল করেছে, তোমাদের কত আন্তরিক করে তুলেছে। নিজেদের নির্দোষ বলে প্রমাণ করার জন্য তোমাদের কত ইচ্ছা হয়েছিল, তোমাদের মনে কত ক্রোধ ও ভয় জেগেছিল, আমাদের দেখার জন্য তোমাদের কত আগ্রহ হয়েছিল, তোমাদের মনে কত দরদ এসেছিল, অন্যায়ের শাস্তি দেবার জন্য তোমাদের কত ইচ্ছা হয়েছিল। সবকিছুতেই তোমরা প্রমাণ করেছ যে সে বিষয়ে তোমরা নির্দোষ। 12আমি তোমাদের কাছে চিঠি লিখেছিলাম বটে, কিন্তু যে অন্যায় করেছে বা যার ওপর অন্যায় করা হয়েছে তাদের জন্য নয়, বরং তোমাদের লিখেছিলাম যাতে ঈশ্বরের সামনে আমাদের প্রতি তোমাদের যে এই আনুগত্য আছে তা উপলব্ধি করতে পার। 13এইসবের জন্য আমরা উৎসাহিত হয়েছি। আমাদের সেই উৎসাহের উপরে তীতের আনন্দ আমাদের আরও আনন্দিত করেছে। তোমাদের সকলের কাছ থেকে তিনি অন্তরে নতুন শক্তি লাভ করেছেন। 14তাঁর কাছে আমি কোন বিষয়ে যদি তোমাদের জন্য গর্ব করে থাকি, তাতে লজ্জিত হই নি; কিন্তু আমরা যেমন তোমাদের কাছে সবকিছুই সত্যভাবে ব্যক্ত করেছি, তেমনি তীতের কাছে আমাদের সেই গর্বও সত্য বলে প্রমাণ হল। 15তোমরা সকলে তাঁকে কেমন মান্য করেছিলে, কেমন ভয় ও সম্মানের সঙ্গে তাঁকে গ্রহণ করেছিলে, সে সব স্মরণ করে তোমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা আরও বেড়ে গেছে। 16এই জন্য আমি খুশী কারণ আমি তোমাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারি।

দানের বিষয়

8 এখন ভাই ও বোনেরা, মাকিদনিয়ার খ্রীষ্ট মণ্ডলীগুলির মধ্যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ যে কাজ করেছে তা আমরা তোমাদের জানাচ্ছি। 2যদিও দুঃখ কষ্ট ভোগ করার মধ্য দিয়ে তাদের পরীক্ষা করা হয়েছে, এবং যদিও তারা অতি দরিদ্র, তবু তাদের মনে এতই আনন্দ যে তারা অন্যকে খোলা হাতে দান করেছে। 3আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে তারা নিজের ইচ্ছায় যতদূর সাধ্য এমনকি সাধ্যের অতিরিক্ত দান করেছিল। 4তারা আমাদের ঐকান্তিক অনুরোধ জানিয়ে বলেছিল, ঈশ্বরের লোকদের এই সেবার কাজে অংশগ্রহণ করার সুযোগ

যেন তাদের দেওয়া হয়। 5তারা এমনভাবে দান করেছিল যা আমরা আশাই করি নি। তারা ঈশ্বরের ইচ্ছামতো প্রথমে নিজেদের প্রভুর কাছে এবং পরে আমাদের দিয়ে দিল। 6সেইজন্য আমরা তীতকে অনুরোধ করলাম যাতে তিনি এর আগে যে কাজ করতে শুরু করেছিলেন, সেই অনুগ্রহের কাজ শেষ করেন। 7সবকিছু যেমন তোমাদের প্রচুর পরিমাণে আছে: বিশ্বাস, বলার ক্ষমতা, জ্ঞান, সববিষয়ের প্রতি তোমাদের আগ্রহ এবং আমাদের প্রতি ভালবাসা, ঠিক এইভাবে দান করার গুণটিও যেন তোমাদের প্রচুর পরিমাণে থাকে।

8আমি আদেশ করে বলছি না; কিন্তু অন্যের আগ্রহের উদাহরণ দিয়ে তোমাদের ভালবাসা যথার্থ কিনা পরীক্ষা করছি। 9কারণ তোমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহের কথা জান, তিনি ধনী হয়েও তোমাদের জন্য দরিদ্র হলেন, যাতে তোমরা তাঁর দারিদ্র্যে ধনবান হয়ে উঠতে পার।

10এবিষয়ে আমি আমার পরামর্শ তোমাদের দিচ্ছি কারণ তোমাদের পক্ষে এটা মঙ্গলজনক। যেহেতু গত বছর তোমরাই প্রথম কাজ করতে আরম্ভ করেছিলে, শুধু তাই নয় সেই কাজ করার ইচ্ছাও তোমরাই প্রথমে প্রকাশ করেছিলে। 11তোমরা আগ্রহের সাথে যে দেওয়ার কাজ শুরু করেছিলে, এখন তা সেই একই আগ্রহের সাথে তোমাদের সাধ্যমত শেষ কর। 12কারণ দেবার মতো ইচ্ছা থাকলে তবেই তোমাদের দান গ্রাহ্য হবে। তোমাদের যা আছে সেই ভিত্তিতে দিলেই তোমাদের দান গ্রাহ্য হবে; তোমাদের যা নেই সেই অনুযায়ী নয়। 13কারণ আমাদের উদ্দেশ্য এই নয় যে, অন্য সকলে আরাম করবে আর তোমরা কষ্টে পড়বে, বরং সব কিছুতে যেন সমতা থাকে। 14বর্তমানে তোমাদের যথেষ্ট রয়েছে, তার থেকে দিয়ে তাদের প্রয়োজন মেটাতে পারবে, আবার প্রয়োজনে তাদের যা বেশী হবে তা দিয়ে তোমাদের অভাব মিটবে। এইভাবে যেন সর্বত্র সমতা বজায় থাকে। 15শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে,

"যে বেশী কুড়ালো, তার বাড়তি থাকল না; যে অল্প কুড়ালো, তার অভাব হল না।"

যাত্রাপুস্তক 16:18

তীত ও তার সঙ্গীরা

16তোমাদের জন্য আমার যে আগ্রহ আছে, ঠিক সেই রকম আগ্রহ ঈশ্বর তীতের অন্তরে দিয়েছেন বলে আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। 17তীত যে আমাদের অনুরোধ রেখেছেন তাই নয়, তিনি এতই আগ্রহী ছিলেন যে নিজের ইচ্ছায় তোমাদের কাছে যাচ্ছেন। 18আমরা তীতের সঙ্গে সেই ভাইকে পাঠাচ্ছি, যিনি সুসমাচার প্রচারের জন্য সমস্ত মণ্ডলীতে প্রশংসিত। 19কেবল তাই নয়, আমাদের সহযাত্রী হিসাবে প্রভুর মহিমার জন্য এই দান নিয়ে যাবার জন্য ও আমাদের সাহায্য করার ইচ্ছাকে প্রমাণ করতে বাস্তবিক মণ্ডলীগুলি তাকে মনোনীত করেছিল। 20আমরা এই দায়িত্ব সম্পর্কে সতর্ক যাতে এই বিপুল অর্থ বিতরণ সম্পর্কে কেউ যেন আমাদের সমালোচনা না করে। 21কারণ কেবল প্রভুর সামনে নয়, কিন্তু মানুষের দৃষ্টিতে যা ভাল, তাও আমরা লক্ষ্য রাখি। 22আর ওদের সাথে আমাদের ভাইকে পাঠালাম, যাকে আমরা অনেকবার অনেক বিষয়ে পরীক্ষা করে এইসব কাজে উদ্যোগী দেখেছি এবং তোমাদের প্রতি তাঁর এই দৃঢ় বিশ্বাসের জন্য এবার আরও বেশী আগ্রহী দেখছি।

23তীতের কথা যদি বলতে হয়, তবে তিনি আমার সহকর্মী ও তোমাদের সাহায্যের কাজে আমার সহকারী। আমাদের ভাইদের বিষয় যদি বলতে হয়, তবে বলি তাঁরা মণ্ডলীগুলির প্রতিনিধিত্ব করেন এবং খ্রীষ্টের জন্য গৌরব আনেন। 24অতএব তোমাদের ভালবাসার প্রমাণ এবং তোমাদের উপর আমাদের গর্বের কারণ, এই দুই বিষয়ের প্রমাণ তাদের দেখাও, যাতে সমস্ত মণ্ডলী তা দেখতে পায়।

সাথী খ্রীষ্টীয়ানদের সাহায্য

9 এখন বুঝতে পারছি যে ঈশ্বরের লোকদের সাহায্যের ব্যাপারে তোমাদের কিছু লেখার প্রয়োজন নেই। 2কারণ আমি তোমাদের আগ্রহ জানি, এবং তোমাদের বিষয়ে মাকিদনিয়ানদের কাছে এই গর্ব করে থাকি যে গত বছর থেকে আখায়ার লোকেরা অর্থাৎ তোমরা তৈরী হয়ে রয়েছ; আর এই ঘটনা তাদের বেশীর ভাগ লোককে দানের বিষয়ে উৎসাহিত করে তুলেছে, তারাও দিতে চাইছে।

3কিন্তু আমি সেই ভাইদের পাঠাচ্ছি যাতে তোমাদের সম্বন্ধে আমাদের যে গর্ব তা বিফল না হয়, যেন আমি যেমন তাদের বলেছি, সেইমতো তোমরা প্রস্তুত হয়ে থাকো। 4তা না হলে মাকিদনিয়ার কিছু লোক যদি আমার সাথে আসে এবং তোমাদের প্রস্তুত না দেখে, তাহলে এই নিশ্চয়তা বোধ আমাদের ও তোমাদের উভয়ের পক্ষেই লজ্জার বিষয় হবে। 5সেইজন্য আমি ভাইদের এই অনুরোধ করা প্রয়োজন মনে করলাম, যাতে তারা আগে তোমাদের কাছে যান, এবং দান হিসাবে যে অর্থ তোমরা দেবে বলেছিলে, সেই দান সংগ্রহ করে প্রস্তুত থাকতে পারে। সেই দান যেন স্বেচ্ছাদান হয়, জোর করে আদায় করা চাঁদার টাকা না হয়।

6মনে রেখো, যে অল্প পরিমাণে বীজ বোনে, সে অল্প পরিমাণ ফসল কাটবে এবং যে যথেষ্ট পরিমান বীজ বোনে সে প্রচুর ফসল কাটবে। 7প্রত্যেকে নিজের নিজের অন্তরে যেমন স্থির করেছে, সেই মতোই দান করুক, মনে দুঃখ পেয়ে অথবা জোর করা হয়েছে বলে নয়, কারণ খুশী মনে যারা দেয়, ঈশ্বর তাদের ভালবাসেন। 8ঈশ্বর তোমাদের সর্বপ্রকার আশীর্বাদ প্রচুর পরিমাণে দিয়ে থাকেন, যেন সব সময় তোমাদের সব কিছুই বেশী পরিমাণে থাকে এবং যেন সব রকম ভাল কাজ করার জন্য সর্ব সময়ে তোমাদের ইচ্ছা ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবই থাকে। 9যেমন শাস্ত্রে লেখা আছে:

"ধার্মিক দরিদ্রকে মুক্ত হস্তে দান করে, তার সেই
সৎকাজ চিরস্থায়ী।" *গীতসংহিতা 112:9*

10যিনি কৃষককে বোনার জন্য বীজ ও আহারের জন্য
খাদ্য জুগিয়ে থাকেন, তিনি তোমাদের বোনার জন্য
আত্মিক বীজ জোগাবেন এবং তার বৃদ্ধিসাধন করবেন।
তোমাদের দানশীলতা প্রচুর ফসল উৎপন্ন করবে। 11ঈশ্বর
তোমাদের সব বিষয়ে সমৃদ্ধ করবেন যেন তোমরা সব
সময়ে মহৎ হও। আমাদের মাধ্যমে তোমাদের দান,
যখন অভাবীদের হাতে দেব, তখন তারা আনন্দে ঈশ্বরকে
ধন্যবাদ জানাবে। 12তোমাদের এই দানের ফলে ঈশ্বরের
লোকদের শুধু যে অভাব মিটবে তা না, বরং এই দান
ঈশ্বরের প্রতি অনেক ধন্যবাদের দ্বারা উপচে পড়বে।
13তোমাদের এই কাজ যে আনুগত্যের প্রমাণ দেয় তার
জন্যে তারা ঈশ্বরের প্রশংসা করবে, এই আনুগত্য
তোমাদের খ্রীষ্টের সুসমাচারের উপর বিশ্বাস থেকে আসে।
খোলা হাতে তোমরা যে দান তাদের ও অপরের সঙ্গে
ভাগ করে নিয়েছ তার জন্য তারা ঈশ্বরের প্রশংসা
করবে। 14তারা যখন তোমাদের জন্য প্রার্থনা করে তখন
তোমাদের সাথী হবার ইচ্ছা করবে। তোমাদের উপরে
যে মহা-অনুগ্রহ ঈশ্বর দিয়েছেন, তার কথা মনে করেই
তারা এমন ইচ্ছা করবে। 15ঈশ্বরের অপূর্ব অবর্ণনীয়
দানের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ।

নিজের কাজের পক্ষে পৌল

10 আমি পৌল নিজে খ্রীষ্টের বিনয় ও সৌজন্যের
দোহাই দিয়ে তোমাদের অনুনয় করছি। আমি
নাকি তোমাদের সামনে বিনম্র কিন্তু পেছনে চিঠিতে
তোমাদের কড়া কড়া কথা বলি। 2কিছু কিছু লোক মনে
করে যে আমরা জাগতিকভাবে চলি। আমি মিনতি
করি যখন আমি আসব তখন যেন আমাকে সেই দৃঢ়
সাহস দেখাতে না হয়, যে সাহস আমি সেইসব লোকেদের
প্রতি দেখানো আবশ্যক মনে করি। 3আমরা জগতেই
বাস করি কিন্তু জগৎ যেভাবে যুদ্ধ করে আমরা সেইভাবে
করি না। 4জগৎ যে যুদ্ধের অস্ত্র ব্যবহার করে, আমরা
তার থেকে স্বতন্ত্র যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করি। আমাদের যুদ্ধের
অস্ত্র ঈশ্বরের পরাক্রম; এই যুদ্ধাস্ত্র শত্রুর সুদৃঢ় ঘাঁটি
ধ্বংস করতে পারে। লোকদের বাজে বিতর্ক আমরা
বিফল করতে পারি। 5যে সমস্ত গর্বজনক বিষয় ঈশ্বর
বিষয়ক জ্ঞানের বিরুদ্ধে ওঠে, আমরা তাদের প্রত্যেককে
ধ্বংস করি এবং সমস্ত চিন্তাকে বশীভূত করে খ্রীষ্টের
অনুগত করি। 6যখন তোমরা সম্পূর্ণভাবে আমাদের
অনুগত হবে, তখনই আমরা অবাধ্যতার প্রতিটি কাজকে
শাস্তি দিতে প্রস্তুত হব।

7তোমাদের সামনের বিষয়গুলির দিকে দেখ, কেউ
যদি নিজেদের উপরে বিশ্বাস রেখে বলে, আমি খ্রীষ্টের
লোক, তবে তার আবার একথাও বোঝা উচিত যে তার
মত আমরাও খ্রীষ্টের লোক। 8একথা ঠিক যে প্রভু যে
কর্তৃত্ব আমাদের দিয়েছেন তাই নিয়ে আমরা বেশ গর্ব
করি। তোমাদের ব্যথা দিতে নয়, কিন্তু তোমাদের
শক্তিশালী করে তুলতেই তিনি আমাদের এই অধিকার
দিয়েছেন, আর তা নিয়ে আমরা লজ্জা পাচ্ছি না।
9আমি চিঠিগুলি দিয়ে যে তোমাদের ভয় দেখাচ্ছি এরকম
মনে করো না। 10কেউ কেউ বলে, "তার চিঠিগুলো
মনে রেখাপাত করে এবং শক্তিশালী, কিন্তু লোক হিসাবে
তিনি দুর্বল, এবং তার কথা বলার ধরণ একেবারেই
হৃদয়গ্রাহী নয়।" 11এই ধরণের লোক বুঝুক যে, অনুপস্থিত
থাকাকালীন আমাদের চিঠির মধ্যে যে শক্তি প্রকাশ
পেয়েছে, আমরা যখন তোমাদের সামনে উপস্থিত হব
তখন আমাদের কাজেও সেই একই শক্তি দেখতে পাবে।

12কারণ এমন কোন লোকের সাথে আমরা নিজেদের
গণনা বা তুলনা করতে সাহস করি না, যারা নিজেরাই
নিজেদের উচ্চ প্রশংসা করে থাকে। তারা পরস্পরের
মধ্যে নিজেদের পরিমাপ করে, এবং নিজেদের সাথে
নিজেদের তুলনা করে 13নিজেদের বিষয়ে যতটুকু গর্ব
করার অধিকার আমাদের আছে, আমরা তার বেশী
করব না, বরং ঈশ্বর আমাদের কর্মক্ষেত্রে যে সীমা
নিরূপণ করেছেন সেই সীমার মধ্যে থাকব। সেই সীমার
মধ্যে তোমরাও আছো। 14তোমাদের কাছে গিয়েছিলাম
বলে তোমাদের নিয়ে আমরা যখন গর্ব করি, তখন
সীমার বাইরে কিছু বলি না, কারণ খ্রীষ্টের সুসমাচার
নিয়ে আমরাই তোমাদের কাছে প্রথম পৌঁছেছিলাম।
15আমাদের কাজ নিয়ে গর্ব করার যে সীমা তা আমরা
ছাড়িয়ে যাব না, অন্যেরা কি করছে তা আমাদের গর্বের
বিষয় নয়, পরিবর্তে আমরা আশা করি যে তোমাদের
বিশ্বাস বাড়বার সাথে সাথে আমরা তোমাদের মধ্যে
আরও কাজ করতে পারব। 16তখন আমরা তোমাদের
নগর ছাড়িয়েও জায়গায় জায়গায় সুসমাচার প্রচার
করতে পারব। অপরের এলাকায় করা কাজের জন্য
আমরা গর্ব করব না। 17তবে, "যে গর্ব করতে চায় সে
প্রভুকে নিয়েই গর্ব করুক।" * 18কারণ যে মানুষ নিজের
সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করে সে নয়, কিন্তু প্রভু
যার সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন সেই ভাল বলে
প্রমাণিত হয়।

পৌল এবং ভণ্ড প্রেরিতেরা

11 যখন তোমরা আমার নির্বুদ্ধিতা দেখতে পাও
তখন একটু ধৈর্য্য ধরে আমাকে সহ্য করবে এই
আমি চাই। দয়া করে আমার প্রতি সহিষ্ণু হও। 2আমি
অন্তরে তোমাদের জন্য জ্বালা অনুভব করছি। এই
অন্তর্জ্বালা স্বয়ং ঈশ্বরের অন্তর থেকে আসে। আমি
তোমাদেরকে এক বরের সঙ্গে বিয়ে দিতে প্রতিজ্ঞা
করেছি, যেন সতী কন্যা রূপে তোমাদের খ্রীষ্টের কাছে
উপহার দিতে পারি। 3কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে দুষ্ট সাপ
যেমন নিজের চাতুরীতে হবাকে ভুলিয়েছিল, সেইরকম
তোমাদের মন যেন কলুষিত না করে এবং খ্রীষ্টের প্রতি
তোমাদের যে পুর্ণ ও বিশুদ্ধ অনুরাগ আছে তা থেকে
তোমাদের যেন দূরে সরিয়ে নিয়ে না যায়। 4কোন আগন্তুক
যদি এমন আর এক যীশুকে প্রচার করে, যাকে আমরা

"যে ... করুক" যির 9:24

প্রচার করি নি, অথবা আগেই গ্রহণ করেছ এমন আত্মা ছাড়া যদি তোমরা অন্য কোন আত্মা পাও, বা আগে গ্রহণ কর নি এমন কোন অন্য রকমের সুসমাচার পাও তবে তা ভালভাবে সহ্য করো।

5কারণ আমার মনে হয় না যে আমি তথাকথিত সেই "মহান প্রেরিতদের" থেকে কোন অংশে পিছিয়ে পড়ে আছি। 6কিন্তু যদিও আমি খুব ভাল বক্তা নই, তবুও আমার জ্ঞান সীমিত নয় এবং তা সবরকমেই পরিষ্কারভাবে তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছি।

7তোমরা যেন উন্নত হতে পার তাই নিজেকে নত করে আমি কি পাপ করেছি? তোমাদের মধ্যে বিনা পারিশ্রমিকে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করে কি ভুল করেছি? 8তোমাদের মধ্যে সেবার জন্য অন্য মণ্ডলী থেকে টাকা নিয়ে আমি তাদের লুঠ করেছি; 9এবং যখন তোমাদের কাছে ছিলাম তখন আমার অভাব হলেও আমি কাউকে ভারগ্রস্ত করি নি, কারণ মাকিদনিয়া থেকে ভাইরা এসে আমার প্রয়োজন মেটালেন। হ্যাঁ, আমি যাতে কোন বিষয়ে তোমাদের কাছে হাত না পাতি, নিজেকে সেইভাবে রক্ষা করেছি এবং করব। 10সত্যই খ্রীষ্টের সততা যখন নিশ্চিতভাবে আমার মধ্যে আছে, তখন আখায়ার কোন অঞ্চলে কেউ এই গর্ব করা থেকে আমায় বিরত করবে না। আমি তোমাদের বোঝা হতে চাই না। 11তার মানে কি এই যে আমি তোমাদের ভালবাসিনা? ঈশ্বর জানেন আমি তোমাদের ভালবাসি।

12কিন্তু এখন আমি যা করছি, সেই কাজ আরও করব যাতে যারা গর্ব করার সুযোগ খোঁজে, তাদের বিরত করতে পারি। যারা গর্ব করে তাদেরকে যেন তোমরা আমাদের সমান ভাব; 13কারণ তারা ভণ্ড প্রেরিত, তারা মিথ্যা বলে। তারা প্রবঞ্চক কর্মী, আর প্রেরিতের ছদ্মবেশ ধরেছে। তারা এমনভাব দেখায় যাতে লোকে মনে করে যে তারা খ্রীষ্টের প্রেরিত। 14এটা আশ্চর্য নয়, কারণ শয়তান নিজেও নিজেকে দীপ্তিময় স্বর্গদূত হিসাবে দেখাবার জন্য বদলে ফেলে। 15অতএব তার স্যসেবকরাও যে ধার্মিকতার সেবকদের বেশ ধারণ করে, এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই, পরিণামে তাদের কাজের জন্য তারা শাস্তিভোগ করবে।

পৌল নিজের দুঃখভোগের কথা বললেন

16আমি আবার বলছি, কেউ আমাকে মূর্খ মনে না করুক, কিন্তু যদি তোমরা মনে কর, তবে আমাকে মূর্খ বলেই গ্রহণ কর; তাতে আমিও একটু গর্ব করতে পারব। 17আমি নিজেকে জানি তাই আমি গর্ব করি। এখন আমি যা বলছি তা প্রভুর আদেশ মত বলছি না কিন্তু এক নির্বোধের মতোই এই গর্ব করছি। 18যেহেতু অনেকেই জাগতিক বিষয়ে গর্ব করে, তাই আমিও গর্ব করব। 19কারণ তোমরা যারা বুদ্ধিমান তারা নির্বোধ লোকদের প্রতি আনন্দের সাথে সহিষ্ণুতা দেখিয়ে থাক। 20আমি জানি তোমরা সহিষ্ণু, এমন কি তাদের প্রতিও যারা তোমাদের আদেশ করে, শোষণ করে, ফাঁদে ফেলে, নিজেদেরকে তোমাদের থেকে ভাল মনে করে অথবা তোমাদের গালে চড় মারে। 21একথা বলতে আমার লজ্জা বোধ হয় যে আমরা তোমাদের প্রতি নিতান্ত "দুর্বল" বলেই দুরকম ব্যবহার করি নি!

কিন্তু গর্ব করার মতো যথেষ্ট সাহস যদি কারো থাকে, তবে আমি সাহসী হব ও গর্ব করব। আমি মূর্খের মতো কথা বলছি। 22তারা কি ইব্রীয়? আমিও তাই। তারা কি ইস্রায়েলী? আমিও তাই। তারা কি অব্রাহামের বংশধর? আমিও তাই। 23তারা কি খ্রীষ্টের সেবক? এমন গর্ব করা পাগলের মত শোনালেও আমি তাদের থেকে অনেক বেশী খ্রীষ্টের সেবা করছি। আমি তাদের থেকে অনেক বেশী কঠোর পরিশ্রম করেছি, তাদের থেকে বহুবার বেশী কারাদণ্ড ভোগ করেছি, অনেকবার চাবুকের মার সহ্য করেছি, অনেকবার মৃত্যুমুখে পড়েছি। 24ইহুদীদের কাছ থেকে পাঁচবার উনচল্লিশটি করে চাবুকের মার খেতে হয়েছে। 25তিনবার আমাকে লাঠিপেটা করেছে, একবার আমার ওপর পাথর ছোঁড়া হয়েছে, তিনবার ঝড়ে জাহাজ ডুবিতে আমি কষ্ট পেয়েছি, এবং সারা দিনরাত অগাধ জলের মধ্যে কাটিয়েছি। 26স্থলপথে যাত্রাকালে বহুবার বিপদে পড়েছি, নদী থেকে বিপদ এসেছে, কতবার ডাকাতের হাতে, কতবার আমার আপনজন ইহুদী ও অইহুদীদের দ্বারা বিপদগ্রস্ত হয়েছি। শহরের মধ্যে মহা বিপদে পড়তে হয়েছে, কখনও গ্রামাঞ্চলে, কখনও বিপদ সঙ্কুল সমুদ্রের মধ্যে এবং ভণ্ড খ্রীষ্টীয়ানদের কাছ থেকে। 27অনেকবার অনাহারে দিন কাটিয়েছি, যথেষ্ট পোশাকের অভাবে প্রচণ্ড শীতে কষ্ট পেয়েছি। 28আর সব সমস্যা যাক, একটি সমস্যা প্রতিদিন আমার উপরে চেপে রয়েছে, তা হল সমস্ত মণ্ডলীর চিন্তা। 29কেউ দুর্বল হলে আমি কি সেই দুর্বলতার সহভাগী হই না? কেউ বাধা পেয়ে পাপের পথে নেমে গেলে আমি কি রাগে জ্বলে উঠি না?

30যদি গর্ব করতে হয়, তবে আমার নানা দুর্বলতার বিষয়ে গর্ব করব। 31প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, যিনি যুগে যুগে প্রশংসিত, তিনি জানেন যে আমি মিথ্যা বলছি না। 32যখন আমি দম্মেশকে ছিলাম, তখন রাজা আরিতার অধীনস্থ রাজ্যপাল আমাকে বন্দী করার জন্য দম্মেশকীয়দের সেই শহরের চারপাশে পাহারা বসিয়েছিলেন। 33কিন্তু আমার বন্ধুরা শহরের পাঁচিলের একটা ফাঁক দিয়ে একটা ঝুড়িতে করে আমাকে নামিয়ে দিয়েছিলেন, এইভাবে সেই রাজ্যপালের হাত থেকে পালিয়েছিলাম।

পৌলের জীবনে এক বিশেষ আশীর্বাদ

12 গর্ব করা আমার প্রয়োজন, যদিও এর দ্বারা কোন লাভই হয় না; কিন্তু প্রভুর দেওয়া নানা দর্শন ও প্রকাশের সম্পর্কে আমাকে বলতে হবে। 2আমি খ্রীষ্টে আশ্রিত একটি লোককে জানি, চোদ্দ বছর আগে যাকে তৃতীয় স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সশরীরে না অশরীরে তা জানি না, ঈশ্বর জানেন।

3-4এই লোকটির ব্যাপার আমি জানি সশরীরে কি অশরীরে, তা আমি জানি না, ঈশ্বর জানেন, সে স্বর্গোদ্যানে থাকায় এমন সব বিস্ময়কর কথা শুনেছিল, যা নিয়ে মানুষের কথা বলা উচিত নয়। 5এমন লোকের জন্য গর্ব করব; কিন্তু নিজের জন্য গর্ব করব না। কেবল নানা দুর্বলতার জন্য গর্ব করব। 6যদি আমি নিজের বিষয়ে গর্ব করি তাতেও মূর্খতার পরিচয় দেব না, কারণ আমি সত্যি কথাই বলব। তবুও নিজের বিষয়ে বড়াই করব না, কারণ আমাকে তারা যেমন দেখছে এবং আমার কথা যেমন শুনছে, আমাকে যেন তার থেকে মহান বলে মনে না করে।

7ঐসব অসাধারণ প্রকাশের অভিজ্ঞতার জন্য আমি যেন গর্ব না করি, সেইজন্য আমার দেহে একটা কাঁটা (কষ্টদায়ক সমস্যা) দেওয়া হল, যেন শয়তানের এক দূত আমাকে আঘাত করে, যাতে আমি অতি মাত্রায় গর্ব না করি। 8এই ব্যাপারে আমি প্রভুর কাছে তিনবার প্রার্থনা করেছিলাম, যাতে ওর থেকে আমি মুক্তি পাই। 9কিন্তু তিনি আমাকে বললেন, "আমার অনুগ্রহ তোমার জন্য যথেষ্ট; কারণ দুর্বলতার মধ্যে আমার শক্তি সম্পূর্ণতা লাভ করে।" এজন্য আমি বরং অত্যাধিক আনন্দের সঙ্গে নানা দুর্বলতায় গর্ব করব, যাতে খ্রীষ্টের পরাক্রম আমার উপরে অবস্থান করে। 10যখন কোন সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যাই তখনও আমি আনন্দ পাই। যখন অন্যেরা আমায় নির্যাতন করে তাতে আমি আনন্দ পাই; যখন আমার সমস্যা থাকে তখনও আমি আনন্দ পাই। এইসব আমি খ্রীষ্টের জন্য সহ্য করি, কারণ যখন আমি দুর্বল, তখনই আমি বলবান।

করিন্থীয় খ্রীষ্টীয়ানদের জন্য পৌলের ভালবাসা

11আমি বোকার মতো কথা বলছি, তোমরাই আমাকে জোর করে বোকা বানালে। কারণ আমার প্রশংসা করা তোমাদের উচিত ছিল, যদিও আমি কিছু নই, তবু সেই "মহান প্রেরিতদের" থেকে কোন অংশে ছোট নই। 12আমি যে একজন প্রেরিত তার সমস্ত প্রমাণ আমি তোমাদের দিয়েছি এবং প্রকৃত প্রেরিতদের মত ধৈর্যের সঙ্গে নানা অলৌকিক চিহ্ন ও আশ্চর্য কাজ সম্পন্ন করেছি। 13অন্য সমস্ত মণ্ডলী যা পেয়েছে তোমরাও সেই একই জিনিস পেয়েছ। তবে তোমরা কোন্ বিষয়ে অন্য মণ্ডলীর থেকে ছোট হলে? কেবল একটি বিষয়ে তোমরা ভিন্ন। আমি তোমাদের গলগ্রহ হইনি, এ যদি অন্যায় হয়ে থাকে তবে আমাকে সেই ভুলের জন্য ক্ষমা করো।

14দেখ, এই তৃতীয়বার আমি তোমাদের কাছে যেতে প্রস্তুত হয়েছি। আমি তোমাদের বোঝা হব না, কারণ আমি তোমাদের কাছ থেকে কোন কিছু চাই না, আমি কেবল তোমাদেরই চাই। কারণ বাবা-মায়ের জন্য অর্থ সঞ্চয় করা ছেলেমেয়েদের কর্তব্য নয়, বরং ছেলেমেয়েদের জন্য বাবা-মায়েরই সঞ্চয় করা কর্তব্য। 15আমার যা কিছু আছে সে সবই তোমাদের অতি আনন্দের সঙ্গে দেবো, এমন কি তোমাদের জন্য আমি নিজেকেও ব্যয় করব। তোমাদের জন্য আমার ভালবাসা যখন বেড়েই চলেছে, তখন আমার প্রতি তোমাদের ভালবাসা কি কমে যাবে?

16যাই হোক্, একথা ঠিক যে আমি তোমাদের উপর খরচের বোঝা হয়ে দাঁড়াই নি; কিন্তু তোমরা বলো আমি চালাক বলে নাকি ছলেবলে তোমাদের ধরেছি। 17আমি যাদের তোমাদের কাছে পাঠিয়েছিলাম, তাদের মধ্য দিয়ে আমি কি তোমাদের ঠকিয়েছি? তোমরা জান যে আমি তা করি নি। 18আমি তীতকে অনুরোধ করেছিলাম এবং তার সাথে অপর এক ভাইকে পাঠিয়েছিলাম। তীত কি তোমাদের ঠকিয়েছেন? তোমরা জান যে তীত ও আমি, আমরা একই মনোভাব নিয়ে কাজ করি, এবং একই রকম আচরণ করি।

19তোমরা কি মনে কর যে, আমরা নিজেদের রক্ষা করতে তোমাদের কাছে এতদিন ধরে এইসব কথা বলেছি? না, খ্রীষ্টের অনুগামী হিসাবে আমরা এইসব কথা ঈশ্বরের সামনে থেকেই বলেছি। প্রিয় বন্ধুরা, তোমাদের আত্মিকভাবে সবল করার জন্য আমরা এইসব কাজ করেছি।

20কারণ আমার ভয় হয়, পাছে আমি তোমাদেরকে যেরকম দেখতে চাই, গিয়ে সেরকম দেখতে না পাই, এবং তোমরা আমাকে যেরকম দেখতে চাও না পাছে সেরকম দেখ। আমার ভয় হয় যে আমি গিয়ে হয়তো তোমাদের মধ্যে ঝগড়া, হিংসা, ক্রোধ, শত্রুতা, গালাগালি, জল্পনা, অহঙ্কার ও বিশৃঙ্খলা দেখতে পাব। 21আমার ভয় হচ্ছে পাছে আমি আবার তোমাদের ওখানে গেলে আমার ঈশ্বর তোমাদের সামনে আমার মাথা নিচু করে দেন। যারা আগে পাপ করেছিল, এবং নিজেদের দুষ্টতা, অশুচিতা, যৌন পাপ ও অশোভন কাজের বিষয়ে যাদের মনে কোন অনুতাপ নেই, এদের সকলের জন্য আমাকে হয়তো অনেক দুঃখ ও ব্যথা বহন করতে হবে।

শেষ সতর্ক বার্তা ও শুভেচ্ছা

13 এই তৃতীয়বার আমি তোমাদের কাছে যাচ্ছি। "দুই বা তিনজন সাক্ষীর প্রমাণ দ্বারা প্রত্যেক মামলার নিষ্পত্তি হওয়া উচিত।"* 2দ্বিতীয় বার আমি যখন তোমাদের ওখানে গিয়েছিলাম, তখন যারা পাপ জীবনযাপন করছিল তাদের আমি তখনই সতর্ক করে দিয়েছিলাম। এখন যখন আমি দূরে তখন আবার তোমাদের সাবধান করছি। যখন আমি পুনরায় তোমাদের দেখতে আসব, তখন সেইসব পাপীদের অথবা অন্য যে কেউ পাপ করে তাকে রেহাই দেব না। 3কারণ খ্রীষ্ট যিনি আমার মাধ্যমে কথা বলেন, তোমরা তো তাঁরই প্রমাণ চাও। তিনি তোমাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে দুর্বল নন, বরং তিনি তোমাদের মধ্যে শক্তিমান। 4কারণ এ সত্য যে তিনি তাঁর দুর্বলতার জন্য ক্রুশের উপর পেরেক বিদ্ধ হয়েছিলেন; কিন্তু ঈশ্বরের পরাক্রমে তিনি এখন জীবিত। এও সত্য যে আমরাও তাতে (খ্রীষ্টে) দুর্বল, কিন্তু তোমাদের জন্য আমরা ঈশ্বরের

"দুই ... উচিত" দ্বি বি 19:15

পরাক্রম দ্বারা তাঁর সাথে বাস করব। 5নিজেদের পরীক্ষা করে দেখ, তোমাদের বিশ্বাস আছে কি না; প্রমাণের জন্য নিজেদের যাচাই কর। তোমরা কি জান না যে খ্রীষ্ট যীশু তোমাদের মধ্যে আছেন? কিন্তু এ বিষয়ে যদি তোমাদের অন্তরে সেই প্রমাণ না পাও, তবে খ্রীষ্ট তোমাদের মধ্যে নেই।

6আশাকরি তোমরা একথা স্বীকার করবে যে আমরা সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। 7আমরা ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি, যেন তোমরা কোন অন্যায় না কর। এর অর্থ এই নয়, আমরা যে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি সেটা স্পষ্ট হোক্, বরং আমরা ব্যর্থ হয়েছি মনে হলেও যেন যা ন্যায্য তোমরা তাই কর। 8কারণ আমরা সত্যের বিপক্ষে কিছুই করতে পারি না, কেবল সত্যের সপক্ষে করতে পারি। 9তোমরা শক্তিশালী হলে আমরা দুর্বল হলেও আনন্দ করি। আমরা প্রার্থনাও করি, যেন তোমাদের খ্রীষ্টীয় জীবন উত্তরোত্তর শক্তিশালী হয়ে ওঠে। 10এই কারণে যখন আমি তোমাদের থেকে দূরে তখন আমি এই সমস্ত লিখছি; যাতে যখন আমি তোমাদের সাথে থাকব, তখন আমাকে যেন তোমাদের শাস্তি দিতে বা তিরস্কার করতে না হয়। সেই ক্ষমতা তোমাদের ভেঙ্গে ফেলবার জন্য নয়, কিন্তু তোমাদের আত্মিক জীবন গড়ে তোলবার জন্যই প্রভু আমাকে দিয়েছেন।

11আমার ভাই ও বোনেরা, সব শেষে বলি, বিদায়। সিদ্ধি লাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কর, আমি যা বলেছি সেই অনুসারে কাজ কর, একমনা হও, মিলে মিশে শান্তিতে থাক, তাতে প্রেমের ও শান্তির ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।

12পবিত্র চুম্বন দিয়ে পরস্পরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিও। 13ঈশ্বরের পবিত্র লোকরা তোমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। 14প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ, ঈশ্বরের প্রেম এবং পবিত্র আত্মার সহভাগিতা তোমাদের সকলের সহবর্তী হোক্।

গালাতীয়দের প্রতি পত্র

1 প্রেরিত পৌলের কাছ থেকে শুভেচ্ছা; প্রেরিত হবার
জন্য কোন মানুষ বা মানুষের মাধ্যমে আমাকে
মনোনীত করা হয়নি, বরং যীশু খ্রীষ্ট ও পিতা ঈশ্বর
যিনি যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে উত্থাপিত করেছেন
তাঁর মাধ্যমেই আমি প্রেরিত পদে মনোনীত হয়েছি।
2আমি পৌল এবং অন্য ভাইরা যারা আমার সাথে
আছেন, তারা গালাতীয়ার* মণ্ডলীদের উদ্দেশ্যে এই
চিঠি লিখছে।
3আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ,
দয়া ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্তুক। 4যীশু আমাদের
পাপের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন, যাতে যে মন্দ জগতে
আমরা বাস করি তার থেকে যেন তিনি আমাদের রক্ষা
করতে পারেন। আমাদের পিতা ঈশ্বর তাই চেয়েছিলেন।
5যুগে যুগে ঈশ্বরের মহিমা হোক্। আমেন।

কেবলমাত্র একটিই সত্য সুসমাচার

6আমি তোমাদের দেখে আশ্চর্য হচ্ছি যে, যিনি খ্রীষ্টের
অনুগ্রহের মাধ্যমে তোমাদের আহ্বান করেছিলেন
তোমরা সেই ঈশ্বরের কাছ থেকে কত শীঘ্র সরে গিয়ে
এক ভিন্ন সুসমাচারে বিশ্বাস করছ। 7এটা সুসমাচারের
কোন ভাষান্তর নয় কিন্তু কিছু লোক তোমাদের বিভ্রান্ত
করছে। তারা খ্রীষ্টের সুসমাচারকে বিকৃত করতে চাইছে।
8আমরা তোমাদের কাছে যে সত্য সুসমাচার প্রচার করেছি
তার থেকে ভিন্ন কোন সুসমাচার যদি আমাদের কেউ
বা কোন স্বর্গদূত এসেও প্রচার করে, তবে সে অভিশপ্ত
হোক্! 9এর আগেও আমরা একথা বলেছি; সেই একই
কথা আবার বলছি; তোমরা যে সুসমাচার গ্রহণ করেছিলে
তাছাড়া অন্য কোন সুসমাচার যদি কেউ তোমাদের কাছে
প্রচার করে তবে এমন ব্যক্তি অভিশপ্ত হোক্।
10তোমাদের কি মনে হয় আমাকে গ্রহণ করার জন্য
আমি লোকদের কাছে চেষ্টা চালাচ্ছি? তা নয় বরং
একমাত্র ঈশ্বরকেই আমি সন্তুষ্ট করতে চাইছি। আমি
কি মানুষকে খুশী করতে চাইছি? আমি যদি মানুষকে
খুশী করতে চাইতাম তাহলে খ্রীষ্টের দাস হতাম না।

পৌলের কর্তৃত্ব ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া

11ভাইয়েরা, আমি চাই তোমরা জান যে যে সুসমাচার
আমি তোমাদের কাছে প্রচার করেছি তা কোন মানুষের
মতানুযায়ী নয়। 12কারণ সেই বার্তা আমি কোন মানুষের
কাছ থেকে পাইনি; কোন মানুষ আমাকে তা শেখায়
নি, বরং যীশু খ্রীষ্টই আমার কাছে তা প্রকাশ করেছেন।
13তোমরা তো শুনেছ আমি আগে কেমন জীবনযাপন
করতাম। আমি ইহুদী ধর্মমতাবলম্বী ছিলাম। আমি
নির্মমভাবে ঈশ্বরের মণ্ডলীকে নির্যাতন করে তা ধ্বংস
করতে চেষ্টা করেছিলাম। 14ইহুদী ধর্মচর্চায় সমসাময়িক
ও আমার সমবয়সী অন্যান্য ইহুদীদের থেকে আমি
অনেক এগিয়েছিলাম, কারণ পূর্বপুরুষদের পরম্পরাগত
রীতিনীতি পালনে আমার যথেষ্ট উদ্যোগ ছিল।
15আমার জন্মাবার আগে থেকেই ঈশ্বর আমাকে
বেছে নেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাঁর সেবা করার জন্য
আমাকে ডাকেন। 16আমি যেন অইহুদীদের কাছে তাঁর
পুত্রের বিষয়ে সুসমাচার প্রচার করি, সেইজন্যে ঈশ্বর
তাঁর পুত্রের বিষয় আমার কাছে প্রকাশ করতে মনস্থ
করলেন। ঈশ্বর যখন আমাকে ডাকলেন তখন আমি
কোন মানুষের সঙ্গে পরামর্শ করিনি, 17এমনকি আমার
আগে যারা প্রেরিত হয়েছিলেন তাদের সঙ্গে দেখা
করতে আমি জেরুশালেমে যাই নি; কিন্তু কাল বিলম্ব
না করে আমি আরব দেশে চলে গেলাম পরে দম্মেশক
শহরে ফিরে গেলাম।
18তারপর তিন বছর বাদে পিতরের সঙ্গে পরিচিত
হতে জেরুশালেমে যাই ও পিতরের সঙ্গে আমি পনেরো
দিন থাকি। 19সেখানে আমি প্রভুর ভাই যাকোব ছাড়া
আর কোন প্রেরিতকে দেখিনি। 20ঈশ্বর জানেন যে যেসব
কথা আমি লিখছি সেগুলি মিথ্যা নয়। 21তারপর আমি
সুরিয়ার ও কিলিকিয়ার অঞ্চলগুলিতে চলে যাই।
22এর পূর্বে যিহূদার কোন খ্রীষ্ট মণ্ডলী আমায়
ব্যক্তিগতভাবে চিনত না। 23তারা শুধু আমার সম্বন্ধে
শুনেছিল: "যে লোকটি আগে আমাদের নির্যাতন করত,
সে এখন সেই বিশ্বাসের বাণী প্রচার করছে, যা সে পূর্বে
ধ্বংস করতে চেয়েছিল", 24আর তারা আমার কারণে
ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল।

অন্য প্রেরিতরা পৌলকে গ্রহণ করলেন

2 তারপর চোদ্দ বছর পর আমি আবার জেরুশালেমে
গেলাম। আমি বার্ণবার সঙ্গে গেলাম আর তীতকেও
সঙ্গে নিলাম। 2ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রকাশ অনুসারে
আমি সেখানে গেলাম। সেখানকার বিশ্বাসীদের নেতৃবর্গের
কাছে এক গোপন সভায় অইহুদীদের কাছে যে সুসমাচার
প্রচার করে থাকি তার ব্যাখ্যা করলাম। আমি চেয়েছিলাম
যে তারা যেন বুঝতে পারে আমি কি কাজ করছি, যেন
অতীতে যে কাজ করেছিলাম ও বর্তমানে আমি যা
করছি তা বৃথা না হয়ে থাকে। 3-4এর ফলস্বরূপ তীত
যিনি আমার সঙ্গে ছিলেন, তিনি একজন গ্রীক হওয়া
সত্ত্বেও এই নেতৃবর্গ তীতকে সুন্নত করার জন্য জোর

গালাতীয়া গালাতীয়া সেই জায়গা যেখান থেকে পৌল প্রথম ধর্মযাত্রার সময় উপদেশ দিয়েছিলেন ও মণ্ডলী স্থাপন করেছিলেন। প্রেরিত 13 এবং 14 অধ্যায়।

করলেন না। এইসব সমস্যা নিয়ে কথা বলার দরকার ছিল, কারণ কিছু ভণ্ড বিশ্বাসী গোপনে গুপ্তচরের মতো আমাদের দলে ঢুকে পড়েছিল এবং খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদের কতটা স্বাধীনতা আছে তা জানবার চেষ্টা করছিল, যাতে আমাদের তাদের দাস করতে পারে। 5সেই ভণ্ড বিশ্বাসী ভাইরা যা চেয়েছিল তার কোন কিছুতেই আমরা মত দিই নি, যেন সুসমাচার দ্বারা যে সত্য প্রকাশিত হয়েছিল তা তোমাদের সাথে থাকে।

6মণ্ডলীতে যাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছিল তাদের কাছ থেকেও আমি নতুন কোন কিছু জানতে পারিনি। তারা যেই হোন না কেন তাতে আমার কিছু এসে যায় না। ঈশ্বরের কাছে সবাই সমান আর তিনি কারও মুখাপেক্ষা করেন না। 7অপরপক্ষে এই গুরুত্বপূর্ণ নেতারা যখন দেখলেন যে ঈশ্বর আমাকে অইহুদীদের কাছে সুসমাচার প্রচারের বিশেষ ভার দিয়েছেন, যেমন পিতরকে ইহুদীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার ভার দিয়েছেন। 8ইহুদীদের জন্য প্রেরিতের কাজ করতে যে ঈশ্বর পিতরকে ক্ষমতা দিয়েছেন, তিনিই আবার আমাকে অইহুদীদের জন্য প্রেরিত করেছেন। 9তাই যাকোব, পিতর ও যোহন যাদের নেতা হিসাবে খ্যাতি ছিল, তাঁরা বুঝতে পারলেন যে ঈশ্বর আমাকে এই বিশেষ অনুগ্রহ দান করেছেন, তাই চিহ্ন হিসাবে বার্ণবা এবং আমার সঙ্গে করমর্দন করে আমাদের সহভাগী হিসাবে গ্রহণ করলেন। তাঁরা এই ব্যবস্থায় সম্মত হলেন যে, "আমরা অর্থাৎ পৌল এবং বার্ণবা অইহুদীদের কাছে প্রচারে যাব; আর তাঁরা অর্থাৎ যাকোব, পিতর ও যোহন ইহুদীদের কাছে যাবেন।" 10তাঁরা কেবলমাত্র একটি বিষয়ে আমাদের অনুরোধ করলেন, যেন যারা দরিদ্র তাদের মনে রাখি। এ কাজটি করতে আমিও খুব উদ্‌গ্রীব ছিলাম।

পৌল পিতরের ভুল দেখিয়ে দেন

11কিন্তু যখন পিতর আন্তিয়খিয়ায় এলেন, আমি সরাসরি তাঁর বিরোধিতা করলাম, কারণ তিনি স্পষ্টতই ভুল দিকে ছিলেন। 12আন্তিয়খিয়ায় আসার পর প্রথমে তিনি অইহুদীদের সঙ্গে পানাহার ও মেলামেশা করতেন; কিন্তু যাকোবের কাছ থেকে কিছু ইহুদী সেখানে এলে পিতর অইহুদীদের সঙ্গে পানাহার বন্ধ করে দিলেন। তিনি অইহুদীদের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে নিজেকে পৃথক রাখলেন। তিনি সেই সমস্ত ইহুদীদের কথা মনে করে ভয় পাচ্ছিলেন, যারা মনে করত যে সব অইহুদী লোকদের সুন্নত হওয়া দরকার। 13এরপর অন্যান্য ইহুদীরাও পিতরের সঙ্গে এই ভণ্ডামিতে এমন মাত্রায় যোগ দিলেন যে এমনকি বার্ণবাও এদের ভণ্ডামির দ্বারা প্রভাবিত হলেন। 14আমি যখন দেখলাম যে তাঁরা সুসমাচারের সত্য অনুসারে সোজা পথে চলছেন না, তখন আমি পিতরকে সম্বোধন করে সবার সামনে বললাম: "আপনি একজন ইহুদী হয়ে যদি ইহুদীদের রীতিনীতি পালন না করেন, তবে যারা অইহুদী তাদের ইহুদীদের মতো সব কিছু পালন করতে জোর করছেন কেন?"

15আমরা জন্মসূত্রে ইহুদী, অইহুদী পাপী নই।

16তবু আমরা জানি যে মানুষ ঈশ্বরের সামনে বিধি-ব্যবস্থা পালনের দ্বারা নয়, বরং যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে নির্দোষ গণিত হয়; তাই আমরা যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করেছি, যাতে আমরা ঈশ্বরের সামনে বিধি-ব্যবস্থা পালনের দ্বারা নয় বরং খ্রীষ্টে বিশ্বাসী বলেই নির্দোষ গণিত হই। কারণ কেউই বিধি-ব্যবস্থা পালনের দ্বারা ঈশ্বরের সামনে নির্দোষ গণিত হয় না।

17কিন্তু আমরা ইহুদীরা খ্রীষ্টে নির্দোষ গণিত হতে গিয়ে যদি আমাদের অইহুদীদের মত পাপী দেখায়, তবে তার অর্থ কি এই, যে খ্রীষ্ট পাপকে উৎসাহিত করেন? কখনই না। 18কারণ যা আমি ভেঙ্গে ফেলেছি তা যদি আবার গঠন করি, তাহলে আমি নিজেকে নিয়ম ভঙ্গকারী হিসাবে প্রমাণ করি।

19বিধি-ব্যবস্থার দিক থেকে আমি মৃত এবং বিধি-ব্যবস্থা হল আমার মৃত্যুর কারণ। এটা হয়েছে যাতে আমি ঈশ্বরের জন্য বাঁচি। আমি খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছি। 20সুতরাং আমি আর জীবিত নই, কিন্তু খ্রীষ্টই আমার মধ্যে জীবিত আছেন। আমার দেহের মধ্যে যে জীবন আমি এখন যাপন করি, এ কেবল ঈশ্বরের পুত্রের উপর বিশ্বাসের দ্বারাই করি; যিনি আমাকে ভালবেসেছেন এবং আমার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। 21ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমি প্রত্যাখান করি না, কারণ যদি বিধি-ব্যবস্থার দ্বারা ঈশ্বরের সামনে নির্দোষ গণিত হওয়া যায়, তবে খ্রীষ্ট মিথ্যাই প্রাণ দিয়েছিলেন।

বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ

3 ওহে অবুঝ গালাতীয়ের লোকেরা! তোমাদের কে যাদু করেছে? ক্রুশের উপর যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর কথা তোমাদের তো স্পষ্ট করে বোঝানো হয়েছিল। 2কেবল আমার এই কথাটির জবাব দাও: পবিত্র আত্মা তোমরা কিভাবে পেয়েছিলে? বিধি-ব্যবস্থা পালনের দ্বারা কি পেয়েছিলে? না সুসমাচার শুনে ও তাতে বিশ্বাস করাতেই পবিত্র আত্মা পেয়েছিলে? 3তোমরা কি এতই অবোধ যে, পবিত্র আত্মায় খ্রীষ্টীয় জীবন শুরু করে এখন তা স্থূল দৈহিক শক্তির উপর নির্ভর করে শেষ করতে চাও? 4তোমরা কি বৃথাই এত রকম অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছ? আমি আশা করি তা বৃথা যাবে না। 5তোমরা বিধি-ব্যবস্থা পালন করেছিলে বলেই কি ঈশ্বর তোমাদের পবিত্র আত্মা দিয়েছিলেন এবং তোমাদের মধ্যে অলৌকিক কাজ করেছিলেন, না তোমরা সুসমাচার শুনে বিশ্বাস করেছিলে বলে?

6অব্রাহামের সম্পর্কে শাস্ত্র যেমন বলে: "অব্রাহাম ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করেছিলেন এবং ঈশ্বর তাঁর বিশ্বাসকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন; তার ফলে ঈশ্বরের সাক্ষাতে অব্রাহাম ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছিলেন।"*

7তোমাদের জানা ভাল যে যারা বিশ্বাসের পথে চলে তারাই অব্রাহামের প্রকৃত সন্তান। 8পবিত্র শাস্ত্রে এবিষয়ে আগেই লেখা ছিল যে, অইহুদী লোকদের

"অব্রাহাম ... হয়েছিলেন" আদি 15:6

ঈশ্বর তাদের বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক প্রতিপন্ন করবেন।
আগে থেকেই এই সুসমাচার অব্রাহামকে জানিয়ে দেওয়া
হয়েছিল: "অব্রাহাম সমস্ত জাতি তোমার মাধ্যমে
আশীর্বাদ পাবে।"* 9অব্রাহাম বিশ্বাস করে যেমন
আশীর্বাদ পেয়েছেন, তেমনি যে সমস্ত লোক এখন বিশ্বাস
করছে তারাও সেই আশীর্বাদ লাভ করছে। 10যারা ঈশ্বরের
সামনে ধার্মিক প্রতিপন্ন হতে বিধি-ব্যবস্থা পালনের উপর
নির্ভর করে, তাদের উপর অভিশাপ থাকে। কারণ শাস্ত্র
বলে: "বিধি-ব্যবস্থায় যে সকল লেখা আছে তার সব
কটি যে পালন না করে সে শাপগ্রস্ত!"* 11এখন এটা
পরিষ্কার যে বিধি-ব্যবস্থার দ্বারা ঈশ্বরের কাছে ধার্মিক
প্রতিপন্ন হওয়া যায় না। কারণ শাস্ত্র বলে: "ধার্মিক
ব্যক্তি বিশ্বাসের জন্যই বাঁচবে।"* 12কিন্তু বিধি-ব্যবস্থার
সঙ্গে বিশ্বাসের কোন সম্পর্ক নেই; বরং শাস্ত্র বলে,
"যে বিধি-ব্যবস্থা পালন করে, সে তার মধ্য দিয়েই
জীবন পাবে।"* 13বিধি-ব্যবস্থা আমাদের ওপর যে
অভিশাপ চাপিয়ে দিয়েছে তার থেকে খ্রীষ্ট আমাদের
উদ্ধার করেছেন। খ্রীষ্ট আমাদের স্থানে দাঁড়িয়ে নিজের
ওপর সেই অভিশাপ গ্রহণ করলেন। কারণ শাস্ত্র বলছে:
"যার দেহ গাছে টাঙ্গানো হয় সে শাপগ্রস্ত।"*

14খ্রীষ্ট এই কাজ সম্পন্ন করলেন যাতে যে আশীর্বাদ
অব্রাহাম লাভ করেছিলেন তা খ্রীষ্টের মাধ্যমে অইহুদীরাও
লাভ করে, এবং যেন বিশ্বাসের দ্বারা আমরা সেই
প্রতিশ্রুত আত্মাকে পাই।

বিধি-ব্যবস্থা এবং প্রতিশ্রুতি

15আমার ভাই ও বোনেরা, আমি তোমাদের কাছে
সাধারণ একটি উদাহরণ দিচ্ছি: দুজনের মধ্যে একটা
চুক্তির কথা চিন্তা কর। সেই চুক্তি একবার বৈধ হয়ে
গেলে কেউ তা বাতিল করতে পারে না বা তাতে কোন
কিছু যোগ করতে পারে না। 16ঈশ্বর, অব্রাহাম ও তাঁর
বংশধরকে আশীর্বাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। লক্ষ্য
কর যে এখানে "বংশধর" বলা হয়েছে, "বংশধরদের"
নয়, যেন অনেককে নয় বরং একজনকে অর্থাৎ খ্রীষ্টকে
নির্দেশ করা হয়। 17আমি এটাই বলতে চাই যে: ঈশ্বর
অব্রাহামের সাথে চুক্তি করেছিলেন, আর তার চারশো
তিরিশ বছর পরে বিধি-ব্যবস্থা এসেছিল। তাই বিধি-
ব্যবস্থা এসে পূর্বেই যে চুক্তি ঈশ্বরের সাথে অব্রাহামের
হয়েছিল তা বাতিল করতে পারে না। 18যদি উত্তরাধিকার
বিধি-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করত তাহলে তা আর
প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভরশীল হত না; কিন্তু ঈশ্বর মুক্ত
হস্তে এই উত্তরাধিকার অব্রাহামকে তাঁর প্রতিশ্রুতির
মধ্যে দিয়েছিলেন।

19তাহলে বিধি-ব্যবস্থা কিসের জন্য? অপরাধ কি
এটা বোঝাবার জন্য বিধি-ব্যবস্থা সেই বংশধর
(অব্রাহামের) আসা পর্যন্ত যোগ করা হল, যাকে সেই
প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। মানুষের কাছে সেই বিধি-
ব্যবস্থা পৌঁছে দিতে স্বর্গদূতেরা মোশিকে মধ্যস্থরূপে
ব্যবহার করেছিলেন। 20কিন্তু কেবলমাত্র একজন থাকলে
কোন মধ্যস্থের দরকার হয় না; আর ঈশ্বর এক।

মোশির বিধি-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য

21তাহলে কি বিধি-ব্যবস্থা ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির
বিরুদ্ধে? নিশ্চয়ই নয়! যদি এমন বিধি-ব্যবস্থা থাকত
যা মানুষকে জীবন দান করতে পারে, তবে বিধি-ব্যবস্থা
পালন করেই আমরা ধার্মিক হতে পারতাম। 22কিন্তু এ
সত্য নয়, কারণ শাস্ত্র দেখাচ্ছে যে সকলে পাপের কাছে
বন্দী; যেন লোকেরা বিশ্বাসের মাধ্যমেই সেই প্রতিশ্রুত
আশীর্বাদ পেতে পারে। যারা যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করবে,
তাদের উদ্দেশ্যেই এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া রয়েছে।

23এই বিশ্বাস আসার আগে আমরা বিধি-ব্যবস্থার
অধীনে বন্দী ছিলাম; আমাদের কোন স্বাধীনতা ছিল
না, যে পর্যন্ত না ঈশ্বর আমাদের কাছে বিশ্বাসের সেই
কথা জানালেন। 24খ্রীষ্টের কাছে আনার জন্য বিধি-
ব্যবস্থাই ছিল আমাদের কঠোর অভিভাবক, যেন
বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক গণিত
হই। 25এখন যখন বিশ্বাস আমাদের মধ্যে এসেছে, তখন
আমরা আর বিধি-ব্যবস্থার অধীন নই।

26-27কারণ তোমাদের মধ্যে যাদের খ্রীষ্টে বাপ্তিস্ম
হয়েছে, তাদের সবাই খ্রীষ্টকে পরিধান করেছে। খ্রীষ্ট
যীশুর মাধ্যমে বিশ্বাস দ্বারা তোমরা সকলেই ঈশ্বরের
সন্তান। 28এখন খ্রীষ্ট যীশুতে যারা আছে তাদের মধ্যে
পুরুষ বা স্ত্রীতে কোন ভেদাভেদ নেই, ইহুদী কি গ্রীক,
স্বাধীন কি দাসের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ খ্রীষ্ট
যীশুতে তোমরা এক। 29তোমরা খ্রীষ্টের তাই তোমরা
অব্রাহামের বংশধর; সুতরাং অব্রাহামের কাছে ঈশ্বর যে
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তোমরাও তার উত্তরাধিকারী হবে।

4 আমি তোমাদের একথা বলতে চাইছি: উত্তরাধিকারী
যতদিন শিশু থাকে ততদিন তার সঙ্গে একজন
দাসের কোন তফাৎ থাকে না; যদিও সেই শিশু সব
কিছুর মালিক। 2কারণ সে যত দিন শিশু অবস্থায় থাকে
তাকে অভিভাবক এবং সংসার পরিচালকের কথা
অনুযায়ী চলতে হয়। সাবালক হবার জন্য যে বয়স তার
পিতা নির্ধারণ করে দেন, সেই বয়সে পৌঁছালে সে
স্বাধীন হয়। 3একথা আমাদের পক্ষে একইভাবে প্রযোজ্য।
আমরা যখন শিশুদের পর্যায়ে ছিলাম, তখন আমরা
এই জগতের কতগুলি প্রাথমিক নিয়ম-কানুনের অধীনে
ছিলাম; 4কিন্তু নিরুপিত সময়ে ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে
পাঠালেন। ঈশ্বরের পুত্র একজন স্ত্রীলোকের গর্ভজাত
হলেন এবং বিধি-ব্যবস্থার অধীনে জীবন কাটালেন,
5যাতে তিনি বিধি-ব্যবস্থার অধীন সমস্ত লোকদের স্বাধীন
করতে পারেন এবং যেন আমরা সকলে তাঁর পুত্ররূপে
স্বীকৃতি পাই।

"অব্রাহাম ... পাবে" আদি 12:3

"বিধি-ব্যবস্থায় ... শাপগ্রস্ত" দ্বি বি 27:26

"ধার্মিক... বাঁচবে" হবক্কুক 2:4

"যে ... পাবে" লেবীয় 18:5

"যার ... শাপগ্রস্ত" দ্বি বি 21:23

6তোমরা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান, সেইজন্যই তাঁর
পুত্রের আত্মাকে তিনি তোমাদের অন্তরে পাঠিয়েছেন।
সেই আত্মা ডেকে ওঠে, "পিতা, পিতা" বলে। 7তাই
তোমরা আগের মতো আর দাস নও কিন্তু ঈশ্বরের
পুত্র; আর যেহেতু তোমরা পুত্র তাই ঈশ্বর তাঁর প্রতিশ্রুত
বিষয়গুলি তোমাদের দেবেন।

গালাতীয় খ্রীষ্টানদের জন্য পৌলের ভালবাসা

8অতীতে যখন তোমরা ঈশ্বরকে জানতে না, তখন
তোমরা যে সমস্ত দেবতার সেবা করতে, তারা ঈশ্বর
নয়। 9কিন্তু তোমরা এখন সত্য ঈশ্বরকে জেনেছ অথবা
এটা বলা ভাল যে ঈশ্বরই তোমাদের জেনেছেন। তাই
পূর্বে যে সব নিরর্থক ও দুর্বল নিয়ম-কানুন ছিল সেদিকে
আবার কেন ফিরছ? তোমরা কি আবার ঐ সকলের
দাস হতে চাও? 10তোমরা কেবল বিশেষ বিশেষ দিন,
মাস, ঋতু ও বছর পালন করছ। 11তোমাদের দেখে
আমার ভয় হয় যে, তোমাদের মধ্যে হয়তো আমি
বৃথাই পরিশ্রম করেছি।

12আমার ভাই ও বোনেরা, আমি তোমাদের মতো
ছিলাম, তাই মিনতি করি তোমরা আমার মতো হও।
তোমরা আমার সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার কর নি।
13তোমরা তো জান, আমি অসুস্থ ছিলাম বলে প্রথমেই
তোমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করি। 14যদিও আমার
অসুস্থতা তোমাদের সবার কাছে এক পরীক্ষাস্বরূপ
হয়েছিল, তবু তোমরা এমনভাবে আমাকে গ্রহণ
করেছিলে যেন আমি ঈশ্বর হতে আগত স্বর্গদূত, যেন
স্বয়ং যীশু খ্রীষ্ট!

15এখন তোমাদের সেই আনন্দ কোথায়? আমি
তোমাদের সম্বন্ধে এই সাক্ষ্য দিতে পারি যে তখন
সম্ভব হলে তোমরা আমার জন্য নিজের নিজের চোখ
উপড়ে দিতে দ্বিধা করতে না। 16এখন তোমাদের কাছে
সত্য বলছি বলে কি আমি তোমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছি?
17সেই লোকেরা তোমাদের প্রতি আগ্রহী হয়েছে, কিন্তু
তা কোন ভাল উদ্দেশ্যে নয়। তারা তোমাদের আমাদের
কাছ থেকে আলাদা করতে চায়, যেন তোমরা তাদের
প্রতি আগ্রহ প্রকাশ কর। 18অবশ্য আগ্রহ দেখানো ভাল
কেবল যদি সৎ উদ্দেশ্যে তা করা হয়। আমি যখন
তোমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকি কেবল তখনই নয় বরং
সবসময়েই তা থাকা ভাল। 19হে আমার প্রিয় সন্তানেরা,
তোমাদের জন্য আমি আর একবার প্রসব যন্ত্রণা ভোগ
করছি। তোমাদের নিয়ে আমাকে এই যন্ত্রণা ভোগ
করতেই হবে যে পর্যন্ত না তোমরা খ্রীষ্টের মতো হয়ে
ওঠো। 20এখন তোমাদের কাছে যেতে আমার খুব
ইচ্ছে করছে, তাহলে ভিন্নভাবে এসব নিয়ে তোমাদের
সঙ্গে আলোচনা করতে পারতাম। আমি জানি না
তোমাদের নিয়ে আমি কি করব।

হাগার এবং সারার উদাহরণ

21আমাকে বলতো, তোমাদের মধ্যে কে মোশির
বিধি-ব্যবস্থার অধীন থাকতে চাও? তোমরা কি জান না
বিধি-ব্যবস্থা কি বলে? 22শাস্ত্র বলছে যে অব্রাহামের দুটি
পুত্র ছিল; একটি পুত্রের মা ছিল দাসী স্ত্রী, অপর পুত্রের
মা ছিল স্বাধীন স্ত্রী। 23দাসী স্ত্রীর গর্ভে অব্রাহামের যে
সন্তান জন্মেছিল তার জন্ম স্বাভাবিকভাবেই হয়েছিল;
কিন্তু স্বাধীন স্ত্রীর গর্ভে অব্রাহামের যে সন্তান জন্মেছিল,
সে অব্রাহামের কাছে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির ফলেই
জন্মেছিল।

24এই বিষয়গুলি রূপকের মতো ব্যাখ্যা করা যায়।
এই দুই মহিলা দুটি চুক্তির প্রতিনিধিত্ব করে, একটি
চুক্তি যেটা সীনয় পর্বত থেকে এসেছিল, সেটা একদল
লোকের জন্ম দিয়েছিল দাসত্বের জন্যে। যে মাতার
নাম হাগার, সে এই চুক্তির সঙ্গে তুলনীয়। 25হাগার
হলেন আরবের সীনয় পর্বতের মতো। তিনি বর্তমান
ইহুদীদের জেরুশালেমের প্রতিরূপ, কারণ সেই
জেরুশালেম তার লোকদের সাথে দাসত্বের বন্ধনে বদ্ধ।
26কিন্তু স্বর্গীয় জেরুশালেম স্বাধীন মহিলা স্বরূপ। সেই
জেরুশালেম আমাদের মাতৃসমান। 27কারণ শাস্ত্রে লেখা
আছে:

"হে বন্ধ্যা নারী, তোমরা যারা সন্তানের জন্ম দাও
নি, তোমরা আনন্দ কর, উল্লাসিত হও! তোমরা যারা
কখনই প্রসব যন্ত্রণা ভোগ করনি, তোমরা উল্লাস কর,
কারণ স্বামীর সহিত বসবাসকারী স্ত্রীর চাইতে নিঃসঙ্গ
স্ত্রীর অনেক বেশী সন্তান হবে।" *যিশাইয় 54:1*

28-29আমার ভাই ও বোনেরা, তোমরাও সেই ইস্হাকের
মতো প্রতিশ্রুতির সন্তান। কিন্তু ঠিক এখনকার মতোই
তখনও যে পুত্র স্বাভাবিকভাবে জন্মেছিল, সে অন্য
পুত্রকে অর্থাৎ পবিত্র আত্মার শক্তিতে যার জন্ম হয়েছিল
তাকে নির্যাতন করত। 30কিন্তু শাস্ত্র কি বলে? "দাসী স্ত্রী
ও তার পুত্রকে তাড়িয়ে দাও! কারণ দাসীর পুত্র স্বাধীন
স্ত্রীর পুত্রের সাথে কিছুরই উত্তরাধিকারী হবে না।"*
31তাই বলি আমার ভাই ও বোনেরা, আমরা সেই দাসীর
সন্তান নই, আমরা স্বাধীন স্ত্রীর সন্তান।

স্বাধীন হয়ে থেকো

5 খ্রীষ্ট আমাদের স্বাধীন করেছেন, যেন আমরা
স্বাধীনভাবে থাকতে পারি; তাই শক্ত হয়ে দাঁড়াও,
দাসত্বে ফিরে যেও না। 2শোন! আমি পৌল বলছি।
যদি তোমরা সুন্নতের মাধ্যমে আবার বিধি-ব্যবস্থায় ফিরে
যাও, তবে তোমরা খ্রীষ্টেতে লাভবান হবে না। 3আবার
আমি প্রত্যেক মানুষকে সতর্ক করে দিচ্ছি। তোমরা
যদি সুন্নত করাতে চাও, তবে বিধি-ব্যবস্থার সবটাই
তোমাদের পালন করতে হবে। 4তোমরা যারা বিধি-
ব্যবস্থার দ্বারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে নির্দোষ গণিত হতে
চেষ্টা করছ, তারা খ্রীষ্ট হতে নিজেদের আলাদা করেছ
এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে পতিত হয়েছ। 5কিন্তু
আমরা বিশ্বাসের দ্বারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে নির্দোষ গণিত
হবার জন্য অধীর আগ্রহে আত্মায় অপেক্ষা করছি।
6কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে যুক্ত থাকলে সুন্নত হওয়া বা না

"দাসী ... না" আদি 21:10

হওয়া এ প্রশ্ন মূল্যহীন; কিন্তু দরকারি বিষয় হল বিশ্বাস, যে বিশ্বাস ভালবাসার মধ্য দিয়ে কাজ করে।

7তোমরা বেশ ভালই দৌড়াচ্ছিলে, তাহলে সত্যের বাধ্য হয়ে চলতে কে তোমাদের বাধা দিল? 8যিনি তোমাদের আহ্বান করেছেন, সেই ঈশ্বরের কাছ থেকে এই ধরণের প্ররোচনা আসেনি। 9সাবধান হও! "সামান্য একটু খামির গোটা ময়দার তালকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলে।" 10তোমাদের জন্য প্রভুতে আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে তোমরা আমার শিক্ষা ছাড়া ভিন্ন কোন শিক্ষার দিকে ফিরবে না; কিন্তু যে লোক তোমাদের বিরক্ত করছে, সে যেই হোক্ না কেন, শাস্তি সে পাবেই।

11আমার ভাই ও বোনেরা, যদি আমি এখনও সুন্নতের প্রয়োজন সম্বন্ধে শিক্ষা দিই, তবে আমি এখনও এতো নির্যাতন ভোগ করছি কেন? এবং আমি সুন্নতের প্রয়োজন সম্বন্ধে যদি এখনও বলি তাহলে ক্রুশের কথা বলতে কোন সমস্যাই হত না। 12যারা তোমাদের অস্থির করে তুলছে, আমি চাই তারা যেন নিজেদের ছিন্নাঙ্গ ও করে।

13আমার ভাই ও বোনেরা, স্বাধীন মানুষ হবার জন্যই ঈশ্বর তোমাদের আহ্বান করেছেন; কেবল দেখ তোমাদের পাপ প্রবৃত্তিকে তৃপ্তি দিতে সেই স্বাধীনতার সুযোগ নিও না, বরং প্রেমে একে অপরের দাস হও। 14যেহেতু সমস্ত বিধি-ব্যবস্থাকে এক করলে এটাই দাঁড়ায়: "তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত করে ভালবাস।"* 15কিন্তু তোমরা যদি নিজেদের মধ্যে কামড়া কামড়ি, ছেঁড়াছেড়ি কর, তবে সাবধান! যেন তোমরা একে অপরের দ্বারা ধ্বংস না হও।

মানব প্রকৃতি এবং আত্মা

16তাই আমি বলি যে, তোমরা সেই আত্মার পরিচালনায় চল, তাহলে তোমরা আর তোমাদের পাপ প্রবৃত্তির ইচ্ছা পূর্ণ করবে না। 17কারণ আমাদের পাপ প্রবৃত্তি যা চায়, তা আত্মার বিরুদ্ধে এবং আত্মা যা চায় তা পাপ প্রবৃত্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে। এরা পরস্পরের বিরোধী ফলে তোমরা যা চাও তা করতে পার না। 18কিন্তু তোমরা যদি আত্মা দ্বারা পরিচালিত হও তবে তোমরা বিধি-ব্যবস্থার অধীনে নও।

19পাপ প্রবৃত্তির কাজগুলি স্পষ্ট; সেগুলি হল ব্যভিচার, অশুচিতা, স্বেচ্ছাচারিতা, 20প্রতিমা পূজা, ডাইনি বিদ্যা, ঘৃণা, স্বার্থপরতা, হিংসা, ক্রোধ, নিজেদের মধ্যে বিতর্ক, মতভেদ, দলাদলি, ঈর্ষা, 21মাতলামি, লাম্পট্য এবং একই ধরণের অন্য অপরাধ। এর বিরুদ্ধে তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি যেমন এর আগেও করেছি, যারা এইসব কুকাজ করবে তাদের ঈশ্বরের রাজ্যে জায়গা হবে না। 22কিন্তু আত্মার ফল হল ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, ধৈর্য্য, দয়া, মঙ্গলভাব, বিশ্বস্ততা, মৃদুতা ও আত্মসংযম। 23এই সবের বিরুদ্ধে কোন বিধি-ব্যবস্থা নেই। 24যারা যীশু খ্রীষ্টে রয়েছে, তারা তাদের পাপ প্রকৃতিকে কামনা বাসনা সমেত ক্রুশে বিদ্ধ করেছে, অর্থাৎ তাদের পুরানো জীবনের সব মন্দ লালসা ও প্রবৃত্তি ত্যাগ করেছে। 25সুতরাং আত্মাই যখন আমাদের নতুন জীবনের উৎস তখন এস আমরা আত্মার অধীনে চলি। 26এস আমরা যেন অযথা অহঙ্কার না করি, পরস্পরকে বিরক্ত ও হিংসা না করি।

একে অপরকে সাহায্য কোর

6 আমার ভাই ও বোনেরা, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি হঠাৎ পাপে পড়ে তবে তোমরা যারা আত্মিক তারা অবশ্যই তাকে ঠিক পথে আনতে সাহায্য করবে। একাজ অত্যন্ত নম্রভাবে করতে হবে; কিন্তু তোমরা নিজেরাও সাবধানে থেকো, পাছে তুমিও পরীক্ষায় পড়। 2তোমরা একে অপরের ভার বহন কর; এই করলে বাস্তবে খ্রীষ্টের বিধি-ব্যবস্থাই পালন করবে। 3কোন ব্যক্তি যদি প্রকৃতপক্ষে ভাল না হয়েও নিজেকে অন্যদের থেকে ভাল মনে করে তাহলে সে নিজেকে প্রতারণা করছে। 4অপর লোকের সঙ্গে নিজের তুলনা না করে প্রত্যেকের উচিত নিজের কাজ যাচাই করে দেখা, তবে সে যা করছে তাই নিয়ে গর্ব করতে পারবে। 5কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজের দায়িত্ব নিতে হবে। 6যে ব্যক্তি শিক্ষকের কাছ থেকে ঈশ্বরের বার্তার বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে, তার উচিত সেই শিক্ষককে তার সমস্ত উত্তম বিষয়ের সহভাগী করে প্রতিদান দেওয়া।

যেমন বুনবে তেমন কাটবে

7তোমরা নিজেদের বোকা বানিও না; ঈশ্বরকে ঠকানো যায় না। যেমন বুনবে, তেমন কাটবে। 8যে নিজ পাপ প্রকৃতির বীজ রোপণ করে সে তার থেকে বিনাশ সংগ্রহ করবে। কিন্তু যে পবিত্র আত্মায় বীজ বুনবে সে পবিত্র আত্মার কাছ থেকে অনন্ত জীবন পাবে। 9ভাল কাজ করতে করতে আমরা যেন ক্লান্ত না হয়ে পড়ি, কারণ নিরুপিত সময়ে আমরা ফসল রূপে অনন্ত জীবন পাব। হাল ছাড়লে চলবে না! 10সুযোগ পেলে আমাদের সব লোকের প্রতি ভাল কাজ করা উচিত, বিশেষ করে বিশ্বাসীর গৃহের পরিজনদের প্রতি।

পৌলের চিঠির শেষ কথা

11দেখ কত বড় বড় অক্ষরে নিজের হাতে আমি এই চূড়ান্ত কথাগুলি লিখছি। 12যারা তোমাদের সুন্নত করার চেষ্টায় আছে, তাদের উদ্দেশ্য অন্যদের কাছে নাম কেনার। তারা এটা করে যেন খ্রীষ্টের ক্রুশের জন্য তাদের উপর অত্যাচার না আসে।

13যারা সুন্নত করেছে তারা নিজেরাও বিধি-ব্যবস্থা ঠিক মতো পালন করে না অথচ তারাই তোমাদের সুন্নত করাতে চাইছে; উদ্দেশ্য তোমাদের সুন্নত করানোর মাধ্যমে বশ করতে পারলে এই কাজ নিয়ে তারা গর্ব করার সুযোগ পাবে। 14শুধু আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশ ছাড়া আমার গর্ব করার মতো কিছুই নেই। যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যুর দ্বারা আমি জগতের কাছে ক্রুশ বিদ্ধ আর জগত আমার কাছে ক্রুশ বিদ্ধ।

"তোমার ... ভালোবাস" লেবীয় 19:18

15কারো সুন্নত করা হল কি হল না সেটা বড় বিষয় নয় কিন্তু এটা জরুরী যে এক নতুন সৃষ্টি হোক্। 16ঈশ্বরের লোকেরা যারাই এই নিয়ম মানে তাদের ওপর শান্তি ও দয়া বর্ষিত হোক্।

17চিঠি লেখা শেষ করার আগে আমার অনুরোধ, যেন কেউ আর আমাকে কষ্ট না দেয়, কারণ ইতিমধ্যেই আমি আমার দেহে খ্রীষ্টের ক্ষত চিহ্ন বহন করছি।

18আমার ভাই ও বোনেরা, আমি প্রার্থনা করি যে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের আত্মার সাথে বিরাজ করুক। আমেন।

ইফিষীয়দের প্রতি পত্র

1 খ্রীষ্ট যীশুর প্রেরিত পৌলের কাছ থেকে এই চিঠি।
ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে আমি একজন প্রেরিত।
ঈশ্বরের পবিত্র লোকেরা যারা ইফিষে বাস করে
এবং খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসী, তাদের কাছে এই চিঠি লিখছি।
2আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ
ও শান্তি তোমাদের সহবর্তী হোক।

খ্রীষ্টের মাধ্যমে আত্মিক আশীর্বাদ লাভ

3আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতার প্রশংসা
হোক। তিনি খ্রীষ্টে আমাদের স্বর্গীয় স্থানে সমস্ত আত্মিক
আশীর্বাদে পূর্ণ করেছেন।
4জগৎ সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর তাঁর পবিত্র, নির্দোষ এবং
প্রেমময় লোক হবার জন্য আমাদের খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে
বেছে নিলেন। 5জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই ঈশ্বর ঠিক করেছিলেন
যে আমরা খ্রীষ্টের মাধ্যমে তাঁর সন্তান হব। এ কাজ
ঈশ্বর নিজেই সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন, আর তাতেই
তিনি খুশী হলেন। 6ঈশ্বরের এই মহান অনুগ্রহ তাঁর
প্রশংসার কারণ হয়ে উঠেছে; আর এই অনুগ্রহ ঈশ্বর
আমাদের মুক্তহস্তে দান করেছেন। তিনি যাকে
ভালবাসেন সেই খ্রীষ্টের মাধ্যমেই এই অনুগ্রহ ঈশ্বর
আমাদের মুক্তহস্তে দান করেছেন। 7খ্রীষ্টের রক্তের
দ্বারা আমরা মুক্ত হয়েছি। ঈশ্বরের মহানুগ্রহের ফলে
আমরা পাপ সমুহের ক্ষমা পেয়েছি। 8সেই অনুগ্রহ
ঈশ্বর আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে দিয়েছেন। সমস্ত জ্ঞান
ও অন্তর্দৃষ্টির সাথে, 9নিজেই তাঁর গোপন পরিকল্পনা
আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন; আর এই ছিল
ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং তিনি তা খ্রীষ্টের মাধ্যমে সম্পন্ন
করতে পরিকল্পনা করলেন। 10তাঁর নিরূপিত সময়ে
ঈশ্বর এই পরিকল্পনা করেছিলেন যে স্বর্গ ও মর্ত্যের সব
কিছুই খ্রীষ্টের সঙ্গে সংযুক্ত হবে; আর খ্রীষ্ট হবেন সবার
মস্তক।
11ঈশ্বরের লোক হবার জন্য আমরা খ্রীষ্টে মনোনীত
হয়েছিলাম। ঈশ্বর পূর্বেই স্থির করেছিলেন যে আমরা
তাঁর আপনজন হব, তাই ছিল ঈশ্বরের অভিপ্রায়। ঈশ্বর
যা চান বা যা করার সিদ্ধান্ত নেন, তাঁর ইচ্ছানুসারে তা
সম্পন্ন করেন। 12খ্রীষ্টের উপর যারা প্রত্যাশা করেছে
তাদের মধ্যে আমরা অগ্রণী। আমাদের মনোনীত করা
হয়েছে যেন আমরা ঈশ্বরের মহিমার প্রশংসা করি।
13খ্রীষ্টেতে তোমরা তোমাদের পরিত্রাণের জন্য সেই
সুসমাচারের সত্য বার্তা শুনেছিলে এবং তোমরা খ্রীষ্টে
বিশ্বাস করেছিলে; আর তোমাদেরকে পবিত্র আত্মা দান
করে ঈশ্বর তোমাদের উপর তাঁর নিজের মালিকানার
ছাপ দিয়েছেন। 14ঈশ্বর তাঁর নিজস্ব লোকদের যা কিছু
দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেই পবিত্র আত্মা হল
তার জামিনস্বরূপ, আর যারা ঈশ্বরের লোক তারা এর
মাধ্যমে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবেন। এ সবকিছুর
একমাত্র লক্ষ্য হল তাঁর মহিমায় প্রশংসা যোগ করা।

পৌলের প্রার্থনা

15-16এইজন্য আমি আমার প্রার্থনায় তোমাদের সর্বদা
স্মরণ করি ও তোমাদের জন্য সর্বদা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ
জানাই। আমি প্রভু যীশুর ওপর তোমাদের বিশ্বাসের
কথা ও সমস্ত ঈশ্বরের লোকদের প্রতি তোমাদের
ভালবাসার কথা শুনেছি। 17আমি ঈশ্বরের কাছে
তোমাদের জন্য নিরন্তর প্রার্থনা করছি যেন, আমাদের
প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মহিমাময় পিতা তোমাদের সেই আত্মা
দেন, যা তোমাদের বিজ্ঞ করবে এবং ঈশ্বরকে তোমাদের
কাছে প্রকাশ করবে যাতে তোমরা তাঁকে ভালভাবে
জানতে পার।
18আমি প্রার্থনা করছি যেন তোমরা আপন আপন
হৃদয়ে ঐশ্বরিক জ্ঞান লাভ করতে পার, তাহলে ভবিষ্যতে
কি প্রত্যাশার জন্য ঈশ্বর তোমাদের আহ্বান করেছেন
তা তোমরা জানতে পারবে। যে আশীর্বাদ ঈশ্বর তাঁর
পবিত্র লোকদের দেবার জন্য স্থির করেছেন তা কত
সম্পদশালী ও প্রতাপযুক্ত তা তোমরা বুঝতে পারবে।
19আমরা যারা বিশ্বাসী; আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের যে
মহাশক্তি কাজ করছে তাও তোমরা জানতে পারবে।
20সেই মহাশক্তি দ্বারা ঈশ্বর খ্রীষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে
জীবিত করেছেন ও তাঁর ডানপাশে স্বর্গীয় স্থানে
বসিয়েছেন। 21ঈশ্বর খ্রীষ্টকে সমস্ত রাজা, মহারাজা,
শাসনকর্তা ও মহান নেতাদের থেকে এবং প্রত্যেক
শীর্ষ স্থানীয় শক্তির ঊর্দ্ধে খ্রীষ্টকে স্থাপন করেছেন, কেবল
এই কালে নয় আগামীকালেও। 22ঈশ্বর সবকিছুই খ্রীষ্টের
চরণের নিচে স্থাপন করেছেন। তাঁকেই সকলের উপরে
মস্তক স্বরূপ করে মণ্ডলীকে দান করেছেন। 23মণ্ডলী
হল খ্রীষ্টের দেহ; আর তাঁর পরিপূর্ণতা সব কিছুই সমস্ত
দিক দিয়ে পূর্ণ করে।

মৃত্যু থেকে জীবন

2 অতীতে পাপের দরুন ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধের
দরুন তোমাদের আত্মিক জীবন মৃত ছিল। 2হ্যাঁ,
অতীতে ঐসব পাপ নিয়ে তোমরা জীবনযাপন করতে।
জগত যেভাবে চলে তোমরা সেভাবেই চলতে। তোমরা
আকাশের মন্দ শক্তির অধিপতির অনুসরণকারী ছিলে।
সেই একই আত্মা এখনও যারা ঈশ্বরের অবাধ্য তাদের

মধ্যে ক্রিয়াশীল। 3অতীতে আমরা সকলে ঐ লোকদের মত চলতাম। আমাদের কুপ্রকৃতির লালসাকে চরিতার্থ করতে চেষ্টা করতাম। আমরা আমাদের দেহ ও মনের অভিলাষ অনুযায়ী চলতাম। আমাদের যে অবস্থা ছিল তার দরুন ঐশ্বরিক ক্রোধ আমাদের উপর নেমে আসতে পারত, কারণ আমরা অন্য আর পাঁচজনের মতোই ছিলাম।

4কিন্তু ঈশ্বরের করুণা অসীম। তিনি তাঁর মহান ভালবাসায় আমাদের কতো ভালবাসেন। 5ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যেসব অন্যায় কাজ করেছিলাম তার ফলেই আমরা আত্মিকভাবে মৃত ছিলাম; কিন্তু ঈশ্বর খ্রীষ্ট যীশুর সাথে আমাদের নতুন জীবন দিলেন। তোমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহেই উদ্ধার পেয়েছ। 6ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের জীবিত করে স্বর্গীয়স্থানে তাঁর পাশে বসতে আসন দিয়েছেন। 7ঈশ্বর এই কাজ করলেন যেন আগামী যুগপর্যায়ে তাঁর অতুলনীয় মহানুগ্রহ সকলের প্রতি দেখাতে পারেন। খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে এই অনুগ্রহ তিনি প্রকাশ করেছেন। 8কারণ ঈশ্বরের অনুগ্রহের দ্বারা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তোমরা উদ্ধার পেয়েছ। বিশ্বাস করাতেই তোমরা সেই অনুগ্রহ পেয়েছ। তোমরা নিজেরা নিজেদের উদ্ধার করনি; কিন্তু তা ঈশ্বরের দানরূপে পেয়েছ। 9তোমাদের নিজেদের কর্মের ফল হিসেবে তোমরা উদ্ধার পাও নি, তাই কেউই গর্ব করে বলতে পারে না যে সে তার নিজের দ্বারা উদ্ধার পেয়েছে। 10কারণ ঈশ্বরই আমাদের নির্মাণ করেছেন। খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বর আমাদের নতুন সৃষ্টি করেছেন যেন আমরা সর্বপ্রকার সৎকাজ করি। এইসব সৎকর্ম ঈশ্বর পূর্বেই আমাদের জন্য তৈরী করে রেখেছিলেন যাতে আমরা সেই সৎকাজ করে জীবন কাটাতে পারি।

খ্রীষ্টেতে এক

11তোমরা অইহুদী পরজাতিরূপে জন্মেছিলে। তোমরাই সেই লোক যাদের সুন্নত ইহুদীরা বলে "অসুন্নত"। তাদের সুন্নত হওয়া কেবল এক প্রক্রিয়া, যা দেহের উপর মানুষের হাত দ্বারা করা হয়। 12মনে রেখো অতীতে সেই সময় তোমরা খ্রীষ্ট থেকে দূরে ছিলে। তোমরা ইস্রায়েলের নাগরিক ছিলে না। ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের সঙ্গে যে চুক্তিগুলি করেছিলেন, তোমরা সেইসব প্রতিশ্রুতিযুক্ত চুক্তিগুলির বাইরে ছিলে। তোমাদের আশা ছিল না আর তোমরা ঈশ্বরকে জানতে না। 13এক সময় তোমরা ঈশ্বর থেকে বহুদূরে ছিলে; কিন্তু এখন খ্রীষ্ট যীশুতে তোমরা নিকটবর্তী হয়েছ। 14খ্রীষ্টই আমাদের শান্তির উৎস। ইহুদী ও অইহুদীদের মধ্যে যে শত্রুভাব প্রাচীরের মত ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল, খ্রীষ্ট নিজ দেহ উৎসর্গ করে ঘৃণা ও ব্যবধানের সেই প্রাচীর ভেঙ্গে দিয়েছেন।

15ইহুদীদের বিধি-ব্যবস্থায় অনেক আদেশ ও নিয়মকানুন ছিল; কিন্তু খ্রীষ্ট সেই বিধি-ব্যবস্থা লোপ করেছেন। খ্রীষ্টের উদ্দেশ্য ছিল ঐ দুই দলের মধ্যে শান্তি স্থাপন করা এবং নিজের মধ্যে দিয়ে ঐ দুই দল থেকে এক নতুন মানুষ সৃষ্টি করা, 16এবং ক্রুশের উপর তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে দুই জনগোষ্ঠীকে ঈশ্বরের সাথে একই দেহে পুনর্মিলিত করা। এর ফলে দুই দলের মধ্যে যে শত্রুভাব ছিল, তার অবসান ঘটল। 17তাই খ্রীষ্ট এসে তোমরা যারা ঈশ্বর থেকে দূরে ছিলে, তাদের কাছে শান্তির বাণী প্রচার করলেন; আর যারা ঈশ্বরের কাছের লোক তাদের কাছে শান্তি নিয়ে এলেন। 18হ্যাঁ, খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমরা সকলে একই আত্মার দ্বারা পিতার কাছে আসতে পারি। 19তাই হে অইহুদীরা এখন তোমরা আর আগন্তুক বা বিদেশী নও। এখন ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের সঙ্গে তোমরাও নাগরিক। তোমরা ঈশ্বরের পরিবারের সদস্য।

20প্রেরিতরা ও ভাববাদীরা যে ভিত গেঁথেছিলেন তার উপর তোমাদের গেঁথে তোলা হচ্ছে। খ্রীষ্ট স্বয়ং হচ্ছেন সেই দালানের গাঁথনীর প্রধান পাথর, 21যা গোটা দালানটিকে ধরে রেখেছে। খ্রীষ্ট এই দালানটি গড়ে তোলেন যেন তা প্রভুতে এক পবিত্র মন্দিরে পরিণত হতে পারে।

22খ্রীষ্টে তোমাদের অন্য মানুষদের সঙ্গে একই সাথে গেঁথে তোলা হচ্ছে। তোমাদের এমন এক স্থান হিসেবে গঠন করা হয়েছে যেখানে ঈশ্বর আত্মার মাধ্যমে বাস করেন।

অইহুদীদের জন্য পৌলের কাজ

3 এই জন্য আমি (পৌল) তোমাদের অর্থাৎ অইহুদীদের জন্য খ্রীষ্ট যীশুর বন্দী। 2তোমরা নিশ্চয়ই জান যে, ঈশ্বর তোমাদের সাহায্য করার জন্য তাঁর নিজ অনুগ্রহে এই কাজ আমায় দিয়েছেন। 3ঈশ্বর তাঁর নিগূঢ়তত্ত্ব আমায় জানতে দিয়েছেন। তিনি নিজে যেসব বিষয় আমায় দেখিয়েছেন, সে সকল বিষয়ের কিছু কিছু আমি ইতিমধ্যেই লিখেছি।

4সেসব পাঠ করলে তোমরা বুঝতে পারবে যে আমি ঠিক ভাবেই খ্রীষ্ট সম্বন্ধে জেনেছি। 5এর আগে যারা পৃথিবীতে ছিলেন, তাদের কাছে এই নিগূঢ়তত্ত্ব জানানো হয় নি। কিন্তু এখন সেই নিগূঢ়তত্ত্ব তিনি তাঁর পবিত্র প্রেরিত ও ভাববাদীদের কাছে আত্মার মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। 6এই হল নিগূঢ়তত্ত্ব যারা অইহুদী তারা ইহুদীদের সঙ্গে সমানভাবে সব আশীর্বাদ পাবে। ইহুদী ও অইহুদী উভয়েই এক সঙ্গে একই দেহের সদস্য। খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা তারা একসঙ্গে ভোগ করবে। অইহুদীরা সুসমাচারের মধ্য দিয়ে এই সব কিছু পাবে।

7ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ দানের ফলে সেই সুসমাচার প্রচার করার জন্য আমি দাস হলাম। ঈশ্বর তাঁর নিজ পরাক্রমে আমাকে সেই অনুগ্রহ দিয়েছেন। 8ঈশ্বরের সমস্ত লোকের মধ্যে আমি নিতান্ত নগণ্য; কিন্তু ঈশ্বর আমাকে এক বরদান করেছেন যেন আমি অইহুদীদের কাছে খ্রীষ্টেতে যে ধারণাতীত সম্পদ আছে তা সুসমাচারের মাধ্যমে তাদের জানাই। সেই সম্পদ এত

অগাধ যে সম্পূর্ণভাবে তা বুঝতে পারা যায় না। 9ঈশ্বরের নিগূঢ় পরিকল্পনার কথা সকলকে জানাবার ভার ঈশ্বর আমায় দিয়েছেন। 10সৃষ্টির শুরু থেকে ঈশ্বরের এই নিগূঢ় পরিকল্পনা তাঁর মধ্যেই গুপ্ত ছিল। ঈশ্বর, স্বয়ং সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা। ঈশ্বর চেয়েছিলেন যেন স্বর্গীয়স্থানে সমস্ত আধিপত্য ও কর্তৃত্বের কাছে নানাবিধ উপায়ে তাঁর প্রজ্ঞা প্রতিফলিত করেন এবং মণ্ডলীর মাধ্যমেই তারা এসব জানতে পায়। 11পূর্বকালে ঈশ্বর যে সব পরিকল্পনা ঠিক করে রেখেছিলেন, এ সবই তার সঙ্গে মিলে যায়। তিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করেছেন। 12এখন খ্রীষ্টে বিশ্বাস নিয়ে আমরা ঈশ্বরের সম্মুখে সাহস ও আত্মবিশ্বাসের সাথে আসতে পারি। খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মাধ্যমেই আমরা এটা করতে পারি। 13আমি তোমাদের বলি, তোমাদের জন্য আমায় যে কষ্টভোগ করতে হয়েছিল তার জন্যে তোমরা হতাশ ও নিরাশ হয়ো না। আমার কষ্ট তোমাদের সম্মানিত করুক।

খ্রীষ্টের ভালবাসা

14এই কারণে আমি পিতার কাছে নতজানু হই।

15তাঁর কাছ থেকেই স্বর্গের বা মর্ত্যের প্রত্যেক পরিবার প্রকৃত নাম পায়। 16আমি পিতার কাছে প্রার্থনা করি যেন তাঁর মহান প্রতাপে তিনি তোমাদের সেই শক্তি দেন যার ফলে তোমাদের অন্তর আত্মা বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তাঁর আত্মার দ্বারা তিনি তোমাদের সেই শক্তি দেবেন। 17আমি প্রার্থনা করি যেন বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে বাস করেন। যেন তোমাদের জীবন প্রেমে সুদৃঢ় হয় ও প্রেমরূপ ভিতের উপর গড়ে উঠতে পারে। 18আমি প্রার্থনা করি, যেন তোমরা ও ঈশ্বরের সমস্ত পবিত্র লোকেরা যেন খ্রীষ্টের প্রেমের মহত্ব বুঝতে সক্ষম হও। তোমরা যেন সেই প্রেমের গভীরতা, উচ্চতা, দৈর্ঘ্য ও বিস্তার জানতে পার। 19খ্রীষ্টের প্রেম এতো মহান যে কোন মানুষের পক্ষে সত্যি করে তা জানা সম্ভব নয়। আমি প্রার্থনা করছি যেন তোমরা সেই প্রেম উপলব্ধি করতে পার; আর তাতেই তোমরা সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের প্রকৃতিতে পূর্ণ হবে।

20ঈশ্বরের যে শক্তি আমাদের মধ্যে সক্রিয় রয়েছে, সেই শক্তির দ্বারা ঈশ্বর আমরা যা চাই বা চিন্তা করি তার থেকেও অনেক বেশী কাজ করতে পারেন। 21মণ্ডলীতে ও খ্রীষ্ট যীশুতে যুগ পর্যায়ে যুগে যুগে তাঁরই মহিমা হোক্। আমেন।

দেহের একতা

4 আমি প্রভুর বলে কারাগারে বন্দী। ঈশ্বর তোমাদের মনোনীত করেছেন যেন তোমরা তাঁর লোক হতে পার। আমি তোমাদের সেইরকম জীবনযাপন করতে অনুরোধ করি, যেভাবে ঈশ্বরের লোকদের জীবনযাপন করা উচিত। 2তোমরা সর্বদাই নতনম্র থাক, সহিষ্ণু হও, ভালবেসে একে অপরকে গ্রহণ কর। 3পবিত্র আত্মা তোমাদের যুক্ত করেছিলেন। সেই একতা রক্ষা করার জন্য সর্বোত্তমভাবে চেষ্টা কর। শান্তি তোমাদের একসঙ্গে ধরে রাখুক। 4দেহ এক ও আত্মা এক, ঠিক সেইরকমই ঈশ্বর তোমাদের সকলকে এক প্রত্যাশার জন্য আহ্বান করেছেন। 5কেবল একই প্রভু এক বিশ্বাস ও এক বাপ্তিস্ম রয়েছে; 6আর আছেন এক ঈশ্বর যিনি সকলের পিতা। যিনি সকলের উপরে কর্তৃত্ব করেন। তিনি সর্বত্র আছেন ও সবকিছুতে আছেন।

7খ্রীষ্ট আমাদের প্রত্যেককে বিশেষ বিশেষ বরদান দিয়েছেন। যাকে যা দিতে ইচ্ছা করেছেন তাকে তা দিয়েছেন। 8তাই শাস্ত্র বলছে:

"তিনি ঊর্দ্ধে আকাশে গেলেন, সঙ্গে বন্দীদের নিয়ে গেলেন; আর মানুষের হাতে তুলে দিয়ে গেলেন নানা বরদান।" *গীতসংহিতা 68:18*

9যখন বলা হয়েছে, "তিনি ঊর্দ্ধে উঠে গেলেন," তার অর্থ কি? তার অর্থ এই যে প্রথমে তিনি নিম্নে পৃথিবীতে নেমেছিলেন। 10সেই জন যিনি নেমে এসেছিলেন (খ্রীষ্ট) তিনি সেই একই ব্যক্তি যিনি আকাশের থেকেও উচ্চে উঠেছিলেন, যাতে সব কিছুই তাঁর দ্বারা পূর্ণ করতে পারেন। 11সেই খ্রীষ্ট লোকদের বরদান করলেন, তাদের কয়েকজনকে প্রেরিত করলেন, আবার কয়েকজনকে ভাববাদী, কয়েকজনকে সুসমাচার প্রচারক, কয়েকজনকে শিক্ষক ও পালক হবার ক্ষমতা দিলেন। 12ঈশ্বরের লোকদেরকে প্রস্তুত করার জন্য ও সেবার কাজ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে খ্রীষ্ট এইসব বরদান করেছেন। খ্রীষ্টের দেহরূপে মণ্ডলীকে গঠন করার জন্য তিনি সেইসব বর দিয়েছেন। 13যে পর্যন্ত না আমরা ঈশ্বরের পুত্রের বিষয়ে একই বিশ্বাস ও তত্ত্বজ্ঞানে সুষ্ঠভাবে যুক্ত হব, সেই পর্যন্ত এই কাজ চলতে থাকবে। আমাদের পরিণত মানুষের মতো হতে হবে। আমরা ততদিন বৃদ্ধি পেতে থাকব যে পর্যন্ত না খ্রীষ্টের মত হই ও তাঁর মত সম্পূর্ণ সিদ্ধ হই। 14তখন আমরা আর শিশুর মত থাকব না। জাহাজ যেমন তরঙ্গের দাপটে এদিক ওদিক চালিত হয়, তেমনি আমরা কোন নতুন শিক্ষা দ্বারা আর স্থানচ্যুত হব না। ঠক্‌বাজ লোকদের নতুন শিক্ষা দ্বারা আমরা প্রভাবিত হব না; এরা তাদের পরিকল্পনা ও চালবাজি দ্বারা মানুষকে ঠকিয়ে ভুল পথে নিয়ে যায়। 15আমরা বরং প্রেমের সঙ্গে সত্য কথাই বলব, এইভাবে খ্রীষ্টের মতো সব বিষয়ে আমরা বৃদ্ধিলাভ করব। খ্রীষ্ট হলেন মস্তক, আমরা তাঁর দেহ। 16সমস্ত দেহটা খ্রীষ্টের উপর নির্ভরশীল। দেহের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরস্পরের সঙ্গে একত্রে যুক্ত রয়েছে। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ যখন তাদের করণীয় কাজ করে, তখন সমগ্র দেহ বৃদ্ধিলাভ করে প্রেমে শক্ত ও দৃঢ় হয়।

সঠিক জীবনযাপনের নির্দেশ

17প্রভুর হয়ে আমি তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি: যারা বিশ্বাস করে না এমন লোকদের মতো জীবনযাপন কোর না। এমন লোকের চিন্তাধারা মূল্যহীন, 18তাদের

জ্ঞান বুদ্ধি নেই। তারা কিছুই জানে না কারণ শুনতে চায় না। তাই যে জীবন ঈশ্বর তাদের দিতে চান তা থেকে তারা বঞ্চিত থাকে। 19তাদের মনে লজ্জা বলে কোন অনুভূতিই নেই, তারা মন্দ পথে নিজেদের গা ভাসিয়ে দিয়েছে। বিনা দ্বিধায় তারা সব রকম খারাপ কাজ করে চলে। 20কিন্তু খ্রীষ্টের কাছ থেকে তোমরা তো এমন মন্দ শিক্ষা পাও নি। 21আমি জানি তার অনুগামী হিসাবে সেই সত্য অনুসারে তোমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, যে সত্য খ্রীষ্ট যীশুতে রয়েছে। 22তোমাদের পুরানো প্রবৃত্তিকে ত্যাগ করতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আগে যেভাবে মন্দ জীবনযাপন করতে তা ছাড়তে বলা হয়েছে। সেই পুরানো সত্ত্বা দিন দিন মন্দ থেকে মন্দতর হয়, কারণ লোকেরা তাদের মন্দ চিন্তা দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়। 23কিন্তু তোমাদের শেখানো শিক্ষা অনুসারে তোমরা আপন হৃদয়ে পুনরায় নতুন হয়ে ওঠ, 24এবং সেই নতুন সত্ত্বাকে অবশ্যই পরিধান কর। সেই নতুন সত্ত্বা ঈশ্বরের মত হবার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, যা সত্যই ভাল এবং পবিত্র।

25তাই একে অপরের কাছে মিথ্যা বলা বন্ধ কর, কারণ আমরা পরস্পর এক দেহেরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। 26রেগে গেলে তার প্রভাবে যেন পাপ কোর না, এবং সারাদিন রাগ করে থেকো না। 27তোমাকে পরাস্ত করতে দিয়াবলকে কোন রকম সুযোগ নিতে দিও না। 28যে এক সময় চুরি করত সে যেন আর কখনও চুরি না করে, বরং ভাল কিছু কাজ করতে নিজ হাতে পরিশ্রম করে। সে যেন সবরকম ভাল কাজ করে, তাহলে অভাবী লোকদের সঙ্গে ভাগ করে নেবার জন্যেও তার কিছু থাকবে।

29অপরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার সময় কোন খারাপ কথা বোল না। লোকেদের প্রয়োজনীয় আত্মিক শক্তি দেবার জন্য যা ভাল কেবল তাই-ই বল। এমনভাবে কথা বল যেন তোমার কথায় অপরের উপকার হয়। 30তোমরা ঈশ্বরের পবিত্র আত্মাকে বিষণ্ণ কোর না। আত্মা ঈশ্বরের কাছে প্রমাণ করে যে তোমরা ঈশ্বরের অধিকারভুক্ত। ঈশ্বরের নিরূপিত সময়ে ঈশ্বর যে তোমাদের মুক্ত করবেন তার প্রমাণস্বরূপ ঈশ্বর সেই আত্মাকে তোমাদের মধ্যে দিয়েছেন।

31সব রকমের তিক্ততা, রোষ, ক্রোধ, চেঁচামেচি, নিন্দা ও সব রকমের বিদ্বেষভাব তোমাদের থেকে দূরে রাখ। 32পরস্পরের প্রতি স্নেহশীল হও, পরস্পরকে একইভাবে ক্ষমা কর, যেভাবে ঈশ্বরও খ্রীষ্টে তোমাদের ক্ষমা করেছেন।

5 তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, তিনি তোমাদের ভালবাসেন; তাই ঈশ্বরের মতো হও। 2ভালবাসাপূর্ণ জীবনযাপন কর। খ্রীষ্ট আমাদের যেমন ভালবেসেছেন তেমনি করে অপরকে ভালবাস। খ্রীষ্ট আমাদের জন্য নিজেকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সৌরভযুক্ত বলিরূপে উৎসর্গ করলেন।

3তোমাদের মধ্যে যেন ব্যভিচার না থাকে। তোমাদের মধ্যে কোনরকম নৈতিক অশুদ্ধতা ও লোভ যেন না থাকে। কারণ ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের মধ্যে এসব থাকা ঠিক নয়। 4লজ্জাজনক কোন কথাবার্তা তোমাদের মধ্যে যেন না হয়। বোকার মতো কথা বলো না, নোংরা রসিকতা কোর না; এইসব তোমাদের উপযুক্ত নয়। তোমাদের উচিত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া। 5একথা তোমাদের নিশ্চিতরূপে জানা ভাল: যারা যৌন পাপে লিপ্ত অথবা অপবিত্র জীবনযাপন করে অথবা যারা লোভী, তারা খ্রীষ্টের ও ঈশ্বরের রাজ্যে কোন স্থান পাবে না, কারণ যে লোভী সে তো মূর্ত্তি পূজারী।

6দেখো, কেউ যেন অসার কথাবার্তা বলে তোমাদের প্রতারিত না করে। যারা অবাধ্য তাদের উপর ঈশ্বরের ক্রোধ নেমে আসবে। 7তাই এইসব লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখো না। 8আমি তোমাদের এসব কথা বলছি, কারণ এক সময় তোমরা অন্ধকারে জীবনযাপন করতে; কিন্তু এখন প্রভুর অনুসারী হয়ে তোমরা আলোয় এসেছ, তাই তোমরা এখন জ্যোতির সন্তানদের মতো জীবনযাপন করো। 9সবরকমের মঙ্গলভাব, নীতিপরায়ণতা ও সততা জ্যোতির দ্বারা উৎপন্ন হয়। 10প্রভু কিসে সন্তুষ্ট হন তোমাদের তা শেখা উচিত। 11যারা অন্ধকারে চলে তাদের মন্দ কাজের অংশীদার হয়ো না। ঐসব কাজে কোন সুফল পাওয়া যায় না। সৎকাজে লিপ্ত থাকো; অন্ধকারে যা করা হয় তা যে মন্দ তা দেখিয়ে দাও। 12লোকেরা অন্ধকারে গোপনে যেসব কাজ করে তা উচ্চারণ করাও লজ্জার বিষয়। 13ঐসব বিষয় যে কত মন্দ যখন তা আমরা দেখিয়ে দিই তখন সেই আলোই সব কিছু প্রকাশ করে। 14যখন সব কিছু সহজেই দেখা যায় তখন সে সব আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে যায়। এই জন্যই বলা হয়েছে:

"হে নিদ্রিত লোক জাগো! আর মৃতদের মধ্যে থেকে ওঠ, তাতে খ্রীষ্ট তোমার উপর আলো বর্ষণ করবেন।"

15তাই তোমরা কিরকম জীবনযাপন করছ, সেদিকে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রেখো। নির্বোধ লোকদের মত চলো না কিন্তু জ্ঞানবানের মতো চল। 16সময় বড় খারাপ, এইজন্য ভাল কিছু করার সুযোগ পেলে তার সদ্ব্যবহার কোর। 17তাই নিজেদের জীবন নিয়ে অবোধের মতো চলো না। বুঝতে চেষ্টা কর যে প্রভু তোমাকে দিয়ে কি কাজ করাতে চান। 18দ্রাক্ষারস পান করে মাতাল হয়ো না, তাতে আত্মিক জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে; তার পরিবর্তে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হও।

19গীতসংহিতার স্তোত্র ও আত্মিক সংকীর্তনে তোমরা একে অপরের সাথে আলাপ কর। গাও আর অন্তরে প্রভুর উদ্দেশ্যে সুরেলা সঙ্গীত রচনা কর। 20আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে সব সময় সব কিছুর জন্য আমাদের ঈশ্বর ও পিতাকে সর্বদা ধন্যবাদ দাও।

স্ত্রী এবং স্বামী

21স্বেচ্ছায় তোমরা একে অপরের কাছে নত থাক। খ্রীষ্টের প্রতি তোমাদের শ্রদ্ধার জন্যে তা কর।

22বিবাহিতা নারীরা, তোমরা যেমন প্রভুর অনুগত
তেমনি তোমাদের স্বামীদের অনুগত থাক। 23কারণ স্বামী
তার স্ত্রীর মস্তকস্বরূপ যেমন খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীর মস্তক,
তিনি তো তাঁর দেহেরও ত্রাণকর্তা। 24তাই মণ্ডলী যেমন
খ্রীষ্টের অনুগত, তেমনি স্ত্রীরা তোমরা সব বিষয়ে স্বামীর
অনুগত থেকো।

25স্বামীরা, তোমরাও তোমাদের স্ত্রীদের অনুরূপ
ভালবাস, যেমন খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীকে ভালবেসেছেন ও
তার জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। 26মণ্ডলীকে
পবিত্র করার জন্য খ্রীষ্ট মৃত্যুভোগ করলেন। সুসমাচারের
বাক্যরূপ জলে ধুয়ে তাকে পরিষ্কার করলেন, যাতে
তিনি তা নিজেকে উপহার দিতে পারেন। 27খ্রীষ্ট তাকে
পরিষ্কার করলেন যাতে সে নিজেকে একজন
জ্যোতির্ময়ী বধূ হিসাবে পবিত্র ও অনিন্দনীয়ভাবে
উপহার দিতে পারে, যাতে তার কোন কলঙ্ক বা কুঞ্চন
বা কোন অসম্পূর্ণতা না থাকে। 28স্বামীরা যেমন
নিজেদের দেহকে ভালবাসে তেমনি তারা যেন তাদের
স্ত্রীকে ভালবাসে। যে কেউ তার স্ত্রীকে ভালবাসে, সে
নিজেকেই ভালবাসে। 29কারণ কেউ তার নিজের দেহকে
ঘৃণা করে না, বরং নিজের দেহকে খাদ্য ইত্যাদি দিয়ে
পুষ্ট করে তোলে এবং ভাল করে তার যত্ন নেয়।
অনুরূপভাবে খ্রীষ্ট মণ্ডলীকে আহার দেন ও তার যত্ন
করেন, 30কারণ আমরা তাঁর দেহেরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।
31শাস্ত্রে যেমন বলছে: "এইজন্য মানুষ তার বাবা-মাকে
ছেড়ে তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে ও তারা উভয়ে এক
দেহ হবে।"* 32এই নিগূঢ় সত্য মহান; আর আমি বলি
এটা খ্রীষ্ট ও তাঁর মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে প্রযোজ্য। 33যাইহোক,
তোমরা প্রত্যেকে নিজেদের স্ত্রীকে ভালবাসবে যেমন
তোমরা নিজেদের ভালবাস; আর স্ত্রীরও উচিত তার
স্বামীকে শ্রদ্ধা করা।

ছেলেমেয়ে এবং বাবা মা

6 ছেলেমেয়েরা, প্রভু যেভাবে চান সেইভাবে তোমাদের
বাবা মাকে মেনে চলো; তোমাদের উচিত তাদের
বাধ্য হওয়া। 2আজ্ঞায় আছে, "তোমাদের মা-বাবাকে
সম্মান কোর।"* এটাই হল প্রতিশ্রুতিযুক্ত প্রথম আজ্ঞা।
3সেই প্রতিশ্রুতি হচ্ছে: "তাহলে সবদিক দিয়ে তোমার
মঙ্গল হবে ও তুমি মর্তে দীর্ঘায়ু হবে।"* 4তোমরা
যারা সন্তানের বাবা, আমি তোমাদের বলছি, তোমরা
তোমাদের সন্তানদের ক্রুদ্ধ কোর না, বরং প্রভু যেমন
চান সেইরূপ শাসন করে ও শিক্ষা দিয়ে তাদের মানুষ
করে তোল।

ক্রীতদাস এবং মনিব

5ক্রীতদাসেরা, তোমরা তোমাদের এই জগতের
মনিবদের ভয় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে মান্য করো। তোমরা
যেমন খ্রীষ্টের বাধ্য তেমনি আন্তরিকভাবে ও সত্য হৃদয়ে
তাদেরও বাধ্য হও। 6মানুষের অনুমোদনের জন্য কেবল
তাদের চোখের সামনে যে তাদের সেবা করবে তা নয়,
বরং খ্রীষ্টের ক্রীতদাসের মতো কাজ করো–যে
ক্রীতদাসেরা ঈশ্বরের ইচ্ছা আন্তরিকভাবে পালন করছে।
7ক্রীতদাস হিসাবে সমস্ত অন্তর দিয়ে এমনভাবে কাজ
কর যেন তুমি মানুষকে নয় ঈশ্বরকে সেবা করছ। 8মনে
রেখো, তুমি ক্রীতদাস বা স্বাধীন যাই হও না কেন,
তোমার সমস্ত ভাল কাজের জন্য প্রভু তোমায় পুরস্কার
দেবেন। 9ক্রীতদাসের মনিবরা, তোমাদের বলি,
তোমাদের দাসদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার কোর। তাদের
কড়া কথা বোল না। মনে রেখো, তাদের ও তোমাদের
প্রভু স্বর্গে আছেন; আর সেই প্রভু সকলকেই সমানভাবে
বিচার করেন।

ঈশ্বরের যুদ্ধসজ্জা পরিধান করো

10চিঠি শেষ করার আগে তোমাদের এই কথাই বলি,
তোমরা প্রভুতে বলবান হও, তাঁরই মহাশক্তিতে
শক্তিমান হও।

11তোমরা ঈশ্বরের দেওয়া সমগ্র যুদ্ধসাজ
পরে নাও, যেন দিয়াবলের সমস্ত কৌশলের বিরুদ্ধে
রুখে দাঁড়াতে পার। 12রক্তমাংসের দেহধারী মানুষের
সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম নয়, শাসকগণ, কর্তৃত্বের
অধিকারীসকল, এই অন্ধকার যুগের মহাজাগতিক
ক্ষমতার সঙ্গে এবং স্বর্গরাজ্যের মন্দ শক্তি সমূহের
সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম।

13এইজন্যই ঈশ্বরের প্রতিটি যুদ্ধসাজ তোমাদের
পরে নেওয়া দরকার, তাহলে শয়তানের আক্রমণের
সামনে তোমরা স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারবে, এবং যুদ্ধের
শেষেও তোমরা দাঁড়িয়ে থাকবে। 14সুতরাং শক্ত হয়ে
দাঁড়াও, কোমর বেঁধে নাও; আর ন্যায়পরায়ণতার
ঢালও নাও। 15দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে সুসমাচারের শান্তির
পাদুকা তোমাদের পায়ে পরে নাও। 16এর দ্বারা
তোমরা সেই মন্দ শক্তির সমস্ত রকমের অগ্নিবাণ
নিভিয়ে দিতে পারবে; 17আর পরিত্রাণরূপ শিরস্ত্রাণ ও
পবিত্র আত্মার তরবারি, অর্থাৎ ঈশ্বরের শিক্ষা সঙ্গে
নিও।

18সবসময় পবিত্র আত্মাতে প্রার্থনা কর। সব রকম
প্রার্থনায় প্রার্থনা করে তোমাদের যা প্রয়োজন সে সবই
জানাও। এর জন্য সব সময় সজাগ থেকো, কখনো
হাল ছেড়ে দিও না। ঈশ্বরের সমস্ত লোকদের জন্য
প্রার্থনা কর।

19আমার জন্য প্রার্থনা কর, যেন সুসমাচার প্রচারের
সময় ঈশ্বর আমার মুখে উপযুক্ত কথা যোগান; আর
আমি সাহসের সঙ্গে সুসমাচারের গোপন সত্য বলতে
পারি।

20সেই সুসমাচারের পক্ষে আমি কথা বলে চলেছি।
এই কারাগারের মধ্যেও আমি সেই কাজ করে যাচ্ছি।
প্রার্থনা কর, যেমন উচিত আমি যেন তেমনি নির্ভীকভাবে
এই সুসমাচার প্রচার করে যাই।

"এই জন্য ... হবে" আদি 2:24

"তোমাদের ... কোর" যাত্রা 20:12; দ্বি বি 5:16

"তাহলে ... হবে" যাত্রা 20:12; দ্বি বি 5:16

শেষ শুভেচ্ছা

21আমাদের প্রিয় ভাই তুখিক, যিনি প্রভুর কাজে
একজন বিশ্বস্ত সেবক, তিনিই তোমাদের বলবেন, আমি
কেমন আছি এবং কি করছি। 22তাকে আমি তোমাদের
কাছে এই জন্য পাঠালাম যেন তোমরা আমাদের সব
খবর জানতে পার ও তা জেনে উৎসাহ পাও।

23ভাইরা, পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছ
থেকে বিশ্বাস সহ ভালবাসা ও শান্তি তোমাদের সহবর্তী
হোক।

24যারা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে অশেষ ভালবাসায়
ভালবাসে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাদের সকলের সঙ্গে
থাকুক।

ফিলিপীয়দের প্রতি পত্র

1 আমরা খ্রীষ্ট যীশুর দাস পৌল ও তীমথিয়, ফিলিপীতে
খ্রীষ্ট যীশুতে যত ঈশ্বরের পবিত্র লোকেরা আছেন
তাদের এবং পালকবৃন্দ ও পরিচারকদের কাছে আমরা
এই পত্র লিখছি।

2আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ঘতোমাদের
অনুগ্রহ ও শান্তি দান করুন।

পৌলের প্রার্থনা

3আমি যখনই তোমাদের কথা স্মরণ করি,
তখনই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। 4আমি তোমাদের
সকলের জন্য সব সময় আনন্দের সঙ্গে প্রার্থনা করে
থাকি। 5কারণ সুসমাচার প্রচারের কাজে তোমরা প্রথম
দিন থেকে এ পর্যন্ত আমাকে সাহায্য করে আসছ।
6আমি এবিষয়ে নিশ্চিত যে ঈশ্বর তোমাদের অন্তরে
শুভকাজ শুরু করেছেন। সেই শুভকাজ ঈশ্বর এখনও
করে চলেছেন; এবং খ্রীষ্টের আগমণের দিনে তা সম্পন্ন
করবেন।

7তোমাদের সকলের বিষয়ে আমার এমন চিন্তা
করাই উপযুক্ত, কারণ তোমরা সর্বদা আমার অন্তরে
আছ। তোমাদের কাছে থাকার এই অনুভূতি আমার
জাগে কারণ আমি কারাগারে থাকি, বা সুসমাচারের
পক্ষে কথা বলে তা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রমাণ করি, তার
দ্বারা তোমরা সকলে আমার সেই অনুগ্রহের ভাগী হও।

8ঈশ্বর জানেন যে আমি তোমাদের দেখতে কত
আকাঙ্খা করি। খ্রীষ্ট যীশুর ভালবাসায় আমি তোমাদের
সকলকে ভালবাসি।

9তোমাদের জন্য আমার প্রার্থনা এই:

যেন তোমাদের ভালবাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়; এবং
সেই ভালবাসার সঙ্গে জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধি লাভ কর।

10তোমরা যেন ভাল মন্দের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে
পার আর যা ভাল তা বেছে নাও।

এইভাবে চল যেন যীশু খ্রীষ্টের আগমণের দিন পর্যন্ত
তোমরা শুদ্ধ ও নির্দোষ থাক।

11খ্রীষ্টের মাধ্যমে তোমরা বিবিধ সৎ গুণাবলীতে
পূর্ণ হও, যার দ্বারা ঈশ্বরের প্রশংসা ও মহিমা হয়।

প্রভুর কাজের জন্য পৌলের দুঃখভোগ

12ভাই ও বোনেরা, আমি তোমাদের একথা জানাতে
চাই যে, আমার প্রতি যা ঘটেছে, তা বরং সুসমাচার
প্রচারে সাহায্য করেছে। 13এর ফলে সকল রক্ষীবাহিনী
ও প্রত্যেকের কাছে এটি পরিষ্কার হয়ে গেছে যে আমি
খ্রীষ্টে বিশ্বাসী বলে কারাগারে রয়েছি। 14এছাড়াও প্রভুতে
বিশ্বাসী আমার অনেক ভাই ভয় না পেয়ে অপরকে
আরো বেশী খ্রীষ্টের বার্তা বলতে সাহসী হয়েছে। 15তাদের
মধ্যে কেউ কেউ ঈর্ষা ও বিবাদের মনোভাব নিয়ে
সুসমাচার প্রচার করে, আবার অন্যেরা যথার্থ সৎ ইচ্ছায়
তা প্রচার করে। 16শেষের দলটি ভালবেসেই একাজ
করছে, কারণ এরা জানে যে সুসমাচারের পক্ষ সমর্থন
করার জন্যই ঈশ্বর আমাকে এখানে নিযুক্ত করেছেন।
17কিন্তু অন্যেরা সৎ উদ্দেশ্যে নয়, বরং নিজ নিজ স্বার্থ
সিদ্ধির উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টকে প্রচার করছে। এখানে আমার
বন্দী অবস্থায় তারা তাদের প্রচার দেখিয়ে আমার মনে
দুঃখ দিতে চায়।

18কিন্তু তাতে আমার কি এসে যায়? আসল বিষয়টি
হল সৎ বা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যে ভাবেই হোক্ না
কেন তারা লোকদের কাছে খ্রীষ্টেরই কথা বলছে। আমি
চাই যে তারা লোকদের কাছে খ্রীষ্টের কথা বলে। ঠিক
উদ্দেশ্য সামনে রেখেই একাজ তাদের করা উচিত।
যদিও তারা একটা মিথ্যা ও ভুল উদ্দেশ্য নিয়ে তা
করছে তবুও আমি খুশী কারণ তারা লোকদের কাছে
খ্রীষ্টের কথা বলছে, আর আমি খুশীই থাকব। 19তোমরা
আমার জন্য প্রার্থনা করছ আর যীশু খ্রীষ্টের আত্মা
আমায় সাহায্য করছেন, তাই আমি জানি যে এই সঙ্কট
আমায় পরিত্রাণ এনে দেবে। 20আমার আশা-আকাঙ্খা
এই যে আমি কোন বিষয়ে হতাশ হব না; কিন্তু সব
সময়ের মত এখনও সেই সাহস করি যে আমি বেঁচে
থাকি বা মরে যাই খ্রীষ্ট আমার দেহে মহিমান্বিত
হবেন।

21কারণ আমার কাছে আমার জীবন মানেই খ্রীষ্ট;
আর মরণ হল লাভ। 22এই দেহ নিয়ে যদি আমায়
বেঁচে থাকতে হয় তবে আমি প্রভুর জন্য একাজ করার
সুযোগ পাব। আমি কি বেছে নেব জীবন না মরণ?
আমি জানি না। 23আমি এই দোটানায় পড়েছি। আমি
তো এখনই এ দেহ ত্যাগ করে খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকতে
চাই, কারণ এই তো শ্রেয়। 24কিন্তু এই মরদেহে বেঁচে
থাকা তোমাদের জন্য খুবই প্রয়োজন। 25আমি জানি
যে আমাকে তোমাদের প্রয়োজন আছে; তাই আমি
জানি যে আমি বেঁচে থাকব, তোমাদের সকলের কাছেই
থাকব। আমি তোমাদের বৃদ্ধি পেতে ও তোমাদের বিশ্বাসে
আনন্দ করতে সাহায্য করব; 26এর ফলে যখন আমি
আবার তোমাদের কাছে যাব তখন খ্রীষ্ট যীশুতে আমার
সম্বন্ধে তোমাদের গর্ব করার আরো কারণ থাকবে।

27কিন্তু যাইহোক না কেন, তোমরা খ্রীষ্টের
সুসমাচারের যোগ্যরূপে আচরণ কর। আমি এসে
তোমাদের দেখি বা তোমাদের থেকে দূরে থাকি, আমি
যেন তোমাদের বিষয়ে শুনতে পাই যে, তোমরা এক

আত্মায় সুসমাচারের মধ্যে যে বিশ্বাস আছে তার পক্ষে কঠোর সংগ্রাম করছ; 28আর যারা তোমাদের বিরোধিতা করছে তাদের ভয় পাচ্ছ না। এর দ্বারাই প্রমাণ হবে যে তাদের বিনাশ হচ্ছে ; কিন্তু পরিত্রাণ দ্বারা তোমরা উদ্ধার লাভ করছ, আর এই উদ্ধার ঈশ্বরের কাছ থেকেই আসে । 29তোমরা যে খ্রীষ্ট যীশুর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পেরেছ, এই সম্মান ও সুযোগ ঈশ্বর তোমাদের দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, কিন্তু খ্রীষ্টের জন্য দুঃখভোগ করার সম্মানও তোমাদের দিয়েছেন। 30আমি যখন তোমাদের ওখানে ছিলাম তখন সুসমাচার বিরোধী লোকদের সঙ্গে আমাকে কি রকম সংগ্রাম করতে হয়েছিল তা তোমরা জান এবং এখনও কঠোর সংগ্রাম চলছে আর তোমরাও সেই একই রকম সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যাচ্ছ।

একসাথে থেকে একে অপরের প্রতি যত্নবান হও

2 তোমাদের মধ্যে কি খ্রীষ্টে উৎসাহ আছে? তোমাদের মধ্যে কি ভালবাসা থেকে উদ্ভুত সান্ত্বনা পাওয়া যায়? তোমাদের মধ্যে কি কোন করুণা ও দয়া আছে? 2যদি এগুলি তোমাদের মধ্যে সত্যিই থাকে তবে তা আমায় অতিশয় আনন্দিত করবে, আমি চাই তোমরা একই বিশ্বাসে একমনা হও, পরস্পরের প্রতি ভালবাসায় সংযুক্ত থাকো, একই বিষয়ে বিশ্বাসী হয়ে সকলে একই আত্মায় সংযুক্ত থাকো এবং একই লক্ষ্য রেখে জীবনযাপন কর। 3তোমাদের মধ্যে যেন স্বার্থপরতা না থাকে বরং নম্রভাবে প্রত্যেকে নিজের থেকে অপরকে শ্রেষ্ঠ ভাবো। 4প্রত্যেকে কেবল নিজের বিষয়ে নয়, কিন্তু অপরের মঙ্গল কিসে হয় সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখুক।

খ্রীষ্টের মত নিঃস্বার্থ হও

5খ্রীষ্ট যীশুর মধ্যে যে ভাব ছিল, তোমাদের মধ্যেও সেই মনোভাব থাকুক।

6যদিও সমস্ত দিক দিয়ে খ্রীষ্ট ছিলেন ঈশ্বরের মতো। তিনি ঈশ্বরের সমান ছিলেন; কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে সমান থাকাটা তিনি আঁকড়ে ধরে থাকার মত এমন কিছু বলে মনে করেন নি। তিনি ঈশ্বরের স্তর থেকে নামলেন, 7নিজের উচ্চস্থান ছেড়ে দিলেন এবং একজন ক্রীতদাসের মতো হলেন। তিনি মানুষের মত হয়ে জন্ম নিলেন ও একজন দাসের মতো হলেন। 8তিনি যখন মানব জীবনযাপন করলেন, তখন তিনি সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের বাধ্যতা স্বীকার করলেন। সেই বাধ্যতার দরুণ তাঁর মৃত্যু হল, আর ক্রুশের উপর তাঁকে প্রাণ দিতে হল। 9খ্রীষ্ট ঈশ্বরের বাধ্য হলেন তাই ঈশ্বর তাঁকে পুনরুত্থিত করে সব কিছুর উপরে উন্নত করলেন এবং সে ঈশ্বর খ্রীষ্টের নামকে সব থেকে শ্রেষ্ঠ করলেন। 10যেন যারা স্বর্গে আছে, যারা মর্ত্যের লোক আর যারা পাতালের তারা সকলেই সেই যীশু নামের কাছে নতজানু হয়, 11আর প্রত্যেকে যেন মুখে স্বীকার করে, "যে যীশু খ্রীষ্টই প্রভু।" এতেই পিতা ঈশ্বর মহিমান্বিত হবেন।

ঈশ্বরের মনোমতো লোক হও

12হে আমার প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা সবসময় বাধ্যতা সহকারে চলে আসছ। আমি যখন তোমাদের মধ্যে ছিলাম তখন তোমরা ঈশ্বরের বাধ্য ছিলে, এখন আরো বেশী প্রয়োজন যে তোমরা বাধ্য হও কারণ এখন আমি তোমাদের সবার থেকে দূরে। তোমাদের পরিত্রাণ সম্পূর্ণ করার জন্য পরম শ্রদ্ধা ও ঈশ্বর ভয়ের সাথে কাজ করে যাও। 13হ্যাঁ, ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে কাজ করছেন। ঈশ্বরের শক্তির সাহায্যে তোমরা সেইসব কাজ কর, যা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে।

14তোমরা অভিযোগ ও তর্ক-বিতর্ক না করে সব কাজ কর, 15যেন নির্দোষ ও খাঁটি লোক হও, এ যুগের কুটিল ও বিপথগামী লোকদের মাঝে ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক সন্তানরূপে থাক। তাদের মাঝে এমনভাবে থাক যেন অন্ধকার জগতে তোমরা উজ্জ্বল নক্ষত্র। 16তোমরা তাদের কাছে সেই শিক্ষা দাও যা জীবন আনে, তাহলে খ্রীষ্ট যখন ফিরে আসবেন তখন আমার আনন্দ করার মত কিছু থাকবে। আমার পরিশ্রম যে বৃথা হয় নি এবং আমি যে বৃথা দৌড়াই নি এই জন্য আমি আনন্দ করতে পারব। 17ঈশ্বরের সেবার জন্য তোমাদের জীবন বলিরূপে উৎসর্গ করতে তোমাদের বিশ্বাস প্রেরণা যোগায়। হয়তো তোমাদের উৎসর্গের সঙ্গে আমার নিজের রক্তও উৎসর্গ করতে হবে; আর তাই যদি করতে হয় তবে আমি পরম সুখী হব ও তোমাদের জন্য আমি আনন্দে ভরপুর হব। 18আমার সঙ্গে তোমাদেরও আনন্দ ও উল্লাস করা উচিত।

তীমথিয় ও ইপাফ্রদীতের কথা

19আমি আশা করছি, প্রভু যীশুর সাহায্যে শিগ্‌গির তোমাদের কাছে তীমথিয়কে পাঠাব, যেন তোমাদের খবরাখবর জেনে আমি আশ্বস্ত হই। 20আমার কাছে তীমথিয় ছাড়া আর কেউ নেই যে আমার সঙ্গে একাত্ম ও তোমাদের জন্যে সত্যি সত্যিই চিন্তা করে। 21কারণ অন্য সকলেই খ্রীষ্ট যীশুর বিষয় নয় কিন্তু কেবল নিজেদের বিষয়েই চিন্তা করছে।

22আর তোমরা তীমথির চরিত্র জান। ছেলে যেমন তার বাবার সঙ্গে কাজ করে, ইনিও তেমনি আমার সঙ্গে সুসমাচার প্রচারের সেবা কাজ করে চলেছেন। 23খুব শিগ্‌গিরই আমি তাকে তোমাদের কাছে পাঠাতে চাইছি। আমার কি হবে তা জানতে পারলেই আমি তাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব; 24আর আমি বিশ্বাস করি যে প্রভুর কৃপায় আমি নিজেও শিগ্‌গির তোমাদের কাছে যাব।

25ইপাফ্রদীত খ্রীষ্টেতে আমার ভাই, খ্রীষ্টের সেনাদলে তিনি আমার এক সহকর্মী ও সেবক। আমার প্রয়োজনের সময় তোমরা তাঁকে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠিয়েছিলে। আমি এখন ভাবছি যে তাঁকে তোমাদের কাছে ফেরৎ পাঠানোর প্রয়োজন। 26আমি তাঁকে পাঠাচ্ছি এই জন্য যে তিনি তোমাদের সকলকে দেখতে চান, আর তোমরা তাঁর অসুস্থতার কথা শুনেছ বলে তিনি খুবই চিন্তিত।

27সত্যিই তিনি খুবই অসুস্থ হয়েছিলেন। মরণাপন্ন অবস্থা হয়েছিল, কিন্তু ঈশ্বর তার প্রতি করুণা করেছেন, কেবল তাঁর প্রতি নয় কিন্তু আমার উপরও দয়া করেছেন যেন দুঃখের উপর আরো দুঃখ আমার না হয়। 28তাই এত আগ্রহের সঙ্গে আমি তোমাদের কাছে তাঁকে পাঠাচ্ছি যেন তোমরা তাঁকে দেখে আবার আনন্দ পাও; আর তোমাদের বিষয়ে আমাকে আর চিন্তা করতে না হয়। 29তোমরা তাঁকে প্রভুতে সানন্দে গ্রহণ কোর। এই ধরণের লোকদের সম্মান করো। 30তাঁকে সম্মান দেখানো উচিত কারণ খ্রীষ্টের কাজের জন্য তিনি প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলেন। আমাকে সাহায্য করতে গিয়ে তিনি নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়েছিলেন; এ এমন সাহায্য ছিল যা তোমরা করতে পারতে না।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেন খ্রীষ্ট

3 আমার ভাই ও বোনেরা, তোমরা প্রভুতে আনন্দ কর। এই একই কথা আবার লিখতে আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না; আর এটি তোমাদের নিরাপত্তার জন্য। 2"কুকুরদের" থেকে সাবধান! যারা মন্দ কাজ করে ও যারা দেহকে ছিন্নভিন্ন করতে চায় তাদের থেকে সাবধান! 3কারণ আমরাই তো প্রকৃত সুন্নত হওয়া লোক; আমরা ঈশ্বরের আত্মায় উপাসনা করি, আর খ্রীষ্ট যীশুতে গর্ব বোধ করি। আমরা নিজেদের উপর বা বাহ্যিক কোন কিছু করার উপর আস্থা রাখি না। 4যদিও আমি নিজের উপর আস্থা রাখতে পারতাম, তবুও আমি তা করি না। যদি কোন লোকের মনে হয় যে সে নিজের উপর আস্থা রাখতে পারে তবে তার জানা ভাল যে নিজের উপর আস্থা রাখার জন্য আরো বড় কারণ আমার আছে। 5জন্মের পর আমার বয়স যখন আট দিন তখন আমার সুন্নত হয়েছে; আমি ইস্রায়েলীয়, বিন্যামীন গোষ্ঠীর লোক। আমি একজন ইব্রীয়, আমার বাবা-মা ইব্রীয়। মোশির বিধি-ব্যবস্থা পালনে গোঁড়া হওয়ায় আমি ফরীশী হয়েছিলাম। 6আমার নিজের ইহুদী ধর্মের বিষয়ে আমি এতই উৎসাহী ছিলাম যে আমি খ্রীষ্ট মণ্ডলীর প্রতি নির্যাতন করতাম। আমি এমন নিখুঁতভাবে মোশির বিধি-ব্যবস্থা পালন করতাম যে তার মধ্যে কোন ত্রুটি ছিল না। 7এক সময়ে ঐসব বিষয় আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল; কিন্তু আমি খ্রীষ্টকে পেয়েছি, তাই ঐসব বিষয়ের মূল্য আর আমার কাছে রইল না। 8কেবল ঐসব বিষয় নয়, বরং সমস্ত কিছুই আমার প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতার কাছে নিতান্তই নগণ্য বলে মনে করলাম। তাঁর জন্য আমি সবই বর্জন করেছি। এখন আমি ঐ সবকিছু আবর্জনার মতোই মনে করি, আর খ্রীষ্টকে আরো বেশী করে পেতে এ আমায় সাহায্য করে, 9এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত রাখে। খ্রীষ্টেতে আমি ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছি। এই ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়া আমার বিধি-ব্যবস্থা পালনের মধ্য দিয়ে আসে নি। ঈশ্বরের কাছ থেকে দানরূপে এ আমি পেয়েছি। খ্রীষ্টে আমার যে বিশ্বাস আছে, সেই বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বর আমাকে ধার্মিক প্রতিপন্ন করেন। 10আমি চাই খ্রীষ্টকে ও মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর পুনরুত্থানের শক্তিকে জানতে। আমি খ্রীষ্টের দুঃখভোগের সহভাগীতা লাভ করতে চাই। এইভাবে যেন তাঁর মৃত্যুতে তাঁর সমরূপ হই। 11আমি যদি এসবের সহভাগী হই, তবে আমি প্রত্যাশা করতে পারি যে আমিও মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হতে পারব।

লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করা

12একথা বলছি না যে আমি লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েছি বা পূর্ণতা পেয়েছি। আমি সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে চেষ্টা করছি; এবং যে উদ্দেশ্যে খ্রীষ্ট আমাকে ধরেছিলেন তাঁর সেই উদ্দেশ্য পর্যন্ত আমি পৌঁছাতে চাই। 13ভাই ও বোনেরা আমি জানি যে আমি সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি নি। 14কিন্তু একটি বিষয়ে আমি চেষ্টা করে চলেছি: অতীতের সবকিছু ভুলে সামনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে প্রাণপণ চেষ্টা করছি যাতে পুরস্কার লাভ করি। উর্ধস্থ জীবনের জন্য খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের আহ্বানস্বরূপ এই পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি আমাকে দেওয়া হয়েছে।

15আমরা যারা আত্মিকভাবে পরিপক্ক, আমাদের উচিত এইভাবে চিন্তা করা; আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের অন্যরকম মনোভাব থাকে তবে ঈশ্বর সে বিষয়ে তোমাদের কাছে পরিষ্কার করে দেবেন। 16এস আমরা ইতিমধ্যে যে সত্যে পৌঁছেছি, সেই সত্য অনুসরণ করি।

17ভাই ও বোনেরা, তোমরা আমার মতো জীবনযাপন করো। তোমাদের যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে যারা চলে, তাদের অনুকরণ কর। 18অনেকে আছে যারা খ্রীষ্টের ক্রুশের শত্রুর মত আচরণ করে। আগে বহুবার আমি তাদের কথা তোমাদের বলেছি, এখন চোখের জল ফেলতে ফেলতে আমি তাদের কথা আবার তোমাদের বলছি। 19যেভাবে তারা চলছে তার পরিণাম বিনাশ। তারা ঈশ্বরের সেবা করে না, কেবল নিজেদের তুষ্টির জন্যই বাঁচে। তারা লজ্জাকর কাজ করে আর তাই নিয়ে তারা গর্ব বোধ করে। তারা কেবল পার্থিব বিষয়ই ভাবে। 20আমাদের যথার্থ রাজ্য স্বর্গে। সেই স্বর্গ থেকে আমাদের ত্রাণকর্তার আগমণের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। আমাদের ত্রাণকর্তা হলেন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট। 21তিনি এসে আমাদের এই দীনতার দেহকে বদলে তাঁর নিজের মহিমান্বিত দেহের সমরূপ করবেন। খ্রীষ্ট তাঁর নিজ পরাক্রমে এই কাজ করতে পারেন এবং তাঁর সেই পরাক্রমে খ্রীষ্ট সমস্ত বিষয়ের উপরে কর্তৃত্ব করতে সমর্থ।

ফিলিপীয়দের প্রতি পৌলের নির্দেশ

4 আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমি তোমাদের ভালবাসি আর তোমাদের দেখতে চাই। তোমরা আমার আনন্দ ও গর্বের বিষয়। আমি যেমন বলেছি, তেমনভাবেই সর্বদা প্রভুর বাধ্য থেকো।

2এখন আমি ইবদিয়াকে আর সুন্তুখীকে অনুরোধ করছি, তোমরা প্রভুতে বোন হিসাবে পরস্পর একমত হও। 3তোমরা যারা আমার বিশ্বস্ত সহকর্মী, তোমাদের

এই মহিলাদের সাহায্য করতে বলছি। এরা সুসমাচার প্রচারের কাজে আমার সঙ্গে সংগ্রাম করছেন। ক্লীমেন্ত ও আমার অন্যান্য সহকর্মীবৃন্দের সঙ্গে এরা কাজ করেছেন, এদের নাম জীবন-পুস্তকে লেখা আছে।

4সব সময় প্রভুতে আনন্দ কর, আমি আবার বলছি আনন্দ কর।

5তোমাদের শান্ত সংযত আচরণ দ্বারা যেন তোমরা সকলের প্রীতির পাত্র হও। প্রভু শিগ্‌গির আসছেন। 6কোন কিছুতে উদ্বিগ্ন হয়ো না; বরং সকল বিষয়েই প্রার্থনার মাধ্যমে তোমাদের যা কিছু প্রয়োজন তা একমাত্র ঈশ্বরকে জানাও এবং তাঁকে ধন্যবাদ দাও। 7তাতে সমস্ত চিন্তার অতীত যে ঈশ্বরের শান্তি, তা তোমাদের হৃদয় ও মনকে খ্রীষ্ট যীশুতে রক্ষা করবে।

8সব শেষে আমার ভাই ও বোনেরা, আমি একথাই বলব, যা কিছু সত্য, যা কিছু সম্মানীয়, যা কিছু ন্যায্য, যা কিছু পবিত্র, যা কিছু প্রীতিজনক, যা কিছু ভদ্র, যে কোন সদ্‌গুণ ও যে কোন সুখ্যাতিযুক্ত বিষয় দিয়ে তোমাদের মন পূর্ণ রেখো। 9তোমরা আমার কাছ থেকে যা শিখেছ, শুনেছ ও পেয়েছ আর তোমরা আমাকে যা করতে দেখেছ, তাই কর। তাহলে যিনি শান্তির ঈশ্বর তিনি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন।

ফিলিপীয় খ্রীষ্টীয়ানদের প্রতি পৌলের ধন্যবাদ

10আমি প্রভুতে খুব আনন্দ পেয়েছি, কারণ এতদিন পর এখন তোমরা আবার আমার জন্য চিন্তা করতে নতুন উদ্দীপনা পেয়েছ। তোমরা সব সময়ই আমার বিষয়ে চিন্তা কর, কিন্তু তা দেখাবার সুযোগ পাওনি। 11আমার প্রয়োজনের জন্য যে আমি তোমাদের একথা বলছি তা নয়, কারণ যে কোন অবস্থাতেই তৃপ্ত থাকতে আমি শিখেছি। 12অভাবের সময় কিভাবে জীবনযাপন করতে হয় তা আমি জানি। আবার প্রাচুর্যের সময় কিভাবে চলতে হয় তাও আমি জানি। যে কোন অবস্থায় পরিতৃপ্ত বা ক্ষুধিত থাকতে, উপচয় কি অভাব ভোগ করতে যে কোন অবস্থায় জীবনযাপনের গূঢ়তত্ত্ব আমি শিখেছি। 13যিনি আমাকে শক্তি দেন, সেই খ্রীষ্টের শক্তিতে আমি সকল অবস্থাতেই বলবান।

14যাইহোক, আমার প্রয়োজনের সময় তোমরা আমায় সাহায্য করতে এগিয়ে এসে ভালোই করেছ। 15তোমরা ফিলিপীয়েরা ভাল করেই জান, সেই শুরুতে আমি সেখানে যখন সুসমাচার প্রচার করেছিলাম, আমি যখন মাকিদনিয়া ছেড়ে যাই সেই সময় একমাত্র তোমাদের মণ্ডলীই আমাকে সাহায্য করেছিল। 16আমি যখন থিসলনীকীতেও ছিলাম সেখানেও তোমরা বেশ কয়েকবার আমায় সাহায্য পাঠিয়েছিলে। 17আসলে তোমাদের কাছ থেকে কিছু সাহায্য পাব এই আশায় যে আমি একথা বলছি তা নয়, বরং আমি চাই যেন দানের মাধ্যমে তোমাদের মঙ্গল হয়। 18আমার যা প্রয়োজন সে সব কিছুই আমার আছে, বলতে কি প্রয়োজনের অতিরিক্ত আছে। তোমরা ইপাফ্রদীতের মারফৎ যে উপহার আমাকে পাঠিয়েছ, তাতে আমার সব অভাব মিটেছে। তোমাদের সেই উপহার ঈশ্বরের কাছে প্রীতিজনক ও গ্রহণযোগ্য সুরভিত অর্ঘ্যের মত। 19আমার ঈশ্বর তোমাদের সব অভাব মিটিয়ে দেবেন, খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের যে মহিমার ভাণ্ডার আছে তার থেকে তিনি তোমাদের সব অভাব মোচন করবেন। 20আমাদের ঈশ্বর ও পিতার মহিমা যুগে যুগে হোক্‌, আমেন। 21যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে সংযুক্ত ঈশ্বরের লোকদের প্রত্যেক জনকে আমার শুভেচ্ছা জানিও। আমার সঙ্গে যে সব ভাইরা আছেন তারা তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। 22ঈশ্বরের সকল লোকেরা যারা এখানে আছেন, বিশেষতঃ কৈসরের রাজপ্রাসাদের লোকেরাও তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।

23আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সঙ্গে সর্বদা থাকুক।

কলসীয়দের প্রতি পত্র

1 আমি পৌল, ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে খ্রীষ্ট যীশুর প্রেরিত
ও আমাদের ভাই তীমথিয়, 2কলসীতে ঈশ্বরের যে
সকল পবিত্র ও বিশ্বস্ত ভাই ও বোনেরা খ্রীষ্টেতে আছেন,
তাদের আমরা এই চিঠি লিখছি। আমাদের পিতা ঈশ্বরের
কাছ থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপরে বর্তুক।

3আমরা প্রার্থনা করার সময় সব সময়ই তোমাদের
হয়ে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই।
4আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই কারণ খ্রীষ্টের ওপর
তোমাদের বিশ্বাস, আর ঈশ্বরের সমস্ত লোকদের জন্য
তোমাদের ভালবাসার কথা আমরা শুনেছি। 5এই বিশ্বাস
ও ভালবাসার কারণ তোমাদের অন্তরের সেই প্রত্যাশা।
তোমরা জান যে তোমরা যা কিছু প্রত্যাশা করছ, সে
সব স্বর্গে তোমাদের জন্য সঞ্চিত রয়েছে। যখন সত্য
শিক্ষা ও সুসমাচার তোমাদের কাছে বলা হয়েছিল,
তখনই প্রথম সেই প্রত্যাশার বৃত্তান্ত তোমরা শুনেছিলে।
6সেই সুসমাচার সমস্ত জগতে প্রচারিত হচ্ছে আর তা
ফলদায়ী হচ্ছে ও বৃদ্ধি লাভ করছে। তোমরা যখন
সুসমাচার শুনে ঈশ্বরের অনুগ্রহের কথা জেনেছিলে তখন
থেকে তোমাদের মধ্যেও তা সেই একইভাবে কাজ
করছে। 7ইপাফ্রার কাছ থেকে তোমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহের
কথা জেনেছ, ইপাফ্রা আমাদের সহদাস, আমরা তাকে
ভালবাসি। আমাদের জন্য তিনি খ্রীষ্টের এক বিশ্বস্ত
সেবক। 8পবিত্র আত্মা তোমাদের অন্তরে যে গভীর
ভালবাসা দিয়েছেন সে কথাও তিনি আমাদের
জানিয়েছেন।

9এই জন্য যে দিন থেকে আমরা তোমাদের বিষয়ে
এই সব কথা জানতে পেরেছি, সেইদিন থেকেই আমরা
তোমাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে অবিরত প্রার্থনা করছি:

যাতে ঈশ্বর তোমাদের জীবনে কি করতে চান তা
পূর্ণরূপে জানতে পার; এবং যাতে তোমরা সকল
আত্মিক বিষয়ে প্রজ্ঞা ও বোধশক্তি লাভ কর;

10তার ফলে তোমরা এমন জীবনযাপন কর যাতে
তাঁর গৌরব হয় ও প্রভু সমস্ত দিক দিয়ে খুশী হন।
আমি প্রার্থনা করি যেন তোমরা সব রকমের সৎকাজ
করে ফলবান হও এবং ঈশ্বরের জ্ঞানে বৃদ্ধিলাভ কর।

11যেন ঈশ্বর তাঁর মহাশক্তিতে তোমাদের শক্তিমান
করেন ও তাঁর পরাক্রমে বলিষ্ঠ করেন; যেন দুঃখ-কষ্ট
এলে তোমরা সহ্য করতে ও ধৈর্য ধরতে পার।

12তাহলে তোমরা আনন্দ সহকারে পিতাকে ধন্যবাদ
দিতে পারবে, যিনি তাঁর আলোর সন্তানদের উত্তরাধিকার
সূত্রে প্রাপ্ত অংশ ভোগ করার যোগ্যতা তোমাদের
দিয়েছেন। 13তিনিই অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের
উদ্ধার করে তাঁর প্রিয় পুত্রের রাজত্বে স্থান দিয়েছেন।
14তাঁর মাধ্যমেই আমরা মুক্ত হই ও সব পাপের ক্ষমা
পাই।

খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের দর্শন

15কেউই ঈশ্বরকে দেখতে পায় না; কিন্তু যীশুই
অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি এবং সমস্ত সৃষ্টির প্রথমজাত।
16তাঁর পরাক্রমে সবকিছুই সৃষ্টি হয়েছে। স্বর্গে ও মর্ত্যে,
দৃশ্য ও অদৃশ্য যা কিছু আছে, সমস্ত আত্মিক শক্তি,
প্রভুবৃন্দ, শাসনকারী কর্তৃত্ব, সকলই তাঁর দ্বারা ও তাঁর
নিমিত্ত সৃষ্ট হয়েছে। 17সবকিছুর পূর্বেই খ্রীষ্টের অস্তিত্ব
ছিল; তাঁর শক্তিতেই সব কিছু স্থিতিশীল আছে। 18খ্রীষ্ট
হলেন দেহের মস্তক সেই দেহ হচ্ছে মণ্ডলী। সব কিছুর
আদি তিনি, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিতদের মধ্যে
তিনি প্রথম, তাই সব কিছুতেই প্রথমে তাঁর স্থান। 19তাই
ঈশ্বর তাঁর সমস্ত পূর্ণতায় খ্রীষ্টে বাস করে খুশী হয়েছিলেন,
20আর খ্রীষ্টের ক্রুশের ওপর পতিত রক্তের দ্বারা শান্তি
স্থাপন করে কি স্বর্গের, কি মর্ত্যের সব কিছু খ্রীষ্টের
মাধ্যমে তাঁর কাছে পুনরায় ফিরিয়ে আনলেন।

21এক সময় তোমরা ঈশ্বর থেকে আলাদা ছিলে।
তোমরা তোমাদের চিন্তায় ও তোমাদের কুকর্মের জন্য
ঘোর ঈশ্বর বিরোধী ছিলে। 22এখন খ্রীষ্টের পার্থিব দেহের
দ্বারা ঈশ্বর তোমাদের তাঁর সঙ্গে পুনর্মিলিত করেছেন,
যাতে তিনি তোমাদের ঈশ্বরের সাক্ষাতে পবিত্র নির্দোষ
ও নিষ্কলঙ্করূপে উপস্থিত করতে পারেন। 23তোমরা
যে সুসমাচার শুনেছ যদি তা বিশ্বাস করে স্থির থাক
এবং সুসমাচার থেকে যে প্রত্যাশা তোমরা পেয়েছ তা
থেকে যদি সরে না যাও তবে খ্রীষ্ট এসব সম্পন্ন করবেন।
জগতের সর্বত্র সমস্ত লোকের কাছে সেই একই সুসমাচার
প্রচারিত হয়েছে। আমি পৌল সেই সুসমাচারের দাস
হয়েছি।

মণ্ডলীর জন্য পৌলের কাজ

24এখন তোমাদের জন্য আমার যে কষ্টভোগ করতে
হয় তার জন্য আমি আনন্দিত। খ্রীষ্টের দুঃখভোগের যে
অংশ অপূর্ণ রয়ে গেছে তা আমি তাঁর দেহরূপ মণ্ডলীর
হয়ে আমার দেহে দুঃখভোগ করে পূর্ণ করছি। 25আমি
মণ্ডলীর সেবকরূপে কাজ করছি, কারণ ঈশ্বর আমাকে
এই বিশেষ কাজের জন্য নিয়োগ করেছেন। এই প্রচারে
তোমাদের উপকার হচ্ছে; আমার কাজ হল ঈশ্বরের
সত্য বাক্য সম্পূর্ণরূপে প্রচার করা। 26এই সত্য বাক্যের
নিগূঢ়তত্ত্ব সৃষ্টির শুরু থেকে গুপ্ত ছিল এবং তা সমস্ত
মানুষের কাছে গুপ্ত ছিল; কিন্তু এখন ঈশ্বরের পবিত্র
লোকদের কাছে তা প্রকাশিত হয়েছে। 27ঈশ্বর তাঁর

আপন লোকদের কাছে তাঁর মূল্যবান মহিমাময় গুপ্ত সত্য প্রকাশ করতে মনস্থ করলেন; সেই মহান সত্য সব মানুষের জন্য। সেই গুপ্ত সত্য খ্রীষ্ট স্বয়ং, যিনি তোমাদের মধ্যে আছেন, এবং ঈশ্বরের গৌরবের ভাগী হবার জন্য তিনিই কেবল আমাদের ভরসা।

28তাই সমস্ত প্রজ্ঞায় প্রত্যেককে বিশদভাবে উপদেশ দিয়ে এবং সতর্ক করে আমরা খ্রীষ্টকে প্রচার করি, যাতে প্রত্যেককে ঈশ্বরের কাছে খ্রীষ্টে পরিপক্ক মানুষ হিসাবে উপস্থিত করতে পারি। 29এই উদ্দেশ্যে আমার মধ্যে মহাপরাক্রমে ক্রিয়াশীল খ্রীষ্টের শক্তি ব্যবহার করে আমি পরিশ্রম ও সংগ্রাম করছি।

2 আমি চাই, তোমরা জান যে তোমাদের সাহায্য করার জন্য আমি কতো কঠোর পরিশ্রম করছি। লায়দিকেয়ার লোকদের ও আরো অনেকের জন্যও পরিশ্রম করছি, যাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ বা পরিচয় হয় নি। 2আমি চাই তারা ও তোমরা যেন শক্তিশালী হয়ে ওঠো এবং যেন পরস্পর ভালবাসার বন্ধনে বাঁধা থাকো; আর সুবিবেচনার মধ্য দিয়ে যে দৃঢ় বিশ্বাস আসে তাতে সমৃদ্ধ হও। আমি চাই তোমরা ঈশ্বরের নিগূঢ় সত্য পূর্ণরূপে জানো। ঈশ্বর যা প্রকাশ করেছেন সেই গুপ্ত সত্য খ্রীষ্ট নিজে। 3খ্রীষ্টের মধ্যেই নিশ্চিতরূপে সমস্ত বিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ঐশ্বর্য নিহিত আছে। 4আমি এসব কথা বলছি, যেন কেউ তোমাদের বড় বড় মতবাদ দিয়ে বিপথগামী না করে; যা মনে হয় ভাল কিন্তু আসলে নিছক মিথ্যা। 5দৈহিকভাবে আমি তোমাদের কাছ থেকে দূরে থাকলেও আত্মায় আমি তোমাদের সঙ্গেই আছি। তোমাদের সুশৃঙ্খল জীবন দেখে ও খ্রীষ্টে তোমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস দেখে আমি আনন্দিত।

খ্রীষ্টেতে জীবনযাপন কর

6খ্রীষ্ট যীশুকে তোমরা যেমনভাবে প্রভু বলে গ্রহণ করেছ তেমনভাবেই যীশুতে জীবনযাপন করতে থাক। 7খ্রীষ্টের মধ্যে গভীরভাবে গেঁথে গিয়ে তাঁরই ওপরে তোমরা গড়ে ওঠো এবং যেমন তোমাদের শেখানো হয়েছে সেইভাবেই বিশ্বাসে দৃঢ় হও; আর সর্বদা কৃতজ্ঞতা সহকারে ধন্যবাদ দাও।

8সাবধান থেকো, কেউ যেন দর্শন বিদ্যা ও ফাঁকির ছলনা দ্বারা তোমাদের বিশ্বাস থেকে সরিয়ে না নিয়ে যায়। ঐসব মতবাদ খ্রীষ্ট হতে আসে নি, এসেছে মানুষের পরস্পরাগত শিক্ষা ও জগতের লোকদের প্রাথমিক ধারণার মধ্য দিয়ে। 9কারণ ঈশ্বরের সম্পূর্ণতা খ্রীষ্টের দেহের মধ্যে বাস করেছে; 10আর তোমরা খ্রীষ্টেতেই পূর্ণতা লাভ করেছ, তোমাদের আর কিছুরই প্রয়োজন নেই। খ্রীষ্ট সমস্ত শাসক ও আধিপত্যের কর্তা।

11খ্রীষ্টে তোমাদের ভিন্ন রকমের সুন্নত হয়েছে। সেই সুন্নত মানুষের হাত দিয়ে হয়নি, এই সুন্নত হচ্ছে তোমাদের পাপময় প্রকৃতি থেকে মুক্তিলাভ; আর এই রকমের সুন্নত খ্রীষ্টেই সম্পন্ন হয়েছে। 12তোমাদের বাপ্তিস্মের সময় তোমাদের পুরানো সত্ত্বা মরে গিয়েছিল; তোমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে সমাধিস্থ হয়েছিলে, সেই বাপ্তিস্মে তোমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছিলে কারণ ঈশ্বরের পরাক্রমে তোমাদের বিশ্বাস ছিল। খ্রীষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করাতে ঈশ্বরের সেই পরাক্রম প্রকাশিত হয়েছিল। 13তোমাদের পাপের কারণে এবং তোমাদের পাপময় প্রকৃতির কবল থেকে উদ্ধার লাভ বা সুন্নত হয়নি বলে তোমরা আত্মিকভাবে মৃত ছিলে। কিন্তু খ্রীষ্টের সঙ্গে ঈশ্বর তোমাদের জীবিত করলেন, আর ঈশ্বর তোমাদের সব পাপ ক্ষমা করলেন। 14ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থা লঙ্ঘন করার ফলে আমরা দায়বদ্ধ ছিলাম, সেই দায়ের মধ্যে আমাদের ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থা পালনের ব্যর্থতার কথা লিখিত ছিল; কিন্তু ঈশ্বর আমাদের সেই দায় মুকুব করলেন। ঈশ্বর সেই দায়ের তালিকা নিয়ে ক্রুশের উপর পেরেক দিয়ে লটকে দিলেন; 15আর এইভাবে সমস্ত (আত্মিক) শাসক ও আধিপত্যকে পরাস্ত করলেন। ঈশ্বর জগতকে দেখালেন যে তারা শক্তিহীন।

মানুষের তৈরী নিয়ম অনুসরণ করো না

16এই জন্য খাদ্য বা পানীয় নিয়ে বা কোন পর্বপালন অমাবস্যা, কি বিশ্রামবারের বিশেষ দিনগুলি পালন নিয়ে কেউ যেন তোমাদের বিচার না করে।

17অতীতে ঐ সবকিছু ছিল ভবিষ্যতে যা হবে তার ছায়ার মতো, কিন্তু নতুন যা কিছু আসছিল তা খ্রীষ্টের। 18যারা বিনম্রতার ভান করে এবং স্বর্গদূতদের উপাসনা করে আমোদ পায় তাদের কেউ যেন তোমাদের পুরস্কার প্রাপ্তির অযোগ্যতা প্রমাণ না করে। এইরূপ ব্যক্তি সবসময়েই নিজের দেখা দর্শনের কথা বলে এবং অনাত্মিক চিন্তার দ্বারা বিনা কারণে বিনাশরূপ অহঙ্কারে ফুলে ওঠে। 19এরূপ লোকেরা খ্রীষ্টকে ধরে থাকে না, যিনি দেহের মস্তক স্বরূপ। সমস্ত দেহটাই খ্রীষ্টের উপর নির্ভরশীল এবং খ্রীষ্টের জন্যই দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি পরস্পরকে যত্ন করে ও পরস্পরের জন্য চিন্তা করে। এতেই দেহ শক্তিশালী হয় এবং দেহকে একসাথে ধরে রাখে; আর এইভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে দেহ বৃদ্ধিলাভ করে।

20খ্রীষ্টের সঙ্গে তোমাদের মৃত্যু হয়েছে বলে তোমরা জগতের প্রাথমিক শিক্ষার অধীন নও। তবু এমনভাবে চলছ যাতে মনে হচ্ছে তোমরা এখনও জগতের লোক। তোমরা জগতের এইসব নিয়ম কানুন এখনও মেনে চলছ যেমন: 21"ওটা খাওয়া ঠিক নয়", "ওটা চেখে দেখো না", "ওটা ছুঁয়ো না" ইত্যাদি। 22এসব নিয়ম কানুনের অন্তর্গত বস্তু (বিষয়) ব্যবহারে ক্ষয় পায় এবং এগুলি গড়ে উঠেছে মানুষের আদেশ ও শিক্ষার উপর ভিত্তি করে। 23ঈশ্বরের নির্দেশ নয়, এসব নিয়ম কানুন হল মানুষের গড়া ধর্মের অংশ যা পূর্ণজ্ঞান বলে বিবেচিত হয় এবং যাতে বিনয়ের ভান ও কৃচ্ছসাধন করার কথা থাকে। কিন্তু এইসব নিয়ম কানুন মানুষের মধ্যে যে পাপ প্রবৃত্তিগুলি থাকে সেগুলিকে বশে আনতে পারে না।

খ্রীষ্টে তোমার নতুন জীবন

3 খ্রীষ্টের সঙ্গে তোমরা মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত
হয়েছ; তাই স্বর্গীয় বিষয়গুলির জন্য চেষ্টা কর,
যেখানে খ্রীষ্ট ঈশ্বরের দক্ষিণ পাশে বসে আছেন। 2সেই
স্বর্গীয় বিষয় সকলের কথা ভাব, যে সকল বিষয় বস্তু
জগতে আছে সেগুলির বিষয় নয়। 3কারণ তোমাদের
পুরানো সত্ত্বার মৃত্যু হয়েছে; আর তোমাদের নতুন জীবন
খ্রীষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরের মধ্যে নিহিত আছে। 4খ্রীষ্ট যখন
ফিরে আসবেন, তখন তোমরাও তাঁর সঙ্গে মহিমামণ্ডিত
হয়ে প্রকাশিত হবে।

5তাই তোমাদের জাগতিক স্বভাব থেকে সব মন্দ
বিষয় দূর করে দাও। যেমন: যৌনপাপ, অপবিত্রতা,
অশুচি চিন্তার বশবর্তী হওয়া, মন্দ বিষয়ের লালসা
করা এবং লোভ। লোভ এক প্রকার প্রতিমা পূজা।
6এইসবের জন্য ঈশ্বরের ক্রোধ আসছে। 7তোমাদের
অতীতের পাপময় জীবনে তোমরা সেইসব মন্দ কাজে
লিপ্ত ছিলে।

8কিন্তু এখন তোমাদের জীবন থেকে রাগ, ক্রোধ,
ঘৃণাপূর্ণ অনুভূতি, অপমানসূচক আচরণ এবং
লজ্জাজনক আলাপ সব দূর করে দাও। 9পরস্পরের
কাছে মিথ্যা বোলো না, কারণ তোমরা তোমাদের
পুরানো পাপময় সত্ত্বাকে তার সমস্ত মন্দ কর্ম সমেত
ত্যাগ করেছ। 10তোমরা নতুন সত্ত্বাকে পরিধান করেছ;
এই নতুন জীবনে তোমাদের নতুন করে তৈরী করা
হচ্ছে। তোমাদের যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমরা তাঁর মতো
হয়ে উঠছ, এই নতুন জীবনের মাধ্যমে তোমরা ঈশ্বরের
সত্য পরিচয় পাচ্ছ।

11এই নতুন জীবনে ইহুদী কি গ্রীক এর মধ্যে কোন
পার্থক্য নেই। যাদের সুন্নত হয়েছে আর যাদের সুন্নত
হয় নি, অথবা কোন বিদেশী বা বর্বর এদের মধ্যে কোন
পার্থক্য নেই। ক্রীতদাস বা স্বাধীনের মধ্যে কোন পার্থক্য
নেই। খ্রীষ্ট ঐসব বিশ্বাসীদের মধ্যে বাস করেন। একমাত্র
খ্রীষ্টই হলেন প্রয়োজনীয় বিষয়।

12ঈশ্বর তোমাদের মনোনীত করেছেন ও তোমাদের
তাঁর পবিত্র লোক বলে নিরূপণ করেছেন। তিনি তোমাদের
ভালবাসেন, তাই এইসব ভাল গুণগুলি পরিধান করে
সহানুভূতিপূর্ণ, দয়ালু, নম্র, ভদ্র এবং ধৈর্যবান হও।
13পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ ভাব রেখো না কিন্তু একে
অপরকে ক্ষমা কর। কেউ যদি তোমার বিরুদ্ধে কোন
অন্যায় করে, তবে একে অপরকে ক্ষমা করো। অপরকে
ক্ষমা কোর, কারণ প্রভু তোমাদের ক্ষমা করেছেন।
14এসব তো করবেই কিন্তু সবার উপরে পরস্পরের
প্রতি ভালবাসা রেখো, সেই ভালোবাসা তোমাদের
একসূত্রে গাঁথে আর পরিপূর্ণতা দেয়। 15প্রভু খ্রীষ্ট যে
শান্তি দেন তা তোমাদের অন্তরের সমস্ত চিন্তাকে সংযত
রাখুক। তোমরা তো সেই কারণেই শান্তি পেতে
একদেহে আহূত হয়েছ। তোমরা সব সময় কৃতজ্ঞ
থাক।

16খ্রীষ্টের শিক্ষা তোমাদের অন্তরে প্রচুর পরিমাণে
থাকুক। সকল বিজ্ঞতা ব্যবহার করে পরস্পরকে বলিষ্ঠ
কর এবং শিক্ষা দাও। কৃতজ্ঞচিত্তে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে
গীতসংহিতার গীত, প্রশংসার গীত এবং আত্মিক গীত
গাও। 17কথায় বা কাজে যা কিছু করো, সবই প্রভুর
নামে কর, এবং পিতা ঈশ্বরকে যীশুর মাধ্যমে ধন্যবাদ
দাও।

অন্যের সঙ্গে তোমার নতুন জীবন

18স্ত্রীরা, তোমরা তোমাদের স্বামীর অনুগতা থাক,
এটাই হবে প্রভুর অনুসারীদের উপযুক্ত কাজ।

19স্বামীরা, তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে ভালবাস,
তাদের সঙ্গে মধুর ব্যবহার করো।

20সন্তানরা, তোমরা সব বিষয়ে তোমাদের বাবা-মা'র
বাধ্য হয়ো; এতে প্রভু সন্তুষ্ট হন।

21পিতারা, তোমরা তোমাদের সন্তানদের বিরক্ত
কোর না, তাদের খুশী মতো চলতে না পারলে তাঁরা
উৎসাহ হারাবে। 22ক্রীতদাসেরা, তোমাদের মনিবদের
সব বিষয়ে মান্য কোর। তারা দেখুন বা না দেখুন তোমরা
সব সময় তাদের বাধ্য থেকো এতে তোমরা মানুষকে
খুশী করতে নয় কিন্তু প্রভুকেই খুশী করতে চেষ্টা করছ,
সুতরাং সততার সঙ্গে মনিবদের মান্য কোর, কারণ
তোমরা প্রভুকে সম্মান করো। 23তোমরা সমস্ত কাজ
আন্তরিকতার সঙ্গে কোর। মানুষের জন্য যে করছ তা
নয়, কিন্তু প্রভুর কাজ মনে করেই কাজ করে যাও।
24মনে রেখো প্রভুর কাছ থেকেই তোমরা তার পুরস্কার
পাবে। ঈশ্বর তাঁর আপনজনদের দেবেন বলে যে
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তোমরা তার অংশীদার হবে।
তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টেরই সেবা করছ। 25মনে রেখো,
কেউ যদি অন্যায় কাজ করে, সেই ব্যক্তিকে তার অন্যায়
কাজের জন্য শাস্তি পেতে হবে। প্রভু সকলকেই সমভাবে
বিচার করেন।

4 মনিবেরা, তোমরা তোমাদের ক্রীতদাসদের প্রতি
ন্যায্য ও সৎ ব্যবহার কোর। মনে রেখো স্বর্গে
তোমাদেরও এক প্রভু আছেন।

খ্রীষ্টীয়ানদের জন্য পৌলের উপদেশ

2তোমরা প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাক; সর্বদা সজাগ থেকো
এবং প্রার্থনার সময়ে প্রথমে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিও।
3এই সঙ্গে আমাদের জন্যও প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কোর
যেন ঈশ্বর আমাদের জন্য অপরের কাছে সুসমাচারের
প্রচারের সুযোগ করে দেন, প্রার্থনা কোর আমরা যেন
সেই নিগূঢ়তত্ত্ব যা ঈশ্বর খ্রীষ্টের সম্বন্ধে প্রকাশ করেছেন,
তাও লোকেদের জানাতে পারি। এই সত্য প্রচারের
জন্যই আমি আজ কারাগারে আছি। 4প্রার্থনা কোর
যেন পরিষ্কার করে সেই সত্য লোকদের কাছে আমি
তুলে ধরতে পারি, এটাই আমার কর্তব্য।

5যারা খ্রীষ্ট বিশ্বাসী নয় তাদের সঙ্গে বুদ্ধিপূর্বক
ব্যবহার কোর; আর সমস্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার কোর।
6তোমাদের কথাবার্তা সব সময় যেন বিজ্ঞতা ও মাধুর্য্যপূর্ণ
হয়, তাহলে প্রত্যেক মানুষকে তোমরা যথাযথভাবে
উত্তর দিতে পারবে।

পৌলের সঙ্গী সাথীদের সমাচার

7তুখিক খ্রীষ্টেতে আমার স্নেহের ভাই, তিনি প্রভুতে
একজন বিশ্বস্ত সেবক ও আমার সহকর্মী। তিনি গিয়ে
আমার প্রতি কি ঘটছে তার সব তোমাদের জানাবেন।
8আমি তোমাদের কাছে তাকে এই উদ্দেশ্যেই পাঠালাম।
আমি চাই যেন তোমরা জানতে পার আমরা সকলে
কেমন আছি। আমি তাকে পাঠালাম, যেন তিনি গিয়ে
তোমাদের মনে ভরসা দেন। 9আমি ওনীষিমাসের সঙ্গে
তাকে পাঠালাম। ওনীষিমাস হলেন খ্রীষ্টেতে একজন
বিশ্বস্ত ও প্রিয় ভাই। তিনি তো তোমাদের দলেরই
একজন। তুখিক ও ওনীষিমাস গিয়ে এখানকার সব
সমাচার তোমাদের দেবেন।

10আরিষ্টার্খ তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন; তিনি
আমার এখানে কারাগারের মধ্যে আছেন আর বার্ণবার
খুড়তুতো ভাই মার্কও তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।
মার্কের ব্যাপারে এর আগেই তোমাদের জানিয়ে ছিলাম।
তিনি ওখানে গেলে তাঁকে সাদরে গ্রহণ কোর। 11যুষ্ট
(যাকে যীশু বলেও ডাকা হয়) তিনিও তোমাদের শুভেচ্ছা
জানাচ্ছেন। ইহুদীদের মধ্য থেকে যারা খ্রীষ্ট বিশ্বাসী
হয়েছেন, তাদের মধ্যে কেবল এরাই আমার সঙ্গে ঈশ্বরের
রাজ্য বিস্তারের জন্য কাজ করছেন। এরা আমার মনে
আনন্দ দিয়েছেন। 12ইপাফ্রাও তোমাদের শুভেচ্ছা
জানাচ্ছেন; তিনি তো তোমাদেরই লোক, তিনি খ্রীষ্ট
যীশুর একজন সেবক। তিনি সব সময় তোমাদের জন্য
ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করেন যেন তোমরা ঈশ্বরের ইচ্ছায়
আত্মিকভাবে বৃদ্ধিলাভ কর, সিদ্ধ হও ও ঈশ্বরের
অভিপ্রেত সব কিছুতে তোমরা পূর্ণ হও। 13আমি তার
বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তিনি তোমাদের জন্য ও
লায়দিকেয়া এবং হিয়রাপলির খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জন্য
কঠোর পরিশ্রম করেছেন। 14আমাদের প্রিয় চিকিৎসক
লূক ও দীমা তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। 15তোমরা
লায়দিকেয়া সমবিশ্বাসী ভাই ও বোনেদের এবং নুম্ফাকে
ও তার গৃহে যে মণ্ডলী সমবেত হন তাদের সকলকে
আমার শুভেচ্ছা জানিও।

16এই চিঠি পড়ার পর তোমরা এই চিঠিটি
লায়দিকেয়ার মণ্ডলীতে পাঠিয়ে দিও এবং নিশ্চিতভাবে
দেখো যাতে ঐ মণ্ডলীকে তা পড়ে শোনানো হয়।
আমি লায়দিকেয়ার মণ্ডলীতে যে চিঠি লিখছি তা
তোমরাও পাঠ কোর। 17আর্খিপ্পকে বোল, "প্রভু তোমাকে
যে কাজ দিয়েছেন তা নিশ্চয় করে শেষ কর।"

18আমি পৌল, নিজে হাতে লিখে তোমাদের আমার
শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমাকে স্মরণে রেখো, আমি
কারাগারে বন্দী অবস্থায় আছি। ঈশ্বরের অনুগ্রহ
তোমাদের সহবর্তী হোক্।

থিষলনীকীয়দের প্রতি প্রথম পত্র

1 পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে থিষলনীকীয়ার
যে মণ্ডলী যুক্ত, তাদের কাছে পৌল, সীল ও তীমথিয়
আমরা এই চিঠি লিখছি। ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও শান্তি
তোমাদের ওপর বিরাজ করুক।

থিষলনীকীয়দের জীবন ও বিশ্বাস

2 আমরা সর্বদা প্রার্থনার সময় তোমাদের স্মরণ করে
থাকি এবং তোমাদের সকলের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ
দিই। 3 বিশ্বাসের দরুন ও প্রেমের বশবর্তী হয়ে যে সব
কাজ তোমরা করেছ এবং খ্রীষ্ট যীশুতে যে প্রত্যাশা
রয়েছে তাতে উৎসাহিত হয়ে তোমরা যে ধৈর্য ধরছ,
সে সব কথা স্মরণ করে আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই।
4 ঈশ্বর প্রেমে আশ্রিত ভাই ও বোনেরা, আমরা জানি
তিনি তোমাদের আপন করে নেবার জন্য মনোনীত
করেছেন। 5 আমাদের দ্বারা প্রচারিত সুসমাচার কেবলমাত্র
কথার মাধ্যমে তোমাদের কাছে আসেনি, কিন্তু তা
পরাক্রম, পবিত্র আত্মা ও গভীর বিশ্বাসের মাধ্যমে
এসেছিল। তোমরা তা জান, যে আমরা তোমাদের মধ্যে
কি ধরণের জীবনযাপন করেছিলাম। তোমাদের মঙ্গলের
জন্যই আমরা ঐভাবে চলেছিলাম; 6 আর তোমরা
আমাদের ও প্রভুর অনুকরণ করেছিলে। তোমরা অনেক
নির্যাতন ভোগের মধ্যেও সেই শিক্ষা আনন্দের সঙ্গে
গ্রহণ করেছিলে। পবিত্র আত্মাই সেই আনন্দ তোমাদের
দিয়েছিলেন; 7 এর ফলস্বরূপ তোমরা মাকিদনিয়া ও
আখায়ার সমস্ত বিশ্বাসী লোকের আদর্শ হয়েছ।
8 কেবলমাত্র মাকিদনিয়া ও আখায়াতে তোমাদের কাছ
থেকে প্রভুর বাক্য ছড়িয়ে পড়েছে তা নয়; কিন্তু ঈশ্বরের
প্রতি তোমাদের বিশ্বাসের কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।
এই জন্য তোমাদের বিশ্বাসের সম্পর্কে আমাদের কিছু
বলার প্রয়োজন নেই; 9 কারণ সব জায়গার মানুষ
আমাদের জানাচ্ছে কিভাবে তোমরা আমাদের অভ্যর্থনা
জানিয়েছিলে এবং কিভাবে তোমরা মূর্তি পূজা ছেড়ে
জীবন্ত সত্য ঈশ্বরের সেবার দিকে ফিরেছিলে, 10 আর
ঈশ্বর তাঁর যে পুত্রকে মৃতদের মধ্য থেকে উত্থাপিত
করেছেন তাঁর ফিরে আসার অপেক্ষায় আছ। যীশুই
আমাদের ঈশ্বরের আসন্ন ক্রোধ থেকে রক্ষা করবেন।

থিষলনীকায় পৌলের কাজ

2 প্রিয় ভাই ও বোনেরা, তোমরা নিজেরাই জান,
তোমাদের কাছে আমাদের যাওয়া ব্যর্থ হয়নি।
2 তোমরা একথাও জান যে, তোমাদের ওখানে যাবার
পূর্বে ফিলীপিতে আমাদের দুঃখভোগ করতে হয়েছিল,
কারণ সেখানকার লোকেরা আমাদের চরম অপমান
করেছিল; কিন্তু সেখানে চরম বিরোধিতার মধ্যেও
আমাদের ঈশ্বর সাহসে বুক বাঁধতে এবং খ্রীষ্টের সুসমাচার
তোমাদের কাছে ঘোষণা করতে সাহায্য করেছিলেন।
3 আমরা আমাদের বার্তা গ্রহণ করতে লোকেদের কাছে
যে আবেদন রেখেছিলাম, তার মধ্যে কোন ফাঁক বা
ছলনা ছিল না। আমরা লোকেদের ঠকাতে চাই নি এবং
তার পেছনে কোন রকম অশুচিতামূলক উদ্দেশ্যও
আমাদের ছিল না। 4 বরং আমরা সুসমাচার প্রচার করি
কারণ ঈশ্বর এই বার্তা প্রচার করার জন্য আমাদের
পরীক্ষা করে প্রমাণসিদ্ধ বলে মনে করেছেন। তাই আমরা
যখন প্রচার করি তখন মানুষকে সন্তুষ্ট করতে নয় কিন্তু
ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতেই চেষ্টা করি; যিনি আমাদের
কাজের উদ্দেশ্য পরীক্ষা করেন। 5 তোমরা ভাল করে
জান যে আমরা তোমাদের কাছে তোষামোদজনক কোন
বাক্য বলি নি; আর লোভকে ঢেকে রাখবার ছলনা যে
আমরা করেছি তাও নয়; ঈশ্বরই এবিষয়ে সাক্ষী আছেন।
6 আমরা লোকদের কাছ থেকে কোন প্রশংসা পেতে
চাইনি। তোমাদের বা অন্য কারোর কাছ থেকেও আমরা
প্রশংসা পেতে চাই নি।

7 আমরা খ্রীষ্টের প্রেরিত, তাই আমরা যখন তোমাদের
ওখানে ছিলাম, তখন কর্তৃত্ব খাটিয়ে তোমাদের কাছে
অনেক বড় কিছু চাইতে পারতাম; কিন্তু আমরা তোমাদের
কাছে বিনয়ী ছিলাম। আমরা তোমাদের কাছে সেবিকার
মতো ছিলাম যে তার শিশুদের যত্ন নেয়। 8 তোমাদের
উপর গভীর মায়া মমতা থাকাতে তোমাদের কেবল যে
ঈশ্বরের সুসমাচারের অংশীদার করতে চেয়েছিলাম তা
নয়, আমরা নিজেদের জীবনও তোমাদের জন্য উৎসর্গ
করতে চেয়েছিলাম, কারণ তোমরা আমার খুব প্রিয়
ছিলে। 9 প্রিয় ভাই ও বোনেরা, তোমাদের নিশ্চয় মনে
আছে যে আমরা কতো কঠোর পরিশ্রম করেছি। আমরা
দিনরাত কাজ করে চলেছিলাম যেন তোমাদের কাছে
ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচারের সময় আমরা অর্থের ব্যাপারে
তোমাদের কাছে বোঝাস্বরূপ না হই।

10 তোমাদের মত বিশ্বাসীদের মধ্যে আমাদের
জীবন কত পবিত্র, ন্যায়পরায়ণ ও নির্দোষ ছিল তা
তোমরা জান; আর ঈশ্বরও জানেন তা সত্য।
11 তোমরা জান, পিতা যেমন তার সন্তানদের সঙ্গে
ব্যবহার করেন, আমরাও তেমনি তোমাদের সঙ্গে ব্যবহার
করেছি। 12 আমরা তোমাদের উৎসাহ যুগিয়েছি,
তোমাদের আশ্বাস দিয়েছি এবং ঈশ্বরের জন্য যোগ্য
জীবনযাপন করতে অনুপ্রাণিত করেছি, যে ঈশ্বর
তোমাদেরকে তাঁর রাজ্যে ও মহিমায় প্রবেশ করতে
আহ্বান করেছেন।

13আমরা সব সময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, কারণ তোমরা ঈশ্বরের যে বার্তা আমাদের কাছ থেকে পেয়েছিলে তা মানুষের বার্তা বলে নয় বরং ঈশ্বরের বাক্য বলে গ্রহণ করেছিলে। সেই বাক্য সত্য-সত্যই ঈশ্বরের বাক্য ছিল এবং ঐ বার্তায় যারা বিশ্বাসী তাদের সবার মধ্যে তা কাজ করছে। 14প্রিয় ভাই ও বোনেরা, যিহূদিয়ায় খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসী ঈশ্বরের যে সমস্ত মণ্ডলী আছে, তোমাদের অবস্থা তাদেরই মতো। যিহূদিয়ার সেই ঈশ্বরের লোকেরা অন্য ইহুদীদের কাছ থেকে যে রকম নির্যাতন ভোগ করেছে, তোমরাও তোমাদের নিজেদের দেশের লোকের কাছ থেকে সেই ধরনের নির্যাতন ভোগ করেছ। 15ইহুদীরা প্রভু যীশুকে এবং ভাববাদীদের হত্যা করেছিল। সেই ইহুদীরা আমাদেরও নির্যাতন করেছে। ঈশ্বর তাদের প্রতি খুশী নন, তারা সবারই বিপক্ষে। 16আমরা অইহুদীদের শিক্ষা দিই যেন তারা উদ্ধার পেতে পারে; কিন্তু তারা আমাদের অইহুদীদের সত্য শিক্ষা দিতে বারণ করেছে; সেই ইহুদীরা পূর্বে যে পাপ করেছে, তার উপর আরও পাপ যোগ করছে; আর তাই ঈশ্বরের ক্রোধ পরিপূর্ণরূপে এবং চূড়ান্তভাবে তাদের উপর নেমে এসেছে।

পৌল পুনরায় বিশ্বাসীদের দেখতে ইচ্ছা করলেন

17ভাই ও বোনেরা, যদিও অল্প কিছুদিন হল আমরা তোমাদের থেকে আলাদা হয়েছি তবুও আমাদের মন তোমাদের দিকে পড়েছিল। তোমাদের আর একবার দেখার জন্য আমরা খুব উৎসুক ছিলাম। তাই তোমাদের কাছে আসার জন্য ভীষণভাবে চেষ্টা করেছি। 18তোমাদের কাছে যেতে আমরা সত্যিই অনেকবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু শয়তান আমাদের বাধা দিল। 19তোমরাই আমাদের প্রত্যাশা, আনন্দ ও গৌরবের মুকুট। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমণের দিনে এই হবে আমাদের গর্ব। 20সত্য সত্য তোমরাই আমাদের মহিমা ও আনন্দ।

3 যখন আমরা আর ধৈর্য ধরতে পারলাম না তখন আমরা আথীনীতে একাই থেকে যেতে মনস্থ করলাম। 2তাই আমরা তীমথিয়কে তোমাদের কাছে পাঠালাম। তীমথিয় আমাদের ভাই, খ্রীষ্ট সম্পর্কে সুসমাচার প্রচারে তিনি আমাদের সাহায্য করেন। আমরা তাকে পাঠিয়েছিলাম যাতে সে তোমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে ও তোমাদের উৎসাহ দিতে পারে, 3যাতে তোমাদের যে সব শারীরিক ও মানসিক ক্লেশের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে তাতে তোমরা হতাশ না হও। তোমরা নিজেরাই জান যে এসব শারীরিক ও মানসিক দুঃখকষ্ট আমাদের জীবনে ভোগ করতেই হবে। 4আমরা যখন তোমাদের ওখানে ছিলাম, তখন তোমাদের বলেছিলাম যে আমাদের সকলকে দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। তোমরা জান যে আমরা যেমন বলেছিলাম তেমনিই হয়েছে। 5আর এইজন্য আর ধৈর্য ধরতে না পারাতে আমি তীমথিয়কে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে জানতে চেয়েছিলাম যে তোমরা বিশ্বাসে স্থির আছ কি না। আমার মনে ভয় ছিল যে শয়তান মানুষকে নানা প্রলোভনে ফেলে, সে তোমাদের পরাজিত করেছে; তা করলে আমাদের সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হয়ে যেত। 6তীমথিয় তোমাদের কাছ থেকে ফিরে এসে তোমাদের বিশ্বাস ও ভালবাসার শুভ সংবাদ আমাদের দিয়েছে। তীমথিয় জানিয়েছে যে তোমরা সব সময় আনন্দের সঙ্গে আমাদের মনে রেখেছ এবং আমাদের দেখার জন্য তোমরা বড়ই ব্যগ্র। ঐ একই কথা আমরাও বলতে চাই তোমাদের দেখবার জন্য আমরাও উৎসুক। 7তাই ভাই ও বোনেরা, তোমরা বিশ্বাসে প্রভুতে স্থির আছ জেনে শত দুর্দশা ও কষ্টের মধ্যে আমরা সান্ত্বনা পেয়েছি। 8তোমরা প্রভুতে সুস্থির আছ জেনে আমরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

9তোমাদের জন্য ঈশ্বরের সামনে আমাদের আনন্দের শেষ নেই, তাই আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই; কিন্তু আমরা যে পরিমাণে আনন্দ পাই তার জন্য ঈশ্বরকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিতে পারি না। 10আমরা তোমাদের জন্য দিনরাত খুব প্রার্থনা করে চলেছি। আমরা প্রার্থনা করি যেন আমরা তোমাদের ওখানে যেতে পারি ও তোমাদের বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করার জন্য তোমাদের সব ত্রুটি দূর করতে পারি।

11আমরা প্রার্থনা করছি যেন আমাদের ঈশ্বর ও পিতা স্বয়ং এবং আমাদের প্রভু যীশু তোমাদের কাছে যাবার জন্য আমাদের পথ সুগম করেন।

12আমরা প্রার্থনা করছি যেন প্রভু তোমাদের প্রেম বৃদ্ধি করেন। যেন তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা উপচে পড়ে এবং আমরা যেমন তোমাদের ভালবাসি তোমরাও তেমনি সমস্ত লোকদের ভালবাস। 13আমরা প্রার্থনা করছি যেন তোমাদের হৃদয় সবল হয়। তাহলে আমাদের প্রভু যীশু যখন তাঁর পবিত্র দূতদের সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসবেন, তখন তোমরা তাঁর সামনে পবিত্র ও নির্দোষ অবস্থায় দাঁড়াতে পারবে।

ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট রাখ

4 প্রিয় ভাই ও বোনেরা, তোমাদের কাছে আমার আরও কিছু বলার আছে। কি করে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে জীবনযাপন করতে হয়, এ বিষয়ে তোমরা আমাদের কাছে শিক্ষা পেয়েছ, আর সেইভাবেই তোমরা চলেছ। বেশ, এখন চাইছি ও তোমাদের উৎসাহ দিয়ে বলছি যে তোমরা আরো বেশী করে সেইভাবে চলো। 2তোমরা শুনেছ এবং জান তোমাদের কি করণীয়; প্রভু যীশুর কাছ থেকে অধিকার পেয়ে সেই শিক্ষা তোমাদের দিয়েছিলাম।

3ঈশ্বর চান যে তোমরা পবিত্র হও ও সবরকম যৌন পাপ থেকে দূরে থাক। 4ঈশ্বর চান তোমরা পুরুষেরা প্রত্যেকে জানো কিভাবে পবিত্র ও সম্মানজনকভাবে নিজের স্ত্রীর সাথে বাস করতে হয়। 5বিজাতীরা যারা ঈশ্বরকে জানে না তারা যেভাবে কামনা বাসনা দ্বারা চালিত হয়, সেইভাবে চলো না। 6এই ব্যাপারে কেউ যেন তার বিশ্বাসী ভাইকে না ঠকায়, কারণ যারা ঐ ভাবে চলে প্রভু তাদের দণ্ড দেবেন। এই বিষয়ে এর

আগেই তোমাদের জানিয়েছি ও তোমাদের সাবধান করে দিয়েছি। 7কারণ ঈশ্বর আমাদের অশুচিভাবে চলার জন্য নয় কিন্তু পবিত্র হবার উদ্দেশ্যেই আহ্বান করেছেন।

8তাই যে এই শিক্ষা অনুসারে চলতে অস্বীকার করে সে মানুষকে নয় কিন্তু ঈশ্বরকেই অমান্য করে, যে ঈশ্বর আমাদের পবিত্র আত্মা দান করেন। 9খ্রীষ্টেতে তোমাদের যে বিশ্বাসী ভাই ও বোনেরা আছে তাদের যে ভালবাসায় ভালবাসতে হবে, সে বিষয়ে তোমাদের লেখার দরকার নেই ; কারণ পরস্পরকে ভালবাসার শিক্ষা তো তোমরা ঈশ্বরের কাছ থেকেই পেয়েছ। 10বাস্তবিক তোমরা মাকিদনিয়ার সমস্ত ভাই ও বোনেদের ভালবাস। প্রিয় ভাই ও বোনেরা, এখন আমরা উৎসাহ দিয়ে বলছি যে তোমরা আরো গভীরভাবে পরস্পরকে ভালবাসবে। 11শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে আপ্রাণ চেষ্টা কর। এবিষয়ে যেমন তোমাদের বলেছি তেমনিভাবে নিজের নিজের কাজ যত্ন সহকারে কর, নিজের হাতে কাজ করে যাও। 12এর ফলে মণ্ডলীর বাইরের মানুষ তোমাদের জীবন ধারা দেখে তোমাদের সম্মান করবে এবং কারো উপর তোমাদের নির্ভর করতে হবে না।

প্রভুর আগমন

13প্রিয় ভাই ও বোনেরা, যারা মারা গিয়েছে তাদের সম্পর্কে তোমাদের জানাতে চাই। যাদের কোন প্রত্যাশা নেই, তাদের মতো তোমরা শোকার্ত হও এ আমরা চাই না।

14আমরা বিশ্বাস করি যে যীশু মরেছিলেন এবং যীশু বেঁচে উঠেছেন। যীশু যখন ফিরে আসবেন তখন যে সব খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর মৃত্যু হয়েছে, ঈশ্বর খ্রীষ্টের মাধ্যমে তাদেরও উত্থাপিত করে খ্রীষ্টের সঙ্গে ফিরিয়ে আনবেন।

15আমরা যা বলছি তা আমরা প্রভুর কাছ থেকে তাঁর বাণীরূপে জানতে পেরে বলছি। আমরা যারা এখন জীবিত আছি তারা প্রভুর আগমনের সময়েও জীবিত থাকব আর প্রভুর কাছে চলে যাব, কিন্তু কোনভাবেই সেই মৃতদের আগে যাব না।

16কারণ যখন প্রধান স্বর্গদূতের গম্ভীর আদেশ ও ঈশ্বরের তূরীধ্বনি হবে, প্রভু নিজে স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন। তখন যে সব খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের মৃত্যু হয়েছে তারা প্রথমে জেগে উঠবে। 17তারপর আমরা যারা তখনও পৃথিবীতে জীবিত থাকব, প্রভুর সঙ্গে আকাশে সাক্ষাৎ করতে তাদের সাথে আমাদেরও মেঘের মধ্যে তুলে নেওয়া হবে; আর আমরা প্রভুর সঙ্গে চিরকাল থাকব। 18সুতরাং এইসব কথার দ্বারা তোমরা পরস্পরকে সান্ত্বনা দিও।

প্রভুর আগমনের জন্য তৈরী হও

5 আমার ভাই ও বোনেরা, বিশেষ কোন কাল ও সময়ের বিষয়ে তোমাদের কিছু লেখার প্রয়োজন নেই। 2তোমরা নিজেরাই ভালো করে জানো, রাতে যেমন চোর চুপিচুপি আসে, তেমনি প্রভুর দিন হঠাৎ আসবে। 3লোকে যখন বলে, "আমাদের শান্তি আছে, এবং আমরা নিরাপদে আছি;" ঠিক এমন সময় তাদের ওপর হঠাৎ চরম বিনাশ নেমে আসবে। সন্তান প্রসবের আগে যেমন নারীর হঠাৎ প্রসব বেদনা শুরু হয়, তেমনি হঠাৎ তাদের উপর বিনাশ এসে পড়বে; আর তারা কোনভাবেই পালিয়ে যেতে পারবে না। 4কিন্তু ভাই ও বোনেরা, তোমরা তো আর অন্ধকারে বাস করছ না যে, সেই দিন চোরের মতো তোমাদের উপর এসে পড়বে। 5তোমরা তো সকলে মঙ্গল আলোকের ও দিনের সন্তান। আমরা রাতেরও নই, অন্ধকারেরও নই। 6তাই অন্য লোকদের মতো আমাদের হওয়া উচিত নয়। আমরা জেগে থাকব ও আত্মসংযম রক্ষা করব। 7কারণ যারা ঘুমায়, তারা রাতেই ঘুমায়; যারা মদ্যপায়ী, তারা রাতেই মাতাল হয়।

8কিন্তু আমরা দিনের লোক তাই এস আমরা নিজেদের দমনে রাখি, আমাদের বুকটা যেন বিশ্বাস ও প্রেমের ঢালে ঢাকা থাকে; আর মাথায় যেন পরিত্রাণের আশারূপী শিরস্ত্রাণ থাকে।

9কারণ ঈশ্বর আমাদের তাঁর ক্রোধের পাত্ররূপে মনোনীত করেন নি, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে পরিত্রাণ করার জন্যই আমাদের মনোনীত করেছেন। 10যীশু আমাদের জন্য প্রাণ দিলেন যেন আমরা বেঁচে থাকি বা মৃত অবস্থায় থাকি, আমরা তাঁর সঙ্গেই জীবিত থাকি।

11এইজন্য তোমরা এখন যেমন করে চলেছ তেমনই পরস্পরকে সান্ত্বনা দাও ও পরস্পরকে নির্মাণ কর।

শেষ নির্দেশ ও শুভেচ্ছা

12আমার ভাই ও বোনেরা, আমরা তোমাদের বলছি, যারা তোমাদের মধ্যে পরিশ্রম করেন, যারা তোমাদের প্রভুতে পরিচালনা করেন, যারা তোমাদের শিক্ষা দেন, তাদের তোমরা সম্মান কোর।

13তাদের কাজের জন্য তাদের সম্মান কোর সমস্ত অন্তর দিয়ে তাদের ভালবাস এবং পরস্পরের মধ্যে শান্তি বজায় রেখো। 14আমার ভাই ও বোনেরা, আমরা তোমাদের অনুরোধ করছি, যারা অলস তাদের সাবধান করে দাও। যারা ভয়ে ভীত তাদের সাহস দাও, যারা দুর্বল তাদের সাহায্য কর, আর সকলের প্রতি সহিষ্ণু হও। 15দেখ, যেন অপকারের প্রতিশোধ নিতে কেউ কারোর অপকার না করে। তোমরা পরস্পরের মঙ্গল করতে চেষ্টা কর এবং বাকী সকলের ভাল করতে চেষ্টা কর।

16সব সময় আনন্দ কর। 17অবিরত প্রার্থনা কর। 18সব বিষয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও; কারণ তোমরা যারা খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত তাদের বিষয়ে এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। 19পবিত্র আত্মাকে নির্বাণ কোর না। 20ভাববাণী অবজ্ঞা কোর না। 21সব কিছু পরীক্ষা কর, যা ভাল তা ধরে রাখ। 22সব রকম মন্দ থেকে দূরে থাক।

23শান্তির ঈশ্বর সম্পূর্ণভাবে তোমাদের শুদ্ধ আর পবিত্র রাখুন এবং তোমাদের সম্পূর্ণ সত্ত্বা আত্মা, প্রাণ

ও দেহকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমণের দিন পর্যন্ত
তিনি নিষ্কলঙ্ক রাখুন। 24যিনি তোমাদের আহ্বান করেন,
তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে তোমাদের জন্য তা
করবেন, কারণ তিনি বিশ্বস্ত। 25আমার ভাই ও বোনেরা,
আমাদের জন্য প্রার্থনা করো।

26সব ভাইকে পবিত্র চুম্বনের মাধ্যমে আমার শুভেচ্ছা
জানিও। 27প্রভুর নামে এই শপথ কর যে, সমস্ত খ্রীষ্টান
ভাইয়ের কাছে এই চিঠি পড়ে শোনানো হবে। 28আমাদের
প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সঙ্গে
থাকুক।

থিষলনীকীয়দের প্রতি দ্বিতীয় পত্র

1 থিষলনীকীয় মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে আমি পৌল, সীল
ও তীমথিয় এই চিঠি লিখছি। তোমরা আমাদের
ঈশ্বর পিতা ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত।

2পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও শান্তি
তোমাদের সহবর্তী হোক।

3ভাই ও বোনেরা, তোমাদের জন্য আমরা সব সময়
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে থাকি আর আমাদের তাই-ই
করা উচিত। কারণ তোমাদের বিশ্বাস আশ্চর্যজনকভাবে
বৃদ্ধিলাভ করেছে ও পরস্পরের প্রতি তোমাদের যে
ভালবাসা তা দ্রুত বৃদ্ধিলাভ করছে। 4বিভিন্ন ঈশ্বরের
মণ্ডলীতে তোমাদের বিষয়ে আমরা গর্ব প্রকাশ করি;
কিভাবে তোমরা বিশ্বাসে বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছ ও বিশ্বাসে
স্থির আছ এসব কথা আমরা তাদের বলি। তোমরা
অনেক নির্যাতন ও কষ্টভোগের মধ্য দিয়ে যাচ্ছ, তবুও
তোমরা ধৈর্যে ও বিশ্বাসে স্থির আছ।

ঈশ্বরের বিচারের বিষয়ে পৌল বললেন

5এইসব বিষয় ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের স্পষ্ট প্রমাণ।
ঈশ্বর চান তোমরা তাঁর রাজ্যের যোগ্য বলে গণ্য হবে;
আর সেই জন্যেই তোমরা এত কষ্টভোগ করছ। 6বাস্তবে
ঈশ্বরের দৃষ্টিতে এটাই ন্যায্য। যারা তোমাদেরকে কষ্ট
দেয়, তিনি তাদেরকেও প্রতিফলস্বরূপ কষ্ট দেবেন।
7তোমরা যারা এখন কষ্ট পাচ্ছ, ঈশ্বর আমাদের সাথে
তোমাদেরও বিশ্রাম দেবেন। যখন যীশু প্রকাশিত হবেন
ও পরাক্রমশালী স্বর্গদূতদের সঙ্গে নিয়ে স্বর্গ থেকে
নেমে আসবেন, তখন এইসব ঘটবে। 8যারা ঈশ্বরকে
জানে না এমন লোকদের শাস্তি দিতে তিনি স্বর্গ থেকে
জ্বলন্ত অগ্নিসহ নেমে আসবেন। আমাদের প্রভু যীশু
খ্রীষ্টের সুসমাচারের নির্দেশ যারা পালন করে না, তিনি
তাদেরও শাস্তি দেবেন। 9তারা অনন্তকাল বিনাশরূপ
শাস্তি ভোগ করবে। তারা প্রভুর সঙ্গে থাকতে পারবে
না এবং তাঁর মহাপরাক্রমের মহিমা থেকে তাদের দূরে
রাখা হবে। 10সেইদিন যীশু তাঁর পবিত্র লোকদের দ্বারা
মহিমান্বিত হতে আসবেন, আর যারা যীশুতে বিশ্বাস
করেছে তারা সবাই যীশুতে চমৎকৃত হবে। বিশ্বাসী
ভাই ও বোনেরা, তোমরাও সেই বিশ্বাসীবর্গের মধ্যে
থাকবে, কারণ আমরা যে বাণী তোমাদের বলেছি তাতে
তোমরা বিশ্বাস করেছ।

11আর এই জন্যই আমরা তোমাদের জন্য সর্বদা
প্রার্থনা করে চলেছি, যেন ঈশ্বর যে পবিত্র জীবনযাপন
করার উদ্দেশ্যে তোমাদের আহ্বান করেছেন তার যোগ্য
বলে বিবেচিত হও। আরো প্রার্থনা করি যেন তাঁর শক্তি
দ্বারা তিনি তোমাদের সদিচ্ছায় পূর্ণ সমস্ত বাসনা পূর্ণ
করেন ও তোমাদের বিশ্বাস হতে উৎপন্ন প্রত্যেক কাজকে
আশীর্বাদ করেন; 12যেন আমাদের ঈশ্বর ও প্রভু যীশু
খ্রীষ্টের অনুগ্রহ অনুসারে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
নাম তোমাদের মাধ্যমে মহিমান্বিত হয় আর তোমরাও
তাতে মহিমান্বিত হও। সেই মহিমা আমাদের ঈশ্বর
ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ থেকে লাভ হয়।

মন্দ ঘটনা ঘটবে

2 আমার ভাই ও বোনেরা, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
আগমণ সম্পর্কে আমি তোমাদের কিছু বলতে চাই।
আমরা যখন একসঙ্গে তাঁর সাক্ষাতে মিলিত হতে যাব
সেই সময়টা সম্পর্কে তোমাদের কিছু জানাতে চাই।
2আমি অনুরোধ করি প্রভুর দিন এসে গেছে শুনে
তোমাদের বিবেচনা বোধ হারিও না, বা বিচলিত হয়ো
না। কেউ কেউ হয়তো ভাববাণী কোরে বা বিশেষ
বার্তার মাধ্যমে তা বলতে পারে। আমাদের কাছ থেকে
পাওয়া এ সম্পর্কে কোন চিঠি কেউ পড়তে পারে।
3দেখ কেউ যেন এ বিষয়ে তোমাদের কোনভাবে প্রতারিত
করতে না পারে। সেই দিন আসার আগে পৃথিবীতে
ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা যাবে। সেই পাপপুরুষ,
ধ্বংস হওয়ায় যার ভাগ্যে লেখা আছে, সে প্রকাশিত
না হওয়া পর্যন্ত সেই দিন আসবে না। 4যা কিছু ঈশ্বর
নামে আখ্যাত ও উপাসনার যোগ্য সে তার বিরোধিতা
করবে ও সবার উপরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। সেই
পাপ পুরুষ এমনকি ঈশ্বরের মন্দিরে গিয়ে সেখানে
আসন করে নেবে এবং ঘোষণা করবে যে সে ঈশ্বর।
5তোমাদের কি মনে পড়ে না, এমন যে ঘটবে তার
বিবরণ আমি তোমাদের কাছে থাকার সময়
জানিয়েছিলাম!

6তোমরা জান, কোন শক্তি ঐ পাপ পুরুষকে বাধা
দিয়ে রাখছে যাতে সে নিরুপিত সময়ে প্রকাশ পায়।
7আমি এসব বলছি কারণ মন্দতার সেই গোপন শক্তি
এখনই জগতে কাজ করে চলেছে; কিন্তু একজন
রয়েছেন যিনি এই শক্তিকে প্রতিরোধ করে আসছেন,
তিনি তা করতেই থাকবেন যতক্ষণ না তা দূর হয়।
8তারপর সেই পাপপুরুষ প্রকাশিত হবে; আর প্রভু
তাঁর মুখের তেজোময় নিঃশ্বাস এবং আবির্ভাবের মহিমা
দ্বারা সেই পাপপুরুষকে ধ্বংস করবেন। 9শয়তানের
শক্তিতে সেই পাপপুরুষ আসবে। সে মহাপরাক্রমের
সাহায্যে নানা ছলনাময়ী অলৌকিক কাজ, অদ্ভুত লক্ষণ
ও চিহ্ন দেখাবে। 10যারা বিনাশপথের যাত্রী তাদের
ভ্রান্তিজনক বিষয়ে সে ভুলাবে। পরিত্রাণ পাবার জন্য
যে সত্য রয়েছে তা ভালবাসতে যারা অস্বীকার করছে,

তারাই সেই বিনাশপথের যাত্রী। 11তাই ঈশ্বর ওদের
মধ্যে এমন এক শক্তি পাঠিয়েছেন, যাতে ওরা ভুল
কাজ করে। 12তাই যারা সত্যে বিশ্বাস করল না, ও
মন্দ বিষয়ে আনন্দ করল তারা বিচারে দোষী সাব্যস্ত
হবে।

তোমরা পরিত্রাণের জন্য মনোনীত

13প্রভুর প্রিয় ভাই ও বোনেরা, তোমাদের জন্য
আমাদের সর্বদা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। এইজন্য
ঈশ্বর প্রথম থেকেই তোমাদের মনোনীত করেছিলেন
যাতে আত্মায় পবিত্র করে এবং সত্যকে বিশ্বাস সহকারে
গ্রহণ করার মাধ্যমে তোমরা পরিত্রাণ পাও। 14যে
সুসমাচার আমরা প্রচার করেছিলাম তার মাধ্যমে ঈশ্বর
তোমাদের আহ্বান করেছিলেন, যাতে তোমরা আমাদের
প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মহিমার সহভাগী হতে পার। 15তাই
ভাই ও বোনেরা, শক্ত হয়ে দাঁড়াও; আর আমরা
তোমাদের যে শিক্ষা দিয়েছি সে বিষয়েও বিশ্বাসে স্থির
থাক। মৌখিকভাবে ও পত্রের দ্বারা এইসব বিষয়ে আমরা
তোমাদের শিক্ষা দিয়েছিলাম।

16-17আমরা প্রার্থনা করি যে স্বয়ং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ও
ঈশ্বর পিতা তোমাদের সান্ত্বনাদান করুন ও যা কিছু
সৎ কাজ তোমরা কর ও বল তার জন্য শক্তি দান
করুন। ঈশ্বর আমাদের ভালবেসেছিলেন এবং তাঁর
অনুগ্রহে আমাদের এক আশা ও সান্ত্বনা দিয়েছিলেন,
যা চিরকাল বিরাজ করবে।

আমাদের জন্য প্রার্থনা করো

3 সবশেষে এই কথা বলছি, আমার ভাই ও বোনেরা
আমাদের জন্য প্রার্থনা করো। প্রার্থনা করো যেন
প্রভুর শিক্ষা দ্রুত গতিতে বিস্তার লাভ করে, প্রার্থনা
করো যেন লোকে সেই শিক্ষার সম্মান করে, যেমন
সম্মান তোমরা করেছিলে। 2প্রার্থনা করো যেন আমরা
মন্দ ও খারাপ লোকদের হাত থেকে রক্ষা পাই। সবাই
তো আর প্রভুকে বিশ্বাস করে না।

3কিন্তু প্রভু বিশ্বস্ত, তিনিই তোমাদের শক্তি দেবেন
ও মন্দ শক্তির (শয়তানের) হাত থেকে রক্ষা করবেন।
4তোমাদের সম্বন্ধে প্রভুতে আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস
আছে যে, আমরা যা যা আদেশ করেছি সেই সমস্ত
তোমরা পালন করছ ও আমরা জানি এর পরেও তা
করবে। 5আমরা প্রার্থনা করছি যেন প্রভু তোমাদের
হৃদয়কে ঈশ্বরের ভালবাসার পথে ও খ্রীষ্টের ধৈর্যের
পথে চালনা করেন।

কার্য্যের বাধ্যবাধকতা

6আমার ভাই ও বোনেরা, আমরা আমাদের প্রভু
যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমাদের এই আদেশ দিচ্ছি যে,
কোন ভাই যদি অলসভাবে দিন কাটায়, এবং তোমরা
আমাদের কাছ থেকে যে শিক্ষা পেয়েছ, সেই মত না
চলে তবে তার কাছ থেকে দূরে থাক। 7তোমরা নিজেরা
জান যে আমরা যেমন চলি, তোমাদের তেমনি চলা
উচিত। আমরা যখন তোমাদের ওখানে ছিলাম, আমরা
অলস ছিলাম না। 8কারো কাছ থেকে খাবার খেলে,
আমরা তা মূল্য দিয়েই খেয়েছি। আমরা কাজ করতাম
যেন কারো বোঝাস্বরূপ না হই। দিনে বা রাতে আমরা
পরিশ্রম করেছি। 9তোমাদের কাছ থেকে সাহায্য পাবার
অধিকার আমাদের ছিল; কিন্তু আমরা নিজের হাতে
কাজ করেছি, যেন আমরা আমাদের সংস্থান নিজেরা
করে নিতে পারি; আর তোমাদের কাছে নিজেদেরকে
আদর্শরূপে দেখাতে চেয়েছিলাম যাতে তোমরা আমাদের
অনুসরণ করতে পার।

10কারণ আমরা যখন তোমাদের কাছে ছিলাম তখন
তোমাদের এই আদেশ দিতাম যে, যদি কেউ কাজ
করতে না চায়, তবে সে যেন না খায়। 11তবু আমরা
শুনতে পেয়েছি, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ কাজ করতে
অস্বীকার করছে। তারা কিছুই করে না, কিন্তু তারা
অন্যদের ব্যাপারে নাক গলায়। 12এইরকম লোকদের
আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আদেশ ও উপদেশ
দিচ্ছি যেন শান্তভাবে পরিশ্রম করে নিজেদেরই অন্ন
নিজেরা জোগাড় করে। প্রভু যীশুর নামে আমরা
বিশেষভাবে তাদের বলছি তারা যেন এইভাবে চলে।
13ভাই ও বোনেরা, সৎকাজ করতে কখনও ক্লান্ত হয়ো
না। 14যদি কেউ এই চিঠিতে আমরা যা লিখেছি, তা
না মানতে চায়, তবে তাকে চিনে রাখো, আর তার কাছ
থেকে দূরে থাক, যেন সে লজ্জা পায়।

15অথচ তার সঙ্গে শত্রুর মত আচরণ করো না,
বরং তাকে ভাই বলে চেতনা দাও।

শেষ বাক্য

16আমরা প্রার্থনা করি যে, শান্তির প্রভু নিজে সব
সময় সব অবস্থায় তোমাদের শান্তি দান করুন। প্রভু
তোমাদের সকলের সাথে থাকুন।

17এই শুভেচ্ছা আমি পৌল নিজে হাতে লিখলাম;
প্রত্যেক চিঠিতে এটাই চিহ্ন, আমি এইরকম লিখে থাকি।

18আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের
সকলের সঙ্গে থাকুক।

তীমথিয়ের প্রতি প্রথম পত্র

1 আমি পৌল, খ্রীষ্ট যীশুর একজন প্রেরিত। আমাদের
ত্রাণকর্তা ঈশ্বর ও প্রত্যাশাস্থল খ্রীষ্ট যীশুর
অনুমতিক্রমে আমি এই পদে নিযুক্ত।

2আমি তীমথিয়ের কাছে এই চিঠি লিখছি: তুমি
আমার প্রকৃত পুত্রের মতো কারণ তুমি বিশ্বাসী।

পিতা ঈশ্বর ও আমাদের প্রভুঘ খ্রীষ্ট যীশু তোমার
প্রতি অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি প্রদান করুক।

ভ্রান্ত শিক্ষার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী

3আমি চাই তুমি ইফিষে থাকো; মাকিদনিয়া যাবার
সময় আমি তোমাকে এই অনুরোধ করেছিলাম। ইফিষের
কিছু লোক ভ্রান্ত শিক্ষা দিচ্ছে। তুমি ইফিষে থেকে সেই
লোকদের সাবধান করে দাও, যেন তারা ভ্রান্ত শিক্ষা না
দেয়। 4তাদের বলো তারা যেন ধর্মীয় উপকথা নিয়ে,
বংশের অন্তহীন তালিকা নিয়ে সময় না কাটায়। ওসবে
অযথা তর্কের সৃষ্টি হয়, ঈশ্বরের কাজে ওসব সাহায্য
করে না। ঈশ্বরের কাজ বিশ্বাসের মাধ্যমে হয়। 5এই
আদেশের আসল উদ্দেশ্য হল সেই ভালবাসা জাগিয়ে
তোলা। সেই ভালবাসার জন্য প্রয়োজন শুচি হৃদয়, সৎ
বিবেক ও অকপট বিশ্বাস। 6কিছু লোক আছে যারা
এসব থেকে দূরে সরে গেছে আর তারা এমন সব কথা
বলে যা মূল্যহীন। 7তারা বিধি-ব্যবস্থার শিক্ষক হতে
চায়, অথচ তারা যে কি বলে তার অর্থ নিজেরাই জানে
না। এমন কি যে বিষয় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জোর
দিয়ে বলে তারা নিজেরাই সেই বিষয় সম্বন্ধে বোঝে
না। 8কিন্তু আমরা জানি যে, বিধি-ব্যবস্থা উত্তম, যদি
কেউ তা ঠিক মতো ব্যবহার করে। 9আমরা আরো
জানি যে বিধি-ব্যবস্থা ধার্মিক লোকদের জন্য নয়; কিন্তু
যারা ঈশ্বরবিরোধী, বিধি-ব্যবস্থা ভঙ্গকারী, পাপী,
অপবিত্র, অধার্মিক, যারা মা-বাবাকে হত্যা করে, যারা
খুন করে, তাদের জন্য। 10যারা যৌন পাপে পাপী,
সমকামী, যারা দাস-বিক্রির ব্যবসা করে, যারা মিথ্যা
বলে, যারা মিথ্যা শপথ করে, দোষারোপ করে ও যারা
কোন না কোনভাবে ঈশ্বরের সত্য শিক্ষার বিরোধিতা
করে, বিধি-ব্যবস্থা তাদের জন্য দেওয়া হয়েছে।

11সেই শিক্ষা পরম ধন্য ঈশ্বরের মহিমাময়
সুসমাচারের অংশ, যা তিনি আমায় বলতে দিয়েছেন।

ঈশ্বরের দয়ার জন্য ধন্যবাদ

12আমি আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুকে ধন্যবাদ জানাই,
কারণ তিনি আমাকে বিশ্বস্ত মনে করে তাঁর সেবা করার
কাজে নিযুক্ত করেছেন। 13অতীতে আমি খ্রীষ্টের নামে
নিন্দা করতাম, তাঁকে নির্যাতন করতাম ও তাঁর প্রতি
খারাপ ব্যবহার করতাম; কিন্তু ঈশ্বর আমার প্রতি দয়া
করলেন, কারণ অবিশ্বাসী অবস্থায় আমি ঐসব কাজ
করেছিলাম এবং কি করছিলাম তা জানতাম না। 14কিন্তু
আমাদের প্রভুর অনুগ্রহ পরিপূর্ণরূপে আমাকে দেওয়া
হল। সেই অনুগ্রহের সঙ্গে এল খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাস ও
ভালবাসা।

15এখন আমি যা বলছি তা সত্য, তা সম্পূর্ণভাবে
তোমাদের গ্রহণ করা উচিত। খ্রীষ্ট যীশু পাপীদের উদ্ধার
করার জন্য জগতে এসেছেন। তাদের মধ্যে আমিই
তো সবচেয়ে বড় পাপী; 16কিন্তু এই কারণেই আমার
প্রতি দয়া করা হয়েছে। পাপীদের মধ্যে আমি অগ্রগণ্য
হলেও খ্রীষ্ট যীশু আমার প্রতি তাঁর পূর্ণ ধৈর্য দেখালেন।
যারা পরে তাঁর উপর বিশ্বাস করবে ও অনন্ত জীবন
পাবে তাদের সামনে আমাকে এক দৃষ্টান্তস্বরূপ রাখলেন।
17যিনি যুগপর্যায়ের রাজা, অক্ষয়, অদৃশ্য ও একমাত্র
ঈশ্বর; যুগপর্যায়ে যুগে যুগে তাঁরই সম্মান ও মহিমা
হোক্। আমেন।

18তীমথিয়, তুমি আমার পুত্রের মত। আমি তোমাকে
একটি আদেশ দিচ্ছি। অতীতে তোমার সম্পর্কে যে
ভাববাণী ছিল তার সঙ্গে মিল রেখে এই আদেশ। এসব
কথা আমি তোমাকে জানাচ্ছি যেন তুমি সেই ভাববাণী
অনুসারে চলতে পার ও বিশ্বাসের উত্তম যুদ্ধে প্রাণপণ
করতে পার। 19তুমি বিশ্বাস ও সৎবিবেক রক্ষা করে
এই সংগ্রাম চালিয়ে যাও। কিছু কিছু লোক তাদের সৎ
বিবেক পরিত্যাগ করেছে; আর ফলস্বরূপ তারা তাদের
বিশ্বাস ধ্বংস করেছে। 20তাদের মধ্যে হুমিনায় ও
আলেক্সান্দর রয়েছে, আমি তাদেরকে শয়তানের হাতে
তুলে দিয়েছি যাতে তারা উচিত শিক্ষা পায় এবং ঈশ্বর
নিন্দা আর কখনও না করে।

স্ত্রী ও পুরুষের জন্য কিছু নিয়ম

2 আমার প্রথম অনুরোধ এই যে তোমরা সকল মানুষের
জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর। সকল মানুষের
জন্যই ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বল। তাদের যা কিছু প্রয়োজন
তা ঈশ্বরের কাছে চাও ও তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হও।
2বিশেষ করে রাজাদের ও আধিকারিক সকলের জন্য
প্রার্থনা করা উচিত যেন আমরা নীরবে ও শান্তিতে
জীবনযাপন করতে পারি, যে জীবন হবে ঈশ্বরভক্তি ও
ঈশ্বরের উপাসনায় পূর্ণ। 3এরকম করা ভাল, এতে
আমাদের ত্রাণকর্তা সন্তুষ্ট হন। 4তাঁর ইচ্ছা এই যেন
সমস্ত মানুষ উদ্ধার পায় ও সত্য জানতে পারে। 5কারণ
একমাত্র ঈশ্বর আছেন আর ঈশ্বরের ও মানুষের মধ্যে
কেবল একমাত্র পথ আছে, যার মাধ্যমে মানুষ ঈশ্বরের

কাছে পৌঁছাতে পারে। সেই পথ যীশু খ্রীষ্ট, যিনি নিজেও একজন মানুষ ছিলেন। 6সমস্ত লোকদের পাপমুক্ত করতে যীশু নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। যীশুর এই কাজ সঠিক সময়ে প্রমাণ করল যে ঈশ্বর চান যেন সব লোক উদ্ধার পায়। 7এই জন্যই অইহুদীদের কাছে আমাকে সুসমাচারের প্রচারক ও প্রেরিতরূপে এবং বিশ্বাসের ও সত্যের শিক্ষক হিসাবে মনোনীত করা হল। আমি সত্যি বলছি, মিথ্যা বলছি না। 8আমার ইচ্ছা এই যে, সমস্ত জায়গায় পুরুষেরা প্রার্থনা করুক। যারা প্রার্থনার জন্য ঈশ্বরের দিকে হাত তুলবে তাদের পবিত্র হওয়া চাই। তারা মনে ক্রোধ না রেখে ও তর্কাতর্কি না করে প্রার্থনা করুক।

9অনুরূপভাবে আমি চাই নারীরা যেন ভদ্রভাবে ও যুক্তিযুক্ত ভাবে উপযুক্ত পোশাক পরে তাদের সজ্জিত করে। তারা নিজেদের যেন শৌখিন খোঁপা করা চুলে বা সোনা মুক্তোর গহনায় বা দামী পোশাকে না সাজায়। 10কিন্তু সৎকাজের অলঙ্কারে তাদের সেজে থাকা উচিত। যে নারী নিজেকে ঈশ্বরভক্ত বলে পরিচয় দেয়, তার এইভাবেই সাজা উচিত।

11নারীরা সম্পূর্ণ বশ্যতাপূর্বক নীরবে নতনম্র হয়ে শিক্ষা গ্রহণ করুক। 12আমি কোন নারীকে শিক্ষা দিতে অথবা কোন পুরুষের ওপরে কর্তৃত্ব করতে দিই না; বরং নারী নীরব থাকুক। 13কারণ প্রথমে আদমকে এবং পরে হবাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল।

14আদমকে দিয়াবল বোকা বানাতে পারে নি; কিন্তু নারীকেই দিয়াবল সম্পূর্ণভাবে বোকা বানিয়ে পাপে ফেলেছিল। 15তবু যদি আত্মসংযমের সাথে বিশ্বাসে, প্রেমে ও পবিত্রতায় তারা জীবনযাপন করতে থাকে, তবে নারী মাতৃত্বের দায়িত্ব পালন করে উদ্ধার পাবে।

মণ্ডলীর নেতারা

3একথা সত্য; যদি কেউ মণ্ডলীর তত্ত্বাবধায়কের কাজে আগ্রহী হন, তবে তিনি এক উত্তম কাজ আশা করেন। 2তত্ত্বাবধায়ককে অতি অবশ্যই সমালোচনার উর্দ্ধে থাকতে হবে। তিনি এক স্ত্রীর স্বামী হবেন। তাঁকে হতে হবে আত্মসংযমী, ভদ্র, সম্মানীয়, অতিথিসেবক এবং শিক্ষাদানে পারদর্শী মানুষ। 3প্রচুর দ্রাক্ষারস পান করা তাঁর উচিত হবে না। তিনি উগ্রপ্রকৃতির মানুষও হবেন না। তিনি হবেন ভদ্র ও শান্তিপ্রিয়। অর্থের প্রতি তাঁর লোভ থাকবে না। 4তাঁকে এমনই মানুষ হতে হবে যিনি নিজের ঘর সংসার সুষ্ঠভাবে চালাতে পারেন, নিজের ছেলেমেয়েদের সুশাসনে রাখতে পারেন যাতে তিনি তাদের ভক্তি শ্রদ্ধা পান। 5কেউ যদি নিজের সংসার চালনা করতে না জানে, তবে সে কেমন করে ঈশ্বরের মণ্ডলীর তত্ত্বাবধান করবে? 6কোন নবদীক্ষিত শিষ্য যেন মণ্ডলীর তত্ত্বাবধায়ক না হয়। এতো শিগ্‌গির তাকে এই কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে ভেবে সে হয়তো অহঙ্কারী হয়ে উঠবে। তখন দিয়াবলের মতো তার গর্বের জন্য তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে; 7আর বাইরের লোকদের কাছেও তার সুনাম থাকা দরকার, যাতে সে কোনভাবে অপদস্থ না হয় এবং শয়তানের ফাঁদে না পড়ে।

মণ্ডলীর পরিচারক

8সেইরকম পরিচারকদেরও সকলের শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য মানুষ হতে হবে। তারা যেন এক কথার মানুষ হয়, মাত্রা ছাড়িয়ে দ্রাক্ষারস পান না করে, অপরকে ঠকিয়ে ধনী হবার চেষ্টা না করে। 9তারা যেন নির্মল বিবেক হয় এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম বিশ্বাসের প্রকাশিত গভীর সত্যগুলি নিয়ে আঁকড়ে থাকে। 10প্রথমে তাদের যাচাই করা হোক্। যদি তাদের মধ্যে নিন্দনীয় কিছু না থাকে, তাহলেই তারা পরিচারকরূপে সেবা করতে পারবে। 11সেইভাবে মণ্ডলীতে মহিলাদেরও সকলের শ্রদ্ধেয়া হতে হবে। তাঁরা যেন অপরের নামে কুৎসা না রটান, যেন মিতাচারী ও সব ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য হন। 12মণ্ডলীর পরিচারকদের যেন একটি মাত্র স্ত্রী থাকে, তারা যেন ভালভাবে তাদের সন্তানদের পালন ও সংসার পরিচালনা করতে পারে। 13কারণ যে পরিচারকেরা ভালভাবে কাজ করে, তারা সুনাম অর্জন করে এবং খ্রীষ্ট যীশুতে তাদের বিশ্বাসে সাহসী হয়ে ওঠে।

আমাদের জীবনের নিগূঢ়তত্ত্ব

14যদিও আমি আশা করছি শিগ্‌গির তোমার কাছে যাব তবু তোমাকে এসব লিখলাম। 15কারণ যদি আমার দেরী হয়, তাহলে যেন তুমি জানতে পার যে ঈশ্বরের পরিবারের মধ্যে কেমন আচার আচরণ করতে হয়, যা জীবন্ত ঈশ্বরের মণ্ডলী–এই মণ্ডলী হল সত্যের স্তম্ভ ও দৃঢ় ভিত। 16একথা কেউই অস্বীকার করতে পারে না যে আমাদের ধর্মের নিগূঢ় সত্য অতি মহান:

খ্রীষ্ট মনুষ্য দেহে প্রকাশিত হলেন, পবিত্র আত্মার শক্তিতে যথার্থ প্রতিপন্ন হলেন, স্বর্গদূতেরা তাঁর দর্শন পেলেন। সর্বজাতির মধ্যে তাঁর সুসমাচার প্রচারিত হল, জগতের মানুষ তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠল, পরে স্বমহিমায় তিনি স্বর্গে উন্নীত হলেন।

ভ্রান্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী

4পবিত্র আত্মা স্পষ্টই বলছেন, শেষের দিকে কিছু লোক বিশ্বাস থেকে সরে পড়বে। যে মন্দ আত্মা মিথ্যা বলে, তারা সেই মন্দ আত্মাকে আনুগত্য দেখাবে এবং ভূতদের শিক্ষায় মন দেবে। 2যারা মিথ্যা বলে ও লোকদের প্রতারণা করে, এসব ভ্রান্ত শিক্ষা তাদের কাছ থেকেই আসে। তারা ভাল ও মন্দের মধ্যে বিচার করতে পারে না। 3এরাই মানুষকে বিবাহ করতে নিষেধ করে ও কোন কোন খাদ্য খেতে নিষেধ করে । কিন্তু সেই খাদ্য সামগ্রী ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন, এবং যারা বিশ্বাসী ও যারা সত্যকে জানে তারা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে এই খাবার খেতে পারে। 4বাস্তবিক ঈশ্বরের সৃষ্ট সমস্ত বস্তুই ভাল, ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ করলে কিছুই অগ্রাহ্য নয়। 5কারণ ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে ও প্রার্থনা দ্বারা তা শুচি হয়।

খ্রীষ্ট যীশুর উত্তম সেবক হও

6এইসব কথা ওখানকার ভাই ও বোনেদের মনে
করিয়ে দিলে তুমি খ্রীষ্ট যীশুর উত্তম সেবকরূপে গণ্য
হবে। বিশ্বাসের বাক্য ও উত্তম শিক্ষা অনুসরণ করে
তুমি যে শক্তিশালী হয়েছ তার প্রমাণ দেখাতে পারবে।
7ঈশ্বরবিহীন অর্থহীন গল্পের সাথে তোমাদের কোন
সম্পর্ক রেখো না। ঈশ্বরের এক ভক্তিমান সেবক হতে
নিজেকে শিক্ষিত কর। 8শরীর চর্চায় কিছু উপকার হয়
বটে; কিন্তু ঈশ্বরের সেবা সব দিক দিয়েই কল্যাণ করে,
কারণ তা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনে লাভের প্রতিশ্রুতি
প্রদান করে। 9যা আমি বলি তা সত্য ও সম্পূর্ণ
গ্রহণযোগ্য। 10এই জন্য আমরা প্রাণপণ পরিশ্রম ও
সংগ্রাম করছি, কারণ আমরা সেই জীবন্ত ঈশ্বরের উপর
প্রত্যাশা রেখেছি, যিনি সমস্ত মানুষের ত্রাণকর্তা বিশেষ
করে তাদের–যারা তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখে।

11তুমি এই সব বিষয় পালনের জন্য আদেশ কর ও
শিক্ষা দাও। 12তুমি যুবক বলে কেউ যেন তোমায় তুচ্ছ
না করে; কিন্তু তোমার কথা, স্বভাব, ভালোবাসা, বিশ্বাস
ও পবিত্রতার দ্বারা বিশ্বাসীদের সামনে দৃষ্টান্ত রাখ।
13লোকদের কাছে শাস্ত্র পাঠ করে যাও, তাদের শক্তিশালী
কর ও শিক্ষা দাও। আমি যতদিন না আসি তুমি এই
সব কাজ করবে। 14তোমার মধ্যে যে আত্মিক বরদান
রয়েছে তা ব্যবহার করতে ভুলো না। এক সময় মণ্ডলীর
প্রাচীনেরা তোমার উপর হস্তার্পণ করেছিলেন, সেই সময়
ভাববাণীর দ্বারা সেই দান তোমাতে অর্পিত হয়েছিল।
15ঐসব কাজ করে যাও। ঐ কাজের উদ্দেশ্যে তোমার
জীবন উৎসর্গ কর, তাতে সব লোক দেখতে পাবে
তোমার কাজ কেমন এগোচ্ছে।

16নিজের জীবন ও তুমি যা শিক্ষা দাও সে বিষয়ে
সাবধান থেকো। তোমার ওই সব দায়িত্ব তুমি পালন
করেই চল; কারণ তা করলে তুমি নিজেকে ও যারা
তোমার কথা শোনে, তাদেরকেও উদ্ধার করতে পারবে।

অন্যের সঙ্গে বাস করার কিছু নিয়ম

5 তোমার চেয়ে বয়োবৃদ্ধ কাউকে কখনও কঠোরভাবে
তিরস্কার করবে না; তাকে পিতার মত মনে করে
তার কাছে আবেদন কর। তোমার চেয়ে যারা কমবয়সী
তাদের সাথে তোমার ভাইয়ের মত ব্যবহার করো।
2বয়স্কা মহিলাদের মায়ের মতো দেখো। যুবতীদের সঙ্গে
পূর্ণ বিশুদ্ধতার সাথে বোনের মত ব্যবহার করো।

3প্রকৃত বিধবারা–যারা সত্যি একাকী ও বঞ্চিত
তাদের সম্মান কোর, 4কিন্তু কোন বিধবার যদি ছেলেমেয়ে
ও নাতি-নাতনী থাকে তাহলে তারা আগে ঘরের
মানুষেরই প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করতে শিখুক।
তা করলে তারা তাদের পিতামাতা ও পিতামহ,
মাতামহের স্নেহের ঋণ শোধ দিতে পারবে। এই কাজ
ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে। 5প্রকৃত বিধবা যে পৃথিবীতে
সহায় সম্বলহীনা সে তো ঈশ্বরের উপর ভরসা রেখে
চলে। সে তো দিনরাত ঈশ্বরের কাছে সাহায্য লাভের
জন্য প্রার্থনা জানায়। 6যে বিধবা বিলাস ব্যসনেই দিন
কাটায় তার কথা আলাদা, বলতে গেলে সে জীবিত
থেকেও মৃত। 7এইসব নির্দেশ তুমি বিশ্বাসীদের মনে
করিয়ে দাও, যাতে কারো কোন বদনাম না হয়। 8কোন
লোক যদি তার আত্মীয় স্বজন আর বিশেষ করে তার
পরিবারের লোকদের ভরণপোষণ না করে, তার মানে
সে বিশ্বাসীদের পথ থেকে সরে গেছে, সে তো অবিশ্বাসীর
চেয়েও অধম।

9বিধবাদের তালিকায় এমন বিধবাদের নাম লেখা
চলে যার বয়স কমপক্ষে ষাট বছর, এবং যার একটিমাত্র
স্বামী ছিল। 10যার নানা সৎকাজের জন্য সুনাম আছে
অর্থাৎ যদি সে ছেলেমেয়েদের মানুষ করে থাকে, যদি
বিদেশীদের সেবা করে থাকে, যদি ঈশ্বরের লোকদের
পা ধুইয়ে থাকে, যদি কষ্টে লোকদের সাহায্য করে
থাকে, যদি সমস্ত সৎ কাজের অনুসরণ করে থাকে।

11কোন তরুণী বিধবার নাম তুমি কিন্তু সেই তালিকায়
তুলতে অস্বীকার কোর; কারণ তাদের দৈহিক বাসনা
খ্রীষ্ট ভক্তির চেয়ে প্রবল হয়ে উঠলে তারা আবার বিয়ে
করতে চাইবে। 12তা করলে তাদের প্রথম শপথ ভঙ্গের
দায়ে তারা নিজেদের উপর শাস্তি ডেকে আনে। 13এ
ছাড়া তারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়িয়ে অলস হতে শেখে,
কেবল অলসই নয়, বরং বাচাল এবং অনধিকার চর্চা
করতে ও যে কথা বলা উচিত নয় সেই কথা বলতে
শেখে। 14অতএব আমার ইচ্ছা তারা আমাদের শত্রুদের
নিন্দা করবার কোন সুযোগ না দিয়ে বরং যুবতী বিধবা
আবার বিয়ে করুক, সন্তানের মা হোক, ঘর সংসার
করুক; 15কারণ কয়েকজন বিধবা তো ইতিমধ্যেই ধর্মের
পথ ছেড়ে শয়তানের পথে চলেছে।

16যদি কোন বিশ্বাসী মহিলার পরিবারে বিধবারা
থাকে, তবে মণ্ডলীকে বোঝাগ্রস্ত না করে তিনিই তাদের
উপকার করুন, তাদের সাহায্য করুন, তার ফলে মণ্ডলী
সেই সব বিধবাদের সাহায্য করতে পারবে যারা সত্যি
নিরুপায়।

17যে বয়স্ক প্রাচীনেরা মণ্ডলী পরিচালনা করেন তাঁরা
দ্বিগুণ সম্মানের যোগ্য, বিশেষ করে যারা বাক্য প্রচার
ও শিক্ষাদান করেন। 18কারণ শাস্ত্র বলছে, "যে বলদ
শস্য মাড়ে তার মুখ বন্ধ কোর না।"* আর "যে কাজ
করে সে তো তার পারিশ্রমিক লাভের যোগ্য।"*

19কোন প্রাচীনের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ গ্রাহ্য
কোর না, যদি না দুই বা তিনজন সাক্ষী সেই অভিযোগ
সমর্থন করে। 20যে প্রাচীনেরা পাপ করেই চলে তাদের
মণ্ডলীতে সকলের সামনে তিরস্কার কর, যাতে অন্যেরা
চেতনা পায়।

21আমি ঈশ্বরের, খ্রীষ্ট যীশুর মনোনীত স্বর্গদূতদের
সামনে তোমাকে এই কাজ করতে দৃঢ় আদেশ দিচ্ছি;
কিন্তু সত্য না জেনে তুমি কারো বিচার কোর না এবং
এটা সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে কর।

22মণ্ডলীর সেবার জন্য কাউকে নিযুক্ত করতে ও
তার ওপর হস্তার্পণ করতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিও না। অপরের

"যে ... না" দ্বি বি 25:4

"যে ... যোগ্য" লূক 10:7

পাপের ভাগী হয়ো না। নিজেকে শুদ্ধভাবে রক্ষা কর।
23তীমথিয় শুধু জল খেও না; তার বদলে তুমি একটু
দ্রাক্ষারস পান কোর, কারণ তা তোমার পেটের জন্যে
ভাল হবে ও তোমার বার বার অসুখ হবে না।

24কোন কোন লোকের পাপ সহজেই দেখা যায়,
আর তাদের পাপ এই প্রমাণ করে যে তারা বিচারিত
হবে, আবার কোন কোন লোকের পাপ পরে স্পষ্টভাবে
দেখা যায়। 25অনুরূপভাবে মানুষের সৎকাজও সহজে
প্রকাশ পায়। এমনকি তাদের স্পষ্টভাবে দেখা না গেলেও
তাদের চিরদিন ঢেকে রাখা যায় না।

6 যারা দাস, তারা নিজের নিজের মনিবদের যথাযোগ্য
সম্মান করুক। তাই করলে ঈশ্বরের নাম এবং
আমাদের শিক্ষার নিন্দা হবে না। 2যে সব দাসের মনিব
বিশ্বাসী, তারা পরস্পর ভাই। তাই বলে দাসেরা সম্মানের
দিক দিয়ে মনিব ভাইদের কোনভাবে তুচ্ছ না করুক,
বরং সেইসব দাসেরা তাদের মনিবদের আরো ভাল
করে সেবা করুক, কারণ যারা উপকার পাচ্ছে তারাও
বিশ্বাসী।

ভ্রান্ত শিক্ষা ও সত্যিকারের ধন

তুমি লোকদের এই সব অবশ্য শেখাবে ও সেই
অনুসারে কাজ করতে উৎসাহ দেবে। 3কিছু লোক আছে
যারা অন্যরকম শিক্ষা দেয়; তারা আমাদের প্রভু যীশু
খ্রীষ্টের সত্য শিক্ষার সঙ্গে একমত নয়, এবং যে শিক্ষা
প্রকৃতভাবে ঈশ্বরের সেবার জন্য পথ দেখায়, তা তারা
গ্রহণ করে না। 4যে ব্যক্তির শিক্ষা ভ্রান্ত, সে গর্বে পরিপূর্ণ
ও অজ্ঞ। সে নিছক কথা নিয়ে রাগ ও তর্কাতর্কি করতে
ভালবাসে ; এটাই তার অসুস্থতা, যার ফলশ্রুতি হল
ঈর্ষা, ঝগড়া, পরনিন্দা ও কুসন্দেহ। 5এই সব লোকদের
কাছ থেকে শুধু ঝগড়া শোনা যায়, এরা দুর্নীতিগ্রস্ত
মনের মানুষ এবং সত্যকে হারিয়েছে। তারা মনে করে
যে ঈশ্বরের সেবা করা ধনী হবার এক উপায়। 6একথা
সত্যি যে ঈশ্বরের সেবার ফলে মানুষ মহাধনী হতে
পারে, যদি তার কাছে যা আছে তাতেই সে সন্তুষ্ট
থাকে। 7কারণ আমরা জগতে কিছুই সঙ্গে করে নিয়ে
আসিনি; আর কোন কিছুই সঙ্গে করে নিয়ে যেতেও
পারি না। 8তাই অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান পেলে আমরা তাতেই
সন্তুষ্ট থাকব। 9কিন্তু যাদের ধনী হবার ইচ্ছা, তারা
প্রলোভনে এবং ফাঁদে পড়ে ও নানারকম মূর্খামির কাজে
ও ক্ষতিকর বাসনায় পড়ে যা যা করে তা তাদের ধ্বংস
ও বিনাশের পথে ঠেলে ফেলে দেয়। 10কারণ সকল
মন্দের মূলে আছে অর্থের প্রতি আসক্তি। সেই অর্থের
লালসায় কত লোক বিশ্বাস থেকে দূরে সরে গেছে;
আর তার ফলে তারা নিজেদের জীবনে অনেক অনেক
দুঃখ ব্যথা ডেকে এনেছে।

কিছু জিনিস মনে রাখা উচিত

11কিন্তু তুমি ঈশ্বরের লোক, তাই এই সব থেকে
তুমি দূরে থেকো। সত্য পথে চলতে চেষ্টা কর, ঈশ্বরের
সেবা কর, বিশ্বাস, ভালবাসা, ধৈর্য্যও নম্রতা, এইসবের
জন্য চেষ্টা কর। 12বিশ্বাস রক্ষা করার দৌড়ে জয়লাভ
করতে প্রাণপণ চেষ্টা কর। যে জীবন চিরায়ত তা পাবার
বিষয়ে সুনিশ্চিত হও। তোমরা সেই জীবন গ্রহণ করার
জন্য আহুত। 13অনেক সাক্ষীর সামনে এবং সেই যীশু
খ্রীষ্টের সামনে আমি তোমাকে এই আদেশ করছি, পন্তীয়
পীলাতের সামনে যীশুও সেই মহান সত্যের পক্ষে নির্ভীক
স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন। 14যা তোমাকে আদেশ করা
হয়েছে, তা পালন কর, যেন এখন থেকে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট
পুনরায় না আসা পর্যন্ত অনিন্দনীয় আচরণে তোমার
দায়িত্ব পালন করে চল। 15নিরুপিত সময়ে ঈশ্বর এসমস্ত
সম্পন্ন করবেন; তিনি সেই পরমধন্য ঈশ্বর, বিশ্বের
একমাত্র শাসনকর্তা যিনি রাজার রাজা ও প্রভুর প্রভু।
16যিনি অমরতার একমাত্র অধিকারী, এবং অগম্য
জ্যোতির মধ্যে বাস করেন, যাঁকে কেউ কোন দিন
দেখতে পায় নি, পাবেও না। সম্মান ও অনন্ত পরাক্রম
ও কর্তৃত্ব যুগে যুগে তাঁরই হোক্। আমেন। 17যারা এই
যুগে ধনী, তাদের এই আদেশ দাও, যেন তারা গর্ব না
করে। সেই ধনীদের বল তারা যেন অনিশ্চিত সম্পদের
উপর আস্থা না রাখে ; কিন্তু ঈশ্বরের উপর নির্ভর
করুক, যিনি আমাদের উদার হাতে সব কিছু ভোগ
করতে দিয়েছেন। ধনীদের বল তারা যেন সৎ কর্ম
করে। 18তারা যেন সৎকাজ রূপ ধনে ধনী হয়ে ওঠে,
তাদের উদার হতে ও সম্পদ ভাগ করে নিতে প্রস্তুত
হতে বল। 19এই কাজের দ্বারা তারা স্বর্গে সম্পদ গড়ে
তুলবে; সম্পদের ভিতে গড়ে উঠবে তাদের ভবিষ্যত,
তখন তারা প্রকৃত জীবনের অধিকারী হতে পারবে।

20শোন তীমথিয়, তোমার ওপর ঈশ্বর যে ভার
দিয়েছেন তা সযত্নে রক্ষা কর। যা তথাকথিত পাণ্ডিত্য
নামে পরিচিত, সেই মূর্খ অসার কথাবার্তার ও তর্কের
মধ্যে যেও না। 21কেউ কেউ জীবনে ঐ জ্ঞানের দাবি
করে। ঐসব লোক বিশ্বাস থেকে দূরে সরে গেছে।

ঈশ্বরের অনুগ্রহ তোমাদের ওপর থাকুক।

তীমথিয়ের প্রতি দ্বিতীয় পত্র

1 আমি পৌল, খ্রীষ্ট যীশুর একজন প্রেরিত। আমি
একজন প্রেরিত কারণ ঈশ্বর তাই চেয়েছিলেন।
লোকদের কাছে ঈশ্বর আমাকে পাঠালেন যেন খ্রীষ্ট
যীশুতে জীবন লাভের যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, সেই কথা
আমি তাদের বলি।

2 তীমথিয়ের কাছে লিখছি। তুমি আমার প্রিয় পুত্রের
মত। পিতা ঈশ্বর ও আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর কাছ
থেকে তোমাদের উপর অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি বর্তুক।

ধন্যবাদ ও উৎসাহ দান

3 দিনে বা রাতে প্রার্থনার সময় আমি তোমাকে স্মরণ
করে থাকি। প্রার্থনার সময় তোমার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ
জানাই। আমার পিতৃপুরুষেরা যাঁর সেবা করতেন তিনি
সেই ঈশ্বর। শুদ্ধ বিবেকে আমি সর্বদাই তাঁর সেবা করে
আসছি। 4 তুমি যে আমার জন্য চোখের জল ফেলেছিলে
সে কথা আমার মনে আছে। আমি তোমাকে দেখতে
খুবই আকাঙ্খা করছি যাতে আমার অন্তরটা আনন্দে
ভরে ওঠে।

5 তোমার আন্তরিক বিশ্বাসের কথাও আমার মনে
আছে। ঐ ধর্ম বিশ্বাস প্রথমে ছিল তোমার দিদিমা
লোয়ীর ও তোমার মা উনীকীর। আমি জানি যে সেই
একই বিশ্বাস তোমার অন্তরে অটুট রয়েছে। 6 সেই জন্য
আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে, তোমার মধ্যে
ঈশ্বরের দেওয়া বিশেষ দান রয়েছে। আমি যখন তোমার
ওপর হস্তার্পণ করেছিলাম তখন সেই দান ঈশ্বর তোমাকে
দিয়েছিলেন। এখন আমি চাই যে সেই দান তুমি কাজে
লাগাও এবং তাকে দিন দিন আরো বাড়তে দাও;
যেমন করে সামান্য অগ্নি শিখা এক প্রলয় অগ্নি সৃষ্টি
করে। 7 ঈশ্বর আমাদের ভীরুতার আত্মা দেন নি। ঈশ্বর
আমাদের পরাক্রম, প্রেম ও আত্মসংযমের আত্মা
দিয়েছেন।

8 তাই আমাদের প্রভু যীশুর কথা লোকদের কাছে
বলতে লজ্জা পেও না। আমার বিষয়েও লজ্জা বোধ
কোর না। আমি তো প্রভুর জন্য কারাগারে আছি।
কিন্তু সুসমাচারের জন্য তুমি আমার সঙ্গে দুঃখভোগ
কর। ঐ কাজ করার জন্য ঈশ্বরই আমাদের শক্তি দেন।
9 ঈশ্বর আমাদের পরিত্রাণ করেছেন এবং তাঁর পবিত্র
প্রজা করেছেন, আমাদের কাজের কারণে নয়, কিন্তু
তাঁর নিজ অনুগ্রহ এবং সঙ্কল্প অনুসারে করেছেন। সৃষ্টির
বহুপূর্বে ঈশ্বর, খ্রীষ্ট যীশুতে সেই অনুগ্রহ আমাদের দেন;
10 কিন্তু সেই অনুগ্রহ আমাদের ত্রাণকর্তা খ্রীষ্ট যীশু না
আসা পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি। যীশু এসে সেই মৃত্যুকে
শক্তিহীন করলেন ও তাঁর সুসমাচারের মাধ্যমে জীবনের
ও অমরতার পথ দেখালেন। 11 সেই সুসমাচার প্রচার
করার জন্য আমাকে মনোনীত করা হল; আমাকে
প্রেরিতরূপে ও সেই সুসমাচারের শিক্ষকরূপে মনোনীত
করা হল। 12 সেই সুসমাচার প্রচার করি বলে আমি
কষ্টভোগ করছি; কিন্তু তাতে আমি লজ্জা বোধ করি
না। যাঁকে আমি বিশ্বাস করেছি তাঁকে আমি জানি।
তিনি যা কিছুর ভার আমার ওপর তুলে দিয়েছেন, তা
যে তিনি সেই মহাদিনটি পর্যন্ত রক্ষা করতে পারেন এই
বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

13 তুমি যে সত্য শিক্ষা আমার কাছে পেয়েছ সেই
অনুসারে চল। খ্রীষ্ট যীশুতে যে ভালবাসা ও বিশ্বাস
তুমি পেয়েছ তা দৃঢ়ভাবে ধরে থাক। ঐসব শিক্ষা তোমার
সামনে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে থাকবে, যে অনুসারে তোমাকে
শিক্ষা দিতে হবে। 14 যে মূল্যবান সত্য তোমার হাতে
তুলে দেওয়া হয়েছে তা তুমি আমাদের অন্তরে
বাসকারী পবিত্র আত্মার সাহায্যে রক্ষা কর। 15 তুমি
তো জান, এশিয়াতে যারা আছে, তারা সকলে আমায়
ছেড়ে চলে গেছে, তাদের মধ্যে ফুগিল্ল ও হর্ম্মগিনিও
আছে।

16 প্রভু অনীষিফরের পরিবারকে দয়া করুন, কারণ
অনীষিফর বহুবার আমায় সুস্থির হতে সাহায্য
করেছিলেন। আমি কারাগারে রয়েছি বলে তিনি
কোনদিনই লজ্জাবোধ করেন নি, 17 বরং তিনি রোমে
এসে আমাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করে আমার
সঙ্গে দেখা করেছিলেন। 18 প্রভু তাঁকে এই বর দিন যেন
সেই দিন তিনি প্রভুর কাছে দয়া পান; আর ইফিষে
তিনি কিভাবে আমায় সাহায্য করেছিলেন, তা তুমি
ভাল করেই জান।

খ্রীষ্ট যীশুর বিশ্বস্ত সৈনিক

2 তীমথিয় তুমি আমার সন্তানের মতো, খ্রীষ্ট যীশুতে
আমাদের যে অনুগ্রহ আছে তার দ্বারা তুমি শক্তিমান
হয়ে ওঠ। 2 তুমি ও অন্যান্য অনেকে আমি যে বিষয়
শিক্ষা দিয়েছি তা শুনেছ; সেইসব এমন বিশ্বস্ত লোকদের
শেখাও যারা অন্য লোকদের শিক্ষা দিতে সক্ষম হবে।
3 খ্রীষ্ট যীশুর বিশ্বস্ত সৈনিকের মত আমাদের সাথে
কষ্টভোগ কর।

4 সৈনিক, যুদ্ধ করার সময় তার সেনাপতিকে সন্তুষ্ট
করবার কথা মনে রাখে, জনসাধারণের কাজ নিয়ে
ব্যস্ত থাকে না। 5 আবার কোন ব্যক্তি যদি ক্রীড়া
প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে, তবে তাকে
প্রতিযোগিতার সমস্ত নিয়ম মেনে চলতে হয় যেন সে
বিজয়ী হতে পারে। 6 যে কৃষক কঠোর পরিশ্রম করে,

সেই প্রথমে ফসলের ভাগ পায়। 7আমি যা বলি, তা ভেবে দেখ, কারণ এসব বিষয় বুঝতে প্রভু তোমাকে বুদ্ধি দেবেন।

8যীশু খ্রীষ্টের কথা মনে কর, তিনি দায়ূদের বংশে জন্মেছিলেন, যীশু মৃত্যুর পর মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন। এই তো সেই সুসমাচার যা লোকদের কাছে আমি প্রচার করি।

9সুসমাচার প্রচার করেছি বলে আমি কষ্টভোগ করছি, একজন অপরাধীর মত আমাকে শেকলে বেঁধে বন্দী করে রাখা হয়েছে ; কিন্তু ঈশ্বরের বার্তাকে শেকল দিয়ে বাঁধা যায় না।

10তাই ধৈর্যের সঙ্গে ঈশ্বর যাদের মনোনীত করেছেন তাদের জন্য আমি সব কিছু সহ্য করি, যাতে তারাও খ্রীষ্ট যীশুতে অনন্ত মহিমার সাথে যে পরিত্রাণ ও অনন্ত জীবন আছে তা লাভ করে।

11এই কথা বিশ্বাসযোগ্য:

কারণ আমরা যদি তাঁর সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে থাকি,
তবে তাঁর সঙ্গে জীবিতও থাকব।
12এখন যদি কষ্ট সহ্য করি তবে তাঁর সাথে রাজত্বও করব। যদি তাঁকে অস্বীকার করি, তিনিও আমাদেরকে অস্বীকার করবেন।
13আমরা যদি অবিশ্বস্ত হই, তিনি কিন্তু বিশ্বস্ত থাকেন; কারণ তিনি নিজেকে অস্বীকার করতে পারেন না।

অনুমোদিত কর্মী

14তুমি লোকদের এইসব কথা মনে করিয়ে দিও, ঈশ্বরের সামনে তাদের সতর্ক করে দাও যেন লোকেরা বাক্য নিয়ে তর্কবিতর্ক না করে, কারণ তাতে কোন লাভ হয় না, বরং যারা শোনে তাদের সর্বনাশ হয়। 15যে কর্মী সঠিকভাবে সত্য শিক্ষাকে ব্যবহার করে এবং নিজের কাজকর্ম সম্বন্ধে লজ্জিত নয় এমন একজন কর্মী হিসেবে ঈশ্বরের অনুমোদন পাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কর।

16কিন্তু বাজে জাগতিক আলোচনা, যার মধ্যে ঈশ্বরের কোন প্রেরণা নেই তার থেকে দূরে থাকো। ঐ ধরণের কথাবার্তা মানুষকে ক্রমে ক্রমে ঈশ্বর থেকে দূরে নিয়ে যায়। 17যারা এই ধরণের আলোচনা করে তাদের শিক্ষা কর্কট রোগের মত ছড়িয়ে পড়ে। হুমিনায় ও ফিলীত হল এই ধরণের লোক। 18এরা সত্য শিক্ষা থেকে সরে গেছে। তারা বলছে, মৃতদের পুনরুত্থান হয়ে গেছে। এই দুজন লোক কিছু কিছু লোকের বিশ্বাস নষ্ট করেছে।

19ঈশ্বর তাঁর মণ্ডলীর জন্য যে শক্ত ভিত স্থাপন করেছেন তা হেলানো যাবে না, সেই ভিতের ওপর এও লেখা আছে, "ঈশ্বর সেই সব লোকেদের জানেন যারা তাঁর" এবং "যে কেউ নিজেকে ঈশ্বরের লোক বলে সে মন্দ কাজ হতে অবশ্যই দূরে থাকুক।"

20কিন্তু কোন বড় বাড়িতে কেবল সোনার ও রূপোর বাসন নয়, কাঠের ও মাটির পাত্রও থাকে, তাদের মধ্যে কিছু বাসন থাকে বিশেষ ব্যবহারের জন্য, আবার কিছু বাসন থাকে সাধারণ ব্যবহারের জন্য। 21সুতরাং যদি কেউ নিজেকে এইসব মন্দ বিষয় হতে পরিষ্কার করে তবে সে বিশেষ ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত বাসনই হয়ে উঠবে, সেই ব্যক্তি পবিত্র হয়ে উঠবে আর তার কর্তা তাকে ব্যবহার করতে পারবে। সেই ব্যক্তি যে কোন সৎকাজ করবার জন্য প্রস্তুত থাকবে।

22তুমি যৌবনের সমস্ত কামনা বাসনা থেকে পালাও এবং যাদের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ, যারা তাদের প্রভুতে ভরসা রাখে, সেই সমস্ত লোকের সাথে বিশ্বাস, ভালবাসা ও শান্তির সাথে সঠিক জীবনযাপনের জন্য আগ্রহী হও।

23কিন্তু মূর্খতাপূর্ণ ও জ্ঞানহীন তর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়োনা, তুমি জান যে ঐসব শূন্যগর্ভ তর্কবিতর্ক থেকে লড়াইয়ের সৃষ্টি হয়। 24যে মানুষ প্রভুর সেবক তার কোন বিবাদে জড়িয়ে পড়া ঠিক নয়, সে হবে সকলের প্রতি দয়ালু। প্রভুর সেবককে একজন উত্তম শিক্ষক হতে হবে, তাকে সহিষ্ণু হতে হবে। 25যারা তার বিরুদ্ধে কথা বলে বিনীতভাবেই তাদের ভুল দেখিয়ে দিতে হবে। হয়তো ঈশ্বর তাদের হৃদয়ের পরিবর্তন করবেন যাতে তারা সত্যকে গ্রহণ করতে পারে। 26দিয়াবল ঐ লোকদের ফাঁদে ফেলেছে ও তার ইচ্ছা পালন করার জন্য দাসে পরিণত করেছে ; কিন্তু এমন হতে পারে যে তারা চেতনা পেয়ে জেগে উঠবে ও বুঝতে পারবে যে শয়তান তাদের নিয়ে খেলছে আর দিয়াবলের ফাঁদ থেকে তারা নিজেদের মুক্ত করতে পারবে।

শেষের দিনগুলি

3একথা মনে রেখো যে শেষকালে ভয়ঙ্কর সময় আসছে। 2কারণ লোকে তখন স্বার্থপর, ও অর্থপ্রেমী হয়ে উঠবে। তারা গর্ব করবে, সবাইকে তুচ্ছ ও পরনিন্দা করবে। লোকে তাদের মা-বাবার অবাধ্য হবে। তারা অকৃতজ্ঞ, অধার্মিক হবে;

3অপর লোকদের জন্য তাদের স্নেহভালবাসা থাকবে না। তারা অপরকে ক্ষমা করতে চাইবে না বরং তারা অন্যের বিষয়ে নানা মন্দ কথা বলে বেড়াবে। লোকেরা আত্মসংযমী হবে না, হবে হিংস্র। তারা ভাল কিছু সইতে পারবে না। 4শেষের দিনগুলিতে লোকেরা বিশ্বাসঘাতকতা করবে। বিবেচনা না করেই তারা হঠকারীর মতো কিছু করে বসবে। তারা আত্মগর্বে স্ফীত হবে। ঈশ্বরের চেয়ে বরং তারা ভোগবিলাসকেই ভালবাসবে।

5তারা ধর্মের ঠাট বজায় রাখবে, কিন্তু ঈশ্বরের শক্তি প্রত্যাখ্যান করবে। তীমথিয়, এমন লোকদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চল।

6এদের মধ্যে এমন লোক আছে, যারা চালাকি করে লোকের বাড়ি বাড়ি যায় এবং সেখানে তারা এমনসব নির্বোধ স্ত্রীলোকদের উপর প্রভুত্ব করে যারা পাপের দোষে পূর্ণ এবং সব রকমের ইচ্ছা দ্বারা

চালিত। 7সেই স্ত্রীলোকেরা সতত নতুন শিক্ষা শিখতে
চেষ্টা করে; কিন্তু সেই সত্যকে পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম
করতে সক্ষম হয় না।
8আর যান্নি ও যাম্বির কথা মনে কর, তারা মোশির
বিরোধিতা করেছিল। সেইভাবে এই লোকেরাও সত্যের
বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, এদের মন জঘন্য এবং এরা প্রকৃত
বিশ্বাসের অনুসারী হতে পারে নি; 9কিন্তু এরা তাদের
কাজে কৃতকার্য হতে পারবে না। সবাই দেখতে
পাবে যে তারা কতো নির্বোধ। যান্নি ও যাম্বির
বেলায়ও তাই হয়েছিল।

শেষ নির্দেশ

10কিন্তু তুমি আমার সব কথাই জান। যা আমি
শেখাই, যেভাবে আমি চলি সবই তুমি জান। আমার
জীবনের কি লক্ষ্য তাও তুমি জান। তুমি আমার বিশ্বাস,
ধৈর্য, ভালোবাসা ও সহিষ্ণুতার কথা জান। 11আমার
জীবনে নির্যাতন ও কষ্টভোগের কথাও তুমি জান।
আন্তিয়খিয়া, ইকনিয় ও লুস্ত্রায় যখন আমি গিয়েছিলাম,
সে সব জায়গায় আমার কি অবস্থা হয়েছিল, কত
কষ্টের মধ্যে আমাকে পড়তে হয়েছিল তা তুমি জান;
কিন্তু সেই সমস্ত দুঃখ-কষ্ট থেকে প্রভু আমাকে উদ্ধার
করেছেন।
12খ্রীষ্ট যীশুতে যত লোক ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে
চলতে চাইবে তাদের সকলকে নির্যাতিত হতে হবেই;
13কিন্তু দুষ্ট লোকেদের এবং ঠগবাজদের ক্রমশঃই
অধঃপতন ঘটবে। তারা পরকে ঠকাবে নিজেরাও
ঠকবে।
14কিন্তু তুমি যা যা শিখেছ তাতেই স্থির থাক, এবং
দৃঢ়ভাবে তা বিশ্বাস কর কারণ তুমি জান কাদের কাছ
থেকে তুমি সেই শিক্ষা পেয়েছ। 15বাল্যকাল থেকে
পবিত্র শাস্ত্রের সঙ্গে তোমার পরিচিতি হয়েছে;
শাস্ত্রগুলিই তোমাকে সেই প্রজ্ঞা দেবে যা খ্রীষ্ট যীশুতে
বিশ্বাসের মাধ্যমে পরিত্রাণের পথে নিয়ে যায়।
16সমস্ত শাস্ত্রই ঈশ্বর দিয়েছেন এবং অনুযোগ, সংশোধন
ও ন্যায়পরায়ণ জীবনযাপনের জন্য প্রতিটি বাক্যই
সঠিক নির্দেশ দিতে পারে, 17যেন তার দ্বারা ঈশ্বরের
লোক পরিপক্ক ও সমস্ত সৎকর্মের জন্য সুসজ্জিত
হয়।

4 ঈশ্বরকে ও যীশু খ্রীষ্টকে সামনে রেখে আমি তোমাকে
এক আদেশ দিচ্ছি। খ্রীষ্ট যীশু, যিনি জীবিত ও
মৃতদের বিচার করবেন, তাঁর এক রাজ্য আছে আর
তিনি আবার ফিরে আসছেন, তাই আমি তোমাকে এই
আদেশ দিচ্ছি:
2লোকদের কাছে সুসমাচার প্রচার কর। ভাল কি
মন্দ সব সময়ের জন্য তুমি সর্বদাই প্রস্তুত থেকো।
তাদের ভুল কাজ সম্বন্ধে বোধ জাগাও। তারা ভুল
পথে গেলে তাদের থামতে বলো, সৎকার্যে তাদের
উৎসাহিত করো। সম্পূর্ণ ধৈর্যের সঙ্গে ও উচিত শিক্ষার
মাধ্যমে এইসব কাজ কর। 3কারণ এমন সময় আসবে,
যে সময় লোকেরা সত্য শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইবে না;
কিন্তু নিজেদের মনোমত কথা শোনার জন্য নিজের
নিজের পছন্দ মতো বহু গুরু ধরবে। 4লোকেরা সত্য
থেকে কান ফিরিয়ে নিয়ে মনগড়া কাহিনীর দিকে মন
দেবে। 5কিন্তু তুমি সব সময়ে সংযত থেকো, ধৈর্যের
সঙ্গে সব কষ্ট সহ্য কর এবং সুসমাচার প্রচার কর।
ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচারক হিসাবে তোমার কর্তব্য পালন
করে চল।
6ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আমার জীবন এর মধ্যেই পেয়
অর্ঘ্যের মতো ঢালা হয়েছে। আমার যাবার সময় হয়ে
এসেছে।
7আমি ভাল ভাবেই লড়াই করেছি। নির্দিষ্ট দৌড়
শেষ করেছি। অটুট রেখেছি আমার খ্রীষ্ট বিশ্বাস। 8এখন
অবধি সঠিক জীবনযাপন করার জন্য আমার জন্য এক
বিজয় মুকুট তোলা আছে, সেই ন্যায়পরায়ণ বিচারক
প্রভু সেই মহাদিনে আমাকে তা দেবেন। হ্যাঁ, সেই
মুকুট তিনি আমায় দেবেন। কেবল আমাকে নয়, বরং
যত লোক তাঁর পুনরাগমনের জন্য ভালোবাসার সাথে
অধীরভাবে প্রতীক্ষা করেছে, এ মুকুট তাদের সকলকে
দেবেন।

ব্যক্তিগত কিছু কথা

9তুমি যত শিগ্‌গির পার আমার কাছে চলে এস,
10কারণ দীমা এই জগতকে ভালবেসে আমাকে ছেড়ে
থিষলনীকীতে চলে গিয়েছে। ক্রীস্কেন্ত গালাতীয়ায় আর
তীত দাল্‌মাতিয়াতে গেছে। 11একা লূক কেবল আমার
সঙ্গে আছেন। তুমি যখন আসবে মার্ককে সঙ্গে করে
এস, এখানকার কাজে সে আমায় সাহায্য করতে পারবে।
12তুখিককে আমি ইফিষে পাঠিয়েছি।
13ত্রোয়াতে, কার্পের কাছে যে শালখানি রেখে এসেছি,
তুমি আসার সময় সেটি এবং পুস্তকগুলি, বিশেষ করে
চামড়ার ওপর লেখা পুস্তকগুলি সঙ্গে করে এনো;
ওগুলি আমার চাই।
14আলেক্সান্দর, যে পিতল ও তামার কাজ করে
সে আমার অনেক ক্ষতি করেছে। প্রভু তার কাজের
সমুচিত প্রতিফল তাকে দেবেন। 15তুমিও সেই লোক
থেকে সাবধান থেকো; কারণ আমরা যা কিছু প্রচার
করেছি, সে ভীষণভাবে তার বিরোধিতা করেছে।
16আমাকে যখন প্রথমবার বিচারকের সামনে দাঁড়
করানো হয়েছিল, তখন আমায় সাহায্য করতে কেউ
আমার পাশে ছিল না; সকলে পালিয়ে গেল। আমি
প্রার্থনা করি তাদের এই অপরাধ যেন গণ্য না হয়।
17কিন্তু প্রভু আমার পাশে দাঁড়ালেন এবং আমাকে
শক্তিশালী করলেন, যাতে আমি সেই বার্তা সম্পূর্ণভাবে
প্রচার করতে পারি এবং যেন সমস্ত অইহুদী জনগণ
সেই সুসমাচার শুনতে পায়, আর আমি সিংহের মুখ
থেকে রক্ষা পেলাম।
18কেউ আমার ক্ষতি করতে চাইলে প্রভু আমাকে
রক্ষা করবেন। প্রভু তাঁর স্বর্গীয় রাজ্যে আমাকে নিশ্চয়ই
নিরাপদে নিয়ে যাবেন। যুগে যুগে ঈশ্বরের মহিমা হোক্।
আমেন।

শেষ শুভেচ্ছা

19প্রিষ্কাকে ও আকিল্লাকে এবং অনীষিফরের
পরিবারকে আমার শুভেচ্ছা জানিও। 20ইরাস্ত করিন্থে
থেকে গেছেন, এবং এফিম অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমি
তাকে মিলীতে রেখে এসেছি। 21তুমি শীতকালের আগে
অবশ্যই আসার চেষ্টা কর। উবুল, পুদেন্ত, লীন, ক্লৌদিয়া
ও এখানকার সমস্ত ভাই ও বোনেরা তোমায় শুভেচ্ছা
জানাচ্ছেন।

22প্রভু তোমার আত্মায় বিরাজ করুন। ঈশ্বরের
অনুগ্রহ তোমার সহবর্তী হোক্।

তীতের প্রতি পত্র

1 ঈশ্বরের দাস এবং যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিত দূত পৌলের
কাছ থেকে– ঈশ্বর যাদের মনোনীত করেছেন তাদের
খ্রীষ্ট বিশ্বাসের পথে এগিয়ে আনতে ও ঐশ্বরিক সত্য
শিক্ষা দিতে আমাকে দূত হিসাবে পাঠানো হয়েছে;
আর সেই সত্যই আমাদের জ্ঞাত করে কিভাবে ঈশ্বরের
সেবা করতে হয়। 2অনন্ত জীবনের প্রত্যাশা থেকেই
আমাদের সেই বিশ্বাস ও জ্ঞান লাভ হয়। সময় শুরুর
পূর্বেই ঈশ্বর সেই জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আর
ঈশ্বর মিথ্যা বলেন না। 3ঠিক সময়ে ঈশ্বর তাঁর বার্তা
জগতের কাছে প্রচারের মাধ্যমেই তা প্রকাশ করেছেন।
ঈশ্বর সেই কাজের ভার আমার হাতে তুলে দিয়েছেন।
আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে আমি
সেই বার্তা প্রচার করেছি।

4এই চিঠি তীতের প্রতি লেখা হয়েছে। একই বিশ্বাসের
ভাগীদার হওয়ায় তুমি আমার প্রকৃত সন্তান।

পিতা ঈশ্বর ও আমাদের ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্ট তোমায়
অনুগ্রহ ও শান্তি দিন।

ক্রীতী দ্বীপে তীতের প্রচার

5আমি তোমাকে ক্রীতী দ্বীপে রেখে এলাম, যাতে
বাকি কাজগুলি তুমি শেষ করতে পার এবং আমার
নির্দেশ অনুসারে প্রতিটি শহরের মণ্ডলীতে প্রাচীনদের
নিয়োগ করতে পার। 6প্রাচীনরূপে গণ্য হবে সেই ব্যক্তি
যে কোন দোষে দোষী নয়, যে কেবল একজন স্ত্রীর
স্বামী, যার ছেলেমেয়েরা খ্রীষ্টবিশ্বাসী এবং বেয়াড়া বা
অবাধ্য বলে পরিচিত নয়। 7একজন প্রাচীনের কাজ হল
ঈশ্বরের কাজে তত্ত্বাবধান করা সুতরাং তাকে নির্দোষ,
নম্র, উদারচিত্ত এবং ক্রোধে ধীর হতে হবে, মাতাল
মারকুটে ও লোক ঠকিয়ে ধনী হবার চেষ্টা সে করবে
না। 8একজন প্রাচীন বরং লোকেদের সাহায্য করার
জন্য তার গৃহে তাদের আতিথ্য দিতে প্রস্তুত থাকবে,
যা ভাল তাই ভালবাসবে; সে বিচক্ষণ, ন্যায়পরায়ণ,
পবিত্র ও জিতেন্দ্রিয় হবে। 9আমরা যে সত্য প্রচার
করি তা সে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করবে; লোকেদের
সঠিকভাবে শিক্ষা দিতে পারবে এবং যারা সত্যের
বিরোধী তাদের ভুল দেখিয়ে দিতে পারবে।

10কারণ অনেকে আছে যারা অবাধ্য স্বভাবের মানুষ।
যারা অসার কথাবার্তা বলে বেড়ায় ও অনেককে ভ্রান্তির
মধ্যে নিয়ে যায়। বিশেষ করে আমি সেই লোকদের
কথা বলছি, যারা বলছে যে সব অইহুদী খ্রীষ্টীয়ানদের
সুন্নত হওয়া চাই। 11একজন প্রাচীন নিশ্চয়ই দেখিয়ে
দিতে পারবেন যে এইসব লোকেদের চিন্তা ভুল ও
তাদের কথাবার্তা অসার, অবশ্যই তাদের মুখ বন্ধ করে
দিতে পারবেন, কারণ তারা তাদের যে বিষয়ে শিক্ষা
দেওয়া উচিত নয় তা শিক্ষা দিয়ে তারা বহু পরিবারের
সবাইকে বিপর্যস্ত করেছে। তারা অসৎ উপায়ে অর্থ
লাভের জন্য এইরকম করে বেড়ায়। 12তাদেরই একজন
ক্রীতীয় ভাববাদী বলছেন, "ক্রীতীয়েরা সর্বদাই
মিথ্যাবাদী, বন্য জন্তু এবং অলস পেটুক", 13আর একথা
সত্যি, এইজন্য তুমি ঐ লোকদের বল যে তারা ভুল
করছে, তুমি তাদের প্রতি কড়া হও যাতে তাদের বিশ্বাস
দৃঢ় হয়, 14তখন তারা ইহুদীদের মিথ্যা গল্প গ্রহণ করবে
না এবং যারা সত্য থেকে সরে গেছে এরকম লোকদের
আজ্ঞা মানবে না।

15অন্তরে যারা শুচি তাদের কাছে সব কিছুই শুচি;
কিন্তু যাদের অন্তর কলুষিত ও যারা অবিশ্বাসী তাদের
কাছে কিছুই শুচি নয়; বাস্তবে তাদের মন ও বিবেক
কলুষিত হয়ে পড়েছে।

16তারা স্বীকার করে যে ঈশ্বরকে জানে, কিন্তু
কাজকর্মে তাঁকে অস্বীকার করে। তারা অতিশয় ঘৃণ্য,
তারা অবাধ্য এবং কোন ভাল কাজ করার ব্যাপারে
সম্পূর্ণ অযোগ্য।

সত্য শিক্ষার অনুসরণ

2 সত্য শিক্ষা অনুসরণের জন্য তুমি অবশ্যই লোকেদের
এইসব কাজ করতে বলবে। 2বৃদ্ধদের বল, যেন
তারা আত্মসংযমী, গম্ভীর ও বিজ্ঞ হন। তারা যেন
বিশ্বাসে, ভালোবাসায় ও ধৈর্য্যে দৃঢ় হন।

3সেইভাবে বৃদ্ধাদের বল তারা যেন আচরণে পবিত্র
হন। তারা যেন অপরের সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে
না বেড়ান ও দ্রাক্ষারস পানে আসক্ত না হন। কিন্তু
তারা যেন সৎ শিক্ষা দিয়ে বেড়ান, 4এবং যুবতীদের
শিক্ষা দেন তারা যেন তাদের স্বামীদের ও সন্তানদের
ভালবাসে। 5তারা যেন বিচক্ষণ, পরিশুদ্ধ, গৃহকর্মে
নিষ্ঠাবতী, দয়াময়ী ও স্বামীর প্রতি অনুগত হয়, তাহলে
কেউ ঈশ্বরের বার্তা সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করতে পারবে
না। 6সেইভাবে যুবকদের বল তারা যেন সব কিছুতেই
আত্মসংযম বজায় রাখে; 7আর তুমি নিজে সব বিষয়ে
তাদের সামনে সৎকাজের আদর্শ হও। তুমি যখন শিক্ষা
দেবে তখন সততা ও গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে তা দিও। 8যখন
কথা বলবে তখন সত্য বলো যেন যা তুমি বলছ কেউ
তার সমালোচনা করতে না পারে। এর ফলে তোমার
বিপক্ষেরা লজ্জায় পড়বে, কারণ তোমার সম্পর্কে সে
খারাপ কিছুই বলতে পারবে না।

9দাসদের তুমি এই শিক্ষা দাও: তারা যেন সবসময়
নিজেদের মনিবদের আজ্ঞা পালন করে, তাদের সন্তুষ্ট

রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে, এবং মনিবদের কথার প্রতিবাদ না করে। 10তারা যেন মনিবদের কিছু চুরি না করে এবং তাদের মনিবদের বিশ্বাসভাজন হয়। এইভাবে তাদের সমস্ত আচরণে প্রকাশ পাবে যে আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের শিক্ষা উত্তম।

11ঐভাবেই আমাদের চলা উচিত কারণ ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। যে অনুগ্রহ প্রত্যেক মানুষকে রক্ষা করতে পারে, সেই অনুগ্রহ আমাদের দেওয়া হয়েছে। 12সেই অনুগ্রহ আমাদের শিক্ষা দেয়, যেন আমরা ঈশ্বরবিহীন জীবনযাপন না করি ও জগতের কামনা বাসনা অগ্রাহ্য করে এই বর্তমান জগতে আত্মনিয়ন্ত্রিত, ন্যায়পরায়ণ এবং ধার্মিকভাবে জীবনযাপন করি।

13আমাদের মহান ঈশ্বর এবং ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের মহিমার আবির্ভাবের জন্য যখন অপেক্ষা করছি, তখন যেন আমরা সবাই এইভাবেই চলি। তিনিই আমাদের মহান প্রত্যাশা, যিনি মহিমা নিয়ে আসবেন। 14খ্রীষ্ট আমাদের জন্যে নিজেকে দিলেন, যাতে সমস্ত মন্দ থেকে আমাদের উদ্ধার করতে পারেন, যাতে আমরা সৎকর্মে আগ্রহী ও পরিশুদ্ধ মানুষ হিসেবে কেবল তাঁর হই। 15এসব কথা বল এবং পূর্ণ কর্তৃত্বের সঙ্গে তাদের উৎসাহিত কর ও তিরস্কার কর। কেউ যেন তোমাকে তুচ্ছ করতে না পারে।

ভক্তিপূর্ণ জীবনযাপনের পরামর্শ

3 তুমি লোকদের মনে করিয়ে দিও, যেন তারা দেশের সরকার ও কর্তৃপক্ষের অনুগত হয়। তাদের কথামতো চ'লে যে কোন সৎকাজ করতে যেন প্রস্তুত থাকে। 2বিশ্বাসীদের বল তারা যেন কারও বিষয়ে মন্দ না বলে, লোকের সঙ্গে ঝগড়া না করে, সমস্ত মানুষের সাথে যেন অমায়িক ও ভদ্র ব্যবহার করে।

3কারণ একসময়ে আমরাও নির্বোধ ও অবাধ্য ছিলাম। অন্যের দ্বারা বিপথে চালিত হয়ে নানা রকমের মন্দ ইচ্ছা ও কুৎসিত আনন্দের দাস ছিলাম। আমাদের জীবন অশুভ কামনা ও ঈর্ষায় পূর্ণ ছিল। অন্যেরা আমাদের ঘৃণা করত আর আমরাও পরস্পরকে ঘৃণা করতাম। 4কিন্তু যখন আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের দয়া ও মনুষ্যপ্রীতি প্রকাশিত হল 5তখন তিনি তাঁর দয়ার গুণে আমাদের রক্ষা করলেন। ঈশ্বরের কাছে যোগ্য বলে বিবেচিত হওয়ার জন্য, ভাল কাজ করেছিলাম বলে নয়। তিনি আমাদের পরিষ্কার করে পরিত্রাণপ্রাপ্ত নতুন মানুষ করলেন এবং পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আমরা নতুন হলাম। 6সেই পবিত্র আত্মাকে ঈশ্বর আমাদের ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা আমাদের উপরে বিপুল পরিমাণে বর্ষণ করলেন। 7তাঁর অনুগ্রহে আমরা ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছি এবং ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে আমাদের দিয়েছেন যেন আমরা অনন্ত জীবন পেতে পারি। এটাই তো আমাদের প্রত্যাশা। 8আর এই শিক্ষা সত্য।

আমি চাই যে তুমি নিশ্চিতভাবে জানতে পার যে লোকেরা এসব বুঝতে পারছে, তাহলে যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী তারা নিজেদের জীবন মঙ্গলকর্মে উৎসর্গ করার জন্য উৎসুক থাকবে। এসবই উত্তম বিষয়, এতে সবার সাহায্য হবে।

9অর্থহীন বাক্‌বিতণ্ডা, বংশতালিকা নিয়ে আলোচনা, মোশির বিধি-ব্যবস্থার শিক্ষা নিয়ে কোন্দল এবং লড়াই করে এমন লোকদের এড়িয়ে চলবে, কারণ এগুলো অপ্রয়োজনীয় ও নিরর্থক। 10যে ব্যক্তি তর্কবিতর্ক করতে চায় তাকে প্রথম ও দ্বিতীয় বার সাবধান করার পরও যদি সে না শোনে তখন তাকে এড়িয়ে চলবে; 11কারণ তুমি জেনো, এধরণের লোকেরা মন্দ ও পাপে জীবনযাপন করে। তার পাপই প্রমাণ করে যে সে ভুল পথে যাচ্ছে।

শেষ কথা

12আমি তোমার কাছে আর্তিমাকে ও তুখিককে পাঠাবো, আমার সঙ্গে নিকপলিতে দেখা করতে আপ্রাণ চেষ্টা কোর, কারণ শীতকালটা আমি ওখানেই কাটাবো ঠিক করেছি। 13আইনজীবি সীনা ও আপল্লো ওখান থেকে রওনা হবেন।

তাঁদের যাত্রাপথে যতদূর পারো সাহায্য কোর। ভাল করে দেখো তাঁদের যা কিছু প্রয়োজন সবই যেন তাঁরা পান। 14আমাদের লোকেরা যেন সৎকর্মে উদ্যোগী হয়, এইভাবে যার যা প্রয়োজন তা মেটাতে তাদের সাহায্য করুক। যদি তারা এটা করে তবে তাদের জীবন নিস্ফল হবে না। 15আমার সঙ্গীরা সকলে তোমাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। যারা বিশ্বাস সম্বন্ধে আমাদের ভালবাসেন তাদের শুভেচ্ছা জানিও।

ঈশ্বরের অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সহবর্তী হোক্।

ফিলীমনের প্রতি পত্র

পৌল, যীশু খ্রীষ্টের বন্দী এবং আমাদের ভাই তীমথিয়, [2]আমাদের প্রিয় বন্ধু ও সহকর্মী ফিলীমন ও বোন আপ্পিয়া এবং আমাদের সহসেনা আর্খিপ্প; এবং যে মণ্ডলী ফিলীমনের ঘরে উপাসনার জন্য সমবেত হন তাদের সকলের উদ্দেশ্যে এই চিঠি লিখছি।

[3]আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের সহবর্তী হোক্।

ফিলীমনের ভালবাসা এবং বিশ্বাস

[4]আমি যখন প্রার্থনার সময় তোমাকে মনে করি, তখন তোমার জন্য সর্বদা আমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। [5]প্রভু যীশুর প্রতি তোমার বিশ্বাস ও ঈশ্বরের সমস্ত পবিত্র লোকের প্রতি তোমার ভালবাসার কথা আমি শুনতে পাই ও ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই। [6]আমি প্রার্থনা করি আমরা যে বিশ্বাসের অংশীদার তা যেন তোমাকে খ্রীষ্টের মহৎ গুণগুলি বুঝতে সাহায্য করে। [7]ভাই, ঈশ্বরের লোকদের প্রতি তুমি যে ভালবাসা দেখিয়েছ তা তাদের নতুন শক্তির যোগান দিয়েছে, আর এতে আমি গভীর আনন্দ ও শান্তি পেয়েছি।

ওনীসিমাসকে ভাইয়ের মত গ্রহণ কর

[8]তাই আমি খ্রীষ্টের নামে সাহসী হয়ে যা সঠিক তা করার জন্য তোমাকে আদেশ করতে পারি। [9]কিন্তু আমি তোমাকে বরং তোমার ভালবাসার জন্য এটা করতে অনুরোধ করবো। আমি পৌল, এখন বৃদ্ধ হয়েছি, খ্রীষ্ট যীশুর জন্য আমি বন্দী। [10]কারাগারে থাকাকালীন যে ওনীষিমাসকে পুত্ররূপে পেয়েছি তার হয়ে তোমাকে আমার অনুরোধ জানাই। [11]সে আগে তোমার উপযোগী ছিল না কিন্তু এখন তোমার ও আমার উভয়েরই উপযোগী।[12]তাকেই আমি তোমার কাছে ফেরৎ পাঠাচ্ছি, তার সঙ্গে যেন আমার নিজের প্রাণই পাঠাচ্ছি। [13]আমি তাকে আমার কাছে রাখতে চেয়েছিলাম যাতে সুসমাচারের জন্য আমি কারাগারে থাকাকালীন সে তোমার হয়ে আমার সেবা করতে পারে। [14]তোমার অনুমতি না নিয়ে আমি কিছু করতে চাইনি। আমি চাই তুমি যেন বাধ্য হয়ে নয় বরং নিজের ইচ্ছানুসারেই আমার এই উপকারটুকু করতে পার। [15]কারণ হয়তো এই জন্যই ওনীষিমাস কিছু কালের জন্য আলাদা হয়েছিল, যেন তুমি চিরকালের জন্য তাকে পেতে পার। [16]এখন তাকে আর কেবলমাত্র তোমার দাসরূপে নয়, দাসের থেকে শ্রেয় স্নেহের ভাইয়ের মতো ফিরে পেতে পারো। সে আমার প্রিয়, কিন্তু তোমার কাছে প্রভুর ভাই ও মানুষ হিসাবে সে আরো প্রিয় হবে।

[17]যদি আমাকে তোমার বন্ধু বলে মানো তবে ওনীষিমাসকে আবার গ্রহণ করো। তোমরা আমাকে যেভাবে অভ্যর্থনা জানাও ওনীষিমাসকেও সেইভাবে অভ্যর্থনা জানিও। [18]ওনীষিমাস যদি তোমার কোন ক্ষতি করে থাকে, বা তোমার কিছু ধারে তবে তা আমার দেনা হিসাবে ধরো। [19]আমি পৌল, নিজের হাতে এটা লিখলাম, আমিই শোধ করব। তুমি তোমার নিজের জীবনের জন্য যে আমার কাছে ঋণী, সে বিষয়ে আমি কিছুই বলব না। [20]হ্যাঁ, ভাই তোমার কাছ থেকে আমি প্রভুর প্রতিনিধি হিসাবে কিছু পেতে চাই। আমার হৃদয়কে খ্রীষ্টে উৎসাহিত কর। [21]তুমি আমার অনুরোধ মানবে এই বিশ্বাসে আমি তোমাকে এই চিঠি লিখছি। তাছাড়া আমি জানি যে আমি যা বলছি তুমি তার থেকেও বেশী করবে।

[22]আবার বলি আমার থাকার জন্য ঘরও ঠিক করে রেখো; কারণ আশা করছি ঈশ্বর তোমাদের প্রার্থনার উত্তর দেবেন এবং শিগ্‌গির আমি তোমাদের কাছে যেতে পারব।

শেষ শুভেচ্ছা

[23]খ্রীষ্ট যীশুতে আমার সহবন্দী ইপাফ্রা তোমাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। [24]মার্ক, আরিষ্টার্খ, দীমা এবং লূক আমার এই সহকর্মীরাও তোমাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

[25]প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের আত্মার সহায় হোক্।

ইব্রীয়দের প্রতি পত্র

ঈশ্বর তাঁর পুত্রের মাধ্যমে কথা বলেছেন

1 অতীতে ঈশ্বর ভাববাদীদের মাধ্যমে বহুবার নানাভাবে
আমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন।
2এখন এই শেষের দিনগুলোতে ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে
আবার কথা বললেন। ঈশ্বর তাঁর পুত্রের দ্বারাই সমগ্র
জগত সৃষ্টি করেছেন। তাঁর পুত্রকেই সবকিছুর
উত্তরাধিকারী করেছেন। 3একমাত্র ঈশ্বরের পুত্রই ঈশ্বরের
মহিমার ও তাঁর প্রকৃতির মূর্ত প্রকাশ। ঈশ্বরের পুত্র
তাঁর পরাক্রান্ত বাক্যের দ্বারা সবকিছু ধরে রেখেছেন।
সেই পুত্র মানুষকে সমস্ত পাপ থেকে শুচি করেছেন।
তারপর স্বর্গে ঈশ্বরের মহিমার ডানপাশের আসনে
বসেছেন। 4ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে এমন এক নাম দিয়েছেন
যা স্বর্গদূতদের নাম থেকে শ্রেষ্ঠ; আর স্বর্গদূতদের তুলনায়
তিনি হয়ে উঠেছেন আরো মহান।

5কারণ ঈশ্বর ঐ স্বর্গদূতদের মধ্যে কাকে কখন
বলেছিলেন,

"তুমি আমার পুত্র; আজ আমি তোমার পিতা
হয়েছি।" *গীতসংহিতা 2:7*

আবার ঈশ্বর কখনই বা স্বর্গদূতদের বলেছেন,

"আমি তার পিতা হব আর সে আমার পুত্র হবে।"
2 শমূয়েল 7:14

6আবার তাঁর প্রথম পুত্রকে যখন তিনি জগতে নিয়ে
এলেন তখন ঈশ্বর বললেন,

"ঈশ্বরের সমস্ত স্বর্গদূতেরা তাঁর উপাসনা করুক।"
দ্বিতীয় বিবরণ 32:43

7স্বর্গদূতদের বিষয়ে ঈশ্বর বলেন:

"আমার স্বর্গদূতদের আমি বায়ুর মতো করে আর
আমার সেবকদের আগুনের শিখার মতো করে তৈরী
করি।" *গীতসংহিতা 104:4*

8কিন্তু তাঁর পুত্রের বিষয়ে ঈশ্বর বলেন:

"হে ঈশ্বর, তোমার সিংহাসন হবে চিরস্থায়ী; আর
ন্যায় বিচারের মাধ্যমে তুমি তোমার রাজ্য শাসন করবে।
9তুমি ন্যায়কে ভালবাস এবং অন্যায়কে ঘৃণা কর।
এই কারণে তোমার ঈশ্বর তোমাকে পরম আনন্দ
দিয়েছেন; তোমার সঙ্গীদের থেকে তোমায় অধিক
পরিমাণে দিয়েছেন।" *গীতসংহিতা 45:6-7*

10ঈশ্বর একথাও বলেছেন:

"হে প্রভু, আদিতে তুমিই পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপন
করেছ; স্বর্গ তোমারই হাতের সৃষ্টি।
11সেসব একদিন অদৃশ্য হয়ে যাবে; কিন্তু তুমিই
নিত্যস্থায়ী। সেসব পোশাকের মতো পুরানো হয়ে যাবে।
12তুমি সেসব পোশাকের মতো গুটিয়ে রাখবে; আর
পোশাকের মতো সেগুলির পরিবর্তন হবে। কিন্তু তোমার
কোন পরিবর্তন হবে না, তোমায় আয়ুরও শেষ হবে
না।" *গীতসংহিতা 102:25-27*

13কিন্তু ঈশ্বর স্বর্গদূতদের মধ্যে কাউকে কখনও বলেন
নি:

"আমি তোমার শত্রুদের যতক্ষণ না তোমার পদানত
করি, তুমি আমার ডানপাশে বস।"
গীতসংহিতা 110:1

14ঐ স্বর্গদূতেরা কি পরিচর্যাকারী আত্মা নয়? আর যারা
পরিত্রাণ লাভ করেছে তাদের পরিচর্যা করার জন্যই কি
এদের পাঠানো হয় নি?

আমাদের পরিত্রাণ বিধি-ব্যবস্থা থেকে মহান

2 এই জন্য যে বাণী আমরা শুনেছি, তাতে আরো
ভালভাবে মন দেওয়া আমাদের উচিত, যেন আমরা
তার প্রকৃত পথ থেকে বিচ্যুত না হই। 2যে শিক্ষা
স্বর্গদূতদের মুখ দিয়ে ঈশ্বর জানিয়েছিলেন ও যা সত্য
বলে প্রমাণিত হয়েছিল, সেই শিক্ষা যখনই ইহুদীরা
অমান্য করে অবাধ্যতা দেখিয়েছে– তাদের শাস্তি হয়েছে।
3তখন এমন মহৎ এই পরিত্রাণ যা আমাদেরই জন্য
এসেছে তা অগ্রাহ্য করলে আমরা কিভাবে রক্ষা পাব?
এই পরিত্রাণের কথা প্রভু স্বয়ং ঘোষণা করেছিলেন;
আর যারা তাঁর কাছ থেকে এই বাণী শুনেছিল, তারাই
আমাদের কাছে এই পরিত্রাণের সত্যতা প্রমাণ করল।
4ঈশ্বরও নানা সঙ্কেত, আশ্চর্যজনক কাজ, অলৌকিক
ঘটনা ও মানুষকে দেওয়া পবিত্র আত্মার নানা বরদানের
মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী এবিষয়ে সাক্ষ্য রেখেছেন।

খ্রীষ্ট তাদের রক্ষার্থে মানুষের মতো হয়েছিলেন

5বাস্তবিক যে জগতের বিষয়ে আমরা বলছি, ঈশ্বর
সেই ভাবী জগতকে তাঁর স্বর্গদূতদের কর্তৃত্বাধীন রাখেন
নি। 6এটা শাস্ত্রের কোন এক জায়গায় লেখা আছে:

"হে ঈশ্বর, মানুষ এমন কি যে তার বিষয়ে তুমি
চিন্তা কর? অথবা মানবসন্তানই বা কে যে তুমি তার
কথা ভাব?
7তুমি তাকে অল্প সময়ের জন্যই স্বর্গদূতদের থেকে
নীচুতে রেখেছিলে; কিন্তু তুমি তাকেই পরালে সম্মান
ও মহিমার মুকুট।

8আর সবকিছুই তুমি রাখলে তার পদতলে।”
গীতসংহিতা 8:4-6

সবকিছু তার অধীনে করাতে কোন কিছুই তার কর্তৃত্বের বাইরে রইল না, যদিও এখন আমরা অবশ্য সবকিছু তার অধীনে দেখছি না ; 9কিন্তু আমরা যীশুকে দেখেছি, যাঁকে অল্পক্ষণের জন্য স্বর্গদূতদের থেকে নীচে স্থান দেওয়া হয়েছিল। সেই যীশুকেই এখন সম্মান আর মহিমার মুকুট পরানো হয়েছে, কারণ তিনি মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেছেন এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে সকল মানুষের জন্য মৃত্যুকে আস্বাদন করেছেন।

10কেবল ঈশ্বরই সেই জন যাঁর দ্বারা সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে এবং সবকিছুই তাঁর মহিমার জন্য, তাই অনেক সন্তানকে তাঁর মহিমার ভাগীদার করতে ঈশ্বর প্রয়োজনীয় কাজটিই করলেন। তিনি তাদের পরিত্রাণের প্রবর্তক যীশুকে নির্যাতন ভোগের মাধ্যমে সিদ্ধ ত্রাণকর্তা করেছেন। 11যিনি পবিত্র করেন আর যারা পবিত্র হয়, তারা সকলে এক পরিবারভুক্ত। সেই কারণেই তিনি তাদের ভাই বলে ডাকতে লজ্জিত নন। 12যীশু বলেন,

“হে ঈশ্বর, আমি আমার ভাইদের কাছে তোমার নাম প্রচার করব, মণ্ডলীর মধ্যে তোমার প্রশংসা গান করব।” *গীতসংহিতা 22:22*

13তিনি আবার বলেছেন,

“আমি ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করব।”
যিশাইয় 8:17

তিনি আবার এও বলেছেন,

“দেখ, এই আমি ও আমার সঙ্গে সেই সন্তানদের, ঈশ্বর আমাকে যাদের দিয়েছেন।” *যিশাইয় 8:18*

14ভাল, সেই সন্তানরা যখন রক্তমাংসের মানুষ, তখন যীশু নিজেও তাদের স্বরূপের অংশীদার হলেন। যীশু এইরকম করলেন যেন মৃত্যুর মাধ্যমে মৃত্যুর অধিপতি দিয়াবলকে ধ্বংস করতে পারেন; 15আর যারা মৃত্যুর ভয়ে যাবজ্জীবন দাসত্বে কাটাচ্ছে তাদের মুক্ত করেন। 16কারণ এটা পরিষ্কার যে তিনি স্বর্গদূতদের সাহায্য করেন না, কেবল অব্রাহামের বংশধরদেরই সাহায্য করেন। 17সেইজন্য সবদিক থেকে যীশুকে নিজের ভাইদের মতো হতে হয়েছে যাতে তিনি মানুষের পাপের ক্ষমার জন্য একজন দয়ালু ও বিশ্বস্ত মহাযাজকরূপে ঈশ্বরের সাক্ষাতে দাঁড়াতে পারেন। 18যীশু নিজে পরীক্ষা ও দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে গেছেন বলে যারা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তাদের যীশু সাহায্য করতে পারেন।

যীশু মোশির থেকে মহান

3 তাই তোমরা সকলে যীশুর বিষয়ে চিন্তা কর। ঈশ্বর যীশুকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। তিনি আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসের মহাযাজক। আমার পবিত্র ভাই ও বোনেরা, আমি তোমাদের বলছি তোমরা এক স্বর্গীয় আহ্বান পেয়েছ। 2ঈশ্বর যীশুকে আমাদের কাছে পাঠালেন আর তাঁকে তিনি আমাদের মহাযাজক করলেন। মোশির মতো যীশুও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। যীশুর কাছে ঈশ্বর যা কিছু চেয়েছিলেন, ঈশ্বরের সেই গৃহরূপ মণ্ডলীতে তিনি সে সবই করলেন। 3কেউ যখন কোন গৃহ নির্মাণ করে তখন গৃহ থেকে গৃহনির্মাতার মর্যাদা অধিক হয়; যীশুর বেলায়ও ঠিক তাই হয়েছে, সুতরাং মোশির থেকে অধিক সম্মান যীশুরই প্রাপ্য। 4প্রত্যেক গৃহ কেউ না কেউ নির্মাণ করে, কিন্তু ঈশ্বর সবকিছু নির্মাণ করেছেন। 5মোশি ঈশ্বরের গৃহে সেবকরূপে বিশ্বস্তভাবে কাজ করেছিলেন আর ঈশ্বর ভবিষ্যতে যা বলবেন তা লোকদের কাছে মোশিই বললেন।

6কিন্তু খ্রীষ্ট পুত্র হিসাবে ঈশ্বরের গৃহের কর্তা। আমরা বিশ্বাসীরাই তাঁর গৃহ, আর তাই থাকব যদি আমরা আমাদের সেই মহান প্রত্যাশা সম্পর্কে সাহস ও গর্ব নিয়ে চলি।

আমরা অবশ্যই নিয়ত ঈশ্বরকে অনুসরণ করব

7তাই পবিত্র আত্মা যেমন বলছেন:

“আজ, তোমরা যদি ঈশ্বরের রব শোন,
8অতীত দিনের মতো হৃদয় কঠিন কোর না, যে দিন তোমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলে; সেদিন তোমরা প্রান্তরে ঈশ্বরের পরীক্ষা করেছিলে।
9সেই প্রান্তরে তোমাদের পিতৃপুরুষেরা চল্লিশ বছর ধরে আমার সমস্ত কীর্তি দেখতে পেয়েছিল, তবু তারা আমার ধৈর্য্য পরীক্ষা করল।
10তাই আমি এই জাতির ওপর ক্রুদ্ধ হলাম ও বললাম, ‘এরা সব সময় ভুল চিন্তা করে। এই লোকেরা কখনও আমার পথ বুঝল না।’
11তখন আমি ক্রুদ্ধ হয়ে এই শপথ করলাম : ‘তারা কখনই আমার বিশ্রামস্থানে প্রবেশ করতে পারবে না।’”
গীতসংহিতা 95:7-11

12আমার ভাই ও বোনেরা, দেখো, তোমরা সতর্ক থেকো, তোমাদের মধ্যে কারো যেন দুষ্ট ও অবিশ্বাসী হৃদয় না থাকে যা জীবন্ত ঈশ্বর থেকে তোমাদের দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। 13তোমরা দিনের পর দিন একে অপরকে উৎসাহিত কর যতক্ষণ সময় “আজ” আছে। পাপের ছলনা যেন তোমাদের হৃদয়কে কঠিন না করে। 14শুরুতে আমাদের যে বিশ্বাস ছিল যদি শেষ পর্যন্ত আমরা সেই বিশ্বাসে স্থির থাকি তাহলে আমরা সকলেই খ্রীষ্টের সহভাগী। 15শাস্ত্র তো এই কথা বলে:

“আজ যদি তোমরা ঈশ্বরের রব শোন, তাহলে তোমাদের অন্তর কঠিন কোর না, যেমন সেই বিদ্রোহের দিনে করেছিলে।” *গীতসংহিতা 95:7-8*

16যারা ঈশ্বরের রব শোনার পরও তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, প্রশ্ন হল তারা কারা? মোশি যাদের মিশর থেকে বের করে নিয়ে এসেছিলেন তারাই কি নয়? 17আর কাদের ওপরই বা ঈশ্বর চল্লিশ বছর ধরে ক্রুদ্ধ ছিলেন? সেই লোকদের উপরে নয় কি যারা পাপ

করেছিল ও তার ফলে প্রান্তরে মারা পড়েছিল? 18তিনি কাদের বিরুদ্ধেই বা শপথ করে বলেছিলেন, "এরা আমার বিশ্রামের স্থানে প্রবেশ করতে পারবে না?" যারা অবাধ্য হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে কি নয়? 19তাহলে এখন আমরা দেখলাম যে, অবিশ্বাসের দরুণই তারা ঈশ্বরের বিশ্রামের স্থানে প্রবেশ করতে পারল না।

4 ঈশ্বর সেই লোকদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা এখনও আমাদের জন্য রয়েছে। এই সেই প্রতিশ্রুতি যে, আমরা ঈশ্বরের বিশ্রামে প্রবেশ করতে পারব। তাই আমাদের খুব সতর্ক থাকা দরকার, যেন তোমাদের মধ্যে কেউ ব্যর্থ না হও। 2পরিত্রাণ লাভের জন্য সুসমাচার যেমন ওদের কাছে প্রচার করা হয়েছিল তেমনি আমাদের কাছেও করা হয়েছে, তবু সেই সুসমাচার শিক্ষা শুনেও তাদের কোন শুভফল দেখা গেল না, কারণ তারা তা শুনে বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে নি। 3আমরা যারা বিশ্বাস করেছি, তারাই সেই বিশ্রামের স্থানে প্রবেশ করতে সক্ষম। ঈশ্বর যেমন বলেছিলেন,

"আমি ক্রুদ্ধ হয়ে শপথ করেছি: 'এরা কখনও আমার বিশ্রামে প্রবেশ করতে পারবে না।'"

গীতসংহিতা 95:11

একথা ঈশ্বর বলেছেন যদিও ঈশ্বরের সমস্ত কাজ জগৎ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই সমাপ্ত হয়েছিল। 4শাস্ত্রের কোন কোন জায়গায় ঈশ্বর সপ্তাহের সপ্তম দিনের বিষয়ে বলেছিলেন: "সৃষ্টির সমস্ত কাজ শেষ করে সপ্তম দিনে তিনি বিশ্রাম করলেন।"* 5আবার শাস্ত্রের অন্য একস্থানে ঈশ্বর বলেছেন: "আমার বিশ্রামে ঐ মানুষদের কখনই প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।"

6তবুও একথা এখনও সত্য যে কেউ সেই বিশ্রামে প্রবেশ করবে, কিন্তু সেই লোকেরা যারা প্রথমে সুসমাচারের কথা শুনেছিল, অবাধ্য হওয়ার কারণে সেখানে প্রবেশ করে নি। 7তখন ঈশ্বর আবার একটি দিন স্থির করলেন, আর সেই দিনের বিষয়ে তিনি বললেন, "আজ"। ঈশ্বর এর বহুদিন পর রাজা দায়ূদের মাধ্যমে এই দিনটির বিষয়ে বলেছিলেন। যেমন এ বিষয়ে আগেই শাস্ত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে:

"আজ যদি তোমরা ঈশ্বরের রব শোন, তবে অতীত দিনের মতো তোমাদের হৃদয় কঠিন কোর না।"

গীতসংহিতা 95:7-8

8যিহোশূয় তাদেরকে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত বিশ্রামের মধ্যে নিয়ে যেতে পারেন নি। এবিষয়ে আমরা জানি কারণ ঈশ্বর এরপর আবার বিশ্রামের জন্য আর এক দিনের "আজ" কথা উল্লেখ করেছেন। 9এতে বোঝা যায় যে ঈশ্বরের লোকদের জন্য সেই সপ্তম দিনে যে বিশ্রাম তা আসছে, 10কারণ ঈশ্বর তাঁর কাজ শেষ করার পর বিশ্রাম করেছিলেন। তেমনি যে কেউ ঈশ্বরের বিশ্রামে প্রবেশ করে সেও ঈশ্বরের মত তার কাজ শেষ পর্যন্ত সম্পন্ন করে। 11তাই এস, আমরাও ঈশ্বরের সেই বিশ্রামে প্রবেশ করতে প্রাণপণ চেষ্টা করি, যাতে কেউ অবাধ্যতার পুরানো দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে পতিত না হই। 12ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত ও সক্রিয়। তাঁর বাক্য দুপাশে ধারযুক্ত তরবারির ধারের থেকেও তীক্ষ্ণ। এটা প্রাণ ও আত্মার গভীর সংযোগস্থল এবং সন্ধি ও অস্থির কেন্দ্র ভেদ করে মনের চিন্তা ও ভাবনার বিচার করে। 13ঈশ্বরের সামনে কোন সৃষ্ট বস্তুই তাঁর অগোচরে থাকতে পারে না, তিনি সব কিছু পরিষ্কারভাবে দেখতে পান। তাঁর সাক্ষাতে সমস্ত কিছুই খোলা ও প্রকাশিত রয়েছে, আর তাঁরই কাছে একদিন সব কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে।

ঈশ্বরের সামনে আসতে যীশু আমাদের সাহায্য করেন

14আমাদের এক মহাযাজক আছেন, যিনি স্বর্গে ঈশ্বরের সাথে বাস করতে গেছেন। তিনি যীশু, ঈশ্বরের পুত্র, তাই এসো আমরা বিশ্বাসে অবিচল থাকি। 15আমাদের মহাযাজক যীশু আমাদের দুর্বলতার কথা জানেন। যীশু এই পৃথিবীতে সবরকমভাবে প্রলোভিত হয়েছিলেন। আমরা যেভাবে পরীক্ষিত হই যীশু সেইভাবেই পরীক্ষিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি কখনও পাপ করেন নি। 16সেইজন্যে বিশ্বাসে ভর করে করুণা সিংহাসনের সামনে এসো, যাতে আমাদের প্রয়োজনে আমরা দয়া ও অনুগ্রহ পেতে পারি।

5 প্রত্যেক ইহুদী মহাযাজককে মানুষের ভেতর থেকে মনোনীত করা হয়। ঈশ্বর বিষয়ে লোকেদের যা করণীয় সেই কাজে সাহায্য করার জন্য যাজককে নিয়োগ করা হয়। সেই যাজক লোকদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উপহার ও বলি উৎসর্গ করেন। 2অন্যান্য লোকদের মতো মহাযাজকও দুর্বল। তিনি অপর মানুষের অজ্ঞতা ও বিচ্যুতি থাকলেও তাদের সঙ্গে নরম ব্যবহার করতে সমর্থ যেহেতু তিনিও অন্যান্য লোকদের মতো নিজের দুর্বলতার দ্বারা বেষ্টিত। 3মহাযাজক মানুষের পাপের জন্য যে বলি উৎসর্গ করেন তার সাথে নিজে দুর্বল বলে নিজের পাপের জন্যও তাকে বলি উৎসর্গ করতে হয়।

4মহাযাজক হওয়া সম্মানের বিষয়, আর কেউই নিজের ইচ্ছানুসারে এই মহাযাজকের সম্মানজনক পদ নিতে পারে না। হারোণকে যেমন এই কাজের জন্য ঈশ্বর ডেকেছিলেন, তেমনি প্রত্যেক মহাযাজককে ঈশ্বরই ডাকেন। 5কথাটা খ্রীষ্টের বেলায়ও প্রযোজ্য। খ্রীষ্ট মহাযাজক হয়ে গৌরব নেবার জন্য নিজেকে মনোনীত করেন নি; কিন্তু ঈশ্বরই খ্রীষ্টকে মনোনীত করলেন। ঈশ্বর খ্রীষ্টকে বললেন,

"তুমি আমার পুত্র; আজ আমি তোমার পিতা হলাম।"

গীতসংহিতা 2:7

6আর অন্য গীতে ঈশ্বর বললেন,

"তুমি মল্কীষেদকের* মতো চিরকালের জন্য মহাযাজক হলে।"

গীতসংহিতা 110:4

"সৃষ্টির ... করলেন" আদি 2:2

মল্কীষেদক অব্রাহামের সময়ে এই নামে একজন যাজক এবং রাজা বাস করতেন। আদি 14:17-24

7খ্রীষ্ট যখন এ জগতে ছিলেন তখন সাহায্যের জন্য তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। ঈশ্বরই তাঁকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে সমর্থ আর যীশু ঈশ্বরের নিকট প্রবল আর্তনাদ ও অশ্রুজলের সঙ্গে প্রার্থনা করেছিলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি তাঁর নম্রতা ও বাধ্যতার জন্য ঈশ্বর যীশুর প্রার্থনার উত্তর দিয়েছিলেন। 8যীশু ঈশ্বরের পুত্র হওয়া সত্ত্বেও দুঃখভোগ করেছিলেন ও দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে বাধ্যতা শিখেছিলেন। 9এইভাবে যীশু মহাযাজকরূপে পূর্ণতা লাভ করলেন; আর তাই তাঁর বাধ্য সকলের জন্য তিনি হলেন চিরকালের পরিত্রাণের পথ। 10ঈশ্বর এইজন্যে তাঁকে মল্কীষেদকের মত মহাযাজক বলে ঘোষণা করলেন।

যীশুতে স্থির থাকতে অনুরোধ

11এই বিষয়ে আমাদের অনেক কিছু বলার আছে; কিন্তু তোমাদের কাছে তার অর্থ ব্যাখ্যা করা কঠিন, কারণ তোমরা তা বুঝতে চেষ্টা করো না। 12এতদিনে তোমাদের শিক্ষক হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু এটা বোধ হয় প্রয়োজনীয় যে তোমাদেরকে ঈশ্বরের বাণীর প্রাথমিক বিষয়গুলি কেউ শেখায়। কোন শক্ত খাবার নয় তোমাদের প্রয়োজন দুধের। 13যার দুধের প্রয়োজন সে তো শিশু। সেই ব্যক্তির ধার্মিকতার বিষয়ে যে শিক্ষা আছে সে সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা নেই। 14কিন্তু শক্ত খাবার তাদেরই জন্য যারা শিশুর মতো আচরণ করে না এবং আত্মায় পরিপক্ক। নিজেদের শিক্ষা দিয়ে ও তা অভ্যাস করে তারা ভাল মন্দের বিচার করতে শিখেছে।

6 এই জন্য খ্রীষ্টের বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা আমাদের শেষ করে ফেলা উচিত। যা নিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম পুনরায় সেই পুরানো শিক্ষামালার দিকে আর আমাদের ফিরে যাওয়া ঠিক নয়। মন্দ বিষয় থেকে ফেরা, ঈশ্বরে বিশ্বাস করা এইসব করে আমরা খ্রীষ্টেতে জীবন শুরু করেছিলাম। 2সেই সময় বিভিন্ন রকম বাপ্তিস্ম ও হস্তার্পণের বিষয়ে আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। মৃতদের পুনরুত্থানের বিষয়ে শিক্ষা ও অনন্ত বিচার সম্বন্ধেও শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু এখন সেই সব থেকে আমাদের এগিয়ে যাওয়া ও উন্নত শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার। 3ঈশ্বর যদি চান তবে আমরা এই কাজ করব।

4-6যারা একবার অন্তরে সত্যের আলো পেয়েছে, স্বর্গীয় দানের আস্বাদ পেয়েছে ও পবিত্র আত্মার অংশীদার হয়েছে আর ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে যে মঙ্গল নিহিত আছে তার অভিজ্ঞতা লাভ করেছে ও ঈশ্বরের নতুন জগতের পরাক্রমের কথা জানতে পেরেছে অথচ তারপর খ্রীষ্ট থেকে দূরে সরে গেছে, এমন লোকদের মন পরিবর্তন করে খ্রীষ্টের পথে তাদের ফিরিয়ে আনা আর সম্ভব নয়। কারণ তারা ঈশ্বরের পুত্রকে অগ্রাহ্য করে তাঁকে আবার ক্রুশে দিচ্ছে ও সকলের সামনে তাঁকে উপহাসের পাত্র করছে।

7যে জমি বারবার বৃষ্টি শুষে নেয় ও যারা তা চাষ করে তাদের জন্য ভাল ফসল উৎপন্ন করে, সে জমি যে ঈশ্বরের আশীর্বাদে ধন্য তা বোঝা যায়। 8কিন্তু যদি সেই জমি শেয়ালকাঁটা ও কাঁটাঝোপে ভরে যায় তবে তা অকর্ম্মণ্য জমি, তার ঈশ্বরের অভিশাপে অভিশপ্ত হবার ভয় আছে এবং তা আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে।

9আমার প্রিয় বন্ধুরা, যদিও আমরা এরূপ বলছি, তবু তোমাদের বিষয়ে আমাদের এমন দৃঢ় নিশ্চয়তা আছে যে, তোমাদের অবস্থা এর থেকে ভালো আর তোমরা যা কিছু করবে তা তোমাদের পরিত্রাণ লাভেরই পদক্ষেপ বিশেষ। 10ঈশ্বর ন্যায় বিচারক, তোমাদের সব সৎকর্মের কথা ঈশ্বর মনে রাখেন। তাঁর লোকদের তোমরা যে সাহায্য করেছ ও এখনও করে থাক, এর দ্বারা তোমরা ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের ভালবাসাই প্রকাশ করেছ, এও কি তিনি ভুলতে পারেন? 11কিন্তু আমরা চাই যেন তোমাদের প্রত্যেকে তাদের সমস্ত জীবনে একই রকম তৎপরতা দেখায়, যাতে তোমরা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হতে পার যে তোমাদের প্রত্যাশা পূর্ণ হবে।

12আমরা চাই না যে তোমরা অলস হও; কিন্তু আমরা চাই যারা বিশ্বাস ও ধৈর্য্যের দ্বারা ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি লাভ করে, তোমরাও তাদের মতো হও।

13ঈশ্বর অব্রাহামের কাছে একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আর ঈশ্বর থেকে মহান কেউ নেই। তাই তাঁর থেকে মহান কোন ব্যক্তির নামে শপথ করতে না পারাতে তিনি নিজের নামে শপথ করলেন। 14তিনি বললেন, "আমি অবশ্যই তোমাকে আশীর্বাদ করব ও তোমার বংশ অগণিত করব।"* 15এই প্রতিশ্রুতির বিষয়ে অব্রাহাম ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করলেন, পরে ঈশ্বর যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা তিনি লাভ করলেন।

16সাধারণ মানুষ যখন তার থেকে মহান কোন ব্যক্তির নাম নিয়ে শপথ করে, সে তার প্রতিশ্রুতি পালন করবে কিনা সে বিষয়ে এই শপথের দ্বারা সব সংশয়ের অবসান হয়, সব তর্কের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। 17ঈশ্বর যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেই প্রতিজ্ঞার উত্তরাধিকারীদের তিনি শপথের মাধ্যমে আরও নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে চাইলেন যে তাঁর সেই প্রতিজ্ঞা অপরিবর্ত্তনীয়। 18ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি ও শপথ কখনও বদলায় না। ঈশ্বর মিথ্যা কথা বলেন না ও শপথ করার সময়ে ছল করেন না। অতএব আমরা যারা নিরাপত্তার জন্যে ঈশ্বরের কাছে ছুটে যাই, তাদের পক্ষে এই বিষয়গুলি বড় সান্ত্বনার। ঐ বিষয় দুটি ঈশ্বরের প্রদত্ত আশাতে জীবন অতিবাহিত করার জন্য আমাদের সান্ত্বনা ও শক্তি যোগাবে।

19আমাদের জীবন সম্পর্কে আমাদের যে প্রত্যাশা আছে তা নোঙরের মত দৃঢ় ও অটল। তা পর্দার আড়ালে স্বর্গীয় মন্দিরের পবিত্র স্থানে আমাদের প্রবেশ করায়। 20যীশু যিনি মল্কীষেদকের রীতি অনুযায়ী চিরকালের জন্য মহাযাজক হলেন; তিনি আমাদের হয়ে সেখানে প্রবেশ করেছেন এবং আমাদের জন্য পথ খুলে দিয়েছেন।

"আমি ... করব" আদি 22:17

যাজক মল্কীষেদক

7 এই মল্কীষেদক শালেমের রাজা ও পরাৎপর ঈশ্বরের
যাজক ছিলেন। অব্রাহাম যখন রাজাদের পরাস্ত করে
ঘরে ফিরছিলেন তখন এই মল্কীষেদক অব্রাহামের সঙ্গে
সাক্ষাৎ করে তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। 2অব্রাহাম
যুদ্ধ জয় করে যা কিছু পেয়েছিলেন তার দশ ভাগের
একভাগ তাকে দিয়েছিলেন। মল্কীষেদকের নামের অর্থ
হল, "ন্যায়ের রাজা", এরপর তিনি আবার "শালেমের
রাজা" অর্থাৎ "শান্তিরাজ"। 3মল্কীষেদকের মা, বাবা,
বা তার পূর্বপুরুষের কোন বংশতালিকা পাওয়া যায়
না, তার শুরু বা শেষের কোন নথি নেই। ঈশ্বরের
পুত্রের মতো তিনি হলেন অনন্তকালীন যাজক।

4তাহলে তোমরা দেখলে, মল্কীষেদক কতো মহান
ছিলেন। এমন কি আমাদের কুলপিতা অব্রাহাম যুদ্ধ
জয় করে লুঠ করা দ্রব্যের দশ ভাগের এক ভাগ তাঁকে
দিয়েছিলেন। 5লেবির সন্তানদের মধ্যে যারা যাজক হন
তাঁরা তাদের ভাই ইস্রায়েলের সন্তানদের কাছ থেকে
বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে এক দশমাংশ গ্রহণ করার অধিকার
লাভ করেন, যদিও তারা উভয়েই অব্রাহামের বংশধর।
6মল্কীষেদক লেবির বংশের ছিলেন না, কিন্তু তিনি
অব্রাহামের কাছ থেকে দশমাংশ নিয়েছিলেন; আর ঈশ্বর
যাকে আশীর্বাদ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন সেই
অব্রাহামকে আশীর্বাদ করেছিলেন। 7এ বিষয়ে কোন
সন্দেহ নেই যে ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিই সব সময় মহত্তর ব্যক্তির
কাছ থেকে আশীর্বাদ লাভ করে। 8ইহুদী যাজকরা
মরণশীল হয়েও এক দশমাংশ পান; কিন্তু মল্কীষেদক
যিনি অব্রাহামের কাছ থেকে এক দশমাংশ পেয়েছিলেন
তিনি জীবিত, শাস্ত্র এই কথা বলে। 9আবার এও বলা
যেতে পারে যে লেবি নিজেও অব্রাহামের মধ্য দিয়ে
মল্কীষেদককে দশমাংশ দিয়েছেন। 10মল্কীষেদক যখন
অব্রাহামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তখন লেবি তাঁর
পিতৃকুলপতির (অব্রাহামের) দেহে অবস্থান করছিলেন।

11যারা যাজকের কাজ করতেন সেই লেবির
বংশধরদের কাজের উপর ভিত্তি করে ঈশ্বর
ইস্রায়েলীয়দের তাঁর বিধি-ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। সেই
যাজকের মাধ্যমে যখন লোকেরা আত্মিকভাবে সিদ্ধতা
লাভ করতে পারে নি তখন অন্য এক যাজকের আসার
প্রয়োজন হল। অন্য একজন যাজক যিনি হারোণের
মতো নন কিন্তু মল্কীষেদকের মতো। 12যখন যাজকত্ব
বদলানো হয় তখন বিধি-ব্যবস্থারও পরিবর্তন আবশ্যক
হয়ে পড়ে। 13আমরা এসব কথা খ্রীষ্টের বিষয়ে বলছি।
তিনি তো অন্য বংশভুক্ত। সেই বংশের কেউ তো
যাজকরূপে যজ্ঞবেদীর পরিচর্যা কখনও করেন নি।
14কারণ এটা সুস্পষ্ট যে আমাদের প্রভু যিহূদা বংশ
থেকেই এসেছেন; আর এই বংশের ব্যাপারে মোশি
যাজক হওয়ার বিষয়ে কিছুই বলেন নি।

যীশু মল্কীষেদকের মতোই যাজক

15এই বিষয়গুলি আরও সুস্পষ্ট হয়ে যায় যখন
আমরা মল্কীষেদকের মতো আর একজন যাজককে
উৎপন্ন হতে দেখি। 16তিনি মানুষের রীতি-নীতি এবং
বিধি-ব্যবস্থা অনুযায়ী যাজক হন নি, কিন্তু তিনি অবিনশ্বর
জীবনী শক্তির অধিকারী হয়েই তা হয়েছিলেন। 17কারণ
তাঁর বিষয়ে শাস্ত্রে একথা বলা হয়েছে : "মল্কীষেদকের
মতো তুমি অনন্তকালীন যাজক।"*

18পুরানো বিধান বাতিল করা হল, কারণ তা দুর্বল
ও অকেজো হয়ে পড়েছিল। 19কারণ মোশির বিধি-ব্যবস্থা
কিছুই সিদ্ধ করতে পারে নি। এখন আমাদের কাছে
এক মহত্তর আশা রয়েছে, যার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের
কাছে উপস্থিত হতে পারি।

20আরো উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে ঈশ্বর যখন
যীশুকে মহাযাজক করেন তখন ঈশ্বর শপথ করেছিলেন;
অন্যেরা যাজক হবার সময় ঈশ্বর কোন শপথ করেন
নি, 21কিন্তু তিনি যীশুকে যাজক করার সময় শপথ
করলেন। ঈশ্বর বললেন:

"প্রভু এক শপথ করলেন, আর তিনি এ বিষয়ে
তাঁর মন বদলাবেন না, 'তুমি অনন্তকালীন যাজক।'"

গীতসংহিতা 110:4

22এই শপথের কারণে যীশু ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের
উৎকৃষ্টতর এক চুক্তির জামিনদার হয়েছেন।

23অনেকে যাজক হয়েছিলেন, কারণ মৃত্যু কোনও
একজন যাজককে অনন্তকালের জন্য থাকতে দেয়নি।
24কিন্তু ইনি (যীশু) চিরজীবি বলে তাঁর এই যাজকত্ব
চিরস্থায়ী। 25তাই যারা খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে
আসে তাদের তিনি চিরকাল উদ্ধার করতে পারেন,
কারণ তাদের জন্য তাঁর কাছে আবেদন করতে তিনি
চিরকাল জীবিত আছেন।

26প্রকৃতপক্ষে আমাদের যীশুর মতো এইরকম পবিত্র,
নির্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক মহাযাজক প্রয়োজন ছিল। তিনি
পাপীদের থেকে স্বতন্ত্র, আর আকাশ মণ্ডলের ঊর্দ্ধেও
তাঁকে উন্নীত করা হয়েছে। 27তিনি অন্যান্য যাজকদের
মতো নন। অন্যান্য যাজকদের মতো প্রতিদিন আগে
নিজের পাপের জন্য ও পরে লোকদের পাপের জন্য
বলি উৎসর্গ করার তাঁর কোন প্রয়োজন নেই, কারণ
তিনি যখন নিজেকে বলিরূপে একবার উৎসর্গ করেন
তখনই তিনি সেই কাজ চিরকালের জন্য সম্পন্ন করেছেন।
28বিধি-ব্যবস্থানুসারে যে সব মহাযাজক নিয়োগ করা
হয় তারা দুর্বল মানুষ; কিন্তু পরে ঈশ্বরের শপথ বাক্যের
দ্বারা, যাঁকে মহাযাজকরূপে নিয়োগ করা হয়, তিনি
ঈশ্বরের পুত্র, যিনি চির সিদ্ধ।

যীশুই আমাদের মহাযাজক

8 এখন আমরা যে বিষয় বলছি তার প্রধান বক্তব্য
হচ্ছে: আমাদের এক মহাযাজক আছেন, যিনি স্বর্গে
ঈশ্বরের মহিমাময় সিংহাসনের ডানপাশে বসে আছেন।
2তিনি সেই মহাপবিত্রস্থানে সেবা করছেন, যা প্রকৃত
উপাসনার স্থান এবং যে উপাসনাস্থল মানুষের হাতে
গড়া নয় বরং ঈশ্বর স্বয়ং তা নির্মাণ করেছেন।

"মল্কীষেদক ... যাজক" গীত 110:4

3প্রত্যেক মহাযাজককে বলি ও উপহার উৎসর্গ করার
জন্যই নিয়োগ করা হয়। তাই আমাদের এই
মহাযাজককেও ঈশ্বরকে কিছু উৎসর্গ করতে হয়।
4আমাদের মহাযাজক যদি পৃথিবীতে থাকতেন তবে
তিনি কখনও যাজক হতেন না, কারণ পুরানো বিধি-
ব্যবস্থা অনুযায়ী এখানে যাজকরা ঈশ্বরকে উপহার
নিবেদন করার জন্য রয়েছেন। 5যাজকরা যে কাজ করেন
তা কেবল স্বর্গীয় জিনিসগুলির নকল ও ছায়ামাত্র।
মোশি যখন পবিত্র তাঁবু স্থাপন করতে যাচ্ছিলেন, তখন
ঈশ্বর তাকে সতর্ক করে বলেছিলেন, "দেখো, পাহাড়ের
উপরে তোমাকে যেমন শিবির দেখানো হয়েছিল তুমি
ঠিক সেইরকমই করো।" 6কিন্তু এখন যীশুকে যে কাজের
জন্য নিয়োগ করা হয়েছে তা ঐ যাজকদের থেকে
অনেক গুণে মহৎ। সেই একইভাবে যীশু যে নতুন চুক্তি
ঈশ্বরের কাছ থেকে এনেছেন তা পুরাতন চুক্তিটির থেকে
অনেক শ্রেষ্ঠ। এই নতুন চুক্তি শ্রেষ্ঠ বিষয়ের প্রতিশ্রুতির
উপর স্থাপিত হয়েছে। 7কারণ ঐ প্রথম চুক্তি যদি নিখুঁত
হতো, তাহলে তার জায়গায় দ্বিতীয় চুক্তি স্থাপনের
প্রয়োজন হতো না। 8কিন্তু ঈশ্বর লোকদের মধ্যে এুটি
লক্ষ্য করে বলেছিলেন:

"দেখো, এমন সময় আসছে, যখন আমি ইস্রায়েলের
লোকেদের ও যিহূদার লোকেদের সঙ্গে এক নতুন চুক্তি
করব।

9সেই চুক্তি অনুসারে নয় যা আমি তাদের
পিতৃপুরুষদের সঙ্গে এর আগে করেছিলাম, যেদিন আমি
তাদের হাত ধরে মিশর দেশ থেকে বের করে নিয়ে
এসেছিলাম। আমার সঙ্গে তাদের যে চুক্তি হয়েছিল
তাতে তাদের বিশ্বাস ছিল না; আর তাই আমি তাদের
কাছ থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম, একথা প্রভু বলেন।

10আমি ইস্রায়েল বংশের সঙ্গে এক নতুন চুক্তি
স্থির করব; ভবিষ্যতে আমি এই চুক্তি স্থাপন করব,
একথা প্রভু বলেন। আমি তাদের মনের মাঝে আমার
বিধি-ব্যবস্থা দেবো আর তাদের হৃদয়ে আমার ব্যবস্থা
লিখে দেবো। আমি তাদের ঈশ্বর হবো ও তারা আমার
প্রজা হবে।

11কাউকে আর তাদের সহ নাগরিকদের ও ভাইদের
এই বলে শিক্ষা দেবার দরকার হবে না, প্রভুকে জান,
কারণ ছোট থেকে বড় পর্যন্ত সবাই আমাকে জানবে।

12কারণ আমার বিরুদ্ধে তারা যতো অপরাধ করেছে
সে সব আমি ক্ষমা করব, তাদের সকল পাপ আর
কখনো স্মরণ করব না।" *যিরমিয় 31:31-34*

13এই চুক্তিকে যখন ঈশ্বর নতুন বলছেন তখন প্রথমের
চুক্তিটি পুরানো হয়ে যাচ্ছে। যা কিছু পুরানো তা তো
জীর্ণ আর তা শিগ্‌গিরই বিলীন হয়ে যাবে।

পুরানো চুক্তি অনুসারে উপাসনা

9 ঐ প্রথম চুক্তিতে উপাসনা করার নানা বিধি-নিয়ম
ছিল; আর মানুষের তৈরী এক উপাসনার স্থান
ছিল। 2উপাসনার স্থানটি ছিল এক তাঁবুর ভেতরে। যার
প্রথম অংশকে বলা হতো পবিত্র স্থান যেখানে ছিল
বাতিদান, টেবিল ও ঈশ্বরকে উৎসর্গীকৃত বিশেষ রুটি।
3দ্বিতীয় পর্দার পেছনে আর একটি অংশ ছিল যাকে
মহাপবিত্রস্থান বলা হোত। 4এই অংশে ছিল ধূপ জ্বালাবার
জন্য সোনার বেদী ও চুক্তির সেই সিন্দুক, যার চারপাশ
ছিল সোনার পাতে মোড়া। এর মধ্যে ছিল সোনার এক
ঘটিতে মান্না ও হারোণের ছড়ি, যে ছড়ি মুকুলিত
হয়েছিল; আর পাথরের সেই দুই ফলক যার উপর
নিয়ম চুক্তির শর্ত লেখা ছিল। 5সেই সিন্দুকের উপর
ছিল সোনার দুই করূব স্বর্গদূত* যা ঈশ্বরের মহিমা
প্রকাশ করত। তার দয়ার আসনটির উপর ছায়া ফেলে
থাকত। বর্তমানে আমরা এর খুঁটিনাটি বর্ণনা দিতে
পারি না।

6যখন এইসব জিনিস পূর্বে বর্ণিত ব্যবস্থা অনুসারে
প্রস্তুত হল, তখন যাজকরা প্রতিদিন উপাসনা করার
জন্য প্রথম কক্ষে প্রবেশ করতেন। 7কিন্তু মহাযাজক
দ্বিতীয় কক্ষে কেবল একা বছরে একবার প্রবেশ করতেন।
তিনি আবার রক্ত না নিয়ে প্রবেশ করতেন না। সেই
রক্ত তিনি নিজের জন্য ও লোকদের দোষ-এুটি ও
অনিচ্ছাকৃত পাপের মার্জনার জন্য উৎসর্গ করতেন।
8পবিত্র আত্মা এর দ্বারা আমাদের জানাচ্ছেন যে, যতদিন
পর্যন্ত প্রথম তাঁবু ছিল, ততদিন মহাপবিত্রস্থানে প্রবেশের
পথ খুলে দেওয়া হয় নি। 9এটা আজকের জন্য একটা
দৃষ্টান্তস্বরূপ। সেই দৃষ্টান্ত মতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে
উৎসর্গীকৃত ঐসব বলি ও উপহার উপাসনাকারীকে
সম্পূর্ণভাবে শুচি করতে পারত না এবং উপাসনাকারীর
হৃদয়কে সিদ্ধতায় নিয়ে যেতে পারত না। 10ঐ
উপহারগুলি কেবল খাদ্য, পানীয় ও নানা প্রকার বাহ্যিক
শুচি স্নানের গণ্ডীতে বাঁধা ছিল। সে সব বিধি-ব্যবস্থাগুলি
ছিল কেবল মানুষের দেহ সম্বন্ধীয় সেগুলি ব্যক্তির হৃদয়
সম্বন্ধীয় বিষয় ছিল না। নতুন আদেশ না আসা পর্যন্ত
ঈশ্বর তাঁর লোকদের এইসব নিয়ম অনুসরণ করতে
দিয়েছিলেন।

নতুন চুক্তি অনুসারে উপাসনা

11কিন্তু এখন মহাযাজকরূপে খ্রীষ্ট এসেছেন। আমরা
এখন যে সব উত্তম বিষয় পেয়েছি, তিনি সেসবের
মহাযাজক। পূর্বে যাজকরা তাঁবুর মতো কোন স্থানে
সেবা করতেন কিন্তু খ্রীষ্ট তেমনি করেন না। সেই তাঁবু
থেকেও এক উত্তমস্থানে খ্রীষ্ট মহাযাজকরূপে সেবা
করছেন। সেই স্থান সিদ্ধ সেই স্থান মানুষের হাতে গড়া
নয়, তা এই জগতের নয়। 12খ্রীষ্ট একবার চিরতরে
সেই মহাপবিত্রস্থানে প্রবেশ করেছেন। তিনি
মহাপবিত্রস্থানে প্রবেশের জন্য ছাগ বা বাছুরের রক্ত
ব্যবহার করেন নি; কিন্তু তিনি একবার চিরতরে নিজের
রক্ত নিয়ে মহাপবিত্রস্থানে প্রবেশ করেছিলেন। খ্রীষ্ট
সেখানে প্রবেশ করে আমাদের জন্য অনন্ত মুক্তি অর্জন
করেছেন। 13ছাগ বা বৃষের রক্ত ও বাছুরের ভস্ম সেই
সব অশুচি মানুষের উপর ছিটিয়ে তাদের দেহকে পবিত্র

করূব স্বর্গদূত ডানাওয়ালা স্বর্গীয় দূত।

করা হোত, যারা উপাসনাস্থলে প্রবেশের জন্য যথেষ্ট শুচি ছিল না। 14তবে এটা কি ঠিক নয় যে খ্রীষ্টের রক্ত আরও কত অধিক কার্যকরী হতে পারে? অনন্তজীবি আত্মার মাধ্যমে খ্রীষ্ট ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিজেকে পরিপূর্ণ উৎসর্গরূপে বলিদান করলেন। তাই খ্রীষ্টের রক্ত আমাদের সমস্ত হৃদয়কে পাপ থেকে শুদ্ধ ও পবিত্র করবে, যাতে আমরা জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারি।

15তাই খ্রীষ্ট তাঁর লোকদের জন্য ঈশ্বরের কাছে এক নতুন চুক্তি উপস্থিত করেছেন। খ্রীষ্ট এই নতুন চুক্তি এনেছেন যেন ঈশ্বরের আহুত লোকেরা তাঁর প্রতিশ্রুত সব আশীর্বাদ পেতে পারে। ঈশ্বরের লোকেরা সেই আশীর্বাদ অনন্তকাল ভোগ করবে। তারা সেসবের অধিকারী হবে কারণ প্রথম চুক্তির সময়ে তারা যে পাপ করেছে সেই পাপ থেকে তাদের উদ্ধার করতে খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করলেন।

16মানুষ মৃত্যুর পূর্বে একটা নিয়ম-পত্র* করে যায়; কিন্তু নিয়মকারী যদি জীবিত থাকে তবে সেই নিয়ম-পত্র বা চুক্তির কোন অর্থই হয় না। 17কারণ নিয়মকারীর মৃত্যু হলে তবেই নিয়ম-পত্র বলবৎ হয়। 18এইজন্য ঐ প্রথম চুক্তি যা ঈশ্বর ও তাঁর লোকদের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছিল সেখানেও ঐ কথা প্রযোজ্য। সেই চুক্তি বলবৎ করতে রক্তের প্রয়োজন ছিল। 19কারণ লোকদের কাছে মোশি বিধি-ব্যবস্থা থেকে সমস্ত আজ্ঞা পাঠ করে পরে তিনি জল ও রক্তবর্ণ মেষলোম আর একগোছা এসোবের ঘাস ব্যবহার করে গোবৎস ও ছাগদের রক্ত সেই পুস্তকটিতে ও লোকদের গায়ে ছিটিয়ে দিয়েছিলেন।

20মোশি বলেছিলেন, "এই সেই রক্ত যা কার্যকারী করছে সেই চুক্তি যার আজ্ঞাবহ হতে ঈশ্বর তোমাদের বলছেন।" 21আর সেইভাবে মোশি পবিত্র তাঁবু ও উপাসনা সংক্রান্ত সব জিনিসের উপর রক্ত ছিটিয়ে দিয়েছিলেন। 22কারণ বিধি-ব্যবস্থা বলে যে প্রায় সব কিছুই রক্ত ছিটিয়ে শুচি করা প্রয়োজন, আর রক্তপাত ব্যতিরেকে পাপের মোচন হয় না।

খ্রীষ্টের আত্মোৎসর্গ পাপ ধুয়ে দেয়

23এই বিষয়গুলি ছিল আসল স্বর্গীয় বিষয়গুলির দৃষ্টান্ত, সেগুলির বলিদানের রক্তে শুচি করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যা প্রকৃত স্বর্গীয় বিষয় সেগুলি এর থেকে আরো শ্রেষ্ঠতর বলিদানের দ্বারা শুচি হওয়া প্রয়োজন। 24খ্রীষ্ট স্বর্গে মহাপবিত্রস্থানে প্রবেশ করেছেন। মানুষের তৈরী কোন মহাপবিত্রস্থানে খ্রীষ্ট প্রবেশ করেন নি। পৃথিবীর তাঁবুর মহাপবিত্রস্থান স্বর্গীয় স্থানের প্রতিচ্ছবি মাত্র; কিন্তু খ্রীষ্ট স্বর্গে প্রবেশ করেছেন, আর এখন আমাদের হয়ে তিনি ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। 25মহাযাজক বছরে একবার বলির যে রক্ত নিয়ে মহাপবিত্রস্থানে প্রবেশ করেন তা তার নিজের নয়। কিন্তু খ্রীষ্ট স্বর্গে প্রবেশ করেছেন মহাযাজকদের উৎসর্গের মতো বারবার নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য নয়। 26খ্রীষ্ট যদি তাই করতেন তবে জগৎ সৃষ্টির সময় থেকে তাঁকে বারবার প্রাণ দিতে হত। খ্রীষ্ট এসে একবার নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। সেই একবারেই চিরন্তন কাজের সমাপ্তি হয়েছে। জগতের অন্তিম কালেই খ্রীষ্ট নিজেকে বলিরূপে উৎসর্গ করে লোকদের পাপনাশ করতে এলেন।

27মানুষের জন্য একবার মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর তার বিচার হয়। 28বহুলোকের পাপের বোঝা তুলে নেবার জন্য খ্রীষ্ট একবার নিজেকে উৎসর্গ করলেন; তিনি দ্বিতীয়বার দর্শন দেবেন, তখন পাপের বোঝা তুলে নেবার জন্য নয়, কিন্তু যারা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে তাদের পরিত্রাণ দিতে তিনি আসবেন।

খ্রীষ্টের বলিদান আমাদের পূর্ণতা দিল

10 ভবিষ্যতে যে সকল উৎকৃষ্ট বিষয় আসবে, বিধি-ব্যবস্থা হচ্ছে তারই অস্পষ্ট ছায়ামাত্র। বিধি-ব্যবস্থা ঐসব বিষয়ের বাস্তবরূপ নয়। তাই যারা ঈশ্বরের উপাসনা করতে আসে, বছর বছর তারা একই রকম বলিদান বারবার করে; কিন্তু বিধি-ব্যবস্থা সেই লোকদের সিদ্ধতায় নিয়ে যেতে পারে না। 2বিধি-ব্যবস্থা যদি পারত, তবে ঐ বলিদান কি শেষ হত না? কারণ যারা উপাসনা করে তারা যদি একবার শুচি হয় তবে তাদের পাপের জন্য নিজেকে আর দোষী ভাববার প্রয়োজন নেই; কিন্তু বিধি-ব্যবস্থা তা করতে সক্ষম নয়। 3ঐসব লোকের বলিদান বছর বছর তাদের পাপের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, 4কারণ বৃষের কি ছাগের রক্ত পাপ দূর করতে পারে না।

5সেইজন্যেই খ্রীষ্ট এ জগতে আসার সময় বলেছিলেন:

"তুমি বলিদান ও নৈবেদ্য চাও নি, কিন্তু আমার জন্য এক দেহ প্রস্তুত করেছ।

6তুমি হোমে ও পাপার্থক বলিদান উৎসর্গে প্রীত নও।

7এরপর তিনি বললেন, 'এই আমি! শাস্ত্রে আমার বিষয়ে যেমন লেখা আছে, হে ঈশ্বর দেখ, আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতেই এসেছি।" *গীতসংহিতা 40:6-8*

8প্রথমে তিনি বললেন, "বলিদান, নৈবেদ্য, হোমবলি ও পাপার্থক বলি তুমি চাও নি; আর তাতে তুমি প্রীত হওনি।" যদিও সেইসব বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে উৎসর্গ করা হয়। 9এরপর তিনি বললেন, "দেখো, আমি তোমার ইচ্ছা পালন করবার জন্যই এসেছি।" তিনি দ্বিতীয়টি প্রবর্তন করার জন্য প্রথমটিকে বাতিল করতে এসেছেন। 10ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই তিনি এই কাজ সমাপ্ত করেছেন। এইজন্যই খ্রীষ্ট তার দেহ একবারেই চিরকালের জন্য উৎসর্গ করেছেন যাতে আমরা চিরকালের জন্য পবিত্র হই। 11প্রত্যেক যাজক প্রত্যেকদিন দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের সেবা করেন তারা বারবার সেই একই বলি উৎসর্গ করেন; কিন্তু তাদের বলিদান কখনও পাপ দূর করতে পারে না। 12খ্রীষ্ট পাপের জন্য একটি বলিদান উৎসর্গ করলেন

নিয়ম-পত্র নিয়ম-পত্র এক প্রকার স্বাক্ষরিত চুক্তি, যা প্রমাণ করে মৃত্যুর পর তার সমস্ত জিনিষপত্রের কে অংশীদার হবে।

যা সকল সময়ের জন্য যথেষ্ট। তারপর তিনি ঈশ্বরের দক্ষিণ পাশে বসলেন। 13তাঁর শত্রুদের মাথা তাঁর পায়ের নীচে অবনত না হওয়া পর্যন্ত এখন তিনি সেখানে অপেক্ষা করছেন। 14তিনি একটি বলিদান উৎসর্গ করে চিরকালের জন্য তার লোকদের নিখুঁত করেছেন; তারাই সেই লোক যাদের পবিত্র করা হয়েছে।

15পবিত্র আত্মাও আমাদের কাছে এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন। প্রথমে তিনি বলেন:

16"ঐ সময়ের পর প্রভু বলেছেন, আমি তাদের সঙ্গে এই চুক্তি করব। আমি তাদের হৃদয়ে আমার নিয়মগুলো গেঁথে দেব, আর তাদের মনে আমি তা লিখে দেব।" *যিরমিয় 31:33*

17এরপর তিনি বলেন:

"আমি তাদের সব পাপ ও অধর্ম আর কখনো মনে রাখবো না।" *যিরমিয় 31:34*

18তাই একবার যখন সেইসব পাপের ক্ষমা হল, তখন পাপের জন্য বলিদান উৎসর্গ করার আর কোন প্রয়োজন নেই।

ঈশ্বরের নিকটে এস

19তাই আমার ভাই ও বোনেরা, মহাপবিত্রস্থানে প্রবেশ করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের আছে। যীশুর রক্তের গুণে আমরা নির্ভীকতার সঙ্গে সেখানে প্রবেশ করতে পারি। 20খ্রীষ্ট এই নতুন পথ একটি পর্দার মধ্য দিয়ে অর্থাৎ তাঁর দেহের মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য খুলে দিয়েছেন; এ এক জীবন্ত পথ। এই নতুন পথে আমরা পর্দার মধ্য দিয়ে অর্থাৎ খ্রীষ্টের দেহের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হতে পারি। 21তাই আমাদের এক মহান যাজক রয়েছেন যিনি ঈশ্বরের গৃহের ওপর কর্তৃত্ব করেন। 22আমাদের শুচি করা হয়েছে ও দোষী বিবেকের হাত থেকে মুক্ত করা হয়েছে। আমাদের দেহকে শুচি জলে ধৌত করা হয়েছে। তাই এস, আমরা শুদ্ধ হৃদয়ে বিশ্বাসের কৃত নিশ্চয়তায় ঈশ্বরের সামনে হাজির হই। 23তাই এস, আমরা আমাদের প্রত্যাশাকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে থাকি এবং অপরের কাছে তাকে জানাতে ব্যর্থ না হই। আমরা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে পারি যে, তিনি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা তিনি পূরণ করবেন।

পরস্পরকে বলশালী হতে সাহায্য কর

24আমাদের উচিত একে অপরের বিষয়ে চিন্তা করা, যেন ভালবাসতে ও সৎকাজ করতে পরস্পরকে উৎসাহ দান করতে পারি। 25আমরা যেন একত্র সমবেত হওয়ার অভ্যাস ত্যাগ না করি। যেমন কেউ কেউ সেইরকম করছে। কিন্তু এস, আমরা পরস্পরকে উৎসাহ ও চেতনা দিই। তোমরা যতই সেই দিন এগিয়ে আসতে দেখছ, ততই এ বিষয়ে আরো বেশী করে উদ্যোগী হও।

খ্রীষ্টের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না

26সত্যের জ্ঞানলাভের পর যদি আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে পাপ করে চলি, তবে সেই পাপের জন্য বলিদান উৎসর্গ করার মতো আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। 27আমরা যদি পাপ করেই চলি তবে বিচারের জন্য সেই ভয়ঙ্কর প্রতীক্ষা আর প্রচণ্ড ক্রোধাগ্নি সমস্ত ঈশ্বর-বিরোধীকে গ্রাস করবে। 28কেউ যদি মোশির দেওয়া বিধি-ব্যবস্থা লঙ্ঘন করতো তবে দুজন কিংবা তিনজন সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রমাণে নিষ্ঠুরভাবে তাকে হত্যা করা হত, তাকে ক্ষমা করা হত না। 29ভেবে দেখো, যে লোক ঈশ্বরের পুত্রকে ঘৃণা করেছে, চুক্তির যে রক্তের মাধ্যমে সে শুচি হয়েছিল তা তুচ্ছ করেছে, আর যিনি অনুগ্রহ করেন সেই অনুগ্রহের আত্মাকে অপমান করেছে— হ্যাঁ নতুন চুক্তির রক্তকে যে অবমাননা করেছে সেই ব্যক্তির কতোই না ঘোরতর শাস্তি হওয়া উচিত। 30আমরা জানি, ঈশ্বর বলেন, "যারা মন্দ কাজ করে, তাদের আমি শাস্তি দেব; তাদের প্রতিফল দেব।"* ঈশ্বর আবার বলেছেন, "প্রভু তাঁর লোকেদের বিচার করবেন।"* 31জীবন্ত ঈশ্বরের হাতে পড়া পাপী মানুষের পক্ষে কি ভয়ঙ্কর বিষয়।

আনন্দ ও সাহস বজায় রাখ

32সেই আগের দিনগুলির কথা মনে করে দেখ, প্রথমে যখন তোমরা সত্য গ্রহণ করলে, তখন তোমাদের অনেক কষ্ট ও দুঃখভোগ করতে হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমরা বেশ অটল ছিলে।

33কখনো কখনো লোকেরা প্রকাশ্যে তোমাদের বিদ্রূপ করেছে ও অনেক লোকের সামনে তোমাদের নির্যাতিত হতে হয়েছে। কখনো অন্যের উপর তোমাদের মতো নির্যাতন হচ্ছে দেখে তোমরা তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছ। 34যারা কারাগারে বন্দী ছিল, তোমরা তাদের সাহায্য করেছ ও তাদের দুঃখভোগের অংশ নিয়েছ। তোমাদের সম্পত্তি লুঠ করে নিলেও তোমরা আনন্দ করেছ, কারণ তোমরা জানতে যে এসব থেকে উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী এক সম্পদ তোমাদের জন্য আছে।

35তাই অতীতে তোমাদের যে সাহস ছিল তা হারিও না, কারণ সেই সাহস তোমাদের জন্য মহাপুরস্কার নিয়ে আসবে। 36তোমাদের ধৈর্য্য ধরতে হবে, ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করার পর তোমরা তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে ফল লাভ করবে। 37কারণ এখন থেকে অল্প সময়ের মধ্যে,

"যাঁর আসবার কথা আছে তিনি আসবেন, তিনি দেরী করবেন না।

38আমার দৃষ্টিতে যাদের ধার্মিক প্রতিপন্ন করেছি তারা বিশ্বাসের ফলেই বেঁচে থাকবে; কিন্তু সে যদি ভয়ে বিশ্বাস থেকে সরে যায় তবে আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হব না।" *হবকূক 2:3-4*

"যারা ... দেব" দ্বি বি 32:35

"প্রভু ... করবেন" গীত 135:14

39কিন্তু আমরা এমন লোক নই যারা বিশ্বাস থেকে সরে
গিয়ে ধ্বংস হয়ে যায়, বরং আমরা সেই রকম লোক
যারা বিশ্বাসে রক্ষা পায়।

বিশ্বাস

11 বিশ্বাসের অর্থ হল আমরা যা প্রত্যাশা করি তা
যে আমরা পাবই সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া; ও
বাস্তবে যা কিছু আমরা চোখে দেখতে পাই না তার
অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া। 2অতীতে ঈশ্বরের
লোকেরা তাদের বিশ্বাসের দরুণই সুখ্যাতি লাভ
করেছিলেন।

3বিশ্বাসে আমরা বুঝতে পারি যে বিশ্ব-ভূমণ্ডল
ঈশ্বরের মুখের কথাতেই সৃষ্ট হয়েছিল, তাই চোখে যা
দেখা যায় সেই দৃশ্য কোন কিছু প্রত্যক্ষ বস্তু থেকে
উৎপন্ন হয় নি।

4কয়িন ও হেবল উভয়েই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলিদান
উৎসর্গ করেছিলেন; কিন্তু হেবল উত্তম বলে ঈশ্বরের
কাছে গ্রাহ্য হয়েছিলেন কারণ হেবলের বলিদান
বিশ্বাসযুক্ত ছিল। ঈশ্বর বলেছিলেন যে হেবল যা উপহার
দিয়েছিল তাতে তিনি প্রীত হয়েছিলেন। ঈশ্বর হেবলকে
একজন ধার্মিক লোক বললেন, কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল।
যদিও হেবল মৃত; কিন্তু তাঁর বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তিনি
এখনও কথা বলছেন।

5হনোককে পৃথিবী থেকে তুলে নেওয়া হয়েছিল,
কিন্তু তিনি মরেননি। এই পৃথিবী থেকে হনোককে তুলে
নেবার পূর্বে হনোক এই সাক্ষী রেখে যান যে তিনি
ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। পরে লোকেরা হনোকের
খোঁজ আর পেলেন না, কারণ ঈশ্বর তাঁকে কাছে রাখার
জন্য নিজেই হনোককে তুলে নিয়েছিলেন। হনোকের
জীবনে বিশ্বাস ছিল বলেই এমনটি সম্ভব হয়েছিল।
6বিনা বিশ্বাসে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা যায় না, যে কেউ
ঈশ্বরের কাছে আসে তাকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে
যে ঈশ্বর আছেন; আর যারা তাঁর অন্বেষণ করে, তাদের
তিনি পুরস্কার দিয়ে থাকেন।

7বিশ্বাসেই নোহ, যা যা তখনো দেখা যায়নি, এমন
সব বিষয়ে তাকে সতর্ক করে দেওয়া হলে তিনি তা
গুরুত্ব সহকারে নিলেন এবং নোহ তাঁর পরিবারের রক্ষার
জন্য এক জাহাজ নির্মাণ করলেন। এর দ্বারা তিনি
(অবিশ্বাসী) জগতকে দোষী প্রতিপন্ন করলেন, আর
বিশ্বাসের মাধ্যমে যে ধার্মিকতা লাভ হয় তার অধিকারী
হলেন।

8ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল বলেই ঈশ্বর যখন অব্রাহামকে
আহ্বান করলেন, তিনি তাঁর বাধ্য হলেন; আর তাঁকে
যে দেশ দেবেন বলে ঈশ্বর বলেছিলেন তা অধিকার
করতে চললেন। তিনি কোথায় চলেছেন তা না জানলেও
তিনি রওনা দিলেন। 9তাঁর বিশ্বাসের বলেই তিনি ঈশ্বরের
প্রতিশ্রুত সেই দেশে আগন্তুকের মতো জীবনযাপন
করলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল বলেই তিনি তা করতে
পেরেছিলেন। সেই প্রতিশ্রুত দেশে ইস্হাক ও যাকোবের
সাথে তিনি তাঁবুতে বাস করেছিলেন, যারা তাঁর মতোই
(একই প্রতিশ্রুতির) উত্তরাধিকারী ছিলেন। 10কারণ
অব্রাহাম সেই দৃঢ় ভিত্তিযুক্ত নগরের প্রতীক্ষায় ছিলেন
স্বয়ং ঈশ্বর যার স্থপতি ও নির্মাতা।

11অব্রাহাম বয়োবৃদ্ধ হয়েছিলেন তাই তাঁর সন্তান
হওয়া সম্ভব ছিল না। তার স্ত্রী সারা বন্ধ্যা ছিলেন;
কিন্তু ঈশ্বরের উপর অব্রাহামের বিশ্বাস ছিল, তাই ঈশ্বর
শক্তি দিলেন যেন তাঁদের সন্তানলাভ হয়। ঈশ্বর যা
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা যে তিনি পূর্ণ করতে পারেন এ
বিশ্বাস অব্রাহামের ছিল। তিনি প্রায় মৃতকল্প ছিলেন;
কিন্তু এই একটি লোকের মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছিল
আকাশের তারার মতো অজস্র বংশধর। 12সেই এক
ব্যক্তি থেকে সমুদ্র সৈকতে বালুকণার মতো অগণিত
বংশধরেরা এলো।

13এইসব মহান ব্যক্তিরা বিশ্বাস নিয়েই মারা গেলেন।
ঈশ্বর যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁরা কেউই বাস্তবে
তা পান নি, কিন্তু দূর থেকে তা দেখেছিলেন ও তাকে
স্বাগত জানিয়েছিলেন। তাঁরা খোলাখুলি স্বীকার
করেছিলেন যে এই পৃথিবীতে তাঁরা প্রবাসী ও বিদেশী।
14কারণ যে সব লোক এরকম কথা বলেন, তাঁরা যে
নিজের দেশে ফেরার আশায় আছেন তা স্পষ্ট করেই
ব্যক্ত করেন। 15যে দেশ থেকে তাঁরা বের হয়ে এসেছিলেন,
সেই দেশের কথা যদি মনে রাখতেন, তবে ইচ্ছা করলে
সেখানে ফিরে যেতে পারতেন। 16কিন্তু এখন তাঁরা তার
থেকে আরো ভাল দেশে, সেই স্বর্গীয় দেশে, যাবার
আকাঙ্খা করছিলেন। এইজন্য ঈশ্বর নিজেকে তাঁদের
ঈশ্বর বলে পরিচয় দিতে লজ্জা পান না, কারণ তিনি
তাঁদের জন্য এক নগর প্রস্তুত করেছেন।

17-18ঈশ্বর যখন অব্রাহামের বিশ্বাসের পরীক্ষা
করছিলেন, অব্রাহাম তার কিছু পূর্বেই ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি
পান তবু তিনি তাঁর পুত্র ইস্হাককে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে
উৎসর্গ করতে নিয়ে গিয়েছিলেন। অব্রাহাম ঈশ্বরের
নির্দেশ পালন করেছিলেন কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল।
ঈশ্বর অব্রাহামকে পূর্বেই বলে রেখেছিলেন, "ইস্হাকের
মাধ্যমেই তোমার বংশধররা দেখা দেবে।"

19অব্রাহাম বিশ্বাস করলেন যে ঈশ্বর মৃত্যুর মধ্য
হতেও মানুষকে উত্থাপন করতে সমর্থ। বাস্তবে তাই
হল, ঈশ্বর অব্রাহামকে তাঁর পুত্রকে বলি দেওয়া থেকে
বিরত করলেন ফলে অব্রাহাম ইস্হাককে যেন মৃত্যুর
মধ্য থেকেই ফিরে পেলেন।

20সেই বিশ্বাসের বলেই ইস্হাক ভবিষ্যতের বিষয়
চিন্তা করে এষৌ ও যাকোবকে আশীর্বাদ করলেন কারণ
তাঁর বিশ্বাস ছিল। 21যাকোব বৃদ্ধ বয়সে মারা যাবার
সময় বিশ্বাসের বলে যোষেফের ছেলেদের প্রত্যেককে
আশীর্বাদ করলেন। তিনি লাঠির উপর ভর দিয়ে উঠে
ঈশ্বরের উপাসনা করেছিলেন। যাকোবের বিশ্বাস ছিল
বলেই তিনি এই সব করেছিলেন।

22বিশ্বাসের বলেই যোষেফ মৃত্যু শয্যায় বলেছিলেন
যে, ইস্রায়েলীয়রা মিশর দেশ ছেড়ে একদিন বের হয়ে
যাবে, তাই তিনি তাঁর দেহাবশেষ নিয়ে কি করতে হবে
তার নির্দেশ দিতে পেরেছিলেন। যোষেফের বিশ্বাস ছিল

বলেই তিনি ঐ কথা বলে গিয়েছিলেন। 23মোশির জন্মের পর তাঁর মা-বাবা তিনমাস পর্যন্ত তাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল বলেই তাঁরা তা করেছিলেন। তাঁরা দেখলেন মোশি খুব সুন্দর এক শিশু, আর তাঁরা রাজার আদেশ অমান্য করতে ভয় পেলেন না।

24মোশি বড় হয়ে উঠলেন ও পূর্ণ বয়স্ক মানুষে পরিণত হলেন। মোশি ফরৌণের মেয়ের পুত্র বলে পরিচিত হতে চাইলেন না। মোশি পাপের সুখভোগ করতে চাইলেন না, কারণ সে সব সুখভোগ ছিল ক্ষণিকের। 25কিন্তু মোশি ঈশ্বরের লোকদের সঙ্গে দুঃখভোগ করাকেই বেছে নিলেন। মোশি তা করতে পেরেছিলেন কারণ তার বিশ্বাস ছিল। 26মিশরের সমস্ত ঐশ্বর্য অপেক্ষা খ্রীষ্টের জন্য বিদ্রূপ সহ্য করাকেই শ্রেয়ঃ মনে করলেন। ঈশ্বরের কাছ থেকে পুরস্কার লাভের আশায় মোশি তা করতে পেরেছিলেন।

27মোশির বিশ্বাস ছিল তাই তিনি মিশর ত্যাগ করলেন। তিনি রাজার ক্রোধকে ভয় করলেন না। মোশি সুস্থির থাকলেন কারণ তিনি সেই ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি রাখলেন যাঁকে কেউ দেখতে না পায়। 28মোশি নিস্তারপর্ব পালন করে গৃহের দরজায় রক্ত লেপে দিলেন। দরজায় এইভাবে রক্ত লেপন করা হল যেন সংহারকর্তা ইস্রায়েলীয়দের প্রথম পুত্র সন্তানদের স্পর্শ করতে না পারে। মোশির বিশ্বাস ছিল তাই তিনি এসব করতে পেরেছিলেন।

29যে লোকদের মোশি নিয়ে চলেছিলেন তারা শুকনো জমির উপর দিয়ে যাওয়ার মতো লোহিত সাগর হেঁটে পার হয়ে গেল। তাদের বিশ্বাস ছিল বলেই তারা তা করতে পেরেছিল। মিশরীয়রাও লোহিত সাগরের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু তারা সবাই মারা পড়ল।

30ঈশ্বরের লোকদের বিশ্বাসের জন্যই যিরীহোর প্রাচীর ভেঙ্গে পড়ল। লোকেরা প্রাচীরের চারপাশে সাতদিন ধরে ঘুরলো আর তার পরেই সেই প্রাচীর ভেঙ্গে পড়ল।

31বিশ্বাসে বেশ্যা রাহব, ইস্রায়েলীয় গুপ্তচরদের সাদরে গ্রহণ করে তাদের সঙ্গে বন্ধুদের মতো ব্যবহার করায় নগর ধ্বংস হবার সময় ঈশ্বরের অবাধ্য লোকদের সঙ্গে সে বিনষ্ট হল না।

32তোমাদের কাছে কি আমি আরো দৃষ্টান্ত তুলে ধরব? আমার যথেষ্ট সময় নেই যে আমি তোমাদের কাছে গিদিয়োন, বারক, শিম্‌শোন, যিপ্তহ, দায়ূদ, শমূয়েল ও ভাববাদীদের সব কথা বলি; ওদের প্রচণ্ড বিশ্বাস ছিল। 33তাঁরা বিশ্বাসের দ্বারা রাজ্যসকল জয় করেছিলেন। তাঁরা যা ন্যায্য তাই করলেন, এবং ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিগুলি পেলেন। তাঁরা সিংহদের মুখ বন্ধ করেছিলেন।

34কেউ কেউ আগুনের তেজ নিস্প্রভ করলেন, তরবারির আঘাতে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেন। এদের বিশ্বাস ছিল তাই এরা এসব করতে পেরেছিল। বিশ্বাসের বলেই দুর্বল লোকেরা বলশালী লোকে রূপান্তরিত হয়েছিলেন; তাঁরা যুদ্ধের সময় মহাবিক্রমী হয়ে শত্রু সৈন্যদের পরাস্ত করেছিলেন।

35কোন কোন লোক মৃতদের মধ্য থেকে পুনর্জীবিত হলেন আর পরিবারের নারীরা তাঁদের স্বামীদের ফিরে পেলেন। আবার অনেকে ভয়ঙ্কর পীড়ন সহ্য করলেন তবু তার থেকে নিষ্কৃতি চাইলেন না। তাঁরা বিশ্বাসে এসব সহ্য করলেন যেন মহত্তর পুনরুত্থানের ভাগী হন। 36কেউ কেউ বিদ্রূপ ও চাবুকের মার সহ্য করলেন, আবার অনেকে বেড়ি বাঁধা অবস্থায় কারাবাস করলেন। 37কেউ বা মরলেন পাথরের আঘাতে, কাউকে বা করাত দিয়ে দুখণ্ড করা হল, কাউকে তরবারির আঘাতে মেরে ফেলা হল। কেউ কেউ নিঃস্ব অবস্থায় মেষ ও ছাগের চামড়া পরে ঘুরে বেড়াতেন, নির্যাতিত হতেন এবং খারাপ ব্যবহার পেতেন। 38জগতটা এই ধরণের লোকের যোগ্য ছিল না। এরা গুহায় ও মাটির গর্তে আশ্রয় নিয়ে মরুভূমি ও পর্বতে ঘুরে বেড়াতেন।

39বিশ্বাসের জন্য এদের সুখ্যাতি করা হল; কিন্তু তাঁরা কেউ ঈশ্বরের সেই মহান প্রতিশ্রুতি পান নি। 40ঈশ্বর আমাদের জন্য মহত্তর কিছু করতে চেয়েছিলেন, যাতে তাঁরা আমাদের সাথে মিলিত হয়ে পরিপূর্ণ হতে পারেন।

আমাদেরও যীশুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত

12 আমাদের চারপাশে ঈশ্বর বিশ্বাসী ঐসব মানুষেরা রয়েছেন। তাদের জীবন ব্যক্ত করছে বিশ্বাসের প্রকৃতরূপ, তাই আমাদের উচিত তাদের অনুসরণ করা। আমাদেরও উচিত সেই দৌড়ে দৌড়ানো যা আমাদের জন্য নির্দিষ্ট আছে, কখনই থেমে যাওয়া উচিত নয়। জীবনে যা বাধার সৃষ্টি করতে পারে এমন সব কিছু আমরা যেন দূরে ফেলে দিই। যে পাপ সহজে জড়িয়ে ধরে তা যেন দূরে ঠেলে দিই। 2আমাদের সর্বদাই যীশুর আদর্শ অনুযায়ী চলা উচিত। বিশ্বাসের পথে যীশুই আমাদের নেতা; তিনি আমাদের বিশ্বাসকে পূর্ণতা দেন। তিনি ক্রুশের উপর মৃত্যুভোগ করলেন; ক্রুশের মৃত্যুর অপমান তুচ্ছ জ্ঞান করে তা সহ্য করলেন। তাঁর সম্মুখে ঈশ্বর যে আনন্দ রেখেছিলেন সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই যীশু তা করতে পেরেছিলেন। এখন তিনি ঈশ্বরের সিংহাসনের ডানপাশে বসে আছেন। 3যীশুর কথা ভাব, যখন পাপীরা তাঁর বিরোধিতা করে অনেক নিন্দা মন্দ করেছিল, তখন তিনি এই সমস্ত বিরোধিতা সহ্য করেছিলেন। যীশু তা করেছিলেন যাতে তোমরাও তাঁর মতো সহিষ্ণু হও এবং চেষ্টা করা থেকে বিরত না হও।

ঈশ্বর হলেন পিতার মতো

4পাপের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তোমরা এখনও মৃত্যুর মুখোমুখি হওনি। তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, তিনি তোমাদের সান্ত্বনার কথা বলেন। 5তোমরা সম্ভবতঃ সেই উৎসাহব্যঞ্জক কথা ভুলে গেছ। তিনি বলেছেন:

"হে আমার পুত্র, প্রভু যখন তোমায় শাসন করেন,
মনে কোর না যে তার কোন মূল্য নেই। তিনি যখন
তোমায় সংশোধন করেন তখন নিরুৎসাহ হয়ো না।
6কারণ প্রভু যাকে ভালবাসেন তাকেই শাসন করেন,
সমস্ত পুত্রই পিতা কর্তৃক শাসিত হয়।"

হিতোপদেশ 3:11-12

7এখন যা কিছু কষ্ট পাচ্ছ যা পিতার কাছ থেকে শাসন বলে মেনে নাও। পিতা যেমন তাঁর সন্তানকে শাসন করেন, তেমনি করেই ঈশ্বর তোমাদের জীবনে এইসব আসতে দিয়েছেন। সব সন্তানই পিতার অনুশাসনের অধীন। 8তোমরা যদি কখনই শাসিত না হও (পুত্রমাত্রেই শাসিত হয়) তবে তোমরা তো তাঁর প্রকৃত সন্তান নও, যথার্থ পুত্র নও। 9এই পৃথিবীতে আমাদের সবার পিতাই আমাদের মার্জিত ও সংশোধিত করেন এবং আমরা তাদের সম্মান করি। যিনি আমাদের আত্মিক পিতা তাঁর অনুশাসনের কাছে আমাদের সত্যিকারের জীবনের জন্য আমরা কি আরো বেশী মাথা নোয়াবো না? 10পৃথিবীতে আমাদের পিতারা অল্প সময়ের জন্য শাস্তি দেন। তাঁরা যা ভাল মনে করেন সেইভাবে শাস্তি দেন; কিন্তু ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করার জন্য শাস্তি দেন যেন আমরা তাঁর মত পবিত্র হই। 11কোনও ধরণের শাসনই শাসনের মুহূর্তে আমাদের আনন্দ দেয় না বরং আমরা তাতে দুঃখ পাই; কিন্তু এটা যাদের জীবনকে প্রভাবিত করেছে, পরে তাদের জীবনে ধার্মিকতা ও শান্তি রাজত্ব করে।

জীবনযাপন সম্পর্কে সতর্ক হও

12তাই তোমাদের শিথিল হাত দুটোকে শক্ত করো, অবশ হাঁটু দুটোকে সবল করে তোল। 13তোমাদের চলার পথ সরল কর, খোঁড়া পা যেন গাঁট থেকে খুলে না যায় বরং তা যেন সুস্থ হয়।

14সবার সঙ্গে শান্তিতে জীবনযাপন করতে চেষ্টা কর, কারণ এই ধরণের জীবন ছাড়া কেউ প্রভুর দর্শন লাভ করে না। 15দেখো, কেউ যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত না হও। দেখো তোমাদের মধ্যে যেন তিক্ততার শেকড় না গজিয়ে ওঠে। তোমাদের মধ্যে এমন লোক থাকলে গোটা দলকে কলুষিত করতে পারে। 16সাবধান, কেউ যেন যৌন পাপে না পড়ে অথবা এষৌর মতো ঈশ্বর-ভক্তি জলা লি না দেয়। এষৌ ছিল জ্যেষ্ঠ পুত্র, সে তার পিতার সমস্ত কিছুর উত্তরাধিকারী ছিল; কিন্তু এক বেলার খাবারের জন্য সে নিজের জন্মাধিকার বিকিয়ে দিয়েছিল। 17তোমরা তো জানো, পরে সে বাবার আশীর্বাদ পাওয়ার চেষ্টা করেও বিফল হল। তাঁর বাবা তাকে সেই আশীর্বাদ দিতে অস্বীকার করলেন, কারণ এষৌ তার ভুল শোধরাবার কোন পথ খুঁজে পেল না।

18তোমরা এক নতুন স্থানে এসেছ; ইস্রায়েলীয়রা যেমন এক পাহাড়ের সামনে এসেছিল এ স্থান তেমন নয়। তোমরা সেই পাহাড়ের কাছে আসোনি যা স্পর্শ করা যেত না, যা আগুনে জ্বলছিলো, তোমরা এমন স্থানে আসোনি যা কিনা অন্ধকারময়, বিষাদময়, ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ। 19তারা যেমন শুনেছিল তেমন তূরীধ্বনি অথবা সেই কণ্ঠস্বর তোমরা শুনতে পাচ্ছ না, যা শুনে তারা মিনতি করেছিল যেন আর কোন বাক্য তাদের কখনো শোনানো না হয়। 20কারণ যে আদেশ তাদের দেওয়া হয়েছিল তা তারা সহ্য করতে পারল না। তাদের বলা হল, "যদি কোন কিছু এমন কি কোন পশু পর্যন্ত পর্বত স্পর্শ করে, তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলতে হবে।" * 21সেই দৃশ্য এমন ভয়ঙ্কর ছিল যে মোশি বললেন, "আমি অত্যন্ত ভয় পেয়েছি আর কাঁপছি।"*

22কিন্তু তোমরা সেরকম কোন স্থানে আসোনি। যে নতুন স্থানে তোমরা এসেছ তা হল সিয়োন পর্বত। তোমরা জীবন্ত ঈশ্বরের নগরী স্বর্গীয় জেরুশালেমে এসেছ। তোমরা সেই জায়গায় এসেছ যেখানে হাজার হাজার স্বর্গদূতেরা পরমানন্দে একত্রিত হয়। 23তোমরা এসেছ ঈশ্বরের প্রথমজাতদের সভাস্থলে, যাদের নাম স্বর্গে লিখিত রয়েছে। যিনি সকলের বিচারকর্তা সেই ঈশ্বরের কাছে এসেছ। সিদ্ধিপ্রাপ্ত আত্মার সমাবেশে এসেছ। 24তোমরা যীশুর কাছে এসেছ যিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে তাঁর লোকদের জন্য নতুন চুক্তি এনেছেন। সেই ছেটানো রক্তের কাছে এসেছ যা হেবলের রক্ত থেকে উত্তম কথা বলে। 25সাবধান, ঈশ্বর যখন কথা বলেন তা শুনতে অসম্মত হয়ো না। তিনি পৃথিবীতে যখন সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন যারা তাঁর কথা শুনতে অসম্মত হল তারা রক্ষা পেল না। এখন ঈশ্বর স্বর্গ থেকে বলছেন, তাঁর কথা না শুনলে তোমাদের অবস্থা ঐ লোকদের থেকেও ভয়াবহ হবে একথা সুনিশ্চিত জেনো। 26সেই সময় তাঁর কথায় পৃথিবী কেঁপে উঠেছিল; কিন্তু এখন তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, "আমি আর একবার পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তুলব। এমনকি স্বর্গকেও কাঁপিয়ে তুলব।"* 27"আর একবার" এর অর্থ হল সমস্ত সৃষ্ট বস্তু যাদের নাড়ানো যায় তাদের তিনি দূর করে দেবেন, সুতরাং যা কিছু অনড় তা হবে চিরস্থায়ী।

28আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত কারণ আমরা একটা জগতকে পেয়েছি যাকে নাড়ানো যায় না। আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে ঈশ্বরের উপাসনা করব যাতে তিনি প্রীত হন। আমরা তাঁর উপাসনা করবো শ্রদ্ধা ও ভীতির সঙ্গে, 29কারণ আমাদের ঈশ্বর সর্বগ্রাসী অগ্নিস্বরূপ।

13 তোমরা পরস্পরকে সাথী খ্রীষ্টীয়ান হিসেবে ভালবেসে যেও। 2অতিথি সেবা করতে ভুলো না। অতিথি সেবা করতে গিয়ে কেউ কেউ না জেনে স্বর্গদূতদের আতিথ্য করেছেন। 3যারা বন্দী অবস্থায় কারাগারে আছেন তাদের সঙ্গে তোমরা নিজেরাও যেন বন্দী এ কথা মনে করে তাদের কথা ভুলো না। যারা যন্ত্রণা পাচ্ছে তাদের ভুলো না; মনে রেখো তোমরাও তাদের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা পাচ্ছো।

"যদি ... হবে" যাত্রা 19:12-13

"আমি ... কাঁপছি" দ্বি বি 9:19

"আমি ... তুলব" হগয় 2:6

4বিবাহ বন্ধনকে তোমরা সবাই অবশ্য মর্যাদা দেবে,
যাতে দুটি মানুষের মধ্যে পবিত্র সম্পর্ক রক্ষিত হয়,
কারণ যারা ব্যভিচারী ও লম্পট, ঈশ্বর তাদের বিচার
করবেন। 5তোমাদের আচার ব্যবহার ধনাসক্তিবিহীন
হোক। তোমাদের যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাক কারণ
তিনি বলেছেন,

"আমি তোমাকে কখনও ত্যাগ করবো না; আমি
কখনও তোমাকে ছাড়বো না।" *দ্বিতীয় বিবরণ 31:6*

6তাই আমরা সাহসের সঙ্গে বলতে পারি,

"প্রভুই আমার সহায়; আমি ভয় করবো না; মানুষ
আমার কি করতে পারে।" *গীতসংহিতা 118:6*

7তোমাদের নেতাদের কথা স্মরণ কর, যারা
তোমাদের কাছে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করে গেছেন। তাঁদের
জীবনের আদর্শ ও উত্তম বিষয়গুলির চিন্তা কর, ও
তাঁদের যে বিশ্বাস ছিল তার অনুসারী হও। 8যীশু খ্রীষ্ট
কাল, আজ আর চিরকাল একই আছেন।

9নানাপ্রকার অদ্ভুত সব শিক্ষার দ্বারা বিপথে চলে
যেও না। হৃদয়কে ঈশ্বরের অনুগ্রহে শক্তিমান করো
তবে খাওয়ার নিয়মকানুন পালনের দ্বারা নয় কারণ
যারা খাদ্যাভ্যাসের খুঁটিনাটি মেনে চলেছে তার কোনও
সুফলই তারা পায় নি।

10আমাদের এক নৈবেদ্য আছে। যে যাজকেরা পবিত্র
তাঁবুতে উপাসনা করেন তাদের সেই নৈবেদ্য ভোজন
করার কোন অধিকার নেই। 11মহাযাজক পশুদের রক্ত
নিয়ে মন্দিরের মহাপবিত্রস্থানে যেতেন পাপের বলি
হিসেবে; কিন্তু পশুদের দেহগুলি শিবিরের বাইরে পুড়িয়ে
ফেলা হত। 12ঠিক সেই মতোই যীশু নগরের বাইরে
দুঃখভোগ করলেন। যীশু বলি হলেন যেন তাঁর নিজের
রক্তে তাঁর লোকদের পবিত্র করতে পারেন। 13তাই
আমাদেরও ঐ শিবিরের বাইরে যীশুর কাছে যাওয়া
উচিত। যীশু যেমন লজ্জা, অপমান সহ্য করেছিলেন,
আমাদেরও উচিত সেই লজ্জা, অপমান বহন করা,
14কারণ এখানে আমাদের এমন কোন নগর নেই যা
চিরস্থায়ী; কিন্তু যে নগর ভবিষ্যতে আসছে আমরা
তারই প্রত্যাশায় রয়েছি। 15তাই যীশুর মাধ্যমে আমরা
ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে স্তব-বলি উৎসর্গ করতে যেন বিরত
না হই। সেই বলিদান হল স্তবস্তুতি, যা আমরা তাঁর
নাম স্বীকারকারী ওষ্ঠাধরে করে থাকি। 16অপরের উপকার
করতে ভুলো না। যা তোমার নিজের আছে তা অপরের
সঙ্গে ভাগ করে নিতে ভুলো না, কারণ এই ধরণের
বলিদান উৎসর্গে ঈশ্বর প্রীত হন।

17তোমাদের নেতাদের আদেশ মেনে চলো, তাদের
কর্তৃত্বের অধীন হও, কারণ তোমাদের আত্মাকে
নিরাপদে রাখার জন্য তাঁরা সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন। তাঁদের
কথা মেনে চলো কারণ তাঁদের এব্যাপারে হিসেব নিকেশ
করতে হবে, যাতে তারা আনন্দে এই কাজ করতে
পারেন, যন্ত্রণা ও দুঃখ নিয়ে নয়। তাদের কাজকে
কঠিন করে তুললে তোমাদের লাভ হবে না।

18আমাদের জন্য প্রার্থনা করো। আমরা নিশ্চয় করে
বলতে পারি যে, আমাদের শুদ্ধ বিবেক আছে; আর
জীবনে যা কিছু করি তা শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য নিয়ে করি।
19আমি তোমাদের বিশেষভাবে এই প্রার্থনা করতে বলছি
যে, আমি যেন শিগ্‌গির তোমাদের কাছে ফিরে যেতে
পারি। এটাই আমি অন্য সব কিছু থেকে বেশী করে
চাইছি।

20-21শান্তির ঈশ্বর যিনি মৃতদের মধ্য থেকে আমাদের
প্রভু যীশুকে ফিরিয়ে এনেছেন, রক্তের মাধ্যমে শাশ্বত
চুক্তি অনুযায়ী যিনি মহান মেষপালক, প্রার্থনা করি
সেই ঈশ্বর যেন তোমাদের প্রয়োজনীয় সব উত্তম
বিষয়গুলি দেন যাতে তোমরা তাঁর ইচ্ছা পালন করতে
পার। আমি নিবেদন করি যেন যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমেই
তিনি তা সাধন করেন। যুগে যুগে যীশুর মহিমা অক্ষয়
হোক।

22প্রিয় ভাই ও বোনেরা, এই চিঠিতে আমি সংক্ষেপে
যে উৎসাহজনক কথা তুলে ধরলাম তা ধৈর্য্য ধরে
শুনবে। 23তোমাদের জানাচ্ছি আমাদের ভাই তীমথিয়
জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। তিনি যদি শিগ্‌গির আসেন
তবে আমি তাকে নিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে
যাব।

24তোমাদের নেতাদের ও ঈশ্বরের সকল লোককে
আমাদের শুভেচ্ছা জানিও। যারা ইতালী থেকে
এখানে এসেছেন তারা সকলে তোমাদের শুভেচ্ছা
জানাচ্ছে।

25ঈশ্বরের অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সহবর্তী হোক্।

যাকোবের পত্র

1 আমি যাকোব, ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দাস,
নানা দেশে ছড়িয়ে থাকা ঈশ্বরের বারো গোষ্ঠীর
লোকদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বিশ্বাস ও প্রজ্ঞা

2আমার ভাই ও বোনেরা, তোমরা যখন নানারকম
প্রলোভনের মধ্যে পড়, তখন তা মহা আনন্দের বিষয়
বলে মনে কোর। 3একথা জেনো, এই সকল বিষয়
তোমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা করে ও তোমাদের ধৈর্য্যগুণ
বাড়িয়ে দেয়। 4সেই ধৈর্য্যগুণকে তোমাদের জীবনে
পুরোপুরিভাবে কাজ করতে দাও। এর ফলে তোমরা
নিখুঁত ও সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে এবং কোন বিষয়ে তোমাদের
কোন অভাব থাকবে না। 5তোমাদের কারোর যদি প্রজ্ঞার
অভাব হয়, তবে সে তার জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা
করুক। ঈশ্বর দয়াবান; তিনি সকলকে উদারভাবে এবং
আনন্দের সঙ্গে দেন। অতএব ঈশ্বর তোমাদের প্রজ্ঞা
প্রদান করবেন।

6কিন্তু ঈশ্বরের কাছে চাইতে হলে কোনরকম সন্দেহ
না রেখে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গেই তা চাইতে হবে,
কারণ যে সন্দেহ করে, সে ঝোড়ো হাওয়ায় আলোড়িত
উত্তাল সমুদ্র-তরঙ্গের মতো। 7-8এই প্রকার লোক দুই
মনের মানুষ প্রত্যেকটি কাজেই চঞ্চল ও অস্থির। এমন
লোকের মনে করা উচিত নয় যে প্রভুর কাছে সে কিছু
পাবে।

প্রকৃত সম্পদ

9যে বিশ্বাসী ভাই গরীব, সে গর্ব বোধ করুক, কারণ
ঈশ্বর তাকে আত্মিকভাবে উন্নত করেছেন। 10যে বিশ্বাসী
ভাই ধনী, সে গর্ব বোধ করুক, কারণ ঈশ্বর তাকে
দেখিয়েছেন যে সে আত্মিকভাবে দরিদ্র। ধনী ব্যক্তি
একদিন বুনো ফুলের মতো ঝরে যাবে। 11সূর্য ওঠার
পর তার তাপ ক্রমশঃ বেড়েই যায়, তাপে তৃণ ঝলসে
যায় ও ফুল ঝরে যায়। ফুল সুন্দর হলেও তার রূপের
বাহার বিলীন হয়ে যায়, তেমনি ঘটে ধনী ব্যক্তির
জীবনে। তার কাজের পরিকল্পনাকালেই সে হঠাৎ
মৃত্যুমুখে পড়ে।

ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রলোভন আসে না

12পরীক্ষার সময়ে যে ধৈর্য্য ধরে ও স্থির থাকে সে
ধন্য, কারণ বিশ্বাসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ঈশ্বর তাকে
পুরস্কারস্বরূপ অনন্ত জীবন দেবেন। ঈশ্বরকে যারা
ভালবাসে তাদের তিনি এই জীবন দেবার প্রতিশ্রুতি
দিয়েছেন। 13কেউ যখন প্রলুব্ধ হয় তখন যেন সে না
বলে, "ঈশ্বর আমাকে প্রলুব্ধ করেছেন।" মন্দ ঈশ্বরকে
প্রলোভিত করে না এবং ঈশ্বরও নিজে কাউকে
প্রলোভনে ফেলেন না। 14প্রত্যেক মানুষ তার নিজের
মন্দ অভিলাষের দ্বারা প্রলোভিত হয়। তার মন্দ ইচ্ছা
তাকে পাপের দিকে টেনে নিয়ে যায় এবং ফাঁদে ফেলে।
15এই মন্দ ইচ্ছা গর্ভবতী হয়ে পাপের জন্ম দেয় এবং
পাপ পূর্ণতা লাভ করে মৃত্যুর জন্ম দেয়।

16আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা, এ ব্যাপারে তোমরা
প্রতারিত হয়ো না। 17সমস্ত ভাল ও নিখুঁত দান স্বর্গ
থেকে আসে, কারণ পিতা ঈশ্বর যিনি স্বর্গীয় আলো
সৃষ্টি করেছিলেন তিনি সর্বদা একই আছেন; তাঁর কোনও
পরিবর্তন হয় না। 18ঈশ্বর তাঁর নিজের ইচ্ছায় সত্যের
বাক্যের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবন দিয়েছেন। তিনি
চান যেন তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে আমরা অগ্রগণ্য হই।

শ্রবণ কর ও সেই মত কাজ কর

19আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা, তোমরা শ্রবণে
সত্বর কিন্তু কথনে ধীর হও। চট করে রেগে যেও না।
20ক্রোধ কখনই ঈশ্বরের প্রত্যাশা অনুযায়ী সৎ
জীবনযাপনের সহায়ক হতে পারে না। 21তাই তোমার
জীবন থেকে সব রকমের অপবিত্রতা ও মন্দতা যা
তোমাদের চারপাশে রয়েছে তাকে দূরে সরিয়ে দাও;
আর নম্রভাবে ঈশ্বরের শিক্ষা গ্রহণ কর যা তিনি তোমাদের
হৃদয়ে বপন করেছেন। 22ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে কাজ
কর, শুনে কিছু না করে বসে থাকলে চলবে না। শুধুমাত্র
ঈশ্বরের বাক্যের শ্রোতা হয়ে নিজেকে ঠকিও না। 23যদি
কেউ শুধুমাত্র ঈশ্বরের বাক্যের শ্রোতাই হয় আর সেই
মতো কাজ না করে, তবে সে এমন একজন লোকের
মতো যে আয়নার দিকে তাকায়, 24নিজেকে দেখে
এবং চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজে কেমন দেখতে
তা ভুলে যায়। 25কিন্তু সেই ব্যক্তি প্রকৃত সুখী যে
ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থা, যা মানুষের কাছে মুক্তি নিয়ে
আসে তা ভালভাবে অধ্যয়ন করতে থাকে ও তা পালন
করে এবং যা শ্রবণ করে তা ভুলে যায় না, এই বাধ্যতা
তাকে সুখী করে তোলে।

উপাসনার প্রকৃষ্ট পথ

26যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে ধার্মিক মনে করে, অথচ
নিজের মুখ না সামলায় তবে, সে নিজেকে ঠকায়,
তার "ধার্মিকতা" মূল্যহীন। 27যে ধার্মিকতা ঈশ্বর বিশুদ্ধ
ও খাঁটি হিসেবে অনুমোদন করেন তা হল অনাথ ও
বিধবাদের দুঃখ কষ্টে দেখাশোনা করা এবং নিজেকে
পৃথিবীর মন্দ প্রভাব থেকে দূরে রাখা।

সবাইকে ভালবাসো

2 আমার ভাই ও বোনেরা, তোমরা আমাদের মহিমাময় প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসী, সুতরাং তোমরা পক্ষপাতিত্ব কোর না। 2মনে কর কোন ব্যক্তি হাতে সোনার আংটি ও পরনে দামী পোশাক পরে তোমাদের সভায় এল। সেই সময় একজন গরীব লোকও ময়লা পোশাক পরে সেখানে এল, 3যদি তোমরা সেই দামী পোশাক পরা মানুষটির দিকে বিশেষ নজর দিয়ে বল, "এই ভাল চেয়ারে বসুন;" কিন্তু সেই গরীব লোকটিকে বল, "তুমি ওখানে দাঁড়াও!" কিংবা "তুমি আমার এই পায়ের কাছে মাটিতে বস!" 4তাহলে তোমরা কি করছ? এক ব্যক্তি থেকে আরেকজনকে কি বেশী সম্মানের পাত্র বলে বিচার করছ না? তোমরা কি মন্দ মাপকাঠিতে লোকের বিচার করছ না?

5আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা শোন, সংসারে যারা গরীব, ঈশ্বর কি তাদেরকে বিশ্বাসে ধনী হবার জন্য মনোনীত করেন নি। যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে তাদের যে রাজ্য দেবেন বলে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেই রাজ্যের অধিকারী হবার জন্য এই গরীব লোকদের কি তিনি বেছে নেন নি? 6কিন্তু তোমরা সেই গরীব লোকটিকে কোন সম্মান দিলে না। ধনীরাই কি তোমাদের দাবিয়ে রাখে না? তারাই কি তোমাদের আদালতে টেনে নিয়ে যায় না? 7যে উত্তম নাম (যীশু) তোমাদের উপরে কীর্ত্তিত হয়েছে তোমরা যাঁর আপনজন, ধনীরাই কি সেই সম্মানিত নামের নিন্দা করে না?

8সমস্ত বিধি-ব্যবস্থার উর্দ্ধে একটি বিধি আছে। এই রাজকীয় ব্যবস্থাটি শাস্ত্রে রয়েছে: "তোমরা প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালবাসবে।"* তোমরা যদি সেই বিধি-ব্যবস্থা পালন কর তবে ভালই করছ। 9কিন্তু তোমরা যদি কারোর প্রতি পক্ষপাতিত্ব কর তবে তোমরা পাপ করছ; আর এই রাজকীয় ব্যবস্থা তোমাদের ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থা ভঙ্গকারী হিসেবে দোষী সাব্যস্ত করবে। 10কেউ যদি সমস্ত ব্যবস্থা পালন করে ও তার মধ্যে কেবল যদি একটি ব্যবস্থা পালন করতে ব্যর্থ হয়, তবে সে সমস্ত ব্যবস্থা লঙ্ঘন করার দোষে দোষী সাব্যস্ত হয়। 11ঈশ্বর বলেছেন, "ব্যভিচার কোর না।"* আবার তিনিই বলেছেন, "নরহত্যা কোর না।"* এবার তুমি যদি ব্যভিচার না করে নরহত্যা কর, তাহলেও তুমি একজন ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থা ভঙ্গকারী। 12যে ব্যবস্থা তোমাদের স্বাধীন করেছে তারই দ্বারা তোমাদের বিচার হবে, সুতরাং তোমরা যে কোন কাজ করার ও কথা বলার পূর্বে এই সব স্মরণ কর। 13তোমাদের উচিত অপরের প্রতি দয়া করা, যে কারও প্রতি দয়া করে নি, ঈশ্বরের কাছ থেকে সে বিচারের সময় দয়া পাবে না। কিন্তু যে দয়া করেছে সে বিচারের সময় নির্ভয়ে দাঁড়াতে পারবে।

বিশ্বাস ও সৎ কর্ম

14আমার ভাই ও বোনেরা, যদি কেউ বলে আমার বিশ্বাস আছে, অথচ সেই অনুসারে কোন কাজ না করে, তা হলে তার বিশ্বাসের কোন মূল্য নেই। সেই বিশ্বাস কি তাকে রক্ষা করতে পারবে? কখনই না। 15ধর, কোন খ্রীষ্ট বিশ্বাসী ভাই বা বোনের অন্ন-বস্ত্রের অভাব আছে, 16এই অবস্থায় তাকে কোন সাহায্য না করে তোমরা যদি মুখে বল, "ঈশ্বর তোমার সহায় হোন খেয়ে পরে থাক।" কিন্তু তার উপকার করতে ঐ প্রয়োজনীয় দ্রব্য না দাও তবে ঐসব কথার কি মূল্য আছে? 17ঠিক সেইভাবে বিশ্বাস অনুযায়ী যদি কোন কাজ না হয় তবে সে বিশ্বাস মৃত বলেই গণ্য হয়। সেই বিশ্বাস শুধু বিশ্বাসই, তার বেশী কিছু নয়।

18কিন্তু কেউ হয়তো বলবে, "তোমার বিশ্বাস আছে, আর আমার কাজ আছে। কাজ বাদ দিয়ে তোমার বিশ্বাস আমাকে দেখাও আর আমি আমার কাজের মধ্যে আমার বিশ্বাস তোমাকে দেখাব।" 19তুমি কি বিশ্বাস কর যে এক ঈশ্বর রয়েছেন? এমনকি ভূতেরাও তা বিশ্বাস করে ও ভয়ে কাঁপে।

20ওহে মূর্খ মানুষ! কর্মবিহীন বিশ্বাস যে কোন কাজের নয়, তুমি কি চাও আমি তা প্রমাণ করি? 21অব্রাহাম আমাদের পিতৃপুরুষ ছিলেন। যখন তিনি তাঁর পুত্র ইস্হাককে যজ্ঞ বেদীর উপর উৎসর্গ করেন, তখন তাঁর কাজের জন্য তিনি ঈশ্বরের কাছে স্বীকৃতি পান। 22কাজেই লক্ষ্য কর অব্রাহামের বিশ্বাস ও কর্ম একসাথে কাজ করেছিল এবং তাঁর বিশ্বাস কর্মের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছিল। 23এইভাবে শাস্ত্রের সেই বাক্য পূর্ণ হল : যেখানে বলা হয়েছে, "অব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলেন। ঈশ্বরের কাছে সেই বিশ্বাস গ্রহণযোগ্য হল এবং সেই বিশ্বাসে অব্রাহাম ঈশ্বরের কাছে নির্দোষ গণিত হলেন"; আর তাঁকে "ঈশ্বরের বন্ধু" বলা হল। 24তাহলে তোমরা দেখলে যে মানুষ তার কাজের মাধ্যমেই ঈশ্বরের কাছে নির্দোষ গণিত হয়, কেবলমাত্র তার বিশ্বাসের দ্বারা নয়। 25আর একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে রাহবের কথা বলা যেতে পারে। বেশ্যা রাহব কি তার কাজের মাধ্যমেই ঈশ্বরের চোখে নির্দোষ গণিত হয় নি? সে গুপ্তচরদের (ঈশ্বরের লোক) লুকিয়ে রেখে পরে তাদের অন্য পথ দিয়ে নিরাপদে চলে যেতে সাহায্য করেছিল।

26দেহের মধ্যে প্রাণ যখন না থাকে, তখন সেই দেহ যেমন মৃত, তেমনি কর্মবিহীন বিশ্বাসও মৃত।

বাক্‌সংযমের প্রয়োজনীয়তা

3 আমার ভাই ও বোনেরা, তোমাদের মধ্যে বেশী লোকের শিক্ষক হওয়ার জন্য চেষ্টা করার দরকার নেই, কারণ তোমরা জান যে আমরা শিক্ষক বলে অন্যদের থেকে আমাদের বিচার কঠোর হবে। 2কারণ আমরা সকলেই নানাভাবে অন্যায় করে থাকি। যদি কেউ তার কথাবার্তায় অসংযত না হয়, তবে সে একজন খাঁটি লোক, সে সব বিষয়ে নিজের দেহকে সংযত রাখতে পারে। 3ঘোড়াদের বশে রাখার জন্য, আমরা

"তোমরা ... ভালবাসবে" লেবীয় 19:18

"ব্যভিচার ... না" যাত্রা 20:14; দ্বি বি 5:18

"নরহত্যা ... না" যাত্রা 20:13; দ্বি বি 5:17

তাদের মুখে বল্গা দিই এবং তার ফলে তাদের সমস্ত দেহকে আমরা আমাদের পছন্দমত যে কোনও দিকে পরিচালিত করতে পারি। 4আবার জাহাজের কথা ভাব, তারা কত প্রকাণ্ড, প্রচণ্ড বাতাসের মধ্যে দিয়ে চলে, অথচ ছোট্ট একটা হালের সাহায্যে নাবিক সেটাকে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে নিয়ে যায়। 5তেমনি জিভও দেহের একটা ছোট অঙ্গ, তবু তা বড় বড় কথা বলে।

দেখ আগুনের এক ছোট ফুলকি কেমন এক বিরাট বনকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারে। 6জিভও তেমনি। আমাদের দেহের অঙ্গগুলির মধ্যে জিভ হল অধর্মের এক জগত, কারণ জিভ থেকেই নানা মন্দ আমাদের সমস্ত দেহে ছড়িয়ে পড়ে। নরকের আগুনে জিভ জ্বলে উঠে গোটা জীবনকে প্রভাবিত করে। 7মানুষ সব রকমের পশু-পাখী, সরীসৃপ ও সমুদ্রের প্রাণীকে দমন করে রাখতে পারে আর তাদেরকে বশে রাখতে পারে; 8কিন্তু কোন মানুষ জিভকে বশে রাখতে পারে না, এই জিভ সব সময়ই অস্থির, মন্দ ও মারাত্মক বিষে ভরা। 9এই জিভ দিয়েই আমরা কখনও আমাদের প্রভু ও পিতার প্রশংসা করি, আবার কখনো বা ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট মানুষকে অভিশাপ দিই। 10একই মুখ থেকে প্রশংসা ও অভিশাপ বের হয়। ভাই ও বোনেরা, এমন হওয়া উচিত নয়। 11একই উৎস থেকে কি কখনও মিষ্টি ও তেতো দুরকম জল বের হয়? 12আমার ভাই ও বোনেরা, দ্রাক্ষালতায় কি ডুমুর ফল ধরে? তেমনি নোনা জলের উৎস থেকে কি মিষ্টি জল পাওয়া যায়?

প্রকৃত প্রজ্ঞা

13তোমাদের মধ্যে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান কে? সে সৎ জীবনযাপন করে ও নম্রতার সাথে ভাল কাজ করে গর্বহীনভাবে তার বিজ্ঞতা প্রকাশ করুক। 14তোমাদের মনে যদি তিক্ততা, ঈর্ষা ও স্বার্থপরতা থাকে তাহলে তোমাদের জ্ঞানের বড়াই কোর না; করলে তোমাদের গর্ব হবে আর এক মিথ্যা, যা সত্যকে ঢেকে রাখে। 15এই ধরণের "জ্ঞান" যা ঈশ্বর থেকে লাভ হয় না তা পার্থিব, আত্মিক নয়, তা দিয়াবলের কাছ থেকে আসে। 16যেখানে ঈর্ষা ও স্বার্থপরতা রয়েছে সেখানেই বিশৃঙ্খলা ও সব রকমের নোংরামি থাকে। 17কিন্তু যে জ্ঞান ঈশ্বর থেকে আসে তা প্রথমতঃ শুচিশুদ্ধ পরে শান্তিপ্রিয়, সুবিবেচক, বাধ্যতা, দয়া ও সৎকাজে পূর্ণ, পক্ষপাত শূন্য ও আন্তরিক। 18যারা শান্তির জন্য শান্তির পথে কাজ করে চলে, তারা উত্তম জিনিস লাভ করে যা যথার্থ জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে আসে।

নিজেকে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ কর

4 তোমাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ কোথা থেকে আসে তা কি তোমরা জান? তোমাদের দেহের মধ্যে যে সব স্বার্থপর লালসা যুদ্ধ করছে, সেই সবের মধ্য থেকেই আসে। 2তোমরা কিছু চাও কিন্তু তা পাও না, তখন খুন কর ও অপরকে হিংসা কর; কিন্তু তবুও তা পেতে পারো না, তাই তোমরা ঝগড়া কর, মারামারি কর। তোমরা যা চাও, তা পাও না কারণ তোমরা ঈশ্বরের কাছে চাও না। 3অথবা চাইলেও পাও না কারণ তোমরা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে চাও। তোমরা কেবল নিজেদের ভোগ বিলাসে ব্যবহারের জন্য জিনিস চাও। 4সুতরাং তোমরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত নও। তোমাদের জানা উচিত যে জাগতিক বস্তুগুলিকে ভালবাসার অর্থ হল ঈশ্বরকে ঘৃণা করা। তাই যে কেউ জগতের বন্ধু হতে চায় সে ঈশ্বরের শত্রু হয়ে ওঠে। 5তোমরা কি মনে কর যে শাস্ত্রের এইসব কথা অর্থহীন? শাস্ত্র বলে, "ঈশ্বর যে আত্মাকে আমাদের অন্তরে বাস করতে দিয়েছেন, তা চায় যেন আমরা শুধু তাঁরই হই।"* 6কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহদান তার থেকেও বড় বিষয়। তাই শাস্ত্রে লেখা আছে: "ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, কিন্তু যারা নম্র তিনি তাদের অনুগ্রহ প্রদান করেন।"* 7তাই তোমরা নিজেদের ঈশ্বরের কাছে সঁপে দাও। দিয়াবলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও, তাহলে সে তোমাদের ছেড়ে পালিয়ে যাবে। 8তোমরা ঈশ্বরের নিকটবর্তী হও, তাতে তিনিও তোমাদের নিকটবর্তী হবেন। পাপীরা তোমাদের জীবন থেকে পাপ দূর করো। তোমরা একই সাথে ঈশ্বরের ও জগতের সেবা করতে চেষ্টা করছ। তোমাদের অন্তঃকরণ পবিত্র কর। 9তোমরা শোক কর, দুঃখে ভেঙ্গে পড় ও কাঁদ, তোমাদের হাসি কান্নায় পরিণত হোক্, আর আনন্দ, বিষাদে পরিণত হোক্। 10তোমরা প্রভুর সামনে নত হও, তাহলে তিনি তোমাদের উন্নত করবেন।

বিচার কোরো না

11ভাই ও বোনেরা, তোমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে নিন্দা বন্ধ কর। যদি কেউ তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে কথা বলে অথবা তার ভাইয়ের বিচার করে, সে বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই কথা বলে এবং ব্যবস্থার বিচার করে। যদি তুমি বিধি-ব্যবস্থার বিচার কর, তাহলে তুমি আর তার পালনকারী হলে না বরং বিধি-ব্যবস্থার বিচারক হলে। 12একমাত্র ঈশ্বরই বিধি-ব্যবস্থা দিতে পারেন ও বিচার করতে পারেন। একমাত্র তিনিই বিচারকর্তা, কেবল তিনিই আমাদের রক্ষা করতে বা বিনষ্ট করতে পারেন। তাই অন্যের বিচার করা তোমার অধিকারে নেই।

তোমার জীবনের পরিকল্পনা ঈশ্বরের হাতে দাও

13তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, "আজ বা কাল আমরা এমন শহরে যাব, সেখানে গিয়ে এক বছর থাকব আর ব্যবসা করে লাভ করব।" 14একটু ভেবে দেখ, কাল কি হবে তা তুমি জান না। তোমাদের প্রাণ তো কুয়াশার মতো, ক্ষণকালের জন্য তা দৃষ্টিগোচর হয়, তারপর উবে যায়। 15তাই তোমাদের বলা উচিত, "প্রভুর ইচ্ছা হলে, আমরা বেঁচে থাকব আর এটা ওটা করব।"

"ঈশ্বর ... হই" যাত্রা 20:5

"ঈশ্বর ... করেন" হিতো 3:34

16কিন্তু এখন তোমরা নিজেদের বিষয়ে নিজেরাই
অহঙ্কার ও দর্প করছ; আর এই প্রকারের সব অহঙ্কার
অন্যায়।
17মনে রেখো, যে সৎ কর্ম করতে জানে অথচ তা
না করে, সে পাপ করে।

স্বার্থপর ধনী লোকেরা দণ্ডিত হবে

5 ধনী ব্যক্তিরা শোন, তোমাদের ওপর যে ঘোর দুর্দশা
আসছে, তার জন্য তোমরা কাঁদ ও হাহাকার কর।
2তোমাদের ধন পচে যাবে, তার কোন মূল্যই থাকবে
না। তোমাদের পোশাক পোকায় কাটবে, তোমাদের সোনা
ও রূপোয় মরচে ধরবে। সেই মরচে প্রমাণ করবে যে
তোমরা অন্যায় করেছ। 3আর সেই মরচে আগুনের
মতো তোমাদের দেহের মাংস খেয়ে ফেলবে। তোমরা
শেষের দিনের জন্য সম্পদ জমা করেছ। 4দেখ! যে
মজুরেরা তোমাদের ক্ষেতে কাজ করেছিল তাদের
তোমরা মজুরি দাও নি। তার জন্য তারা তোমাদের
বিরুদ্ধে চিৎকার করছে। তারা তোমাদের ক্ষেতের ফসল
কেটেছে, এখন তাদের সেই আর্তনাদ স্বর্গীয় বাহিনীর
প্রভু ঈশ্বরের কানে পৌঁছেছে। 5এই পৃথিবীতে তোমরা
ভোগ বিলাসে দিন কাটিয়ে প্রাণের লালসা মিটিয়েছ।
তোমরা নিজেদের বলি হবার দিনের জন্য, পশুর মতো
মোটা করছ। 6ভাল লোকদের প্রতি তোমরা কোন দয়া
দেখাও নি। তোমরা নির্দোষ লোকদের দোষী সাব্যস্ত
করেছ এবং বধ করেছ, যদিও তারা তোমাদের বিরোধিতা
করেনি।

ধৈর্য্য ধর

7ভাই ও বোনেরা ধৈর্য্য ধর। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ফিরে
আসবেন, তাঁর না আসা পর্যন্ত ধৈর্য্য ধর। মনে রেখো
একজন চাষী তার ক্ষেতের মূল্যবান ফসলের জন্য
অপেক্ষা করে; আর যতদিন তা প্রথম ও শেষ বর্ষণ না
পায়, ততদিন সে ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করে। 8তোমাদের
ধৈর্য্য ধরা দরকার, আশা ছেড়ে দিও না। প্রভু যীশু
শীঘ্রই আসছেন। 9ভাই ও বোনেরা, তোমরা একে
অপরের বিরুদ্ধে নালিশ কোর না। তোমরা যদি নালিশ
করা থেকে বিরত না হও, তাহলে তোমরা দোষী সাব্যস্ত
হবে। দেখ, বিচারক দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন।
10ভাই ও বোনেরা, দুঃখ ও কষ্টে কিভাবে ধৈর্য্য
ধরতে হয় তার দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই ভাববাদীদের অনুসরণ
কর;যারা প্রভুর পক্ষে কথা বলেছিলেন। 11আমরা বলি
যারা জীবনে দুঃখ কষ্ট সহিষ্ণুতার সঙ্গে মেনে নেয়
তারা ধন্য। তোমরা ইয়োবের সহিষ্ণুতার কথা শুনেছ।
তোমরা জান যে ইয়োবের সমস্ত দুঃখ কষ্টের পর প্রভু
তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। এতে জানা যায় যে প্রভু
করুণা ও দয়ায় পরিপূর্ণ।

কথাবার্তায় সতর্ক হও

12আমার ভাই ও বোনেরা, বিশেষ করে মনে রেখো,
কোন প্রতিশ্রুতি করার সময়ে স্বর্গ, পৃথিবী বা অন্য
কোন নাম ব্যবহার করে তোমার কথার সত্যতা প্রমাণ
করতে দিব্যি কোর না। তোমাদের 'হাঁ' যেন হাঁ-ই হয়
আর 'না' যেন 'না' থাকে। এটা কর যাতে তোমাদের
বিচারের দায়ে পড়তে না হয়।

প্রার্থনার শক্তি

13তোমাদের মধ্যে কেউ কি কষ্ট পাচ্ছে? তবে সে
প্রার্থনা করুক। কেউ কি সুখী? তবে সে ঈশ্বরের
গুণকীর্তন করুক। 14তোমাদের মধ্যে কেউ কি অসুস্থ
হয়েছে? তবে সে মণ্ডলীর প্রাচীনদের ডাকুক। তারা
প্রভুর নামে তার মাথায় একটু তেল দিয়ে তার জন্য
প্রার্থনা করুক।
15বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনা সেই অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ করবে,
প্রভুই তাকে সুস্থতা দেবেন; আর সে যদি পাপ করে
থাকে তবে প্রভু তাকে ক্ষমা করবেন। 16তাই তোমরা
পরস্পরের কাছে পাপ স্বীকার কর, পরস্পরের জন্য
প্রার্থনা কর, যেন সুস্থতা লাভ কর , কারণ ন্যায়পরায়ণ
ব্যক্তির প্রার্থনা খুবই শক্তিশালী ও কার্য্যকরী। 17এলীয়
আমাদের মতোই সাধারণ মানুষ ছিলেন। তিনি প্রার্থনা
করলেন যেন বৃষ্টি না হয়, আর সাড়ে তিন বছর ধরে
দেশে বৃষ্টি হল না। 18পরে তিনি আবার প্রার্থনা করলেন;
আর আকাশ থেকে বৃষ্টি নামল, এবং ক্ষেতে ফসল
হল।

আত্মার মুক্তি

19আমার ভাই ও বোনেরা, তোমাদের মধ্যে কেউ
যদি সত্য থেকে দূরে সরে যায় আর যদি কেউ তাকে
সত্যে ফিরে আসতে সাহায্য করে তবে। 20একথা মনে
রেখো, যে পাপীকে মন্দ পথ থেকে ফিরিয়ে আনে সে
সেই ব্যক্তিকে অনন্ত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবে
এবং এই কাজের দ্বারা সে তার অনেক পাপের ক্ষমা
আনবে।

পিতরের প্রথম পত্র

1 আমি পিতর, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিত–পন্ত,
গালাতীয়া, কাপ্পাদকিয়া, এশিয়া ও বিথুনিয়াতে
ঈশ্বরের যেসব মনোনীত লোকেরা নির্বাসনে ছড়িয়ে আছে
তাদের উদ্দেশ্যে এই চিঠি লিখছি। 2বহুপূর্বেই পিতা
ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে তোমাদের মনোনীত
করেছেন, যাতে তোমরা তাঁর পবিত্র লোকসমষ্টি হও।
পবিত্র আত্মা তোমাদের পবিত্র করেছেন, ঈশ্বর
চেয়েছিলেন যে তোমরা তাঁর বাধ্য হবে ও প্রভু যীশু
খ্রীষ্টের রক্তে শুচি হবে। ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও শান্তি
তোমাদের উপর প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তুক।

জীবন্ত প্রত্যাশা

3প্রশংসিত হোন ঈশ্বর ও আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
পিতা। ঈশ্বরের মহাদয়ায় তিনি আমাদের নতুন জীবন
দিয়েছেন। খ্রীষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা এই নতুন জীবন এনেছে
এক নতুন প্রত্যাশা।

4আমরা এখন ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রত্যাশা করব যা
তিনি সন্তানদের জন্য স্বর্গে সঞ্চিত রেখেছেন, যা কখনো
ধ্বংস বা বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। 5বিশ্বাসের মাধ্যমে
ঈশ্বরের শক্তি তোমাদের রক্ষা করছে এবং যে পর্যন্ত
না তোমরা পরিত্রাণ পাও সেই পর্যন্ত নিরাপদে রাখছে।
সেই পরিত্রাণের আয়োজন করা আছে যাতে তা
শেষকালে তোমরা পাও। 6আপাততঃ বিভিন্ন দুঃখ-কষ্ট
তোমাদের ব্যথিত করলেও ঐ কথা ভেবে তোমরা আনন্দ
কর। 7এসব দুঃখ কষ্ট আসে কেন? এরা আসে যাতে
তোমাদের বিশ্বাস খাঁটি বলে প্রমাণিত হয়। যে সোনা
ক্ষয় পায় তাকেও আগুনে পুড়িয়ে খাঁটি করা হয়; আর
তোমাদের খাঁটি বিশ্বাস তো সেই সোনার চাইতেও
মূল্যবান। বিশ্বাসের পরীক্ষায় যদি দেখা যায় যে তোমাদের
বিশ্বাস অটল আছে, তবে যীশু খ্রীষ্টের পুনরাগমনের
সময়ে তোমরা কত না প্রশংসা, গৌরব ও সম্মান পাবে।
8তাঁকে না দেখেও তোমরা তাঁকে ভালবাস। তোমরা
তাঁকে না দেখতে পেয়েও বিশ্বাস করছ ফলে তোমরা
এক অনির্বচনীয় গৌরবময় মহাআনন্দে পরিপূর্ণ হচ্ছ।
9তোমাদের বিশ্বাসের এক লক্ষ্য আছে, আর সেই লক্ষ্য
হল তোমাদের আত্মার পরিত্রাণ যা তোমরা লাভ করছ।

10ঈশ্বরের অনুগ্রহ যে তোমরা লাভ করবে সে বিষয়ে
ভাববাদীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তাঁরা এই মুক্তির
বিষয়েও সযত্নে অনুসন্ধান করেছেন। 11খ্রীষ্টের আত্মা
ঐসব ভাববাদীদের মধ্যে ছিলেন এবং সেই আত্মা তাঁদের
জানিয়েছিলেন খ্রীষ্টের প্রতি কি কি দুঃখভোগ ঘটবে
এবং সেই দুঃখভোগের পর কত মহিমা আসবে। তাঁরা
এও জানতে চেষ্টা করেছিলেন যে সেই আত্মা তাঁদের
কি নির্দেশ করছেন, কখন সেই সব ঘটবে এবং তা
ঘটার সময় জগৎ কেমন থাকবে। 12ঐ ভাববাদীদের
জানানো হয়েছিল যে ঐ সব সেবা কাজ তাঁদের জন্য
নয়, বরং ভাববাদীরা তোমাদেরই সেবা করছিলেন। স্বর্গ
থেকে পাঠানো পবিত্র আত্মায় পরিচালিত হয়ে যাঁরা
তোমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন, তাঁদের
কাছ থেকে তোমরা সেই সব কথা শুনেছ। তোমরা যে
সব বিষয় শুনেছ, সে সব বিষয় এমনকি স্বর্গদূতেরাও
শুনতে আগ্রহী।

পবিত্রভাবে জীবনযাপন করতে আহ্বান

13সেবার উপযোগী করে তোমাদের মনকে প্রস্তুত
রেখো আর আত্মসংযমী হও। যীশু খ্রীষ্টের আগমনের
সময় যে অনুগ্রহ তোমাদের দেওয়া হবে তার ওপর
সম্পূর্ণ প্রত্যাশা রাখ। 14অতীতে তোমরা এটা বুঝতে
না তাই তোমাদের অভিলাষ অনুসারে মন্দ পথে চলতে;
এখন তোমরা ঈশ্বরের বাধ্য সন্তান, তাই অতীতে
তোমরা যেভাবে চলতে সেভাবে চলো না। 15কিন্তু যে
ঈশ্বর তোমাদের আহ্বান করেছেন সেই ঈশ্বর যেমন
পবিত্র তেমনি তোমরাও তোমাদের সকল কাজে পবিত্র
থাক।

16শাস্ত্রে লেখা আছে, "আমি পবিত্র বলে তোমরা
পবিত্র হও।"*

17ঈশ্বর কারও মুখাপেক্ষা না করে প্রত্যেক লোকের
কাজ অনুসারে তার বিচার করেন; সেই ঈশ্বরকে যখন
তোমরা পিতা বলে সম্বোধন কর তখন তোমাদের উচিত
পৃথিবীতে প্রবাসীর মতো ঈশ্বর ভয়ে জীবনযাপন করা।
18তোমরা তো জান যে অতীতে তোমরা উচ্ছৃঙ্খল
জীবনযাপন করতে, যা তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের
কাছ থেকে পেয়েছিলে; কিন্তু এখন সেই রকম
জীবনযাপন করা থেকে তোমরা মুক্তি পেয়েছ। ঈশ্বর
ক্ষয়ণীয় সোনা বা রূপোর বিনিময়ে তোমাদের মুক্তি
ক্রয় করেন নি; 19কিন্তু নির্দোষ ও নিখুঁত মেষশাবক,
খ্রীষ্টের বহুমূল্য রক্ত দিয়ে তোমাদের ক্রয় করেছেন।
20জগত সৃষ্টির আগেই খ্রীষ্টকে মনোনীত করা হয়েছিল;
কিন্তু এই শেষ সময়ে তোমাদের জন্য তিনি প্রকাশিত
হলেন।

21খ্রীষ্টের মাধ্যমেই তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়েছ।
ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকে খ্রীষ্টকে পুনরুত্থিত করে তাঁকে
মহিমান্বিত করেছেন। সে জন্যই ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের
বিশ্বাস ও প্রত্যাশা আছে। 22সত্যের অনুগামী হয়ে তোমরা
নিজেদের শুদ্ধ করেছ, তাই তোমাদের অন্তরে বিশ্বাসী

"আমি ... হও" লেবীয় 11:44-45; 19:2; 20:7

ভাই ও বোনেদের জন্য প্রকৃত ভালবাসা রয়েছে ; সুতরাং এখন তোমরা তোমাদের সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে একে অপরকে ভালবাসো। 23কোন নশ্বর বীজ থেকে তোমাদের এই নতুন জন্ম হয় নি। এই জীবন সম্ভব হয়েছে এক অবিনশ্বর বীজ থেকে। ঈশ্বরের সেই জীবন্ত ও চিরস্থায়ী বাক্য দ্বারাই তোমাদের নতুন জন্ম হয়েছে। 24তাই শাস্ত্র বলে:

"মানুষ মাত্রেই ঘাসের মতো আর ঘাসের ফুলের
মতোই তাদের মহিমা। ঘাস শুকিয়ে যায়, ফুল ঝরে
পড়ে;
25কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য চিরকাল থাকে।"

যিশাইয় 40:6-8

বাক্য হচ্ছে সেই সুসমাচার যা তোমাদের কাছে প্রচার করা হয়েছে।"

জীবন্ত প্রস্তর এবং পবিত্র জাতি

2 তাই তোমরা এমন কিছু কোর না যাতে অপরে ব্যথা পায়। মিথ্যা বোল না, ছলনা কোর না, হিংসা কোর না, কারো সম্পর্কে নিন্দাবাদ কোর না। এসব মন্দ বিষয়গুলি তোমাদের অন্তর থেকে দূর করে দাও। 2নবজাত শিশুর মতো হও, খাঁটি আধ্যাত্মিক দুধের জন্য আকাঙ্খা রাখ, যা পান করে তোমরা বৃদ্ধিলাভ করবে ও তোমাদের পরিত্রাণ হবে। 3তোমরা এর মধ্যেই প্রভুর সেই দয়ার আস্বাদ পেয়েছ।

4প্রভু যীশু হলেন জীবন্ত প্রস্তর। জগতের লোক সেই প্রস্তর অগ্রাহ্য করল; কিন্তু তিনিই সেই "প্রস্তর" যাঁকে ঈশ্বর মনোনীত করেছেন। ঈশ্বরের চোখে তিনি মহামূল্য, তাই তোমরা তাঁর কাছে এস। 5তোমরাও এক একটি জীবন্ত প্রস্তর সুতরাং সেই আত্মিক ধর্মধাম গড়বার জন্য তোমাদের ব্যবহার করতে দাও, যাতে পবিত্র যাজক হিসাবে তোমরা আত্মিক বলি উৎসর্গ করতে পার, যা খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে গ্রহণীয় হবে। 6আর শাস্ত্রেও একথা আছে:

"দেখ, আমি সিয়োনে একটি প্রস্তর স্থাপন করছি,
যা মনোনীত মহামূল্য কোণের প্রধান প্রস্তর। তার
উপরে যে মানুষ বিশ্বাস রাখবে তাকে কখনই লজ্জায়
পড়তে হবে না।"

যিশাইয় 28:16

7যারা তাঁকে বিশ্বাস করে তাদের কাছে সেই প্রস্তর (যীশু) মহামূল্যবান; কিন্তু যারা তাঁকে অবজ্ঞা করে তাদের কাছে তিনি হলেন সেই প্রস্তর:

"রাজমিস্ত্রীরা যে প্রস্তর বাতিল করে দিয়েছিল,
সেটাই হয়ে উঠল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তর।"

গীতসংহিতা 118:22

8শাস্ত্র আবার এই কথাও বলে যারা বিশ্বাস করে না তাদের পক্ষে:

"এটা এমনই এক প্রস্তর যাতে মানুষ হোঁচট খায়;
আর সেই প্রস্তরের দরুণ অনেক লোক হোঁচট খেয়ে
পড়ে যাবে।"

যিশাইয় 8:14

তারা ঈশ্বরের বাক্য অমান্য করে বলেই হোঁচট খায় আর এতো তাদের বিধি নির্দিষ্ট পরিণাম।

9কিন্তু তোমরা সেরকম নও, তোমরা মনোনীত মানবগোষ্ঠী, রাজকীয় যাজককূল, এক পবিত্র জাতি । তোমরা ঈশ্বরের আপন জনগোষ্ঠী, তাই তোমরা ঈশ্বরের আশ্চর্য কর্মকাণ্ডের কথা বলতে পারো। যিনি তোমাদের অন্ধকার থেকে তাঁর অপূর্ব আলোয় নিয়ে এসেছেন, তোমরা তাঁরই গুণগান কর। 10আগে তোমরা তাঁর প্রজা ছিলে না কিন্তু এখন তোমরা ঈশ্বরের আপন প্রজাবৃন্দ; একসময় তোমরা ঈশ্বরের দয়া পাও নি কিন্তু এখন তা পেয়েছ।

ঈশ্বরের জন্য বেঁচে থাক

11প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা এই পৃথিবীতে বিদেশী ও আগন্তুক। এই জন্য আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, দৈহিক কামনা-বাসনা থেকে নিজেদের দূরে রাখ, কারণ এসব তোমাদের আত্মার বিরুদ্ধে লড়াই করে। 12তোমরা এমন লোকদের মধ্যে বসবাস করছ যারা সত্য ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। তারা বলতে পারে যে তোমরা ভুল কাজ করছ। তাই সৎ এবং ভাল জীবনযাপন কর, তাহলে তোমাদের সৎ কাজ স্বচক্ষে দেখে প্রভুর প্রত্যাগমনের দিন তারা ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করবে।

শাসনকর্তাদের মান্য কর

13জগতের শাসনকর্তাদের বাধ্য হও; প্রভুর জন্যই তা কর। 14রাজ্যের সর্বময় কর্তা হিসাবে রাজার বাধ্য হও। অন্যায়কারীদের শাস্তি দিতে এবং যারা সৎ কাজ করে তাদের প্রশংসা করতে রাজা কর্তৃক যে নেতারা নিযুক্ত, তাদের বাধ্য হও। 15এইভাবে তোমরা ভালো ভালো কাজ করে, সেই সব মূর্খ লোকদের তোমাদের সম্পর্কে মূর্খের মত কথা বলা থেকে বিরত কর; ঈশ্বরও তাই চান। 16স্বাধীন লোক হিসাবে বাস কর; কিন্তু এই স্বাধীনতাকে অন্যায় কাজ করার ছুতো হিসেবে ব্যবহার কোর না, বরং ঈশ্বরের সেবক হিসাবে জীবনযাপন কর। 17সকল লোককে যথোচিত সম্মান দিও। সব জায়গায় সকল বিশ্বাসী ভাইদের ভালবাস। ঈশ্বরকে ভয় কর আর রাজাকে সম্মান দিও।

খ্রীষ্টের পদাঙ্ক অনুসরণ

18দাসেরা, তোমরা অবশ্যই তোমাদের মনিবদের সম্মান করবে এবং তাদের অনুগত থাকবে। কেবল দয়ালু ও ভাল মনিবদের নয়, নিষ্ঠুর প্রকৃতির মনিবদেরও বাধ্য হও। 19কারণ যদি ঈশ্বর সম্বন্ধে সচেতন এমন কেউ অন্যায়ভাবে পাওয়া কষ্টের ব্যথা সহ্য করে, তাতে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন। 20বাস্তবে যখন অন্যায় কাজ করার জন্য তোমরা মার খাও এবং তা সহ্য কর তাতে প্রশংসার কিছু আছে কি? কিন্তু ভাল কাজ করে যদি কষ্টভোগ সহ্য কর তবে ঈশ্বরের চোখে তা প্রশংসার যোগ্য। 21ঈশ্বর এই জন্যই তোমাদের আহ্বান করেছেন। খ্রীষ্টও তোমাদের জন্য কষ্টভোগ করেছেন, আর এইভাবে তিনি

তোমাদের কাছে এক আদর্শ রেখে গেছেন, যেন তোমরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ কর।

22"তিনি কখনও কোন পাপ করেন নি, এবং তাঁর
মুখে কখনও কোন ছলনার কথা শোনা যায় নি।"

যিশাইয় 53:9

23তাঁকে অপমান করলে, তিনি তার জবাবে কাউকে অপমান করেন নি। তাঁর কষ্টভোগের সময় তিনি প্রতিশোধ নেবার ভয় দেখান নি ; কিন্তু যিনি ন্যায় বিচার করেন, তাঁরই ওপর বিচারের ভার দিয়েছিলেন। 24ক্রুশের উপরে তিনি নিজ দেহে আমাদের সমস্ত পাপের বোঝা বইলেন, যেন আমরা আমাদের পাপের দিক থেকে মৃত হয়ে ধার্মিকতার জন্য জীবনযাপন করি। তাঁর দেহের ক্ষত দ্বারা তোমরা সুস্থতা লাভ করেছ। 25তোমরা ভুল পথে যাওয়া মেষের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিলে; কিন্তু এখন তোমরা তোমাদের প্রাণের পালক ও রক্ষকের কাছে ফিরে এসেছ।

স্ত্রী এবং স্বামীদের জন্য উপদেশ

3 ঠিক সেইরকম স্ত্রীরা, তোমরা অবশ্যই তোমাদের স্বামীর বশ্যতা স্বীকার করো যাতে যারা ঈশ্বরের শিক্ষাকে অনুসরণ করে না এমন স্বামীরা তোমাদের ব্যবহারের দ্বারা খ্রীষ্টের দিকে আকৃষ্ট হয়। 2তাদের কিছু বলার প্রয়োজন নেই, তারা নিজেদের স্ত্রীদের শুদ্ধ ও সম্মানজনক আচার ব্যবহার দেখে আকৃষ্ট হবে। 3চুলের খোঁপা, সোনার অলঙ্কার অথবা সুক্ষ্ম জামা-কাপড় এইসব নশ্বর ভূষণ দ্বারা নয়, 4বরং তোমাদের ভূষণ হওয়া উচিত তোমাদের অন্তরের মধ্যে লুকানো সত্তা–নম্রতা ও শান্ত স্বভাব, যা ঈশ্বরের চোখে মহামূল্যবান। 5এইভাবেই সেই পবিত্র মহিলারা যারা অতীতে ঈশ্বরে ভরসা রাখত তারা স্বামীদের প্রতি তাদের সমীহপূর্ণ ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে নিজেদের সুন্দরী করে তুলতো।

6যেমন সারা অব্রাহামের অনুরক্তা ছিলেন এবং তাকে 'মহাশয়' বলে ডাকতেন। মহিলারা, তোমরা যদি ভীত না হয়ে যা ঠিক তাই কর তবে তা প্রমাণ করবে যে তোমরা সারার যোগ্য সন্ততি।

7সেইভাবে তোমরা স্বামীরাও জ্ঞানপূর্বক তোমাদের স্ত্রীদের সাথে বাস কর। তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। কারণ তারা তোমাদের থেকে দুর্বল হলেও ঈশ্বর তাদেরও সমানভাবে আশীর্বাদ করেন, যে আশীর্বাদ অনুগ্রহের, যা সত্য জীবন দান করে। তাদের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করা তোমাদের উচিত তা যদি না কর তবে তোমাদের প্রার্থনায় বাধা সৃষ্টি হতে পারে।

সঠিক কর্মের জন্য কষ্ট

8তোমরা সকলে শান্তিতে বাস কর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হও, ভাই ও বোনের প্রতি প্রেমময়, সমব্যথী এবং নম্র হও। 9মন্দের পরিবর্তে মন্দ কোর না, অথবা অপমান করলে অপমান ফিরিয়ে দিও না, বরং ঈশ্বরের কাছে তার জন্য প্রার্থনা কর যেন তিনি তাকে আশীর্বাদ করেন, কারণ এই করতেই তোমরা আহূত, যাতে তোমরা ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেতে পারো।

10শাস্ত্রে বলছে,

"যে জীবন উপভোগ করতে চায় ও শুভ দিন দেখতে
চায়, সে মন্দ কথা থেকে তার জিভকে যেন সংযত
রাখে; আর মিথ্যা কথা বলা থেকে ঠোঁটকে যেন সামলে
রাখে।"

11পাপের পথে না গিয়ে সে সৎ কর্ম করুক; শান্তির
চেষ্টা করে সেই মতো চলুক।

12কারণ যারা ধার্মিক তাদের প্রতি প্রভুর সজাগ
দৃষ্টি আছে এবং তাদের প্রার্থনা শোনবার জন্য তাঁর কান
খোলা আছে ; কিন্তু যারা মন্দ পথে চলে প্রভু তাদের
দিক থেকে তাঁর মুখ ফিরিয়ে নেন।"

গীতসংহিতা 34:12-16

13তোমরা যদি সব সময় ভাল কাজই করতে চাও তবে কে তোমাদের ক্ষতি করবে? 14কিন্তু যদি ন্যায় পথে চলার জন্য নির্যাতিত হও, তাহলে তোমরা ধন্য আর, "তোমরা ঐ লোকদের ভয় কোর না বা তাদের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়ো না।"* 15বরং অন্তরে খ্রীষ্টকে পবিত্র প্রভু বলে মান। তোমাদের সবার যে প্রত্যাশা আছে সেই বিষয়ে তোমাদের যখন কেউ জিজ্ঞাসা করে তখন তার যথাযথ জবাব দিতে তোমরা সব সময় প্রস্তুত থেকো। 16কিন্তু এই জবাব বিনয় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে দেবে। তোমাদের বিবেক শুদ্ধ রেখো, যাতে তোমরা সমালোচিত না হও, তাহলে যারা তোমাদের খ্রীষ্টিয় সৎ জীবনযাপনের প্রতি অপমান প্রদর্শন করে তারা লজ্জিত হবে।

17কারণ অন্যায় করে দুঃখভোগ করার চেয়ে বরং ঈশ্বরের যদি এমন ইচ্ছা হয়, ভাল কাজ করে দুঃখভোগ করা অনেক ভাল। 18কারণ খ্রীষ্ট নিজে পাপের জন্য একবার চিরকালের জন্য সবার হয়ে কষ্টভোগ করেছিলেন। সেই ন্যায়পরায়ণ মানুষ অন্যায়কারী মানুষের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এই কাজ তিনি করেছিলেন ঈশ্বরের কাছে তোমাদের পৌঁছে দেওয়ার জন্য। দৈহিকভাবে তাঁকে মারা হয়েছিল, কিন্তু আত্মায় তিনি জীবিত হলেন। 19সেই অবস্থায় তিনি কারারুদ্ধ আত্মাদের কাছে গিয়ে প্রচার করলেন। 20সেই কারারুদ্ধ আত্মারা বহুকাল আগে নোহের সময়ে ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিল। নোহের জাহাজ তৈরীর সময় ঈশ্বর তাদের জন্য ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করছিলেন। সেই জাহাজে কেবল অল্প কিছু লোক (আট জন) জলের দ্বারা রক্ষা পেল। 21সেই জল বাপ্তিস্মের মত যা এখন তোমাদের রক্ষা করে। শরীরের ময়লা সেই বাপ্তিস্মের দ্বারা ধুয়ে যায় না; কিন্তু তা ঈশ্বরের কাছে সৎ বিবেক বজায় রাখার জন্য এক আবেদন। যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের কারণে এটা তোমাদের রক্ষা করে। 22যীশু স্বর্গারোহন করে পিতা ঈশ্বরের ডানপাশে আছেন, আর স্বর্গদূতেরা,

---

"তোমরা ... না" যিশ 8:12

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতগণ এবং শক্তিধররা এখন তাঁর অধীনে।

পরিবর্তিত জীবন

4 তাই বলছি, খ্রীষ্ট নিজেই যখন তাঁর মরদেহে দুঃখভোগ করলেন, তখন তোমরাও সেই একই মনোভাব নিয়ে নিজেদের মনটাকে দৃঢ় কর, কারণ দেহে যার দুঃখভোগ হয়েছে, সে পাপ করা থেকে নিবৃত্ত হয়েছে। 2নিজেদের শক্তিশালী করে তোল যাতে মানবিক বাসনার অনুগামী না হয়ে তোমরা বাকি জীবন ঈশ্বর তোমার কাছে যা চান তা করে কাটাতে পার। 3কারণ অতীতে অবিশ্বাসীরা যেমন চলে তেমনি চলে তোমরা অনেক সময় নষ্ট করেছ। তোমরা যৌন পাপে ও কামোচ্ছাসে লিপ্ত ছিলে, এবং হুল্লোড়পূর্ণ মাতলামিতে ভরা ভোজসভায় যোগ দিয়ে ও ঘৃণ্য মূর্ত্তি পূজা করেই তো দিন কাটিয়েছ। 4কিন্তু এখন সেই অবিশ্বাসী লোকেরাই দেখে আশ্চর্য হয় যে তোমরা আর সেই জঙ্গলী বেপরোয়া জীবনযাপনে যোগ দাও না; আর সেই জন্য তারা তোমাদের গালাগালি ও অপবাদ দেয়। 5কিন্তু তাদেরকে তাদের আচরণের জন্য তাঁর (খ্রীষ্টের) কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে, যিনি জীবিত ও মৃতদের বিচার করবেন।

6এই কারণেই এই সুসমাচার সেই সমস্ত বিশ্বাসীদের কাছে প্রচার করা হয়েছিল যাঁরা আজকে মৃত; যেন দৈহিকভাবে মানুষের মত তাঁদের মৃত্যুর বিধান দেওয়া হলেও ঈশ্বরের মত তাঁরা আত্মার দ্বারা অনন্তকাল বাস করেন।

উপযুক্ত অধ্যক্ষ হও

7সেই সময় ঘনিয়ে আসছে যখন সবকিছুই শেষ হবে, সুতরাং মন স্থির রাখ ও আত্মসংযমী হও। এটা তোমাদের প্রার্থনা করতে সাহায্য করবে। 8সব থেকে বড় কথা এই যে তোমরা পরস্পরকে একাগ্রভাবে ভালবাস, কারণ ভালবাসা অনেক অনেক পাপ ঢেকে দেয়। 9কোনরকম অভিযোগ না করে পরস্পরের প্রতি অতিথিপরায়ণ হও। 10তোমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে যে যেমন আত্মিক উপহার পেয়েছ, সেই অনুসারে উপযুক্ত অধ্যক্ষের মত একে অপরকে সাহায্য কর। 11যদি কেউ প্রচার করে, তবে সে এমনভাবে তা করুক, যেন ঈশ্বরের বাক্য বলছে। যদি কেউ সেবা করে, সে ঈশ্বরের দেওয়া শক্তি অনুসারেই তা করুক, যাতে সব বিষয়ে যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বর প্রশংসিত হন। গৌরব ও পরাক্রম যুগে যুগে তাঁরই হোক্। আমেন।

খ্রীষ্টীয়ান হিসাবে দুঃখভোগ

12প্রিয় বন্ধুরা, তোমাদের যাচাই করার জন্য যে কষ্টের আগুন তোমাদের মধ্যে জ্বলছে, তাতে তোমরা আশ্চর্য হয়ো না। কোন অদ্ভুত কিছু তোমাদের প্রতি ঘটছে বলে মনে কোর না। 13বরং তোমরা আনন্দ করো যে খ্রীষ্টের দুঃখভোগের ভাগীদার হতে পেরেছ। এরপর তাঁর মহিমা যখন প্রকাশ পাবে তখন তোমরা মহাআনন্দ লাভ করবে। 14তোমরা খ্রীষ্টানুসারী হয়েছ বলে কেউ যদি তোমাদের অপমান করে, তবে তোমরা ধন্য, কারণ ঈশ্বরের মহিমার আত্মা তোমাদের মধ্যে বিরাজ করছে। 15তোমাদের মধ্যে কেউ যেন খুনী, কি চোর, কি দুষ্কর্মকারীরূপে বা অন্যায়ভাবে অন্যের ব্যাপারে হাত দিয়ে দুঃখভোগ না করে। 16কিন্তু যদি কেউ খ্রীষ্টীয়ান বলে দুঃখভোগ করে, তবে সে যেন লজ্জা না পায়, কিন্তু তার সেই নাম (খ্রীষ্টীয়ান) আছে বলে সে ঈশ্বরের প্রশংসা করুক। 17বিচার আরম্ভ হবার সময় হয়েছে এবং তা ঈশ্বরের লোকদের থেকেই শুরু করা হবে। সেই বিচার যদি আমাদের থেকেই শুরু করা হয় তবে যারা ঈশ্বরের সুসমাচার প্রত্যাখ্যান করে তাদের পরিণাম কি হবে? 18শাস্ত্র যেমন বলে, "নীতিপরায়ণদের পরিত্রাণ লাভ যদি এমন কঠিন হয় তবে যারা ঈশ্বরবিহীন ও পাপী তাদের কি হবে?"* 19যারা ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে দুঃখভোগ করছে, তারা সেই বিশ্বস্ত সৃষ্টিকর্তার হাতে নিজেদের (আত্মাকে) সঁপে দিক এবং ভাল কাজ করে যাক।

ঈশ্বরের পাল

5 যারা মণ্ডলীর প্রাচীন তাদের কাছে এখন আমার এই বক্তব্য, আমি নিজেও একজন প্রাচীন হিসেবে খ্রীষ্টের দুঃখভোগের একজন সাক্ষী। সেই সঙ্গে ভবিষ্যতে যে ঐশীমহিমা প্রকাশিত হবে আমি হব তার একজন অংশীদার। আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, 2তোমাদের তত্ত্বধানে ঈশ্বরের যে পাল আছে তাদের দেখাশোনা কর। স্বেচ্ছায় তাদের পরিচর্যা কর, বাধ্য হয়ে নয় বা কিছু পাবার আশায়ও নয়, বরং স্বেচ্ছায় ও আগ্রহের সঙ্গে, ঈশ্বর যেমন চান। 3যাদের দায়িত্বভার তোমরা পেয়েছ তাদের ওপর প্রভুত্ব চালিও না; কিন্তু পালের আদর্শস্বরূপ হও। 4যেদিন প্রধান পালক (খ্রীষ্ট) দেখা দেবেন সেদিন তোমরা নিশ্চয়ই সেই অম্লান মহিমাময় মুকুট লাভ করবে।

5যুবকরা, তোমরা প্রাচীনদের অনুগত হও, আর নতনম্র হয়ে একে অপরের সেবা কর, কারণ

"ঈশ্বর অহঙ্কারীদের বিরোধিতা করেন; কিন্তু নতনম্রদের অনুগ্রহ করেন।" *হিতোপদেশ 3:34*

6তাই তোমরা ঈশ্বরের পরাক্রান্ত হাতের নিচে অবনত থাক, যেন ঠিক সময়ে তিনি তোমাদের উন্নত করেন। 7তোমাদের সমস্ত ভাবনা চিন্তার ভার তাঁকে দাও, কারণ তিনি তোমাদের জন্য চিন্তা করেন।

8তোমরা সংযত ও সতর্ক থাক, তোমাদের মহাশত্রু দিয়াবল গর্জনকারী সিংহের মত কাকে গ্রাস করবে তা খুঁজে বেড়াচ্ছে। 9তোমরা দিয়াবলের প্রতিরোধ কর, বিশ্বাসে বলবান হও। তোমরা জান, সারা বিশ্বে তোমাদের বিশ্বাসী ভাইরাও এই রকম দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়েই যাচ্ছে। 10হ্যাঁ, তোমাদের দুঃখভোগ অল্পকালের জন্য;

"নীতিপরায়ণদের ... হবে" পুরাতন নিয়মের গ্রীক প্রতিলিপি। হিতোপদেশ 11:31

কিন্তু তারপর ঈশ্বর সব কিছু ঠিক করে দেবেন ও তোমাদের শক্তিশালী করে তুলবেন। তিনি পতন থেকে রক্ষা করার জন্য তোমাদের সাহায্য করবেন। তিনিই সেই ঈশ্বর যিনি সকলকে অনুগ্রহ বিতরণ করেন। যীশু খ্রীষ্টে তাঁর অনন্ত মহিমার ভাগীদার হবার জন্য তিনি তোমাদের আহ্বান করেছেন। 11যুগে যুগে তাঁরই পরাক্রম হোক্। আমেন।

শেষ শুভেচ্ছা

12সীল, যাকে আমি খ্রীষ্টে বিশ্বস্ত ভাই বলে জানি তার মাধ্যমে তোমাদের কাছে এই সংক্ষিপ্ত চিঠি পাঠাচ্ছি যেন তোমরা আশ্বস্ত ও উৎসাহিত হও। আমি একথা বলতে চাই, এই হচ্ছে ঈশ্বরের প্রকৃত অনুগ্রহ এবং সেই অনুগ্রহে দৃঢ়ভাবে স্থির থাক।

13বাবিলের মণ্ডলী, যাকে ঈশ্বর তোমাদের সাথে মনোনীত করেছেন, তারা তাদের শুভেচ্ছা তোমাদের পাঠাচ্ছে এবং আমার পুত্র মার্কও শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। 14প্রেম চুম্বনে পরস্পর মঙ্গলাবাদ কর। তোমরা যারা খ্রীষ্টে আছ তাদের সবার প্রতি শান্তি বর্তুক।

পিতরের দ্বিতীয় পত্র

1 আমি শিমোন পিতর, যীশু খ্রীষ্টের দাস ও প্রেরিত।
যারা আমাদের ঈশ্বরের ও ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের
ধার্মিকতার মাধ্যমে আমাদের মতো এক মহামূল্য বিশ্বাস
লাভ করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে এই চিঠি লিখছি। যা
ন্যায্য তিনি তাই করেন। 2অনুগ্রহ ও শান্তি প্রচুর পরিমানে
তোমাদের প্রতি বর্তুক। তোমরা ঈশ্বর ও আমাদের
প্রভু যীশুকে গভীরভাবে জান বলে এই অনুগ্রহ ও
শান্তি ভোগ করবে।

প্রয়োজনীয় সবকিছু ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন

3যীশুর কাছে ঈশ্বরের শক্তি আছে। তাঁর শক্তি
আমাদের ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিপূর্ণ জীবনযাপন করার
সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় দান করেছে। আমরা এই
সমস্ত কিছু পেয়েছি কারণ আমরা তাঁকে জানি। যীশু
তাঁর মহিমা এবং সদ্‌গুণে আমাদের ডেকেছেন। 4তাঁর
মহিমা এবং সদ্‌গুণে যা তিনি দেবেন বলেছিলেন সেই
মূল্যবান এবং মহান প্রতিজ্ঞাগুলি তিনি আমাদের
দিয়েছেন, যাতে তোমরা ঐ সব প্রতিজ্ঞাগুলির মধ্য
দিয়ে জগতের মন্দ অভিলাষজনিত যে সব দুর্নীতি
আছে তা থেকে মুক্ত হয়ে স্বর্গীয় অংশীদার হতে পার।

5তোমরা এই সব আশীর্বাদ পেয়েছ বলে অতি যত্ন
করে তা তোমাদের জীবনে যোগ করে নিতে প্রাণপণ
চেষ্টা কর। তোমাদের বিশ্বাসের সঙ্গে সদ্‌গুণ, সদ্‌গুণের
সঙ্গে জ্ঞান, 6জ্ঞানের সঙ্গে সংযম, সংযমের সঙ্গে ধৈর্য্য,
ধৈর্য্যের সঙ্গে ঈশ্বরভক্তি, ঈশ্বরভক্তির সঙ্গে ভ্রাতৃস্নেহ,
ভ্রাতৃস্নেহের সঙ্গে ভালবাসা যোগ করে নাও।
7ঈশ্বরভক্তির সঙ্গে আসে ভ্রাতৃস্নেহ, আর ভ্রাতৃস্নেহের
সঙ্গে তোমার ভালবাসা যোগ কর। 8তোমাদের মধ্যে
এই সব গুণ যদি থাকে আর তা বেড়ে ওঠে, তবে
তোমাদের জীবন আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জ্ঞানে
কখনও নিষ্কর্মা বা নিষ্ফল হবে না। 9কিন্তু এই সব
গুণগুলি যার নেই সে পরিষ্কারভাবে দেখতে পায় না,
সে অন্ধ। সে ভুলে গেছে যে তার অতীতের সকল পাপ
ধুয়ে দেওয়া হয়েছিল।

10তাই আমার ভাই ও বোনেরা, ঈশ্বর তোমাদের
ডেকেছেন ও মনোনীত করেছেন। সেই সত্যকে দৃঢ়
করার জন্য তোমরা আপ্রাণ চেষ্টা করো। যদি তোমরা
এগুলি কর তবে কখনও হোঁচট খেয়ে পড়বে না;
11আর আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের অনন্ত
রাজ্যে তোমাদের মহান ও উদার স্বাগত জানানো হবে।

12তোমরা তো এসব জানো আর যে সত্য তোমাদের
দেওয়া হয়েছে তার উপরে তোমরা দৃঢ়ভাবে যুক্ত রয়েছ;
কিন্তু এগুলি মনে রাখতে আমি সর্বদা তোমাদের সাহায্য
করব। 13যতদিন বেঁচে থাকি, আমি মনে করি এই
বিষয়গুলি তোমাদের মনে করিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য।
14আমি জানি যে খুব শিগ্‌গিরই আমাকে এই দেহত্যাগ
করতে হবে। আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট পরিষ্কারভাবে তা
আমাকে জানিয়েছেন। 15আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি, যাতে
আমার মৃত্যুর পরেও তোমরা এসব বিষয় মনে রাখতে
পার।

আমরা খ্রীষ্টের মহিমা প্রত্যক্ষ করেছি

16যখন আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মহাপরাক্রম ও
আগমন সম্বন্ধে বলেছিলাম, তখন আমরা কোন বানানো
গল্প বলিনি। আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পরাক্রম স্বচক্ষে
দেখেছি। 17যীশু পিতা ঈশ্বরের কাছ থেকে যে সম্মান ও
মহিমা লাভ করেছিলেন, তা এই বাণীর মধ্য দিয়েই
এসেছিল, "এই আমার প্রিয় পুত্র এর প্রতি আমি সন্তুষ্ট।"
18যীশুর সঙ্গে আমরা যখন পবিত্র পর্বতে ছিলাম তখন
স্বর্গ থেকে বলা ঐ বাণী আমরা শুনেছিলাম।

19সেইজন্য ভাববাদীরা যা বলেছেন আমরা সে বিষয়ে
নিশ্চিত। ভাববাদীরা যা বলে গেছেন সে বিষয়ে মনোযোগ
দেওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল। তাঁরা যা বলেছেন তা
যেন অন্ধকার জায়গায় উজ্জ্বল আলোর মতো। তা যে
পর্যন্ত না দিনের শুরু হয় ও তোমাদের হৃদয়ে প্রভাতী
তারার উদয় হয় সেই পর্যন্ত অন্ধকারের মাঝে আলো
দেয়। 20এটা তোমাদের বিশেষভাবে জানা দরকার যে
শাস্ত্রের কোন ভাববাণী বক্তার নিজের ব্যাখ্যার ফল
নয়। 21ভাববাণী কখনই মানুষের ইচ্ছাক্রমে আসে নি;
কিন্তু পবিত্র আত্মার পরিচালনায় ভাববাদীরা ঈশ্বরের
কথা বলেছেন।

ভণ্ড শিক্ষক

2 অতীতে ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে ভণ্ড ভাববাদীরা
ছিল। একইভাবে তোমাদের দলের মধ্যে কিছু
কিছু ভণ্ড শিক্ষক প্রবেশ করবে। তারা ভুল শিক্ষা দেবে;
যে শিক্ষা গ্রহণ করলে লোকেদের সর্বনাশ হবে। সেই
ভণ্ড শিক্ষকরা এমন কৌশলে তোমাদের শিক্ষা দেবে
যাতে তারা যে ভ্রান্ত শিক্ষা দিচ্ছে এ তোমরা ধরতে
পারবে না। তারা এমন কি প্রভু যিনি মুক্তি এনে
দিয়েছেন তাঁকে পর্যন্ত অস্বীকার করবে। তাই তাদের
নিজেদের ধ্বংস তারা সত্বর ডেকে আনবে। 2তারা যে
সমস্ত মন্দ বিষয়ে লিপ্ত, বহুলোক সেই বিষয়গুলিতে
তাদের অনুসরণ করবে। ঐ লোকদের প্ররোচনায়
বহুলোকে সত্যের পথের বিষয়ে নিন্দা করবে। 3এই
ভণ্ড শিক্ষকেরা তোমাদের কাছ থেকে কেবল অর্থলাভ

করতে চাইবে। তাই তারা অসত্য কল্পিত কাহিনী বানিয়ে বলবে। অনেকদিন ধরেই ঐ ভণ্ড শিক্ষকদের জন্য শাস্তি অপেক্ষা করছে আর তারা ঈশ্বরের হাত এড়িয়ে যেতে পারবে না; তিনি তাদের ধ্বংস করবেন।

4যারা পাপ করেছিল সেই স্বর্গদূতদেরও ঈশ্বর ছাড়েন নি; তিনি তাদেরকে নরকে পাঠিয়ে দিলেন। ঈশ্বর বিচারদিন পর্যন্ত অন্ধকারময় গহ্বরে তাদের ফেলে রাখলেন। 5ঈশ্বর প্রাচীন জগতকে ছেড়ে কথা বলেন নি। ঈশ্বরবিরোধী লোকদের জন্য ঈশ্বর জগতে জলপ্লাবন আনলেন। তিনি কেবলমাত্র নোহ এবং তার সঙ্গে অন্য সাতজনকে রক্ষা করেছিলেন। এই নোহ ঠিক পথে চলবার জন্য মানুষকে শিক্ষা দিয়েছিলেন । 6সদোম ও ঘমোরা নগরেও ঈশ্বর দণ্ড পাঠিয়েছিলেন। ঈশ্বর সেই দুটি নগরকে ধ্বংস করে যারা তাঁর বিরোধিতা করে তাদের জন্য শেষ ফলের এক উদাহরণ হিসেবে তা স্থাপন করেছিলেন। 7ঐ ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরী থেকে ঈশ্বর লোটকে উদ্ধার করেছিলেন। লোট ভাল লোক ছিলেন এবং ঐ নগরের দুষ্ট লোকদের অনৈতিক চালচলনে তিনি পীড়িত হতেন। 8সেই নীতিপরায়ণ মানুষ ঐ দুষ্ট লোকদের মধ্যে দিনের পর দিন বাস করতেন। তাঁর ধার্মিক আত্মা এই সকল লোকদের বেআইনি কাজকর্ম দেখে এবং এগুলির কথা শুনে যন্ত্রণা ভোগ করতেন। 9হ্যাঁ, ঈশ্বরই এই সকল কার্য সাধন করলেন। তাই প্রভু ঈশ্বর জানেন যারা তাঁর সেবা করে, তাদের কিভাবে উদ্ধার করতে হয়। তিনি তাদের সমস্ত কষ্টের সময়ে তাদের উদ্ধার করেন। প্রভু এও জানেন কিভাবে দুষ্ট লোকদের সেই বিচারের দিনে শাস্তি দিতে হবে। 10ঐ দণ্ড বিশেষভাবে তাদের জন্য, যারা দুর্নীতিপূর্ণ ও কামাতুর, অধার্মিক স্বভাবের অনুসারী, এবং যারা প্রভুর কর্তৃত্বকে সম্মান করে না।

এই সকল ভণ্ড শিক্ষকরা দুঃসাহসী ও একগুঁয়ে এবং মহিমান্বিত স্বর্গদূতদের বিরুদ্ধে মন্দ কথা বলতে ভয় পায় না। 11ঐ সব ভণ্ড শিক্ষকদের থেকে স্বর্গদূতেরা বলে ও পরাক্রমে বড় হয়েও প্রভুর কাছে তাদের বিষয়ে কুৎসাজনক অভিযোগ আনেন না। 12এই ভণ্ড শিক্ষকরা বিচার বুদ্ধিহীন পশুর মতো, যারা তাদের সহজাত প্রবৃত্তির বশে কাজ করে। এরা জন্মেছে ধরা পড়তে ও হত হতে। বন্যপশুদের মতোই এই শিক্ষকেরা ধ্বংস হয়ে যাবে। 13এই ভণ্ড শিক্ষকরা বহুলোকের ক্ষতি করেছে, তাই তারাও কষ্টভোগ করবে, তাদের কুকাজের জন্য প্রাপ্তিস্বরূপ সেই হবে তাদের বেতন। এই ভণ্ড শিক্ষকরা প্রকাশ্যে মন্দ কাজ করতে ভালবাসে যাতে সমস্ত লোক তা দেখতে পায়। তারা তোমাদের মধ্যে নোংরা দাগ ও কলঙ্কের মত। যেসব মন্দ কাজ তাদের খুশী করে, সেগুলি করে তারা তা উপভোগ করে। যখন তারা তোমাদের সঙ্গে পান ভোজন করে তখন তোমাদের পক্ষে তা লজ্জাজনক হয়।

14কোন নারীকে দেখলে এই শিক্ষকরা তার প্রতি কামাসক্ত হয়। এরা এইভাবে পাপ করেই চলেছে। যারা বিশ্বাসে দুর্বল তাদের তারা পাপের ফাঁদে ফেলে ফুসলিয়ে নিয়ে যায়। তাদের অন্তঃকরণ লোভ করায় অভ্যস্ত, তারা অভিশপ্ত। 15এই ভণ্ড শিক্ষকরা সোজা পথ ছেড়ে ভুল পথে ভ্রমণ করছে। তারা বিয়োরের পুত্র বিলিয়মকে অনুসরণ করে, যিনি মন্দ কাজের পারিশ্রমিক পেলে আনন্দ পেতেন। 16কিন্তু একটি গাধা বিলিয়মকে বলেছিল যে সে ভুল কাজ করেছে। গাধা পশু বলে কথা বলতে পারে না; কিন্তু এই গাধা মানুষের গলায় কথা বলে ভাববাদীকে মূর্খের মত কাজ করতে দেয়নি।

17এই ভণ্ড শিক্ষকরা জলবিহীন ঝরণার মতো। ঝোড়ো হাওয়ায় বয়ে যাওয়া মেঘের মতো। এক ঘোর অন্ধকার কূপ এই ভণ্ড শিক্ষকদের জন্য সংরক্ষিত আছে। 18এরা শূন্যগর্ভ বড় বড় কথা বলে নিজেদের নিয়ে গর্ব করে। যারা সম্প্রতি ভুল পথে চলা লোকদের সংসর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছে তাদের দৈহিক আকর্ষণ ও বাসনায় প্রলুব্ধ করে। এইসব লোকদের তারা পাপের ফাঁদে ফেলে।

19এরা তাদের স্বাধীনতার প্রলোভন দেখায়; কিন্তু নিজেরা সেইসব মন্দের দাস যেগুলি ধ্বংসের পথগামী, কারণ মানুষ তারই দাস যা তাকে চালনা করে। 20যারা আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে সংসারের অশুচি বিষয়গুলি থেকে মুক্ত হয়েছিল, তারা যদি তাদের পুরানো পাপের জীবনে ফিরে যায় তবে তাদের পরের অবস্থা আগের অবস্থা থেকে আরো খারাপ হবে।

21যে পবিত্র শিক্ষা তারা লাভ করেছিল, তারা যদি সেই পবিত্র শিক্ষা থেকে সরে যায় তবে তাদের পক্ষে সেই সত্য পথ না জানাই ভাল ছিল। 22একটি প্রবাদ আছে যা তাদের ক্ষেত্রে খাটে, "কুকুর ফেরে নিজের বমির দিকে",* এবং "শুয়োরকে স্নান করালেও সে আবার যায় কাদায় গড়াগড়ি দিতে।"

যীশু পুনরায় আসবেন

3 বন্ধুরা, তোমাদের কাছে এ আমার দ্বিতীয় পত্র। এই দুটি পত্র লিখে কিছু বিষয় স্মরণ করিয়ে দিয়ে তোমাদের সৎ চিন্তাকে নাড়া দেবার চেষ্টা করছি। 2অতীতে পবিত্র ভাববাদীদের সমস্ত কথা ও প্রভু আমাদের ত্রাণকর্তার আদেশ যা প্রেরিতদের মাধ্যমে বলা হয়েছে তা তোমাদের স্মরণে আনতে চাইছি। 3প্রথমতঃ তোমাদের বুঝতে হবে পৃথিবী শেষ হয়ে যাবার আগের দিনগুলিতে কি ঘটবে। লোকেরা তোমাদের উপহাস করবে। তারা নিজের নিজের খেয়াল খুশি মতো মন্দ পথে চলবে। 4তারা বলবে, "তাঁর আগমণ সম্বন্ধে তাঁর প্রতিজ্ঞার কি হল? কারণ আমরা জানি আমাদের পিতৃপুরুষদের মারা যাওয়ার সময় থেকে, এমনকি সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সব কিছুই তো একইরকমভাবে ঘটে চলেছে।" 5কিন্তু বহুপূর্বে কি ঘটেছিল তা ঐসব লোকেরা স্মরণ করতে চায় না। প্রথমে আকাশমণ্ডল ছিল এবং ঈশ্বর জলের মধ্য থেকে ও জলের দ্বারা পৃথিবী সৃষ্টি করলেন আর এসবই ঈশ্বরের

"কুকুর ... দিকে" হিতো 26:11

মুখের বাক্যের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিল। 6সেই সময়কার
জগত জলপ্লাবনের দ্বারা ধ্বংস হয়েছিল। 7ঈশ্বরের বাক্য
অনুসারে বর্তমান এই পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল আগুনের
দ্বারা ধ্বংস হবার জন্য বিরাজ করছে। এই আকাশমণ্ডল
ও পৃথিবী সেই বিচারের দিনের জন্য, অধার্মিক মানুষের
ধ্বংসের জন্য রক্ষিত আছে। 8কিন্তু প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা
এই একটা কথা ভুলে যেও না যে প্রভুর কাছে এক
দিন হাজার বছরের সমান ও হাজার বছর একদিনের
সমান। 9প্রভু তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে সত্যি দেরী
করছেন না। যদিও কেউ কেউ সেরকমই মনে করছে;
কিন্তু তিনি তোমাদের জন্য ধৈর্য্য ধরে আছেন। কেউ যে
ধ্বংস হয় তা ঈশ্বর চান না, ঈশ্বর চান যে প্রত্যেকে মন
পরিবর্তন করুক ও পাপের পথ ত্যাগ করুক।

10কিন্তু প্রভুর দিন চোরের মত এসে চমক দেবে।
তখন আকাশ বিরাট শব্দ করে অদৃশ্য হবে; আকাশের
সব কিছু আগুনে ধ্বংস করা হবে এবং পৃথিবী ও তার
মধ্যে যা কিছু আছে তা পুড়িয়ে ফেলা হবে। 11সব কিছু
যখন এইভাবে ধ্বংস হতে যাচ্ছে তখন চিন্তা কর কি
প্রকার মানুষ হওয়া তোমাদের দরকার। তোমাদের পবিত্র
জীবনযাপন করা উচিত এবং ঈশ্বরের সেবার্থে কাজ
করা উচিত। 12পরম আগ্রহের সঙ্গে ঈশ্বরের সেই দিনের
অপেক্ষায় থাকা উচিত, যে দিন আকাশমণ্ডল আগুনে
পুড়ে ধ্বংস হবে এবং আকাশের সব কিছু উত্তাপে গলে
যাবে। 13কিন্তু ঈশ্বর আমাদের এক নতুন আকাশমণ্ডল
ও এক নতুন পৃথিবীর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই
প্রতিশ্রুতির পূর্ণতার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি, আর
সেখানে কেবল ধার্মিকতা থাকবে।

14তাই প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা যখন এইসব ঘটবে
বলে অপেক্ষা করছ, তখন পাপ ও দোষমুক্ত হয়ে
থাকবার আপ্রাণ চেষ্টা কর, যেন ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তিতে
থাকতে পার। 15মনে রেখো, আমাদের প্রভুর ধৈর্য্য
তোমাদের মুক্তির সুযোগ দিয়েছে। আমাদের প্রিয় ভাই
পৌলও তোমাদের একই বিষয়ে লিখেছেন। তাঁকে প্রদত্ত
জ্ঞান অনুসারে পৌল এই কথা তাঁর সব চিঠিতে বলেছেন।
16কিছু বিষয় এই পত্রের মধ্যে আছে যা বোঝা শক্ত।
অজ্ঞ ও বিশ্বাসে দুর্বল লোকেরা শাস্ত্রের অন্যান্য কথার
যেমন বিকৃত অর্থ করে, তেমনি পৌলের কথারও বিকৃত
অর্থ করে নিজেদের ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়।

17তাই প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা এসব কথা আগে থেকেই
জেনেছ বলে এবিষয়ে সতর্ক থাক, যাতে তোমরা দুষ্ট
লোকদের ভুলের কবলে পড়ে নিজেদের দৃঢ় বিশ্বাস
থেকে সরে না যাও।

18আমাদের প্রভু ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও
জ্ঞানে তোমরা বৃদ্ধি লাভ কর।

এখন ও অনন্তকালের জন্য তাঁর মহিমা হোক্।
আমেন।

যোহনের প্রথম পত্র

1 পৃথিবীর শুরু থেকেই যা বর্তমান তেমন একটি
বিষয় এখন তোমাদের কাছে বলছি:
আমরা তা শুনেছি,
তা স্বচক্ষে দেখেছি,
তা মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করেছি;
আর নিজেদের হাত দিয়ে তা স্পর্শ করেছি।

আমরা সেই বাক্যের বিষয় বলছি যা জীবনদায়ী।
2 সেই জীবন আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়েছিল, আমরা
তা দেখেছি; আর তার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারি। এখন
তোমাদের কাছে সেই জীবনের কথা বলছি; এ হল
অনন্ত জীবন যা পিতা ঈশ্বরের কাছে ছিল। ঈশ্বর
আমাদের কাছে সেই জীবন তুলে ধরলেন। 3 আমরা যা
দেখেছি ও শুনেছি সে বিষয়েই এখন তোমাদের কাছে
বলছি; কারণ আমাদের ইচ্ছা তোমরাও আমাদের
সহভাগী হও। আমাদের এই সহভাগিতা ঈশ্বর পিতা
ও তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে। 4 আমাদের আনন্দ যেন
পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে সেই জন্য আমরা তোমাদের এসব
লিখছি।

ঈশ্বর আমাদের পাপ ক্ষমা করেন

5 এই সেই বার্তা যা আমরা খ্রীষ্টের কাছ থেকে শুনেছি
এবং তোমাদের কাছে ঘোষণা করছি–ঈশ্বর জ্যোতি;
ঈশ্বরের মধ্যে কোন অন্ধকার নেই। 6 তাই আমরা যদি
বলি যে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা আছে,
কিন্তু যদি অন্ধকারে জীবনযাপন করতে থাকি, তাহলে
মিথ্যা বলছি ও সত্যের অনুসারী হচ্ছি না। 7 ঈশ্বর
জ্যোতিতে আছেন, আমরাও যদি সেই রকম জ্যোতিতে
বাস করি, তবে বলা যায় আমাদের পরস্পরের মধ্যে
সহভাগিতা আছে। ঈশ্বরের পুত্র যীশুর রক্ত আমাদেরকে
সমস্ত পাপ থেকে শুচি করে।

8 আমরা যদি বলি যে আমাদের কোন পাপ নেই,
তাহলে আমরা নিজেদেরকেই ঠকাই এবং তাঁর সত্য
আমাদের মধ্যে নেই। 9 আমরা যদি নিজেদের পাপ
স্বীকার করি, বিশ্বস্ত ও ধার্মিক ঈশ্বর আমাদের সমস্ত
পাপ ক্ষমা করবেন ও সকল অধার্মিকতা হতে আমাদের
শুচি করবেন। 10 আর যদি বলি, আমরা পাপ করিনি,
তবে আমরা ঈশ্বরকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করি, এবং
তাঁর বার্তা আমাদের অন্তরে নেই।

যীশু আমাদের সহায়

2 আমার প্রিয় সন্তানেরা, আমি তোমাদের একথা
লিখছি যেন তোমরা পাপ না কর। কিন্তু কেউ যদি
পাপ করে ফেলে, তবে পিতার কাছে আমাদের পক্ষে
কথা বলার একজন আছেন, তিনি সেই ধার্মিক ব্যক্তি,
যীশু খ্রীষ্ট। 2 তিনিই সেই প্রায়শ্চিত্তবলি, যার ফলে
আমাদের সব পাপ দূর হয়। কেবল আমাদের সব পাপ
নয়, জগতের সমস্ত মানুষেরও পাপ দূর হয়।

3 যদি আমরা ঈশ্বরের আদেশ পালন করি, তবেই
বুঝতে পারব যে আমরা তাঁকে জানি। 4 কেউ যদি বলে
যে, "আমি ঈশ্বরকে জানি", অথচ ঈশ্বরের আদেশ
পালন না করে তবে সে মিথ্যাবাদী, আর তাঁর সত্য
তার অন্তরে নেই। 5 কিন্তু যে তাঁর শিক্ষা পালন করে,
ঈশ্বরের ভালবাসা সত্যি তার মধ্যে পূর্ণতা লাভ করেছে।
এইভাবে আমরা সুনিশ্চিত হতে পারি যে আমরা তাঁর
মধ্যেই অবস্থান করছি। 6 কেউ যদি বলে যে আমি ঈশ্বরে
আছি তাহলে তাকে অবশ্যই তাঁর মতো জীবনযাপন
করতে হবে।

প্রতিবেশীকে ভালবাসো

7 প্রিয় বন্ধুরা, আমি তোমাদের কাছে কোন নতুন
আদেশ লিখছি না, এ এমন এক পুরানো আদেশ, যা
তোমরা আদি থেকেই পেয়েছ। তোমরা যে বার্তা শুনেছ
তা হল পুরানো আদেশ। 8 কিন্তু আমি এই পুরানো
আদেশই তোমাদের কাছে এক নতুন আদেশরূপে লিখছি।
এই আদেশ সত্য এবং এর সত্যতা তোমরা যীশু খ্রীষ্টে
ও তোমাদের জীবনে দেখেছ, কারণ অন্ধকার কেটে
যাচ্ছে আর প্রকৃত জ্যোতি ইতিমধ্যেই উজ্জ্বল। 9 যে
বলে আমি জ্যোতিতে আছি কিন্তু তার নিজের ভাইকে
ঘৃণা করে, সে এখনও অন্ধকারেই আছে। 10 যে তার
ভাইকে ভালবাসে, সে জ্যোতিতে রয়েছে। তার জীবনে
এমন কিছুই নেই যা তাকে পাপী করে। 11 কিন্তু যে তার
ভাইকে ঘৃণা করে সে এখনও অন্ধকারেই আছে। সে
অন্ধকারেই বাস করে আর জানে না সে কোথায় চলেছে,
কারণ অন্ধকার তাকে অন্ধ করে দিয়েছে।

12 প্রিয় সন্তানেরা, আমি তোমাদের লিখছি কারণ
খ্রীষ্টের মাধ্যমে তোমাদের পাপ ক্ষমা করা হয়েছে।

13 পিতারা, আমি তোমাদের লিখছি কারণ যিনি শুরু
থেকে আছেন তোমরা তাঁকে জান। যুবকেরা, আমি
তোমাদের লিখছি কারণ তোমরা সেই পাপাত্মার উপর
জয়লাভ করেছ।

14 শিশুরা, আমি তোমাদের লিখছি কারণ যিনি শুরু
থেকে আছেন তোমরা তাঁকে জান। যুবকরা, আমি
তোমাদের লিখছি কারণ তোমরা শক্তিশালী, ঈশ্বরের
বার্তা তোমাদের অন্তরে আছে; আর তোমরা সেই
পাপাত্মার উপর জয়লাভ করেছ।

15তোমরা কেউ এই সংসার বা এই সংসারের কোন
কিছু ভালবেসো না। কেউ যদি এই সংসারকে ভালবাসে
তবে পিতা ঈশ্বরের ভালবাসা তার অন্তরে নেই। 16কারণ
এই সংসারে যা কিছু আছে,

যা আমাদের পাপপ্রকৃতি পেতে ইচ্ছা করে,
যা আমাদের চক্ষু পেতে ইচ্ছা করে,
আর পৃথিবীর যা কিছুতে লোকে গর্ব করে।

সে সবই পিতা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে না, আসে
জগত থেকে। 17এই সংসার ও তার অভিলাষ সব
বিলীন হতে চলেছে, কিন্তু যে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে
সে চিরজীবি হবে।

খ্রীষ্টারির অনুসরণ কোর না

18প্রিয় সন্তানেরা, জগতের শেষ সময় ঘনিয়ে
এসেছে; আর তোমরা শুনেছ যে খ্রীষ্টারিরা আসছে।
এখনই সেই খ্রীষ্টারিরা এসে গেছে, এর ফলেই আমরা
বুঝতে পারছি যে এই শেষ সময়। 19সেই খ্রীষ্টারিরা
আমাদের দলের মধ্যেই ছিল। তারা আমাদের মধ্য থেকে
বের হয়ে গেছে। বাস্তবে তারা কোন দিনই আমাদের
লোক ছিল না, কারণ তারা যদি আমাদের দলের লোক
হত, তবে আমাদের সঙ্গেই থাকত। তারা আমাদের
ছেড়ে চলে গেল; এর দ্বারাই প্রমাণ হল যে তারা কেউই
আদৌ আমাদের নয়।

20তোমরা সেই পবিত্রতমের (খ্রীষ্টের) কাছ থেকে
অভিষেক পেয়েছ, তাই তোমরা সকলে সত্য কি তা
জান। তবে তোমাদের কাছে কেন আমি লিখি? 21এটা
বলার জন্য আমি লিখছি না যে তোমরা সত্য জান না।
আমি তোমাদের লিখছি কারণ তোমরা সত্য জান;
আর এও জান যে সত্য থেকে কখনও কোন মিথ্যার
উৎপত্তি হতে পারে না।

22তবে সেই মিথ্যাবাদী কে? সে-ই, যে ব্যক্তি বলে
যে যীশুই সেই খ্রীষ্ট নন। সে-ই খ্রীষ্টের শত্রু যে বলে
যীশু সেই খ্রীষ্ট নয় সেই ব্যক্তি পিতাকে বিশ্বাস করে
না, বিশ্বাস করে না তাঁর পুত্র খ্রীষ্টকে। 23যে পুত্রকে
অস্বীকার করে, সে পিতা ঈশ্বরকেও পায় না। কিন্তু যে
পুত্রকে গ্রহণ করে, সে পিতা ঈশ্বরকেও পেয়েছে।

24শুরু থেকে তোমরা যা শুনে আসছ, সেই সব
বিষয় অবশ্যই তোমাদের অন্তরে রেখো। শুরু থেকে
তোমরা যা শুনেছ তা যদি তোমাদের অন্তরে থাকে
তবে তোমরা পিতা ঈশ্বর ও তাঁর পুত্রের সাহচর্য্যে
থাকবে। 25আর ঈশ্বর এটাই আমাদের দেবেন বলে
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা হল অনন্ত জীবন।

26যারা তোমাদের ভুল পথে নিয়ে যেতে চায় তাদের
বিষয়ে তোমাদের এইসব কথা লিখলাম। 27খ্রীষ্ট
তোমাদের এক বিশেষ বরদান দিয়েছেন এবং তা
তোমাদের মধ্যে রয়েছে। তাই তোমাদের অন্য কারোর
শিক্ষার দরকার নেই। যে বরদান তোমরা পেয়েছ তা
তোমাদের সব বিষয়ে শিক্ষা দেয়। এ বরদান সত্য, এর
মধ্যে মিথ্যার লেশমাত্র নেই। তাই এই বরদান যেমন
শিক্ষা দিয়েছে, সেইমত তোমরা খ্রীষ্টে থাক।

28এখন আমার স্নেহের সন্তানরা, খ্রীষ্টেতে থাক। তা
করলে খ্রীষ্ট যখন প্রকাশিত হবেন তখন আমাদের আর
ভয়ের কিছু থাকবে না। তিনি এলে তাঁর সামনে দাঁড়াতে
ভয় বা লজ্জা পেতে হবে না। 29যদি তোমরা জান
যে খ্রীষ্ট ধার্মিক তাহলে তোমরা এও জান যে যারা
ধর্মাচরণ কাজ করে তারা ঈশ্বরের সন্তান।

আমরা ঈশ্বরের সন্তান

3ভেবে দেখ পিতা ঈশ্বর আমাদের কত ভালোই না
বেসেছেন, যেন আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত
হই; বাস্তবিক আমরা তাই। জগতের লোক আমাদের
চেনে না যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান, কারণ তারা ঈশ্বরকে
জানে না। 2প্রিয় বন্ধুরা, এখন তো আমরা ঈশ্বরের
সন্তান, আর ভবিষ্যতে আমরা আরো কি হব তা এখনও
আমাদের কাছে প্রকাশ করা হয় নি। কিন্তু আমরা
জানি যে যখন খ্রীষ্ট পুনরায় আসবেন তখন আমরা
তাঁর সমরূপ হব, কারণ তিনি যেমন আছেন, তাঁকে
তেমনি দেখতে পাব। 3খ্রীষ্ট শুদ্ধ আর তাঁর ওপরে যে
সমস্ত লোক এই আশা রাখে, তারা খ্রীষ্টের মত নিজেদের
শুদ্ধ করে।

4যে কেউ পাপ করে, সে বিধি-ব্যবস্থা লঙ্ঘন করে,
আর ব্যবস্থা লঙ্ঘন করাই পাপ। 5তোমরা জান, মানুষের
পাপ তুলে নেবার জন্যই খ্রীষ্ট প্রকাশিত হলেন; আর
খ্রীষ্টের নিজের কোন পাপ নেই। 6যে কেউ খ্রীষ্টে থাকে,
সে পাপে জীবনযাপন করে না। কেউ যদি পাপে
জীবনযাপন করে তবে সে খ্রীষ্টকে কখনও প্রকৃতভাবে
উপলব্ধি করে নি, এমন কি তাঁকে জানেও নি।

7প্রিয় সন্তানরা, সতর্ক থেকো; কেউ যেন
তোমাদেরকে বিপথে না নিয়ে যায়। যে কেউ যথার্থ
কাজ করে সে নীতিপরায়ণ, ঠিক যেমন খ্রীষ্ট
নীতিপরায়ণ। 8দিয়াবল সেই শুরু থেকেই পাপ করে
চলেছে। যে ব্যক্তি পাপ করেই চলে সে দিয়াবলের।
দিয়াবলের কাজকে ধ্বংস করার জন্যই ঈশ্বরের পুত্র
প্রকাশিত হয়েছিলেন। 9যে কেউ ঈশ্বরের সন্তান হয়,
সে ক্রমাগত পাপ করতে থাকে না, কারণ নবজীবনদায়ী
ঈশ্বরের শক্তি সেই ব্যক্তির মধ্যে থাকে। সে ঈশ্বরের
সন্তানে পরিণত হয়েছে; তাই সে পাপে জীবন কাটাতে
পারে না। 10এভাবেই আমরা দেখতে পারি কারা ঈশ্বরের
সন্তান আর কারাই বা দিয়াবলের সন্তান। যারা সৎকর্ম
করে না তারা ঈশ্বরের সন্তান নয়, আর যে তার ভাইকে
ভালবাসেনা সে ঈশ্বরের সন্তান নয়।

পরস্পরকে ভালবাসতে হবে

11তোমরা শুরু থেকে এই বার্তা শুনে আসছ, যে
আমাদের পরস্পরকে ভালবাসা উচিত। 12তোমরা
কয়িনের* মতো হয়ো না। কয়িন দিয়াবলের ছিল এবং

কয়িন কয়িন আর হেবল আদম ও হবার পুত্র ছিল। কয়িন হেবলকে হিংসা করত এবং তাকে মেরে ফেলেছিল। আদি: 4:1-16

তার ভাই হেবলকে হত্যা করেছিল। কিসের জন্য সে তার ভাইকে হত্যা করেছিল? কারণ কয়িনের কাজগুলি ছিল মন্দ; কিন্তু তার ভাইয়ের কাজ ছিল ভাল।

13ভাইয়েরা, এই জগত যদি তোমাদের ঘৃণা করে তবে তাতে আশ্চর্য হয়ো না। 14আমরা জানি যে আমরা মৃত্যু থেকে জীবনে উত্তীর্ণ হয়ে গেছি। আমরা এটা জানি, কারণ আমরা আমাদের ভাইদের ও বোনদের ভালবাসি। যে কেউ ভালবাসে না সে মৃত্যুর মধ্যেই থাকে। 15যে কেউ তার ভাইকে ঘৃণা করে সে তো একজন খুনী; আর তোমরা জান কোন খুনী অনন্ত জীবনের অধিকারী হয় না। 16তিনি আমাদের জন্য নিজের প্রাণ দিলেন, এর থেকেই আমরা জানতে পারি প্রকৃত ভালবাসা কি। সেইজন্য আমাদেরও আমাদের ভাই বোনদের জন্য প্রাণ দেওয়া উচিত। 17যার পার্থিব সম্পদ রয়েছে, সে যদি তার কোন ভাইকে অভাবে পড়তে দেখে তাকে সাহায্য না করে, তবে কি করে বলা যেতে পারে যে তার মধ্যে ঐশ্বরিক ভালবাসা আছে? 18স্নেহের সন্তানরা, কেবল মুখে ভালবাসা না দেখিয়ে, এসো, আমরা কাজের মধ্য দিয়ে তাদের সত্যিকারের ভালবাসি।

19-20এর দ্বারা আমরা জানব যে আমরা সত্যের। আমাদের অন্তর যদি আমাদের দোষী করে, তবুও ঈশ্বরের সামনে আমাদের বিবেক আশ্বস্ত থাকবে। কারণ আমাদের বিবেকের থেকে ঈশ্বর মহান, ঈশ্বর তো সবই জানেন।

21প্রিয় বন্ধুরা, যদি আমাদের বিবেকগুলি আমাদের দোষের অনুভূতি না দেয় তবে ঈশ্বরের সামনে আমরা নির্ভয়ে দাঁড়াতে পারব। 22আর ঈশ্বরের কাছ থেকে যা কিছু চাই না কেন তা আমরা পাব, কারণ আমরা যা তাঁর সন্তোষজনক তাই করছি। 23তাঁর আদেশ হল আমরা যেন তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের নামে বিশ্বাস করি ও পরস্পরকে ভালবাসি। 24যে ঈশ্বরের আদেশগুলি মান্য করে সে ঈশ্বরে থাকে; আর ঈশ্বর তার অন্তরে থাকেন। ঈশ্বর যে আমাদের অন্তরে আছেন তা আমরা কি করে জানব? যে আত্মাকে ঈশ্বর দিয়েছেন, সেই আত্মাই আমাদের বলেছেন যে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে আছেন।

ভণ্ড শিক্ষকদের বিষয়ে যোহনের সতর্কবাণী

4 প্রিয় বন্ধুরা, সংসারে অনেক ভণ্ড ভাববাদী দেখা দিয়েছে, তাই তোমরা সব আত্মাকে বিশ্বাস কোর না; কিন্তু সেই সব আত্মাদের যাচাই করে দেখ যে তারা ঈশ্বর হতে এসেছে কিনা। 2এইভাবে তোমরা ঈশ্বরের আত্মাকে চিনতে পারবে। যে কোন আত্মা যীশু খ্রীষ্ট যে রক্ত মাংসের দেহ ধারণ করে এসেছেন বলে স্বীকার করে, সে ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে। 3কিন্তু যে আত্মা, যীশুকে স্বীকার করে না, সে ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে নি। এ সেই খ্রীষ্টারির আত্মা, খ্রীষ্টের–শত্রু যে আসছে তা তোমরা শুনেছ, আর এখন সে তো সংসারে এসেই গেছে।

4আমার স্নেহের সন্তানরা, তোমরা ঈশ্বরের লোক, তাই তোমরা ওদের ওপর জয়ী হয়েছ; কারণ তোমাদের মধ্যে যিনি (ঈশ্বর) বাস করেন তিনি জগতের মধ্যে বাসকারী দিয়াবলের থেকে অনেক মহান। 5এই ভণ্ড শিক্ষকরা হল জগতের, তাই তারা যা বলে তা সব জাগতিক কথাবার্তা, আর জগত তাদের কথা শোনে। 6কিন্তু আমরা ঈশ্বরের লোক, ঈশ্বরকে যে জানে সে আমাদের কথা শোনে, যে ঈশ্বরের লোক নয় সে আমাদের কথা শোনে না। এইভাবেই আমরা সত্যের আত্মাকে ও ছলনার আত্মাকে চিনতে পারি।

ঈশ্বরই প্রেমের উৎস

7প্রিয় বন্ধুরা, এস আমরা পরস্পরকে ভালবাসি, কারণ ঈশ্বরই ভালবাসার উৎস আর যে কেউ ভালবাসতে জানে সে ঈশ্বরের সন্তান, সে ঈশ্বরকে জানে। 8যে ভালবাসতে জানে না, সে ঈশ্বরকে জানে না, কারণ ঈশ্বর স্বয়ং হলেন ভালবাসা। 9ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা এইভাবেই দেখিয়েছেন, তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে এ জগতে পাঠালেন যেন তাঁর মাধ্যমে আমরা জীবন লাভ করি। 10ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসা নয়, বরং আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসাই হল প্রকৃত ভালবাসা। ঈশ্বর আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিরূপে তাঁর পুত্রকে পাঠিয়ে আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রকাশ করেছেন।

11প্রিয় বন্ধুরা এইভাবে ঈশ্বর আমাদের ভালবেসেছেন, সুতরাং আমরাও অবশ্যই পরস্পরকে ভালবাসব। 12ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি। যদি আমরা পরস্পরকে ভালবাসি, তবে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে অবস্থান করেন; আর তাঁর ভালবাসা আমাদের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করেছে।

13আমরা জানি যে তিনি আমাদের মধ্যে আছেন; আর আমরা তাঁর মধ্যে অবস্থান করছি। এবিষয় আমরা জানি, কারণ ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে আমাদের দান করেছেন। 14আমরা দেখেছি পিতা তাঁর পুত্রকে জগতের ত্রাণকর্তারূপে পাঠিয়েছেন। সেই বার্তাই আমরা লোকেদের কাছে বলছি। 15কেউ যদি স্বীকার করে যে, "যীশু ঈশ্বরের পুত্র", তবে ঈশ্বর তাঁর অন্তরে বাস করেন, আর সে ঈশ্বরেতে থাকে। 16আমাদের জন্য ঈশ্বরের ভালবাসা আছে আমরা তা জানি ও বিশ্বাস করি।

ঈশ্বরই স্বয়ং ভালবাসা, আর যে কেউ ভালবাসায় থাকে সে ঈশ্বরের মধ্যে থাকে ও ঈশ্বর তার মধ্যে থাকেন। 17যদি আমাদের ক্ষেত্রে ভালবাসা এইভাবেই পূর্ণতা পায়, তবে বিচার দিনে আমরা নির্ভয়ে দাঁড়াতে পারব, কারণ এজগতে আমরা খ্রীষ্টেরই মতো। 18যেখানে ঈশ্বরের ভালবাসা সেখানে ভয় থাকে না, পরিপূর্ণ ভালবাসা ভয়কে দূর করে দেয়, কারণ ভয়ের সঙ্গে শাস্তির চিন্তা জড়িত থাকে। যে ভয় পায় সে ভালবাসায় পূর্ণতা লাভ করে নি।

19তিনিই (ঈশ্বর) আগে আমাদের ভালবেসেছেন, আর তার ফলে আমরা ভালবাসতে পারি। 20যদি কেউ বলে, "সে ঈশ্বরকে ভালবাসে" অথচ সে তার খ্রীষ্টেতে কোন ভাই বা বোনকে ঘৃণা করে তবে সে মিথ্যাবাদী।

যে ভাইকে দেখতে পাচ্ছে, সে যদি তাকে ঘৃণা করে তবে যাঁকে সে কোনও দিন চোখে দেখেনি, সেই ঈশ্বরকে সে ভালবাসতে পারে না। 21কারণ ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা এই আদেশ পেয়েছি: ঈশ্বরকে যে ভালবাসে সে তার নিজের ভাইকেও ভালবাসুক।

ঈশ্বরের সন্তান জগতের উপর জয়ী হয়

5 যারা বিশ্বাস করে যে যীশুই খ্রীষ্ট, তারা ঈশ্বরের সন্তান। যে কেউ পিতাকে ভালবাসে, সে তাঁর সন্তানদেরও ভালবাসে। 2আমরা কি করে জানব যে আমরা ঈশ্বরের সন্তানদের ভালবাসি? আমরা জানি যেহেতু আমরা ঈশ্বরকে ভালবাসি ও তাঁর সব আদেশ পালন করি। 3ঈশ্বরকে ভালবাসার অর্থই হচ্ছে তাঁর আদেশ পালন করা; আর ঈশ্বরের আদেশ ভারী বোঝার মতো নয়। 4কারণ প্রত্যেক ঈশ্বরজাত সন্তান জগতকে জয় করে। 5আমাদের বিশ্বাসই আমাদেরকে জগতের ওপর বিজয়ী করেছে। কে জগতের ওপরে বিজয়ী হতে পারে? যে বিশ্বাস করে যে, যীশুই ঈশ্বরের পুত্র।

ঈশ্বর তাঁর পুত্রের কথা বললেন

6ইনিই যীশু খ্রীষ্ট, যিনি জগতে জল ও রক্তের মধ্য দিয়ে এসেছিলেন। আত্মাই বলছেন এই কথা সত্য, আর সেই আত্মা স্বয়ং সত্য। 7যীশুর বিষয়ে তিনজন সাক্ষ্য দিচ্ছেন। 8আত্মা, জল ও রক্ত, আর সেই তিনের এক সাক্ষ্য। 9লোকে যখন সত্য কিছু বলে আমরা তা বিশ্বাস করি, তবে ঈশ্বরের দেওয়া সাক্ষ্য এর থেকে কত না মূল্যবান। বস্তুত ঈশ্বর স্বয়ং আমাদের কাছে এই সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনি তাঁর নিজের পুত্রের বিষয়ে সত্য জানিয়েছেন। 10ঈশ্বরের পুত্রকে যে বিশ্বাস করে ঐ সত্য তার অন্তরে থাকে। ঈশ্বরের কথায় যে বিশ্বাস করে না, সে তাঁকে মিথ্যাবাদী করেছে, কারণ ঈশ্বর তাঁর পুত্রের বিষয়ে যে কথা বলেছেন সে তাতে বিশ্বাস করেনি। 11সেই সাক্ষ্য হচ্ছে, ঈশ্বর আমাদের অনন্ত জীবন দিয়েছেন এবং এই জীবন তাঁর পুত্রে আছে। 12ঈশ্বরের পুত্রকে যে পেয়েছে সেই সত্য জীবন পেয়েছে। ঈশ্বরের পুত্রকে যে পায় নি সে জীবন পায় নি।

অনন্ত জীবন

13তোমরা যারা ঈশ্বরের পুত্রের ওপর বিশ্বাস করেছ আমি তোমাদের কাছে এই কথা লিখছি যেন তোমরা জানতে পার যে তোমরা অনন্ত জীবন পেয়েছ। 14আমরা এবিষয়ে সুনিশ্চিত যে আমরা যদি তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁর কাছে কিছু চাই তবে তিনি আমাদের প্রার্থনা শুনবেন; 15আর আমরা যদি সত্যি জানি যে তিনি আমাদের প্রার্থনা শুনেছেন তবে জানতে হবে যে আমরা তাঁর কাছে যা চেয়েছি তা পেয়ে গিয়েছি। 16যদি কেউ তার খ্রীষ্টান ভাইকে এমন কোন পাপ করতে দেখে যার পরিণতি অনন্ত মৃত্যু নয়, তবে সে তার ভাইয়ের জন্য প্রার্থনা করবে, আর ঈশ্বর তাকে জীবন দান করবেন। যারা অনন্ত মৃত্যুজনক পাপ করে না, তিনি কেবল তাদেরকেই তা দেবেন। মৃত্যুজনক পাপ আছে, আর আমি তোমাদের সেরকম পাপ যারা করে তাদের জন্য প্রার্থনা করতে বলছি না। 17সমস্ত রকম অধার্মিকতাই পাপ; কিন্তু এমন পাপ আছে যার ফল অনন্ত মৃত্যু নয়।

18আমরা জানি, ঈশ্বরের সন্তানেরা পাপে জীবনযাপন করে না। ঈশ্বরের পুত্র তাদের রক্ষা করেন* এবং পাপাত্মা তাদের কোনভাবে ক্ষতি করতে পারে না। 19আমরা জানি যে আমরা ঈশ্বরের লোক; কিন্তু সমস্ত জগত রয়েছে পাপাত্মা শক্তির কবলে। 20আমরা জানি যে ঈশ্বরের পুত্র এসেছেন, আর তিনি আমাদের সেই বোধ-বুদ্ধি দিয়েছেন যার দ্বারা আমরা সেই সত্যময় ঈশ্বরকে জানতে পারি। এখন আমরা সত্য ঈশ্বরে আছি, কারণ আমরা তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টেতে আছি। তিনিই সত্য ঈশ্বর ও অনন্ত জীবন।

21তাই স্নেহের সন্তানরা, তোমরা মিথ্যা দেবদেবীর থেকে দূরে থেকো।

ঈশ্বরের ... করেন আক্ষরিক অর্থে গ্রীক বলে, "যারা ঈশ্বর থেকে জন্ম, তাকে ঈশ্বর নিরাপদে রাখে।"

যোহনের দ্বিতীয় পত্র

সেই প্রাচীন এই চিঠি ঈশ্বরের মনোনীতা মহিলা ও
তার সন্তানদের কাছে লিখেছে। আমি তোমাদের সকলকে
সত্যে ভালবাসি। কেবল আমি নই, যারা সত্য কি তা
জানে তারাও তোমাদের ভালবাসে। 2সেই সত্য আমাদের
অন্তরে আছে বলেই আমরা তোমাদের ভালবাসি।
সেই সত্য আমাদের সঙ্গে চিরকাল থাকবে।
3পিতা ঈশ্বর ও তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে
অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি আমাদের সঙ্গে থাকবে। সত্য ও
ভালবাসার মধ্য দিয়ে আমরা এই আশীর্বাদের অধিকারী
হয়েছি।
4তোমার সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ সত্য পথে
চলছে ও পিতা আমাদের যেমন আদেশ করেছেন সেই
অনুসারে জীবনযাপন করছে দেখে আমি অত্যন্ত
আনন্দিত হয়েছি। 5প্রিয় ভদ্রমহিলা, তোমার কাছে
আমার অনুরোধ–আমরা যেন একে অপরকে ভালবাসি।
এটা কোন নতুন আদেশ নয়। এই আদেশ তো আমরা
শুরু থেকেই শুনে আসছি। 6এবং এই ভালবাসার অর্থ
হল, ঈশ্বর যেমন আদেশ করেছেন সেইরকমভাবে
জীবনযাপন করা। ঈশ্বরের আদেশ হল—তোমরা
ভালবাসায় ভরা জীবনযাপন কর। 7এই জগতে অনেক
ভণ্ড শিক্ষক বের হয়েছে। যীশু খ্রীষ্ট যে মানব দেহে
আত্মপ্রকাশ করেছিলেন একথা তারা স্বীকার করে না।
যে এইরকম করে, সে শিক্ষক হিসেবে ঠগ ও খ্রীষ্টারি।
8তোমরা নিজেদের সম্পর্কে সাবধান হও! যাতে যে
পুরস্কারের জন্য তোমরা কাজ করেছ তা থেকে তোমরা
বঞ্চিত না হও। সতর্ক থেকো যেন পুরো পুরস্কারটাই
পেতে পারো।
9কেবল খ্রীষ্টের শিক্ষারই অনুসরণ করা উচিত, যদি
কেউ খ্রীষ্টের শিক্ষাকে পরিবর্তিত করে তবে সে ঈশ্বরকে
পায় না; কিন্তু যে কেউ সেই শিক্ষানুসারে চলে সে
পিতা ও পুত্র উভয়কেই পায়।
10যদি কেউ যীশুর বিষয়ে এই সত্য শিক্ষা না নিয়ে
তোমাদের কাছে শিক্ষা দিতে আসে, তবে তাকে বাড়িতে
গ্রহণ কোর না, কোন রকম শুভেচ্ছাও তাকে জানিও
না, 11কারণ যে তাকে শুভেচ্ছা জানায় সে তার দুষ্কর্মের
ভাগী হয়। 12যদিও তোমাদের কাছে লেখার অনেক
বিষয়ই আমার ছিল, কিন্তু আমি কলম ও কালি ব্যবহার
করতে চাই না। আমি আশা করছি তোমাদের কাছে
যাব তাহলে আমরা একসাথে হয়ে অনেক কথা বলতে
পারব, যেন আমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হয়। 13ঈশ্বরের
মনোনীতা তোমার বোনের* সন্তানেরা তোমাকে
শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

বোনের এখানে বোন' কথাটির অর্থ স্থানীয় মণ্ডলী, যেখান থেকে যোহন এই পত্র লিখছেন; আর সন্তান সন্ততি বলতে এখানে ঐ মণ্ডলীর সদস্যদের বোঝানো হচ্ছে যারা নিজেদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।

যোহনের তৃতীয় পত্র

আমার প্রিয় বন্ধু গায়েরকে, যাকে আমি সত্যে
ভালবাসি, তার প্রতি এই প্রাচীনের পত্র।
2প্রিয় বন্ধু, আমি জানি তুমি আত্মিকভাবে ভাল
আছ; আর তাই আমি প্রার্থনা করি যেন তোমার সবকিছু
ভালভাবে চলে এবং তুমি সুস্থ থাক। 3আমি খুব খুশী
হলাম, কারণ আমাদের ভাইদের মধ্যে কয়েকজন এসে,
তুমি যে সত্য ধরে রয়েছ ও যে সত্য পথে চলেছ সে
বিষয়ে জানাল। 4আমার সন্তানেরা যে সত্যের পথে
চলছে, এই খবর শুনে আমার যে আনন্দ হয়, এর
থেকে বেশী আনন্দ আমার আর কিছুতে হয় না।
5প্রিয় বন্ধু, আমাদের ভাইদের এমন কি যারা
অপরিচিত, তাদের সকলকে তুমি যে সাহায্য করে থাক
এ অতি উত্তম। 6তাঁদের প্রতি তোমার ভালবাসার কথা
তাঁরা এখানকার মণ্ডলীর সকলকে বলেছেন। তাঁদের
যাত্রা পথে সাহায্য করলে তুমি ভালোই করবে।
এমনভাবে সাহায্য কোর যেন ঈশ্বর খুশী হন, 7কারণ
তাঁরা খ্রীষ্টের পরিচর্যার উদ্দেশ্যেই যাত্রা শুরু করেছেন;
আর তাঁরা এর জন্য যারা খ্রীষ্টবিশ্বাসী নয় তাদের কাছ
থেকে কিছুই গ্রহণ করেন না। 8তাই এই ধরণের লোকদের
সাহায্য করতে আমরা বাধ্য, যেন আমরা সত্যের পক্ষে
সহকর্মীরূপে কাজ করি।
9আমি মণ্ডলীকে চিঠি লিখলাম; কিন্তু সেই দিয়ত্রিফি
যে তাদের নেতা হতে চায়, সে আমাদের কথা গ্রাহ্য
করে না। 10এই কারণে আমি ওখানে গেলে সে কি
করছে তা প্রকাশ করব। সে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যাভাবে
মন্দ কথা বলে, কিন্তু এতেও সে খুশী নয়। এছাড়া
ভাইদের সে স্বাগত জানাতে অস্বীকার করে। এমনকি
যারা সেই ভাইদের সাহায্য করতে চায়, দিয়ত্রিফি তাদের
সাহায্য করতে দেয় না, বরং তাদের মণ্ডলী থেকে বের
করে দেয়। 11প্রিয় বন্ধু, যা কিছু মন্দ তার অনুকরণ
কোর না; কিন্তু যা কিছু ভাল তার অনুকরণ কোর। যে
ভাল কাজ করে সে ঈশ্বরের লোক, যে মন্দ কাজ করে
সে ঈশ্বরকে দেখেনি।
12সকলেই দীমীত্রিয়ের উচ্চ প্রশংসা করে, এমনকি
সত্যও তার সাক্ষী, আমরাও সেই একই কথা বলব।
তুমি জান যে আমরা যা বলি তা সত্য।
13তোমাকে লেখবার অনেক কথাই আমার ছিল;
কিন্তু কালি কলমে তা লিখতে ইচ্ছা করে না। 14আশা
করি শিগ্‌গিরই তোমাকে দেখব, তখন আমরা সামনা-
সামনি কথাবার্তা বলব। 15তোমার শান্তি হোক্। তোমার
সব বন্ধুরা তোমায় শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। আমাদের বন্ধুদের
প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানিও।

যিহূদার পত্র

আমি যিহূদা, যীশু খ্রীষ্টের দাস এবং যাকোবের
ভাই, এই চিঠি তাদের উদ্দেশ্যে লিখছি যাদের ঈশ্বর
আহ্বান করেছেন। পিতা ঈশ্বর তোমাদের ভালোবাসেন
এবং যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা তোমাদের রক্ষা করেন।
2ঈশ্বর তাঁর দয়া, শান্তি এবং প্রেম আরো অধিক
পরিমাণে তোমাদের জীবনে দান করুন।

অধার্মিক লোকদের ঈশ্বর শাস্তি দেবেন

3প্রিয় বন্ধুরা, আমাদের সকলের জন্য যে পরিত্রাণ
রয়েছে তারই বিষয়ে আমি তোমাদের কিছু লিখতে
আগ্রহী ছিলাম। কিন্তু তবু একবার যে বিশ্বাস তোমরা
লাভ করেছ, যা চিরদিনের জন্য উত্তম, যা ঈশ্বর তাঁর
পবিত্র লোকেদের দিয়েছেন, তার পক্ষে যেন তোমরা
প্রাণপণে যুদ্ধ কর সেই বিষয়ে উৎসাহ দেবার জন্য
তোমাদের কাছে লেখা দরকার বলে আমি মনে করলাম।
4কারণ এমন কিছু লোক গোপনে তোমাদের দলে ঢুকে
পড়েছে যাদের সম্বন্ধে বহুপূর্বেই শাস্ত্রে দণ্ডাজ্ঞার কথা
লেখা হয়েছে। এই অধার্মিক লোকেরা ঈশ্বরের অনুগ্রহকে
তাদের অনৈতিক কাজকর্মের অজুহাতে পরিণত
করেছে; আর যীশু খ্রীষ্ট যে আমাদের একমাত্র কর্তা ও
প্রভু তা এরা অস্বীকার করে।

5আমি তোমাদের কিছু কথা স্মরণ করিয়ে দিতে
চাই, যদিও তোমরা সকলেই এসব বিষয় জান, তবু
বলব প্রভু মিশর দেশ থেকে তাঁর প্রজাদের উদ্ধার
করে পরে যারা অবিশ্বাসী তাদের সকলকে ধ্বংস
করেছিলেন। 6আমি তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই,
যে সেই স্বর্গদূতেরা যারা নিজেদের আধিপত্য রক্ষা না
করে নিজ বাসস্থান ত্যাগ করেছিল, তাদের তিনি (ঈশ্বর)
ঘোর অন্ধকার কারাগারে অনন্তকালীন শেকলে বেঁধে
রেখেছেন আর মহাবিচারের দিনে তাদের বিচার করা
হবে। 7সদোম, ঘমোরা ও তাদের আশেপাশের
নগরগুলির কথা ভুলে যেও না। এই স্বর্গদূতদের মতো
তারাও নীতিহীন যৌনতায় প্রবৃত্ত হ'ত এবং অস্বাভাবিক
যৌনসংসর্গে লিপ্ত হত। অনন্ত আগুনে শাস্তি ভোগ
ক'রে তারা আমাদের সামনে দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে রয়েছে।

8একইভাবে এই লোকেরা, যারা তোমাদের দলে
এসেছে তারা নিজেদের স্বপ্ন দ্বারা চালিত হয় এবং
নিজেদের দেহকে পাপে কলুষিত করে। তারা প্রভুর
কর্তৃত্ব (নিয়ম) অগ্রাহ্য করে আর যারা সম্মানীয় ব্যক্তি
তাদের নিন্দা করে। 9কিন্তু প্রধান স্বর্গদূত মীখায়েলের
কথা আমরা জানি, যখন তিনি মোশির দেহ নিয়ে
দিয়াবলের সঙ্গে তর্ক করছিলেন তখন তিনি দিয়াবলকে
কোন কটু কথা বলতে সাহস করেননি, তার পরিবর্তে
শুধু বলেছিলেন, "প্রভু তোমাকে তিরস্কার করুন।" 10কিন্তু
এই লোকেরা যে সব বিষয় না বোঝে তারই নিন্দা
করে; আর চিন্তা দ্বারা নয় বরং তাদের স্বাভাবিক
অনুভূতির দ্বারা যা বোঝে যুক্তিবিহীন পশুদের মত
তাই ক'রে নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনে। 11ধিক্
তাদেরকে, কারণ কয়িন যে পথে গিয়েছিল তারাও
সেই পথ ধরেছে। তারা বিলিয়মের মতো টাকার লোভে
ভ্রান্ত পথে চলেছে। আর কোরহের মতো বিদ্রোহী হয়ে
ধ্বংসের পথে চলেছে।

12এইসব লোকেরা তোমাদের প্রেমভোজে ময়লা
দাগের মতো। কোন ভয় না করে তারা তোমাদের
সঙ্গে ভোজ খায় এবং কেবল নিজেদের কথাই ভাবে।
তারা হাওয়ায় ভেসে যাওয়া বৃষ্টিহীন মেঘের মতো,
ফলনের ঋতুতে ফলহীন বলে শেকড় সমেত উপড়ে
ফেলা গাছের মতো; সুতরাং তারা দুই বার মৃত। 13তাদের
লজ্জাজনক কাজ উত্তাল সমুদ্রে তৈরী ছড়িয়ে যাওয়া
ফেনার মতো। ঐ লোকেরা আকাশে ইতস্ততঃ ভ্রমণরত
তারার মতো। ঘনতম অন্ধকারের মধ্যে তাদের জন্য
এক অনন্তকালীন স্থান রয়েছে।

14আদমের থেকে সপ্তম পুরুষ যে হনোক, তিনিও
এই লোকদের সম্বন্ধে ভাববাণী করেছেন: "দেখ তাঁর
লক্ষ লক্ষ পবিত্র স্বর্গদূতদের সঙ্গে নিয়ে প্রভু আসছেন।
15তিনি সকলের বিচার করার জন্য এবং সকলকে
তাদের কৃত সকল অধার্মিক কাজকর্মের জন্য শাস্তি
দিতে আসছেন। এইসব অধার্মিক পাপী তাঁর বিরুদ্ধে
যত সব উদ্ধত কথাবার্তা বলেছে সেই কারণে তাদের
দোষী ঘোষণা করার জন্য আসছেন।" 16তারা সব
সময় অভিযোগ ও নিন্দা করে, তাদের নিজেদের
অভিলাষ অনুসারে চলে। নিজেদের বিষয়ে গর্ব
করে এবং লাভের আশায় তারা অন্যের তোষামোদ
করে।

এক সতর্কবাণী ও কিছু কাজের কথা

17প্রিয় বন্ধুরা, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিতেরা
যা বলে গেছেন তা মনে রেখো। 18তারা তো তোমাদের
বলতেন, "শেষের সময় এমন সব উপহাসকেরা উঠবে
যারা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী ঈশ্বর বিরুদ্ধ কাজ করবে।"
19এই লোকেরাই তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে।
তারা তাদের পাপ প্রবৃত্তির দাস। তাদের সেই আত্মা
নেই।

20কিন্তু প্রিয়বন্ধু, তোমরা নিজেদের পরম পবিত্র
বিশ্বাসের ওপরে গেঁথে তোল। পবিত্র আত্মাতে প্রার্থনা
কর। 21নিজেদের ঈশ্বরে প্রেমে রাখ; আর অনন্ত জীবনের

জন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দয়া লাভের অপেক্ষায় থাক।

22যাদের মনে সন্দেহ আছে, এমন লোকদের সাহায্য কর।

23নরকের আগুন থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাদের পরিত্রাণ দ্বারা রক্ষা কর। অন্যদের প্রতি সতর্কভাবে করুণা প্রদর্শন কর; কিন্তু পাপের দ্বারা কলঙ্কিত তাদের বস্ত্রকে ঘৃণা কর।

ঈশ্বরের প্রশংসা কর

24ঈশ্বর শক্তিশালী, তিনি তোমাদের পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করবেন; আর নিজের মহিমার সামনে নির্দোষ অবস্থায় আনন্দের সঙ্গে তোমাদের উপস্থিত করতে তিনি সক্ষম। 25তিনিই একমাত্র ঈশ্বর, আমাদের উদ্ধারকর্তা। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা তাঁরই প্রতাপ, মহিমা, পরাক্রম ও কর্তৃত্ব যুগ পর্যায়ে যুগে যুগে হোক্। আমেন।

প্রকাশিত বাক্য

যোহন এই পুস্তকের সম্বন্ধে বললেন

1 এই হল যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশিত বাক্য। যেসব ঘটনা
খুব শীঘ্রই ঘটবে তা তাঁর দাসদের দেখানোর জন্য
ঈশ্বর যীশুকে তা দিয়েছিলেন; আর খ্রীষ্ট তাঁর স্বর্গদূতকে
পাঠিয়ে তাঁর দাস যোহনকে তা জানালেন। 2যোহন যা
যা দেখেছিলেন সে সব বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। এ হল
সেই সত্য যা যীশু খ্রীষ্ট তাঁর কাছে বলেছিলেন–যা
কেবলমাত্র ঈশ্বরের বার্তা। 3ধন্য সেইজন, যে এই বার্তার
বাক্যগুলি পাঠ করে এবং যারা তা শোনে ও তাতে
লিখিত নির্দেশগুলি পালন করে তারাও ধন্য, কারণ
সময় সন্নিকট।

যোহন খ্রীষ্ট মণ্ডলীর কাছে যীশুর বার্তা লিখলেন

4এশিয়া প্রদেশের* সাতটি খ্রীষ্ট মণ্ডলীর কাছে আমি
যোহন লিখছি :

ঈশ্বর যিনি আছেন, যিনি ছিলেন ও যিনি আসছেন
এবং তাঁর সিংহাসনের সম্মুখবর্তী সপ্ত আত্মা 5ও যীশু
খ্রীষ্টের কাছ থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের মধ্যে
নেমে আসুক। বিশ্বস্ত সাক্ষী যীশু, যিনি মৃতদের মধ্য
থেকে পুনরুত্থিতদের মধ্যে প্রথম এবং এই পৃথিবীর
রাজাদের শাসনকর্তা; তিনি আমাদের ভালবাসেন এবং
নিজের রক্ত দিয়ে আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করেছেন।
6যীশু আমাদের নিয়ে এক রাজ্য গড়েছেন এবং তাঁর
পিতা ঈশ্বরের সেবার জন্য আমাদের যাজক করেছেন।
যীশুর মহিমা ও পরাক্রম যুগে যুগে হোক্ ! আমেন।

7দেখ, যীশু মেঘ সহকারে আসছেন ! আর প্রত্যেকে
তাঁকে দেখতে পাবে, এমনকি যারা তাঁকে বর্শা* দিয়ে
বিদ্ধ করেছিল, তারাও দেখবে। তখন পৃথিবীর সকল
লোক তাঁর জন্য কান্নায় ভেঙ্গে পড়বে। হ্যাঁ, তাই ঘটবে!
আমেন। 8প্রভু ঈশ্বর বলেন, "আমিই আল্‌ফা ও
ওমিগা;* আমিই সেই সর্বশক্তিমান। আমিই সেই জন
যিনি আছেন, যিনি ছিলেন এবং যিনি আসছেন।"

9আমি যোহন, খ্রীষ্টেতে তোমাদের ভাই। আমরা
একসাথে যীশুতে রয়েছি এবং রাজ্য, ধৈর্য্য ও কষ্ট সহ্য
করায় আমরা সহভাগী। আমি পাটম্* দ্বীপে ছিলাম
কারণ আমি ঈশ্বরের বাক্য এবং যীশুর প্রকাশিত সত্য
প্রচার করেছিলাম। 10আমি প্রভুর দিনে আত্মাবিষ্ট হলাম;
আর পেছন থেকে এক উচ্চস্বর শুনতে পেলাম। মনে
হোল তূরীধ্বনি হচ্ছে। 11ঘোষিত হোল, "তুমি যা দেখছ
তা একটি পুস্তকে লেখ, আর ইফিষ, স্মুর্ণা, পর্গাম,
থুয়াতীরা, সার্দ্দি, ফিলাদিল্‌ফিয়া ও লায়দিকেয়া এই
সাতটি মণ্ডলীর কাছে তা পাঠিয়ে দাও।"

12আমার সঙ্গে কে কথা বলছেন তা দেখার জন্য
আমি পেছন ফিরে তাকালাম এবং দেখলাম, সাতটি
সুবর্ণ দীপাধার। 13সেই দীপাধারগুলির মাঝখানে দাঁড়িয়ে,
"মানবপুত্রের মতো একজন।" পরণে তাঁর লম্বা পোশাক;
আর বুকে জড়ানো সোনালী কটিবন্ধ। 14তাঁর মাথা ও
চুল ছিল পশমের মত—যে পশম তুষারের মত শুভ্র;
তাঁর চোখ ছিল আগুনের শিখার মতো। 15তাঁর পা যেন
আগুনে পোড়ানো উজ্জ্বল পিতল, বন্যার জলকল্লোলের
মতো তাঁর কণ্ঠস্বর। 16তাঁর ডান হাতে সাতটি তারা,
তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত হচ্ছিল এক তীক্ষ্ণ দ্বিধারযুক্ত
তরবারি। পূর্ণ তেজে জ্বলন্ত সূর্যের মত তাঁর রূপ।

17তাঁকে দেখে আমি মরার মতো তাঁর চরণে লুটিয়ে
পড়লাম। তখন তিনি আমার গায়ে তাঁর ডান হাত
রেখে বললেন, "ভয় কোর না! আমি প্রথম ও শেষ।
18আমিই সেই চিরজীবন্ত, আমি মরেছিলাম, আর দেখ:
আমি চিরকাল যুগে যুগে জীবিত আছি! মৃত্যু ও
পাতালের* চাবিগুলি আমি ধরে আছি। 19তাই তুমি যা
যা দেখলে, যা যা এখন ঘটছে আর এরপর যা ঘটবে
তা লিখে নাও। 20আমার ডানহাতে যে সাতটি তারা ও
সাতটি সুবর্ণ দীপাধার দেখলে তাদের গুপ্ত অর্থ হচ্ছে
এই— সাতটি তারা ঐ সাতটি মণ্ডলীর স্বর্গদূত আর
সেই সাতটি দীপাধারের অর্থ সেই সাতটি মণ্ডলী।

ইফিষের মণ্ডলীর কাছে যীশুর পত্র

2 "ইফিষে মণ্ডলীর স্বর্গদূতদের উদ্দেশ্যে লেখ: "যিনি
তাঁর ডান হাতে সাতটি তারা ধরে থাকেন আর
যিনি সাতটি সুবর্ণ দীপাধারের মাঝে যাতায়াত করেন
তিনি বলছেন: 2আমি জানি তুমি কি করেছ। তুমি কঠোর
পরিশ্রম করেছ, ধৈর্য্য সহকারে সহ্য করেছ। তুমি যে দুষ্ট
লোকদের সহ্য করতে পার না তাও আমি জানি। যারা
প্রেরিত নয় অথচ নিজেদের প্রেরিত বলে দাবী করে
তুমি তাদের পরীক্ষা করেছ, আর তারা যে মিথ্যাবাদী
তা জেনেছ। 3আমি জানি তোমার ধৈর্য্য আছে; আর
আমার নামের জন্য দুঃখকষ্ট সহ্য করেছ, ক্লান্ত হয়ে
পড়ো নি।

এশিয়া প্রদেশ এশিয়া মাইনরের পশ্চিম প্রান্ত (বর্তমান তুর্কী)।

বর্শা যখন যীশুকে মারা হয়েছিল তখন তাঁকে পাশ থেকে বর্শা দিয়ে বিদ্ধ করা হয়েছিল।

আমিই ... ওমিগা গ্রীক বর্ণমালার প্রথম এবং শেষ বর্ণ দুটি। আল্‌ফা অর্থ 'আদি', ওমিগা অর্থ 'অন্ত'। দুই-ই ঈশ্বর।

পাটম এশিয়া মাইনরের (বর্তমান তুর্কী) উপকূলবর্তী এইজিয়ান সমুদ্রের একটি ছোট দ্বীপ।

পাতাল পাতাল অর্থাৎ মৃত্যুর পর মানুষ যেখানে যায়।

4"তবু তোমার বিরুদ্ধে আমার এই অভিযোগ আছে:
তোমার যে ভালবাসা প্রথমে ছিল তা তুমি হারিয়ে
ফেলেছ।
5তাই তুমি চিন্তা করে দেখ কোথা থেকে তোমার
পতন হয়েছে। অনুতাপ কর, আর শুরুতে যেসব কাজ
করতে তাতে ফিরে যাও। তুমি যদি অনুতাপ না কর
তবে আমি তোমার কাছে আসব ও তোমার দীপাধারটি
তার স্থান থেকে সরিয়ে দেব। 6কিন্তু একটি গুণ তোমার
আছে, তুমি নীকলায়তীয়দের* কাজ ঘৃণা কর, তাদের
কাজ আমিও ঘৃণা করি।
7"যার শোনার মত কান আছে সে শুনুক আত্মা
মণ্ডলীগুলিকে কি বলছেন। যে বিজয়ী হয় আমি তাকে
জীবন বৃক্ষের ফল খাওয়ার অধিকার দেব। এই বৃক্ষ
রয়েছে ঈশ্বরের বাগানে।

স্মুর্ণার মণ্ডলীর কাছে যীশুর পত্র

8"স্মুর্ণার মণ্ডলীর স্বর্গদূতদের কাছে এই কথা লেখ:
"যিনি আদি ও অন্ত, যিনি মরেছিলেন এবং পুনরায়
জীবিত হলেন, তিনি এই কথা বলছেন : 9আমি তোমার
দুঃখভোগ ও দারিদ্র্যের কথা জানি; কিন্তু সত্যি তুমি
ধনবান! তোমাদের নামে লোকে যে সব মন্দ কথা বলে
তা আমি জানি। সেই সব লোক নিজেদের ইহুদী বলে
কিন্তু সত্যিকারের ইহুদী নয় বরং শয়তানের দলের
লোক। 10তোমাকে যে সমস্ত দুঃখভোগ করতে হবে
তাতে ভয় পেও না। আমি তোমাকে বলছি তোমাদের
পরীক্ষা করার জন্য দিয়াবল তোমাদের কাউকে কাউকে
কারাগারে পুরবে। দশ দিন পর্যন্ত তোমাদের কষ্ট হবে।
যদি মরতে হয় তবু আমার প্রতি বিশ্বস্ত থেকো। যদি
তুমি বিশ্বস্ত থাক তাহলে আমি তোমাকে জীবন-মুকুট
দেব। 11"আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কি বলছেন যার শোনার
মত কান আছে সে শুনুক। যে জয়ী হয়, সে দ্বিতীয়
মৃত্যুর দ্বারা আঘাত পাবে না।

পর্গাম মণ্ডলীর কাছে যীশুর পত্র

12"পর্গাম মণ্ডলীর স্বর্গদূতের কাছে লেখ:
"যাঁর হাতে তীক্ষ্ণ দ্বিধার তরবারি তিনি বলেন:
13আমি জানি তুমি কোথায় বাস করছ। তুমি সেইখানে
বাস করছ, যেখানে শয়তানের সিংহাসন রয়েছে; কিন্তু
আমার প্রতি তুমি বিশ্বস্ত আছ। এমনকি আন্তিপাসের
সময়েও আমার প্রতি তোমার যে বিশ্বাস তা অস্বীকার
করনি। আন্তিপাস আমার এক বিশ্বস্ত সাক্ষী, যে
তোমাদের নগরে নিহত হয়েছিল। তোমাদের নগর
সেইখানে যেখানে শয়তান বাস করে।
14"তবু তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কয়েকটি কথা
বলার আছে। তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোককে তুমি
সহ্য করেছ যারা বিলিয়মের শিক্ষা অনুসারে চলে।
ইস্রায়েলকে কি করে পাপে ফেলা যায় তা বিলিয়ম
শিখিয়েছিল। সেই লোকেরা প্রতিমার সামনে উৎসর্গ
করা খাদ্য খেয়ে ও ব্যভিচার করে পাপ করেছিল। 15হ্যাঁ,
তোমাদের মধ্যেও বেশ কিছু লোক নীকলায়তীয়দের
শিক্ষা অনুসারে চলে। 16তাই বলি, তুমি মন ফিরাও না
হলে আমি শিগ্‌গির তোমার কাছে আসব; আর আমার
মুখের তরবারি দিয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব।
17"আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কি বলছেন যার শোনার
মতো কান আছে সে শুনুক।
"যে জীবনে জয়ী হয়, তাকে আমি গুপ্ত মান্নার
অংশ খেতে দেব এবং আমি তাদের প্রত্যেককে একটি
করে সাদা পাথর দেব। সেই পাথরের ওপর এক নতুন
নাম লেখা আছে; যা অন্য কেউ জানতে পারবে না,
কেবল যে তা পাবে সেই জানতে পারবে।"

থুয়াতীরার মণ্ডলীর কাছে যীশুর পত্র

18"থুয়াতীরাস্থ মণ্ডলীর স্বর্গদূতের কাছে এই কথা
লেখ:
"যিনি ঈশ্বরের পুত্র; যাঁর চোখ আগুনের শিখার
মতো ও যাঁর পা উজ্জ্বল পিতলের মতো, তিনি এই
কথা বলছেন: 19আমি তোমার বিশ্বাস, প্রেম, পরিচর্যা
ও ধৈর্য্যের বিষয় জানি। প্রথমে তুমি যা করেছিলে তার
থেকে এখন যে আরও বেশী কাজ করছ তাও আমি
জানি।
20তবু তোমার বিরুদ্ধে এই আমার অভিযোগ।
ঈষেবল নামে সেই স্ত্রীলোককে তুমি তার ইচ্ছামতো
চলতে দিচ্ছ। সে নিজেকে ভাববাদিনী বলে। সে আমার
লোকদের শিক্ষা দিয়ে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে। ঈষেবল
আমার লোকদের ব্যভিচার করতে ও প্রতিমার কাছে
উৎসর্গ করা বলির মাংস খেতে প্রলোভিত করছে।
21আমি তাকে মন ফিরাবার জন্য সময় দিয়েছিলাম;
কিন্তু সে তার ব্যভিচারের জন্য অনুতাপ করতে চায়
না। 22তাই আমি তাকে রোগশয্যায় ফেলব; আর যারা
তার সঙ্গে ব্যভিচার করছে, তারা যদি তার সঙ্গে করা
পাপ কাজের জন্য অনুতাপ না করে তবে তাদেরকেও
মহাকষ্টের মধ্যে ফেলব।
23আমি তার সন্তানদের ওপর মহামারী এনে তাদের
মেরে ফেলব, তাতে সমস্ত মণ্ডলী জানতে পারবে,
আমিই একজন যে সমস্ত লোকের মন ও হৃদয় সকল
জানি। তোমরা প্রত্যেকে যা করেছ তার প্রতিফল আমি
তোমাদের প্রত্যেককে দেব।
24"থুয়াতীরাতে বাকী লোক, তোমরা যারা তার এই
ভুল শিক্ষার অনুসারী হও নি, লোকে যাকে শয়তানের
নিগূঢ়তত্ত্ব বলে, তা যারা শেখো নি, আমি তোমাদের
ওপর অন্য কোন ভার চাপিয়ে দিচ্ছি না। কেবল এইটুকু
বলি 25যা তোমাদের আছে, তা আমি ফিরে না আসা
পর্যন্ত শক্ত করে ধরে থাক।
26"আর যে জয় করে ও শেষ পর্যন্ত আমার ইচ্ছা
অনুসারে চলে তাকে আমি আমার সমস্ত জাতির ওপরে
কর্তৃত্ব করতে অধিকার দেব।

নীকলায়তীয় নীকলায়তীয় এশিয়া মাইনরের একটি ধর্ম সম্প্রদায়, যারা ভ্রান্ত বিশ্বাস আর ধারণার অনুসারী ছিল। সম্ভবতঃ নীকলায়তীয় নামক কোন ব্যক্তির নামে এই সম্প্রদায়ের নামকরণ করা হয়েছিল।

27'তাতে সে লৌহদণ্ডের দ্বারা তাদের শাসন করবে।
মাটির পাত্র ভাঙ্গার মতো সে তাদের ভেঙ্গে চুরমার
করবে।' *গীতসংহিতা 2:9*

28পিতার কাছ থেকে আমি তেমন ক্ষমতাই পেয়েছি,
আমি তাকে ভোরের তারাও দেব। 29আত্মা
মণ্ডলীগুলিকে কি বলছেন, যার শোনার মত কান আছে
সে শুনুক।

সার্দির মণ্ডলীর কাছে যীশুর পত্র

3 "সার্দিস্থ মণ্ডলীর স্বর্গদূতের কাছে এই কথা লেখ:
"ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা ও সপ্ত তারা যার আছে তিনি
বলেন : আমি জানি তোমার সব কাজের কথা। লোকেরা
বলে তুমি নাকি জীবন্ত, কিন্তু বাস্তবে তুমি মৃত! 2এখন
জাগো। যেটুকু বাকি বিষয় মৃতকল্প হল তাকে শক্তিশালী
কর ; কারণ তোমার কোন কাজ আমার ঈশ্বরের দৃষ্টিতে
সিদ্ধ বলে দেখিনি। 3তাই যে শিক্ষা তুমি পেয়েছ ও
শুনেছ তা মনে রেখো এবং তার বাধ্য হও। তোমার
মন-ফিরাও! তুমি যদি সচেতন না হও, তবে চোর
যেমন আসে সেইরকম হঠাৎ আমি তোমার কাছে এসে
হাজির হব; কোন সময় যে আমি আসব তা তুমি
জানতেও পারবে না। 4যাইহোক, সার্দিতে তবু এমন
কিছু লোক তোমার দলে আছে যারা তাদের বস্ত্র কলুষিত
করে নি, তারা শুভ্র বস্ত্র পরে আমার সঙ্গে চলাফেরা
করবে, কারণ তারা তার যোগ্য। 5যে জয়ী হয়, সে
ঐরকম শুভ্র পোশাক পরবে; আর আমি কোন মতেই
তার নাম জীবন-পুস্তক থেকে মুছে ফেলব না, আমি
স্বীকার করব যে সে আমার। আমার পিতার সামনে ও
তাঁর স্বর্গদূতদের সামনে আমি একথা বলব। 6আত্মা
মণ্ডলীগুলিকে কি বলছেন যার শোনার মতো কান আছে
সে শুনুক।

ফিলাদিল্‌ফিয়ার মণ্ডলীর কাছে যীশুর পত্র

7"ফিলাদিল্‌ফিয়াস্থ মণ্ডলীর স্বর্গদূতদের কাছে লেখ:
"যিনি পবিত্র ও যিনি সত্য তিনি তোমায় একথা
বলছেন। তাঁর কাছে দায়ূদের চাবি আছে; তিনি খুললে
কেউ তা বন্ধ করতে পারে না বা বন্ধ করলে কেউ তা
খুলতে পারে না। তিনিই একথা বলছেন: 8আমি তোমার
সব কাজের কথা জানি। শোন, আমি তোমার সামনে
একটি খোলা দরজা রাখছি, এই দরজা কেউ বন্ধ করতে
পারে না। আমি জানি যদিও তুমি দুর্বল, তবু তুমি
আমার শিক্ষা অনুসারে চলেছ, আর তুমি আমার নাম
অস্বীকার করনি। 9শোন! শয়তানের দলের যে লোকেরা
ইহুদী না হয়েও মিথ্যাভাবে নিজেদের ইহুদী বলে
তাদেরকে আমি তোমার পায়ের সামনে নিয়ে এসে
প্রণাম করাব। আমি তাদের জানাবো যে আমি তোমাকে
ভালবেসেছি। 10কারণ ধৈর্য্য সহকারে সহ্য করবার যে
আদেশ আমি দিয়েছিলাম তা তুমি পালন করেছ। এই
পৃথিবীবাসী লোকদের পরীক্ষার্থে সমস্ত জগতের ওপর
যে মহাকষ্ট ঘনিয়ে আসছে, আমি তোমাকে সেই পরীক্ষার
সময় নিরাপদেই রাখব। পৃথিবীর লোকদের পরীক্ষার
জন্যই এই মহাকষ্ট আসবে।

11"আমি শিগ্‌গির আসছি। তোমার যা আছে তা
ধরে রাখ, যেমন চলছ তেমনি চলতে থাক, যেন কেউ
তোমার বিজয়মুকুট কেড়ে নিতে না পারে। 12যে বিজয়ী
হয় তাকে আমি আমার ঈশ্বরের মন্দিরে স্তম্ভ করব,
আর তাকে কখনও সেই মন্দির থেকে বাইরে যেতে
হবে না। তার ওপর আমি আমরা ঈশ্বরের নাম আর
আমার ঈশ্বরের নগরের নাম লিখব। সেই নগর হল
নতুন জেরুশালেম। সেই নগর ঈশ্বরের কাছ থেকে স্বর্গ
হতে নেমে আসছে। আমার নতুন নামও আমি তার
ওপর লিখে দেব। 13আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কি বলছেন
যার শোনার মত কান আছে সে শুনুক।

লায়দিকেয়াস্থ মণ্ডলীর কাছে যীশুর পত্র

14"লায়দিকেয়াস্থ মণ্ডলীর স্বর্গদূতের কাছে এই কথা
লেখ:
"যিনি আমেন,* যিনি বিশ্বস্ত ও সত্য সাক্ষী, যিনি
ঈশ্বরের সৃষ্টির উৎস তিনি বলেন : 15আমি জানি তুমি
কি করছ, তুমি না ঠাণ্ডা না গরম; তুমি হয় ঠাণ্ডা নয়
গরম হলেই ভাল হত। 16তোমার অবস্থা ঈষদুষ্ণ, না
ঠাণ্ডা না গরম, তাই আমার মুখ থেকে তোমাকে আমি
থু থু করে ফেলে দেব। 17তুমি বল, "আমি ধনবান,
আমি ধনসঞ্চয় করেছি, আমার কিছুরই অভাব নেই",
কিন্তু জান না যে তুমি দুর্দশাগ্রস্ত, করুণার পাত্র, দরিদ্র,
অন্ধ ও উলঙ্গ। 18আমি তোমাকে এক পরামর্শ দিই,
তুমি আমার কাছ থেকে আগুনে নিখাদ করা খাঁটি
সোনা কেনো, যেন প্রকৃত ধনবান হতে পার। আমি
তোমাকে বলছি আমার কাছ থেকে সাদা পোশাক কেনো,
যেন তোমার লজ্জাজনক উলঙ্গতা ঢাকা পড়ে। আমি
তোমাকে চোখে দেখার জন্য মলম কিনতে বলি, তাহলে
তুমি ঠিক দেখতে পাবে।

19"আমি যত লোককে ভালবাসি তাদের সংশোধন
ও শাসন করি। তাই উদ্যোগী হও ও মন-ফিরাও। 20দেখ,
দরজাতে দাঁড়িয়ে আমি ঘা দিই। কেউ যদি আমার
গলা শুনে দরজা খুলে দেয়, তবে আমি তার ঘরের
ভেতরে যাব ও তার সঙ্গে আহারে বসব, আর সেও
আমার সঙ্গে আহার করবে। 21আমি জয়ী হয়ে যেমন
আমার পিতার সঙ্গে তাঁর সিংহাসনে বসেছি; সেইরূপ
যে জয়ী হয়, তাকেও আমি আমার সাথে আমার
সিংহাসনে বসতে দেব। 22আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কি
বলছেন, যার শোনার মতো কান আছে সে শুনুক।"

যোহনের স্বর্গীয় দর্শন

4 এরপর আমি একটি দর্শন পেলাম; আর দেখতে
পেলাম আমার সামনে স্বর্গে একটা দরজা খোলা
রয়েছে। এর আগে যে কণ্ঠস্বর আমার সঙ্গে কথা বলেছিল,

আমেন আমেন শব্দের অর্থ কোন পরম সত্যকে সর্বান্তঃকরণে
সমর্থন করা, কিন্তু এখানে শব্দটিকে যীশুর একটি নাম হিসেবে
ব্যবহার করা হয়েছে।

সেই একই স্বর আর তূরীর আওয়াজ শুনতে পেলাম; তা আমাকে বলছে, "এখানে উঠে এস, এরপর যা কিছু অবশ্যই ঘটবে তা আমি তোমাকে দেখাব।" 2মুহূর্তের মধ্যে আমি আত্মাবিষ্ট হলাম, আমার সামনে স্বর্গে এক সিংহাসন ছিল, সেই সিংহাসনের ওপর একজন বসেছিলেন। 3যিনি সেখানে বসেছিলেন, তাঁর দেহ সূর্যকান্ত ও সার্দীয় মণির মত অত্যুজ্জ্বল। সেই সিংহাসনের চারদিকে পান্নার মতো ঝলমলে মেঘধনুক ছিল। 4সেই সিংহাসনের চারদিকে চব্বিশটি সিংহাসন ছিল। সেইসব সিংহাসনে চব্বিশ জন প্রাচীন* বসেছিলেন, তারা সকলে শুভ্র পোশাক পরেছিলেন; আর তাদের মাথায় সোনার মুকুট ছিল। 5সেই সিংহাসন থেকে বিদ্যুতের ঝলকানি, গুড় গুড় শব্দ ও বজ্রধ্বনি নির্গত হচ্ছিল; আর সেই সিংহাসনের সামনে সাতটি মশাল জ্বলছিল। সাতটি আগুনের মশাল ঈশ্বরের সেই সপ্ত আত্মার প্রতীক; 6আর সেই সিংহাসনের সামনে ছিল কাঁচের মতো সমুদ্র, যা স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ।

সিংহাসনের সামনে এবং সিংহাসনের চারদিকে চারজন প্রাণী ছিল যাদের সামনে ও পেছনে সর্বাঙ্গ চোখে ভরা ছিল। 7প্রথম প্রাণীটি দেখতে সিংহের মতো, দ্বিতীয় প্রাণীটি ষাঁড়ের মতো, তৃতীয় প্রাণীটির মুখ মানুষের মুখের মতো। চতুর্থ প্রাণীটি উড়ন্ত ঈগলের মতো। 8এই চার প্রাণীর প্রত্যেকের ছটি করে পাখা ছিল, সেই প্রাণীগুলির সর্বাঙ্গে ভেতরে ও বাইরে ছিল চোখ, আর তাঁরা দিন-রাত সব সময় বিরত না হয়ে এই কথা বলছিলেন:

"পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, যিনি ছিলেন, যিনি আছেন ও যিনি আসছেন।"

9যিনি সিংহাসনে বসে আছেন সেই জীবন্ত প্রাণীরা তাঁর মহিমা, সম্মান ও ধন্যবাদ কীর্তন করেন। ইনি হলেন সেই চিরজীবি। আর এইরকম ঘটলে প্রত্যেকবার, 10যিনি সিংহাসনে বসে আছেন তাঁর সামনে ঐ চব্বিশজন প্রাচীন ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করেন; আর যিনি চিরজীবি তাঁর উপাসনা করেন আর নিজের নিজের মাথার মুকুট সিংহাসনের সামনে রেখে বলেন:

11"আমাদের প্রভু ও ঈশ্বর! তুমি মহিমা, সম্মান ও পরাক্রম পাবার যোগ্য, কারণ তুমি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছ। তোমার ইচ্ছাতেই সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে ও সব কিছুর অস্তিত্ব আছে।"

5 সিংহাসনে যিনি বসেছিলেন তাঁর ডানহাতে আমি একটি পুস্তক* দেখলাম যার ভেতরে ও বাইরে উভয়দিকে লেখা ও তা সাতটি মোহর দিয়ে সীলমোহর করে বন্ধ করা ছিল। 2আর আমি এক শক্তিমান স্বর্গদূতকে দেখলাম, যিনি চিৎকার করে বলছেন, "এটি খুলতে পারে ও তার সীলমোহরগুলি ভাঙ্গতে পারে কার এমন যোগ্যতা আছে?" 3কিন্তু স্বর্গে, কি পৃথিবীতে, কি পৃথিবীর নীচে কেউ পুস্তকটি না পারল খুলতে, না পারল তার ভেতরে কি আছে তা দেখতে। 4সেই পুস্তকটি খোলবার ও তার ভেতরে দেখবার যোগ্য কাউকে পাওয়া গেল না দেখে আমি অঝোরে কাঁদতে থাকলাম। 5তখন সেই প্রাচীনদের মধ্যে একজন আমাকে বললেন, "তুমি কেঁদো না! দেখ, যিনি যিহূদা বংশের সিংহ, দায়ূদের বংশধর, তিনি বিজয়ী হয়েছেন, তিনি সাতটি সীলমোহর ভাঙ্গার ও পুস্তকটি খোলার যোগ্য হয়েছেন।"

6পরে আমি দেখলাম ঐ সিংহাসনের সামনে চার প্রাণীর সঙ্গে এবং প্রাচীনদের সঙ্গে এক মেষশাবক দাঁড়িয়ে আছেন; সেই মেষশাবককে এমন দেখাচ্ছিল যেন তাকে বধ করা হয়েছে। তাঁর সাতটি শৃঙ্গ ও সাতটি চক্ষু, সেই চক্ষুগুলি হল ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা যাদের পৃথিবীর সর্বত্র পাঠানো হয়েছে। 7এরপর সেই মেষশাবক এসে যিনি সিংহাসনে বসে আছেন তাঁর হাত থেকে সেই পুস্তকটি নিলেন। 8তিনি যখন পুস্তকটি নিলেন, তখন ঐ চারজন প্রাণী ও চব্বিশজন প্রাচীন মেষশাবকের সামনে ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করলেন। তাদের প্রত্যেকের কাছে ছিল একটি করে বীণা ও সোনার বাটিতে সুগন্ধি ধূপ, সেই ধূপ হচ্ছে ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের প্রার্থনাস্বরূপ। 9তাঁরা মেষশাবকের জন্য এক নতুন গীত গাইছিলেন:

"তুমি ঐ পুস্তকটি নেবার ও তার সীলমোহর ভাঙ্গার যোগ্য, কারণ তুমি বলি হয়েছিলে; আর তোমার রক্ত দিয়ে সমস্ত উপজাতি, ভাষা, সম্প্রদায় ও জাতির মধ্য থেকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে লোকদের কিনেছ।

10তুমি তাদের নিয়ে এক রাজ্য গড়েছ ও আমাদের ঈশ্বরের যাজক করেছ আর তারা সমস্ত পৃথিবীতে রাজত্ব করবে।"

11পরে আমি তাকালাম, আর সেই সিংহাসন, জীবন্ত প্রাণী ও প্রাচীনদের চারদিকে অনেক স্বর্গদূতের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। তারা সংখ্যায় লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি। 12তারা উদাত্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন:

"সেই মেষশাবক, যিনি হত হয়েছিলেন, তিনিই পরাক্রম, সম্পদ, বিজ্ঞতা, ক্ষমতা, সম্মান, মহিমা ও প্রশংসা পাবার পরম যোগ্য!"

13পরে আমি স্বর্গে, পৃথিবীতে, পৃথিবীর নিচে ও সমুদ্রের মধ্যে সমস্ত প্রাণী এবং আর যা কিছু সেইসব জায়গাতে ছিল তাদের এই বাণী শুনলাম:

"যিনি সিংহাসনে বসে আছেন তাঁর ও মেষশাবকের প্রতি প্রশংসা, সম্মান, মহিমা ও পরাক্রম যুগে যুগে বর্তুক!"

14সেই চারজন প্রাণী তখন বললেন, "আমেন!" এরপর সেই প্রাচীনেরা মাথা নিচু করে প্রণাম ও উপাসনা করলেন।

চব্বিশ জন প্রাচীন সম্ভবতঃ তারা ইহুদী বারোটি গোষ্ঠীর বারোজন নেতা এবং বারো জন যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিত।

পুস্তক প্রাচীন যুগে লোকেরা লম্বা গুটানো কাগজের বা চামড়ার পুস্তক লেখার জন্য ব্যবহার করত।

6 মেষশাবক যখন সেই সাতটির মধ্যে প্রথম সীলমোহরটি ভেঙ্গে খুললেন, তখন আমি সেই চারজন প্রাণীর মধ্যে একজনকে দেখলাম ও তার মেঘগর্জনের মতো কণ্ঠস্বর শুনলাম। সে বললো, "এস!" 2এরপর আমি দেখলাম, আমার সামনে একটি সাদা রঙের ঘোড়া। তার ওপর যিনি বসে আছেন তার হাতে একটি ধনুক ছিল। তাকে একটা মুকুট পরিয়ে দেওয়া হলে সে যুদ্ধ জয় করতে বিজেতার মত বের হলো।

3মেষশাবক যখন দ্বিতীয় সীলমোহরটি ভাঙ্গলেন তখন আমি সেই প্রাণীদের মধ্যে দ্বিতীয় জনকে বলতে শুনলাম, "এস!" 4তখন আর একটি আগুনের মত লাল রঙের ঘোড়া বের হয়ে এল। সেই ঘোড়াটির ওপর যে বসে আছে তাকে পৃথিবী থেকে শান্তি কেড়ে নেবার ক্ষমতা দেওয়া হল; আর দেওয়া হল সেই ক্ষমতা, যার বলে মানুষেরা পরস্পরকে বধ করবে। তাকে একটা বড় তরবারি দেওয়া হল।

5মেষশাবক যখন তৃতীয় সীলমোহরটি ভাঙ্গলেন, আমি শুনলাম, সেই প্রাণীদের মধ্যে তৃতীয় জন বললেন, "এস!" পরে আমি দেখলাম, একটা কালো ঘোড়া আমার সামনে দাঁড়িয়ে, তার ওপর যে বসে আছে, তার হাতে একটা দাঁড়িপাল্লা। 6এরপর আমি সেই চারজন প্রাণীর মধ্য থেকে স্বরের মত কোন একটা কিছু শুনতে পেলাম। সেই স্বর বলছে, "এক সের গম একজন মজুরের দৈনিক মজুরীর সমান; আর তিন সের যব, একজন মজুরের দৈনিক মজুরীর সমান। অলিভ তেল ও দ্রাক্ষারস নষ্ট কোর না।"

7মেষশাবক যখন চতুর্থ সীলমোহরটি ভাঙ্গলেন, তখন আমি সেই প্রাণীদের মধ্যে চতুর্থ জনকে বলতে শুনলাম, "এস!" 8পরে আমি দেখলাম, একটা পাণ্ডুবর্ণ ঘোড়া আমার সামনে, তার ওপর যে বসে আছে তার নাম "মৃত্যু"; আর পাতাল তার ঠিক পেছনেই আছে। তাকে পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ লোকের ওপরে কর্তৃত্ব করবার ক্ষমতা দেওয়া হল, যেন সে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও হিংস্র পশুদের দিয়ে সকলকে বধ করতে পারে।

9তিনি যখন পঞ্চম সীলমোহরটি ভাঙ্গলেন, তখন আমি যজ্ঞবেদীর নীচে সেইসব আত্মাকে দেখলাম যাদের হত্যা করা হয়েছিল, কারণ তাঁরা ঈশ্বরের বার্তা বিশ্বস্তভাবে প্রচার করেছিলেন এবং তাঁদের সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। 10তাঁরা উচ্চকণ্ঠে বললেন, "পবিত্র ও সত্য প্রভু, যারা আমাদের হত্যা করেছে, পৃথিবীর সেই সমস্ত লোকদের বিচার করতে ও শাস্তি দিতে তুমি আর কতো দেরী করবে?" 11তাঁদের প্রত্যেককে শুভ্র রাজ পোশাক দেওয়া হল এবং আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে বলা হল, কারণ তাঁদের কিছু সহসেবক ভাই ও বোন তখনও ছিলেন যারা তাঁদের মত নিহত হবেন। এই সমস্ত নিধন শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের অপেক্ষা করতে বলা হল।

12পরে আমি যা দেখলাম, তিনি ষষ্ঠ সীলমোহরটি ভাঙ্গলেন। তখন ভীষণ ভূমিকম্প হল। সূর্য কালো শোকবস্ত্রের মত হয়ে গেল; চাঁদ রক্তের মতো লাল হয়ে গেল। 13প্রবল বাতাসে নড়ে গাছ থেকে কাঁচা ডুমুর পড়ে যায়, তেমনি আকাশ থেকে নক্ষত্ররা পৃথিবীতে খসে পড়তে লাগল। 14গোটানো পুস্তকের মতো আকাশমণ্ডল অদৃশ্য হল। সমস্ত পাহাড় ও দ্বীপকে ঠেলে নিজের জায়গা থেকে সরিয়ে দেওয়া হল।

15পৃথিবীর রাজাগণ, সমস্ত অধিপতি, সেনাবাহিনীর অধিনায়করা, ধনবানেরা, শক্তিশালী লোকেরা ও পৃথিবীর সব স্বাধীন লোক এবং সমস্ত দাস গুহার মধ্যে ও পাহাড়গুলির পাথরের মধ্যে নিজেদের লুকালো। 16তারা পর্বত এবং পাহাড়গুলোকে বলতে লাগল, "আমাদের ওপরে চেপে পড় এবং যিনি সিংহাসনে বসে আছেন তাঁর কাছ থেকে এবং মেষশাবকের ক্রোধের হাত থেকে আমাদের লুকাও; 17কারণ তাদের ক্রোধের মহাদিন এসে পড়ল। কার সাধ্য আছে তার সামনে দাঁড়াবার।"

ইস্রায়েলের ১৪৪,০০০ লোক

7 এরপর আমি দেখলাম, পৃথিবীর চার কোণে চারজন স্বর্গদূত দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁরা পৃথিবীর চারটি বায়ুপ্রবাহকে আটকে রেখেছেন, যেন পৃথিবীর বা সমুদ্রের বা গাছের ওপর দিয়ে বাতাস না বয়। 2এরপর আমি আর এক স্বর্গদূতকে পূর্বদিক থেকে উঠে আসতে দেখলাম। তাঁর হাতে ছিল জীবন্ত ঈশ্বরের সীলমোহর। ঈশ্বর যে চারজন স্বর্গদূতকে পৃথিবী ও সমুদ্রে আঘাত করবার ক্ষমতা দিয়েছিলেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে তিনি চিৎকার করে বললেন। 3"দাঁড়াও, আমরা যতক্ষণ না আমাদের ঈশ্বরের দাসদের কপালে মোহর দ্বারা চিহ্ন না দিই, সে পর্যন্ত তোমরা পৃথিবী, সমুদ্র বা গাছের কোন ক্ষতি কোর না।" 4এরপর আমি শুনলাম কত লোকের কপালে চিহ্ন দেওয়া হল। মোট একলক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার লোক। তারা ছিল সমস্ত ইস্রায়েল গোষ্ঠীর ও জাতির।

5	যিহূদা গোষ্ঠীর	12,000
	রূবেণ গোষ্ঠীর	12,000
	গাদ গোষ্ঠীর	12,000
6	আশের গোষ্ঠীর	12,000
	নপ্তালি গোষ্ঠীর	12,000
	মনঃশি গোষ্ঠীর	12,000
7	শিমিয়োন গোষ্ঠীর	12,000
	লেবি গোষ্ঠীর	12,000
	ইষাখর গোষ্ঠীর	12,000
8	সবূলূন গোষ্ঠীর	12,000
	যোষেফ গোষ্ঠীর	12,000
	বিন্যামীন গোষ্ঠীর	12,000

বিশাল জনতা

9এরপর আমি দেখলাম প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক বংশের এবং প্রত্যেক গোষ্ঠীর ও ভাষার অগণিত লোক সেই সিংহাসন ও মেষশাবকের সামনে এসে তারা দাঁড়িয়েছে। তাদের পরণে শুভ্র পোশাক এবং হাতে খেজুর পাতা। 10তারা সকলে চিৎকার করে বলছে,

"যিনি সিংহাসনে বসে আছেন, এই জয় সেই ঈশ্বরের ও মেষশাবকের দান।" 11সমস্ত স্বর্গদূত সিংহাসনের প্রাচীনদের ও চারজন প্রাণীর চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁরা সিংহাসনের সামনে মাথা নিচু করে প্রণাম করলেন ও ঈশ্বরের উপাসনা করতে থাকলেন। 12তাঁরা বললেন, "আমেন! প্রশংসা, মহিমা, প্রজ্ঞা, ধন্যবাদ, সম্মান, পরাক্রম ও ক্ষমতা যুগপর্যায়ের যুগে যুগে আমাদের ঈশ্বরেরই হোক্। আমেন!"

13এরপর সেই প্রাচীনদের মধ্যে একজন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, "শুভ্র পোশাক পরা এই লোকেরা কে, আর এরা সব কোথা থেকে এসেছে?"

14আমি তাঁকে বললাম, "মহাশয়, আপনি জানেন।"

তিনি আমায় বললেন, "এরা সেই লোক যারা মহানির্যাতনের ভেতর দিয়ে এসেছে; আর মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধুয়ে শুচীশুভ্র করেছে। 15এই কারণেই এরা ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে; আর দিন রাত তাঁর মন্দিরে তাঁর উপাসনা করে চলেছে। যিনি সিংহাসনে বসে আছেন, তিনি এদের রক্ষা করবেন। 16এরা আর কখনও ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত হবে না, এদের গায়ে রোদ বা তার প্রখর তাপও লাগবে না। 17কারণ সিংহাসনের ঠিক সামনে যে মেষশাবক আছেন তিনি এদের মেষপালক হবেন, তাদের জীবন জলের প্রস্রবণের কাছে নিয়ে যাবেন আর ঈশ্বর এদের সমস্ত চোখের জল মুছিয়ে দেবেন।"

সপ্তম সীলমোহর

8 তারপর মেষশাবক সপ্তম সীলমোহরটি ভাঙ্গলেন। তখন স্বর্গে প্রায় আধ ঘণ্টার মতো সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। 2তারপর আমি দেখলাম, ঈশ্বরের সামনে যে সাতজন স্বর্গদূত দাঁড়িয়ে থাকেন তাদের হাতে সাতটি তূরী দেওয়া হল। 3পরে আর এক স্বর্গদূত এসে যজ্ঞবেদীর কাছে দাঁড়ালেন; তার হাতে সোনার ধুনুচি। তাকে প্রচুর ধূপ দেওয়া হল, যাতে তিনি তা স্বর্ণ সিংহাসনের সামনে ঈশ্বরের সমস্ত পবিত্র লোকের প্রার্থনার সঙ্গে নিবেদন করতে পারেন। 4ফলে ঈশ্বরের লোকদের প্রার্থনার সঙ্গে স্বর্গদূতের হাত থেকে সেই ধূপের ধোঁয়া ঈশ্বরের সামনে উঠল। 5পরে ঐ স্বর্গদূত ধুনুচি নিয়ে যজ্ঞবেদীর আগুন তাতে ভরে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করলেন। এর ফলে মেঘ গর্জন, উচ্চরব, বিদ্যুৎ চমক ও ভূমিকম্প হল।

সাত স্বর্গদূতের তূরীধ্বনি

6তখন সেই সাতজন স্বর্গদূত তাদের সাতটি তূরী বাজাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

7প্রথম স্বর্গদূত তূরী বাজালেন, তাতে রক্ত মেশানো শিলা ও আগুন পৃথিবীর ওপর বর্ষাল, তাতে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশে আগুন ধরে গেল, ফলে এক-তৃতীয়াংশ গাছপালা ও সমস্ত সবুজ ঘাস পুড়ে গেল।

8দ্বিতীয় স্বর্গদূত তূরী বাজালেন; আর দেখা গেল যেন বিরাট এক জ্বলন্ত পাহাড় সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলা হল; 9তাতে সমুদ্রের এক-তৃতীয়াংশ জল রক্তাক্ত হয়ে গেল ও সামুদ্রিক জীবের এক-তৃতীয়াংশ মারা পড়ল; আর সমুদ্রগামী সমস্ত জাহাজের এক-তৃতীয়াংশ ধ্বংস হয়ে গেল।

10পরে তৃতীয় স্বর্গদূত তূরী বাজালেন, তখন আকাশ থেকে জ্বলন্ত মশালের মতো এক বিরাট নক্ষত্র পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ নদী ও জলের উৎসের ওপর খসে পড়ল। 11সেই নক্ষত্রের নাম নাগদানা* কারণ তা পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ জল তিক্ত করে দিল। এভাবে জল তেতো হওয়ার কারণে অনেক লোক মারা পড়ল।

12এরপর চতুর্থ স্বর্গদূত তূরী বাজালেন আর সূর্যের এক-তৃতীয়াংশ, চন্দ্রের এক-তৃতীয়াংশ এবং সমস্ত নক্ষত্রের এক-তৃতীয়াংশ এমনভাবে ঘা খেল যে তাদের এক-তৃতীয়াংশ অন্ধকার হয়ে গেল। সেইভাবে দিনেরও এক-তৃতীয়াংশ আলোবিহীন হল, আর রাত্রির অবস্থাও একই রকম হল।

13এইসব কিছু দেখতে দেখতে হঠাৎ আমি শুনতে পেলাম আকাশের উঁচু দিয়ে একটা ঈগল পাখি উড়ে যেতে যেতে চিৎকার করে এই কথা বলছে, "সন্তাপ! সন্তাপ! পৃথিবীবাসীদের সন্তাপ! কারণ বাকী তিনজন স্বর্গদূত যখন তূরী বাজাবে তখন সেই সন্তাপ শুরু হবে।"

9 পরে পঞ্চম স্বর্গদূত তূরী বাজালেন, আর আমি দেখলাম স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে একটা তারা খসে পড়ল; আর তারাটাকে অতল কূপ খোলার চাবি দেওয়া হল। 2নক্ষত্রটি অগাধ লোকের কূপটি খুলল। তৎক্ষণাৎ ঐ কূপ থেকে বিরাট অগ্নিকুণ্ডের মধ্য থেকে যেমন ধোঁয়া বের হয় তেমনি ধোঁয়া বের হল। এই ধোঁয়ার জন্য সূর্য ও বায়ুমণ্ডল অন্ধকার হয়ে গেল। 3পরে সেই ধোঁয়া থেকে পঙ্গপালের ঝাঁক বের হয়ে পৃথিবীতে এল; আর পৃথিবীর কাঁকড়া বিছের মধ্যে যে ক্ষমতা থাকে তাদের তা দেওয়া হল। 4পঙ্গপালদের বলা হল যেন তারা ঘাস, চারাগাছ বা পৃথিবীর গাছপালার কোন ক্ষতি না করে, কেবল তাদেরই ক্ষতি করে যাদের কপালে ঈশ্বরের চিহ্ন নেই।

5ঐ লোকেদের মেরে ফেলতে তাদের অনুমতি দেওয়া হল না, কেবল পাঁচ মাস পর্যন্ত তাদের যন্ত্রণা দেবার অনুমতি দেওয়া হল। তাদের যন্ত্রণা কাঁকড়াবিছে কামড়ালে মানুষের যেমন যন্ত্রণা হয় তেমনি হবে। 6তখন মানুষ মরতে চাইলেও মরতে পারবে না। তারা মৃত্যুর আকাঙ্খা করবে; কিন্তু মৃত্যু তাদের কাছ থেকে পালিয়ে যাবে।

7সেই পঙ্গপালদের দেখতে যেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ঘোড়ার মতো। তাদের মাথায় সোনার মুকুটের মতো মুকুট ছিল। তাদের মুখমণ্ডল যেন মানুষের মুখগুলির মতো। 8স্ত্রীলোকের চুলের মতো তাদের মাথার চুল, আর তাদের দাঁত সিংহের দাঁতের মতো। 9বুকে তাদের বর্ম পরা, তা লোহার বর্মের মতো; আর বহু ঘোড়ায়

নাগদানা এক জাতীয় তিক্ত গাছ; এখানে দুঃখের তিক্ততা বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

টানা যুদ্ধের রথ ছুটলে যেমন আওয়াজ হয় তেমনি তাদের ডানার শব্দ। 10তাদের হুলযুক্ত লেজ ছিল কাঁকড়া বিছের মতো। পাঁচ মাস পর্যন্ত তারা মানুষের যে ক্ষতি করবে তার ক্ষমতা ঐ লেজের মধ্যে আছে। 11ঐ পঙ্গপালের রাজা হচ্ছে অগাধ লোকের স্বর্গদূত। ইব্রীয় ভাষায় তার নাম 'আবদ্দোন',* গ্রীক ভাষায় 'আপল্লুয়োন', যার অর্থ বিনাশকারী।

12প্রথম সন্তাপ কাটল, দেখ, এরপর আরও দুটি সন্তাপ আসছে।

13পরে ষষ্ঠ স্বর্গদূত তূরী বাজালে আমি ঈশ্বরের সামনে সোনার যজ্ঞবেদীর যে চারটি শিং এর মধ্য থেকে এক বাণী শুনতে পেলাম, 14সেই কণ্ঠস্বর ষষ্ঠ তূরীধারী স্বর্গদূতকে বললেন, "ইউফ্রেটিস মহানদীর কাছে যে চারজন স্বর্গদূত হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আছেন তাদের মুক্ত কর।" 15তখন পৃথিবীর মানুষের এক-তৃতীয়াংশ ধ্বংস করার জন্য যে চারজন স্বর্গদূতকে সেই বিশেষ মুহূর্ত, দিন, মাস ও বছরের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছিল তাদের মুক্ত করা হল। 16তাদের দলে ছিল বিশ কোটি অশ্বারোহী সৈন্য। আমি তাদের সেই সংখ্যা গুনলাম।

17আমি এক দর্শনের মাধ্যমে সেই ঘোড়াগুলিকে ও তাদের ওপর যারা বসেছিল তাদেরকে এইরকম দেখলাম। তাদের বর্ম ছিল আগুনের মতো লাল, ঘন নীল ও গন্ধকের মতো হলদে রঙের। ঘোড়াগুলির মাথা সিংহের মতো 18তাদের মুখ থেকে তিন আঘাত: আগুন, ধোঁয়া ও গন্ধক বের হচ্ছিল, তার দ্বারা পৃথিবীর মানুষের এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা পড়ল। 19সেই ঘোড়াগুলির আঘাত করার শক্তি তাদের মুখে ও লেজে ছিল। তাদের লেজ সাপের মতো মাথাওয়ালা, তার দ্বারা তারা ক্ষতি করতে পারত। 20এই সব আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও যারা মরল না বাকি সেই লোকেরা নিজেরা নিজের হাতে গড়া বস্তুর থেকে মন-ফিরালো না। তারা ভূতপ্রেত ও সোনা, রূপা, পিতল, পাথর ও কাঠের তৈরী মূর্ত্তি পূজা করা থেকে বিরত হ'ল না— সেইসব মূর্ত্তি, যারা না দেখতে পায়, না শুনতে বা কথা বলতে পারে। 21তারা নরহত্যা, মোহিনীবিদ্যা, ব্যভিচার এবং চুরির জন্য অনুতপ্ত হল না।

স্বর্গদূত এবং একটি ছোট গুটানো পুস্তক

10 পরে আমি একজন শক্তিশালী স্বর্গদূতকে স্বর্গ থেকে নেমে আসতে দেখলাম। তিনি একখণ্ড মেঘকে পোশাকের মতো পরেছিলেন, আর তাঁর মাথার চারদিকে মেঘধনুক ছিল। তাঁর মুখ সূর্যের মতো, আর পা আগুনের থামের মতো। 2তাঁর হাতে ছিল একটি খোলা পুস্তক। তিনি তাঁর ডান পা'টি সমুদ্রের ওপরে আর বাঁ পা'টি স্থলে রাখলেন; 3আর সিংহ গর্জনের মতো হুঙ্কার ছাড়লেন। স্বর্গদূতের গর্জনের পর সপ্ত বজ্রধ্বনি হুঙ্কার করে উঠল। 4যখন সপ্ত বজ্রধ্বনি কথা বলল তখন আমি তা লিখতে চাইলাম; কিন্তু স্বর্গ থেকে এক স্বর বলল, "তুমি লিখো না। বজ্র যা বলছে তা গোপন রাখ।"

5পরে সেই স্বর্গদূত যাকে আমি সমুদ্রের ওপরে এবং স্থলের ওপরে পা রেখে দাঁড়াতে দেখেছিলাম, স্বর্গের দিকে তাঁর ডান হাতটি ওঠালেন; 6আর যিনি যুগে যুগে জীবন্ত, যিনি আকাশ, পৃথিবী ও সমুদ্র ও এই সবের মধ্যে যা কিছু আছে তার সৃষ্টিকর্তা, তাঁর নামে এই শপথ করে বললেন, "আর দেরী হবে না! 7যখন সপ্তম স্বর্গদূতের তূরী বাজানোর সময় আসবে তখন ঈশ্বরের সেই নিগূঢ় পরিকল্পনা পরিপূর্ণ হবে। এ সেই সুসমাচারের পরিকল্পনা যা ঈশ্বর তাঁর ভাববাদী ও দাসদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন।"

8এরপর স্বর্গ থেকে সেই রব আমি আবার শুনতে পেলাম। সেই রব আমাকে বলল, "যাও, স্বর্গদূতের হাত থেকে খোলা পুস্তকটি নাও।" এই সেই স্বর্গদূত যিনি সমুদ্র ও স্থলের ওপর পা রেখে দাঁড়িয়েছিলেন।"

9তখন আমি সেই স্বর্গদূতের কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম, ঐ ছোট্ট পুস্তকখানি আমায় দিন। তিনি আমায় বললেন, "নাও, খেয়ে ফেল। এটা তোমার পেটে গিয়ে তিক্ত হবে; কিন্তু মুখে মধুর মতো মিষ্টি লাগবে।" 10তখন আমি স্বর্গদূতের হাত থেকে সেটি নিয়ে খেয়ে ফেললাম, তা মুখে মধুর মতো মিষ্টি লাগল; কিন্তু খাওয়ার পর আমার পাকস্থলী তিক্ততায় ভরে গেল। 11তিনি আমাকে বললেন, "অনেক লোক, জাতি, ভাষা এবং রাজাদের সম্বন্ধে তোমাকে আবার ভাববাণী করতে হবে।"

দুই সাক্ষী

11 এরপর আমাকে বেড়ানোর লাঠির মতো একটি মাপকাঠি দেওয়া হল। একজন বললেন, "ওঠ, ঈশ্বরের মন্দির ও যজ্ঞবেদীর পরিমাপ কর আর তার মধ্যে যারা উপাসনা করছে তাদের সংখ্যা গণনা কর। 2কিন্তু মন্দিরের বাইরের প্রাঙ্গণের কোন মাপ নিও না, কারণ তা অইহুদীদের দেওয়া হয়েছে। বিয়াল্লিশ মাস ধরে তারা সেই পবিত্র নগরটি পায়ে দলবে। 3আমি আমার দু'জন সাক্ষীকে ক্ষমতা দেব, তাঁরা বারশো ষাট দিন পর্যন্ত ভাববাণী বলবেন।" 4সেই দু'জন সাক্ষী হলেন দু'টি জলপাই গাছ ও দুটি দীপাধার, যারা পৃথিবীর প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। 5যদি কেউ তাদের ক্ষতি করতে চায়, তবে ঐ সাক্ষীদের মুখ থেকে আগুন বেরিয়ে এসে তাঁদের শত্রুদের গ্রাস করবে, যে কেউ তাঁদের ক্ষতি করতে চাইবে তাদেরও এইভাবে মরতে হবে। 6আকাশ রুদ্ধ করে দেবার ক্ষমতা তাঁদের আছে, যেন ভাববাণী বলার সময় বৃষ্টি না হয়; আর জল রক্তে পরিণত করবার ও পৃথিবীর বুকে সব রকমের মহামারী যতবার ইচ্ছা ততবার পাঠাবার ক্ষমতা তাঁদের আছে।

7তাঁদের সাক্ষ্যদান শেষ হলে, যে পশু পাতালের অতলস্পর্শী কূপ থেকে উঠে আসবে সে তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, আর যুদ্ধে তাদের হারিয়ে দিয়ে হত্যা করবে। 8তাদের মৃত দেহগুলি সেই মহানগরের রাস্তার

আবদ্দোন ইব্রীয় ভাষায় বিনাশের জায়গা।

ওপরে পড়ে থাকবে, এ সেই নগর যাকে আত্মিক অর্থে সদোম ও মিশর বলে; আর এই নগরেই তাঁদের প্রভু ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিলেন। 9লোকেরা তাঁদের কবর দিতে অনুমতি দেবে না। সমস্ত উপজাতি, সম্প্রদায়, ভাষাভাষী ও জাতির লোকেরা জড়ো হয়ে সাড়ে তিন দিন ধরে তাদের শব দেখতে থাকবে। 10পৃথিবীর লোকেরা আনন্দিত হবে, কারণ ঐ দুজনের মৃত্যু হয়েছে। তারা আমোদ-প্রমোদ করবে, পরস্পরকে উপহার পাঠাবে, কারণ এই দুজন ভাববাদী পৃথিবীর লোকেদের অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন।

11এরপর সেই সাড়ে তিন দিন শেষ হলে ঈশ্বরের কাছ থেকে জীবনের আত্মা তাঁদের মধ্যে প্রবেশ করল, আর তাঁরা উঠে দাঁড়ালেন। যারা তাদের দেখল তাদের মধ্যে প্রচণ্ড ভয়ের সঞ্চার হল। 12সেই দু'জন ভাববাদী স্বর্গ থেকে এক রব শুনলেন, "এখানে উঠে এস!" তখন তাঁরা মেঘের মধ্য দিয়ে স্বর্গে উঠে গেলেন; আর তাঁদের শত্রুরা তাদেরকে যেতে দেখল।

13সেই মুহূর্তে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হল, তার ফলে শহরের দশভাগের একভাগ ধ্বংস হয়ে গেল, এবং সাত হাজার লোক মারা পড়ল। যারা বাকি রইল তারা সকলে প্রচণ্ড ভয় পেল ও স্বর্গের ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করল। 14দ্বিতীয় সন্তাপ কাটল, দেখ, তৃতীয় সন্তাপ শিগ্‌গির আসছে।

সপ্তম তূরী ধ্বনি

15এরপর সপ্তম স্বর্গদূত তূরী বাজালেন, তখন স্বর্গে কারা যেন উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠল:

"জগতের উপর শাসন করবার ভার এখন
আমাদের প্রভুর ও তাঁর খ্রীষ্টের হল; আর তিনি
যুগপর্যায়ে যুগে যুগে রাজত্ব করবেন।"

16পরে সেই চব্বিশ জন প্রাচীন, যারা ঈশ্বরের সামনে নিজেদের সিংহাসনে বসে থাকেন, তাঁরা উপুড় হয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করলেন। 17তাঁরা বললেন:

"প্রভু ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান যিনি আছেন ও ছিলেন।
আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই; কারণ তুমি নিজ
পরাক্রম ব্যবহার করেছ এবং রাজত্ব করতে শুরু
করেছ।
18জগতের জাতিবৃন্দ তোমার ওপর ক্রুদ্ধ ছিল;
কিন্তু এখন তোমার ক্রোধ তাদের উপর উপস্থিত হল।
মৃত লোকদের বিচারের সময় হয়েছে; আর তোমার
ভাববাদী, যারা তোমার দাস, যারা তোমার লোক, ক্ষুদ্র
এবং গুরুত্বপূর্ণ সব লোক যারা তোমাকে শ্রদ্ধা করেন,
তাদেরকে পুরস্কার দেওয়ার সময় হয়েছে। যারা
পৃথিবীকে ধ্বংস করছে তাদের ধ্বংস করবার সময়
হয়েছে!"

19পরে স্বর্গে ঈশ্বরের মন্দিরের দরজা উন্মুক্ত হলে মন্দিরের মধ্যে তাঁর চুক্তির সিন্দুকটি দেখা গেল, বিদ্যুত চমকালো, গুড় গুড় শব্দ, বজ্রপাত, ভূমিকম্প ও প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি হল।

একটি স্ত্রীলোক এবং বিশাল নাগ

12 তারপর স্বর্গে এক মহৎ ও বিস্ময়কর সঙ্কেত দেখা গেল। একটি স্ত্রীলোককে দেখা গেল, সূর্য যার বসন, যার পায়ের নীচে ছিল চাঁদ, আর বারোটি নক্ষত্রের এক মুকুট তার মাথায়। 2স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী, প্রসব বেদনায় সে চিৎকার করছিল। 3এরপর স্বর্গে আর এক নিদর্শন দেখা দিল, এক প্রকাণ্ড নাগ দেখা গেল, যার রঙ ছিল লাল, তার সাতটি মাথা, দশটি শিং, আর সাতটি মাথায় সাতটি মুকুট। 4সে তার লেজ দিয়ে আকাশের এক-তৃতীয়াংশ নক্ষত্র টেনে নামিয়ে এনে পৃথিবীর ওপর ফেলল। যে স্ত্রীলোকটি সন্তান প্রসব করার অপেক্ষায় ছিল, সেই নাগটি তার সামনে দাঁড়াল, যেন স্ত্রীলোকটি সন্তান প্রসব করার সঙ্গে সঙ্গে সে তার সন্তানকে গ্রাস করতে পারে। 5স্ত্রীলোকটি এক পুত্র সন্তান প্রসব করল, যিনি লৌহ দণ্ড দিয়ে সমস্ত জাতিকে শাসন করবেন। তার সন্তানকে ঈশ্বরের সিংহাসনের কাছে নিয়ে যাওয়া হল; 6আর সেই স্ত্রীলোকটি প্রান্তরে পালিয়ে গেল, সেখানে ঈশ্বর তার জন্য একটি স্থান প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, সেখানে সে বারশো ষাট দিন পর্যন্ত প্রতিপালিতা হবে।

7এরপর স্বর্গে এক যুদ্ধ বেধে গেল। মীখায়েল ও তার অধীনে অন্যান্য স্বর্গদূতরা সেই নাগের সঙ্গে যুদ্ধ করল। সেই নাগও তার অপদূতদের সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগল; 8কিন্তু সাপ যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না, তাই তারা স্বর্গের স্থান হারালো। 9সেই বিরাট নাগকে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে ছুঁড়ে ফেলা হল। এই বিরাট নাগ হল সেই পুরানো নাগ যাকে দিয়াবল বা শয়তান বলা হয়, সে সমগ্র জগতকে ভ্রান্ত পথে নিয়ে যায়। সেই নাগ ও তার সঙ্গী অপদূতদের পৃথিবীতে ছুঁড়ে ফেলা হল। 10তখন আমি স্বর্গে এক উচ্চস্বর শুনতে পেলাম, "এখন আমাদের ঈশ্বরের জয়, পরাক্রম, রাজত্ব, ধ্বনি ও তাঁর খ্রীষ্টের কর্তৃত্ব এসে পড়েছে। এসবই সম্ভব হয়েছে কারণ আমাদের ভাইদের বিরুদ্ধে যে দোষারোপকারী, তাকে নীচে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। সে দিন রাত আমাদের ঈশ্বরের সামনে তাদের নামে দোষারোপ করত।

11তারা মেষশাবকের রক্তে ও নিজের নিজের সাক্ষ্য দ্বারা সেই নাগকে পরাস্ত করেছে। তারা নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে খ্রীষ্টের জন্য মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত ছিল। 12তাই স্বর্গ এবং সেখানে বসবাসকারী তোমরা সকলে আনন্দ কর! কিন্তু পৃথিবী ও সমুদ্রের কি দুর্দশাই না হবে, কারণ দিয়াবল তোমাদের কাছে নেমে এসেছে। সে রাগে ফুঁসছে, কারণ সে জানে যে তার আর বেশী সময় বাকী নেই।"

13পরে ঐ নাগ যখন দেখল যে পৃথিবীতে তাকে ছুঁড়ে ফেলা হল, তখন যে স্ত্রীলোকটি পুত্র প্রসব করেছিল, সেই স্ত্রীলোকটির পেছনে সে তাড়া করতে ছুটল। 14কিন্তু সেই স্ত্রীলোকটিকে খুব বড় ঈগলের দুটি ডানা দেওয়া হল, যেন যে প্রান্তর তার জন্য নির্দিষ্ট সেই স্থানে সে উড়ে যেতে পারে; যেখানে সে ঐ নাগের দৃষ্টি থেকে

দূরে সাড়ে তিন বছর পর্যন্ত নিরাপদে প্রতিপালিতা হবে।

15তখন সেই নাগ স্ত্রীলোকটিকে লক্ষ্য করে তার মুখ থেকে নদীর জলের মতো জলপ্রবাহ বের করল। সেই জল বন্যার মতো ধেয়ে এল যেন তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। 16কিন্তু পৃথিবী সেই স্ত্রীলোকটিকে সাহায্য করল; পৃথিবী তার মুখ খুলে নাগের মুখ থেকে নির্গত জল টেনে নিল। 17তখন সেই নাগ স্ত্রীলোকের ওপর রেগে গিয়ে ঈশ্বরের আদেশ পালনকারী ও যীশুর সত্য শিক্ষা সকল ধারণকারী তাঁর বাকি সব সন্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেল;

18আর সেই নাগ সমুদ্রের তীরে বালুকার ওপর গিয়ে দাঁড়াল।

দু'টি পশু

13 এরপর আমি দেখলাম সমুদ্রের মধ্য থেকে একটা পশু উঠে আসছে, তার দশটা শিং ও সাতটা মাথা; আর তার সেই দশটা শিং-এর প্রত্যেকটাতে মুকুট পরানো আছে। তার প্রতিটি মাথার ওপর ঈশ্বরের নিন্দাসূচক বিভিন্ন নাম। 2যে পশুটিকে আমি দেখলাম, তাকে দেখতে একটা চিতা বাঘের মতো। তার পা ভাল্লুকের মতো, তার মুখটা সিংহের মুখের মতো। সমুদ্র তীরের সেই নাগ তার নিজের ক্ষমতা, তার নিজের সিংহাসন ও মহাকর্তৃত্ব এই পশুকে দিল। 3আমি লক্ষ্য করলাম যে তার একটি মাথায় যেন এক মৃত্যুজনক ক্ষত রয়েছে; কিন্তু সেই মৃত্যুজনক ক্ষতটিকে সারিয়ে তোলা হল। এই দেখে সমস্ত জগতের লোক আশ্চর্য হয়ে গেল; আর তারা সেই পশুর অনুসরণ করল। 4ঐ পশুকে এমন ক্ষমতা দেবার জন্য লোকেরা সেই নাগের আরাধনা করতে লাগল। তারা সেই পশুরও আরাধনা করে বলল, "এই পশুর মতো আর কে আছে, কেই বা এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম?"

5গর্ব করার ও ঈশ্বর নিন্দা করার জন্য সেই পশুটিকে অনুমতি দেওয়া হল। বিয়াল্লিশ মাস ধরে এই কাজ করার ক্ষমতা তাকে দেওয়া হল। 6তাতে সে ঈশ্বরের অপমান করতে শুরু করল, ঈশ্বরের নামের, তাঁর বাসস্থানের আর স্বর্গবাসী সকলের নিন্দা করতে লাগল। 7ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ও তাদের পরাস্ত করবার ক্ষমতা তাকে দেওয়া হল; আর জগতের সমস্ত বংশ, লোকসমাজ, ভাষা ও জাতির ওপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতাও তাকে দেওয়া হল। 8পৃথিবীর সমস্ত মানুষ, যাদের নাম জগত সৃষ্টির আগে থেকে সেই উৎসর্গীকৃত মেষশাবকের জীবন-পুস্তকে লেখা হয়নি, তারা সকলে ঐ পশুর ভজনা করবে। এই সেই মেষশাবক যিনি হত হয়েছিলেন।

9যার কান আছে সে শুনুক :

10বন্দী হবার জন্য যে নিরুপিত তাকে বন্দী হতে হবে, যদি তরবারির আঘাতে হত হওয়া কারও জন্য নির্ধারিত থাকে তবে তাকে তরবারির আঘাতে হত হতে হবে।

এর অর্থ ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের ধৈর্য্য ও বিশ্বাস অবশ্যই থাকবে।

11এরপর আমি পৃথিবীর মধ্য থেকে আর একটি পশুকে উঠে আসতে দেখলাম, মেষশাবকের মতো তার দুটি শিং ছিল, কিন্তু সে নাগের মত কথা বলত। 12সে ঐ প্রথম পশুটির সমস্ত কর্তৃত্ব প্রথম পশুর উপস্থিতিতে প্রয়োগ করল এবং সেই শক্তি বলে বিশ্বের সকল লোককে প্রথম পশুটির আরাধনা করতে বাধ্য করল, যার মাথার ক্ষত সেরে গিয়েছিল। 13দ্বিতীয় পশুটি মহাঅলৌকিক সব কাজ করতে লাগল, এমন কি সকলের চোখের সামনে আকাশ থেকে পৃথিবীতে আগুন নামাল। 14এইভাবে সে প্রথম পশুর সেবার্থে তাকে প্রদত্ত শক্তির বলে অলৌকিক কাজ করে পৃথিবীবাসীদের ঠকাল। সে পৃথিবীর লোকদের বলল, যে পশু তরবারির আঘাতে আহত হয়েও বেঁচে উঠেছে, তার সম্মানার্থে এক মূর্তি গড়।

15একে এমন ক্ষমতা দেওয়া হল যাতে সে প্রথম পশুর প্রতিমার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করতে পারে, যেন সেই প্রতিমা কথা বলতে পারে ও যে সেই পশুর প্রতিমার আরাধনা না করে তাকে হত্যা করার আদেশ দেয়। 16এই পশু কি ক্ষুদ্র, কি মহান, ধনী ও দরিদ্র, স্বাধীন ও ক্রীতদাস, সকলকে তাদের ডানহাতে অথবা কপালে এক বিশেষ চিহ্নের ছাপ নিতে বাধ্য করাল। 17যাদের পশুর নামের ছাপ বা সংখ্যাসূচক ছাপ ছিল না তারা কেনা বেচার অধিকার হারাল। 18যে বুদ্ধিমান সে ঐ পশুর সংখ্যা গণনা করুক। এর জন্য বিজ্ঞতার প্রয়োজন। ঐ সংখ্যাটি একটি মানুষের নামের সংখ্যা আর সেই সংখ্যা হচ্ছে 666।

মুক্তির গীত

14 এরপর আমি সিয়োন পর্বতের ওপর এক মেষশাবককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে 1,44,000 জন লোক। তাদের প্রত্যেকের কপালে তাঁর নাম ও তাঁর পিতার নাম লিখিত। 2পরে আমি স্বর্গ থেকে শুনতে পেলাম প্রবল জলকল্লোলের মতো, প্রচণ্ড মেঘগর্জনের মতো এক কণ্ঠস্বর; যে স্বর আমি শুনলাম তাতে মনে হল যেন বীণাবাদকদল তাঁদের বীণা বাজাচ্ছেন। 3তাঁরা সকলে সিংহাসনের সামনে ও সেই চারজন প্রাণী ও প্রাচীনদের সামনে এক নতুন গীত গাইছিলেন। পৃথিবী থেকে যাদেরকে মূল্য দিয়ে কেনা হয়েছিল সেই 1,44,000 জন লোক ছাড়া আর অন্য কেউই সেই গান শিখতে পারল না। 4এই 1,44,000 জন লোক হলেন তাঁরা যারা স্ত্রীলোকদের সংসর্গে নিজেদের কলুষিত করেন নি, কারণ তাঁরা খাঁটি। তাঁরা মেষশাবক যেখানে যান সেখানেই তাঁকে অনুসরণ করেন। পৃথিবীর লোকদের মধ্য থেকে এই 1,44,000 জন লোককে মুক্ত করা হয়েছে। ঈশ্বর ও মেষশাবকের উদ্দেশ্যে তাঁরা মনুষ্যদের মধ্য থেকে অগ্রিমাংশরূপে গৃহীত হয়েছেন। 5তাঁদের মুখে কোন মিথ্যা কথা পাওয়া যায় নি। তাঁরা নির্দোষ।

তিনজন স্বর্গদূত

6পরে আমি আর একজন স্বর্গদূতকে আকাশপথে
উড়ে যেতে দেখলাম। পৃথিবীবাসী লোকদের কাছে,
পৃথিবীর সকল জাতি, উপজাতি, ভাষাভাষী লোকের
কাছে ঘোষণা করার জন্য এই স্বর্গদূতের কাছে ছিল
অনন্তকালীন সুসমাচার। 7স্বর্গদূত উদাত্ত কণ্ঠে এই কথা
বললেন, "ঈশ্বরকে ভয় করো ও তাঁর প্রশংসা করো,
কারণ সময় এসেছে যখন ঈশ্বর সমস্ত লোকদের বিচার
করবেন। যিনি স্বর্গ, পৃথিবী, সমুদ্র ও সমস্ত জলের
উৎস সৃষ্টি করেছেন, সেই ঈশ্বরেরই উপাসনা করো।"

8এরপর প্রথম স্বর্গদূতদের পিছন পিছন দ্বিতীয়
স্বর্গদূত উড়ে এসে বললেন, "পতন হল! মহানগরী
বাবিলের পতন হল! সে সমস্ত জাতিকে ঈশ্বরের
ক্রোধের ও তার ব্যভিচারের মদিরা পান করিয়েছে।"

9এরপর ঐ দুজন স্বর্গদূতের পেছনে আর এক স্বর্গদূত
এসে চিৎকার করে বললেন, "যদি কেউ সেই পশু ও
তার প্রতিমার আরাধনা করে আর কপালে কি হাতে
তার ছাপধারণ করে 10তবে সেও ঈশ্বরের সেই রোষ
মদিরা পান করবে, যা ঈশ্বরের ক্রোধের পাত্রে অমিশ্রিত
অবস্থায় ঢালা হচ্ছে। পবিত্র স্বর্গদূতদের ও মেষশাবকের
সামনে জ্বলন্ত গন্ধকে ও আগুনে পড়ে তাকে কি নিদারুণ
যন্ত্রণাই না পেতে হবে। 11তাদের যন্ত্রণার ধোঁয়া
যুগপর্যায়ে যুগে যুগে উপরে উঠতে থাকবে। যারা সেই
পশু ও তার মূর্ত্তির আরাধনা করে অথবা যে কেউ তার
নামের ছাপ ধারণ করে, তারা দিনে কি রাতে কখনও
বিশ্রাম পাবে না।" 12এখানেই ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের
ধৈর্য্যের প্রয়োজন, যারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করবে ও
যীশুর প্রতি বিশ্বাসে স্থির থাকবে। 13এরপর আমি স্বর্গ
থেকে রব শুনলাম। "তুমি এই কথা লেখ: এখন থেকে
মৃত লোকেরা ধন্য, যারা প্রভুর সঙ্গে যুক্ত থেকে মৃত্যুবরণ
করেছে।"

আত্মা একথা বলছেন, "হ্যাঁ এ সত্য। তারা তাদের
কঠোর পরিশ্রম থেকে বিশ্রাম লাভ করবে, কারণ তাদের
সব সৎকর্ম তাদের অনুসরণ করে।"

পৃথিবীর শস্য কর্তন

14পরে আমি তাকিয়ে দেখলাম, আমার সামনে
একখণ্ড সাদা মেঘ। সেই মেঘের ওপর মানবপুত্রের*
মতো একজন বসে আছেন। তাঁর মাথায় সোনার মুকুট
ও তার হাতে একটা ধারালো কাস্তে। 15এরপর মন্দির
থেকে আর এক স্বর্গদূত বের হয়ে এলেন। যিনি মেঘের
ওপরে বসে আছেন তাঁকে তিনি বললেন, "আপনার
কাস্তে লাগান ও শস্য সংগ্রহ করুন, কারণ শস্য সংগ্রহের
সময় এসেছে। পৃথিবীর সব শস্য পেকেছে।" 16তাই
যিনি সেই মেঘের উপর বসেছিলেন তিনি পৃথিবীর
উপর কাস্তে চালালেন আর পৃথিবীর ফসল তোলা হল।

17এরপর স্বর্গের মন্দির থেকে আর একজন স্বর্গদূত
বেরিয়ে এলেন। এই স্বর্গদূতের হাতে এক ধারালো
কাস্তে ছিল, 18আর যজ্ঞবেদী থেকে অন্য এক স্বর্গদূত
বের হয়ে এলেন, যার আগুনের ওপরে কর্তৃত্ব করার
ক্ষমতা ছিল। তিনি ঐ ধারালো কাস্তে হাতে যে স্বর্গদূত
ছিলেন তার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে এই কথা বললেন,
"তোমার ধারালো কাস্তে লাগাও, পৃথিবীর সমস্ত
দ্রাক্ষাক্ষেতের দ্রাক্ষার থোকাগুলি কাট, কারণ সমস্ত
দ্রাক্ষা পেকে গেছে।" 19তখন সেই স্বর্গদূত পৃথিবীর
ওপর কাস্তে চালিয়ে পৃথিবীর সমস্ত দ্রাক্ষা সংগ্রহ করে
ঈশ্বরের ক্রোধের মাড়াইকলে ঢেলে দিলেন। 20নগরের
বাইরে মাড়াইকলে দ্রাক্ষাগুলি মাড়াই করা হলে পরে
সেই মাড়াইকল থেকে রক্ত বের হল। সেই রক্ত উচ্চতায়
ঘোড়ার এক বলগা পর্যন্ত এবং দূরত্বে 200 মাইল
প্রবাহিত হল।

শেষ আঘাতের স্বর্গদূতগণ

15 পরে আমি স্বর্গে আর একটি মহৎ ও বিস্ময়কর
চিহ্ন দেখলাম। সপ্তম স্বর্গদূতকে সপ্ত আঘাত
নিয়ে আসতে দেখলাম। এগুলিই শেষতম আঘাত।
এই আঘাতগুলির দ্বারা ঈশ্বরের মহাক্রোধের অবসান
হবে।

2এরপর আমি অগ্নিমিশ্রিত কাঁচের সমুদ্রের মত কিছু
একটা দেখলাম। যারা সেই পশু, তার মূর্ত্তি ও তার
নামের সংখ্যাকে জয় করেছে তারা ঈশ্বরের দেওয়া
বীণা হাতে ধরে সেই কাঁচের সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে
ছিল। 3তারা ঈশ্বরের দাস মোশির গীত ও মেষশাবকের
গীত গাইছিল:

"হে প্রভু ঈশ্বর ও সর্বশক্তিমান, মহৎ ও আশ্চর্য
তোমার ক্রিয়া সকল, হে জাতিবৃন্দের রাজন্! ন্যায্য ও
সত্য তোমার পথ সকল।

4হে প্রভু, কে না তোমার নামের প্রশংসা করবে?
কারণ তুমিই একমাত্র পবিত্র। সমস্ত জাতি তোমার
সামনে এসে তোমার উপাসনা করবে, কারণ তোমার
ন্যায়সঙ্গত কাজ প্রকাশিত হয়েছে।"

5এরপর আমি স্বর্গের মন্দির দেখলাম ঈশ্বরের পবিত্র
উপস্থিতির তাঁবু, মন্দিরটি খোলা ছিল। 6সেই সপ্তম
স্বর্গদূতগণ যাদের ওপর শেষ সাতটি হানবার ক্ষমতা
দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা সেই মন্দির থেকে বের হয়ে
এলেন। তাঁরা শুচি শুভ্র মসীনার পোশাক পরিহিত তাঁদের
বুকে সোনার ফিতে বাঁধা। 7পরে সেই চার প্রাণীর মধ্য
থেকে একজন ঐ সাতজন স্বর্গদূতদের হাতে একে
একে তুলে দিলেন সাতটি সোনার বাটি, সেগুলি
যুগপর্যায়ে যুগে যুগে জীবন্ত ঈশ্বরের রোষে পরিপূর্ণ।
8তাতে ঈশ্বরের মহিমা ও পরাক্রম হতে উৎপন্ন ধোঁয়ায়
মন্দিরটি পরিপূর্ণ হল। আর সেই সপ্ত স্বর্গদূতদের সপ্ত
আঘাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ মন্দিরের মধ্যে
প্রবেশ করতে পারল না।

ঈশ্বরের ক্রোধপূর্ণ পাত্রসকল

16 তখন আমি মন্দির থেকে এক উদাত্ত কণ্ঠস্বর
শুনতে পেলাম, তা ঐ সাতজন স্বর্গদূতকে বলছে,

মানবপুত্র দানি 7:13-14; যীশু নিজের জন্য প্রায় এই নাম ব্যবহার করতেন।

"যাও, ঈশ্বরের রোষের সেই সাতটি বাটি পৃথিবীতে ঢেলে দাও।"

2তখন প্রথম স্বর্গদূত গিয়ে পৃথিবীর ওপরে তাঁর বাটিটি ঢেলে দিলেন, তাতে যারা সেই পশুর ছাপ ধারণ করেছিল, যারা তার মূর্ত্তির উপাসনা করেছিল তাদের গায়ে এক কুৎসিত বেদনাদায়ক ঘা দেখা দিল।

3এরপর দ্বিতীয় স্বর্গদূত তাঁর বাটিটি সমুদ্রের উপর ঢেলে দিলেন। তাতে সমুদ্রের জল মৃত লোকের রক্তের মতো হয়ে গেল, আর তাতে সমুদ্রের মধ্যে যত জীবন্ত প্রাণী ছিল সবই মারা পড়ল।

4এরপর তৃতীয় স্বর্গদূত তাঁর বাটিটি পৃথিবীর নদনদী ও জলের উৎসে ঢেলে দিলেন, তাতে সব জল রক্ত হয়ে গেল। 5তখন আমি জল সমূহের স্বর্গদূতকে বলতে শুনলাম:

"তুমি আছ ও ছিলে, তুমিই পবিত্র, তুমি ন্যায়পরায়ণ কারণ তুমি এইসব বিষয়ের বিচার করেছ।

6ওরা পবিত্র লোকদের ও ভাববাদীদের রক্তপাত করেছে; আর তার প্রতিফলস্বরূপ আজ তুমিও এই সব লোককে রক্তপান করতে দিয়েছ, এটাই এদের প্রাপ্য।"

7তখন আমি যজ্ঞবেদীকে বলতে শুনলাম,

"হ্যাঁ, প্রভু ঈশ্বর যিনি সর্বশক্তিমান, তোমার বিচার সত্য ও ন্যায়সঙ্গত।"

8পরে চতুর্থ স্বর্গদূত সূর্যের ওপরে তাঁর বাটিটি ঢেলে দিলেন। তাতে লোকদের আগুনে পোড়াবার ক্ষমতা সূর্যকে দেওয়া হল। 9তখন সেই প্রচণ্ড তাপে লোকেদের পোড়ানো হল। ঈশ্বরকে তারা অভিশাপ দিতে লাগল। এই সমস্ত আঘাতের উপর ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ছিল; কিন্তু তারা তাদের মন ফিরালো না আর ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করল না।

10এরপর পঞ্চম স্বর্গদূত তাঁর বাটিটি সেই পশুর সিংহাসনের ওপর ঢেলে দিলেন। ফলে তার রাজ্যের সব জায়গায় ঘোর অন্ধকার হয়ে গেল, আর লোকেরা যন্ত্রণায় নিজেদের জিভ কামড়াতে লাগল। 11বেদনা ও ক্ষতের জন্য তারা স্বর্গের ঈশ্বরকে অভিশাপ দিতে লাগল, কিন্তু তারা কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করল না।

12এরপর ষষ্ঠ দূত তার বাটিটি নিয়ে মহানদী ইউফ্রেটিসের ওপর ঢেলে দিলেন। তাতে নদীর জল শুকিয়ে গেল, ও প্রাচ্যের রাজাদের জন্য আসার পথ প্রস্তুত হল। 13এরপর আমি দেখলাম সেই সাপের মুখ থেকে, পশুর মুখ থেকে ও ভণ্ড ভাববাদীর মুখ থেকে ব্যাঙের মতো দেখতে একটি একটি করে তিনটি অশুচি আত্মা বেরিয়ে এল। 14সেই অশুচি আত্মারা ভূতের আত্মা, যারা নানা অলৌকিক কাজ করে। তারা সমস্ত জগতে ঘুরে রাজাদের একত্রিত করল সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বিরুদ্ধে মহাবিচারের দিনে যুদ্ধ করার জন্য।

15"শোন! চোর যেমন আসে আমি তেমনি আসব। ধন্য সেই ব্যক্তি যে জেগে থাকে, আর নিজের পোশাক নিজের কাছে রাখে। যাতে তাকে উলঙ্গ হয়ে না বেড়াতে হয় এবং লজ্জায় না পড়তে হয়।"

16পরে ঐ অশুচি আত্মারা ইব্রীয় ভাষায় যাকে হর্‌মাগিদোন বলে সেই স্থানে নিয়ে এসে রাজাদের একত্রিত করল।

17এরপর সপ্তম স্বর্গদূত আকাশের ওপর তাঁর বাটিটি ঢেলে দিলেন। তখন স্বর্গের মন্দিরের সেই সিংহাসন থেকে শোনা গেল এক পরম উদাত্ত কণ্ঠস্বর, "সমাপ্ত হল!"

18তাতে বিদ্যুৎ ঝলক, মেঘগর্জন, বজ্রপাত এবং ভয়ঙ্কর এক ভূমিকম্প হল। পৃথিবীতে মানুষের উৎপত্তি কাল থেকে এমন ভূমিকম্প আর কখনও হয় নি। 19সেই মহানগরী তাতে ভেঙ্গে টুকরো হয়ে গেল; আর ধূলিসাৎ হয়ে গেল বিধর্মীদের সব শহর। ঈশ্বর মহান বাবিলকে শাস্তি দিতে ভুলে যান নি। তিনি তাঁর প্রচণ্ড ক্রোধে পূর্ণ সেই পানপাত্র মহানগরীকে দিলেন।

20এর ফলে সমস্ত দ্বীপ অদৃশ্য হয়ে গেল, আর পর্বতমালা সমভূমি হয়ে গেল। 21আকাশ থেকে মানুষের ওপরে বিরাট বিরাট শিলা পড়তে লাগল, এক একটি শিলা ছিল এক এক মণ ভারী; আর এই শিলা বৃষ্টির জন্য মানুষেরা ঈশ্বরের নিন্দা করতে লাগল, কারণ সেই আঘাত ছিল নিদারুণ ভয়ঙ্কর এক আঘাত।

পশুর উপরে স্ত্রীলোক

17এরপর ঐ সাতটি বাটি যাদের হাতে ছিল, সেই সাতজন স্বর্গদূতের মধ্যে একজন এসে আমায় বললেন, "এস, বহু নদীর উপরে যে মহাবেশ্যা বসে আছে, আমি তোমাকে তার কি শাস্তি হবে তা দেখাবো। 2তার সঙ্গে পৃথিবীর রাজারা যৌন পাপ করেছে, আর পৃথিবীর লোকেরা তার অসৎ যৌন ক্রিয়ার মদিরা পান করে মত্ত হয়েছে।"

3তখন তিনি আত্মার পরিচালনায় আমাকে প্রান্তরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমি একটি নারীকে দেখলাম, সে লাল রঙের এক পশুর ওপর বসে আছে। সেই পশুটির সাতটা মাথা ও দশটা শিং, তার সারা গায়ে ঈশ্বর নিন্দাসূচক নাম লেখা ছিল। 4সেই নারীর পরনে ছিল বেগুনী ও লাল রঙের বসন, সোনা ও বহুমূল্য মণি-মুক্তা খচিত অলঙ্কার তার অঙ্গে, তার হাতে সোনার একটি পান পাত্র ছিল, ঘৃণ্য দ্রব্যে ও তার যৌন পাপ-মালিন্যে তা পূর্ণ। 5তার কপালে রহস্যপূর্ণ এক নাম লেখা আছে:

মহতী বাবিল পৃথিবীর বেশ্যাদের
এবং পৃথিবীর যাবতীয় ঘৃণ্য জিনিসের জননী।

6আমি দেখলাম, সেই নারী ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের রক্তে মাতাল হয়ে আছে। এই পবিত্র লোকেরাই যীশুর বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিল।

সেই নারীকে দেখে আমি রীতিমতো অবাক হয়ে গেলাম। 7সেই স্বর্গদূত আমায় জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি

অবাক হচ্ছ কেন? আমি ঐ নারী ও তার বাহন পশু সম্পর্কে নিগূঢ়তত্ত্ব জানাচ্ছি। ঐ পশুটির সাতটি মাথা এবং দশটি শিং আছে। 8তুমি যে পশুকে দেখলে, এক সময় সে বেঁচে ছিল, কিন্তু এখন সে বেঁচে নেই। সে পাতাল থেকে উঠে আসবে ও তার ধ্বংস স্থানে যাবে। জগৎ পত্তনের সময় থেকে পৃথিবী নিবাসী যত লোকের নাম জীবন-পুস্তকে লিখিত নেই, তারা ঐ পশুকে দেখে বিস্মিত হবে, কারণ পশুটি একদিন ছিল, এখন আর নেই, কিন্তু পরে আবার আসবে।

9"এটা বোঝার জন্য বিজ্ঞ মনের প্রয়োজন। ঐ সপ্ত মস্তক হচ্ছে সপ্ত পর্বত, যার ওপর ঐ নারী বসে আছে। তারা আবার সপ্ত রাজার প্রতীক। 10তাদের মধ্যে প্রথম পাঁচ জনের পতন হয়েছে। একজন আছে আর অন্য জন এখনও আসেনি। সে এলে কেবল অল্পকালই থাকবে। 11যে পশু একসময়ে জীবিত ছিল, আর এখন নেই, সেই হচ্ছে অষ্টম রাজা। এই অষ্টম রাজা সেই সাত রাজার একটি আর সে তার ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে।

12"আর তুমি যে দশটি শিং দেখলে, তা হল দশটি রাজা, তারা এখনও রাজ্য পায় নি, কিন্তু সেই পশুর সঙ্গে এক ঘণ্টার জন্য রাজাদের মতো কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা পাবে। 13এই দশ রাজার উদ্দেশ্য এক, তারা নিজেদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সেই পশুকে দেবে। 14তারা মেষশাবকের সঙ্গে যুদ্ধ করবে কিন্তু মেষশাবক তাদের পরাজিত করবে কারণ তিনি প্রভুদের প্রভু ও রাজাদের রাজা। তিনি তাঁর মনোনীত এবং বিশ্বস্ত লোকদের সাহায্যে তাদের পরাজিত করবেন। এই লোকদের তিনি আহ্বান করেছিলেন।"

15আর স্বর্গদূত আমায় বললেন, "দেখ, ঐ গণিকা যে জলের ওপর বসে আছে, সেই জল হচ্ছে জাতিগণ, প্রজাগণ, জনগণ ও ভিন্ন ভাষাভাষীর লোকসমুহ। 16তুমি যে দশটা শিং ও পশুকে দেখলে, তারা ঐ গণিকাকে ঘৃণা করবে। তারা তার সব কিছু কেড়ে নিয়ে তাকে উলঙ্গ করে তার দেহটাকে খাবে, তারপর তাকে আগুনে পুড়িয়ে দেবে। 17এসব ঘটবে কারণ ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতে তাদের হৃদয়ে এই প্রবৃত্তি দেবেন। সেজন্য তারা সকলে একচিত্ত হয়ে যে পর্যন্ত ঈশ্বরের বাক্য সফল না হয় সেই পর্যন্ত নিজের নিজের ক্ষমতা সেই পশুকে দেবে, যাতে সে রাজত্ব করতে পারে। 18তুমি যে নারীকে দেখলে সে ঐ মহানগরীর প্রতীক, যে পৃথিবীর রাজাদের ওপরে কর্তৃত্ব করে।"

বাবিল ধ্বংস হল

18 এইসব ঘটনার পর আমি আর একজন স্বর্গদূতকে স্বর্গ থেকে নেমে আসতে দেখলাম। তিনি মহাপরাক্রান্ত স্বর্গদূত, তাঁর জ্যোতি সমস্ত পৃথিবীকে আলোকিত করে তুলল। 2তিনি প্রবল শব্দে চেঁচিয়ে উঠলেন:

"পতন হল! মহানগরী বাবিলের পতন হল! সে ভূতদের আবাসে পরিণত হয়েছে। সেই নগরী হয়েছে সব রকমের অশুচি আত্মার আবাস। সে যতো অশুচি পাখীদের বাসা এবং যতো নোংরা ও ঘৃণ্য পশুদের নগরীতে পরিণত হয়েছে।

3পৃথিবীর সমস্ত মানুষ তার অসৎ যৌন পাপের মদিরা ও ঈশ্বরের রোষ মদিরা পান করেছে। পৃথিবীর রাজারা তার সঙ্গে ব্যভিচার করেছে; আর পৃথিবীর ব্যবসায়ীরা তার অসংযত বিলাসিতার সুবাদে ধনবান হয়ে উঠেছে।"

4এরপর আমি স্বর্গ থেকে আর একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, সে বলছে:

"হে আমার প্রজারা, ওখান থেকে বেরিয়ে এস, তোমরা যেন ওর পাপের ভাগী না হও; আর ওর প্রাপ্য আঘাত যেন তোমাদের ওপর না আসে।

5কারণ ওর পাপ স্তূপীকৃত হয়ে গগণচুম্বী হয়েছে; আর ঈশ্বর ওর সব অপরাধ স্মরণ করেছেন।

6সে অপরের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করেছে, তোমরাও তার প্রতি সেরূপ ব্যবহার কর। সে যেমন কাজ করেছে, তোমরা তার দ্বিগুণ প্রতিফল তাকে দাও। অপরের জন্য পানপাত্রে সে যে পরিমাণ মেশাতো তোমরা তার জন্য সেই পাত্রে দ্বিগুণ মেশাও।

7সে (বাবিল) যত অহঙ্কার ও বিলাসিতায় জীবন কাটাতো তোমরা তাকে তত যন্ত্রণা ও মনোদুঃখ দাও। কারণ সে নিজের বিষয়ে বলত, 'আমি রাণী, রাণীর মতোই সিংহাসনে বসে আছি। আমি বিধবা নই, আর আমি কখনই দুঃখ পাব না।'

8অতএব এক দিনের মধ্যেই তার ওপর এই আঘাত আসবে; মৃত্যু, শোক ও দুর্ভিক্ষ আর আগুনে পুড়িয়ে তাকে ধ্বংস করা হবে; কারণ প্রভু ঈশ্বর যিনি তার বিচার করেছেন তিনি সর্বশক্তিমান।"

9"জগতের যে সব রাজারা তার সঙ্গে যৌন পাপে লিপ্ত হয়েছে ও বিলাসে কাটিয়েছে, তারা তাকে জ্বলতে দেখে ও তার থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখে বিলাপ ও হাহাকার করবে।" 10তার যন্ত্রণার ভয়াবহতা দেখে ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে বলবে:

'হায়! হায়! হে মহান নগরী! ও শক্তিশালী বাবিল নগরী! এক ঘণ্টার মধ্যেই তোমার উপরে শাস্তি নেমে এল!'

11আর পৃথিবীর ব্যবসায়ীরা তার (বাবিলের) জন্য কাঁদছে ও হাহাকার করছে, কারণ তাদের বাণিজ্য দ্রব্য আর কেউ কেনে না। 12তাদের বাণিজ্যদ্রব্যগুলি ছিল : সোনা, রূপো, মণি, মুক্তা, মসীনার কাপড়, বেগুনী রঙের কাপড়, রেশমের কাপড়, লাল রঙের কাপড়, সব রকমের চন্দন কাঠ, হাতির দাঁতের তৈরী বিভিন্ন জিনিসপত্র, মূল্যবান কাঠ, কাঁসার, লোহার ও মার্বেল পাথরের সব রকমের পাত্র, 13আর দারুচিনি, মশলা, ধূপ, সুগন্ধি নির্যাস, মস্তকি, গুগগুল, মদ ও জলপাইয়ের তেল, ময়দা, আটা, গরু, মেষ, ঘোড়া গাড়ী, আর মানুষের দেহ এবং প্রাণও। সেই ব্যবসায়ীরা কেঁদে কেঁদে বলবে:

14‘হে বাবিল, যে সব ভাল ভাল জিনিসের প্রতি
তোমার মন পড়ে ছিল তার সবই তোমার কাছ থেকে
চলে গেছে। তোমার সব রকমের বিলাসিতা ও শোভা
প্রাচুর্য্য সবই ধ্বংস হয়ে গেছে। তুমি তা আর কখনই
দেখতে পাবে না।’

15“ঐ সব জিনিসের ব্যবসায়ীরা তার ধনে ধনী
হয়েছিল, তারা তার যন্ত্রণা দেখে ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে
কাঁদবে আর হাহাকার করে বলবে:
16‘হায়! হায়! হায় মহানগরী! সে মসীনার কাপড়,
বেগুনী রঙের কাপড় ও লাল রঙের কাপড় পরত। সে
সোনা, মণি, মুক্তা খচিত গয়না পরত।
17এক ঘণ্টার মধ্যে তার সেই মহাসম্পদ ধ্বংস
হল!’

“আর প্রত্যেক জাহাজের প্রধান কর্মচারীরা,
জলপথের যাত্রীরা, নাবিকেরা ও সমুদ্রেই জীবিকা
যাদের, তারা সকলে বাবিল থেকে সরে দাঁড়ালো।
18জ্বলন্ত বাবিলের ধোঁয়া দেখে তারা চিৎকার করে বলতে
লাগল, ‘আর কোন নগর এই মহানগরীর মত ছিল না!’
19তারা সকলে নিজেদের মাথায় ধূলো ছিটিয়ে
হাহাকার করে বলতে লাগল:
‘হায়! হায়! ঐ মহানগরীর কি দুর্দশাই না হল! যার
সম্পদে সমুদ্রগামী জাহাজের কর্তারা ধনবান হত, এক
ঘণ্টার মধ্যে সে ধ্বংস হয়ে গেল।
20এইজন্য হে স্বর্গ! উল্লসিত হও! হে ঈশ্বরের পবিত্র
লোকেরা! হে প্রেরিতেরা আর ভাববাদীরা, উল্লাসিত
হও! কারণ সে তোমাদের প্রতি যে অন্যায় করেছে,
ঈশ্বর তার শাস্তি তাকে দিয়েছেন।’”

21পরে এক পরাক্রান্ত স্বর্গদূত খুব বড় যাঁতার মতো
পাথর তুলে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে বললেন:
“এই পাথরটির মতো মহানগরী বাবিলকে ছুঁড়ে ফেলা
হবে; আর চিরকালের মতো সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।
22তোমার মধ্যে বীণাবাদক, বাঁশীবাদক, তূরীবাদক
ও গায়কদের গান-বাজনা আর কখনও শোনা যাবে
না। তোমার মধ্যে আর কখনও কোন শিল্পকারকে পাওয়া
যাবে না, গম ভাঙ্গার যাঁতার শব্দ আর কখনও শোনা
যাবে না।
23তোমার মধ্যে আর কখনও প্রদীপ জ্বলবে না,
বর-কনের কথাবার্তা আর কখনও শোনা যাবে না।
তোমার ব্যবসায়ীরা পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত হয়েছিল।
তোমার তন্ত্র-মন্ত্রের জাদুতে সমস্ত জাতি ভ্রান্ত হয়েছিল।
24বাবিল সমস্ত ভাববাদী, ঈশ্বরের পবিত্র লোক,
আর পৃথিবীতে যত লোককে হত্যা করা হয়েছে, তার
রক্তপাতের দোষে দোষী।”

স্বর্গের লোকেরা ঈশ্বরের প্রশংসা করল

19 এরপর আমি স্বর্গে এক বিশাল জনতার কলরব
শুনলাম। সেই লোকেরা বলছে:

“হাল্লিলূইয়া! জয়, মহিমা ও পরাক্রম আমাদের
ঈশ্বরেরই, 2কারণ তাঁর বিচারসকল সত্য ও ন্যায্য।
তিনি সেই মহান গণিকার বিচার নিষ্পন্ন করেছেন, যে
তার যৌন পাপ দ্বারা পৃথিবীকে কলুষিত করত। ঈশ্বরের
দাসদের রক্তপাতের প্রতিশোধ নিতে ঈশ্বর সেই বেশ্যাকে
শাস্তি দিয়েছেন।”

3তারপর স্বর্গের সেই লোকেরা বলে উঠল:
“হাল্লিলূইয়া! সেই বেশ্যা ভস্মীভূত হবে এবং যুগ
যুগ ধরে তার ধোঁয়া উঠবে।”

4এরপর সেই চব্বিশজন প্রাচীন ও চারজন প্রাণী
সিংহাসনে যিনি বসেছিলেন, সেই ঈশ্বরের চরণে মাথা
নত করে তাঁর উপাসনা করে বললেন:
“আমেন, হাল্লিলূইয়া!”

5পরে সিংহাসন থেকে এক বাণী নির্গত হল, কে
যেন বলে উঠল:
“হে আমার দাসেরা, তোমরা যারা তাঁকে ভয় কর,
তোমরা ক্ষুদ্র কি মহান, তোমরা সকলে ঈশ্বরের প্রশংসা
কর!”

6পরে আমি বিরাট জনসমুদ্রের রব, প্রবল
জলকল্লোল ও প্রচণ্ড মেঘগর্জনের মতো এই বাণী
শুনলাম:
“হাল্লিলূইয়া! আমাদের প্রভু যিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর,
তিনি রাজত্ব শুরু করেছেন।
7এস, আমরা আনন্দ ও উল্লাস করি, আর তাঁর
মহিমা করি, কারণ মেষশাবকের বিবাহের দিন এল।
তাঁর বধূও বিবাহের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছে।
8তাকে পরিধান করতে দেওয়া হল শুচি শুভ্র উজ্জ্বল
মসীনার বসন।”

সেই মসীনার বসন হল ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের
সৎকর্মের প্রতীক।

9এরপর তিনি আমায় বললেন, “তুমি এই কথা
লেখ। ধন্য তারা, যারা মেষশাবকের বিবাহে নিমন্ত্রিত
হয়েছে।” তারপর দূত আমায় বললেন, “এগুলি ঈশ্বরের
সত্য বাক্য।”
10আমি তাঁকে উপাসনা করার জন্য তাঁর চরণে
মাথা নত করলাম; কিন্তু স্বর্গদূত আমায় বললেন,
“আমার উপাসনা কোর না! আমি তোমারই মত এবং
তোমার যে ভাইয়েরা যীশুর সাক্ষ্য ধরে রয়েছে তাদের
মতো এক দাস। ঈশ্বরেরই উপাসনা কর, কারণ
ভাববাণীর আত্মাই হল যীশুর সাক্ষ্য।”

শ্বেত অশ্বের চালক

11এরপর আমি দেখলাম, স্বর্গ উন্মুক্ত, আর সেখানে
সাদা একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। তার ওপর যিনি
বসে আছেন, তাঁর নাম “বিশ্বস্ত ও সত্যময়” আর তিনি

ন্যায়সিদ্ধ বিচার করেন ও যুদ্ধ করেন। 12আগুনের শিখার
মতো তাঁর চোখ, আর তাঁর মাথায় অনেকগুলি মুকুট
আছে; সেই মুকুটগুলির উপর এমন এক নাম লেখা
আছে, যার অর্থ তিনি ছাড়া অন্য আর কেউ জানে না।
13রক্তে ডুবানো পোশাক তাঁর পরনে; তাঁর নাম ঈশ্বরের
বাক্য। 14স্বর্গের সেনাবাহিনী সাদা ঘোড়ায় চড়ে তাঁর
পিছনে পিছনে চলেছিল। তাদের পরনে ছিল শুচিশুভ্র
মসীনার পোশাক। 15একটি ধারালো তরবারি তাঁর মুখ
থেকে বেরিয়ে আসছিল, যা দিয়ে তিনি পৃথিবীর সমস্ত
জাতিকে আঘাত করবেন। লৌহ যষ্টি হাতে জাতিবৃন্দের
উপর তিনি শাসন পরিচালনা করবেন। সর্বশক্তিমান
ঈশ্বরের প্রচণ্ড ক্রোধের কুণ্ডে তিনি সব দ্রাক্ষা মাড়াই
করবেন। 16তাঁর পোশাকে ও উরুতে লেখা আছে এই
নাম:

"রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু।"

17পরে আমি দেখলাম, একজন স্বর্গদূত সূর্যের মধ্যে
দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি উঁচু আকাশ পথে যে সব পাখি
উড়ে যাচ্ছে, তাদের উদ্দেশ্যে খুব জোরে চিৎকার করে
বললেন: "এস, ঈশ্বর যে মহাভোজের আয়োজন
করেছেন, তার জন্য এক জায়গায় জড়ো হও। 18এস,
রাজাদের, প্রধান সেনাপতিদের ও বীরপুরুষদের মাংস,
ঘোড়া ও ঘোড়-সওয়ারদের মাংস, স্বাধীন কি ক্রীতদাস,
ক্ষুদ্র কি মহান সকল মানুষের মাংস খেয়ে যাও।"
19তখন আমি দেখলাম ঐ ঘোড়ার ওপর যিনি
বসেছিলেন, তিনি ও তাঁর সৈন্যদের সঙ্গে সেই পশু ও
পৃথিবীর রাজারা তাদের সমস্ত সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধ
করার জন্য একত্র হল। 20কিন্তু সেই পশু ও ভণ্ড
ভাববাদীকে ধরা হল। এই সেই ভণ্ড ভাববাদী, যে
পশুর জন্য অলৌকিক কাজ করেছিল। এই অলৌকিক
কাজের দ্বারা ভণ্ড ভাববাদী তাদেরকে প্রতারণা করেছিল
যাদের সেই পশুর চিহ্ন ছিল এবং যারা তার উপাসনা
করেছিল। ভণ্ড ভাববাদী এবং পশুটিকে জ্বলন্ত গন্ধকের
হ্রদে ছুঁড়ে ফেলা হল। 21যারা বাকী থাকল তারা সকলে
সেই সাদা ঘোড়ার সওয়ারীর মুখ থেকে বের হওয়া
ধারালো তরবারির আঘাতে মারা পড়ল; আর সমস্ত
পাখি তাদের মাংস খেয়ে তৃপ্ত হল।

এক হাজার বছর

20 এরপর আমি একজন স্বর্গদূতকে স্বর্গ থেকে
নেমে আসতে দেখলাম। সেই স্বর্গদূতের হাতে
ছিল অতল গহ্বরের চাবি আর একটা বড় শেকল।
2তিনি সেই নাগকে ধরলেন, এ সেই পুরানো সাপ,
দিয়াবল বা শয়তান, তিনি তাকে হাজার বছরের জন্য
বেঁধে রাখলেন। 3স্বর্গদূত তাকে অতল গহ্বরের মধ্যে
ছুঁড়ে ফেলে গহ্বরের মুখ বন্ধ করলেন ও তা সীলমোহর
করে দিলেন, যেন হাজার বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সে
পৃথিবীর জাতিবৃন্দকে আর বিভ্রান্ত করতে না পারে। ঐ
হাজার বছর পূর্ণ হলে কিছুকালের জন্য তাকে ছাড়া
হবে।

4পরে আমি কয়েকটি সিংহাসন দেখলাম; আর তার
ওপর যারা বসে আছেন তাদের সকলকে বিচার করার
ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। যীশুর বিষয়ে সাক্ষ্য দেবার
জন্য ও ঈশ্বরের বাণী প্রচারের জন্য যাদের শিরশ্ছেদ
করা হয়েছিল, যারা সেই পশুকে ও তার মূর্ত্তিকে পূজা
করে নি, নিজেদের কপালে বা হাতে তার ছাপ নেয়
নি, তাদের প্রাণ দেখতে পেলাম। আর তারা সকলে
পুনর্জীবিত হয়ে সেই হাজার বছর ধরে খ্রীষ্টের সঙ্গে
রাজত্ব করল। 5যে পর্যন্ত সেই হাজার বছর শেষ না
হল, সে পর্যন্ত বাকী মৃত লোকেরা পুনরুত্থিত হল না।
এই হল প্রথম পুনরুত্থান। 6যে কেউ এই প্রথম
পুনরুত্থানের ভাগী হয় সে ধন্য ও পবিত্র। এই সব
লোকদের ওপর দ্বিতীয় মৃত্যুর আর কোন কর্তৃত্ব নেই।
তারা বরং খ্রীষ্টের ও ঈশ্বরের যাজকরূপে তাঁর সঙ্গে
হাজার বছর ধরে রাজত্ব করবে।

শয়তানের পরাজয়

7সেই হাজার বছর শেষ হলে শয়তানকে অতলস্পর্শী
গহ্বরের কারাগার থেকে মুক্ত করা হবে। 8সে সারা
পৃথিবী জুড়ে সমস্ত জাতিকে বিভ্রান্ত করবে। সে গোগ
ও মাগোগকেও বিভ্রান্ত করবে; শয়তান যুদ্ধের উদ্দেশ্যে
তাদের একত্র করবে। তাদের সংখ্যা সমুদ্র সৈকতের
অগণিত বালুকণার মতো। 9তারা পৃথিবীর ওপর দিয়ে
এগিয়ে চলবে, আর ঈশ্বরের লোকদের শিবির ও ঈশ্বরের
প্রিয় নগরটি অবরোধ করবে; কিন্তু স্বর্গ থেকে আগুন
নেমে শয়তানের সৈন্যদের ধ্বংস করবে। 10তখন সেই
শয়তান যে তাদের ভ্রান্ত করেছিল তাকে জ্বলন্ত গন্ধকের
হ্রদে ছুঁড়ে ফেলা হবে, যেখানে সেই পশু ও ভণ্ড
ভাববাদীদের আগেই ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। সেখানে যুগ
যুগ ধরে দিনরাত তারা যন্ত্রণা ভোগ করবে।

জগতের মানুষের বিচার

11পরে আমি এক বিরাট শ্বেত সিংহাসন ও তাঁর
ওপর যিনি বসে আছেন তাঁকে দেখলাম। তাঁর সামনে
থেকে পৃথিবী ও আকাশ বিলুপ্ত হল এবং তাদের কোন
অস্তিত্ব রইল না। 12আমি দেখলাম, ক্ষুদ্র কি মহান
সমস্ত মৃত লোক সেই সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।
পরে কয়েকটি গ্রন্থ খোলা হল, এবং আরও একটি গ্রন্থ
খোলা হল। সেই গ্রন্থটির নাম জীবন-পুস্তক। সেই
গ্রন্থগুলিতে মৃতদের প্রত্যেকের কাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ
ছিল এবং সেই অনুসারে তাদের বিচার হল। 13যে সব
লোক সমুদ্রগর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল সমুদ্র তাদের সঁপে
দিল, আর মৃত্যু ও পাতাল নিজেদের মধ্যে যে সব মৃত
ব্যক্তি ছিল তাদের সমর্পণ করল। তাদের কৃতকর্ম
অনুসারে তাদের বিচার হল।
14পরে মৃত্যু ও পাতাল আগুনের হ্রদে ছুঁড়ে ফেলা
হল। এই আগুনের হ্রদই হল আসলে দ্বিতীয় মৃত্যু।
15জীবন-পুস্তককে যাদের নাম লেখা দেখতে পাওয়া
গেল না, তাদের সকলকে আগুনের হ্রদে ছুঁড়ে ফেলা
হল।

নতুন জেরুশালেম

21 এরপর আমি এক নতুন স্বর্গ ও নতুন পৃথিবী
দেখলাম; কারণ প্রথম স্বর্গ ও প্রথম পৃথিবী
বিলুপ্ত হয়ে গেছে; এখন সমুদ্র আর নেই। 2আমি আরো
দেখলাম, সেই পবিত্র নগরী, নতুন জেরুশালেম, স্বর্গ
হতে ঈশ্বরের কাছ থেকে নেমে আসছে। কনে যেমন
তার বরের জন্য সাজে, সেও সেইভাবে প্রস্তুত হয়েছিল।
3পরে আমি সিংহাসন থেকে এক উদাত্ত রব শুনতে
পেলাম, যা ঘোষণা করছে, "এখন মানুষের মাঝে ঈশ্বরের
আবাস, তিনি তাদের সঙ্গে বাস করবেন ও তারা তাঁর
প্রজা হবে। ঈশ্বর নিজে তাদের সঙ্গে থাকবেন ও
তাদের ঈশ্বর হবেন। 4তিনি তাদের চোখের সব জল
মুছিয়ে দেবেন। মৃত্যু, শোক, কান্না, জ্বালা যন্ত্রণা আর
থাকবে না, কারণ পুরানো বিষয়গুলি বিলুপ্ত হল। 5আর
যিনি সিংহাসনে বসে আছেন তিনি বললেন, "দেখ!
আমি সব কিছু নতুন করছি!" পরে তিনি বললেন,
"লেখ, কারণ এসব কথা সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য।"

6যিনি সিংহাসনে বসেছিলেন পরে তিনি আমায়
বললেন, "সম্পন্ন হল! আমি আলফা ও ওমেগা, আমিই
আদি ও অন্ত। যে তৃষ্ণার্ত তাকে আমি জীবন জলের
উৎস থেকে বিনামূল্যে জল দান করব। 7যে বিজয়ী হয়
সেই এসবের অধিকারী হবে। আমি তার ঈশ্বর হব,
আর সে হবে আমার পুত্র। 8কিন্তু যারা ভীরু, অবিশ্বাসী
ঘৃণ্যলোক, নরঘাতক, যৌনপাপে পাপগ্রস্ত, মায়াবী,
প্রতিমাপূজারী, যারা মিথ্যাবাদী, এদের সকলের স্থান
হবে সেই আগুন ও জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদে; এই হল
দ্বিতীয় মৃত্যু।"

9আর যে সপ্ত স্বর্গদূতদের কাছে সপ্ত সন্তাপপূর্ণ
বাটি ছিল তাদের মধ্যে শেষ সন্তাপের বাটিটি যিনি
ঢেলেছিলেন, তিনি এসে আমায় বললেন, "এস, আমি
তোমাকে মেষশাবকের বধূকে দেখাব।" 10আমি আত্মার
আবেশে ছিলাম, সেই অবস্থায় তিনি আমাকে এক খুব
বড় ও উঁচু পাহাড়ের ওপর নিয়ে গেলেন আর স্বর্গে
ঈশ্বরের কাছ থেকে যে পবিত্র নগরী, জেরুশালেম নেমে
আসছিল তা দেখালেন। 11তা ছিল ঈশ্বরের মহিমায়
পূর্ণ বহুমূল্য মণির মতো, তার উজ্জ্বলতা সূর্যকান্ত
মণির মতো উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ। 12নগরের প্রাচীরটি খুব
উঁচু এবং বড় ছিল। প্রাচীরের বারোটি ফটক ছিল।
নগরের বারোটি ফটকে বারোজন স্বর্গদূত ছিল। সেই
দ্বারগুলির ওপর ইস্রায়েলের বারো গোষ্ঠীর নাম লেখা
ছিল। 13পূর্বদিকে তিনটি দরজা, উত্তরদিকে তিনটি
দরজা, দক্ষিণ দিকে তিনটি দরজা ও পশ্চিম দিকে
তিনটি দরজা। 14নগরের সেই প্রাচীরের বারোটি ভিত-
পাথর ছিল, আর সেই সব ভিত পাথরের ওপর
মেষশাবকের বারোজন প্রেরিতের নাম লেখা আছে।

15স্বর্গদূত, যিনি আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁর
হাতে ঐ নগরটি, তার সব দরজা ও তার প্রাচীর
মাপবার জন্য সোনার মাপকাঠি ছিল। 16ঐ নগরটি
ছিল চারকোণা, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে সমান। তিনি নগরটি
সেই মাপকাঠি দিয়ে মাপলে দেখা গেল তা দৈর্ঘ্যে
প্রস্থে ও উচ্চতায় সমান এবং সেই মাপ হল 1,500
মাইল। 17পরে স্বর্গদূত নগরের প্রাচীর মাপলে দেখা
গেল তা 144 হাত উঁচু। স্বর্গদূত মানুষের হাতের মাপ
অনুযায়ী তা মাপলেন, এই মাপই তিনি ব্যবহার
করেছিলেন। 18প্রাচীরের গাঁথনি সূর্যকান্তমণির এবং
নগরটি ছিল শুদ্ধ সোনায় তৈরী, যেটা ছিল কাঁচের মতো
স্বচ্ছ। 19নগরের প্রাচীরের ভিত পাথরগুলিতে সব ধরণের
মূল্যবান মণি-খচিত ছিল। প্রথমটি সূর্যকান্ত মণির,
দ্বিতীয়টি নীলকান্ত মণির, তৃতীয়টি তাম্রমণির, চতুর্থটি
পান্নামণির, পঞ্চমটি বৈদূর্য্যমণির; 20ষষ্ঠটি লালবর্ণ মণির,
সপ্তমটি স্বর্ণমণির, অষ্টমটি ফিরোজা মণির, নবমটি
পোখরাজ মণির, দশমটি হলুদ সবুজ বর্ণ মণির,
একাদশটি রক্তাভ-ফলসাবর্ণ মণির, দ্বাদশটি জামীরা
মণির। 21 দ্বাদশটি জামীরা মণির।

21বারোটি সিংহদ্বার হচ্ছে বারোটি মুক্তা, একটি দ্বার
সড়কটি কাঁচের মতো স্বচ্ছ খাঁটি সোনার তৈরী।

22সেই নগরে আমি কোন মন্দির দেখলাম না, কারণ
প্রভু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও মেষশাবক হচ্ছেন সেই নগরের
মন্দির। 23নগরটি আলোকিত করার জন্য সূর্য বা চাঁদের
প্রয়োজন ছিল না, কারণ ঈশ্বরের মহিমা তা আলোকময়
করে, আর মেষশাবকই তার আলোস্বরূপ। 24এর
আলোতে সমস্ত জাতি চলাফেরা করবে, আর জগতের
রাজারা তাদের প্রতাপ সেখানে নিয়ে আসবে। 25ঐ
নগরের সিংহদ্বারগুলি কোনদিন কখনও বন্ধ হবে না,
কারণ সেখানে কখনও কোন রাত্রি হবে না, 26আর
জাতিবৃন্দের সমস্ত প্রতাপ ও ঐশ্বর্য সেই নগরের মধ্যে
আনা হবে। 27অশুচি কোন কিছু শহরে প্রবেশ করতে
পারবে না। কোন মানুষ যে ঘৃণ্য কাজ করে অথবা যে
অসৎ সে কখনও নগরে প্রবেশ করতে পারবে না।
কেবল যাদের নাম মেষশাবকের জীবন-পুস্তকে লেখা
আছে শুধু তারাই সেখানে প্রবেশ করতে পারবে।

22 পরে তিনি আমাকে জীবনদায়ী জলের এক
নদী দেখালেন। এই নদী স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ,
তা ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন থেকে বয়ে চলেছে।
2নদীটি নগরের রাজপথের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে।
নদীর দু'পারেই জীবনবৃক্ষ আছে। বছরের বারো মাসেই
তাতে বারো বার ফল ধরে, প্রতি মাসে নতুন নতুন ফল
হয়। সেই জীবনবৃক্ষের পাতা জাতিবৃন্দের
আরোগ্যদায়ক।

3নগরীতে অভিশপ্ত কোন কিছুই থাকবে না, সেখানে
অধিষ্ঠিত থাকবে ঈশ্বর ও মেষশাবকের সিংহাসন।
সেখানে ঈশ্বরের দাসেরা তাঁর উপাসনা করবে, 4তারা
তাঁর শ্রীমুখ দর্শন করবে; আর ঈশ্বরের নাম তাদের
কপালে লেখা থাকবে। 5সেখানে রাত্রি আর হবে না,
প্রদীপের আলো বা সূর্যের আলোর কোন প্রয়োজন
হবে না, কারণ প্রভু ঈশ্বর তখন সবার উপর তাঁর
আলো ছড়িয়ে দেবেন; আর তারা যুগে যুগে চিরকাল
রাজার মত রাজত্ব করবে।

6তখন স্বর্গদূত আমায় বললেন, "এই সমস্ত কথা
সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য। প্রভু যিনি সেই ভাববাদীদের

আত্মার ঈশ্বর, তিনি তাঁর স্বর্গদূতকে পাঠিয়েছেন তাঁর দাসদের সেই সবকিছু দেখাবার জন্য, যা শীঘ্রই ঘটবে।”

7“শোন, আমি শিগ্‌গির আসছি। ধন্য সে জন, যে এই পুস্তকের লিখিত ভাববাণী পালন করে।”

8আমি যোহন এই সব দেখলাম ও শুনলাম। এইসব দেখা ও শোনার পর, যে দূত আমাকে এই সব দেখাচ্ছিলেন, তাঁর আরাধনার জন্য আমি তাঁর পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়লাম। **9**তিনি তখন আমায় বললেন, “আমার উপাসনা কোর না! আমি তোমার ও তোমার ভাইদের অর্থাৎ ভাববাদীদের মত একজন দাস। আমি সেই সমস্ত লোকের মত যারা এই পুস্তকের বাক্য মেনে চলে। একমাত্র ঈশ্বরেরই উপাসনা কর।”

10সেই স্বর্গদূত আমাকে আরো বললেন, “তুমি এই পুস্তকের ভাববাণীগুলি গোপন রেখো না, সে সব কথা পূর্ণ হবার সময় হয়ে এসেছে। **11**যে অন্যায় করছে, সে আরো অন্যায় করুক; আর যে কলুষিত, সে কলুষিত থাকুক। যে ধার্মিক সে এর পরে আরো ধর্মাচরণ করুক; আর যে পবিত্র সে আরো পবিত্র হোক্‌।”

12“শোন! আমি শিগ্‌গির আসছি! আমি দেবার জন্য পুরস্কার নিয়ে আসছি, যার যেমন কাজ সেই অনুসারে সে পুরস্কার পাবে। **13**আমি আল্‌ফা ও ওমেগা, প্রথম ও শেষ, আদি ও অন্ত।

14“যারা তাদের পোশাক ধোয় তারা ধন্য। তারা জীবন বৃক্ষের ফল খাবার অধিকারী হবে ও দ্বার সকল দিয়ে নগরে প্রবেশ করতে পারবে। **15**আর নগরের বাইরে আছে সেই সব কুকুরেরা, যারা মায়াবী, লম্পট, খুনে, প্রতিমাপূজক, আর যারা মিথ্যা বলতে ভালবাসে ও মিথ্যা কথা বলে। **16**আমি যীশু, আমি আমার স্বর্গদূতকে পাঠালাম যেন সে মণ্ডলীদের জন্য তোমাকে এসব কথা বলে। আমি দায়ূদের মূল ও বংশধর। আমি উজ্জ্বল প্রভাতী তারা।”

17আত্মা ও বধূ বলছেন, “এস!” যে একথা শোনে সেও বলুক, “এস!” আর যে পিপাসিত সেও আসুক। যে চায় সে এসে বিনামূল্যে জীবন-জল পান করুক।

18এই পুস্তকের ভাববাণী সব যারা শুনবে, আমি তাদের দৃঢ়ভাবে বলছি, এই পুস্তকে যা কিছু লেখা হল, কেউ যদি তার সঙ্গে কিছু যোগ করে তবে ঈশ্বর এই পুস্তকে যে সব সন্তাপের উল্লেখ আছে তা তার জীবনে যোগ করবেন। **19**কেউ যদি এই ভাববাণী পুস্তকের বাক্য থেকে কিছু বাদ দেয়, তবে ঈশ্বর এই পুস্তকে যে জীবনবৃক্ষের কথা লেখা আছে তা থেকে ও পবিত্র নগর থেকে তার অংশ বাদ দেবেন।

20যীশু যিনি বলছেন এই বিষয়গুলি সত্য, এখন তিনিই বলছেন, “হ্যাঁ, আমি শিগ্‌গির আসছি।”

আমেন। এস, প্রভু যীশু! **21**প্রভু যীশুর অনুগ্রহ তাঁর সকল লোকের সহবর্তী হোক্‌। আমেন।

License Agreement for Bible Texts

World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006

Copyright © 2006 by World Bible Translation Center
All rights reserved.

These Scriptures:

- Are copyrighted by World Bible Translation Center.
- Are not public domain.
- May not be altered or modified in any form.
- May not be sold or offered for sale in any form.
- May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online add space).
- May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license (without modification) must also be included.
- May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: "Taken from the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission." If the text quoted is from one of WBTC's non-English versions, the printed title of the actual text quoted will be substituted for "HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™." The copyright notice must appear in English or be translated into another language. When quotations from WBTC's text are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials of the version (such as "ERV" for the Easy-to-Read Version™ in English) must appear at the end of each quotation.

Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC's text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.

World Bible Translation Center
P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com

WBTC's web site – World Bible Translation Center's web site: http://www.wbtc.org

Order online – To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org

Current license agreement – *This license is subject to change without notice. The current license can be found at:* http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm

Trouble viewing this file – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Viewing Chinese or Korean PDFs – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html